যৌতুক পাঠায়ে দিল মহামূল্য ধন। দিব্য পরিচ্ছদ রথ কুঞ্জর বাজিন ॥
আর এক কথা কহি শুন পরীক্ষিত। আছিল ব্রাহ্মণ এক উদার চরিত ॥
গৃহাশ্রমে বৈসে বিপ্র শ্রুতদেব নাম। শান্ত দান্ত অলম্পট ভকত প্রধান ॥
মিথিলানগরে বৈসে চেষ্টা পরিহরি। যথা লাভে তুষ্ট হৈয়া নিজ কর্ম্ম
করি ॥ দেহ মাত্র ধারণ ধরেন প্রিয়জন। অধিক না লয় বিপ্র তুষ্ট পরা-
য়ণ ॥ আছিল রাজ্যের রাজা বহুলাশ্ব নাম। সেই নৃপ গুণশীল ভকত
প্রধান ॥ অহঙ্কার বিবর্জ্জিত শুদ্ধ কলেবর। কৃষ্ণ কথা পরায়ণ কৃষ্ণ প্রিয়-
কর ॥ দুঁহারে করিব কৃপা কৃষ্ণ গুণনিধি। ডাকিয়া আনিল প্রভু দারুক
সারথি ॥ ঝাট করি আন রথ করিয়া সাজন। সারথি আনিয়া রথ দিল
ততক্ষণ ॥ নারদাদি মুনিগণ নিজ রথে তুলি। রথে চড়ি আপনে চলিলা
শ্রীহরি ॥ বামদেব বেদব্যাস অত্রি বৃহস্পতি। নারদ চ্যবন কণ্ব রাম
মহামতি। মুনিগণ তুলি লয়ে রথের উপরে। আপনে চলিলা হরি
মিথিলা নগরে ॥ কুরু জঙ্গল কঙ্ক মৎস্য পাঞ্চাল কৌশল। কুণ্ডিল মধ্য
আদি দেশ কেকয় জাঙ্গল ॥ তরিয়া আনর্ত্ত দেশ মিথিলাতে যায়। পথে
পথে আসিয়া সকল লোকে চায় ॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজে কৃষ্ণের চরণ।
ধন্য হৈল সর্ব্বলোক সব পুরজন ॥ দেশে দেশে পূজে লোক দিয়া উপ-
হার। বিবিধ ভূষণ বাদ্য বিবিধ সম্ভার ॥ উদার রুচির হাস সরোজ নয়ন।
বিলোল অলকাবলি মুদিত বদন ॥ হরষিত নরনারী শ্রীমুখ দেখিয়া।
সব লোক যায় হরি কৃতার্থ করিয়া ॥ দুরিত হরণ যশঃ সর্ব্বলোকে গায়।
নিজ যশঃ শুনিতে কৌতুকে চলি যায় ॥ মিথিলা নগরে তবে উঠিলা
শ্রীহরি। আনন্দিত হৈল লোক পুর নরনারী ॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া লোক
কৈল আগুয়ান। ভূমিতে পড়িয়া কৈল দণ্ড পরণাম ॥ শিরে কর ধরিয়া
দাণ্ডায় চারি পাশে। শ্রীমুখ দেখিয়া লোক পূজিল হরিষে ॥ শ্রুতদেব
বহুলাশ্ব পড়িয়া চরণে। নিমন্ত্রণ কৈল দোঁহে অতিথি বিধানে ॥ প্রভু
কমল দুই শিরে ধরি কর। দ্বিজগণ লয়্যা প্রভু আইলা তাঁর ঘর ॥
রাখিয়া দোঁহার চিত্ত দেবকী-নন্দন। চলিলা দুঁহার ঘর লৈয়া মুনিগণ ॥
সব সৈন্য পরিকর দুই রূপ ধরি। দুই ঘরে গেলা প্রভু দুই রূপ ধরি ॥
দোঁহে না জানিল প্রভু গেলা দোঁহার ঘরে। মজিল দোঁহার চিত্ত আ-
নন্দ সাগরে। আনিয়া জনক রাজা কনক আসনে। বসায়্যা পূজিল হরি
আনন্দ বিধানে ॥ শিরের উপরে ধরি করিয়া বসন। সুশীতল দিয়া দুই
পাখালি চরণ ॥ সবন্ধু বান্ধবে রাজা শিরে জল ধরে। আনন্দে হিয়া

জল এ ঘর দুয়ারে ॥ গন্ধমাল্য ধূপ দীপ বসন ভূষণে । কতরূপে পূজে রাজা মধুর বচনে ॥ আর নানা দ্রব্য দিয়া পূজে নানা স্থানে । মুনিগণ চরণ পূজিল একে একে ॥ বুকের উপর ধরি কমললোচন । ধীরে ধীরে করে রাজা পদ সম্বাহন ॥ অঙ্গ পুলকিত রাজা গদগদ ভাষা । কি বলে নৃপতি সিংহ করিয়া সম্ভাষা ॥ সর্ব্বভূত আত্মা তুমি সাক্ষী পরকাশ । নর বেশ ধরি কর আনন্দ বিলাস ॥ নিরবধি পদযুগ করিয়া স্মরণ । তেকা-রণে পদযুগ করি দরশন ॥ সত্য করিবারে চাহ আপনার বাণী । তেকা-রণে দরশন দিলে চক্রপাণি ॥ একান্ত ভকতানন্দ সহস্র বদন । এ ভব বিরিঞ্চি মোর নহে প্রিয়তম ॥ সে রূপ কমলাদেবী নহে প্রিয়তমা । ভকতের সহে কার নাহি [illegible] সীমা ॥ সত্য করিবারে চাহ আপনু বচন । তেকারণে তুমি নাথ দিলে দরশন ॥ হেন দয়ানিধি তুমি যে তোমাকে জানে । সে জনে তোমাকে নাথ জানিব কেমনে ॥ শান্ত দান্ত অকিঞ্চন ভকত দেখিয়া । বশ হয়ে থাক তুমি আপনাকে দিয়া ॥ যদু-বংশে সংপ্রতি করিয়া অবতার । দুরিতদলন যশে করিলা প্রচার । নমো নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু ভগবান্ । বৈকুণ্ঠ মাধব হরি পুরুষ পুরাণ । কত দিন মোর ঘরে থাক কৃপা করি । পদরজে মোর কুল পরিত্রাণ করি ॥ মুনিগণ সহে প্রভু রহ মোর ঘরে । পবিত্র সকল কুল হউক পদ-জলে ॥ ভৃত্যের বচন শুনি ভকতবৎসল । স্বগণে রহিলা হরি মিথিল নগর ॥ শ্রুতদেব ঘরে যদি গেলেন শ্রীহরি । ভূমিতে পড়িয়া বিপ্র পর-ণাম করি ॥ বসন ঢুলায় বিপ্র নাচে বাহু তুলি । চরণে লোটায় বিপ্র হরি হরি বলি ॥ কুশের আসন বিপ্র আনিয়া জোটায় । তৃণ ছাল আদি পাতি স্বগণে বসায় ॥ কমণ্ডলু ভরিয়া ব্রাহ্মণ দেই জল । হরিষে পাখা-লে বিপ্র চরণ যুগল ॥ সবন্ধু বান্ধবে বিপ্র পদজল লয়ে । আনন্দে ছিটায় জল এঘর দুয়ারে ॥ বিরলের ঘরে জল সুগন্ধি মৃত্তিকা । কমল তুলসী দল কমল কর্ণিকা ॥ পুণ্যজল আনিয়া করিয়া সমর্পণ । ভক্তি ভাবে করে বিপ্র কৃষ্ণ আরাধন ॥ মনে চিন্তে বিপ্র মুই হেন যে বঞ্চিত । গৃহ অন্ধ-কূপে মুই কেবল পতিত ॥ সর্ব্ব তীর্থ পদ যার পাদপদ্ম ধূলী । তার দর-শন হয় কোন তপ করি ॥ মুনিগণ পদরজে তীর্থ কোটি কেলে । কোন তপ করি মুই লভিল সবংশে ॥ তবে শ্রুতদেব বিপ্র [illegible] বান্ধবে । পাদ-প্রক্ষালন বিপ্র করে ভক্তিভাবে ॥ [illegible] নানাবিধ বিপ্র করে নিবেদন । পরম পুরুষ তুমি অনাদি নিধন ॥ আজি দেখা দিলে তুমি এই সত্য

নহে। মায়ারে সৃজিয়া তুমি প্রবেশিলা দেহে ॥ তখন তোমার সহে হয়
দরশন। মায়ায় মোহিত [illegible] নাহি বুঝি কারণ ॥ স্বপনে পুরুষ যেন
নানা মূর্ত্তি হয়। আপনা না পায় লোক সেই মনে লয় ॥ তোমার
মায়ায় সব লোক বিমোহিত। তোমা পাসরিয়া লোক কেবল বঞ্চিত।
শ্রবণ কীর্ত্তন পাদবন্দন অর্চ্চন। যে জন তোমার করে সতত চিন্তন ॥ তার
চিত্তে দেহ তুমি আপনে প্রকাশ। সেইক্ষণে হয় তার অবিদ্যা বিনাশ।
হৃদয়ে থাকিয়া তুমি আছ বহু দূর। যে জন সংসারে রত কর্ম্মেতে ব্যা-
কুল ॥ নমো নমঃ চরণপঙ্কজে নমস্কার। প্রকৃতি পুরুষ পর স্বতন্ত্র বিহার
আজ্ঞা দেহ কোন কর্ম্ম করিব তোমার। আজি সে খণ্ডিল মোর এ ঘোর
সংসার ॥ যাবৎ তোমার সহে নহে দরশন। তাবত জীবের থাকে এ
ভব বন্ধন ॥ বিপ্রের বচন শুনি দেব চক্রপাণি। হাতে হাত ধরিয়া কি
বলে তবে বাণী ॥ শুন শুন দ্বিজবর কহিব বিশেষ। কহিব তোমারে
বিপ্র ধর্ম্ম উপদেশ ॥ অনুগ্রহ করিতে এসব মুনিগণ। তোমার মন্দিরে
গিয়া হৈল উপসন্ন ॥ ভুবন পবিত্র করে দিয়া পদরেণু। লোক পরিত্রাণ
হেতু ধরে দ্বিজতনু ॥ পুণ্যক্ষেত্র পুণ্যতীর্থ দেব শীলাময়। দরশনে পর
শনে করে পাপক্ষয় ॥ এসবে পবিত্র করে কিন্তু চিরদিনে। তিলেকে
পবিত্র করে সাধু দরশনে ॥ জনমিলে মাত্র শ্রেষ্ঠ বলি দ্বিজকুলে। কি
বলিব যদি বিদ্যা তপ তুষ্টি ধরে ॥ চতুর্ভুজ রূপ মোর নিজ কলেবর।
ব্রাহ্মণ চাহিতে তেন নহে প্রিয়তর ॥ সর্ব্ব দেবময় বিপ্র সবার প্রধান।
সর্ব্ব দেবময় আমি পুরুষ পুরাণ ॥ সর্ব্বলোক গুরু বিপ্র সবার ঈশ্বর।
দ্বিজরূপে ধরে বিপ্র বিষ্ণু কলেবর ॥ না জানিয়া দুষ্ট লোক অবজ্ঞান
করে। সকল প্রতিমা মাত্রে দেহ বুদ্ধি ধরে ॥ ব্রাহ্মণ প্রসাদে আমি
করিয়া সৃজন। ব্রাহ্মণ প্রসাদে আমি করিয়া পালন ॥ এবোল বুঝিয়া
তুমি পূজ মুনিগণ। সেই সে আমার পূজা ভক্তি আরাধন ॥ কৃষ্ণের ব-
চন বিপ্র শুনিয়া যতনে। মুনিগণে পূজা কৈল বিবিধ বিধানে ॥ এই রূপে
কত দিন রহি ভগবান। দুই ভকতেরে তবে কহি তত্ত্বজ্ঞান ॥ ব্রহ্ম
পরায়ণ বেদ [illegible] কহে। ব্রহ্ম বিনে আর যত কিছু সত্য নহে ॥
এই রূপে উপদেশ করি নারায়ণ। চলিলা দ্বারকাপুরে দেবকীনন্দন ॥
ভক্তিযুগ [illegible] শ্রীধরাখ্য জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥ ৮৫

পয়ার। তবে পরীক্ষিত রাজা ভাবিয়া বিস্ময়। বিনয় পুছিল
শুক [illegible] নির্ণয় ॥ নির্গুণ নিরঞ্জন ব্রহ্ম অবাণ রহিত। প্রকৃতি পুরু-

পুরুষ তুমি গুণ বিবর্জ্জিত ॥ কথা মাত্র শ্রবণে সকল পাপ হরে। ভক্তি করি যেবা শুনে কি বলিব তারে। তত্ত্বজ্ঞান যোগ যার শোধিত অন্তরে। ভকতি করিয়া ভজে চরণ যুগল। অখিল পরমানন্দ সর্ব্ব সুখময় ॥ সে পুন কহিব আর কোন গতি হয় ॥ তোমার পাদারবিন্দে ভক্তিহীন জন ছাগের হাতিনী যেন বিফল জীবন ॥ যদি বল সুখভোগ করে নিরবধি ভক্তিহীন জনের না হয় কোন সিদ্ধি ॥ যার অনুগ্রহে সৃষ্টি করে ত গণে। ব্রহ্মাণ্ড বিধান করে বিবিধ বিধানে ॥ ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া কর তাহাতে প্রবেশ। প্রলয়ে সকলে তুমি থাক অবশেষ ॥ কার্য্য কারণের পরব্রহ্ম সত্যময়। তোমা বিনা কার নাথ কিছু সিদ্ধ নয় ॥ ভকত জনের নিত্য সর্ব্বত্র কল্যাণ। না ভজিলে কভু তার নাহি পরিত্রাণ ॥ এখনে কহিব ধ্যান গুরু উপদেশ। ধ্যান অবলম্ব করি ভজিব বিশেষ ॥ স্থূলবুদ্ধি জনে করে উদার চিন্তন। মুনি যোগপথে যার স্থির নহে মনঃ ॥ সূক্ষ্ম মতি জনে ব্রহ্ম ধেয়ায় শরীরে। নাভি ভেদে চিন্তে ব্রহ্ম হৃদয় কমলে ॥ ষট্ চক্র ভেদিয়া তোলে শিরের উপরে। নিরমল জ্যোতিঃ তথা সহস্র কমলে ॥ যার সমাগম পুনঃ না হয় সংসার। যে ব্রহ্ম চিন্তিয়া যোগী ভবে হয় পার ॥ যদি সর্ব্ব জীবে আমি বলি নিরন্তর। আমার জীবের নহে কি হয় অন্তর ॥ হেন যদি বল দেব কহে শ্রুতিগণে। আর কিছু সত্য নাথ নাহি তোমা বিনে ॥ সর্ব্বভূতে সাক্ষী তুমি সর্ব্ব গুণ রূপে। নির্গুণ নির্লেপ তুমি কেবল সর্ব্ব রূপে ॥ ছোট বড় তৃণ তরু বিবিধ রচনা আপনে করিয়ে তুমি ব্রহ্মাণ্ড ঘটনা ॥ আপনে থুইয়া তীর্থ কর পরবেশ। দেহ অনুরূপে তুমি রহ নিজ বেশ ॥ শক্তি প্রকাশ কর দেহ অনুসারে। কাষ্ঠ অনুসারে যেন হুতাশন জ্বলে ॥ তথাপি অসত্য সব তুমি মাত্র সত্য। এক রসময় ধাম তুমি সবে তথ্য ॥ নিরমল মতি যার জগত সংসারে। তারা সব এই মতে চিন্তয় তোমারে ॥ কি পুনঃ তোমারে নাথ প্রকৃতি প্রসঙ্গ। বিচারে জীবের কিছু নাহি ভববন্ধ ॥ ভকতি করিয়া জীব তোমার চরণে। এঘোর সংসারে তরে কহে শ্রুতিগণে। নিজকর্ম্ম বিরচিত প্রকৃতি কলেবর। কর্ত্তা হয়ে জীব তাতে থাকে নিরন্তর ॥ তথাপি তোমার অংশ জীব ব্রহ্মময়। সর্ব্ব শক্তি ধর তুমি সবার আশ্রয় ॥ কর্ত্তা কারণে জীব না হয় অধীন। দেহে মাত্র থাকে জীব দেহ নহে ভিন ॥ এই রূপে জীব গতি বুঝায় পণ্ডিত। সর্ব্ব কর্ম্ম তোমাতে করিয়া বিনাজিত ॥ তোমার চরণযুগ ভব নিবারণ। বুঝিয়া পণ্ডিত

নে করে আরাধন ॥ অর্চ্চন বন্দন সেবা শ্রবণ কীর্ত্তন। ভক্তি সাধিয়া
বে তরে বুধ জন ॥ তোমাকে জানিতে নাহি কাহার শকতি। তেকা-
ণে ধর তুমি বিবিধ মূরতি ॥ জীব পরিত্রাণ হেতু নানা মূর্ত্তি ধর।
নানা অবতারে তুমি নানা কর্ম্ম কর ॥ সেই লীলা চরিত্র অমৃত সিন্ধু-
জলে। করিয়া মজ্জন পান পরিশ্রম হরে ॥ অপবর্গ পদে তার নাহি
অভিলাষ। ভক্তি রস সুখে বিস্মরিল গৃহ বাস ॥ তোমার চরণ সরোরুহ
মধুকর। তার রস সুখ রসে পাশরে সকল ॥ নর কলেবর নাথ ভজন
দুয়ার। নর দেহ ধরি হয় সংসারের পার ॥ হেন দেহ আপনার প্রিয়
করি মানে। তুমি আত্মা প্রিয় সখী এ সব না জানে ॥ অসত্য সেবিয়
যে নহে শুদ্ধমতি। তোমার পদারবিন্দে নহে তার রতি ॥ আত্মঘাতি
অনিত্য খেয়ায় দুরাশয়। না ভজে পদারবিন্দ না ঘুচে সংশয় ॥ অনন্ত
খেয়ান নহে শুদ্ধ কলেবর। মহাভয় সংসারে ভ্রময়ে নিরন্তর ॥ সক
ইন্দ্রিয়গণ করিয়া রোধন। দৃঢ়যোগে করি মনঃ পবন সংযম ॥ মুনিগ
চিত্তে যাহা হৃদয়কমলে। বৈরভাবে দৈত্যগণ সতত স্মঙরে ॥ যোগ
যোগ ভুজদণ্ড হৃদয়ে খেয়ায়। কাম ভাবে গোপীগণ সেই কৃষ্ণ পায়
আমি সব শ্রুতিগণ সেই অনুসারে। চরণ পঙ্কজ ধরি হৃদয় কমলে
যোগী যোগপথে যাকে চিন্তয় খিয়ানে। বৈরভাবে কৃষ্ণ প্রভু পায় দৈত
গণে ॥ কাম ভাবে রমণীগণ চিন্তি যাকে পায়। তেকারণে শ্রুতিগ
চরণে খেয়ায় ॥ ভক্তি বিনে তত্ত্বজ্ঞান না হয় উদয়। ভক্তি যোগ বি
কভু পরিত্রাণ নয় ॥ এই সে কারণে ভক্তি কহে শ্রুতিগণে। কে তো
জানিব নাথ ভক্তি যোগ বিনে ॥ যখন না ছিল নাথ ব্রহ্মা মহেশ্বর
তখনে আছিলা নাথ আপনে কেবল ॥ এখনে জানিয়া তোমা কে জ
নিতে পারে। ব্রহ্মা উপজিল যার এ নাভিকমলে ॥ যাহা হৈতে
গণের সৃষ্টি উপাদান। হেন পরিপূর্ণ তুমি ব্রহ্ম ভগবান ॥ প্রলয় যখ
সৃষ্টি করিয়া সংহার। অনন্ত শয়নে কর কেবল বিহার ॥ স্থূল সূক্ষ্ম
থাকে না থাকে কোন গতি। বেদ বেদান্ত শাস্ত্র তর্ক যুক্তিনীতি ॥ অস
উৎপত্তি প্রলয় যেবা জানে। সত্যের লক্ষণ যেবা অসত্য করি মানে
আত্মাতেই ভেদ যেবা করে নিরূপণ। ব্যবহার সত্য করি যার মে
জন ॥ এই সব উপদেশ যে যে জন কহে। আরোপিত সকল সব বি
সত্য নহে ॥ ঈশ্বর নিগুণময় এহ সত্য নহে। অজ্ঞান কল্পিত স
জনে কহে ॥ জ্ঞান মূল বৃন্দাবন ব্রহ্মানন্দ পার। জানে নাহি জা

ব্রহ্মজ্ঞানে হয় পার ॥ ত্রিগুণ জনিত যত মনের বিলাস। সত্য অধি-ষ্ঠানে কর অসত্য প্রকাশ ॥ অজ্ঞান কল্পিত যত দেখি নানা রূপে। এক ব্রহ্ম সত্য মাত্র ধরি সর্ব্ব রূপে ॥ অসত্য মানয়ে সত্য সত্য অধি-ষ্ঠানে। তেকারণে সত্য বলে তত্ত্ব নাহি জানে ॥ কনক কিনয়ে যদি হেম সাধী যার। কনক কিনিতে কেনে হার অলঙ্কার ॥ হার অলঙ্কার ত্যজি কনক না কিনে। এইরূপ সত্য সব বলি তত্ত্বজ্ঞানে ॥ ব্রহ্ম মাত্র সত্য সবে জানিব নিশ্চয়। ব্রহ্ম বিনে তত্ত্বজ্ঞান কিছু সত্য নয় ॥ যে তোমার পরিচর্য্যা করে নিরবধি। সত্য সেই জীবের বশ তুমি গুণনিধি ॥ মৃত্যু শিরে পদ ধরে গণনা না করে। এ ঘোর সংসারতাপ লীলা মাত্র তরে ॥ সর্ব্ব শাস্ত্রে বিদগ্ধ ভক্তিহীন জন। পশুবৎ বেদপাশে করিয়া বন্ধন ॥ কর্ম্মপাশে ভ্রমিয়া না পায় প্রতিকার। ভকতি বিমুখ তার না হয় বি-স্তার ॥ যে পুনঃ পদারবিন্দে ভক্তিরস ধরে। দৃষ্টি মাত্র সর্ব্ব লোক পরি ত্রাণ করে ॥ জীব পরিত্রাণ কভু নাহি ভক্তি বিনে। কারণ বুঝিয়া ভক্তি কহে শ্রুতিগণে ॥ সর্ব্ব জীবে বসি আমি যদি সত্য হয়। তবে কর্ত্তা ভোক্তা আমি এত মিছে নয় ॥ জীবের আমার তবে কি হয় অন্তর। শ্রুতিগণে দিল তারে বুঝিয়া উত্তর ॥ নাহি কর পদ মুখ শ্রবণ নয়ন। ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত তুমি অনাদি নিধন ॥ সর্ব্ব জীবশক্তি তুমি পরকার কর। সর্ব্ব জীব প্রভু তুমি সর্ব্ব শক্তি ধর ॥ এই সে কারণে ইন্দ্র আদি দেবগণে। বলি সমর্পণ করে অভয় চরণে ॥ অজ ভব মায়া দেবী সচকিতে ভজে। রাজচক্রবর্ত্তী যেন রাজাগণে পুজে ॥ যে যে দেব নিযোজিত যে যে অধিকারে। ভয়ে সচকিত হয়্যা সেই কর্ম্ম করে ॥ আজ্ঞা পালন করে তোমা আরাধন। সর্ব্ব দেব পিতা তুমি সবার জীবন ॥ যখন প্রকৃতি সঙ্গে বিহর আপনে। স্থাবর জঙ্গম যত জনমে তখনে ॥ তোমার ঈক্ষণ মাত্র কারণ উদয়। কারণ সংযোগে সৃষ্টি নানা রূপ হয় ॥ পরম উত্তম তুমি করুণাসাগর। সর্ব্ব জীব সম তুমি নাহি নিজ পর ॥ সর্ব্বত্রে নি-র্লেপ তুমি আকাশ সমান। মন বচনের পর না দেখি প্রমাণ ॥ নিরা-লম্ব নিরাধার প্রকৃতির পর। সর্ব্ব জীব গতি পতি মহামহেশ্বর ॥ বদি সর্ব্ব গত জীব নিত্য নিরাধার। অসংখ্য অনন্ত জীব অজ নিরাকার ॥ ঈশ্বর কিঙ্কর তবে না হয় নির্ণয়। বেদগুণধারী বলি কে করে অভয় ॥ বস্তু গতে সর্ব্ব জীব নাহি কিছু ভিন্ন। কিন্তু কেহ কার তবে না হয় অ

ধীন ॥ শ্রুতিগণ তাতে এই করে নিরূপণ। । চৌদিগে সঞ্চরে যেন আ-
গুণের কণা ॥ এইরূপে পূর্ণ তুমি মহাজ্যোতির্ম্ময় । তোমা হনে সর্ব্ব
জীব উৎপত্তি হয় ॥ তুমি সে পালন কর তুমি কর নাশ । তোমা হনে
সর্ব্ব জীবের শক্তি পরকাশ ॥ ব্রহ্ম করি সর্ব্ব জীব বলি তেকারণে । ভিন্ন
ভিন্ন সর্ব্ব জীব নহে তোমা হনে ॥ পিতা হনে নহে কিছু পুত্রের অন্তর ।
তেকারণে ব্রহ্ম বলি সব চরাচর ॥ সর্ব্ব জীব গতি পতি প্রকৃতির পর ।
তুমি আদ্য অন্ত মধ্য মহামহেশ্বর ॥ যে বলে বিবাদ করিয়া তর্কবল ।
ঈশ্বরের সহ নহে জীবের অন্তর ॥ সে কিছু না জানে তত্ত্ব বলে তর্ক
করি । ঈশ্বর জিজ্ঞাসা দুই বলে এক করি ॥ যে বলে আমি সে জানি সে
কিছু না জানে । তার মত শুদ্ধ নহে বলে অভিমানে ॥ যে বলে জা-
নিনু মুক্তি সেই সে বঞ্চিত । অভয় পদারবিন্দে সকল বিদিত ॥ প্রকৃতির
উৎপত্তি না হয় ঘটনা । পুরুষের জনম না করি নিরূপণা ॥ পুরুষ প্রকৃ-
তি পর অজ সনাতন । কোন মতে নাহি ঘটে দুহার জনম ॥ কাহাতে
বলিব জীব জনম কাহার । কাহার মুকতি পদ কাহার সংসার ॥ শ্রুতি
গণ তাতে এই করে নিরূপণ । প্রকৃতি পুরুষ যোগে জীবের জনম ॥ জ-
লের বুদ্বুদ যেন নহে জল বিনে । পবন সঞ্চরে যেন চলয়ে পবনে
বিনি জলে পবনে না হয় বুদবুদ । প্রকৃতি পুরুষ হনে জগত নির্ম্মিত
প্রলয়ে সকলে তুমি থাক অবশেষ । প্রকৃতি পর্য্যন্ত করে তোমাতে
প্রবেশ ॥ নদ নদী প্রবেশ করে সাগরের জলে । আপনার গুণ না
পাসরে আপনে ॥ নানা পুষ্প রস যেন মধুকর মেলি । মধুময় হয় বে
আপনা পাসরি ॥ এইরূপে সকল তোমাতে পরবেশ । তোমা বি-
কিছুই না থাকে অবশেষ ॥ তোমা হনে হয় সব জীব উতপন্ন । প্র-
সকল হয় তোমাতে নিধন ॥ কল্পে২ ভ্রমে জীব এ ঘোর সংসারে । ভ-
জন বিনে কেহ সংসার না তরে ॥ বুঝিয়া জীবের গতি মহাবুধজনে
প্রণত করিয়া দুই অভয় চরণে ॥ ত্রিভুবনে ভক্তিযোগ করিয়া বিস্তা-
রিলা মাত্র হয় ঘোর সংসারের পার ॥ যে পুনঃ পদারবিন্দে পরিচর্য্য
করে । তার কি সংসার ভয় হয় কোন কালে ॥ কালচক্র কেবল তোমা-
ভুরুভঙ্গ । ভকতি বিমুখ জনে বাড়ায় তরঙ্গ ॥ ভকত জনের কভু না-
কাল ভয় । ভকতবৎসল তুমি হেন কৃপাময় ॥ ভক্তিযোগ নহে ক-
গুরু কৃপা বিনে । তেকারণে গুরু সেবা করে ভক্তগণে ॥ সকল ইন্দ্রি-
গণ করিয়া রোধন । যতন করিয়া করে পরম সংযম ॥ চঞ্চল দুর্ব্ব-

ঘোর মন তরঙ্গম। বিবিধ উপায় যদি করিয়া দমন॥ গুরু চরণারবিন্দ
দূরে পরিহরে। বিবিধ যতনে মন নিবারিতে নারে॥ বিনে গুরু উপ-
দেশে স্থির নহে মনঃ। গুরুকৃপা বিনা কার না ঘুচে বন্ধন॥ কাণ্ডারী
তেজিয়া যেন চলে বালি যার। সাগরে মজিয়া মরে নহে কভু পার॥
সুত বিত্ত পশু দার বন্ধু পরিজন। এ সব বিপদ পদে কোন প্রয়োজন॥
তুমি নাথ থাকিতে সাক্ষাৎ রসসিন্ধু। সর্ব্বজীবের আত্মা ইষ্ট
বন্ধু॥ তুমি সর্ব্ব রস সুখময় গুণধাম। সত্য করি যে না জানে হেয়
অগেয়ান॥ স্ত্রী ঘরে সুখ সবে সত্য করি মানে। তার সুখ কোন স্থানে
নাহি ত্রিভুবনে॥ অশেষ বিপদ পদ সহ যে বন্ধুঘর। হেন গৃহসুখে জীব
ভ্রমে নিরন্তর॥ তোমাকে তাজিলে নাথ কিবা সুখময়। পরম
নন্দ সুখ রসময়॥ এই সে কারণে গুরু উপদেশ ধরি। মহামুনিগণ
নিরূপণ করি॥ তোমার চরণ ধরি হৃদয়কমলে। ... অহঙ্কার
... সকলে॥ মহাপুণ্যতীর্থ সম গুরু সন্নিধানে। ... ...
... তোমার চরণে॥ তুমি আত্মা নিত্য সুখ জানিয়া বিশেষে। পুন
... চিন্ত আর নহে গৃহবাসে॥ ক্ষমা শান্তি ধৈর্য্য ভব বিবেক বি...
...য়া এ সব দোষে নহে গৃহবাসী॥ জগত পবিত্র করে নিজ পদজলে
... তাতে ধরিয়া মন আনন্দে বিহরে॥ পুণ্যতীর্থ পুণ্যক্ষেত্র ...
...। সাধুসঙ্গে এ ঘোর সংসারে পায় জয়॥ সত্য হৈতে ...
... চরাচর। যদি হেন কেহ বলে মানয়ে সকল॥ কনককুণ্ডলে ...
নাহি ভিন্ন ভেদ। তর্কযুক্তে সেহ পক্ষ করয়ে বিচ্ছেদ॥ অসত্য না ...
... সত্য নহে মিছা। কুণ্ডল না হয় সত্য হেনরূপ ... ॥ কোন ঠাঁই
... সেহ কোন ঠাঁই টুটে। পিতা পুত্রে এক করি বলিতে না ঘটে॥
কোন ঠাঁই বিচারিতে সেহ নহে সত্য। সর্পরজ্জু ভ্রম যেন বর্দ্ধ নহে
... ॥ সত্য অসত্য দোঁহে মিলিয়া সংসার। সেহত না বটে কিছু ক...
...তে বিচার॥ সে হয় সেই হয়ে নহে না হয়ে। সর্ব্ববাদী মত এই
... নির্ণয়ে॥ লোক ব্যবহার হেতু সবার ভরম। সত্য কিছু নহে যদি
বুঝিয়া মরম॥ অন্ধলেহ্য যেন একত্রে মিলিয়া। কুপথে বাড়ায় পদ
পথ না দেখিয়া॥ বেদমুখ তোমার শ্রীমুখ সরস্বতী। বুধজন ভ্রমাতে
করায় নানা মতি॥ বেদ জড় কর্ম্ম জড় যে হয় পণ্ডিত। কর্ম্মপথে ভ্রমা-
ইয়া করায়ে মোহিত॥ জগৎ না হয় সত্য কেবল নির্ণয়। এই নিরূপণ
করি শ্রুতিগণ কয়॥ পূরবে আছিল কিছু এ লোক রচনা। প্রলয় অন্তে

হেব হেন যে ঘটনা ॥ অসত্য সংসার সব মনের বিনাশ। সংপ্রতি তো-মাতে মাত্র করে পরকাশ ॥ অনিত্য অসত্য মাত্র তুমি রসময়। সত্য-যোগে অসত্য সংসারে সত্য হয় ॥ নানা জাতি নানা ভেদ নানা পরকাশ মনের বিলাস সব ব্রহ্ম মাত্র সার ॥ মৃত্তিকা নির্ম্মিত পাত্র বিবিধ ঘটনা। মাটি মাত্র সার সবে এসব কল্পনা ॥ অসত্য সংসারে সত্য মানে কু-পণ্ডিত। তোমার মায়ায় নাথ সে হয় বঞ্চিত ॥ যদি নাহি হয় সত্য অনাদি সংসার। যদি সত্য হয় নাহি সংযোগে তাহার ॥ তবে কেন জীবের সংসারেদুঃখ হয়। কোন পুণ্য করি জীব ঈশ্বরসুখ পায় ॥ কিবা কর্ম্ম কিবা ভুঞ্জে কিবা কর্ম্মফল। শ্রুতিগণ দিল তাহে উচিত উত্তর যখনে আমার সহে জীবের সংযোগ। আমা বশ হয়্যা জীব করে কর্ম্ম ভোগ ॥ দেহের সংযোগে হইয়া দেহময়। অপার সংসার দুঃখ ভুঞ্জে দুরাশয় ॥ তুমি পুনঃ নিজ মায়া দূরে পরিহর। অনন্ত ঐশ্বর্য্য সুখে আনন্দে বিহর ॥ অঙ্গের খোলস যেন ত্যজে ফণাধর। নিজ সুখে রহে নিরংশ কলেবর ॥ এইরূপে নিজ মায়া দূরে পরিহরি। অনন্ত মহিমা তুমি পাছু ক্রীড়া করি ॥ যে ভজে পদারবিন্দ তার নাহি ভবভয়। না ভজে তাহার কভু পরিত্রাণ নয় ॥ যদি জ্যোতিঃগণ নিজ সুখ পরিহরে চিত্তগত কামক্রীড়া উদ্ধরিতে নারে ॥ যদ্যপি তাহার আছে জ্ঞানকর্ম্মাদি তথাপি তোমাকে তাহা লভিতে না পারে ॥ কেহ যেন কণ্ঠগত মণি পাসরিয়া। চাহিতে বেড়ায় যেন আকুল হইয়া ॥ যোগছলে কারে মা ইন্দ্রিয় তৃপিতি। ইহলোক পরলোক নাহি তার গতি ॥ ইহলোকে দুঃখ তার কুটুম্ব ভরণে। পরলোকে না ভজিয়া তোমার চরণে ॥ তোমা না জানে প্রভু সর্ব্ব ফলদাতা। সর্ব্ব লোকু গতি পতি সর্ব্ব লো-পিতা ॥ পুণ্য পাপ তার কিছু নাহি ত্রিভুবনে। শুভাশুভ কর্ম্মফল কিছু না জানে ॥ বিধি নিষেধের পার নাহি কর্ম্ম লেশ। সুখ দুঃখ ভোগ কিছু না জানে বিশেষ ॥ যুগে যুগে গুরুমুখে উপদেশ করি। শ্রবণ কীর্ত্তন নাথ সুধাপান করি ॥ তোমার পদারবিন্দ ভজে নিরবধি। তুমি প্রিয় বন্ধু তার অপবর্গ গতি ॥ ধ্যান যোগে নাহি করে কর্ম্ম অধিকার। শ্রবণ কীর্ত্তন পর যে জন তোমার বিধি নিষেধের নহে সে জন কিঙ্কর। চরণারবিন্দ মাত্র ভজে নিরন্তর ভকতি দেখিয়া লোক করয়ে বঞ্চনা। সুখভোগ হেতু যার অন্তরে বাসনা ॥ ইহলোক পরলোকে নাহি তার গতি। এই তত্ত্ব নিরূপি

কহে সর্ব্ব শ্রুতি ।। অজ ভব আদি যত সুরপতিগণে। এ সব তোমার অন্ত না পায় ধেয়ানে ।। আপনে না জান তুমি অন্ত আপনার। অন্ত যদি থাকে তবে পার গণিবার ।। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি যাঁহার অন্তরে। রেণুবৎ নিরন্তরে গতাগতি করে ।। এই সে কারণে নাথ সর্ব্ব শ্রুতিগণে। তত্ত্ব নিরূপণ করি কহিতে না জানে ।। গুণগণের গুণ অন্ত গণনা না যায়। নির্গুণের কার্য্য মনে সন্ধান না পায় ।। নাহি নাহি করিতে নিষেধ যত দূরে। তাহাতে রহিয়া আর খণ্ডিতে না পারে ।। সেই সাহস করি করে নিরূপণ। এই রূপ সকল তোমাতে শ্রুতিগণ ।। তোমা হতে উৎপত্তি তোমাতে নিধন। তোমাতে সকল দেব বলি তেকারণ ।। এই রূপে স্তুতি করি যত শ্রুতিগণে। কহিল নারদ মুনি তোমা বিদ্যমানে ।। সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মার তনয়। সনন্দের মুখে শুনি ঈশ্বর নির্ণয় ।। বুঝিয়া জীবের গতি আনন্দিত মনঃ। সনন্দেরে পূজিয়া চলিল মুনিগণ ।। এই সে অশেষ বেদ পুরাণের সার। মহামুনিগণ কৈল পুরুষে উদ্ধার ।। শ্রদ্ধা ভক্তি করি তুমি এই বাণী ধর। পূর্ণ কাম হৈয়া পৃথ্বী পর্য্যটন কর ।। নর নারায়ণ মুখে শুনি এত বাণী। হৃদয়ে ধরিয়া পুনঃ কৈল মহামুনি ।। নমো নমো নারায়ণ কৃষ্ণ ভগবান। অমল কমল হরি যশঃ গুণধাম ।। নমো নমো ভকতবৎসল গুণনিধি। তোমার চরণে রতি রহু নিরবধি ।। তবে নর নারায়ণ চরণ বন্দিয়া। অশেষ মুনির পায় প্রণাম করিয়া ।। চলিলা নারদ মুনি ব্রহ্মার নন্দন। কহিল ব্যাসের স্থানে সব বিবরণ ।। সেই বেদবাণী বাপে কহিল আমারে। প্রকাশিনু আমি রাজা তোমার গোচরে ।। জগতের উৎপত্তি পালন নিধনে। যে হরি সাক্ষাতে দেখে লীলায় আপনে ।। প্রকৃতি পুরুষ পর জীবের ঈশ্বর। যে হরি মায়ায় সৃজে সব চরাচর ।। সৃজিয়া প্রবেশ করে ব্রহ্মাণ্ড ভিতর। সেই সে সবার প্রভু সেই সে ঈশ্বর ।। আপনে পালন করে আপনে সংহার। অনন্ত লীলায় করে অনন্ত বিহার ।। স্মরণ পাসিয়া যাঁর চরণকমলে। কেবল লীলায় জীব মায়াবন্ধ তরে ।। অবিদ্যা বিনাশ হেতু ভয় নিবারণ। অপার সংসার সেতু তোমার চরণ ।। নিরবধি অভয় চরণ ধ্যান করে। সুখে পার হয় লোক ভববন্ধ তরে ।। অনন্ত চরিত্র সমুদিত শ্রুতিগীতা। সাবধানে শুন লোক কৃষ্ণগুণ গাথা ।। ভক্তিরস গুরু শ্রীগদাধর জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুর গান ।। ৮৭ ।।

পয়ার। রাজা বলে আর কথা পুছিব তোমারে। দেব অসুর নর গন্ধর্ব্ব কিন্নরে ॥ সবেই শঙ্কর ভজে অমঙ্গল ধাম। সুখী ভোগী হয় লোক মহা ধনবান ॥ লক্ষ্মীপতি গুণনিধি চরণ ভজিয়া। দুঃখ ভোগ করে মাত্র আকিঞ্চন হয়্যা ॥ এবড় সংশয় গুরু পুছি তেকারণে। বিপরীত ফল দেখি দুহাঁর ভজনে ॥ শুকমুনি বলে রাজা জিজ্ঞাসিলে ভাল। কহিব তোমারে সব অবধান কর ॥ শঙ্কর ত্রিগুণযুত ধরে অহঙ্কার। শক্তিযুক্ত হয়্যা সুজে ত্রিগুণ বিহার ॥ শঙ্কর বিকারযুত বলি তেকারণে। সকল সম্পদ মিলে শিবের ভজনে ॥ হরি সে ত্রিগুণ হীন প্রকৃতির পর। সর্ব্ব সাক্ষী পরিপূর্ণ আনন্দ সাগর ॥ নির্গুণ ভজিলে হয় ত্রিগুণ বর্জ্জিত। এত জানি হরি ভজে সে হয় পণ্ডিত ॥ অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপিল নরেশ্বর। দ্বিজমুখে ধর্ম্মকথা শুনে নিরন্তর ॥ এই কথা জিজ্ঞাসি কৃষ্ণের চরণে। তুষ্ট হয়্যা আপনে কহেন নারায়ণে ॥ যদুবংশে যে হ করিয়া অবতার। নর লীলা ধরি করে বিবিধ বিহার ॥ যাকে অনুগ্রহ করি হরি তার ধন। তবে তাকে ত্যজিয়া যায় বন্ধু পরিজন ॥ দেখি দুঃখিত তারে বন্ধুগণ ছাড়ে। উদ্যোগ করিয়া কিছু করিতে না পারে তবে ধন করি আর না করে উদ্যোগ। আমার কারণে ছাড়ে সব উপভোগ। তবে অনুগ্রহ আমি করি যে তাহারে। বৈরাগ্য করিয়া অ উদ্যোগ না করে ॥ নিত্য সত্য ব্রহ্মমাত্র সবে সত্য জানে। সংসা সাগরে পার হয় সেইক্ষণে ॥ এত দুঃখে আমারে করিয়া আরাধ দুঃখ ভোগ করে যেন হয়্যা অকিঞ্চন ॥ আমাকে ত্যজয়ে লোক এ সে কারণে। শঙ্কর ভজিতে সেবা করে দৃঢ় মনে ॥ রাজ্যপদ সম্পদ ভিয়া মহাধন। বর পায়্যা আমাকে পাসরে মূর্খজন ॥ সর্ব্ব ফলদ আমি সর্ব্বভূতে বসি। সর্ব্বময় প্রভু আমি সর্ব্ব গুণরাশি ॥ ধনমদে হয়্যা আমাকে পাসরে। শঙ্কর কিঙ্কর হয়্যা অবজ্ঞান করে ॥ শাপ দ তা প্রভু তিন সুরেশ্বর। ব্রহ্মা নারায়ণ আর আপনে শঙ্কর ॥ দ অনুগ্রহ শিবে করে সেইক্ষণে। তুষ্ট রুষ্ট হয় শিব অল্প দোষ গুণে নতুবা প্রজাপতি দেব শ্রীনিবাস। ইহাতে কহিব এক পূর্ব্ব ইতিহাস বৃকাসুরে বর দিয়া হর মহেশ্বর। সঙ্কটে পড়িয়া শিব ভ্রমিলা বিস্তর আছিল সূচনী নামে এক মহাসুর। বৃক নামে তার পুত্র অ নিষ্ঠুর ॥ নারদ দেখিয়া পথে পুছিল বিনয়ে। অল্প স্তবে শীঘ্র তু কোন দেবে হয়ে ॥ নারদ কহিল তুমি শঙ্কর আরাধ। শিব সন্তোষি

তুমি সর্ব্বসিদ্ধি সাধ ॥ অল্প গুণে অল্প দোষে কিন্তু অল্প কালে। তুষ্ট রুষ্ট হয় শিব বিচার না করে ॥ দশগ্রীব বাণরাজা ভজিল কপটে। অতুল ঐশ্বর্য্য দিয়া পড়িল সঙ্কটে ॥ এ বোল শুনিয়া বৃক হরষিত মনে। ত্বরিতে চলিল দৈত্য শিব আরাধনে ॥ কাটিয়া অঙ্গের মাংস রাখিয়া রুধিরে। নিরবধি পূজে দৈত্য জলন্ত অনলে ॥ সাত দিনে না পায় শঙ্কর দরশন। খড়্গে শির কাটিতে তুলিল ততক্ষণ ॥ মহা কারুণিক শিব উঠিয়া সম্মুখে। হাতে হাত ধরিয়া রাখিল সেইক্ষণে ॥ শিব পর-শনে হৈল সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। বর মাগ বলিয়া বলিল মহেশ্বর ॥ উঠিয়া কি বলে দৈত্য শুন ভূতনাথ। বড় ভাগ্যে তোমা সনে হইল সাক্ষাৎ ॥ তুষ্ট রুষ্ট আমি জেনে সুখ দুঃখ কর। সেই সেই দিব বর যত চিতে চাহে ॥ তবে বর মাগে বৃক পাপী দুরাচারে। যার মাথে হাতে দেও সেই যেন মরে ॥ এ বোল শুনিয়া শিব দুঃখিত অন্তর। বর দিয়া বৃক তোষিলে মহেশ্বর। উঠিয়া কি বলে দৈত্য শুন ভূতনাথ। বুঝিব তো-মার মাথে দিয়া নিজ হাত ॥ পরীক্ষা করিয়া তবে চলিব এথা হতে। এ বোল শুনিয়া শিব ভয় পাইল মনে ॥ ত্রাসে পলায় শিব কম্পিত কলেবর। শঙ্কর দেখিয়া দৈত্য যায় মহাবীরে ॥ যাবত পৃথিবী জল আ-কাশ মণ্ডল। দশ দিগ নদ নদী পর্ব্বত সাগর ॥ সুরলোক নাগলোক আদি পাতাল। পলায় শঙ্কর দেব না পায় নিস্তার ॥ তত্ত্ব জানিয়া বৈকু-ণ্ঠ নিঃশবদে। পলায় শঙ্কর দেব পড়িয়া প্রমাদে ॥ শঙ্কর বিপদ দেখি প্রভু দয়াশীল। দ্বিজবটু বেশ ধরে সুন্দর শরীর ॥ দণ্ড কমণ্ডলু করে অঙ্কিত মেখলা। জলন্ত অনল যেন ধরে অক্ষমালা ॥ আগু বাড়ি কেন গিয়া অসুর সম্ভাষা। বিনয় বচনে কৈল কুশল জিজ্ঞাসা ॥ কহ কহ বৃকাসুর খেদ পরিহর। কি কাজ তোমার কেন শ্রম কলেবর ॥ কি কাজ কোথাতে যাহ কহত অসুর। স্বর্গ বিলংঘিয়া কেন আইলে এত দূর ॥ কৃষ্ণের অমৃতময় শুনিয়া বচন। কহিল সকল কথা সুচনী-নন্দন ॥ তবে কৃষ্ণ বলে বৃক না করিলে ভাল। শিবের বচনে আছে প্রতীত কাহার ॥ যে শিব দক্ষের শাপে প্রেতবেশ ধরে। ভূত প্রেত সঙ্গে করি আনন্দে বিহরে ॥ যদি তার বাক্যে থাকে প্রতীত তোমার। শিরে হাত দিয়া দেখ বুঝ আপনার ॥ অসত্য বচন যদি শঙ্করের হয়। তবে তুমি মারিহ শঙ্কর দুরাশয় ॥ পুনরপি আর যেন অসত্য না বলে। ঈশ্বর সেবক যেন এমত না ভুলে ॥ কৃষ্ণের চরিত্র বাণী মধুর

ভাষণে। তরুরে বিচার করি না বুঝিল মনে॥ আপনার মাথে তুলি দিল নিজ হাত। ভস্ম হৈল বুক যেন হৈল বজ্রপাত॥ নমো নমো জয় জয় শব্দ দেবগণে। সাধু সাধু শব্দ হৈল পুষ্প বরিষণে॥ দেব ঋষি পিতৃগণ গন্ধর্ব্ব কিন্নর। বাজন নাচন কৈল বিবিধ মঙ্গল॥ পুরুষ পুরাণ হরি গুণের নিধান। পুনরপি আসি হৈল শিব বিদ্যমান॥ শুন দেব মহাদেব অখিল নয়নে। আপনার পাপে পাপী মজিল আপনে। মহাজনে পাপ করি কে তরিতে পারে। বিশেষে জগত গুরু তুমি মহেশ্বরে॥ অমোঘ বিহার হরি অনন্ত শকতি। অশেষ করুণানিধি সুরগণপতি॥ শিবের সঙ্কট হরি কৈলা পরিত্রাণ। যেবা কহে যেবা শুনে পুণ্য উপাখ্যান॥ সর্ব্বপাপ হরে তার ভব বিমোচন। রিপুঞ্জয় মিত্রজয় বৈকুণ্ঠে গমন॥ যার গুরু গদাধর ধীর শিরোমণি। শ্রীভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী॥ ৮৮ ॥

পয়ার। শুকমুনি বলে রাজা কর অবধান। অদ্ভুত কথা কহি তোমা বিদ্যমান॥ সরস্বতী নদীতীর পুণ্য তপোবন। মহাযজ্ঞ করে যথা মহামুনিগণ॥ বিতর্ক উঠিল তথা মুনির সমাজে। কে বড় ঈশ্বর তিন ঈশ্বরের মাঝে॥ জিজ্ঞাসা করিতে ভৃগু ব্রহ্মার কুমার। পাঠাইয়া দিলেন তারা তত্ত্ব জানিবার॥ সত্যলোক গেল ভৃগু ব্রহ্মার সদনে। দাণ্ডায়ে রহিল গিয়া ব্রহ্মা বিদ্যমানে॥ প্রণাম স্তবন ভৃগু না কৈল কপটে। পরীক্ষা করিতে গিয়া রহিল নিকটে॥ ক্রুদ্ধ হৈলা ব্রহ্মা যেন জ্বলন্ত অনলে। পাছে ক্রোধ সম্বরিলা মনের ভিতরে॥ পুত্র দেখি কৈল ব্রহ্মা মনে সমাধান। তবে ভৃগুমুনি গেলা শিব বিদ্যমান॥ কৈলাস পর্ব্বতে গিয়া দেখিল শঙ্কর। ভৃগু দেখি শিবদেব উঠিলা সত্বর॥ ভুজযুগে ধরি হরে দিল আলিঙ্গন। বুঝিয়া উত্তর দিলা ভৃগুতপোধন॥ উগ্রবেশ শিব জটা ভস্ম ধরে। তার সহে কোলাকুলি কে করিতে পারে। ক্রোধ কৈল শিবদেব ঘূর্ণিত লোচন। তুলিল ত্রিশূল যেন দীপ্ত হুতাশনে॥ চরণে ধরিয়া দেবী রাখিল পার্ব্বতী। বৈকুণ্ঠে চলিয়া ভৃগু গেল শীঘ্রগতি॥ লক্ষ্মী সহে প্রভু তথা দেব জনার্দ্দন। মণি-সিংহাসনে আছে করিয়া শয়ন॥ তথা গিয়া উত্তরিল ভৃগু মহামতি। মারিল প্রভুর বুকে দৃঢ় এক লাথি॥ সত্বরে উঠিয়া তবে লক্ষ্মী নারায়ণ। শিরে ধরি ভৃগুর কৈল চরণ বন্দন॥ স্বাগত বচনে হরি বসাইল আসনে। চরণে ধরিয়া বলে বিনয় বচনে॥ না জানিয়া কৈল দোষ ক্ষম এক বার। পদহ

দিয়া কর এ লোক উদ্ধার ॥ পুণ্যতীর্থ তীর্থ করে যার পদজল। হেন জল ধরি আমি শিরের উপর ॥ তোমার চরণ চিহ্ন বক্ষস্থলে ধরি। আজি সে বৈকুণ্ঠপদে হৈনু অধিকারী ॥ একান্ত সম্পদ মাত্র হৈল ত্রিভুবনে। সর্ব্ব লোক পূজ্যবন্ত হৈনু আজি হনে ॥ প্রভুর বচন শুনি ভৃগু যোগেশ্বর। নিঃশবদে গেলা কিছু না দিল উত্তর ॥ পুনরপি গেলা ভৃগু যথা মুনিগণ। আদি হনে কহিনু সকল বিবরণ ॥ ভৃগুর বচন শুনি ভাবি দ্বিজ বিস্ময়। তুষ্ট হৈল মুনিগণ খণ্ডিল সংশয় ॥ হরি সে সবার প্রভু সবার প্রধান। শান্তি ধর্ম্ম দয়া যাতে নিরমল জ্ঞান ॥ চতুর্ব্বিধ বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য অষ্টনিধি। সর্ব্ব শক্তি বশে যথা দেখি নিরবধি ॥ শান্ত দান্ত সাধু মৌনী অকিঞ্চন। সমচিত্ত সর্ব্বহিতে রত সাধুজন ॥ এ সবার গতি প্রভু সবার আশ্রম। ইষ্টদেব বিপ্র যার শুদ্ধ স্বচ্ছ মনঃ ॥ অকিঞ্চন জনা মনঃ দেবের দেবতা। অশেষ সম্পদ পদ বিধির বিধাতা ॥ এতেক বচন বলি মহামুনিগণ। ভক্তি করিয়া কৈল কৃষ্ণ আরাধন ॥ কৃষ্ণপদ আরাধিয়া হৈল কৃষ্ণময়। কহিনু তোমারে রাজা ঈশ্বর নির্ণয় ॥ ব্যাসসুত মুখ সরোরুহ বিগলিত। হরিকথা সমুদিত বচন অমৃত ॥ নিরবধি পান করে শ্রবণ বিবরে। গতাগত শ্রম তার ভববাধি হরে ॥ আর এক কথা কহি শুন পরীক্ষিত। দ্বারকানাথের ধন্য অদ্ভুত চরিত ॥ এক দিন দ্বারকাতে ব্রাহ্মণের ঘরে। জনমিয়া পুত্র তার মৈল সেইকালে ॥ মরাপুত্র লৈয়া গেল রাজার গোচরে। বিলাপ করিয়া দ্বিজ কান্দে উচ্চস্বরে ॥ ব্রহ্মঘাতী অসৎপথী লোভী দুরাচার। হেন পাপী দ্বারকামণ্ডলে মহীপাল ॥ তার কর্ম্মদোষে মোর পুত্র মরি যায়। দুষ্ট রাজা ভজিয়া প্রজায় দুঃখ পায় ॥ হিংসক দুঃশীল রাজা হৈল ইলাদেশে। জনমিয়া পুত্র মোর মৈল তার দোষে ॥ এইরূপে কার বিপ্র করুণ রোদন। পুনরপি ঘরে গিয়া রহিল ব্রাহ্মণ ॥ দুই তিন চারি পাঁচ জন্মিল কুমার। জনমিয়া মাত্র পুত্র মরে বারে বার ॥ নয় পুত্র মৈল যদি এই পরকারে। পুত্র লৈয়া গেল বিপ্র রাজার গোচরে ॥ উচ্চৈঃস্বরে কান্দে বিপ্র বিলাপ করিয়া। অর্জ্জুন আসিয়া তবে বিপ্র সম্ভাষিয়া ॥ কেনে বিপ্র কান্দিছ তুমি রাজার দুয়ারে। কেহ কি তোমার পুত্র রাখিতে না পারে ॥ কেহ কি ইহাতে বিপ্র নাহি ধনুর্দ্ধর। এসব ক্ষত্রিয় নহে দ্বিজ কলেবর ॥ ব্রাহ্মণে করয়ে শোক কেন এই দেশে। সে সব নাহুয়া

মাত্র জীয়ে ক্ষত্রী বেশে ॥ আমি পুত্র আনি দিব ব্রাহ্মণ তোমারে। প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি কৈনু অঙ্গীকারে ॥ যদি পুত্র আনি দিতে না পারি বিদ্যমানে। তবে আমি প্রবেশিব দীপ্ত হুতাশনে ॥ অর্জ্জুনের এত বাণী শুনিয়া শ্রবণে। প্রত্যয় না গেল বিপ্র এসব বচনে ॥ আপনে সাক্ষাতে যাতে কৃষ্ণ বলরাম। প্রদ্যুম্ন সাক্ষাতে অনিরুদ্ধ বলবান ॥ এসব যে কর্ম্ম না পারিল সাধিবারে। সে কর্ম্ম করিতে আছে শকতি কাহারে ফাঁপিলে অর্জ্জুন তুমি সব অগেয়ানে। প্রত্যয় না যাই আমি এসব বচনে বিপ্রের বচন শুনি বলে ধনঞ্জয়। আমার বচনে বিপ্র না কর সংশয়। প্রদ্যুম্ন না হই আমি নহি কৃষ্ণরাম। অনিরুদ্ধ নহি আমি অর্জ্জুন বল বান ॥ গাণ্ডীব আমার ধনু ধার মহাবল। সমর করিয়া আমি ... শঙ্কর ॥ যম জিনি আনি দিব তোমার তনয়। ঘরে চল বিপ্র তুমি না কর বিস্ময় ॥ অর্জ্জুনের বচন শুনিয়া দ্বিজবর। প্রত্যয় মানিয়া চি... গেলা নিজ ঘর ॥ কত দিন বই তবে বিপ্রের ব্রাহ্মণী। অপত্য ... হৈল কেন কাল জানি ॥ অর্জ্জুনের ঠাঁই বিপ্র গেলা ত্বরা করি। রক্ষ রক্ষ মহাবীর বচন শীঘ্র করি ॥ শুনিয়া চলিল বীর পাণ্ডুর নন্দন। কর পা পাখালিয়া কৈল আচমন ॥ শিবদেবচরণে করিয়া নমস্কার। ... পুরিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার ॥ সূতিঘরে কৈল বীর শর বরিষণ। চৌদিক রুধিল ঘর কুন্তীর নন্দন ॥ রুধিল সূতিকাঘর শরের পঞ্জরে। ব্রাহ্ম... প্রসব কৈল হেন অবসরে ॥ ভূমিতে পড়িবা মাত্র ব্রাহ্মণকুমার। ... শরীরে অন্তরীক্ষ হইল তৎকাল ॥ বিপ্র বলে দেখ মোর গতি বিপরীত নপুংসক অর্জ্জুনের বচনে প্রতীত ॥ আপনে শ্রীহরি যাতে প্রভু বলরাম অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্ন তাহাতে বিদ্যমান ॥ যে কর্ম্ম করিতে নহে এসব ... ক হয় অর্জ্জুন তাতে কুন্তীর নন্দন ॥ ধিক২ ধনু তোর ধিক ধিক ব... নপুংসক হৈয়া তোর গর্ব্ব এত বড় ॥ অরেরে অর্জ্জুন তুই হেনই দুর্ম্ম... দেব নিয়োজিত কার্য্য করিস শকতি ॥ এইরূপে গালি দিতে ব্রাহ্ম... রহিল। মনে দুঃখ পায়্যা তবে অর্জ্জুন চলিল ॥ কালগতি মহাবি... অবগত করি। ত্বরিতে চলিল বীর সংযমনি পুরী ॥ যমপুরী সংযমী করিয়া প্রবেশ। চাহিতে২ বীর না পায় উদ্দেশ ॥ তবে ইন্দ্রপুরী গেল তবে অগ্নিপুরী। তবে মৃত্যুপুরী গিয়া চাহিল বিচারি ॥ বরুণের পুর চাহি পবনের পুরী। তবে বিচারিল গিয়া যমের নগরী ॥ শিবপু...

স্বর্গ বিচারিল চাহিল সকল। না পায় ব্রাহ্মণসুত দুঃখিত অন্তর ॥
দ্বারকাপুরে বীর আইল বাহুড়িয়া। কুণ্ড করি আগুণি জ্বালিল কাষ্ঠ
দিয়া ॥ প্রবেশ করিল গিয়া দীপ্ত হুতাশনে। নিষেধ করিয়া প্রভু রাখিল
আপনে ॥ না কর অর্জ্জুন তুমি আগুণে প্রবেশ। বিষাদ না ভাবিহ মনে
না ভাবিহ ক্লেশ ॥ আনিয়া দেখাব আমি ব্রাহ্মণ কুমার। ভুবন ভরিয়া
যশঃ রাখিব তোমার ॥ এতেক বচন বলি শ্রীমধুসূদন। অর্জ্জুনে তুলিয়া
রথে কৈল আরোহণ ॥ চলিলা পশ্চিম দিগে আকাশ মণ্ডলে। শূন্য-
পথে যায় হরি আকাশ উপরে ॥ সপ্তদ্বীপ গেলা তবে সপ্তসাগর। সপ্ত
দ্বীপ লোকপাল তরিয়া সকল ॥ মহাতমঃ প্রবেশিলা ঘোর অন্ধকার ॥
চলে রথের চাকা না হয় সঞ্চার ॥ নিজ পার্শ্বে মহাচক্র দেখি ভগ-
বান। আজ্ঞা দিল চক্র তুমি চল আগুয়ান ॥ সূর্য্য কোটি সম চক্র আগু
আগু যায়। নিজ তেজে ঘোর তমঃ কাটিয়া ফেলায় ॥ রূপময় রূপে
সংসারে ততকাল। সেই রূপে চলে চক্র কাটি অন্ধকার ॥ দুই পাশে
তমঃ কাটি দুই ভাগ করে। সেই পথে চলে রথচক্র অনুসারে ॥ তবে
এক জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ স্বরূপ। সূর্য্য কোটি বহ্নি কোটি বিদ্যুৎ স্বরূপ
যাহাতে পড়িয়া বীর হৈল অচেতন। কৃষ্ণের আশ্বাসে পুনঃ হৈল সচেতন
অনেকে তরিয়া লোকে গেলা হৃষীকেশ। অপারে সাগরজলে কৈল প্র-
বেশ ॥ তরঙ্গ কোল্লল কোলাহল অতিশয়। তার মাঝে এক পুরুষ মহা-
মণিময় ॥ সূর্য্য কোটি জিনি মণিমন্দির উজ্জ্বল। তার মাঝে মণিসিংহা-
সন মনোহর ॥ অনন্ত ধরণীধর সহস্র বদন। ফণা মণি বিরাজিত
কল্লোল চরণ ॥ মৃণাল ধবল গৌর কলেবর শোভা। চন্দ্র কোটি সুশী-
তল সূর্য্য কোটি আভা ॥ হেন মহাঅনুভব অনন্ত শয়নে। শয়ন করিয়া
যার আছেন আপনে ॥ নবঘন জলধর শ্যাম কলেবর। গণ্ডযুগ বিল-
সিত মকর কুণ্ডল ॥ [illegible] কমলদল নয়ন বিলাস। কুঞ্চিত কুণ্ডল জাল
বিলম্বিত বাস ॥ রুচির মধুর হাস মুদিত বদন। মণিময় বিলম্বিত বি-
বিধ ভূষণ ॥ আজানুলম্বিত অষ্টভুজ বিরাজিত। শ্রীবৎস কৌস্তুভ বন
মালা বিলম্বিত ॥ নন্দ সুনন্দ আদি পারিষদগণে। চক্র আদি যত অস্ত্র
হৈয়া মূর্ত্তিমানে ॥ অষ্ট শক্তি মূর্ত্তিমতী হৈয়া অষ্টসিদ্ধি। অষ্ট ঐশ্বর্য্য
ঋদ্ধি ধরি সেবে অষ্ট নিধি ॥ এই রূপে দেব দেব দেখি ভগবানে। আপ-
নার তরে কৈল আপনে প্রণাম ॥ দাণ্ডায়ে সম্মুখে রহে শিরে কর
ধরি। অর্জ্জুনে সম্ভ্রমে রহে মণ্ডবৎ করি ॥ তবে দেবাসুরপতি দেব

শিরোমণি। কিঞ্চিৎ হাসিয়া প্রভু বলে কোন বাণী। এই দশ দ্বিজসুত
লয়্যা চল ঝাট। আপনি আনিয়া আমি রাখিনু নিকট॥ এত কর্ম্ম
কৈল আমা সবা দেখিবারে। তুমি সে জন্মিলে আমার অংশ অবতারে
অসুর মারিয়া ভার পৃথিবীর হরি। আমার নিকটে গিয়া রহ শীঘ্র
করি॥ যদ্যপি সাক্ষাতে তুমি পূর্ণ ভগবান। তথাপি ধরহ নর নারা-
য়ণ নাম॥ আকল্প পর্য্যন্ত তপ বদরিকা আশ্রমে। লোক পরিত্রাণ
হেতু কর দুই জনে॥ এতেক বচন শুনি শ্রীহরি অর্জ্জুনে। প্রণাম করিয়া
দেব দেবের চরণে॥ আজ্ঞা শিরে ধরি দশ পুত্র তুলি রথে। পুনরপি
দ্বারকা চলিল সেই পথে॥ দশ পুত্র দিল লৈয়া ব্রাহ্মণ গোচরে। অর্জ্জুন
পাঠায়ে প্রভু গেলা নিজ ঘরে॥ আশ্চর্য্য দেখিয়া মনে পাইল বড় ভয়।
বিস্ময় ভাবিয়া কিছু না দিল উত্তর॥ বুঝিল অর্জ্জুন মনে এই সে নিশ্চয়
কৃষ্ণ অনুগ্রহ বিনে কিছুই না হয়॥ এইরূপে নানা লীলা করয়ে শ্রীহরি।
নানা যজ্ঞ নানা দান নির্ব্বাহ করি॥ জীবমাত্রে সেই প্রভু দিব্য অং
শায়। ব্রাহ্মণ তোষণ করে দিয়া নানা দান॥ যথাবিধি যথা কাল যথা
চার। লোক বুঝাইতে করে এত পরকার॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যের
মধুরস বাণী। নরনারায়ণ লীলা প্রেমতরঙ্গিণী॥ ৮২॥

এই রূপে বৈসে হরি দ্বারকামণ্ডলে। অশেষ মঙ্গলধাম মন্দিরের
বৃষ্ণিগণ যদুগণ সর্ব্বত্র বেষ্টিত। নবীন যৌবন নারীগণ বিরাজিত
ঘরের উপরে ঘর শত শত আলা। তথা তথা রহি দিব্য নারীগ
খেলা॥ মদমত্ত মহাগজগণ পরকাশ। রাজপথ পুরপথ নাহি অ
কাশ॥ অলক্ষিত গজগণ পবন সঞ্চার। চকিত চঞ্চল গতি ঘোড়া পা
ঞ্চার॥ কনক নির্ম্মিত রথ কনকের আভা। বন উপবন দীঘী সরো
শোভা॥ নিনাদিত খগ ভৃঙ্গ শবদ মধুর। সুবাসিত সুধু পীত প্র
পূরে পুর॥ ষোলসহস্র দেবী এক ভগবান। [illegible]সহস্র রূপে রহে স্থা
স্থান॥ কনক নির্ম্মিত নদ নদী সরোবরা। প্রফুল্ল উৎপল কুন্দ কু
কন্দল॥ তরণীত বিলসিত সুবাসিত জল। অলিকুল বিহগ শবদ মা
হর॥ জলকেলি করে প্রভু রমণীরমণ। জল বিনিহিত মৃগমদ বি
পন॥ গন্ধর্ব্ব কিন্নর গায় নাচে বিদ্যাধরী। সুত মাগধগণে নানা স্তু
করি॥ দেবীগণে চর্ম্মের লোটা ভরি ভরি। জল ছিটাছিটি করি ক
জলকেলি॥ জলকেলি করে হরি রমণী সমাজে। যক্ষরাজে খেলে যে
কিনীর মাঝে॥ জল বিনিহিত তনু বসন বিনাশ। কিঞ্চিৎ বি

কুচতট পরকাশ ॥ গলিত কবরী তার বিনিহিত মাল। মুক্তাহার নিকর ঘটন সঞ্চার ॥ সমুদিত কাম শর জর জর অঙ্গ। বিকসিত মুখ সরোরুহবর ভৃঙ্গ ॥ এই রূপে জলকেলি করে যদুরায়। রমণীমণ্ডলে হায় আনন্দে খেলায় ॥ নর্তন নর্তকীগণ বসন ভূষণে। মুনিগণ পূজে মহাধন অন্নদানে ॥ আপনে রমণীগণ রমিয়া রমায় ॥ নিজ পার্শ্বগত চিত্ত পিরীতি বাড়ায় ॥ রমণীর মনে নাহি তিলেক বিচ্ছেদ। নিদ্রা অবসরে করে বহুবিধ খেদ ॥ নানা ভাবে দেবীগণ কৃষ্ণ আরাধিয়া। কৃষ্ণে প্রবেশিল তারা কৃষ্ণময় হয়্যা ॥ শঙ্কর বিরিঞ্চি আদি মহাযোগেশ্বর। যাঁর গুণ কীর্তন করায় নিরন্তর ॥ কেবল শ্রবণে হরে রমণীর মন। হেন প্রভু দেবীগণে দেখে অনুক্ষণ ॥ পতি ভাবে পরিচর্য্যা করে প্রেম ধরি। তা সবার পুণ্য তপ কে কহিতে পারি ॥ *সর্বলোক পতি [illegible] ত্রিজগতের গুরু। প্রণতবৎসল নিজ জন কল্পতরু ॥ হেন প্রভু [illegible]তে ভজিল দেবীগণ। কি তার বর্ণিব তপ আছে কোন জন ॥ এই রূপে গৃহকর্ম করে যদুরায়। আপনে করিয়া কর্ম লোকেরে বুঝায় ॥ ধর্ম অর্থ কাম তিন সাধিবারে পারি। গৃহকর্ম করিব গৃহস্থ অধিকারী ॥ সে কারণে হরি করে গৃহধর্ম। দেবমুখ কৃত পুণ্য বহু যশঃ কর্ম ॥ [illegible] সহস্র এক শত দিব্য নারী। রমণীরতন সব রুক্মিণী আদি করি ॥ [illegible] দশ পুত্র জনমিল এক কালে। তার সম বলবীর্য্য নাহি ত্রিভুবনে ॥ মহাবল পরাক্রম বিক্রমে বিশাল। অষ্টাদশ পুত্র হৈল প্রধান তাহার ॥ প্রদ্যুম্ন পুত্র অনিরুদ্ধ নাম। শাম্ব ভানু চন্দ্রভানু মধুদীপ্ত নাম ॥ [illegible] বক আর তরুণ পুষ্কর। দেববাহু শ্রুতদেব মহাধনুর্দ্ধর ॥ সুন[illegible] বীরবাহু বীরের প্রধান। বরথ ন্যগ্রোধ আদি করি বলবান ॥ সবার প্রধান সে রুক্মিণীর তনয়। মাতুল রুক্মির কন্যা কৈল পরিণয়। অনিরুদ্ধ পুত্র হৈল তাহার [illegible]রে। মহামত্ত মাতঙ্গ অর্জ্জুন বল ধরে ॥ রুক্মির পুত্রের কন্যা বিভা কৈল অনিরুদ্ধে। রুক্মি বধ হৈল বলরামের যুদ্ধে ॥ অনিরুদ্ধ পুত্র বজ্র মহাবলবান। বজ্র অবশেষ হৈল মৌষলাবসান ॥ তার পুত্র জনমিল প্রতিবাহু নামে। সুবাহু তাহার পুত্র মহাবলবানে ॥ উগ্রসেন তার পুত্র হৈল বলবান। ভদ্রসেন তার পুত্র পরম প্রবল ॥ যদুবংশে নাহি জন্মে দরিদ্র নির্ব্বল। অল্প পুত্র অল্প বল অল্প পরাক্রম ॥ অল্প পরমায়ু আর নহে ধর্ম্মবীর। ব্রাহ্মণ কিঙ্কর নহে নহে মহাবীর ॥ যদুবংশে জনম লভিল হেন জন। শঙ্কর বিরিঞ্চি যার না

পায় মহিমা ॥ শতেক বৎসর ধরি কেহ যদি গণে। গণিতে না পারে কেহ মহাবুধজনে ॥ আটাশী সহস্র তিন শত তিন কোটি। যদুকুলে আচার্য্য আছিল মহামতি ॥ এতেক পণ্ডিত যাতে ছাওয়াল পড়ায়। হেন যদুকুলের অন্ত কে গণিতে পারয় ॥ অযুতং লক্ষ সেনাপতি লয়্যা। আহুক আছিল যাতে ক্ষিতিপতি হয়্যা ॥ দেবাসুর যত যত রণে বধ হৈল। তারা সব নৃপরূপ ধরি জনমিল ॥ তাসবার সংহার করিতে যদুরায়। যদুকুলে সেই সব জনম লভায় ॥ এক শত এক বংশ হৈল যদুকুলে। কত দেব জনমিল কত পরকারে ॥ যদুবংশে যত দেব হৈল উপসন্ন। জানিল প্রমাণ সবে এক নারায়ণ ॥ সবার ঈশ্বর হরি অনন্ত মূরতি। তার তত্ত্ব জানে হেন কাহার শকতি ॥ আছুক অন্যের কাথ এই যদুগণে। কিঞ্চিৎ প্রভুর তত্ত্ব কিছুই না জানে ॥ শয়ন ভোজন পান আলাপ গমন। তবু তার তত্ত্ব না জানিল যদুগণ ॥ যাঁর গুণ কীর্ত্তন সকল তীর্থ সার। যদুকুলে হৈল হেন তীর্থ অবতার ॥ বৈরীভাবে রিপুগণ করিয়া চিন্তন। কৃষ্ণময় দেহ হৈল করিয়া স্মরণ ॥ লক্ষ্মীদেবী যাঁরে বাঞ্ছা করে নিরন্তর। যাঁর কৃপা বাঞ্ছা করে ব্রহ্মা মহেশ্বর ॥ যাঁর নাম স্মরণে দুরিত সব হরে। কুলধর্ম্ম প্রকাশিল যে প্রভু সংসারে ॥ এ কোন চরিত্র তার হরে ক্ষিতিভার। কালচক্র করে যার ব্রহ্মাণ্ড সংহার ॥ জয় জয় প্রাণনাথ জগত নিবাস। জয় জয় দেবকীজঠরে পরকাশ ॥ জয় যদুবর পারিষদ প্রাণপতি। জয় নিজ ভুজ নিবারিত ধর্ম্ম গতি ॥ জয় চরাচর যত দুরিত হরণ। জয় জয় ব্রজপুর রমণীর মন ॥ জয় প্রেমুদিত মুখমধু হাস। জয় ব্রজপুর বধূ কাম পরকাশ ॥ পরাপর গতি হরি পুরুষ পুরাণ। যুগে২ নিজ ভক্ত কর পরিত্রাণ ॥ প্রকট পরমানন্দ দিব্য রূপ ধর। নব জলধর হেন বিচিত্র কলেবর ॥ যে হরি পদারবিন্দ করিব ভজন। সে যেন কেবল করে শ্রবণ কীর্ত্তন ॥ মুকুন্দ শ্রীযুত কথা শ্রবণ করিব। পুরাণ পঠন করি চরণ ভজিব ॥ নিস্তারে দুষ্কৃতি ভবভয় হরণ। কৃষ্ণময় হৈয়া তবে বৈকুণ্ঠে গমন ॥ রাজ্যপদ পরিহরি ক্ষিতিপতিগণ। অরণ্য প্রবেশ করে যাহার কারণ ॥ হেন চরাচরবৃন্দ ভব লোক। হেনে ভব তরিব খণ্ডিব দুঃখ শোক ॥ শ্রীযুত গদাধর চরণ ভরসা। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস ভাষা ॥ ৯০ ॥

ইতি দশমস্কন্ধ সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ।

একাদশস্কন্ধ ।

পরীক্ষিত মহাজন, প্রভুভক্ত পরায়ণ, হরিগুণ চরিত্র বাখানে । একাদশ ভাগবত, ভক্তিজ্ঞান সমুদিত, কহে শুক ব্যাসের নন্দনে ॥ নিজ পারিষদ সঙ্গে, যদুকুল বড় রঙ্গে, রিপুদল করিতে সংহার । অন্যা অন্য কোন্দল করি, বিবাদ বাড়ায় হরি, পৃথিবীর হরিল গুরু ভার ॥ পাশা খেলন করি, বিঘ্ন জন্মাইল হরি, বিরোধ বাড়াইল রিপুগণে । বোধিত করায়্যা হরি, পাণ্ডু সুত সঙ্গে করি, ক্ষিতি ভার হরে নারায়ণে ॥ পরাভব কার বোলে, নহিবেক যদুকুলে, বিশেষ আমার প্রিয়গণে । আমারে আশ্রয় তত্ত্বে, অশেষ বাসনা মর্ত্ত্যে, বস্তুজ্ঞান না করে ত্রিভুবনে ॥ হেন যুক্তি মনে করি, কোন্দল বাড়াইল হরি, বিনাশিয়া চলিলা আপনে । বাঁশে বাঁশে ঘরিষণে, অগ্নি যেন জ্বলে বনে, পুনঃ অগ্নি নিভায় সেই বনে ॥ সত্যবাদি ভগবান, হরিল পৃথিবীর মান, এই মনে করিয়া নিশ্চয় । ব্রহ্মশাপ লক্ষ করি, কুল বিনাশিল হরি, তবে কৈল বৈকুণ্ঠ বিজয় ॥ অখিল লাবণ্য হরি, নিজ মায়া প্রকাশ করি, হরি নিল ইহলোক চলে । দেখায়্যা চরণ চিহ্ন, হরিল ব্যাধের মন, নিল হরি কমলচরণে ॥ শ্রবণ কীর্ত্তন করি, সকল সংসারে তরি, যশ বিস্তারিল ত্রিভুবনে । অখিল যোগ গুরুবলে, লোক বুঝাইল ছলে, দেখ লোক অনিত্য সংসারে ॥ যোগ যোগেশ্বর হরি, চলিল বৈকুণ্ঠ পুরী, নিজ কুল করিয়া সংহার । তবে রাজা জিজ্ঞাসিল, বড়ই বিস্ময় হৈল, কহ গুরু সব বিবরণে ॥ দ্বিজ গুরু সেবা রত, দণ্ড প্রিয় দানযুত, চিত্ত বিত্ত সব যদুগণে ॥ কেনে ব্রহ্মশাপ হৈল, ভেদ বুদ্ধি উপজিল, মহাভাগবত যদুকুল । সদয় হইয়া বাণী, কহ মুনি চূড়ামণি, শুনি মন হউক নির্ম্মল ॥ রাজার বচন শুনি, কহে

শুক মহামুনি, শুন রাজা কহিব তোমারে। সকল সুন্দর হরি, নর কলেবর ধরি, নানামত বিচিত্র বিহারে॥ সকল সংসারিগণে, নিজ পদ আরোহণে, মনেতে যুক্তি কৈল সার। কলির মনোহর, সুমঙ্গল পুণ্য কর, করিয়া জগতে বিচার॥ মুনিগণে নিযোজিয়া, প্রভাসে হরি পাঠাইয়া, কালরূপে করিল সংহার॥ বিশ্বামিত্র মুনি কন্ব, দুর্ব্বাসা অঙ্গিরা ভৃগু, বশিষ্ঠ নারদ তপোধনে। ঈশ্বর আদেশ ধরি, গঙ্গাতীরে তীর্থে রহি, তপযোগে সাধে সমাধানে॥ কৃষ্ণের কুমারগণে, ক্রীড়া করে বনে বনে, তথা গিয়া হৈল উপসন্নে। শাম্ব জাম্ববতী সুত, স্ত্রী বেশ ধরি অদ্ভুত, পুছে গিয়া বিনয় বচনে॥ অদ্য প্রসূতা বধূ বরে, চিরদিন গর্ভ ধরে, সাক্ষাতে পুছিতে বাসি লাজ। কিবা কন্যা পুত্র হৈব, এই উপসন্ন [illegible] শুন সব মুনির সমাজ॥ এতেক বচন শুনি, ক্রোধে বলে সব মু[illegible] [illegible] শুন মন্দমতি জনে। ভাল জিজ্ঞাসিলে দর্পে, লোহার মুষল [illegible] যদুকুল করিতে বিনাশনে॥ শুনিয়া কুমারগণে, ভয়ে সচকিত ম[illegible] বিচারিয়া চাহিল উদরে। লোহার মুষল দেখি, তরাসে মুদিল আঁ[illegible] না জানি কি পরমাদ করে॥ মন্দমতি মোর হৈল, হেন মন্দ কর্ম্ম কৈ[illegible] না জানি কি বলে গুরুজনে। এত বাক্য শুনিয়া, চলিল মুষল লৈ[illegible] দিল লৈয়া সভা বিদ্যমানে॥ মলিন বদন হই, সব বিবরণ কই, [illegible] পাশে রহে শিশুগণে। ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ নৈব, কুলের সংহার হব, চিন্তি[illegible] লাগিলা পুরজনে॥ তবে রাজা উগ্রসেনে, আজ্ঞা কৈল ভৃত্যগণে, মু[illegible] ঘষিয়া কর ক্ষয়। প্রভাসের কূলে গিয়া, মুষল ফেলে ঘষিয়া অব[illegible] যেন নাহি রয়॥ আজ্ঞা পায়্যা ভৃত্যগণে, মুষল লৈল ততক্ষণে, [illegible] ঘষি ফেলিল তীর্থজলে। কিছু অবশেষ রৈল, প্রভাসে তাহা ফেলি[illegible] এক মীন গিলিল সত্বরে॥ প্রভাসের তীরে২, তরঙ্গ কল্লোল নীরে, [illegible] [illegible]মিল এরোকার বন। জালে মৎস্য বন্দী করি, খানি২ কাটে ধরি, [illegible] [illegible]নিল মৎস্যজীবিগণ॥ এক ব্যাধ লোহাখানি, যত্ন করি মাগি আ[illegible] তাহা দিয়া নিরমিল শর। কালরূপে মায়া ধরি, জানেন সকল হ[illegible] তবু কিছু না বৈল ঈশ্বর॥ যদি প্রভু ইচ্ছা করে, লীলায় খণ্ডাইতে পা[illegible] ব্রহ্মশাপ না করিল দূর। কুল করি সংহার, হরিব পৃথিবীর ভার, [illegible] পনে চলিলা নিজ পুর॥ কৃষ্ণ ধীর শিরোমণি, শ্রীগদাধর পদ জ[illegible] ভাগবত আচার্য্যের বাণী। কৃষ্ণগুণ সমুদিত, একাদশ ভাগবত, [illegible] কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী॥ ১ ॥

পয়ার। মুনি বলে শুন রাজা অদ্ভুত বাণী। কহিব দ্বারকাপুরের অপূর্ব্ব কাহিনী॥ কৃষ্ণ মহাভুজদণ্ড সদা গোপিতা। প্রভুর দ্বারকাপুরী ভুবন বন্দিতা॥ নিরবধি তাহাতে নারদ মুনি বৈসে। কৃষ্ণ পদ উপাসনা করে ভক্তিরসে॥ এমত বঞ্চিত কেবা নর কলেবরে। মুকুন্দ পদারবিন্দে ভক্তি পরিহরে॥ সব ঠাঞি আছে মৃত্যু কভু না ঘুচে। যেজন বুঝায়ে সেকি গোবিন্দ না ভজে॥ শঙ্কর বিরিঞ্চি যার করে উপাসনা। হেন প্রভু চরণ না ভজে কোন জনা॥ একদিন গেল মুনি বসুদেব ঘরে। নারদ দেখিয়া তিহোঁ উঠিলা সত্বরে॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈল চরণ বন্দন। আসনে বসায়ে তবে কৈল নিবেদন॥ ভাগ্য মোর ঘরে তুমি কৈলে আগমন। লোক পরিত্রাণ হেতু কর পর্য্যটন॥ পিতা মাতা আগমনে পুত্রের কল্যাণ। ভক্ত আগমনেতে লোক পরিত্রাণ॥ সুখ কভু দুঃখ হেতু দেহের চরিত্র। সুখ বিনে সাধুসঙ্গে অবে বিপরীত॥ তুমি সব যেন মহা ভাগবত প্রধান। তুমি সব জীব মাত্র কর পরিত্রাণ॥ যেরূপে যে দেব ভজে ভক্তি সেবা করে। সে দেব তাহারে তুষ্ট সেবা অনুসারে॥ ছায়া রূপে দেবগণ কর্ম্মের কিঙ্কর। যার যত ভক্তি তারে সেই তত ফল॥ ভকত জনার কভু নাহি নিজ পর। বিশেষে দুঃখিত জন প্রতি বৎসল॥ যদ্যপি সকল সিদ্ধ হৈল আগমনে। তথাপি [illegible] ধর্ম্ম পুছিব যতনে॥ ভাগবত ধর্ম্ম তুমি কহ তপোধন। যাহার শ্রবণে ভব দুঃখ বিমোচন॥ পূর্ব্বে পূজিল আমি পুত্রের কারণে। মুক্তি না মাগি কৃষ্ণ আনি হয়ে পুত্র কাম॥ সংপ্রতি যে রূপে মোর ঘুচে ভবভয়। ঘোর সংসারে দুঃখ আর যেন নয়॥ হেন উপদেশ মোরে কহ যোগেশ্বর। তবে দেবঋষি তারে দিলেন উত্তর॥ ভাল বসুদেব তুমি করিলে জিজ্ঞাসা। ভাগবত ধর্ম্মে তুমি করিলে প্রত্যাশা॥ ভাগবত ধর্ম্ম যদি শুনিলে শ্রবণে। আদরে মোদনে কিবা করয়ে চিন্তনে। দেব বিপ্রদ্রোহী কিবা চণ্ডাল পতিত। সেইক্ষণে হরে তার অশেষ দুরিত॥ ধন্য বসুদেব তোমার পরম কল্যাণ। স্মরণ করাইলে আজি দেব ভগবান॥ শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ আজি করাইলে মোরে। শ্রবণ কীর্ত্তনে যার সর্ব্ব পাপ হরে॥ কহিব তোমারে ইতিহাস পুরাতন। নব ঋষি নিমিরাজা সম্বাদ কথন॥ স্বায়ম্ভুব মনুপুত্র প্রিয়ব্রত নামে। অগ্নি সুকুমার তার বিদিত ভুবনে॥ তার পুত্র নাভিরাজা বিসব কুমার। ধর্ম্ম বুঝাইতে বিষ্ণু অংশ অবতার॥

এক শত পুত্র তার দেব দিগম্বর। ভরত সবার জ্যেষ্ঠ ধর্ম্ম কলেবর॥ হরি পরায়ণ তেঁহ বিদিত ভুবনে। ভারতবরিষা করি হৈল যার নামে॥ রাজ্যভোগ করি তেঁহ রাজ্য পরিহরি। বনে গিয়া তপ কৈল আরাধিয়া হরি॥ তিন জন্মে হৈল তার বিষ্ণুপদে গতি। নবপুত্র হৈল তার নবদ্বীপ পতি॥ একাশী পুত্র তার কর্ম্ম পরায়ণ। কর্ম্মপথে হৈল তারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ॥ নব পুত্র হৈল তার মহাযোগেশ্বর। আত্ম বিদ্যা বিশারদ মুনি দিগম্বর॥ হবি কবি অন্তরীক্ষ এতিন তনয়। প্রবোধ পিপ্পলায়ন দুই মহাশয়॥ আবিহোত্র দ্রাবিড় চমস তিন জন। সহনিষ্ঠ কনিষ্ঠ তার ঈশ্বর ভাজন॥ এই নব যোগেশ্বর মুনির প্রধান। সর্ব্ব জীবে বৈসে করি সর্ব্বত্রে সমান॥ জ্ঞানচক্ষে যেই মাত্র দেখে নিরন্তর। অব্যাহতি ইষ্টগতি নব সহোদর॥ সুর সিদ্ধি গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ নাগ। সর্ব্ব লোকে ভ্রমে নব ঋষি মহাভাগ॥ শিবলোক ব্রহ্মলোক গোলোকে সঞ্চার। চৌদ্দ ভুবন ভ্রমে এ নব কুমার॥ নিমিরাজা যজ্ঞ করে বিদেহ নগরে। নবঋষি গেল তথা হেন অবসরে॥ যজ্ঞঘরে যজ্ঞ করে মহামুনিগণ। নবঋষি গিয়া তথা হৈল উপসন্ন॥ সূর্য্য সম পরকাশ দীপ্ত কলেবর। তা সবা দেখিয়া রাজা উঠিল সত্বর॥ তবে আসি সম্ভাষিল সব দ্বিজগণ। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল চরণ॥ প্রণাম করিয়া রাজা বসাইল আসনে। করপুটে বলে তবে বিনয় বচনে॥ তুমি সব সাক্ষাতে কৃষ্ণের অনুচর। লোক পরিত্রাণ হেতু ভ্রম নিরন্তর॥ এতেকে দুর্লভ বলি মনুষ্য শরীর। ক্ষণেকে ভঙ্গুর যেন তড়িত অস্থির॥ তাহাতে দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম দরশনে। একান্ত কুশল পথ পুছি তেকারণে॥ তিলেক সৎসঙ্গ হয় কোন পরকারে। এই মহানিধি লভ্য জানিব সংসারে॥ মুই যদি শুনিবারে হও যোগ্যপাত্র। তবে সবে ভাগবত কহ ধর্ম্মমাত্র॥ কেহ যদি কৃষ্ণ ভজে সে ধর্ম্ম আচরি। আপনাকে দিয়া তারা বশ করে হরি॥ নিমির বচন শুনি মহামুনিগণে। প্রশংসিয়া বলে রাজা শুন সাবধানে॥ কবি বলে সবে মাত্র এই আমি জানি। যেন তেন প্রকারেতে কৃষ্ণ ভজে প্রাণী॥ সবে এই পাদপদ্ম অভয় কল্যাণ। মহাভয় বিনাশন দুঃখ পরিত্রাণ॥ দেহ গৃহ সুত দারা অনিত্য যেখানে। চিত্তগত উদ্যোগ বাড়ে দিনে দিনে॥ এক চিত্ত হয় কত নানা পরকারে। অভয় চরণ সেবে দুঃখ প্রতিকারে॥ যত যত উপায় কহিলা নারায়ণে। মূর্খ জনা পরিত্রাণ হয় সেই জ্ঞানে॥ সেই ভাগবত ধর্ম্ম জানিহ নিশ্চয়। যাহা হৈতে

কৃষ্ণ পাই কহিল নির্ণয় ॥ যে ধর্ম্ম আশ্রয় কৈলে নহে পরমাদ। যে ধর্ম্ম থাকিলে নহে বিঘ্নপাত ॥ হেন ধর্ম্ম আশ্রয় কার অন্ধ লোক জনে। সুপথ ছাড়িয়া করে কুপথ গমনে ॥ শ্রুতি স্মৃতি দুই শাস্ত্র বিপ্রের লোচন। এক না থাকিলে বলি কাণ যে ব্রাহ্মণ ॥ দুই না থাকিলে বলি অন্ধ যে তাহারে। বিপ্র হয়ে হেন শাস্ত্র অবোধে না পড়ে ॥ হেন ভাগবত ধর্ম্ম ঈশ্বরের বাণি। ইহাতে সংশয় পাছে কেহ করে জানি ॥ যে যে কর্ম্ম লোক করয়ে এক মন চিত্তে। সহজে স্বভাবে কিবা করে বুদ্ধিমতে ॥ সকল ইন্দ্রিয়গণ বাক্য অহঙ্কারে। লৌকিক বৈদিক কর্ম্ম যেবা যত করে ॥ সকল করিব জীব কৃষ্ণে সমর্পণ। ঈশ্বর কহিল এই ভাগবত ধর্ম্ম ॥ ঈশ্বর ভজনে কিবা আছে প্রয়োজন। জ্ঞান হৈলে হয় সব অজ্ঞান মোচন ॥ হেন যদি বল রাজা কহিব তোমারে। কৃষ্ণ না ভজিলে কেহ সংসার না তরে ॥ ঈশ্বর বিমুখ জনে দেহ আত্মাময়। ভুক্তি মুক্তি ভেদ বুদ্ধি করেত প্রনয় ॥ তাতে শত্রু মিত্র হয় এসব কল্পনা। তবে লোক দুঃখ হয় অশেষ ভাবনা ॥ মুর্খ বুদ্ধি হৈতে হয় আতি বিপর্য্যয়। তেকারণে হয় তার নানা দুঃখ ভয় ॥ যাহার মায়ায় হয় আতি বিড়ম্বন। এত সব বুঝিয়া কৃষ্ণ ভজে বুধজন ॥ গুরুকে ঈশ্বর করি করয়ে ভাবনা। কৃষ্ণ গুরু এক করি করে উপাসনা ॥ দুহে হেন বস্তু নাই বিচার করিতে। যেন স্বপ্নে দেখি রথ মিলয়ে ভাবিতে ॥ এ সব সঙ্কল্প মনের বিলাস। মনঃ নিরবধি সব ভয় যায় নাশ ॥ এ সব দুর্লভ পাপ ভজন শকতি। তেকারণে কহি রাজা সুগম ভকতি ॥ কৃষ্ণের মঙ্গল কর্ম্ম জনম চরিত। শুনিব শ্রবণ ভরে যে হয় পণ্ডিত ॥ উচ্চৈঃস্বরে নামগুণ করিব কীর্ত্তন। না ভজয় পরিহরি করে পর্য্যটন ॥ মনের অগত্য ছাড়িয়া রহে যথা তথা। সে জন বৈষ্ণব রাজা জানিব সর্ব্বথা ॥ শ্রবণ কীর্ত্তন ব্রত সংকল্প যাহার। হরিনাম শুনি চিত্ত দ্রব হয় যার ॥ উচ্চৈস্বরে হাসে খেলে করয়ে রোদন। উচ্চৈঃস্বরে গায় খেলে ঘন গরজন ॥ উন্মত্ত বেশে নাচে লোক বাহ্য হৈয়া। লোক ভয় লাজ বেদ সকল ত্যজিয়া ॥ আকাশ পবন বহ্নি মহী জোতিঃজল। নদনদী তরু আর পর্ব্বত সাগর ॥ সকল কৃষ্ণের তনু জানিবে গেয়ানে। প্রণাম করিব সব বিনয় বিধানে ॥ যদি বল বহু জন্ম তপ যোগ করি। এমন দুর্লভ জ্ঞান লভিতে না পারি ॥ কেবল কীর্ত্তনে মাত্র হয় দিব্যজ্ঞান। এক জন্মে মুক্তি হয় ভকতি প্রমাণ ॥ হেন যদি বল রাজা কহিব মরমে

ভজিতে থাকুক মাত্র শ্রবণ কীর্ত্তনে ॥ ভক্তিযোগ অনুভবে তত্ত্বজ্ঞান স্ফুরে। বিষয় বৈরাগ্য তিন বাড়ে এক কালে ॥ ভোজন করিতে যেন গ্রাসেং। ওষ্ঠ পুষ্ট হয় যেন ক্ষুধার্ত্ত বিনাশে ॥ এইরূপে কৃষ্ণপদ ভজিতে ভজিতে। বিষয় বৈরাগ্য হয় ভকতি সাধিতে ॥ অনুভব তত্ত্বজ্ঞান করিয়া উদয়। তবে শান্তিরস পায়্যা শান্ত হৈয়া রয় ॥ নিমি রাজা বলে শুন মহাযোগিগণে। কিরূপে ভক্তির চিহ্ন কি তার লক্ষণে ॥ কি বলে কি কহে তারা কি ধর্ম্ম আচরে। ঋষি বলে শুন রাজা কহিব তোমারে ॥ সর্ব্বভূতে সত্য বশে এক নারায়ণ। সব নারায়ণ বৈসে দেখয়ে যে জন ॥ উত্তম ভকত পথ জানিহ নিশ্চয়। মধ্যম ভক্তের তবে কহিবে নির্ণয় ॥ ঈশ্বরে করয়ে প্রেম ভকতে মৈত্রতা। দীন হীন জনে কৃপা বিপদে রক্ষিতা ॥ এই সে জানিবে রাজা ভকত মধ্যম। প্রকৃত ভক্তের কথ[illegible] কহি এখন ॥ প্রতিমাতে পুজে কৃষ্ণ শ্রদ্ধা ভক্তি করি। ভক্ত জন পূজে যেন কৃষ্ণ বুদ্ধি করি ॥ প্রাকৃত ভকত তাতে জানিব বিদিতে। ত্রিবিধ ভকত রাজা জানিহ সাক্ষাতে ॥ দেহ মাত্র কেবল বিষয় ভোগ করে। হিংসা দ্বেষ অহঙ্কার সমাত্রে না ধরে ॥ দেখিব ঈশ্বর মায়া এতিন ভুবনে। এই সে উত্তম ভাগবতের লক্ষণে ॥ জন্ম কর্ম্ম যার চিত্তে নাহি অভিমানে ॥ জাতি কুল বর্ণে ধর্ম্মে না করে অহঙ্কার। উত্তম ভক[illegible] যেই লক্ষণ তাহার ॥ নিজ পর চিত্তে যার নহে দেহগেহে। সুত ব্র[illegible] পায়ে যার ভেদ বুদ্ধি নহে ॥ সর্ব্ব জীবে সম বুদ্ধে শান্ত রস ধরে। উত্তম ভাগবত সেই জানিব সংসারে ॥ এতিন ভুবন পদ রাজা অধিকার তবু কৃষ্ণ স্মৃতিভঙ্গ না হয় যাহার ॥ যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র বৃন্দ চিন্তিতে [illegible] পারে। শঙ্কর বিরিঞ্চি আদি ধেয়ানে ধেয়ায় ॥ হেন চরণারবিন্দ তিলেক না ছাড়ে। নব নিমিষের অর্দ্ধ যেক্ষণ না চলে ॥ এই সে লক্ষণ রাজ[illegible] মহাভাগবতে। প্রধান বৈষ্ণব এই কহিনু সাক্ষাতে ॥ কৃষ্ণের চরণারবিন্দ পল্লব বিলাস। নখমণি বিরাজিত চন্দ্রমা প্রকাশ ॥ হৃদিগত তাপ তার হয় বিমোচন। পুনরপি নহে তার তাপ উপসম ॥ সূর্য্য তাপ হরে যেন উদিত শশধরে। ভক্তের নহে তাপ হৃদয় কমলে ॥ যে[illegible] ভেন মতে ধরি হৃদয় পঙ্কজে ॥ হেন হরি প্রেমপাশে যে বান্ধিতে পারে। অঙ্গ সঙ্গ হরি হরি হৃদয়ে যে ধরে ॥ সেই ভাগবত রাজা ভক[illegible] উত্তম। কহিল ত্রিবিধ মত ভকত লক্ষণ ॥ ভক্তিরস সুধাসিন্ধু গদাধ[illegible] প্রাণ। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥ ২

নিমি বলে বিষ্ণুমায়া জগতমোহিনী। কিরূপে বৈষ্ণবী মায়া কোন্
রূপে জানি॥ বিষ্ণুমায়া কহ মোকে মহামুনিগণে। তৃপ্ত নহে মন হরি
কথামৃত পানে॥ এ ঘোর সংসারে মুই বড়ই তাপিত। দান দেহ হরি
কথা বচন অমৃত॥ অন্তরীক্ষ বলে রাজা শুন সাবধানে। বিষ্ণুমায়া
কহিব কিঞ্চিৎ সমাধানে॥ আদি স্বরূপ হরি কারণ স্বরূপ। চরাচর
শরীর হরি সৃজে নানা রূপ॥ শক্তি প্রকাশ করি সৃজন কারণ। অকা-
রণে করে হরি জগত সৃজন॥ জীবের বিষয় ভোগ মুক্তির কারণে।
সৃষ্টি করে নারায়ণ বিবিধ বিধানে॥ মায়ায় করয়ে হরি জগত
নির্ম্মাণ। প্রবেশ করয়ে তাতে এক ভগবান॥ অন্তর্যামি রূপে হরি ভু-
ঞ্জায় ভুঞ্জয়। কর্ত্তা নহে ভোক্তা নহে করয়ে করায়॥ ইন্দ্রিয় বিষয় তাতে
ঈশ্বর যোজিত। আপনারে অহঙ্কার করে কপালিত॥ এই সে কারণে
জীব শরীর বন্ধনে। বুঝিয়ে কর্ত্তা ভোক্তা করি আপনাকে মানে॥ দেহ
যোগে শুভাশুভ নানা কর্ম্ম করে। সুখ দুঃখ ফল ভুঞ্জে নানা জন্মান্তরে॥
যাবৎ পর্যন্ত হয় উৎপত্তি প্রলয়। তাবৎ জনম মৃত্যু দুঃখ সুখ হয়॥
এই রূপে ভুঞ্জে জীব এ ভব সংসারে। সুখ দুঃখ ফল ভুঞ্জে নানা কারে
বরে॥ ঈশ্বর নির্গুণ নিরাধার নিরালয়। সুখময় রসসিন্ধু নিত্য সুখা-
নন্দ॥ হেন মতে সুখ ক্রীড়া ভুঞ্জে চতুর্ভুজে। যাবৎ না দহিয়া যায়
চতুর্যুগে॥ প্রলয় সময়ে আসি মিলয়ে যখনে। অনাদি নিধন কালে
সংহারে তখনে॥ অনাবৃষ্টি হয় তবে শতেক বৎসর। তিনলোক দহিবে
প্রচণ্ড দিবাকর॥ অনন্তের মুখে হৈতে আগুনি উঠিবে। পাতাল পর্য্যন্ত
লোক সকল দহিবে॥ তবে মেঘগণ হৈবে সম্বর্ত্তক নামে। শতেক বৎসর
করে ধারা বরিষণে॥ গজ শুণ্ড হয় যেন ধারা বরিষণ। বিরাট পুরুষ
তবে তেজি ত্রিভুবন॥ ব্রহ্মে পরবেশ করে বিরাট ঈশ্বর। কারণে কারণ
গিয়া মিশয়ে সকল॥ সকল ত্রিগুণ অহঙ্কারে পরবেশে। অহঙ্কারেরো
প্রলয় হয় অবশেষে॥ সব প্রবেশে গিয়া প্রকৃতি ভিতরে। প্রকৃতি প্রবেশ
গিয়া করে মহেশ্বরে॥ এই বিষ্ণুমায়া রাজা জগত মোহিনী। কহিল
তোমারে সৃষ্টি সংহার কাহিনী॥ আর কি জিজ্ঞাস তাহা কহ ক্ষিতি
পতি॥ তবে নিমিরাজা বলে করিয়া ভকতি॥ কি রূপ ঈশ্বর মায়া
মন্দ মতি জনে। তরিবার উপায় তার কহিবে আপনে॥ রাজার বচন
শুনি প্রবোধ সুধীর। কহিতে লাগিলা মুনি যুক্তি করি স্থির॥ সুখ উত্ত-
ম হেব দুঃখ বিনাশনে। কর্ম্ম করে গৃহবাসী এই সে কারণে॥ স্ত্রীসঙ্গে

গৃহবাসী দুঃখ মাত্র সার। দুঃখ বিনা পরিণামে কিছু নাহি আর॥ মৃত্যু হেতু ধন মাত্র দুর্লভ ঘটনে। দুঃখময় বিনে কিছু নাহি প্রয়োজনে॥ পুত্র পৌত্র গৃহ দারা বিদ্যুত চঞ্চল। যত্ন করি সাধি তাতে নাহি কিছু ফল॥ ইহলোক পরলোক সকল বিনাশি। দুঃখ মাত্র সার যদি হয় গৃহবাসী॥ মদ মান হিংসা মাত্র হয় স্বর্গবাসে। পুনঃ নিপতন হয় কর্ম্ম ফল নাশে॥ এবোল বুঝিয়া গুরু করিয়া আশ্রয়। ভজিব উত্তম গুরু করিয়া নির্ণয়॥ শব্দ ব্রহ্ম পরমব্রহ্ম দুহে সুপণ্ডিত। শান্ত দান্ত ভক্তিযুত লোক পর হিত॥ হেন গুরু ভজিব কপট পরিহরি। শিখিব বৈষ্ণব ধর্ম্ম গুরু সেবা করি॥ প্রথমে শিখিব পরিবার প্রেমভঙ্গ। মনে কভু কার সনে না করিব সঙ্গ॥ সাধু সঙ্গ সাধু সেবা দয়া সর্ব্বজনে। যথাযোগ্য প্রেম মৈত্র শিখিব যতনে॥ ত্যাগ তপ শৌচ মৌন বেদ অভ্যাসন। সমদম ব্রহ্মচর্য্য কপট বর্জ্জন॥ সর্ব্বত্র ঈশ্বর দৃষ্টি মনে উদাসীন। সর্ব্বত্রে থাকিব কার নাহি মর্ম্ম ভিন্ন॥ গৃহাবস্ত্র পরিত্যাগী থাকিব বিরলে। যেন তেন মতে হরি ভজিব কুশলে॥ শ্রীভাগবত শাস্ত্রেতে করিব অভ্যাস। অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিব পরকাশ॥ বাক্য মন দমন শিখিব ব্রহ্ম দণ্ড। সত্য বাণী শিক্ষা লৈব বর্জ্জিব পাষণ্ড॥ শ্রীকৃষ্ণ নাম গুণ শ্রবণ কীর্ত্তন। সর্ব্ব কর্ম্ম করিব কেশবে সমর্পণ॥ যজ্ঞদান তপ জপ স্বধর্ম্ম আচার। প্রিয় হেন দ্রব্য যদি মানে আপনার॥ সুত দার গৃহ প্রাণ কৃষ্ণে সমর্পিব সব কিনেদ্ধ যদি উদাসীন হব॥ কৃষ্ণভক্ত জন সনে করিব পিরীতি সাধুজন পরিচর্য্যে শিখিব ভকতি॥ সর্ব্বদা করিব কৃষ্ণ চরিত্র কথন কৃষ্ণ রতি শিখিব বৈষ্ণব সম্মায়ণ॥ শরীর স্বওরাইব কৃষ্ণের চরিত্র কৃষ্ণনাম লওয়াইব জগত পবিত্র॥ ভক্তি সাধিতে হয় ভক্তির উৎপত্তি পুলকিত তনু ধরে হয় দৃঢ় মতি॥ ক্ষণে কান্দে ক্ষণে গুণ করয়ে চিন্তন ক্ষণে হাসে ক্ষণে পড়ে ঘন গরজন॥ ক্ষণে গায় ক্ষণে বলে অলৌকিক বাণী। ক্ষণে নিঃশবদে রহে কৃষ্ণগুণ শুনি॥ এই নানা ভাগবত ধর্ম শিক্ষা করি। গুরু আরাধিব কৃষ্ণে চিত্ত বিত্ত ধরি॥ তবে হয় সব নারায়ণ পরায়ণ। তবে বিষ্ণুমায়া হয় অবিদ্যা খণ্ডন॥ রাজা বলে নিবেদন করি শ্রীচরণে। নারায়ণ তত্ত্ব মোকে কহ মুনিগণে॥ পুরুষ পুরাণ ব্রহ্ম নারায়ণ। নারায়ণ তত্ত্ব মোকে কহ যোগীগণ॥ পীপ্পলায়ন বলে শুন নরেশ্বর। নারায়ণ তত্ত্ব শুন আমার গোচর॥ যাহা হৈতে সৃষ্টি উৎপত্তি প্রলয় পালন। যাহা হৈতে হয় কোটি ব্রহ্মাণ্ড ঘটন॥ তিন

কালে সত্য রাজা নহে শক্তিভঙ্গ। সর্ব্ব জীবে বসে শক্তি কার নহে সঙ্গ॥ বুদ্ধি মনঃ প্রাণ যার শক্তি বলে চলে। সেই নারায়ণ রাজা কহিব তোমারে॥ মনঃ বচনের নাহি যাহাতে প্রবেশ। নাহি দেখি ইন্দ্রিয়গণ নাহি গুণ লেশ॥ মনঃ বুদ্ধি প্রাণ যাহা হৈতে উপাদান। সেই মনঃ বুদ্ধি তার নাহি সন্নিধান॥ আগুনির শিখা যেন উঠয়ে অনলে। পুনঃ প্রবেশিতে যেন না পারে অনলে॥ কত যায় কত হয় নারায়ণ হৈতে। কেহ পুনঃ না জানয় নারায়ণ তত্ত্বে॥ শব্দ ব্রহ্ম বেদ বাণী হয় অনুসারে। নিষেধ করিতে গিয়া রহে যত দূরে॥ সেই ব্রহ্ম সবে এই করি নিরূপণ। এক ব্রহ্ম সবে মাত্র আছিল প্রথম॥ ত্রিগুণ প্রকৃতি জন্মিল তাহা হৈতে। বিপ্র ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র জন্মে একে একে॥ তবে শূদ্র জন্মিল মহত্তত্ত্ব উদয়। তবে জীব জনমিল জ্ঞান কর্ম্মময়॥ এক ব্রহ্ম নানা শক্তি করে পরকাশ। বহু রূপে করে ব্রহ্ম আনন্দ বিলাস॥ জীবে বলে এক সত্য বহু রূপ ধরে। তবে ব্রহ্ম বোধ কেন না হয় সংসারে॥ কেন যদি বল রাজা শুন সাবধানে। না হয় না মরে ব্রহ্ম নিত্য ভগবানে॥ না টুটে না মরে ব্রহ্ম ছোট বড় নহে। এক ব্রহ্ম উপাধি বর্জ্জিত সুখময়ে॥ এক ব্রহ্ম আছে মাত্র সবে এই লখি। মনের কল্পিত সব যত নানা দেখি॥ কীট পতঙ্গ তরু তৃণ আদি করি। সর্ব্ব ঠাঞি বৈসে আত্মা সর্ব্ব রূপ ধরি॥ এই রূপে করি মাত্র ঈশ্বর নির্ণয়। দেখি শুনি আত্মা বিনে কিছু সত্য নয়॥ যেই আত্মা সেই কৃষ্ণ হৃদয়ে জানিবে। সেই মুক্ত হবে যেই ভাবেতে ভাবিতে॥ কৃষ্ণ চরণারবিন্দে কৃপা যারে হয়। তার তেজ ভক্তিযোগ হয়ত উদয়॥ তবে যদি চিত্ত গত জড় যায় নাশ। নিরমল চিত্ত হয় ব্রহ্ম পরকাশ॥ এতেক বচন শুনি নিমি নরেশ্বর। কর্ম্মযোগে জিজ্ঞাসিল মুনির গোচর॥ কর্ম্মযোগ কহ মোরে মহাযোগীগণ। যাহা হৈতে হয় সব কর্ম্ম বিমোচন॥ কর্ম্মে কর্ম্ম বিনাশিয়া বিষ্ণুপদে চলে। হেন কর্ম্মযোগ তুমি কহিবে আমারে॥ ইহা জিজ্ঞাসিল আমি বাপের আগে। উত্তর না দিল পিতা ইহা কি কারণে॥ কহিবে কারণ তার মহা যোগেশ্বর। অবিহোত্র দিল তবে তাহার উত্তর॥ কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্ম এ তিন বেদবাণী। সাক্ষাতে ঈশ্বর বেদ কহে সর্ব্ব মুনি॥ তেকারণে বেদে বিমোহিত মহাজন। বেদ বিচারিয়া তমু না বুঝে মরম॥ পরমুখে বেদ যেন কা বালকে বুঝায়। কর্ম্ম বিনাশিতে কর্ম্ম লোককে শিখায়॥ ছাওয়ালে যেন করে যেন ঔষধ ভক্ষণ। ঔষধ খাইয়া করে রোগ নিবারণ॥ বেদ

কর্ম্ম উপদেশ মূর্খে সে না ধরে। কর্ম্ম বেদ মূর্খজন নিযোজিত করে॥ আপনে বিষয়ে মত্ত মূর্খ অগেয়ান। যে ধর্ম্ম বুঝায় বেদ না করে দুর্ম্মতি দান॥ নিকর্ম্মে অধর্ম্ম বাড়ে সে হয় অধোগতি। মৃত্যুপথে গতাগতি করে মন্দমতি॥ বেদে যে বুঝায় ধর্ম্ম করিব বিচারি। কৃষ্ণে সমর্পিব ফল পরিত্যাগ করি॥ সেই সে দুর্লভ মোক্ষ লভে মহামতি। শ্রদ্ধা বাড়াইয়া যেবা শুনে ফলশ্রুতি॥ শুভকর্ম্ম করাইয়া তার নিশ্ম মতি করে। সেই সে কারণে বেদ ফলশ্রুতি ধরে॥ যে পুনঃ হৃদয় গ্রন্থি ফেলিব ছিণ্ডিয়া। সে জন গোবিন্দ ভজে একান্ত হইয়া॥ গুরু উপাসনা করি লব উপদেশ। কৃষ্ণ মূর্ত্তি করিয়া পূজিব হৃষীকেশ॥ ইচ্ছা অনুসারে মূর্ত্তি করিয়া প্রকাশ। ভজিব গোবিন্দ মূর্ত্তি অনেক বিশ্বাস॥ শুদ্ধ কলেবর হয়ে কল্পিত আসন। সম্মুখে বসিয়া প্রাণ করিব সঞ্জম॥ ভূতশুদ্ধি ন্যাস করি করিব শোধন। রক্ষা বন্ধ করি কৃষ্ণ ভজিব এক মনঃ॥ প্রতিমাতে পূজে কিবা হৃদয় কমলে। যথা লাভ উপহার ধরিব গোচরে॥ দুর্ব্বভৌমী ।নঃ অঙ্গ করিব ক্ষালন। সকল শোধন করি শুধিব আসন॥ পাদ্য অর্ঘ দিয়া মূর্ত্তি অঙ্গ ন্যাস করি। মূল মন্ত্রে সর্ব্ব দ্রব্য সমর্পণ করি॥ অঙ্গ উপাঙ্গ পূজি পারিষদগণ। মূল মন্ত্রে দিব পাদ্য অর্ঘ্য আচমন॥ গন্ধ মাল্য ধূপ দীপ বসন ভূষণ। তবে সব উপহার করিব নিবেদন॥ বিধি মত পূজা করি পূজিব শ্রীহরি। স্তুতিপাঠ দণ্ডবৎ প্রণামত করি॥ শ্রীকৃষ্ণ হৈয়া পাছে পূজিব ঈশ্বর। তবে লৈবা কর ধরি শিরের উপর॥ তারে কৃষ্ণ ধ্যাইয়া লয়ে অন্তর্কমলে। নিতি নিতি পূজা করি এই পরকারে॥ জলে স্থলে পূজি কিবা অনল ভাস্করে। আসনে পূজিয়া কিবা হৃদয় কমলে॥ এই রূপ কৃষ্ণ যেবা পূজে নিরবধি। মুক্তিপদ হয় তার মিলে সর্ব্ব সিদ্ধি॥ ভক্তিরস গুরু শ্রীগদাধর জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধু রস গান॥ ৩॥

পয়ার। নিমিরাজা জিজ্ঞাসিল মুনির চরণে। কোন অবতার হরি কৈল কোন স্থানে॥ কোন কর্ম্ম কৈল হরি কোন অবতারে। অবতার পুণ্য কথা কহিবে আমারে॥ রাজার বচন শুনি দ্রাবীড় সুধীর। কহিতে লাগিলা মুনি পুলক শরীর॥ যে বলে কৃষ্ণের গুণ করিব গণন। সে জন বুদ্ধি হীন শিষ্য আছে কোন জন॥ পৃথ্বীখান ধূলা করি গণিবারে পারে। হেন জন থাকে যদি এ মহীমণ্ডলে॥ তবু তো কৃষ্ণের গুণ গণনা না যায়। গণিতে প্রভুর গুণ কেবা অন্ত পায়॥ পঞ্চভূত বিরচিত

ব্রহ্মাণ্ড রচিয়া । নিজ অংশে রহে হরি প্রবেশ করিয়া ॥ বিরাট বিগ্রহ তেঁহ আদি নারায়ণ । তাঁর দেহে বিরচিত এ তিন ভুবন ॥ তাহা হৈতে উৎপত্তি পালন সংহার । তিন গুণ ধরে হরি তিন অবতার ॥ দক্ষের কুমারী মূর্ত্তি হরের ঘরণী । তার ঘরে অবতার কৈলা চক্রপাণি ॥ নর নারায়ণ রূপে ঋষি কলেবর । বদরিকাশ্রমে তপ করে নিরন্তর ॥ আকল্প পর্য্যন্ত তপ মুক্তির লক্ষণ । বদরিকাশ্রমে তপ করে নারায়ণ ॥ মুনিগণ সমুদিত যুগলচরণ । দেখিয়া তাহার তপ চিন্তে পুরন্দর । অধিকার নিবে এই চিন্তিল অন্তর ॥ ইন্দ্রপদ হরে কিবা হরে সুরপুরী । তপ ভঙ্গ তুহার করিব বিঘ্ন করি ॥ এতেক বচন বলি ইন্দ্র সুরপতি । তপ ভঙ্গ করিব চিন্তিল মহামতি ॥ স্বগণে পাঠায়ে দিল রতিপতি কাম । মন্দগতি পবন বসন্ত মূর্ত্তিমান ॥ চলিল অপ্সরাগণ ইন্দ্রের বচনে । বহু ভাতি নৃত্য করে প্রভু বিদ্যমানে ॥ পঞ্চ শরে রতিপতি বিন্ধিল মরমে । ললিত বসন্তবাত কুসুমিত বনে ॥ আদি দেব নারায়ণ জানিল সকল । তপ ভঙ্গ করে শচীপতি পুরন্দর ॥ হাসিয়া [illegible] বলে তবে দেব নারায়ণ । না কর না কর ভয় শুন ইন্দ্রগণ ॥ সুখে থাক তোমরা সব পরিহর ভয় । আগমনে ধন্য হৈল সকল আলয় ॥ এতেক বচন যদি বলিল শ্রীহরি । চরণে পড়িল দণ্ড পরণাম করি ॥ যোড় কর ধরি বলে ভয়ে কম্পমান । ইন্দ্রগণ বলে প্রভু কর অবধান ॥ তিন ভুবন প্রভু তোমার অধিকার । অজ নিরঞ্জন তুমি প্রকৃতির পার ॥ নারায়ণ ত্রিগুণবন্দিত পাদপদ্ম । যোগিগণ হৃদয়কমলে নিজ সদ্ম ॥ তোমার পাদারবিন্দ করিতে সেবন । দেব কৃত নানা বিঘ্ন হয় [illegible] দেব পদ বিলংঘিয়া বিষ্ণুপদে চলে । তেকারণে দেবগণ বহু বিঘ্ন করে ॥ অন্য দেব ভজিতে দেবের ক্রোধ নহে । যজ্ঞভাগ পায়্যা তারা সুখী হয়ে রহে ॥ তোমার সেবক প্রভু সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজে । একান্ত ভকতি করি সবে তোমা ভজে ॥ আন দেব করিয়া না করে বহুমান । তেকারণে নানা বিঘ্ন হয় উপাদান ॥ তুমি যদি রক্ষা কর কৃপাদৃষ্টি করি । যথা তথা রহু দেহ শিরে পদ ধরি ॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা শিতবাত জরা শোক ভয় । কাম লোভে আমি সব মহাজলাশয় ॥ অপার সাগর বৎসপদ করি তরে । ক্রোধবশে যেন মূর্খ পুণ্য নাশ করে ॥ এই রূপে ইন্দ্রগণ করে নানা স্তুতি । হেনকালে নারীগণ অদ্ভুত মুরতি ॥ নারায়ণ পরিচর্য্যা করে চারি পাশে । ইন্দ্রগণ দেখি আঁখি মুদিল তরাসে ॥ হরির অ-

কর গন্ধে মালতীর চিহ্ন। রূপ নরগণে নবে হইল মোহিত॥ হাসিয়া কহে তবে নরনারায়ণ। না কর সম্ভ্রম তোমা শুন দেবগণ॥ আমার সাক্ষাতে দেখ যতেক রমণী। আসিয়া ইহার শ্রেষ্ঠ কন্যা এক আনি॥ এক কন্যা লৈয়া কর স্বর্গেতে গমনে। আজ্ঞা শিরে ধরিয়া চলিলা দেবগণে॥ ইন্দ্রের নাচনী সেই অপ্সরা উর্বশী। সুরসিক বিমোহিনী পরম রূপসী॥ হেন কন্যা দিল লঞা ইন্দ্র বিদ্যমানে। আদি হৈতে কহিল সকল বিবরণে॥ গন্ধর্ব মহিমা শুনিয়া পুরন্দর। জানিল সাক্ষাত ঐ পরম ঈশ্বর॥ বিস্ময় ভাবিলা ইন্দ্র রহিল সম্ভ্রমে। হংস অবতার রাজা শুন সাবধানে॥ হংসরূপে আত্ম যোগ কহিল উপদেশ। দত্তাত্রেয় অবতারে ধরেন জড়বেশ। সনকাদি রূপে চারি ব্রহ্মার নন্দন। নিষম মায়ায় পীত অংশ অবতার॥ হয়গ্রীব অবতারে বেদ উদ্ধারিল। মধুকৈটভ বধ করি জগত রাখিল॥ পৃথিবী করিয়া নৌকা মৎস্য অবতারে। বেদ উদ্ধারিল হরি প্রলয় সাগরে॥ ধরিয়া বরাহ রূপ ধরিয়া শিখরে। পৃথিবী তুলিয়া থুইল জলের উপরে॥ কৌতুকে ধরিল হরি কূর্ম্ম অবতার। অমৃতমন্থনে পৃষ্ঠে ধরিল মন্দার॥ হরি অবতার করি ভকত কারণ। চক্রে নক্র কাটি কৈল গজেন্দ্র মোক্ষণ॥ ষাটিসহস্র মুনি বালখিল্যগণে। কশ্যপের যজ্ঞে তারা কাষ্ঠ বহি আনে॥ ষাটিসহস্র মুনি বহে একখানি তাল। নানা দুঃখে হয় বৎস পদ জলে পার॥ বৎসপদ জলে ঋষি মজিল সগণে। আপনে ভাসিয়া উদ্ধারিল নারায়ণে॥ বিপ্রবধে ব্রহ্মবধ ইন্দ্রের হইল। ইন্দ্র উদ্ধারিয়া দেব পরিত্রাণ কৈল॥ নরসিংহ অবতারে আদি দৈত্য মারি। বেদ উদ্ধারিল হরি অসুর সংহারি॥ অদ্ভুত বামন বেশ দ্বিজ কলেবর। বলি ছলি থুইল হরি পাতাল ভিতর॥ পুনরপি ইন্দ্রে দিল রাজ্য অধিকার। লীলা অবতারে কৈল বামন বিহার॥ ভৃগুপতি রামরূপে দিব্য অবতার। নিঃক্ষত্র করিল ক্ষিতি তিনসাতবার॥ রাবণ সংহার কৈল রাম অবতারে। সীতা উদ্ধারিয়া যশঃ স্থাপিল সংসারে॥ বলরাম অবতারে হরিল ভূভার। দৈত্য সংহারিয়া থুইল বড় চমৎকার॥ বুদ্ধ অবতারে করি অসুর মোহিব। কল্কি অবতারে ম্লেচ্ছকুল বিনাশিব॥ এই রূপে কত কত অনন্ত বিহার। কত রূপে করে হরি কত অবতার॥ কাহার শকতি তাহা গণিবারে পারে। কহিল সংক্ষেপে ইহা বুদ্ধি অনুসারে॥ ভক্তিরস গুরু শ্রীগদাধর জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুর গান॥৪

করিয়েত পশু বধ করে॥ শাস্ত্রে নাহি বলে হেন করে বেদ বিধি।
বেদ তত্ত্ব না বুঝিয়া কহে পশু বুদ্ধি॥ ধনে ধর্ম সাধিতেই ধনে প্রয়ো-
জন। ধর্ম্ম হৈতে তত্ত্বজ্ঞান হয় উপলয়॥ দেহ গেহ ভরণ মাত্র করে হেতু
ধনে। দেহের দুরন্ত মৃত্যু না দেখি নয়নে॥ সকলের আত্মা হরি সবার
ঈশ্বর। সর্ব্ব ভূতে বৈসে হরি না বুঝে পামর॥ তবে যদি শাক্তভাবে
মদ্য মাংস খায়। বেদের বিহিত তাহে আছয়ে উপায়॥ দেবতাকে
নিবেদিব শাস্ত্রের বিধানে। গন্ধ মাত্র লইব না করিব সুরাপানে॥ পশু
বধ কেবল করিবে যজ্ঞকালে। জীব হিংসা কদাচিৎ আর নাহি করে।
পুত্র হেতু স্ত্রী সম্ভাষিবে বুধজনে। স্ত্রীর সঙ্গ না করিব সুরতি কারণে
সর্ব্ব বেদে কহে যেই জীবের স্বধর্ম্ম। অশান্ত দুরন্ত জনে না বুঝয়ে ম-
মূর্খ হৈয়া আপনাকে পণ্ডিত যে বলে। না বুঝিয়া বেদবাণী পশু ব
করে॥ যত পশু বধ করে দেবতা উদ্দেশে। সেই পশুগণ তাকে বা
অবশেষে॥ যে যাকে হিংসয়ে তাকে সেই করে হিংসা। প্রাণি বধে স
জনে না করে প্রশংসা॥ সবার ঈশ্বর হরি এক ভগবান। সর্ব্বভূতে বৈ
হরি সর্ব্বত্রে সমান॥ কেবল হরির হিংসা প্রাণিবধ করে। প্রেম অনু
করি মৃত্যু কলেবরে॥ দুরন্ত পতিতের হয় অধোগতি। বিবিধ নর
ভোগ করে পশুঘাতী॥ মোক্ষগতি যেবা বুঝে কিঞ্চিৎ পণ্ডিত। ধ
অর্থ কাম মাত্র কেবল বঞ্চিত॥ নানা কর্ম্মে নহে তার ক্ষণেক বিশ্রাম
আত্মঘাতী প্রাণী তার নাহি পরিত্রাণ॥ সেই আত্মঘাতী যার না
শান্তি দয়া। আপনাকে বলে জ্ঞানী জ্ঞানে মূঢ় হয়্যা॥ দৈবে ত
কালে হবে সকল বঞ্চিত। ইহলোক পরলোক সে হয় পতিত॥ না
দুঃখে পুষে নর সুত বিত্ত দার। পশু ভৃত্য সম্পদ অশেষ পরিবা
অন্তকালে যায় পাপী সব পরিহরি। পাপ পুণ্য দুই দ্রব্য নিজ সঙ্গে
করি॥ নরকে মজিয়া পাপী দুঃখ ভোগ করে। শ্রীহরি বিমুখ ক
কভু নাহি তরে॥ তবে রাজা জিজ্ঞাসিল নিমি মতিমান। কোন যু
কোন বর্ণ ধরে ভগবান॥ কোন যুগে কি রূপে পূজিল নারায়ণ।
নাম কি বিধি তাহা কহিবে এখন॥ কহে করভাজন রাজার বা
শুনি। অবতার কথা কলি কল্মষঘাতিনী॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপর যে আ
চারি যুগে। নানা নাম বর্ণ হরি ধরে নানা রূপে॥ নানাবিধ বিধা
পূজয়ে সর্ব্ব লোকে। যুগ অবতার রাজা শুন একে একে॥ সত্যে
শুক্লবর্ণ শিরে জটাভার। কৃষ্ণ জীর্ণ অজোবালা পরে কৃষ্ণ ছাল॥ চ

চতুর্ভুজ দণ্ড কমণ্ডলু ধরে। শান্ত দান্ত হিতরতজনে পূজা করে॥ ন
দম তপ করি সাধুজন ভজে। সমজ্ঞান ভক্তিভাবে মুনিগণ পূজে
বৈকুণ্ঠে সুবর্ণ হংস ধর্ম যোগেশ্বর। পরমাত্মা ঈশ্বর পুরুষ নিরমল
সত্যযুগে ধরে হরি এই সব নাম। শুক্লবর্ণে অবতার করে ভগবান
ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ চারি ভুজ ধরে। কনকবরণ কেশ [illegible]যুগ ধরে
কুশের মেখলা ধরে যজ্ঞ কলেবর। সর্ব্ব বেদময় হরি ভুবন ঈশ্বর
বেদবাদী কর্ম্মপর ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ। বেদবিদ্যা সমযোগ্য পূজীল ত্রথ
বিষ্ণুযজ্ঞে পৃশ্নিগর্ভে সর্ব্ব দেব নামে। উরুক্রম বৃষাকপি বলে সর্ব্বজনে
দ্বাপর যুগেতে হরি শ্যাম কলেবর। পীতবাস পরিধান নিজ অস্ত্রধ
শ্রীবৎস কৌস্তুভ আদি লক্ষণে লক্ষিত। মহারাজ রাজেশ্বর ভুবনে
পূজিত॥ তত্ত্ব জ্ঞানিগণে হরি তন্ত্র মন্ত্রে পূজে। সর্ব্ব দেবময় হরি স
দেব ভজে॥ নমো বাসুদেব হরি নমঃ সঙ্কর্ষণ। প্রদ্যুম্নায় নমঃ অনিরুদ্ধ
নারায়ণ॥ নমো বিশ্বেশ্বর বিশ্বময় বিশ্বপতি। নমো মহাপুরুষ ঈশ্ব
সর্ব্ব গতি॥ এইরূপে স্তুতি কৈল দ্বাপরের যুগে। নানা তন্ত্র বিধানে প
জিল ধন্য লোকে॥ কলিযুগে অবতার শুন সাবধানে। কলিযুগে ভজি
লোক কেবল কীর্ত্তনে॥ কৃষ্ণপদে কৃষ্ণ বলি বর্ণ পদে নাম। শ্রীকৃষ্ণ চৈ
অন্য নাম জানিব বিধান॥ ত্বিষা কৃষ্ণ অকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ নিজ ধাম
গৌরচন্দ্র অবতার বিদিত বাখান॥ অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ সঙ্গে
গৌরচন্দ্র অবতার নিত্য রসরঙ্গে॥ যুগধর্ম্ম সংকীর্ত্তন যজ্ঞ লক্ষ করি
বিচারিয়া সুপণ্ডিত ভজায় শ্রীহরি॥ শ্রীকৃষ্ণ অবতার যদি শুনি কলি
যুগে। তবে পূর্ব্বাপর গ্রন্থি বিরোধ না ভাঙ্গে॥ তেকারণে বুধজনে
দোষ পরিহার। দোষ দেহ পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার॥ ধ্যান গর্ম্ম অ
তব লভ্য তীর্থ পদ। সকল অভীষ্ট দাতা অখিল সম্পদ॥ শঙ্কর বি
রিঞ্চি করে সতত উপাসন। নিজ ভৃত্যে অনুগ্রহ প্রণতপাবন॥ ভব
সিন্ধু তরণী ভবকর সুখানন্দ। বন্দ মহাপুরুষ তোমার পদদ্বন্দ্ব॥ ইন্দ্র
আদি-দেবরাজ ধ্যান বাঞ্ছা করে। হেন রাজলক্ষ্মী হরি যারে পরিহরে
হেন মহাপ্রভু তুমি পুরুষ ঈশ্বর। বন্দ বন্দ নিরন্তর চরণ কমল॥ এ
রূপে করে হরি যুগ অবতার। যুগে২ সর্ব্ব লোকে ভজে সর্ব্ব কাল
সারভাগি পণ্ডিত গুণজ্ঞ মহাজনে। তারা সব কলিযুগ সতত বাখানে
ধন্য কলিযুগ যাতে সতত কীর্ত্তন। সর্ব্ব কর্ম্ম ফল যাতে লভে সাধুজন
এই সে পরম লভ্য জানিব সংসারে। যেন তেন মতে জীব সংকীর্ত

য়ে ॥ যাহা হৈতে শান্তি হয় খণ্ডয়ে সংসার। হরি সঙ্কীর্ত্তন বিনে ধর্ম্ম
হি আর ॥ সত্যযুগে প্রজাগণ বাঞ্ছে নিরন্তরে। কলিযুগে জন্ম যেন
য় ক্ষিতিতলে ॥ ক্ষিতিতলে কোন কোন আছে পুণ্যদেশ। ধন্য মহা-
ণ্যকারী কহত বিশেষ ॥ মুনি বলে তাম্রপর্ণী নদীকৃত মালা। তপস্বিনী
হানদী সর্ব্ব পাপ হরা ॥ প্রতীচী কাবেরী যাতে নদী মহাপুণ্যা।
র্ব্ব ফলময়ী সর্ব্ব লোক তাহে ধন্যা ॥ এসব নদীর জল যেই করে পান
রিভক্তি হয় তার নিরমল জ্ঞান ॥ দেবঋষি পিতৃগণ নহেত অধীন।
হয় কিঙ্কর কার না ধারয়ে ঋণ ॥ সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিহরি তেজে সর্ব্ব
র্ম। সর্ব্ব ভাবে সেবে যেবা শ্মরণ মুকুন্দ ॥ নিজ চরণারবিন্দে করিতে
জন। সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিহরি যে করে ভজন ॥ তার মধ্যে দৈবযোগে হয়
থঞ্চিৎ। কোন মতে হয় যদি করম উদিত ॥ হৃদয়ে প্রবেশ করি
াপনি শ্রীহরি। হরে পাপ সব তার নিজ ভৃত্য করি ॥ এইমতে কতং
াগবত ধর্ম্ম। কহিল যোগান্তগণে বিচারিয়া মর্ম্ম ॥ শুনিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম
ুনি নরেশ্বর। পিরীতে পুলক তনু বাহ্য অভ্যন্তরে ॥ মুনিগণ চরণ
জিল সুবিধানে। অন্তর্দ্ধান হৈল তারা সভা বিদ্যমানে ॥ নিমি রাজা
ই ধর্ম্ম করিল আশ্রয়। বিষ্ণুপদে গেল রাজা হৈয়া বিষ্ণুময় ॥ তুমি
ুদেব সেই বিষ্ণুধর্ম্ম ধর। বিষ্ণু আরাধিয়া তুমি বিষ্ণুপদে চল ॥ ধন্য
ুদেব তুমি দেবকী সুন্দরী। যাহার উদরে পুত্র ত্রিভুবন তারি ॥ আ-
নে ঈশ্বর হৈয়া পুত্র রূপেতে। পুত্র হৈয়া জনমিল পুরুষ পুরাণ ॥
য়ন ভোজন পান কর দরশন। পুত্র ভাবে কর তুমি তাঙ্ক আলিঙ্গন ॥
ত্র প্রেম ধর তুমি দেব নারায়ণে। বসুদেব ধন্য তুমি হৈলে ত্রিভুবনে
ন্তবক্র বিদূরথ শাল্য শিশুপাল। কংস জরাসন্ধ আর নৃপ মহিপাল ॥
ারা সব বৈর ভাব কৈল নারায়ণে। অনুক্ষণ কৃষ্ণ তারা চিন্তিল ধে-
নে ॥ বৈরভাব করি তারা হৈল কৃষ্ণময়। প্রেমভাব ধরিলে না জানি
কবা হয় ॥ তুমি বসুদেব না করিহ পুত্র বুদ্ধি। সর্ব্বেশ্বর ঈশ্বর অখিল
ণনিধি ॥ গূঢ়রূপে মায়ায় মানুষ রূপ ধরে। হরিতে অসুর ভার নর
লা করে ॥ অজ হয়্যা করে হরি নর অবতার। জগতে তোমার যশ
রিতে বিস্তার ॥ পুত্রের মহিমা শুনি নারদের মুখে। বসুদেব দেবকী
রিল নানা সুখে ॥ অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি পুত্র নারায়ণ। তত্ত্ব জানি
ুদেব স্থির কৈল মন ॥ ধন্য২ ইতিহাস পুরাণ গোপিত। নব ঋষি
বাদ নারদ মুখোরিত ॥ যেবা কহে যেবা শুনে শুদ্ধভাবে ধরে। বিষ্ণু

পড়ে বাস তার সর্ব্ব পাপ হরে ॥ ভক্তিরস শুরু শ্রীগদাধর জান। শ্রী ভা
গবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥

মুনি বলে শুন রাজা ভুবন পবিত্র। বৈকুণ্ঠ বিজয় লীলা কৃষ্ণের চ
রিত্র ॥ ব্রহ্মা ভব পুরন্দর শশী দিবাকর। কুবের বরুণ যম গন্ধর্ব্ব কি
ন্নর ॥ রুদ্রগণ সিদ্ধ সাধ্য বিশ্ব দেবগণ। পিতৃগণ ঋষিগণ গুহ্যক চারণ।
সুর মুনি সিদ্ধ বিদ্যাধর ফণিধর। অহিপতি সুরপতি রুদ্র অনুচর।
সবেই চলিয়া গেল শবল বাহনে। দ্বারকামণ্ডলে গেল কৃষ্ণ দরশনে।
নরকলেবর হরি করে অবতারে। কলি মনোহর যশঃ করিতে বি
স্তারে ॥ কৌতুকে চলিলা দেব দ্বারকামণ্ডল। দেখিব প্রভুর রূপ ভুবন
মঙ্গল ॥ অশেষ সম্পদ পদ পুরী বিরাজিত। মুক্তিমন্ত সব সিদ্ধি ভুবন
মোহিত ॥ আকাশমণ্ডলে রহে রহে নিজ রথে। দ্বারকানগরে কৃষ্ণ
দেখিল সাক্ষাতে ॥ নন্দন মল্লিকা জাতি পারিজাতমালে। বৃষ্টি করে
দেবগণ যেন জলধারে ॥ আচ্ছাদিল যদুগণে মাল্য বরিষণে। স্তুতি
করে দেবগণে বিবিধ বিধানে ॥ নমো নমো নারায়ণ চরণে তোমার।
তোমার চরণ বিনে গতি নাহি আর ॥ সকল ইন্দ্রিয়গণ বুদ্ধি মন প্রাণ।
তোমার চরণারবিন্দে পশিল শরণ ॥ কৃপা কর জগন্নাথ জগত জীবন।
হেন চরণারবিন্দে পশিল শরণ ॥ যোগীগণ চিত্তে যাহা হৃদয় পঙ্কজে।
যে পদ মুনীন্দ্র বৃন্দ ভক্তিভাবে ভজে ॥ কর্ম্মময় মোহপাশ বিনাশে
হেতু। জগতের তমোগুণ ভবসিন্ধু সেতু ॥ রজোগুণ ধরি তুমি সৃষ্টি লীলা
কর। তমোগুণ ধরি তুমি আপন সংহার ॥ সত্ত্বগুণে পাল তুমি মায়া
যোগবলে। তবু বদ্ধ নহ তুমি নাথ কর্ম্মফলে ॥ নিজ সুখে থাক তুমি
সর্ব্বত্রে সমান। শুভাশুভ বিরাজিত নিত্য ভগবান ॥ দান ব্রত তপ
যোগ সমাধি ধারণে। তবু শুদ্ধ নহে লোক এ সব বিধানে ॥ যে কর্ণে
তোমার যশঃ করিতে শ্রবণ। শ্রদ্ধা ভক্তি করি যেবা শুনে অনুক্ষণ।
হেন শুদ্ধ হয় লোক কথা সুধাপানে। তেন রূপ শুদ্ধ জীব নহে ক
হনে ॥ তোমার পদারবিন্দ ভবসিন্ধু সেতু। দুরাশয় দহন দুরিত ধূম
কেতু ॥ মুনিগণ ধরে যাহা হৃদয়কমলে। আত্মজ্ঞানীগণে যাহা পূজে
নিরন্তরে। সে পাদপঙ্কজ নাথ করুন কল্যাণ। এই বর মাগে দে
তোমা বিদ্যমান ॥ তোমার অঙ্গের বিগলিত বনমালা। তাহাতে স
তীন ভাব ধরয়ে কমলা ॥ হেন লক্ষ্মী যাঁর দুই পদযুগ ভজে। কম
করিয়া করে নিরবধি পূজে ॥ সবে এই পদযুগ কুশলের হেতু। দুর

ম স্ফুরিত দহনধূমকেতু ॥ নাকে দড়ি দিয়া যেন বলদ গাঁথনি। তাদে
ড়ি মাঝে মাঝে সবার বান্ধনি ॥ এই রূপে ব্রহ্মা আদি সব চরাচর।
তোমার মায়ায় নাথ গাঁথনি সকল ॥ প্রকৃতি পুরুষ তুমি কারণ স্বরূপ।
আমরা সব যত কিছু তোমার আজ্ঞাবহ ॥ তোমার চরণে নাথ ক-
ককল্যাণ। প্রধান উত্তমতুমি পুরুষপুরাণ ॥ জগতেউৎপত্তি আদিপ্রলয়
পালন। তুমি সে সবার হেতু কারণে কারণ ॥ প্রকৃতি পুরুষ প্রভু
তোমাতে সংহার। সকল সংসার করি কালচক্রে কাল ॥

তথাহি। শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেঃ অদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
জন্মকর্ম্মগুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতং ॥

যে কালে করয়ে নাথ সকল সংহার। হেনকালে এক অংশ ধরয়ে
তোমার ॥ তোমা হৈতে প্রথমে পুরুষ উপসন্ন। প্রকৃতি সংযোগে কি
ল বীর্য্য আরোপণ ॥ তবে তাহা হৈতে হৈল মহত্তত্ত্বোদয়। তাহা
হৈতে ব্রহ্মাণ্ড জন্মিল হেমময় ॥ সাত আবরণযুতা ব্রহ্মাণ্ড ঘটনা। তা
হার ভিতরে নাথ ত্রৈলোক্য রচনা ॥ স্থাবর জঙ্গম নাথ চোদ্দ ভুবনে।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে নাথ ত্রৈলোক্য ঘটনে ॥ তোমারি মায়ায় নাথ এ সব
ঘটনা। ত্রিগুণ জড়িত যত বিধির ঘটনা ॥ জীব রূপে কর তুমি বিষয়
নাশ। তবু লিপ্ত নহ তুমি নিত্য পরকাশ ॥ ষোলসহস্র দেবী রমণী
তোমার। কামবাণে না পারিল তোমা জিনিবার ॥ কটাক্ষ বিলাস
হাস্য ভ্রূভঙ্গিবাণে। যার মন জিনিতে নারিল দেবগণে ॥ এক নদ
তোমার অমৃত কথা ময়ী। আর নদী পাদনীর বহে গঙ্গা হই ॥ তিন
লোক পাপ হরে দুহার শকতি। প্রতিজনে স্নান করে এক তীর্থজলে
সঙ্গে সঙ্গে আর তীর্থ স্নান পান করে ॥ এই রূপে দুই তীর্থে করে স্নান
পান। মহাভাগবত হয় বিমল গেয়ান ॥ এই রূপে নানা স্তুতি কৈ
দেবগণে। তবে ব্রহ্মা সুরপতি করে নিবেদনে ॥ রথের উপরে থাকি
আকাশমণ্ডলে। প্রণাম করিয়া ব্রহ্মা বলে যোড়করে ॥ দেব নিবেদন
গোসাঞি চরণে তোমার। ক্ষিতি অবতার করি হরিলে ভূভার ॥ দেব
দেব জগন্নাথ প্রভু হৃষীকেশ। দেবকার্য্য কৈলে কিছু নাহি অবশেষ ॥
সত্য সিদ্ধ শান্তজনে ধর্ম্ম আরোপিলে। জগত ভরিয়া গুণ যশঃ বিস্তা
রিলে ॥ দশদিগ জিনিয়া চলিল কীর্ত্তিভার। করিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম খ্যাইল
সংসার ॥ সেই কর্ম্ম গুণ কলিমল বিনাশন। সুখে লোক কলিযুগে
হরির কীর্ত্তন ॥ শ্রবণ কীর্ত্তন করি তরিব সংসার। ধন্য যদুবংশে তুমি

কৈলে অবতার ॥ পঁচিশ অধিক নাথ সহস্র বৎসর। এত কাল বহি গেল হার ভিতর ॥ এখন থাকিতে আর নাহি প্রয়োজন। বিপ্র শাপে যদুকুল হবে বিনাশন ॥ ইচ্ছা যদি কর নাথ কর সমাধান। সম্প্রতি বৈকুণ্ঠে তুমি চল নিজ ধাম ॥ নিজ ভৃত্য আমি সব প্রধান কিঙ্কর। রক্ষ রক্ষ প্রাণনাথ দেব দেবেশ্বর ॥ ব্রহ্মার বদনে শুনি এতেক বচন। কহিতে লাগিলা তবে দেবকীনন্দন ॥ তুমি যে কহিলে ব্রহ্মা সব সুগোচর। হরিব পৃথিবীর ভার চলিব সত্বর ॥ কিন্তু যদুকুল আছে সর্ব্ব শক্তিধরে। লোক আচ্ছাদিবে তারা নিজ ভুজ বলে ॥ যদুকুল আমি যদি না করিব ক্ষয়। না করিয়া করিব যদি বৈকুণ্ঠে বিজয় ॥ যদুকুল লোক তবে নাশিব সকল। হরিয়া পৃথিবীর ভার না কৈনু কুশল ॥ যদুকুল বিনাশিব পৃথিবী এখনে। তবে আমি চলিব আপন নিজ ধামে ॥ এতেক বচন যদি বলিল শ্রীহরি। ব্রহ্মা আদি সুরগণে প্রণিপাত করি ॥ আনন্দে চলিলা সবে নিজ নিজ স্থানে। তবে কোন কর্ম্ম করে প্রভু ভগবানে ॥ দ্বারকা মণ্ডলে দেখি নানা উৎপাত। বৃদ্ধ সব আনি যুক্তি করে জগন্নাথ ॥ দেখ দেখ নানাবিধ হয় উৎপাত। দ্বারকা মণ্ডলে কিবা ফলে পরমাদ ॥ ব্রহ্মশাপ হৈল যদুকুল বিনাশনে। কোন মতে না দেখিয়ে তাহার খণ্ডনে ॥ হেথাতে থাকিতে আর উচিত না হয়। প্রভাস উত্তম আছে পুণ্য তীর্থময় ॥ বিলম্ব না কর সবে চলি যাব তটে। যাবৎ এথাতে কিছু প্রমাদ না ঘটে ॥ দক্ষ শাপে যক্ষ্মারোগ চন্দ্রে ধরেছিল। প্রভাসে আসিয়া সেহ পরিত্রাণ পাইল ॥ আমি সব সেই তীর্থে করিব মজ্জন। দান পুণ্য দেব পিতৃ করিব তর্পণ ॥ বিপ্রগণে ভুঞ্জাইব অন্নপানে। দান দিব বিপ্রে তবে বহুমূল্য ধনে ॥ পরিত্রাণ পাই তবে ব্রহ্মশাপ তরি। দানে হৈতে সর্ব্ব কার্য্য সাধিবারে পারি ॥ নৌকা সাগর যেন তরে বাণিজার। দান হৈতে কোন সিদ্ধি না হয় কাহার ॥ এই বাক্য শুনি তবে বৃদ্ধ যদুগণে। সত্য করি নিল তারা কৃষ্ণের বচনে ॥ প্রভাসে যাইতে তবে স্থির কৈল মতি। সাজিয়া সকল রথ রথের সারথি ॥ অস্ত্র শস্ত্রে ধনুঃশর করিয়া সাজনি। চলিল সকল লোক করিয়া কাছনি ॥ দেখিয়া উদ্ধব তবে চিন্তে মনে মনে। জানিল কৃষ্ণের মর্ম্ম প্রভুর বচনে ॥ মহাঘোর অরিষ্ট দেখিয়া ভয়ঙ্কর। বিস্ময় পড়িয়া মনে চিন্তিল অন্তর ॥ কান্দিতে কান্দিতে গেল কৃষ্ণ সন্নিধানে। গুপতে উদ্ধব করে আত্ম নিবেদনে ॥ প্রণাম করিয়া ধরে এ দুই চরণে ॥ দেব দেবেশ্বর পুণ্য শ্রবণ কীর্ত্তন

কুল সংহারিবে হেন বুঝিনু লক্ষণ॥ নরলোক তেজিয়া চলিবে নিজ ধাম। ব্রহ্মশাপে খণ্ডাইলে হৈয়া ভগবান॥ তিলেক ছাড়িতে নারি এ দুই চরণ। না ছাড় না ছাড় নাথ পশিনু শরণ॥ তোমার চরিত্র লীলা মত্ত মধুপানে। সকল পাসরে নাথ কীর্ত্তন শ্রবণে॥ আসন শয়ন পান মর্জ্জন ভোজনে। তিলেক না ছাড় মোকে তেজিমু কেমনে॥ তুমি তেজিবে নাথ অঙ্গ অলঙ্কারে। গন্ধ চন্দন মালা বসন উপহারে॥ সেই দিয়া নিজ অঙ্গ করিব ভূষণ। দাস হয়ে কর যত্নে উচ্ছিষ্ট ভোজন॥ এই রূপে তরিমু তোমার মায়াবন্ধ। কৃপা করি নাথ মোরে কর নিজ সঙ্গ॥ দিগম্বর ঋষিগণ ভ্রমিত নিরন্তর। সন্ন্যাস করিয়া ব্রহ্ম চিন্তে নিরন্তর॥ শান্ত দান্ত উদ্ধারে তার নির্ম্মল মতি। ব্রহ্ম ধ্যান করি তারা পায় দিব্যগতি॥ কর্ম্মপথে হয় যদি যথা তথা জন্ম। তোমার অমৃত কথা শুনিব অনুক্ষণ॥ সাধু সঙ্গে শ্রবণ কীর্ত্তন যদি করি। তবে নাথ হেলে যাই ভবসিন্ধু তরি॥ এই নিবেদন করে ভকত প্রধান। শুনিয়া উত্তর দিলা প্রভু ভগবান॥ জান গুরু গদাধর ধীর শিরোমণি। শ্রীভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী॥ ৬॥

পয়ার। শুন হে উদ্ধব তুমি ভকত প্রধান। সকল কহিলে তুমি বুদ্ধিমান। ব্রহ্মা ভব পুরন্দর আদি দেবগণে। নিবেদন কৈল আসি বৈকুণ্ঠ ভবনে॥ দেবকার্য্য কৈল আমি সব সাবধানে। এখন চলিয়া আমি যাব নিজ ধামে॥ ব্রহ্মার বচনে আমি কৈল অবতার। দৈত্য বধ করিয়া হরিব ক্ষিতিভার॥ কুলনাশ হৈবে এবে অন্য কোন্দলে। সপ্তম দিবসে পুরী মজিব সাগরে॥ যখনে তেজিব আমি পৃথিবী মণ্ডল। হতভাগ্য হবে লোক মজিব সকল॥ দুষ্ট কলি সেই ক্ষণে করিব সঞ্চার। তুমি জানি উদ্ধব হেথা না থাকিবে আর॥ পাপমতি হইব লোক দুষ্ট কলিযুগে। সর্ব্ব ধর্ম্ম তেজি সব মজিব দুঃখ শোকে॥ তুমি সুতবিত্ত পরিবার পরিহর। সর্ব্ব ধর্ম্ম তেজিয়া আমাতে চিত্ত ধর॥ তুমি সুখে কর তবে পৃথিবী পর্য্যটন। অসঙ্গ থাক তুমি এতিন ভুবন॥ বুদ্ধি মন বচন শ্রবণে যত নয়। জানিবে অসত্য তাহা সব মায়াময়॥ চিত্তের ভরমে হয় অশেষ ভরম। ভেদ বুদ্ধি করে গুণ দোষ নিরূপণ॥ কর্ম্ম অকর্ম্ম আর বিকর্ম্ম বিচারি। গুণ দোষ বুদ্ধে কর্ম্ম ব্যবহারি॥ বেদে বুঝায় সেই কর্ম্ম অবধারী॥ সুকর্ম্ম ছাড়িয়া কভু কুকর্ম্ম না করি॥ অকর্ম্ম করিবে বাপু নিষেধ আচার। গুণ দোষে ভেদ হয় সব সঞ্চার॥ এ বোল শুনিয়া তুমি স্থির কর চিত। সকল ইন্দ্রিয়গণ করি নিযোজিত॥ আপনাতে আছে সব জানিহ গেয়ান। আত্ম পর আ

নার দেহের খেয়ান ।। জ্ঞান বিজ্ঞান হয় মুই আপনাতে । তুষ্ট হয়ে থা
তুমি সংশয় খণ্ডাইতে ।। গুণ দোষ ভেদ যদি জানিয়া না করে । সে সে
বিধির নিষেধ নাহি ধরে ।। বাল্যক্রীড়া করে যেন বালক সমান । শুভাশু
কর্ম্মে তার নাহি বস্তু জ্ঞান ।। সর্ব্ব ভূত হিতপর শান্ত হয়ে থাক । জ্ঞা
চিত্ত দিয়া মন স্থির করি রাখ ।। আমাকে স্বরূপ তুমি ভাবিয়া সংসারে
পুনরপি না ঘটিব বিপদ তোমারে ।। কৃষ্ণের বচন শুনি উদ্ধব সুমতি
পুনরপি জিজ্ঞাসিল করিয়া প্রণতি ।। মহাযোগ যোগেশ্বর প্রভু যোগময়
ত্যাগ ধর্ম্ম কহিলে তুমি সন্ন্যাস আশ্রয় ।। কি রূপে করিব ত্যাগ কামে দু
জন । কাম হৈতে ক্রোধ লোভ মোহ পঞ্চ উৎপন্ন ।। বিষয় লম্পট যেন কা
এর মতি । যাবৎ না হয় নাথ তোমাতে ভকতি ।। ভক্তিহীনে কেমনে
ভুঞ্জিব সংসার । মুই নিবেদিমু কিসে চরণে তোমার ।। মুই মূঢ়মতি না
মায়াতে মোহিত । মোর মোর করি মুই কেবল বঞ্চিত ।। সুত দার পরিবা
অসত্য খেয়ানে । এ ভবে মজিয়া আছি সংসার বন্ধনে ।। এ সব অজ্ঞা
মোর চিত্ত হৃষীকেশ । নিজ ভৃত্য করি রাখ দিয়া উপদেশ ।। তুমি আ
সত্য নিত্য তোমার নাম বিনে । আর কিছু না বলে যেন অবোধ বদনে
ব্রহ্মা আদি দেবগণ সব বিমোহিত । বিষয় খেয়ানে আমি তোমাতে ব
ঞ্চিত ।। তারা সব কি কহিব তত্ত্ব অবধারী । সর্ব্ব গুণনিধি তুমি সবার অ
ধারী ।। অনন্ত মহিমা তুমি সর্ব্বশক্তি ধর । আকাশে বৈকুণ্ঠে নাম অগো
গোচর ।। নারায়ণ প্রাণনাথ পশিনু শরণ । দুরিত দহন পাপ কর বিনা
শন ।। উদ্ধবের বচন শুনিয়া দয়াময় । কহিতে লাগিলা তারে বুঝিয়
হৃদয় ।। লোকতত্ত্ব বিচক্ষণ যে জন সংসারে । প্রায় তারা আপনাকে জ
গন্নি উদ্ধারে ।। আপনে আপনা গুরু হয় মতিমান । সাক্ষাতে দেখিয়
আর করে অনুমান ।। সর্ব্বত্রে কল্যাণ তার হয় সর্ব সিদ্ধি । এ ঘোর সংসা
পার হয় মহা বুদ্ধি ।। তত্ত্বযোগ বিশারদ মহা ধীরগণে । সর্ব্বশক্তি য
রূপ দেখে সর্ব্ব জনে ।। কহি ইতিহাস আর কিছু পুরাতন । অবধূত যদু
রাজা সম্বাদ কথন ।। অবধূত এক রাজা আইল আচম্বিত । সর্ব্বভূত দা
পর ভব বিবর্জ্জিত ।। যদুরাজা দেখিয়া পুছিল তার তরে । কি কারণে দ্বি
তুমি ভ্রম একেশ্বরে ।। বালবৎ হয়ে তুমি ভ্রম সুপণ্ডিত । ধর্ম্ম আকাশ লো
ব্যাকুলিত চিত ।। নানা কর্ম্ম সাধে লোক হয়ে বিমোহিত ।। তুমি সে শা
দান্ত শুদ্ধ কলেবর । না কর না বল কিছু দেখিতে সুন্দর ।। জড় উন্মা
বেশ ভ্রম কি কারণে । না দেখ না শুন কিছু শ্রবণ নয়নে ।। নানা ভা

র্ব্ব লোক দহে নিরন্তর। কহ দ্বিজ কেমনে তরিব দুরন্তর॥ কহ দেখি গুরু তুমি আনন্দ কারণ। অবধূত দ্বিজ তবে কহে বিবরণ॥ অনেক আমার গুরু কহি বিদ্যমানে। যে যে শিক্ষা লৈনু আমি যার যার স্থানে॥ পৃথিবী তরু পবন বহ্নি আকাশ মণ্ডল। রবি শশী অপ সিন্ধু গজ মধুকর॥ কপোত পতঙ্গ অজগর সর্প মীন। পিঙ্গলা কুবের শিশু কুমারী হরিণ॥ ঊর্ণাভি শরোজত্য আর মধুহারী। এ সব আমার গুরু কীট পেশকারী॥ এই সে চব্বিশ গুরু করিয়া আশ্রয়। যার ঠাঞি যে শিখিনু শুন মহাশয়॥ অদৃষ্ট অধীন জীব অদৃষ্ট কারণ। নানা দুঃখ পীড়া যদি করে নারায়ণ॥ অদৃষ্ট মানিয়া জীব সহিব সকল। নিজ পথ না ছাড়িব নহিব চঞ্চল॥ এ ধর্ম্ম শিখিনু আমি পৃথিবীর স্থানে। অদৃষ্ট মানিয়া চিত্ত করি সমাধানে। পর হিত হেতু সব করে সমর্পণ। পর হিত হেতু যার এ ধন জীবন॥ এ ধর্ম্ম শিখিনু আমি তরুবর স্থানে। এ ধর্ম্ম শিখিনু আমি পর্ব্বত গহনে॥ দেহ মাত্র ধারণ কেবল প্রয়োজন। সুখভোগ না করিব ইন্দ্রিয় তর্পণ॥ উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞান না করিব ধ্বংস। মন বচনের সঙ্গে না করিব সঙ্গ॥ গুণ দোষ না শুরু বিষয় সংযোগে। অসত্য ছাড়িব যদি থাকে সুখভোগে। সব ঠাঞি বহে বায়ু অন্তর বাহিরে। নানা গন্ধ হরি লয় সর্ব্বত্র সঞ্চরে॥ সর্ব্ব ঠাঞি বহে বায়ু হয়া উদাসিন। কার আপ্ত নহে বায়ু কার নহে ভিন্ন। বায়ু বৎ আছি আমি এই শিক্ষা ধরি। কোন কালে কার সনে আসক্ত না করি॥ আকাশ নির্ম্মল যেন আছে সর্ব্ব ঠাঞি। পরশন না করি কিছু আকাশ যেমন॥ মধুর মূরতি নির্ম্মল কলেবর। সর্ব্ব লোকে তৃপ্ত হবে যেন গঙ্গা জল॥ দরশন পরশন শ্রবণ কীর্ত্তন। তিন জনে করে যেন পাপ বিমোচন॥ এই শিক্ষা লয়ে আমি দেখি তীর্থ জল। লোক পরিত্রাণ হেতু ভ্রমি নিরন্তর॥ মহা তেজ ধরি আমি দীপ্ত কলেবর। কেবল উদর মাত্র লোক ভয়ঙ্কর॥ সর্ব্ব লোক তৃপ্ত হয় যেন পুণ্যজল। আকাশেই কার্য্য করে আকাশেই ঘর॥ সর্ব্ব ভক্ষ হুত আমি থাকি যোগবলে। এ ধর্ম্ম শিখিনু আমি দেখিয়া অনলে॥ জনম মরণ আর সুখ দুঃখ হয়। এ সব দেহের ধর্ম্ম জীবের না হয়॥ চন্দ্রকলা টুটে যেন বাড়ে কোন কালে। যেই চন্দ্র সেই চন্দ্র না টুটে না বাড়ে॥ এই রূপে নিজ আত্মা অজর অমর। এ ধর্ম্ম শিখিনু আমি চন্দ্রের গোচর॥ সকল ইন্দ্রিয়গণ বিষয় সঞ্চরে। যে যাহার বিষয় সেই তাহা ভোগ করে॥ নিত্য শুদ্ধ আত্মা কিছু না করে বিষয়। সূর্য্যের কিরণে যেন সর্ব্ব হরিলয়॥ বর্ষ্মিকালে হরে রস সূর্য্য শুদ্ধময়। এই রূপে

নিত্য জীব না করে বিষয় ॥ কার সনে না করিব অধিক পিরীতি। কার সঙ্গে সঙ্গ না করিব মহামতি ॥ কার কার সঙ্গে যদি পিরীতি বাড়ায়। তবে জীব কপোত সমান দুঃখ পায় ॥ আছিল কপোত এক বনের ভিতরে। কপোতি ভার্য্যার সনে গৃহবাস করে ॥ বৃক্ষতলা বাস যে আছিল কত কাল। স্নেহপাশে বান্ধাবান্ধি হৃদয় দুহার ॥ দিঠে দিঠে অঙ্গে২ দুহার বন্ধন। ক্রীড়া কেলি কুতূহলি করয়ে মিলন ॥ তিলেক না করে কেহ আখির অন্তরে। এই রূপে থাকে পক্ষ বনের ভিতরে ॥ একত্রে শয়ন পান একত্রে বেড়ায়। যে যে বাঞ্ছা করে ভার্য্যা আনিয়া যোগায় ॥ কত দিন পরে গর্ভ ধরিল কপোতি। পতি সন্নিধানে প্রবেশিল মহামতি ॥ কত গোটা অণ্ড তার জন্মিল উদরে। দুহে মেলি নিরবধি শুশ্রূষা করে ॥ কত দিন পরে অণ্ড ফুটিল সকল। জনমিল শিশুগণ সর্ব্বাঙ্গ কোমল ॥ কপোত কপোতি দুহে মেলিয়া দম্পতি। নিরবধি শিশু পোষে করিয়া পিরীতি ॥ তা সবার মন্দ ভাষা কাণপাতি শুনে। মুদিত নয়ন মুখ করে নিরীক্ষণে ॥ দুহে মেলি শিশু রাখে দিঠে দিঠ ধরি। অলপে অলপে পাখা উঠে লোমাবলি ॥ পুত্র দরশনে দুহার বাড়য়ে পিরীতি। বিষ্ণুমায়া বিমোহিত কপোত কপোতি এই রূপে দুহে মেলি শিশুগণ পোষে। আকুল হৃদয় হয়্যা নরে কর্ম্ম দোষে ॥ এক দিন গেল তারা আনিতে আহার। কপোত কপোতি মেলি বনের মাঝার ॥ আহার চাহিয়া তারা বুলে বনে বনে। হেন কালে ব্যাধ এক আইল শিশু স্থানে ॥ ভূমিতলে শিশু সব বুলে বনে বনে। তাহা দেখি জাল দড়ি পাতিল সন্ধানে ॥ আহার খুইয়া তারা রহে কত দূরে। তথা গিয়া শিশুগণ বন্দি হৈল জালে ॥ কপোত কপোতি আইল হেন অবসরে। আহার লইয়া ছোটে বাসার নিকটে ॥ শিশু না দেখিয়া দুহে বুলে বনে বনে। দেখে জালে বন্দি হয়ে আছে শিশুগণে ॥ জালে পড়ি শিশু সব করে ধড় ফড়। ভয়েতে ব্যাকুল হয়ে করে কোলাহল ॥ দেখিয়া কপোতি হৈল বড়ই দুঃখিতা। ভূমিতে পড়িয়া কান্দে শোকে বিমোহিতা ॥ বিলাপ করিয়া কান্দে কপোতি দুঃখিনী। ঝাঁপ দিয়া জালে বদ্ধ হইল পক্ষিণী ॥ কপোত দেখিয়া তবে এতেক বিধান। লোটায়ে লোটায়ে কান্দে হয়ে অগেয়ান ॥ প্রাণের অধিক মোর সব শিশুগণ। কোন কাজে আমি আর রাখিব জীবন ॥ প্রাণের অধিক মোর ভার্য্যা গুণবতী। কোথাতে রহিব মোর হবে কোন গতি ॥ বিধি মোরে বাম হৈল ঘটিল আপায়। আর কি প্রাণ মোর রাখিতে জুয়ায় ॥ পিরীতি না পাইল মুখ না পূরিল কাম।

গৃহসুখ গেল মোর বিধি হৈল বাম॥ পতিব্রতা নারী মোর প্রাণের ঘরণী। মুঞি না খাইলে প্রিয়া না খায় অন্নপানী॥ স্বর্গবাস গেল মোকে শূন্যঘরে থুয়ে। সব হরি নিল মোর শিশুগণ পায়ে॥ এই রূপে কান্দে পক্ষী করিয়া বিলাপ। ধরিতে নাপারে পক্ষী মনের সন্তাপ॥ ঝাপদিয়া কপোত পড়িল সেই জালে। পক্ষীগণ লয়ে ব্যাধ গেল নিজঘরে॥ কপোত কপোতি আর কপোত ছাওাল। জালে বন্ধি করে লয়ে গেল দুরাচার॥ এই রূপে কুটুম্ব গৃহস্থ দুরাশয়। কুটুম্ব ভরণে যার আকুল হৃদয়॥ এ ঘোর সংসারে মরে অবোধ বঞ্চিত। এ বোল শুনিয়া রাজা স্থির কর চিত॥ মনুষ্য জনম দেখ মুক্তির দুয়ার। নর দেহে পারি মাত্র ভব তরিবার॥ নরদেহ পেয়ে যার গৃহে দৃঢ় মতি। সবে দুঃখ ভোগে আর অন্তে অধোগতি॥ ধীর শিরোমণি শ্রীগদাধর জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥ ৭॥

অবধূত বলে রাজা শুন আর কহি। অদৃষ্ট মানিয়া আমি দৃঢ় হয়ে রহি॥ স্বর্গ নরক দুই এক করি মানি। সুখ দুঃখ সব আমি সম করি জানি ভাল মন্দ যে যখন মিলয়ে আহার। তাহা খায়ে হই তোষ না করি বিচার অজগর ধর্ম্মে থাকি কিছুই না বুলি। আহার না মিলে যদি উপবাস করি॥ অদৃষ্ট মানিয়া থাকি যেন অজগর। ভাল মন্দ সুখ দুঃখ না ভাবি অন্তর॥ প্রসন্ন হৃদয়ে থাকি বিমল শরীর। তীব্র অন্তর যেন সাগর গভীর॥ স্ত্রী জাতি জানিব সহজে দেবমায়া। স্ত্রী দরশনে চিত্ত রাখিব বান্ধিয়া॥ যদি বা অবোধ জনে করয়ে স্ত্রীসঙ্গ। অনলে পড়িয়া যেন মরয়ে পতঙ্গ॥ থাকুক অন্যের কাজ স্ত্রী দারুময়ী। চরণে পরশ না করে জ্যোতিঃ হই॥ স্ত্রীসঙ্গ করে যদি অতি মতিভঙ্গে। গজরাজ বন্ধি যেন গজিনীর সঙ্গে॥ গজের বন্ধন দেখি স্ত্রীসঙ্গ তেজি। নিজ সুখে আছি আমি জ্ঞানরসে মজি॥ দুঃখেতে অর্জ্জিয়া ধন করয়ে সঞ্চয়। দানভোগ না করে যে কৃপণ দুরাশয় তারে মারি তার ধন আনে লয়ে যায়। মধুমাছির মধু যেন অন্যে লয়ে খায়॥ গ্রাম্য গীত না শুনিব যেন বনচর। তত্ত্বে মন দিয়া সে থাকিব নিরন্তর॥ ঘণ্টার বাজনে যেন মৃগীর মরণ। তেকারণে গ্রাম্যগীতে না দিয় শ্রবণ॥ নানা মনোহর গীত নৃত্য বাদ্য শুনি। বেশ্যার সঙ্গে বন্ধি যেন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি॥ জিহ্বার স্বাদে যেন বন্ধি হয় রসলোভে। মীন বন্ধি হয় যেন বড়শীর টোপে॥ সকল জিনিতে পারি বর্জ্জিয়া রসনা। রসনা জানিব হেন আছে কোন জনা॥ এবোল বুঝিয়া জ্যোতিঃ জিনিব রসনা। সকল ইন্দ্রিয়গণে করিব রোধনা॥ আছিল পিঙ্গলা বেশ্যা বিদেহ নগরে। তার

শিক্ষা ধর্ম্ম যত কহিব তোমারে ॥ এক দিন যুক্তি কৈল নটিনী পিঙ্গলা। ধনলোভে কামভাবে লইয়া ব্যাকুলা ॥ সঙ্কেত করিয়া এক ধনিক কুমারে। সন্ধ্যারে আসিতে তারে করিল আকারে ॥ নিজ সুখে থাকিব আমি সুখ-রসে মজি। সঞ্চয় করিব ধন পাইলে কিছু আজি ॥ বসন ভূষণে অঙ্গ কৈল বিভূষণ। ঘর হৈতে করে বেশ্যা বাহিরে গমন ॥ পথে যত লোক আইসে সবাকে নেহালে। সঙ্কেতে না আইল সাধু কেনে এত বেলে ॥ হেরি সাধু আইসে কিবা মোর মনে লয়। কত আইসে কত যায় কি তার নির্ণয় ॥ সঙ্কেত করিয়া না আইল কি কারণ। সেই বা ধনিক আইসে কিবা অন্য জন ॥ এই মতে মনেং চিন্তিত পিঙ্গলা। ছটফট করে মনে কামেতে আকুলা ॥ ঘর হৈতে বাহির বাহির হৈতে ঘর। এইরূপে গতাগতি করে নিরন্তর ॥ অর্দ্ধরাত্রি বহি গেল এইত প্রকারে। বৈরাগ্য জন্মিল তার হেন অবসরে ॥ দেখং মোর এত বড় মহাজন। ধনলোভে সর্ব্বনাশ কৈল আপনার ॥ অশান্ত পুরুষে মুঞি কান্ত বুদ্ধি করি। এত কাল সেবিল বৃথা আশা মন ধরি ॥ নিকটে উত্তম কান্ত সর্ব্বফলদাতা। সর্ব্বলোকগতি পতি বিধির বিধাতা ॥ হেন কান্ত পুরুষরতন দূরে তেজ। অশান্ত দুরন্ত কান্ত দুঃখময় সঙ্গ ॥ অতি মতিহীন মুঞি বিধি বিমোহিত। কুপুরুষ পতি সঙ্গে কেবল বঞ্চিত ॥ মুঞি নারী পরবেশ কর হেন ঘরে। নিরন্তর ঝরে ঘর এ নব দুয়ারে ॥ বিষ্ঠা মূত্র পরিপূর্ণ ঘরের ভিতরে। নখ লোম কেশ তার ছাউনি উপরে ॥ হাড়ময় বাঁশ দিয়া ঘরের ছাউনি। হেন ঘরে প্রবেশিল মুঞি স্বেচ্ছাচারিণী ॥ সকল আত্মাতে নাথ প্রিয় হিতকারী। হেন প্রভু বিকাইয়া দূরে পরিহরি ॥ দুর্গত কামুক সঙ্গে রমিনু বিস্তর। ব্যর্থ কাল গেল মোর জনম বিফল ॥ জনম মরণ আর নানা দুঃখ রোগ। তার সনে কোন কাজে কেবল রতিভোগ ॥ থাকুক মনুষ্য জন দেব যায় নাশ। কৃষ্ণের ভজন বিনে না ছিণ্ডে মোহপাশ ॥ হেন বুঝি মোরে দয়া করিল ভগবান। বৈরাগ্য কারণে আমার জনমিল জ্ঞান ॥ স্মরণ পশিল আজি সে দেবচরণে। সর্ব্ব দুরাশা তেজি ভজিব চরণে ॥ সে প্রভুর পদ মুঞি রমিব অন্তরে। যেন তেন মতে প্রাণ রাখিব শরীরে ॥ ভবকূপ নিপতিত বঞ্চিত সে জন। বিষয়ে হরল যার এ দুই নয়ন ॥ কালসর্পে গ্রাসে যেন পাপ কলেবরে। কৃষ্ণ বিনে পরিত্রাণ কে করিতে পারে ॥ সেই সে আপনে কৈল আপনে উদ্ধার। অন্তরে বৈরাগ্য থাকে বিষয় যাহার ॥ এইরূপে বিস্তর চিন্তিল মনে মনে। সকল তেজিল বেশ্যা চিত্ত সমাধানে ॥ নৈরাশ পরম সুখ আশা দুঃখময়।

বুঝিয়া পিঙ্গলা বেশ্যা দড়াইল হৃদয় ॥ তেজিয়া সকল আশা আনন্দে রহিল। পিঙ্গলা দেখিয়া আমি এ ধর্ম্ম শিখিল ॥ শুনিয়া উদ্ধব যোগ স্থির কৈল মতি। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুর ভারতী ॥

অবধূত বলে রাজা শুন সাবধানে। কহিয়ে সকল তত্ত্ব শুন বিবরণে ॥ পরিহর দুঃখ হেতু নাহি সুখ লেশ। সুখে রব অকিঞ্চন বুঝিয়া বিশেষ ॥ হরিয়া ক্রোড়পক্ষ মাংস লৈয়া যায়। তাকে মারি তার মাংস আনে লইয়া খায় ॥ তেকারণে কোথাহ না চলি কিছু লয়ে। নিজ সুখে থাকি আমি অকিঞ্চন হয়ে ॥ মনে অপমান আমি কিছুই না করি। পুত্র দার পরিবার চিন্তা পরিহরি ॥ অপনার হিতে আমি আপনেহি রমি ॥ বালবৎ নিজ সুখে যথা তথা ভ্রমি। এক দ্বিজ ঘরে এক আছিল কুমারী ॥ তাহাকে বরিতে আইল জনা দুই চারি ॥ পিতা মাতা বন্ধু কেহ না ছিল মন্দিরে। আপনে ব্রাহ্মণ কন্যা পূজিল সাদরে ॥ অতিথি বিধানে পুজি ঘরেতে প্রবেশি। তণ্ডুল কারণে ধান্য গোপতে আপাসি ॥ ধান্য আপনি শঙ্খ শবদ উঠিল। কুৎসিত মানিয়া কন্যা লজ্জা বড় পাইল ॥ একে একে সকল হাতের শঙ্খ ভাঙ্গিল। দুই শঙ্খ মাত্র দুই হস্তেতে রাখিল ॥ তবে আর ধান আপসে কুমারী। তবু শব্দ হৈল তবে শঙ্খে শঙ্খে মেলি ॥ দুই হাতে দুই গাছি শঙ্খ মাত্র থুয়ে। এক গাছি করি শঙ্খ ফেলিল ভাঙ্গিয়ে ॥ তবে শঙ্খ শব্দ না হইল আরবার। সেই শিক্ষা লয়ে আমি ভ্রমি একেশ্বর ॥ বহু সঙ্গে কলহ হয় নিতি নিতি। দুই জনে কথা বার্ত্তা হয় নিরবধি ॥ কুমারীর শঙ্খ দেখি যুক্তি কৈল মনে। একেশ্বর হয়ে আমি ভ্রমি তেকারণে ॥ আসন পবন জিনি মন নিরোধিয়া। বৈরাগ্য অভ্যাস যোগ রাখিব বান্ধিয়া ॥ একত্রে ধরিব মন গোবিন্দ চরণে। ধীরে ধীরে কর্ম্ম যত তেজিনু যতনে ॥ সত্ত্বগুণে রজঃ তমো ফেলিব ধুইয়া। সত্য গুণে সত্ত্বগুণ ফেলিব ধুইয়া ॥ নির্ব্বাণ পরম পদে নিযোজিব মন। বাহ্য অভ্যান্তর মন নহেত স্মরণ ॥ সরকৃত সর যেন বান্ধে হেঁট মাথে। না দেখিল রাজা চলি গেল সেই পথে ॥ শরগত চিত্ত তার নাহি সমাধানে। এ ধর্ম্ম শিখিনু আমি সরকৃত স্থানে ॥ একাহারি হৈব মৌনি না করিবে ঘর। সাবধানে থাকিয়া ভ্রমিব নিরন্তর ॥ আচার লক্ষিতে কেহ না পারিব মুনি। যত বড় হয়ে কৃষ্ণগুণ কথা শুনি ॥ আপনার কারণে স্বার্থ না করিব ঘর। পর ঘরে সুখে যেন থাকে ফলধর ॥ মায়ায় করয়ে সৃষ্টি এক নারায়ণে। কাল মূর্ত্তি ধরি তেঁহ

সংহারে আপনে ॥ নিরাধার নিরালম্ব অখিল আশ্রয়। সর্ব্ব শক্তি সম্বরিয়া সেই মাত্র রয় ॥ প্রকৃতি পুরুষ পর পরাপর পর। উপাধি বর্জ্জিত মাত্র এক মহেশ্বর ॥ যখন ইচ্ছয় পুনঃ সৃষ্টি করিবার। মায়াতেই যুক্ত করি সৃজয়ে সংসার ॥ সেই সত্যগুণময়ী বলি বিষ্ণু মায়া। জগৎ সৃজয়ে সে নানা মূর্ত্তি হয়্যা ॥ মায়ায় করয়ে হরি জগৎ নির্ম্মাণ। প্রলয় পালন সেই করে ভগবান ॥ ঊর্ণাভি ঊর্ণা সূত্র সৃজয়ে বদনে। সেই ঊর্ণা জালে প্রভু বিহরে আপনে ॥ সেই ঊর্ণা সূত্র পুনঃ করয়ে গরাস। এইরূপে সৃষ্টি লীলা করে শ্রীনিবাস ॥ যথা তথা চিত্ত ধরে একান্ত যেখানে। স্নেহ দ্বেষে ভয়ে কিবা করে আরোপণে ॥ যেই ধ্যান করি মরে সেই রূপ ধরে। কুমারিয়া কীট যেন নিজ মূর্ত্তি করে ॥ কুমারিয়া কীট অন্য কীট ধরি আনে। প্রবেশ করয়ে ঘরে নিজ সেই মনে ॥ ভয়ে তার রূপ কীট চিন্তয়ে অন্তরে। নিজ রূপ ছাড়ি ধরে সেই কলেবরে ॥ এই সে কারণে আমি কৃষ্ণ ধরি মনে। আনন্দে বিহার করি পৃথ্বী পর্য্যটনে ॥ এত গুরু হৈতে এত উপদেশ ধরি। নিজ সুখে পূর্ণ হৈয়া আনন্দে বিহরি ॥ আপনার গুরু হৈয়া শিখিনু আপনে। নিজ কলেবর গুরু বলি সেকারণে ॥ বিচার করিয়া বুঝ মনের ভিতর। জ্ঞান বৈরাগ্য হেতু নিজ কলেবর ॥ দেহের জনম মাত্র দেহের মরণ। আপনার জন্ম হেতু ভরম কারণ ॥ অন্তকালে চলে দেহ সকল তেজিয়া। আপনার নিজ ধর্ম্ম সংহতি করিয়া ॥ বৃক্ষ ধর্ম্ম কলেবর অন্তে যায় নাশ। সেকারণে নিজ দেহে না করি বিশ্বাস ॥ এক দিগে জিহ্বা খাইয়া লয়া যায়। আর দিগে তৃষ্ণায় আকুল হৈয়া ধায় ॥ এক দিগে শ্রবণ নয়ন আর দিগে। লিঙ্গ উদরে আর বান্ধে দুই ভাগে ॥ কোন ঠাঁঞি নাকে লৈয়া নাসিকা বিবরে। বিস্তর সতীনে যেন গৃহপতি মারে ॥ এই মতে যেই অঙ্গ যেন পাপ করে। সেইমতে শাস্তি তাতে দেয় ধর্ম্মেশ্বরে ॥ কি কর্ম্ম করিব জীব কি তার শকতি। সতীন মেলিয়া যেন কাটে গৃহপতি ॥ আপনে করিয়া হরি ত্রিলোক রচনা। কীট পতঙ্গ আদি ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা ॥ তুষ্ট নহিলা সৃষ্টি করিয়া নির্ম্মাণ। তবে নররূপে সৃষ্টি করে ভগবান ॥ মানুষ জনমে ব্রহ্ম দেখিব নয়নে। তবে তুষ্ট হৈয়া হরি রহিলা আপনে ॥ বহু কোটি জন্ম ভ্রমিয়া কর্ম্ম দোষে। মানুষ জনম যদি হয় ভাগ্যবশে ॥ দুর্লভ মনুষ্য জন্ম অনিত্য সংসারে। হেন জন্ম লভিয়া চিন্তিব পরকারে ॥ যাবৎ শরীর নাহি পড়ে অকারণে। শরীরের সঙ্গে মৃত্যু রহে অনুক্ষণে ॥

তাবৎ যতন করি সাধিব সুকৃতি । সর্ব্ব ঠাঁই বিষয় মিলয়ে জীব গতি ॥
এইরূপে জন্মিল হৃদয়ে নির্ব্বেদ । জ্ঞানচক্ষে দেখি সব ঈশ্বরে বিভেদ ॥
সর্ব্ব সঙ্গ পরিত্যেজিল অহঙ্কার । আনন্দে বিহরি আমি ভ্রমিয়ে সংসার ॥
এতেক বচন বলি দ্বিজ অবধূত । গভীর চরিত্র মহাধীর গুণযুত ॥ যদুরাজা
প্রশংসিয়া চলিলা ব্রাহ্মণ । পিরীতে পুজিল রাজা বিপ্রের চরণ ॥ অব-
ধূত বচন শুনিয়া যদুরাজা । প্রণতি করিয়া কৈল অবধূত পূজা ॥ পূর্ব্ব
বংশের তিঁহ আছিল পুরু রূপে । এক চিত্তে কৃষ্ণ আধারিল সর্ব্ব ভাবে ॥
সর্ব্ব সঙ্গ তেজিয়া ভজিল গদাধর । বিষ্ণুপদে গেলা তিঁহ সাধিয়া সকল ॥
উদ্ধব সংবাদ কথা কৃষ্ণগুণ বাণী । শ্রীভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী ॥

তবে পুনঃ কহিতে লাগিলা ভগবান । শুন হে উদ্ধব তুমি ভকত প্রধান
আমি যে ধর্ম্ম কহি আগম পুরাণে । সে ধর্ম্ম আশ্রয় করি রহ সাবধানে ॥
স্বধর্ম্ম কুলধর্ম্ম আশ্রম আচার । কর্ম্মফল ত্যজি কর্ম্ম করিব প্রচার ॥ শুদ্ধ
চিত্তে সকল দেখিব মায়াময় । বুঝিবে আরম্ভ মাত্র সর্ব্ব বিপর্য্যয় ॥ নানা
মনোরথ যেন মিলয়ে স্বপনে । নানা মনোরথ যেন চিন্তয়ে ধেয়ানে ॥
তত নানা রূপ দেখি চিন্তিব বিকল । ত্রিগুণ জানিত মিথ্যা জানিব সকল ॥
সাধিব আপন বৃত্তি প্রবৃত্তি তাজিয়া । আদরে শিখিব ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়া
তবে জিজ্ঞাসিয়া যদি লৈব উপদেশ । তবে কর্ম্ম ত্যজিয়া ভজিব হৃষীকেশ
যম নিয়ম দুই সাধিব যতনে । শান্ত গুরু আশ্রয় করিব সাবধানে ॥ চিত্ত
বৃত্তি যাহার আমাতে সমর্পণ । আমি তার প্রাণধন আমি সে জীবন ।
হেন গুরু আশ্রয় করিয়া শুদ্ধমতে । মানমদ অহঙ্কার না করিব চিত্তে ।
সর্ব্বভূতে নির্ম্মল শরীর হয়া পর । তবে জিজ্ঞাসিয়া জীব হইব সত্বর
দোষ দৃষ্টি না করিব অসত্য ভাবণ । সব ঠাঁই উদাসীন বিগত বন্ধন ।
ন পুত্র কন্যা দেখিব মায়াময় । সব ঠাঁই উদাসীন বিগত সংশয় ॥ দে
ভিন্ন আপনাকে দেখিব যেমনে । কাষ্ঠে হৈতে ভিন্ন যেন দীপ্ত হুতাশনে
বোল বুঝিয়া গুরু উপদেশ লৈয়া । সব ঠাঁই বস্তু বুদ্ধি ছাড়িব বুঝিয়া
কর্ত্তা হৈয়া কর্ম্ম করি ভোক্তা হৈয়া ভুঞ্জে । তবুত স্বতন্ত্র নহে সুখ দুঃখ
ভুঞ্জে ॥ দেহ যোগে দেহের না দেখি সুখ লেশ । যদি বা পণ্ডিত হয় দেহ
র ক্লেশ ॥ দুঃখে দুঃখ বুদ্ধি করি সুখে সুখ বুদ্ধি । বৃথা অহঙ্কারে জীব
য়ে নিরবধি ॥ সুখ দুঃখ জরা যদি জানে আপনার । তবে কেন মৃত্যু না
রি জিনিবার ॥ অর্থ ধন হয় যদি দৈবে উপসন্ন । তাতে সুখ নাহি

তাতে দুঃখ নিবারণ ॥ বাঁধিয়া যায় যদি কাটিবার তরে। তবে অর্থী জন তার কোন কর্ম্ম করে ॥ দেখি শুনি যত কিছু সব দুঃখময়। মান মদ কাম ক্রোধ ভোগ অপচয় ॥ দুঃখময় জগৎ কেবল হেন জান। কর্ম্মে কোন গতি হয় মন দিয়া শুন ॥ নানা পুণ্য দান ধর্ম্ম বিবিধ বিধানে। নানা যজ্ঞ করে নানা দেব আরাধনে ॥ স্বর্গলোক যাতায়াতে ভুঞ্জে কর্ম্ম ভোগ। দেব মত ভ্রমিলে তবে নানা উপভোগ ॥ নিজ কর্ম্ম বিনির্ম্মিত উজ্জ্বল বিমানে। গন্ধর্ব্ব কিন্নর গীত গায় বিদ্যমানে ॥ দেবীগণ লৈয়া দিব্য বিমানে বিহরে। বিমান কিঙ্কিণী মধ্যে বিনোদ মন্দিরে ॥ তাবৎ বিনোদ করে স্বর্গের উপরে। যাবৎ সকল সজে হয় কর্ম্মফলে ॥ পুণ্য ক্ষয় হৈলে হয় পুণঃ নিপতন। কালে সব হরে তার অদৃষ্ট কারণ ॥ অসৎ সঙ্গ হয় যদি দৈব নির্ব্বন্ধনে। অকর্ম্ম নিয়ম হয় কুসঙ্গ মিলনে ॥ কাম রত স্ত্রীরত কপটি রূপণ। ভুক্ত বিহীন পর পীড়া পরায়ণ ॥ বিধি হীন পশু বধ করে যজ্ঞ ছলে। ভূত প্রেতগণ পুজে শাস্ত্র হীন করে ॥ তবে অন্তকালে ঘোর নরকে পতন। তবে নানা জীব যোনি করয়ে ভ্রমণ ॥ স্থাবর জঙ্গম আদি কীট পতঙ্গ। পশু পক্ষী মৃগ নাগ সিংহ শূকর মাতঙ্গ ॥ এই রূপে নানা যোনি করয়ে ভ্রমণ। তবে সর্ব্ব অবশেষ মনুষ্য জনম ॥ এই রূপে ভ্রমে জীব এ ঘোর সংসারে। পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম করি দুঃখ ভোগ করে ॥ দুঃখময় কর্ম্ম তাতে নাহি সুখ লেশ। কর্ম্ম করি দেহ যোগে পায় নানা ক্লেশ ॥ কুবের বরুণ যম ব্রহ্মা পুরন্দর। মোর ভয়ে তারা সব কম্পিত অন্তর ॥ থাকুক আনের কাথ কল্প অধিকারী। ব্রহ্মা হৈয়া মোর ভয় খণ্ডাতে না পারি ॥ গুণে কর্ম্ম সৃজে গুণে সৃজয়ে বিষয়। গুণে ফল ভুঞ্জে হৈয়া কর্ম্মময় ॥ যাবৎ বিষয় গতি গুণের কল্পনা। তাবৎ জীবের রূপ বিবিধ ভাবনা ॥ নানা রূপ যাবৎ তাবৎ পরাধীন। তাবৎ ঈশ্বরে ভয় ঈশ্বরের ভিন্ন ॥ এই সব যাহার হয় মতি বিপর্য্যয়। সংসার ভ্রমণ তার না ঘুচে সংশয় ॥ এতেক বচন শুনি উদ্ধব সুমতি। এই জিজ্ঞাসিল তবে করিয়া প্রণতি ॥ স্বত্ব রজঃ তমো দেহ হয় উৎপন্ন। সেই দেহে সবে যায় শুদ্ধ নিরঞ্জন ॥ গুণে বন্ধন নহে জীব নিত্য নিরাধার। কি কারণে তিন গুণে বন্ধন তাহার ॥ সেই গুণে বদ্ধ জীব নহে কোন মতে। কিরূপে কি হবে জীব থাকয়ে কোথাতে ॥ জানিবারে পারি জীব কেমন লক্ষণে। শয়ন ভোজন জীব করয়ে কেমনে ॥ কি রূপে গমন তাহার কোথা অবস্থিতি। কহ নাথ অচ্যুত মাধব প্রাণপতি ॥ সহজে বান্ধব জীব কিবা মুক্ত জড়। এক জীব কিবা মাত্র নানা কলেবর ॥ এই

মন চিত্তনাথ কৈল নিবেদন। জ্ঞান দিয়া কর মোর অজ্ঞান খণ্ডন॥ জ্ঞান কল্পতরু শ্রীগদাধর জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥ ১০॥

উদ্ধবের বচন শুনিয়া ভগবান। কহিতে লাগিল জীব জগৎ তত্ত্বজ্ঞান॥ বন্ধমুক্ত বলি জীব কেবল বাখানি। বস্তুগতে বন্ধমুক্ত একই না জানি॥ গুণ হৈতে বন্ধি জীব গুণ মায়াময়। বন্ধ মুক্ত দুই মিথ্যা এক সত্য নয়॥ সুখ দুঃখ শোক মোহ জনম মরণ। এ সব কেবল মায়া সকল ভরম॥ স্বপনে অনর্থ যৈছন দরশন হয়। জাগিলে স্বপন যেন জানি মায়াময়॥ বিদ্যা অবিদ্যা দুই মূর্ত্তি আছয়ে আমার। বন্ধ মোক্ষ করি দুই মায়া যে প্রচার॥ তাতে এক জীব হয় অংশ মায়ার ভিন্ন। অবিদ্যা বন্ধন তেঁহ হৈয়া মলিন দীন॥ নিত্য মুক্ত এক তার নিজ বিদ্যা বলে। অখণ্ড পরমানন্দ আনন্দে বিহরে॥ দুই গুটি হংস পক্ষী এক বৃক্ষে বাস। সম সত্ত্ব দুই সখা আনন্দে বিলাস॥ এক গুটি হংস তার খায় বৃক্ষফল। নিরাধারে এক পক্ষী থাকে নিরন্তর॥ নিজানন্দে পরিপূর্ণ ধরে মহাবল। আমাতে মন দিয়া পক্ষী থাকে নিরন্তর॥ নিজ রূপ দেখে সব বিমর্ষ গেয়ানে। বৃক্ষফল খায়ে পক্ষী কিছুই না জানে॥ অবিদ্যা সংযোগে জীব এইরূপে বন্ধি। নিজ সুখে বিহরে ঈশ্বরে মহাবন্ধি॥ আছে দেহে নাহি দেহে সে হয় পণ্ডিত। দেহে নাহি থাকে দেহে সে হয় বঞ্চিত॥ মিথ্যা হেন জানি যেন জাগিলে স্বপন। সুমতি জনের যেন জাগিলে ভরম॥ ইন্দ্রিয় বিষয় ভুঞ্জে যেন উদাসীন। অহঙ্কারে মূর্খ হয় অতি মতি হীন॥ অদৃষ্ট অধীন জীব গুণ কর্ম্মময়। তার অহঙ্কারে মুগ্ধ কর্ত্তা ভোক্তা হয়॥ এই রূপে সর্ব্ব ঠাঞি হৈব উদাসীন। কভু কোন ঠাঞি নহিব পরাধীন॥ শয়ন ভোজন পান আসন মজ্জনে। দরশন পরশন গমন শ্রবণে॥ সব ঠাঞি উদাসীন হৈব মতিমান। দেহে না করিব নিজ অভিমান॥ মনে কভু না করিব সঙ্কল্প ভাবনা। দেহে চিত্তগত ত্যজিব বাসনা॥ কেহ হিংসা করে কেহ করয়ে অপকার। কেহ পূজা করে কেহ করে নমস্কার॥ স্তুতি নিন্দে তাহাকে না করে দুঃখে। ভাল মন্দ জ্ঞান কভু না করিব মনে॥ সম দৃষ্টি দেখিব গুণ দোষ বিবর্জ্জিত। না বলে না কহে কিছু না চিন্তে পণ্ডিত॥ আত্মারাম হৈয়া আনন্দে বিহরে। দেখে শুনে ভাল মন্দ হৃদয়ে না ধরে॥ সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত সর্ব্ব ধর্ম্ম জানে। তবু যদি তত্ত্ব লক্ষ্য না হয় গেয়ানে॥ ব্যর্থ সব তার শ্রম মাত্র সার। দুধে রাখিয়া যেন ব্যর্থ যায় কাজ॥ দুহিতে নাহিক দুগ্ধ হেন ধেনু রাখি। দুষ্ট ভার্য্যা রাখে যেন নানা দোষ দেখি॥ প্রাণহীন কলেবর কুপুত্রে কুবাণী। আমার মহিমা যশ তাতে নাহি শুনি॥

পাত্র পায়্যা না কৈল যে ধন সমর্পণ। এসব না করে সে কুমতি অচেতন॥ দুঃখীর অধীম দুঃখী বলিন তাহারে। এই লোকে বঞ্চিত পতিত পরলোকে॥ আমার নির্ম্মল যশ নাম গুণ বাণী। যাহাতে না থাকে সে বচন মিথ্যা মানি॥ সে বাক্য পণ্ডিতজনে কভু না লয় মুখে। তত্ত্ব জিজ্ঞাসিয়া পার হয় মহাসুখে॥ কহিল উদ্ধব যোগ গতি আত্ম জ্ঞান। যদি চিত্ত করিতে না পারি সমাধান॥ যদি চিত্ত আমাতে ধরিতে নাহি পার। তবে তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম সমাপন কর॥ সর্ব্ব কর্ম্ম আমাতে করিয়া সমর্পণ। সর্ব্ব ভাবে লহ তুমি আমাতে শরণ॥ শ্রদ্ধা করি আমার পবিত্র কথা শুন। জন্ম কর্ম্ম নাম গুণ সত্য করি মান॥ শ্রবণ কীর্ত্তন ধ্যান করহ স্মরণ। ধর্ম্ম কর্ম্ম আমাতে করহ সমর্পণ॥ এইরূপে উদ্ধব করিহ উপাসন। আমাতে লভিতে তবে ভক্তি অকিঞ্চন॥ সৎসঙ্গ করিলে হয় নির্ম্মল ভকতি। ভকতি পাইয়া আমা লভিল শুদ্ধমতি॥ তবে তদ্রূপ তুমি লভিবে সাক্ষাতে। ভক্তিযোগ তোমাকে কহিনু শুদ্ধ চিত্তে॥ উদ্ধব জিজ্ঞাসা পুনঃ কৈল যোড় হাতে। ভকত লক্ষণ দেব কহিবে আমাতে॥ কি রূপ চরণে নাথ কি রূপ ভকতি। কেমন লক্ষণে তিনি ভকতের গতি॥ তুমি বেদ পরিপূর্ণ ব্রহ্মতত্ত্ব পর। ভক্তের ইচ্ছায় ধর নর কলেবর॥ প্রণত পালন তুমি পুরুষ প্রধান। ভকত লক্ষণ মোরে কহ ভগবান॥ প্রভু বলে কহি শুন ভকত লক্ষণ। সত্য যার শুদ্ধ মতি সম দরশন॥ ত্যাগশীল শান্ত পরদ্রোহী বিবর্জ্জিত। ধৃতিযুত কৃপালু সকল লোক হিত॥ সূচি মৃদু মিত্রভোজি মুনি স্থির মতি। অমানী মানদ ধর্ম্ম করি মহামতি॥ অপ্রমাদি জিত কাম সারের আশয়। গুণে জানিব বৈষ্ণব পরিচয়॥ এইমতে গুণ দোষ জানিয়ে নিশ্চয়। স্বধর্ম্ম ত্যজিয়া করে মায়াতে আশ্রয়॥ ভক্ত জানিব তবে এসব বিধানে। বৈষ্ণব লক্ষণ বাপু কহিনু তোমারে॥ জানুক বা না জানুক আমার মহিমা। যেন তেন মতে ভজে যেন তেন জনা॥ একান্ত করিয়া ভজে ত্যজি সর্ব্ব ধর্ম্ম। সেই সে আমার প্রিয় ভকত উত্তম॥ আমার মধুর মূর্ত্তি ভকত যে জন। সুখে রহি করিব দরশন পরশন॥ অর্চ্চন বন্দন স্তুতি করিব হুহার। পরিচর্য্যা করিব কীর্ত্তন নমস্কার॥ আমার অমৃত কথা শ্রবণ সপ্রীতি। আমার অমৃত মতি ধ্যানে দৃঢ় মতি॥ সর্ব্ব লভ্য আমাতে করিব সমর্পণ। দাস্য ভাবে করে মন প্রাণ নিবেদন॥ আমার জনম কর্ম্ম কথার কথন। দেখিব আমার পর্ব্ব করিব মোদন॥ নৃত্য গীত বাদ্য করি কুটুম্ব মিলি। আমার মন্দির পুরে মহোৎসব করি॥ পর্ব্বের যাত্রা বিধি

করিব বিধানে। করিব বৈষ্ণব দীক্ষা মন্ত্র সন্নিধানে॥ করিব আমার ব্র
বৈষ্ণব লক্ষণ। আমার সুন্দর রূপ করিব স্থাপন॥ আপনে সাধিব, যা
থাকে নিজ শক্তি। নহে বা উদ্যম করি করিব সংহতি॥ পুষ্পবন ক্রীড়া
নানা উপবন। আপনে করিব পুর মন্দির মার্জ্জন॥ পরিচর্য্যা কর্ম্ম ক
অশেষ রচনা। দাসবৎ জ্ঞানকর্ম্ম বিধান ঘটনা॥ দম্ভমান তেজিব কৈত
ছল মায়া। পুণ্যকর্ম্ম না করিব আপন করিয়া॥ নিবেদিয়ে আপনে লালি
আরবার। প্রদীপ পর্য্যন্ত দ্রব্যে না করিব অধিকার॥ আপনার প্রিয়ত
যে যে বস্তু মিলে। সেই নিবেদিয়া লৈয়া চরণকমলে॥ তার হয় অনন্ত ফ
কৃপায় আমার। বিচিত্র নির্ম্মাণ ঘর করিব সংস্কার॥ গো ব্রাহ্মণ দিনক
আকাশমণ্ডল। পৃথিবী বৈষ্ণব আত্মা জল হুতাশন॥ এই সব স্থানে হ
পূজিব বিধানে। শুন কহি যে যে রূপে পূজিব যে যে স্থানে॥ বেদাব
মন্ত্রে পূজা করিব দিনকরে। ঘৃত দানে পূজা করি জ্বলন্ত অনলে॥ পব
পূজিব হরি মোক্ষ বুদ্ধি করি। জলময় দ্রব্য দিয়া জলে পূজা করি॥ স্থ
পূজা করি হরি নানা উপহারে। আত্মা পূজা করি যেন বিবিধ প্রকারে
সর্ব্ব ভূতে পূজি হরি অন্তর্যামি রূপে। হেন রূপে নানা ঠাঞি পূজি ন
মতে॥ এই সব স্থানে চিত্র ধরি করিব চিন্তন। জলধর কলেবর রাজীবলো
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে। এইরূপে চিন্তিয়া পূজিব নিরন্ত
যজ্ঞ ধর্ম্ম দানকর্ম্ম করিয়া নির্ম্মাণে। সর্ব্ব ধর্ম্মে আমাকে পূজিব মতিম
এই রূপে ভক্তি লভে আমার বচনে। নিরন্তর স্থিতি হৈয়া সাধুজে
হলে॥ ভক্তিযোগ বিনা বাপু গতি নাহি আর। সাধুসঙ্গ বিনে বাপু ভ
নাহি আর॥ কহিব পরম গূঢ় আর এক কথা। তুমি ভৃত্য পরম ব
প্রিয়সখা॥ কহিল উদ্ধব যোগ কৃষ্ণ গুণবাণী। শ্রীভাগবত আচার্য্যের ে
তরঙ্গিণী॥

কর্ম্মযোগ সাঙ্খ্যযোগ আর নানা ধর্ম্ম। বেদ পাঠ জপ ত্যাগ নানা
পুণ্যকর্ম্ম॥ মহাধন মহাপুণ্য দিঘী সরোবর। ব্রত দান নানা পুণ্য ক
নিরন্তর॥ বিবিধ দক্ষিণা যজ্ঞ বহু মূল্য ধন। সংযম নিয়ম নানা তী
পর্য্যটন॥ এত রূপে মোরে বশ করিতে না পারে। বিনে সাধু সঙ্গে কে
না পায় আমারে॥ সাধু সঙ্গে সকল কুসঙ্গ দোষ হরে। পতিত পা
হীন সাধু সঙ্গে তরে॥ দৈত্য দানব মৃগ খগ বিদ্যাধর। সিদ্ধ চার
গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥ স্ত্রী শূদ্র অনিত্য জাতি পতিত চণ্ডাল। সত সঙ্গ হৈতে
ভবঘোর পার॥ বৃষপর্ব্বা বলি বানর হনুমান। প্রহ্লাদ সুপুব গজ

জাম্বুবান ॥ যোগ্যপত্নীগণ আদি ব্রজপুর নারী। আর যত বন জন্তু পক্ষী আদি করি ॥ এইরূপে জীব যত আছে দেহ ধরি। সাধু সঙ্গ বিনে কেহ তরিতে না পারি ॥ এসব পুরাণ শাস্ত্র বেদ নাহি পড়ে। মহতের সেবা ব্রত তপ নাহি করে ॥ কেবল সত সঙ্গ হৈতে আমাকে লভিল। কামভাবে কেবল রমণীগণ পাইল ॥ কীট পতঙ্গ আদি পশু পক্ষীগণ। এসব আমাকে পাইল ভক্তির কারণ ॥ সত সঙ্গ আমাকে মাত্র লভিল সাক্ষাতে। যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যাকে চিন্তে ধ্যানপথে ॥ সাংখ্যযোগ কোটি কোটি ব্রত যজ্ঞ দান। সর্ব্ব ত্যাগ করে কিবা সন্ন্যাস বিধান ॥ তথাচ আমাকে কেহ না পারে লভিতে। সতসঙ্গগুণে আমা পায়ত সাক্ষাতে ॥ যখন অক্রূর আমা লয় মধুপুরী। তখন মজিল দুঃখে ব্রজপুরনারী ॥ অনুরাগে চিত্ত ধরি আমার স্মরণে। ত্রিভুবন শূন্য হৈল দেখে আমা বিনে ॥ যত রাত্রি রঙ্গি আমা সনে বনে। তিন আধ হেন গোপী মানিল তখনে ॥ আমার বিচ্ছেদে তার একখানি রাতি। কল্প কোটি সম করি মানিল যুবতী ॥ আমা বিনে গোপীগণে না জানিল আন। আমাতে ধরিল গোপী তনু মন প্রাণ ॥ কি নাম কোথাতে আছে আপনা নাজানে। ত্রিভুবনশূন্য হেন দেখে আমা বিনে ॥ আপনার নাম গুণ আপনে না জানে। এইরূপে যোগীগণ আমার কারণে ॥ আত্মা বুদ্ধি নাহি জানে গোপী কাম বুদ্ধি করি। আমাকে পরম ব্রহ্ম পাইল প্রেম করি ॥ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কর্ম্ম সকল ত্যজিবে। শুনিলে শুনিবে পরে দেখিলে দেখিবে ॥ সত সঙ্গে পাইল আমাকে কীট পতঙ্গ। কত তরি গেল স্থাবর জঙ্গম ॥ এবোল বুঝিয়া তুমি ত্যজ সর্ব্ব ধর্ম্ম। লোকধর্ম্ম বেদ ত্যজ বিধিমত কর্ম্ম ॥ আমা বিনে তুমি সব ধর্ম্ম কর্ম্ম ত্যজ। লোক ধর্ম্ম পরিহরি সবে আমা ভজ ॥ সকলের আত্মা আমি মহামহেশ্বর। আমার প্রসাদে ভব তরিল সকল ॥ স্মরণ করিয়া ভজ চরণ আমার। আমি রক্ষা কৈলে ভবভয় নাহি আর ॥ কৃষ্ণের বচন শুনি মনে পাইয়া ভয়। উদ্ধব পুছিল পুনঃ হইয়া সংশয় ॥ এথম কহিলে নাথ কর্ম্ম নাহি ত্যজ। এখন কহিলে সবে আমারত ভজ ॥ কিবা কর্ম্ম কৈলে নাথ হয় প্রতিকার। কিবা কর্ম্ম কৈলে পুনঃ জন্ম নাহি আর ॥ যে হয় উচিত নাথ কহত নিশ্চয়। আমবক্তে কাটে মোর চিত্তের সংশয় ॥ উদ্ধবের বচন শুনিয়া নারায়ণ। কহিতে লাগিলা জীব গতি বিবরণ ॥ আপনে নির্গুণ জীব সহজে ঈশ্বর। মায়া বদ্ধ করিয়া ধরয়ে কলেবর ॥ অবিদ্যা বন্ধন হেতু কর্ম্ম অধিকার। তেকারণে কহি বিধি নিষেধ আচার ॥ সত্য বুদ্ধি

পর্য্যন্ত করিব শুভ কর্ম্ম। তবে ভক্তি সাধিব তাজিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম॥ শুভাশুভ কর্ম্মে তার নাহি অধিকার। তার বিবরণ কহি শুন যুক্তি সার॥ এক ব্রহ্ম নিরঞ্জন সুখময় সার। ষটচক্র ভেদিয়া তিনি প্রকাশ তাহার॥ প্রথমে আধার চক্র জিনিব সুখময়। দ্বিতীয়ে মধ্যম চক্রে করয়ে নির্ণয়॥ শুনি পূর্ব্ব চক্রে কিছু পরকাশ হয়। চক্র ভেদে বুঝিব জীবের পরিচয়॥ তুলিয় বিশুদ্ধ চক্রে নিধ চক্রদেশে। ব্রহ্মরন্ধ্রে তুলিয়া সাক্ষাতে পরকাশে। শূন্যে দেখে যান কেবল মাত্র দেখি। কাষ্ঠে মথিলে কেবল মাত্র দেখি। কাষ্ঠ দানে সেই অগ্নি বাড়ে অতিশয়। ঘৃত দানে সেই অগ্নি প্রজ্বলিত হ এইরূপে আমার শ্রীমুখ বিগলিতে। ষটচক্র ভেদিয়া বেদ প্রকাশিতে। এইরূপে জানিবে জীবের মুকতি। নিত্য সনাতন জীব অনন্ত শকতি। প্রথমে আছিল এক জীব নিরাকার। অব্যক্ত ঈশ্বর জীব নিরালম্ব নিঃ ধার॥ সেই জীব এক হৈয়া নানা শক্তি ধরে। নানা রূপে পরকাশ ন মুর্ত্তি ধরে॥ রজঃগুণে সেই প্রভু সৃষ্টি লীলা করে। সত্ত্বগুণে তমগুণে প কালে সংহারে॥ প্রভুর মায়ায় করে জগৎ নির্ম্মাণ। জগতে না হয় বি এক ভগবান॥ ছিন্নমূলে পাথালে যেন সূতার গাঁথনি। সূতার সনে পুষ্প গাঁথে মালি॥ এইরূপে জগৎ গাঁথনি নারায়ণে। অন্তরে বাহি কিছু নাহি প্রভু বিনে॥ অনাদি সংসার বৃক্ষে যেই কর্ম্মময়। ভোগ অ বর্গ মাত্র ফল যেই রয়॥ পুণ্য পাপ দুই জীব বৃক্ষে উৎপন্ন॥ অনন্ত সদা মূলে বৃক্ষের স্বাপন্ন॥ তিন গুণে বৃক্ষের আছিল তিন ডাল। ভুক্ত বিরচিত এ পাঁচ রসাল॥ পঞ্চ রস ধরে বৃক্ষ এক পাঁচ বিষয়। দশ ইন্দ্রিয় বৃক্ষের শাখা হয়॥ দুই গুটি হংসপক্ষ বৃক্ষে করে স্থিত। ধাতু তিন রূপ বৃক্ষের ব্যাপিত॥ পুণ্য পাপ দুই গুটি বৃক্ষে ধরে নিজ গুণ পাসরিয়া চলে ঘরে ঘর॥ না খায় গাছের ফল আর এক প নিজ বনে আছে থাকে দেখে সর্ব্ব সাক্ষী॥ সে পাখী সংসার জানে মায়াময়। এক ভেদ বহু রূপ নানা ভেদ হয়॥ সেই সে জানয়ে বেদ স্তের সার। তবে তার নাহি আর কর্ম্ম অধিকার॥ এবোল বুঝিয় গুরু উপাসনা। ভকতি বৈরাগ্য ছেদ কর দুর্ব্বাসনা॥ সাবধান হৈয়া আপনাকে চিন। মোহ ত্যজি আপনাকে ব্রহ্ম করি মান॥ শ্রীভাগবত চার্য্যের মধুরস ভাষা। গদাধর চরণারবিন্দে কেবল আশা॥ ১২॥

শুন হে উদ্ধব তুমি যে কহিলে সার। ভক্তিযোগ বিনে আর প্রতিকার॥ তোমাকে কহিনু আমি সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজ। একান্ত ভকতি

তিন গুণ জিন ॥ প্রকৃতির তিন গুণ সত্ত্ব রজ তমঃ। ঈশ্বর নির্গুণ নিত্য
সনাতন নাম ॥ রজগুণে তমোগুণ জিনি তিন গুণ। শক্তি সত্ত্ব ধর্ম্ম লভে
একিন তেজন ॥ শান্তি কলেবরে সত্ত্ব হয় সাধু হেতু। রজগুণ তমোগুণ
জিনি গুণ সত্ত্বে ॥ তম রজ জিনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ। সত্ত্বময় ধর্ম্ম তবে
হয় পরকাশ ॥ কাল কর্ম্ম জনম আগম পূজা দেশ। ধ্যান কর্ম্ম পুণ্য
সংস্কার বিশেষ ॥ জানিব যে সব বস্তু নির্গুণ জড়িত। সেবিব সাত্ত্বিক
যাহা যে হয় পণ্ডিত ॥ তামস রাজস দুই দূরে পরিহরি। সাত্ত্বিক আ-
শ্রয় করি সব শুদ্ধ করি ॥ তবে সত্ত্বময় ধর্ম্ম হয় উপাদান। যাহা হৈতে
জনম হয় নির্ম্মল গেয়ান ॥ পরমার্থ শাস্ত্র কিরূপ করিব অভ্যাস।
তার্কিক পাষণ্ড জন না আসিব নিজ পাশ ॥ সুগন্ধি শীতল জল ভেজি
পুণ্যবান। সত্ত্বময় পুণ্যজলে কর্ম্ম করে স্নানপান ॥ রাজস তামস তরা-
সে দূরে ত্যজে। সাত্ত্বিক নিবৃত্তি কর্ম্ম পরায়ণ ভজে ॥ সাত্ত্বিক বিরল
পুণ্য দেশে করি বাস। দ্যূতক্রীড়া দুষ্ট দেশ তেজি সর্ব্বভাবে ॥ পুণ্য
কালে পুণ্যকর্ম্ম করি সমাধান। সে সময়ে অন্য কর্ম্ম তেজিয়া সব ধ্যান
যোগ সময়ে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিহরি। কেবল সাত্ত্বিক মাত্র পুণ্য কর্ম্ম করি ॥
পুরুষের উপাসনা সাত্ত্বিক জন্ময়। অন্য মন্ত্র উপদেশে নিস্তার না হয় ॥
সাত্ত্বিক সংস্কার চিত্তে করিব শোধন। কেবল মাত্র অঙ্গের বাহির মা-
র্জ্জন ॥ এই দশবিধ চিত্ত ত্রিগুণ সাধক। সাত্ত্বিক সেবিত চিত্ত তারা সু-
পণ্ডিত ॥ সাত্ত্বিক সেবিয়া চিত্ত বাড়ে নিরন্তর। তবে তত্ত্বজ্ঞান উপজয়ে
নির্ম্মল ॥ বাঁশে বাঁশে ঘসি যেন প্রজ্বলিত হয়। দহিয়া সকল বন আ-
পনি নিভায় ॥ এই রূপে গুণময় দেহে পরিহরি। শান্ত হয়ে রহে তবে
সর্ব্ব কর্ম্ম ছাড়ি ॥ উদ্ধব পুছিল তবে শুন ভগবান। মোর নিবেদন নাথ
কর অবধান ॥ বিষয় আপদ পদ সব লোকে জানে। তথাপি বিষয়
ভোগ করে কি কারণে ॥ ছাগল কুক্কুর আদি গর্দ্দভ সমান। সাক্ষাতে
দেখিতেছে নানা অপমান ॥ তথাপি বিষয় ভোগ করে কি কারণে।
এ বড় বিস্ময় মনে হৈল নিবেদনে ॥ উদ্ধবের বচন শুনিয়া চক্রপাণি।
কহিতে লাগিলা তবে দেব চূড়ামণি ॥ মুই হেন মিথ্যা বুদ্ধি যার মনে
হয়। সেকারণে রজগুণে করয়ে উদয় ॥ সেকারণে হয় তার মনের বি-
কার। সঙ্কল্প বিকল্পে হয় নানা পরকার ॥ বিষয় ধেয়ানে তার বাড়ে
নানা কাম। কুমতি জনের বাড়ে নানা কুজ্ঞান ॥ কাম বশ হয়ে কর্ম্ম

করে নিরবধি। দুঃখময় কর্ম্ম না বুঝে কুবুদ্ধি॥ মনের বিক্ষেপে রজগুণে বিমোহিত। থাকুক মূর্খের কায সংভ্রমে পণ্ডিত॥ এবোল বুঝিয়া মনে করিয়া সংযম। দোষময় সকল দেখিব বুধ জন॥ চিত্তের অসত্য ছাড়ি রহিব সাবধানে। মন নিয়োজিব ধীর আমার চরণে॥ এই যোগ কহিল আমার শিষ্যগণে। সনকাদি চারি পুত্র ব্রহ্মার নন্দনে॥ সব ঠাঞি হৈতে মন আনিব বান্ধিয়া। আনন্দে রহিব মন আমাতে ধরিয়া॥ উদ্ধব পুছিল তবে হইয়া বিস্ময়। সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মার তনয়॥ কি যোগ কহিলে তুমি কোন মূর্ত্তি হয়্যা। সে যোগ কহিবে নাথ করি মোরে দয়া॥ যার গুরু গদাধর ধীর শিরোমণি। শ্রীভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী॥ ১৩॥

কহিতে লাগিলা তবে দেব চক্রপাণি। ব্রহ্মার মানস পুত্র সনকাদি মুনি॥ যুকতি জিজ্ঞাসিল তারা বাপ বিদ্যমানে। সংসার সাগর জীব তরিব কেমনে॥ বিষয়ে প্রবেশ চিত্ত করায় নিরন্তর। সতত বিষয় থাকে চিত্তের ভিতর॥ অন্যোন্য সংযোগ হয় ছাড়নে না যায়। কহ পিতা যোগ যুক্তি কি হয় উপায়॥ চিন্তিয়া চাহিল ব্রহ্মা চিত্ত সমাধানে। তত্ত্ব বুঝিয়া ব্রহ্মা রহিল ধেয়ানে॥ সমাধি করিয়া ব্রহ্মা চিন্তিল আমারে। এই যোগ যুক্তি তবে বুঝিবার তরে॥ তবে আমি হংস রূপে দিল দরশন। মুনিগণ কৈল মোর চরণ বন্দন॥ ব্রহ্মা পুছিল তবে সব মুনিগণে। কি নাম ... তুমি হেথা আইলে কি কারণে॥ তত্ত্বজ্ঞান তবে মুনিগণে জিজ্ঞাসিল। তার বাক্য শুনিয়া উত্তর আমি দিল॥ বস্তুগণে আত্মা নহে নানাকারে। কি রূপে ঈশ্বর প্রশ্ন ঘটিল তোমারে॥ পঞ্চভূত বিরচিত সব সব কায়। কে তুমি বল ঘটে কেমন উপায়॥ কেবল আরম্ভ মাত্র ... কারণ। কে তুমি পুছিলে ব্যর্থ না হয় ঘটন॥ দেখি শুনি যত ... শ্রবণ নয়নে। বুদ্ধি মন লয় যত ইন্দ্রিয় বচনে॥ আমা হৈতে ... কিছু সব নহে সত্য। সর্ব্বময় প্রভু আমি এই মাত্র সত্য॥ বিষয় প্রবেশে চিত্ত নষ্ট হৈয়া যায়। বিষয় সেবিতে চিত্ত বিষময় হয়॥ বিষয় ... চিত্ত গুণময় হয়। গুণে হৈতে অহঙ্কার মনে উপজয়॥ যে জন ... হয় দুই পরিহরে। কদাচিত চিত্ত সঙ্গি বিষয় না করে॥ তিন ... সত্য জীব সর্ব্ব ঠাঞি থাকে। সর্ব্বত্রে সমান জীব সাক্ষি রূপে দে... যদি বা জীবের হয় অনাদি বন্ধন। মায়াগুণ বিচলিত দেহের কারণ॥ আমাতে থাকিবে চিত্ত করিয়া নিশ্চল। বিষয় বাসনা চিত্তে ...

সকল ॥ জীবের সংসার বন্ধ ব্যর্থ অহঙ্কারে। অকারণে ভ্রমে জীব এ ঘোর সংসারে ॥ আমাতে ধরিব চিত্ত সে হয় পণ্ডিত। ত্যজিব সংসার চিন্তা স্থির করি চিত ॥ যাবৎ চিত্তের থাকে বিবিধ ভরম। জানিতেহ তাবত না জানে দুঃখগণ ॥ এবোধ বুঝিয়া চিত্ত কর বিস্মরিত। দিনেহ সুখ দুঃখ ত্যজিব বিশেষ ॥ সাধু মুখরিত জ্ঞানখড়্গ ধরি। চিত্তের জড়িমা ত্রুটি ফেলিব দূর করি ॥ চিত্তগত বিষয় সকল যত ত্যজ। একান্ত ভকতি করি সবে আমা ভজ ॥ জগৎ দেখিহ তুমি মনের বিলাস। কেবল ভরম মাত্র তড়িৎ প্রকাশ ॥ অভিমান বিনোদ অলস স্বরূপ। জ্ঞানময় এক ব্রহ্ম ধরে নানা রূপ ॥ অনিত্য সংসার মাত্র চিত্তে অনুমান। সব ঠাঞি হৈতে দৃষ্টি নিবারিয়া আন ॥ অনন্ত বাসনা সব তৃষ্ণা পরিহর। নিজ সুখে পূর্ণ হৈয়া আনন্দে বিহর ॥ ভক্তিরস মত্তাসক্ত সিদ্ধ ঋষিগণে। আছে দেহে নিজ দেহে না দেখে নয়নে ॥ অদৃষ্টে মিলয়ে দেহ অদৃষ্টে সঞ্চরে। জ্ঞানযোগে যোগীগণ বিচার না করে ॥ ভক্তি মদিরা করি পানে ঘূর্ণিত নয়নে। আছে নাহি নিজ ধাম একুই না জানে ॥ এইরূপে যোগী পূর্ণ যোগ জ্ঞানরসে। সুখময় সিন্ধুজলে নিরবধি ভাসে ॥ তুমি সব সনকাদি ব্রহ্মার নন্দন। কহিল পরম গুহ্য জীবের লক্ষণ ॥ আমার লাগি সে মাত্র সে সর্ব্বময় পতি। সাক্ষি রূপ দৃষ্ট কিম্বা সত্তা স্বরূপতি ॥ এই কহিবার তরে কৈল আগমন। পরম আশ্রয় আমি কহিল কারণ ॥ জগতের গতি পতি জীবের আধার। সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ ত্রিগুণ আকার ॥ সকলের আত্মা আমি প্রিয় হিতকারি। নিরপেক্ষ নির্গুণ অনন্ত রূপ ধারি ॥ অষ্ট ঐশ্বর্য্য অষ্ট সিদ্ধ অষ্ট মহানিধি। সব শক্তি সর্ব্ব গুণে ভজে নিরবধি ॥ সবেই আমাকে ভজে আমার কিঙ্কর। তথাপি কাহার আমি নহি নিজ পর ॥ তুমি সব সনকাদি ব্রহ্মার কুমার। তেকারণে হংসরূপে কৈল অবতার ॥ কহিল পরম যোগ দৃঢ় করি ধর। তুমি সব লোকে গিয়া পর্য্যটন কর ॥ আমার বচন শুনি ব্রহ্মার নন্দন। সনকাদি আদি মুনি যোগ পরায়ণ ॥ আনন্দিত হৈল সব খণ্ডিল সংশয়। স্তুতি ভক্তি করি সব পূজিল অতিশয় ॥ ব্রহ্মার সাক্ষাতে আমি কৈনু অন্তর্দ্ধান। তবে আপনি আমি চলিনু নিজ ধাম ॥ কহিল তোমারে যাহা যোগ আত্ম কথা। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস গাঁথা ॥ ১৪ ॥

উদ্ধবে পুছিল তবে করিতে নির্ণয়। কতহ মুক্তি লক্ষণ কহ ধর্ম্মময় ॥ নানা মোক্ষ ধর্ম্ম কহে বেদবাদীগণে। কিবা এক মুখ কিবা সকল প্রে-

ক্রীত ॥ তার পাছেং আমি সতত বেড়াই। কোন মতে তার যেন দর-শন পাই ॥ অকিঞ্চন সম চিত্তবৎসল মহান্ত। জিত কাম জিত প্রেম কেবল নিতান্ত ॥ ইহা সবায় আমার নিজ সুখ অনুভায়। আনে কি তাহার তত্ত্ব বিচারিলে পায় ॥ যার তত্ত্ব অনুভাব সেই মাত্র জানে। কহনে না যায় সে যে, অন্যের বয়ানে ॥ মোর ভক্ত হয় যদি বিষয় বাধিত। অজিত ইন্দ্রিয় দোষে মতি বিচলিত ॥ তবু তাতে বিষয় সাধিতে নাই পারে। মোর ভক্ত ভক্তিরসে আনন্দে বিহরে ॥ জলন্ত অনলে যেন কাষ্ঠরাশিচয়। তেন মতে ভক্ত করে সর্ব্ব পাপ ক্ষয় ॥ গুহ্য কথা কহি শুন উদ্ধব তোমারে। সাঙ্খ্যযোগে বশ মোরে করিতে না পারে ॥ দান ব্রত তপ ত্যাগ স্বধর্ম্ম আচার। ইহাতে না পারে মোরে বশ করি-বার ॥ ভকতের বশ আমি ভকতি কারণে। অন্য মোরে বান্ধিতে না পারে ভক্ত বিনে ॥ ভকতে বান্ধিতে মোরে পারে ভক্তিরসে। মোর নিত্য ভক্তি হৈলে হরে জন্ম দোষে ॥ শ্বপাক চণ্ডাল পাপমতি যে দুরাচারে। দয়া সত্যযুত ধর্ম্ম তপ বিদ্যাধরে ॥ ভকতি বিহীন জন পবি-ত্রাণ করে। অপবিত্র দ্বার পুর্য্য গোময় দেই ঘরে ॥ নয়নে আনন্দজল অঙ্গ পুলকিত। আমাতে রাখিয়া মন স্থির করে চিত ॥ এসব লক্ষণ বিনা ভকতি না হয়। ভক্তি বিনে মন শুদ্ধ কভু নাহি হয় ॥ ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে গায় উচ্চৈঃস্বরে। উনমত্তবত নাচে লাজ পরিহরে ॥ ভক্তির লক্ষণ মোর এই সব ধরি। নাচে ক্ষণে হাসে কান্দে পুনঃ প্রেম ধরি ॥ মোর ভক্তজন করে জগত পবিত্র। হেম মলা ছাড়ে যেন অনলে পুড়িয়া পুনঃ পুড়ি যদি নিজ রূপ ধরে। এইরূপে ভক্তিযোগ পুড়িতে আ-মারে ॥ চিত্তগত অশেষ বাসনা দূর করে। পরকালে যায় তবে আ-মার মন্দিরে ॥ মোর পুণ্য গুণকথা শ্রবণ কীর্ত্তনে। যত যত দূর হয় অন্তর শোধনে ॥ ততোধিক সূক্ষ্ম বস্তু পরমার্থ দেখে। চক্ষুর নির্ম্মল যেনো অঞ্জন সংযোগে ॥ বিষয় প্রবেশ চিত্ত বিষয় যেখানে। সর্ব্ব ভাবে ভজ মোরে চিত্ত সমাধানে ॥ এমত্ত স্ত্রিসঙ্গ সনে সঙ্গ পরিহরি। চিন্ত আমারে সব চিন্তা পরিহরি ॥ বিরল কুশল স্থানে করিহ আসন আমার মধুর মূর্ত্তি করিহ চিন্তন ॥ স্ত্রীসঙ্গ স্ত্রীসঙ্গি সনে সঙ্গ যদি হয় অন্য সঙ্গে সংসারেতে বন্ধন না হয় ॥ উদ্ধব পুছিল তবে ত্রিজগতনাথ কি রূপে তোমার ধ্যান জগত বিখ্যাত ॥ ভক্তবৎসল শতপত্র বিলো-চন। ধ্যান যোগ কহ যাহা চিন্তে মুনিগণ ॥ কি রূপে চিন্তিব নাথ নি

মোরে করিয়া নির্ণয় ॥ শুনিয়া উত্তর তবে দিল ভগবান। কহিব সকল সিদ্ধি কর অবধান ॥ অষ্টাদশ সিদ্ধি কহে যোগী সিদ্ধিগণে। অষ্ট সিদ্ধি তাহাতে প্রধান করি মানে ॥ অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি মুক্তির লক্ষণা। আর দশ সিদ্ধি তাতে জানিব শত গুণা ॥ যোগীগণ সাধেন যোগ ধারণ ধেয়ানে। ভক্তগণ সাধে ভক্তি শ্রবণ কীর্ত্তনে ॥ সর্ব্ব যোগ সিদ্ধি তার হৈল সেই কালে। ভক্তজনের কি কায দুর্লভ সংসারে ॥ বিঘ্ন হেতু কেবল জানিহ সিদ্ধিগণ। জ্ঞান যোগে ভক্তি যোগে বিরুদ্ধ কারণ ॥ সিদ্ধিপথে ভকতের ব্যর্থ কাল যায়। ভক্তি যোগে জ্ঞান যোগে সর্ব্ব সিদ্ধি পায় ॥ সর্ব্ব সিদ্ধ হেতু আমি প্রভু শক্তি পতি। সর্ব্ব যোগ ধর্ম্ম সিদ্ধি আমাতে উৎপত্তি ॥ আমি সাঙ্খ্যযোগ ধর্ম্ম আমি সর্ব্ব মন্ত্র। অন্তর বাহিরে আমি সবার আশ্রয় ॥ সকলের আত্মা আমি সর্ব্বভূতে বসি। সর্ব্ব সিদ্ধি হেতু আমি সর্ব্ব গুণরাশি ॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস ভাষা। সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজি ভাই কৃষ্ণ ধর আশা ॥ ১৬ ॥

উদ্ধব জিজ্ঞাসে তবে বিনয় বচনে। এক নিবেদন নাথ করি যে চরণে ॥ তুমি সে পরম ব্রহ্ম অনাদি নিধন। বিশ্ব উৎপত্তি স্থিতি প্রলয় পালন ॥ সর্ব্বভূতে সদা তুমি ত্রিভুবন পতি। বুঝিতে না পারে তোমার আহার আকৃতি ॥ ভকতি করিয়া নাথ মহাঋষিগণে। তোমার পদার বিন্দে ভজে যে যে স্থানে ॥ উপাসনা করিয়া যে মুক্তিপদ লভে। সর্ব্ব ভূতে বৈস তুমি প্রভু গূঢ় রূপে ॥ তুমি সব দেখ কেহ না দেখে তোমারে। তোমার মায়ায় নাথ মোহিত সংসারে ॥ দশ দিগ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আকাশে। তোমার বিভূতি নাথ যথা তথা বৈসে ॥ কহিবে সকল মোরে করিয়া বিস্তার। তীর্থ লভ্য পদযুগ মোর নমস্কার ॥ হাসিয়া উত্তর তবে দিল গদাধর। ভাল জিজ্ঞাসিলে তুমি ভকত শেখর ॥ রিপুগণ সনে হৈল তুমুল সমর। অর্জ্জুন বুঝাইল তাতে রণ ভয়ঙ্কর ॥ জ্ঞাতি বধ দেখিয়া অর্জ্জুন তরাসিল। রণ ছাড়ি মহাবীর চিন্তিয়া বসিল ॥ অর্জ্জুনে বুঝাইল আমি জ্ঞান উপদেশে। বুঝিয়া অর্জ্জুন তবে আমারে জিজ্ঞাসে ॥ এই জিজ্ঞাসিল তবে ভূপতি বিস্তারে। এখনে কহিল আমি রণের মাঝারে ॥ এখনে কহিব তাহা তোমা বিদ্যমানে। বিভূতি বিস্তার তুমি শুন সাবধানে ॥ সকলের আত্মা আমি সুহৃদ ঈশ্বর। সর্ব্ব তত্ত্বময় আমি প্রকৃতির পর ॥ আমা হৈতে উৎপত্তি প্রলয় পালন। আমি গতি পতি কাল সংহার কারণ ॥ সত্ত্ব রজঃ তমো আদি পুরুষ প্রকৃতি

জগৎ কারণ সূত্র মহত্তত্ত্ব প্রতি ॥ সূক্ষ্ম মধ্যে জীব সূক্ষ্ম মধ্যে মন। বেদ মধ্যে ব্রহ্মা আমি জগৎ কারণ ॥ চন্দ্রগণ মধ্যে আমি সাক্ষাৎ ওঙ্কার। ছন্দ মধ্যে ত্রিপদী আমি দেব মধ্যে পুরন্দর ॥ আদিত্যের মধ্যে আমি নাম দিনকর। নীল লোহিত আমি রুদ্রগণ মাঝে ॥ ব্রহ্ম ঋষিগণ মাঝে ভৃগু মুনিরাজে ॥ রাজ ঋষিগণ মাঝে মনু অবতার। দেবঋষিগণ মাঝে নারদ কুমার ॥ ধেনুগণ মধ্যে আমি নামে কপিলিনী। সিদ্ধগণ মধ্যে আমি কপিল মহামুনি ॥ পক্ষগণ মাঝে আমি গরুড় খগপতি। প্রজাপতিগণ মাঝে দক্ষ প্রজাপতি ॥ পিতৃগণ মাঝে আমি পুরুষ নাম ধরি। যক্ষগণ মাঝে প্রহ্লাদ দৈত্য অধিকারী। নক্ষত্রগণ মাঝে দেব শশধর। যক্ষগণে যক্ষপতি আমি ধনেশ্বর ॥ গজগণ মাঝে আমি ঐরাবত নামে। বরুণ স্বরূপ আমি জলচরগণে ॥ তেজস্বীর মাঝে আমি সূর্য্য দিনকর। মনুষ্যের মাঝে আমি নৃপরূপধর ॥ অশ্বগণ মাঝে আমি উচ্চৈঃশ্রবা নাম। ধাতুগণ মাঝে আমি কাঞ্চন প্রধান। যম ধর্ম্মরাজ আমি সংহারক মাঝে। সর্পগণে আমি সে বাসুকি সর্পরাজে ॥ সাক্ষাতে বাসুকী আমি নাগরাজগণে। পশুগণ মধ্যে ধরি সিংহ নামে ॥ আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থ নামে বাস। বর্ণ মধ্যে দ্বিজব্রাহ্মণ করি পরকাশ ॥ তীর্থ মধ্যে গঙ্গা আমি সিন্ধু সরোবর। অস্ত্র মধ্যে বজ্ররূপে ধরি কলেবর ॥ ধনুর্দ্ধর মধ্যে আমি শিব ত্রিপুরারি। শৃঙ্গ মধ্যে আপনি সুমেরু রূপ ধরি ॥ গিরিগণ মধ্যে আমি হিমালয় গিরি। বৃক্ষগণ মাঝে আপনি অশ্বত্থ রূপ ধরি ॥ ঔষধের মধ্যে আমি প্রসিদ্ধ রূপ। পুরোহিত মধ্যে আমি বশিষ্ঠ স্বরূপ ॥ ব্রহ্মবাদীগণে আমি বৃহস্পতি নামে। কার্ত্তিক কুমার দেব সেনাপতি নামে ॥ শ্রেষ্ঠ মধ্যে আপনি দেব ভগবান। যজ্ঞ মধ্যে ধরি আমি ব্রহ্ম যজ্ঞ নাম ॥ অহিংসা রূপ নামে ব্রত মধ্যে ধরি। যোগ মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান রূপে অবতরি। উত্তরূপা নারী আমি স্ত্রীগণের মাঝে। পুরুষের মধ্যে আমি স্বয়ম্ভু মনুরাজে ॥ মুনিগণ মধ্যে আমি নর নারায়ণ নামে। সনৎকুমার আমি হই ব্রহ্মচারিগণে ॥ ধর্ম্মগণ মধ্যে আমি সন্ন্যাস স্বরূপ। গুহ্যগণ মধ্যে আমি ধরি দৈত্য রূপ ॥ কাল মধ্যে বৎসর বসন্তঋতুগণে। রত্নরূপ ধরি বসি সর্ব্বজনে ॥ আকাশের শব্দ যেন চন্দ্র সূর্য্য প্রভা। তেজস্বীর তেজ আমি নক্ষত্রের আভা ॥ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমি বলি দৈত্যের। বীর মধ্যে আমি সে অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ॥ গুণগণের মধ্যে আমি

সগুণ ঈশ্বর। প্রত্যক্ষে বসি আমি সর্ব্ব গুণধর॥ স্থূল সূক্ষ্ম কিছু আর নাহি আমা বিনে। কে বুঝে আমার লীলা এতিন ভুবনে॥ সূক্ষ্ম রায় গাত্র কালে পারি গণিবার। আমার বিভূতি গণে শকতি কাহার॥ কহিল বিভূতি বাছা তোমারে বিস্তার। সকল দেখিও বাছা মনের বিকার॥ মাস মধ্যে আমি মাস অগ্রহায়ণ নামে। নক্ষত্রের মধ্যে আমি অভিজিৎ নামে॥ যুগ মধ্যে সত্যযুগ আমি ভগবান। বীর মধ্যে আমি অর্জ্জুন প্রবল রূপ নাম॥ কবি মধ্যে সত্যবতী সুত ব্যাসমুনি। ভক্তি মধ্যে উৎকল রূপ ধরি আমি। কপিগণ মধ্যে হনুমান রূপ আমি॥ বিদ্যাধরগণ মধ্যে সুদর্শন নাম। রত্ন মধ্যে পদ্মরাগ রত্নের প্রধান॥ ঘাস মধ্যে কুশ আমি দ্রব্য মধ্যে ঘৃত। ছল গ্রহ রূপ আমি কৈতব বিদিত॥ সত্যবন্ত গুণ মধ্যে সত্যরূপ বসি। বলবন্ত মধ্যে আমি বল রূপে আছি॥ গন্ধর্ব্বের মধ্যে আমি বিশ্ববসু নাম ধরি। অপ্সরা গণন মধ্যে আমি পূর্ব্ব চিত্রনারী॥ গন্ধ ঘ্রাণ রূপে আমি দেখিয়ে বিনাশ। এ সকল দেখি মনের প্রকাশ॥ বুদ্ধি বাক্য ছাড় তুমি এমন পবন। আপনে আপন ছাড় এ সব কল্পন॥ বাক্য মান ছাড় তুমি সর্ব্ব ধর্ম্ম তেজ। একান্ত ভকতি করি সবে আমা ভজ॥ শান্ত হয়্যা রহ তুমি না চিন্তিহ আর। এবে তুমি হৈবে ঘোর সংসারের পার॥ শ্রীযুত গদাধর বীর শিরোমণি শ্রীভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী॥ ১৭॥

পয়ার। ভকতি মহিমা শুনি উদ্ধব সুমতি। ভাবে গদ গদ বাণী পুলক শকতি॥ ভকতি লক্ষণ ধর্ম্ম বুঝিবার তরে। বৈষ্ণবের ধর্ম্ম পুছিল চরণ কমলে॥ কহ দেব দেবনাথ রাজীবলোচন। মুক্তিপদ দেহ প্রভু লইনু শরণ॥ যে তুমি কহিলে ধর্ম্ম কহিবে স্বরূপ। কহ নাথ অচ্যুত সে সব অপরূপ॥ পূর্ব্বে পরম ধর্ম্ম সনকাদির স্থানে। হংসরূপ ধরি তুমি কহিলে আপনে॥ এখনে সে ধর্ম্ম নষ্ট হৈল চিরকালে। তোমা বিনে কে আর কহিব ক্ষিতিতলে॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম কর্ত্তা বক্তা নাহি তোমা বিনে। বিবুধ সভায় কিবা ব্রহ্মার সদনে॥ ধর্ম্ম কর্ত্তা বক্তা তুমি তেজিলে মেদিনী। কে আর কহিবে লোকে ধর্ম্ম তত্ত্ববাণী॥ সর্ব্ব ধর্ম্ম জান তুমি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। সর্ব্ব লোক গতি পতি সবার ঈশ্বর॥ নিজ ভৃত্য দুঃখ দূর করিত বাণী শুনি। কহিতে লাগিলা ধর্ম্ম প্রভু চক্রপাণি॥ ধর্ম্ম যত কর্ম্ম তুমি পুছিলে মহামতি। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কহি কর অবগতি॥ সত্যযুগে ওঙ্কার আছিল আমার। হংসরূপে কৈল আমি যুগ অবতার॥ কেবল ওঙ্কারে

দেব আছিল যখনে। বৃষরূপ ধর্ম তবে আছিলা আপনে॥ তখন আছিল সর্ব লোক ধর্মপর। তপ করি আমাকে ভজিত নিরন্তর॥ ত্রেতাযুগে জনমিল হৃদয় আমার। বেদ বিদ্যা যাহা হৈতে হৈল প্রচার॥ ত্রেতাযুগে যজ্ঞরূপে ছিলাম আপনে। চারি বর্ণ আশ্রম জন্মিল চারি স্থানে॥ বাহুযুগে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হৈল মুখে। উরে বৈশ্য জনমিল শূদ্র পদযুগে॥ বিরাট বিগ্রহ আমি পুরুষ পুরাণ। আমা হৈতে সকল আচার উপাদান॥ গৃহাশ্রম জনমিল যখনে আমার। ব্রহ্মচর্য্য হৃদয় কমলে প্রচার॥ বক্ষস্থলে আমার জন্মিব বনবাসি। জন্মিব উদ্ধব তবে মস্তকে সন্ন্যাসী॥ সর্ব বর্ণ সর্বাশ্রম ভিন্ন ভিন্ন জাতি। জন্মভূমি অনুসারে সবার প্রকৃতি॥ উত্তমের সঙ্গে হয় উত্তম আচার। নীচ জনের সঙ্গে হয় নীচ ব্যবহার॥ শম দম ব্রহ্মচর্য্য আমার ভকতি। ক্ষমা দয়া সত্যশীল অকুটিল মতি॥ ব্রাহ্মণ সবার বৎস যে সব লক্ষণ। ক্ষত্রিয় লক্ষণ তবে কহিব এখন॥ তেজ বল ঐশ্বর্য্য তিতিক্ষা উদ্যম। শৌর্য্য বীর্য্য দ্বিজ ভক্তি ঐশ্বর্য্য বিক্রম॥ এই সব ক্ষত্রিয় কুলের ধর্ম নীতি হয়। বৈশ্য কুলের ধর্ম কহি শুন মহাশয়॥ দান নিষ্ঠা বিপ্র সেবা দম্ভ বিবর্জ্জিত। অর্থ উপার্জ্জন নিত্য ধন সুরক্ষিত॥ বৈশ্য কুলের এই ধর্ম শূদ্র ধর্ম কহি। শূদ্র কুলের ধর্ম নাহি বিপ্রসেবা বহি॥ বিপ্র সেবা দেব সেবা না করিব মায়া। এই শূদ্র লক্ষণ করিব জীবে দয়া॥ দম্ভ মান কাম ক্রোধ অসত্য ভাষণ। বিরোধ কোন্দল বাদ আচার লক্ষণ॥ পরহিংসা পরবাদ নিন্দা পরিবাদ। অন্য যে পতিত জনে এ সব প্রমাদ॥ কাম ক্রোধ দম্ভ মান হিংসা বিবর্জ্জিত। সত্যবাদি প্রীয় ভাষা সর্ব্বভূতে হিত॥ ব্রহ্মময় দীক্ষা হৈল বেদ মন্ত্র সার। ব্রহ্মমন্ত্র গায়ত্রী লভিব গুরু মুখে। গুরুকুলে ব্রাহ্মণ বসিব নিজ সুখে॥ গুরু সন্নিধানে বেদ পড়িব ব্রাহ্মণ। তিন কাল ধর্ম কর্ম ত্রিসন্ধ্যা সেবন॥ দণ্ড কমণ্ডলু করে অজিন মেখলা। মলিন বসন দণ্ড করে অক্ষমালা॥ মন্ত্র জাপ্য পূজা হোম বর্জ্জন ভোজন। নিয়ম আচরিয়া কর্ম করিব ব্রাহ্মণ॥ কক্ষ শিশ্নগত লোম নখ কেশ ছেদন। ব্রহ্মচারী বীর্য্যপাত কভু না করিব॥ যদি কদাচিত বীর্য্য খসায় স্বপনে। যত্নেতে ইন্দ্রিয় স্থান করিব তখনে॥ জপিব গায়ত্রী মন্ত্র সূর্য্য দরশনে। গুরু ব্রাহ্মণ সেবা করিব যতনে॥ গো ব্রাহ্মণ দ্বিজ মুনি করিব সেবন। ত্রিকাল জপিব মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা বন্দন॥ সাক্ষাত ঈশ্বর হেন গুরুকে দেখিব। গুরু দেহে নর বুদ্ধি কভু না করিব॥ সর্ব্ব দেব ময় গুরু রূপে ভগবান। গুরু দেহে না করিব মনুষ্য গেয়ান॥ নিতি নিতি ভিক্ষা মাগি

[illegible]ত্রিক । নীচ সেবা নবে না করিব কদাচিত ॥ ক্ষত্রিয় আপদ কালে বৈশ্যবৃত্তি করি । আপদে পড়িলে কিবা বিপ্র রূপ ধরি ॥ নীচ সেবা না করিব ক্ষত্রিয় প্রধান । বৈশ্য যে আপদে শূদ্রবৃত্তি বিধান ॥ আপদে পড়িলে শূদ্র বেতন করিয়া । নীচ কর্ম আচরিব বিপদ তরিয়া ॥ বর্ণ ধর্ম এই কহিল সংক্ষেপে । যে ধর্ম করিয়া লোক তরিব যে রূপে ॥ কাহো আশা না করিব বুদ্ধিমান । কুলধর্মে বন্ধু মধ্যে হৈবে সাবধান ॥ দেখি শুনি সকল ঈশ্বর হেন জানি । মিথ্যা হেন সকল জানিব অনুমানি ॥ পুত্র দার বন্ধু সঙ্গে পথিকের সঙ্গ । তিলেকেই মিলে সব তিলেকেই ভঙ্গ ॥ স্বপনে দেখয়ে যেন নানা চমৎকার । এইরূপ জান তুমি সকল সংসার ॥ এই বিমরিষ করি চিত্ত কর স্থির । অসত্য সকল জান অসত্য শরীর ॥ অতিথি সমান তুমি গৃহে কর বাস । ধন পুত্র সকল তিলেকে হয় নাশ ॥ মোহে না করিহ ধন পুত্র পাইয়া । অহঙ্কার না করিহ সব দেব মায়া ॥ গৃহধর্ম সাধিব সকল যজ্ঞ দান । ভক্তিভাবে আমাকে ভজিব মতিমান ॥ এইমতে গৃহ বাস নিব কত কাল । তবে বনবাসে বিপ্র করিব সঞ্চার ॥ পুত্রবান হয় যদি করিব সন্ন্যাস । যাবৎ দূরে হয় চিত্ত পরকাশ ॥ গৃহে দৃঢ় চিত্ত যার নির্বন্ধ হৃদয় । ধন পুত্র করিয়া আকুল অতিশয় ॥ স্ত্রীজিত মূঢ়মতি কৃপণ বঞ্চিত । [illegible] মার করি স্নেহ হয়ত মোহিত ॥ বালক তনয় মোর বৃদ্ধ পিতা মাতা কেমনে বঞ্চিব মোর দুঃখিনী বনিতা ॥ এইরূপে দুরাশয় আকুল হৃদয় ছাড়িতে না পারে চিন্তা বাড়ে অতিশয় ॥ পুত্র দার ধেয়ানেতে চিত্ত নিরন্তর । এই রূপে গৃহে মরে গৃহস্থ দুর্মতি ॥ মরে থাকি মরিয়া নরক ভোগ করে । নিরন্তর ভ্রমে লোক এঘোর সংসারে ॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুর বাণী । কৃষ্ণগুণ সুধাময় প্রেমতরঙ্গিণী ॥ ১৮ ॥

বানপ্রস্থ ধর্ম কহি সন্ন্যাস লক্ষণ । সাবধানে শুন সব ধর্ম পরায়ণ ॥ [illegible] বনে প্রবেশিবে বিপ্র মতিমান । পুত্র ভার্য্যা সমর্পিয়া করিব পয়ান ॥ [illegible]কে বিপ্র ভার্য্যা লৈয়া চলিব আপনে । দুই ভাগ পরমায়ু থাকিতে [illegible]নে ॥ বন মূল ফল পত্র করিব আহার । গাছের বাকল কিবা পরে [illegible]ল ॥ তৃণপত্রে শয়ন করিব বনবাসি । নখ লোম না ত্যজিব [illegible] [illegible]রি ॥ দন্ত না মাজিব বিপ্র না খাইব রজে । ত্রিকাল করিব স্না[illegible] [illegible]কালে ॥ গ্রীষ্মে পঞ্চ অগ্নি করি সহিব সন্তাপ । বরিষাকালেতে [illegible] ধারাবৃষ্টি পাতু ॥ আকণ্ঠ পুরিয়া জলে শীতকালে রহি । তপ করে [illegible] নানা তাপ সহি ॥ অগ্নিপাক না খাইব বনপক্ক করিয়া । পাথরে

কুটিয়া কিবা খাইব দন্তে ছিণ্ডি ॥ আপনে আপন কর্ম্ম করিব সকল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মনে নহিব বিকল ॥ যাচিয়াত দ্রব্য দিলে না লইব বন-বাসি। ফল মূল খাইব সকল কর্ম্মরাশি ॥ অগ্নিহোত্র চতুর্ম্মাস্য পৌর্ণমাসী সাধি। বনবাসে আমাকে ভজিব নিরবধি ॥ এইরূপে তপ করি ভজিব নিরন্তরে। এইরূপে তপ করি ভজিব আমারে ॥ ঋষিলোক যায় তবে সব্য তপ বলে। নিরবধি আমাকে চিন্তিব মনে মনে ॥ যদি তপ করিতে জন্মিব দুঃখ শোক। জরা পরবেশ কৈল জন্মিল রোগ ॥ যোগ বলে আগুনি জ্বালিয়া কলেবরে। পুড়িয়া শরীর তবে যায় বিষ্ণুপুরে ॥ দৈবক্রমে বৈরাগ্য যদি ভাগ্য বশে হয়। ইহলোকে পরলোকে দেখে দুঃখময় ॥ সন্ন্যাস করিয়া তবে ত্যজিয়া সকল। গুরু উপদেশ লৈয়া চলিব সত্বর ॥ আচার্য্য করিয়া বিপ্র সর্ব্বস্ব দক্ষিণা। নিরপেক্ষ হৈয়া সব ত্যজিব বাসনা ॥ হেনকালে দেবগণ স্ত্রীরূপ ধরি। ব্রত ভঙ্গ করি তারা নানা বিঘ্ন করি ॥ আমা সবা লঙ্ঘিয়া চলিব বিষ্ণুপরে। তেকারণে দেবগণ নানা বিঘ্ন করে ॥ তরিব সে সব বিঘ্ন হয়্যা সাবধানে। তত্ত্ব জ্ঞান ধরি দিব চিত্ত সমাধানে ॥ যদি বস্ত্র পরে মুনি নহে দিগাম্বর। কৌপিন বসন মাত্র পরিব বসন ॥ দণ্ড কমণ্ডলু মাত্র ধরিব সন্ন্যাসী। যোগানলে দহিব সকল পাপরাশি ॥ দৃষ্টিপুত পদ আর বস্ত্র পুতজল। বলিব দণ্ডধর সত্য প্রতি বচন ॥ মৌন ব্রত মৌন তপ করিব আচার। জিনিব সকল মন বচন আহার ॥ দণ্ড মাত্র সন্ন্যাসী না হয় দণ্ডধর। জিনিব সকল এক ইন্দ্রিয় সকল ॥ চারি বর্ণ হৈতে ভিক্ষা আনিব মাগিয়া। পতিতজনাচার দুরাচার বিবর্জ্জিয়া ॥ ঘরেং সাত ঘরে ভিক্ষা মাগি লৈব। যে কিছু মিলিব তাহা তুষ্ট হয়্যা নিব ॥ ঘরে জল থাকে যদি গ্রামের বাহিরে। ভিক্ষা লৈয়া তথা মুনি যাইব একেশ্বরে ॥ ভিক্ষা বিবর্জ্জিয়া শেষে করিব ভোজন। একেশ্বর দণ্ড ধরি করিব ভ্রমণ ॥ মুণ্ড মত্তে হৈব সব সঙ্গ বিবর্জ্জিত। আত্ম ক্রীড়া আত্মবত উদার চরিত ॥ বিমল কুশল শিষ্ট বিমল আশয়। অভেদ চিন্তিব সব বিশ্ব ব্রহ্মময় ॥ আপনার বন্ধ লোক দেখিব যেখানে। নিরবধি কৃষ্ণরূপ দেখিব ধেয়ানে ॥ হয় রিপু জিনিব সুকৃতি রসে সুখী। বিমুখি বিমুখ সঙ্গ পর দুঃখে দুঃখী ॥ পুর গ্রাম প্রবেশিব ভিক্ষার কারণে। পুণ্যদেশে ভ্রমণ গমন পুণ্য মনে ॥ পুণ্য তীর্থ নদ নদী দিঘী সরোবর। ভ্রমণ করিব মুনি দিব্য দণ্ডধর ॥ সর্ব্ব স্থানে পিরীতি বর্জ্জিব বুদ্ধিমান। বস্তু বুদ্ধি না করিব এতিন ভুবন ॥ মনে বিচারিব ত্রিভুবন মায়াময়। অনমানে চিত্তগত খণ্ডিব সংশয়।

জ্ঞান নিষ্ঠা ভক্তি নিষ্ঠা যে জন আমার। সব ঠাঞি নিরপেক্ষ বৈরাগ্য
আকার ॥ ত্যজিবা সকল ধর্ম আশ্রম লক্ষণ। যথা তথা নিজ সুখে করি
পর্যটন ॥ কর্ম লেশ নাহি তাতে বিধির অধিকার। মূক বালবত তা-
হার ব্যবহার ॥ সর্ব ধর্ম জানে জড়বৎ হৈয়া রহে। দেখি যেন উনমত্ত
কত কথা কহে ॥ বেদ মত নিন্দা হইব পাষণ্ড। তর্কবাদ বিবাদ বর্জিব
পরিষণ্ড ॥ পক্ষ পক্ষা না করিব কাহার ভাল মন্দ। কার সনে চিত্তসং
না করিব সঙ্গ ॥ উদ্যোগ না করিব কাহার কারণে। প্রেম না বাড়াইব
উদর কারণে ॥ অতি বাদ না করিব কার অপমানে। কার সনে না
করিব বৈরি অপজ্ঞানে ॥ এক আত্মা সর্ব ভূতে বিবিধ কল্পনা। এক
চন্দ্র জলে ভেদ দেখি যেন নানা ॥ না পাইলে অবসাদ না করিব চিত্তে
পাইলে হরিষ মন না করিব চিত্তে ॥ অদৃষ্ট অধীন জীব দৈবে নিয়ো
জিত। দৈব যোগে সুখ দুঃখ মিলে আচম্বিত ॥ উপায় করিব কিছু আ
হার কারণে। দেহের ধারণা হেতু করিব যতনে ॥ দেহ রক্ষা হৈলে
উপজয় তত্ত্ব জ্ঞান। তত্ত্ব পদ হৈলে মুক্তি পদ উপাদান ॥ দৈব যোগে
অন্ন যদি ভাল মন্দ মিলে। তেন বাস তেন শয্যা ভাল মন্দ পাইলে।
দুঃখ না ভাবিব কোন দ্রব্য পাইলে। অদৃষ্ট প্রোক্তনে যখন যেবা ভোগ
মিলে ॥ তাহা পাইয়া তুষ্ট হব মুনি দণ্ডধর। সন্তোষ পরম সুখ জানিবে
কেবল ॥ শৌচ আচমন স্নান বিবিধ বোধ করি। না করে আচার [illegible]
মুনি দণ্ডধারি ॥ ভাল মন্দ দণ্ডধর মুনি না বিচারে। লীলায় ঈশ্বর যেন
নানা কর্ম করে ॥ স্বর্গ বাস সুখ দুঃখ ভোগ পরকালে। এতেক জানিব
যার বৈরাগ্য অন্তরে ॥ জিজ্ঞাসা করিয়া গুরু করিব আশ্রয়। পরিচয়
করিয়া ভজিব অতিশয় ॥ কৃষ্ণ গুরু সেবন জানিব দৃঢ় মনে। শ্রদ্ধা ক[illegible]
গুরু আরাধিব ভক্তিমানে ॥ উপদেশ লৈয়া ভক্তি সাধিব আমার
সেই মুনি হেলায় সংসার হয় পার ॥ যদি না আছয়ে রিপু না জ
জিনে দণ্ডধর। প্রচণ্ড ইন্দ্রিয়গণ পীড়ে নিরন্তর ॥ বিষয় বৈরাগ্য হৈল
জ্ঞান উপশম। দণ্ডধারী জীয়ে মাত্র সন্ন্যাস লক্ষণ ॥ সেই পাপি স
বে কেন অপকার। আপনাকে আপনে হরিল দুরাচার ॥ ইহলোকে
পরলোকে সকলি বিনাশ। বিনাশের হেতু তার কেবল সন্ন্যাস ॥ ভ
ক্ষিলা সন্ন্যাস ধর্ম তপ যোগ শান্তি। বানপ্রস্থ ধর্ম তপ তত্ত্বজ্ঞান চি[illegible]
গৃহস্থ কুলের ধর্ম সর্ব জীব রক্ষা। ব্রহ্মচারী ধর্ম গুরুসেবা ব্রত শিক্ষা
ব্রহ্মচর্য্য তপশৌচ আমার সেবন। ঋতুকালে ধর্মপত্নী করে সম্ভাষণ ॥
শূদ্র কুলের ধর্ম সেবা লক্ষণ। চারি বেদ চারি বর্ণ কৈলে নিরূপণ ॥

ধর্ম্ম করিয়া নিত্য যে ভজে আমারে। সর্ব্বভূতে বসি আমি দেখি চরা-চরে॥ আমার ভজন বিনে যে আর নাহি জানে। ভক্তিযোগ হয় তার আমার চরণে॥ আমি ব্রহ্ম উৎপত্তি প্রলয় পালন। সর্ব্ব লোক গতি গতি সবার জীবন॥ কহিল উদ্ধব আমি যে কিছু পুছিলে। যে রূপে আমাকে পায় ভক্তগণ তরে॥ যার চিত্তে আমা বিনে কিছুই না ধরে সেই সে আমার ভক্ত কহিল তোমারে॥ ভক্তিরস গুরু শ্রীগদাধর জান শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥ ১৯॥

পুনরপি কহে কথা প্রভু ভগবান। শুনহ উদ্ধব তুমি ভকত প্রধান॥ তত্ত্বজ্ঞান হৈতে যার শ্রুতি তত্ত্ব গতি। অনুমান বিচক্ষণ নিরমল মতি॥ মায়া মাত্র সব যদি জানিল সেখানে। সর্ব্ব জ্ঞান সমর্পিব আমার চরণে জ্ঞানের বাঞ্ছিৎ আমি ঈশ্বর প্রধান। আমাকে সভিলে জ্ঞানে নাহি প্রয়োজন॥ স্বর্গ অপবর্গ নাহি বাঞ্ছে আমা বিনে। আমাকে সঙ্গিলে জ্ঞানি পরিহরে জ্ঞানে॥ তীর্থ কর্ম্ম জপ তপ পুণ্য কর্ম্ম যত। এক কলা সম জ্ঞান নাহি প্রিয় যত॥ বুঝিয়া উদ্ধব তুমি জ্ঞানে আমা ভজ। আমাকে ভজিয়া তুমি সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজ॥ জ্ঞানযোগে আমাকে ভজিয়া মুনি-গণে। মুক্ত হৈয়া গেল তারা বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥ যে তুমি উত্তম দেখ ত্রিবিধ প্রকার। এসব অনাদি মায়া কেবল সংসার॥ প্রলয়ে না থাকে কিছু না ছিল পুরুবে। মধ্যকালে আর বিলাস নানা রূপে॥ আদি অন্ত মধ্যে সত্যযুগে মাত্র সত্য। আর সব যত কিছু কিছু নহে তথ্য॥ শুনিয়া উদ্ধব কহে জ্ঞানের মহিমা। জ্ঞান বিচারিলে তবে বৈরাগ্যের সীমা॥ বিশ্বে-শ্বর বিশ্বমূর্ত্তি পুরুষ পুরাণ। ভক্তিযোগ কহ নাথ ভকত প্রধান॥ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান কহে ভকতি লক্ষণ। ভক্তিযোগ কহ যাহা বাঞ্ছে মুনিগণ॥ অসার সংসার পথে মুঞি ত বঞ্চিত। নিরন্তর তাপত্রয়ে কেবল পীড়িত তোমার পদারবিন্দ ছত্র পদতলে। অমৃতের ধারা তাহে বহে নিরন্তরে সবে এই চরণ স্মরণ মোর আশা। এদুঃখ তরিতে আর না খুজি ভরসা॥ কাল সাপে দংশিল সকল কলেবর। ভববন্ধ কূপে আছ মুঞি মূঢ় কেবল শরণবৎসল মোরে কৃপায়ে উদ্ধার। বচন অমৃতে অঙ্গ অভিষেক কর॥ উদ্ধবের বচন শুনিয়া জগন্নাথে। কহিতে লাগিল তবে পুরুষ সাক্ষাতে॥ যুধিষ্ঠির রাজা ছিল ধর্ম্ম কলেবর॥ এই জিজ্ঞাসিল তবে ভীষ্মের গোচর॥ করিল ভারত যুদ্ধ কৈল কুলক্ষয়। জ্ঞাতি বধ ভয়ে রাজা আকুল হৃদয়॥ এই জিজ্ঞাসিল তবে আমা বিদ্যমানে। ভীষ্ম মুখে নানা ধর্ম্ম শুনিয়া শ্রবণে॥ মহাধর্ম্ম জিজ্ঞাসিল ধর্ম্মের নন্দন। সেই ধর্ম্ম কহি শুন মুক্তির

লক্ষণ ॥ ভীষ্ম মুখে শুনিয়া এসব তত্ত্বজ্ঞান। বৈরাগ্য বিজ্ঞান যুক্ত ভক্তির
নিদান ॥ কহিব উদ্ধব যোগ ভীষ্ম মুখরিত। ভক্তি জ্ঞানযুক্ত হঞা স্থির
কর চিত্ত ॥ জগত বিকার তত্ত্ব কহি নানা ভেদ। সবে এক তত্ত্ব মাত্র
জানিবে সাক্ষাৎ ॥ এই সে আমার মত এই তত্ত্ব জ্ঞান। আর যত দেখি
সত্য কিছু নহে আন। জগতের সৃষ্টিপত্তি প্রলয় পালন। জগতের
ভিন্ন তত্ত্ব এক ভগবান ॥ এক হৈতে একের জনম মৃত্যু হয়। এক হৈতে
একের যে কেবল দুঃখ হয় ॥ সব জানিবে মিথ্যা সব মায়াময়।
মধ্যকালে দেখি আদি অন্ত সত্য হয় ॥ আদি অন্ত মধ্যে যার না
দেখি বিনাশ। নিত্যময় সুখ হয় নিত্য পরকাশ ॥ এই সে জানিহ
সত্য আর সব মিছা। জ্ঞানে বিচারিলে যাহা কিছু নহে সাঁচা ॥ শুনিয়া
সাক্ষাতে দেখ কর অনুমান। বিকল্পে কল্পে না সব হয় পরমাণ ॥
কল্পে বিনির্মিত সব কল্পেতে বিনাশ। মায়ায় মোহিত জীব নাহি
জানে আশ ॥ প্রথমে কহিল ভক্তি যোগের মহিমা। পুনরপি
কহিল ধর্ম্ম মুক্তির লক্ষণা ॥ আমার অমৃত কথা শ্রদ্ধা করি শুনে।
আমার কীর্ত্তন মাত্র করে অনুক্ষণে ॥ পূজায়ে একান্ত ভক্তি আদর স্তুতন-
নে। পরিচর্য্যা পরায়ণ সর্ব্বাঙ্গ বন্দনে ॥ আমার কারণে সর্ব্ব ধর্ম্ম বিব-
র্জ্জিত। সুখভোগ পরিত্যাগ ধন বিবর্জ্জিত ॥ জ্ঞান দান তপ হোম
আমার কারণে। আমার কারণে করে আত্ম নিবেদনে ॥ এ সব উ-
পায় ভক্তি যে করে সাধনে। ভক্তিযোগ হয় তার আমার চরণে ॥
কি সিদ্ধি রহিল তার অবশেষ আর। আমার চরণে ভক্তি যোগ হয়
যার ॥ যে জন আমাতে কৈল চিত্ত আরোপণ। ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য
লভিল তত্ক্ষণ ॥ আমার ভকতি করি নানা উপাদান। আত্মতত্ত্ব দর-
শন হয় তত্ত্ব জ্ঞান ॥ বিষয় বৈরাগ্য হয় ভকতি উদয়। অণিমাদি অষ্ট
সিদ্ধি সাক্ষাতে মিলয় ॥ উদ্ধব পুছিল তবে বিনয় বচনে। এই জিজ্ঞাসি
নাথ অভয় চরণে ॥ কত পরকার বল জান সে নিয়ম। কারে সম দম
বল কারে বল মন ॥ ধৃত সত্বকারে বল কারে বল ত্যাগ। নিধন দীক্ষা
কারে বল যজ্ঞভাগ ॥ বিদ্যা লজ্জা শ্রী কারে বলহ ঈশ্বর। সুখ দুঃ
খ কারে বল বন্ধুবর ॥ পথ কুপথ কারে বল মূর্খ পণ্ডিত। ধনাঢ্য
কাহারে বল দারিদ্র দুঃখিত ॥ কেবা বন্ধু কেবা পর ঈশ্বর কৃপণ। কহ
নাথ এই সব মোর নিবেদন ॥ এই সব প্রশ্ন মোর চিত্তের সংশয়। কৃ-
পা করি নাথ কহিবে নির্ণয় ॥ ভৃত্যের বচন শুনি পুরুষ কেশরী। ক-
হিতে লাগিলা তবে সর্ব্ব অধিকারী ॥ সত্যবাণী কিংবা ধৈর্য্য কি দ-

ভেদ লইবার॥ এইমত নাথ মোর চিত্তগত ভ্রম। কর ত্রাণ নাথ মোর ভ্রম উপশম॥ উদ্ধবের বচন শুনিয়া ভগবান। কহিতে লাগিলা তবে ভ্রম সমাধান॥ লোক পরিত্রাণ হেতু তিন যোগ কহি। ধর্ম্মযোগ জ্ঞান যোগ ভক্তিযোগ যেহি॥ উপায় না দেখি আর সংসার তারণে। তেকারণে তিন যোগ কহিলে আপনে॥ কর্ম্মন্যাস করিয়া নির্ভিন্ন হয়ে থাকে সবে মাত্র এই অধিকার কর্ম্মযোগে॥ নির্ভিন্ন না হয় কাম যোগ গতি চিত্ত। তার হেতু কর্ম্মযোগ বেদ বিনির্ম্মিত॥ কিঞ্চিৎ বৈরাগ্য মাত্র ভিন্ন নাহি হয়। সুখভোগ গত চিত্ত হয় অতিশয়॥ মহাভাগ্যোদয় হয় যখনে যাহার। শ্রদ্ধা মাত্র করে কথা শ্রবণ আমার॥ ভক্তিযোগ হয় তার ছাড়ে ভবভয়। কর্ম্মবন্ধ নহে আর সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥ বিষয় বৈরাগ্য যার নহে যত কাল। তাবত করিবেসেই লোক আচার॥ আমার অমৃত কথাশ্রবণ কথনে। শ্রদ্ধা নাহি যাবত জনমে যত দিনে॥ তাবৎ করিব কর্ম্ম সেই সুনিশ্চিত। তিন লোক অধিকার এ তিন বঞ্চিত॥ স্বধর্ম্ম করিয়া লীলা করি জনে জনে। সর্ব্ব ফল ত্যজিয়া করে আমাকে শরণে॥ স্বর্গ নরক দুই সে জন না যায়। যদি কদাচিত মন বিকর্ম্মে না ধায়॥ এই দেহে সর্ব্ব সিদ্ধি হয় উপাদান। ভক্তিযোগ আর বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান॥ নর দেহ বাঞ্ছা করে স্বর্গবাসীগণে। নারকী না তরে দুঃখ নরদেহ বিনে॥ ভক্তি জ্ঞান সাধা যায় নর কলেবরে। স্বর্গবাসী হয়ে মুক্তি সাধিবারে নারে॥ মানুষ জনম পাই সাধিবে ভক্তিযোগ। স্বর্গ নরক মাত্র পুণ্য পাপ উপভোগ॥ তেকারণে পাপ ছাড়ি পুণ্যে দিবে মন। নিরবধি চিন্তিবেক আমার চরণ॥ মহাভাগ্যোদয় হয় যখনে যাহার। শ্রদ্ধা মাত্র করে কথা শ্রবণ আমার॥ ভক্তিযোগ হয় তার ছাড়ে ভবভয়। কর্ম্ম বন্ধ নহে আর সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥ কোন দেহে জন্মে সেই সেই দেহে সুখ যদি আমার নামগুণে না হয় বৈমুখ॥ এ বোল বুঝিয়া বিচক্ষণ মতিমান। স্বর্গ নরক দুই জানিব সমান॥ কেবল ঈশ্বর মায়া মনে বিচারিব। স্বর্গ নরক দুই এক না বাঞ্ছিব॥ মানুষ জনমে না বাঞ্ছিব কদাচিত। দেহ গৃহ সংসার সাগরে নিযোজিত॥ এ বোল বুঝিয়া মৃত্যু যাবত না ঘটে। তাবত করিব মোক্ষ চলি যাই ঝাটে॥ অনিত্য মনুষ্য জন্ম সর্ব্ব সিদ্ধি হেতু। অপার সংসার সিন্ধু পরিত্রাণ হেতু॥ হংস পক্ষী বৃক্ষে ভবরক্ষে করি বাস। যমদূতে কাটিয়া সকল করে নাশ॥ বুঝিয়া ছাড়িব বৃক্ষ হংস মতিমান। নিজ সুখে পরিপূর্ণ নিরমল জ্ঞান॥ রাত্রি দিনে পরমাত্মা কালে মৃত্যু হবে। বুঝিয়া পণ্ডিত জন কপির

অন্তরে ॥ সর্ব্ব সঙ্গ ত্যজিবে সর্ব্ব চেষ্টা পরিহরি। শান্ত হঞা তবে
মন দেহ বুঝি ভারি ॥ সর্ব্ব ফলের শ্রেষ্ঠ নরদেহ ধরি। সবার দুর্লভ
জন্ম নরদেহ ধরি ॥ আমি অনুকূল যার গুরু কর্ণধারে। তবে যদি
তন জীব ভবসিন্ধু পারে ॥ সেই পাপী আত্মঘাতী জানিহ নি-
শ্চয়। ভব-কূপে ঘূর্ণিত অধম পাপাশয় ॥ সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগি
নির্ভয় সংসারে। অল্পে সে চঞ্চল মন রুধিব অন্তরে ॥ যদি
মন সাধিতে না পারে কদাচিত। অনরোধে মন বান্ধি রাখি-
য় পণ্ডিত ॥ মন গতি না ছাড়িব পবন দুয়ারে। জিনিব ইন্দ্রিয় মন
যোগ অহঙ্কারে ॥ সত্ত্বগুণে মন বশ করিব যতনে। এই সে পরম যোগ
জন নিরবধানে ॥ চঞ্চল তুরঙ্গ যেন বুঝি তার মন। অলপে অলপে রাখি
করিবা দমন ॥ এই মতে বশ করি মন দুরাচার। জনম মরণ মাত্র দে-
খন সবার ॥ যাবত চঞ্চল মন নহে পরসন্ন। তাবৎ দেখিব সত্য নহে
ভুবন ॥ গুরু উপদেশে যদি চিত্ত স্থির হৈল। সর্ব্বতে বৈরাগ্য যদি
কেবল জন্মিল ॥ তেজিতে তেজিতে মন ছাড়ে কুবাসনা। স্থির হঞা
কে মন ত্যজিয়া কল্পনা ॥ সংযম নিয়ম দুই যোগপথ সাধি। তত্ত্বজ্ঞানে
মন বশ করি নিরবধি ॥ আমার মধুর মূর্ত্তি করে উপাসনা। শ্রবণ কী-
র্ত্তন আদি অর্চ্চন বন্দনা ॥ এমতে বশ করি মন তুরঙ্গম। আমার
শরণ ধর্ম্ম করিব সঙ্গম ॥ যদি যোগী প্রমাদ নিন্দিত কর্ম্ম করে। দু-
রে শরীরে পাপ তরিবা না তরে ॥ আমার কথায় যার শ্রদ্ধা জন-
মে। সব কর্ম্ম ত্যজিয়া নির্ভয়ে রহিল ॥ যদি বিচারিব কাম ক্রোধ
দুঃখময়। ত্যজিতে না পারে যদি সেই দুঃখ হয় ॥ পিরীতি করিয়া
যদি ভজয়ে আমারে। হৃদয় নির্ম্মল করি শ্রদ্ধা পুরস্কারে ॥ কামভোগ
পরকাল না দেখে দুঃখময়। ভোগমাত্র করে দুঃখ ভাবিয়া হৃদয় ॥ ভক্তি
ভাবে নিরবধি যদি আমা ভজে। তবে আমি রহি তার হৃদয় পঙ্কজে ॥
জগত তাপ তার দুঃখ দূর যায়। সংসার তরিতে তার উত্তম উপায় ॥
আমাকে দেখিলে যে সকল জীবময়। হৃদয়ের গ্রন্থি ছুটে ছাড়ে ভবভয় ॥
সকল কর্ম্ম ক্ষয় তার হয় সর্ব্বক্ষণে। এ বোল বুঝিয়া ভক্তি সাধিব যতনে ॥
আমার ভকত যুত গজি মহাশয়। প্রায় ভক্তিপদে মুক্তি পদ তার হয় ॥
সেকারণে ভক্তি সাধিবে মতিমান। বিনে ভক্তি কোন কর্ম্মে নাহি পরি-
ত্রাণ ॥ নানা কর্ম্ম পুণ্য তপ দান ব্রত সাধি। তত্ত্বজ্ঞানে বৈরাগ্য যতেক
হয় সিদ্ধি ॥ আমার ভকতি যোগ ভকত আমার। সে সকল সিদ্ধি লভে
সুখে হয় পার ॥ স্বর্গ উপভোগ যদি বাঞ্ছে কদাচিত। মোর ভক্তি বিনে

সব বিধি বিড়ম্বিত। আমার ভকতে কিছু বাঞ্ছা নাহি করে। দিলহ সম্পদ আমি দূরে পরিহরে ॥ কেবল সম্পদ আমি দিলেহ না লয়। সব ঠাঞি নিরপেক্ষ উদার আশয় ॥ নিরপেক্ষ নিষ্কাম যে জন মহামতি। সেই সে আমাকে লভে একান্ত ভকতি ॥ একান্ত ভকত হয় যে জন আমার। শুভাশুভ কর্ম্মে তার নাহি অধিকার ॥ আমি যে কহিল পথ সে কর আশ্রয়। সর্ব্বত্র কল্যাণ বিষ্ণুপদে গতি হয় ॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরসবাণী। ভক্তিরস সুগন্ধিত প্রেমতরঙ্গিণী ॥

এই সে আমার পথ ভকতি কারণ। তত্ত্বজ্ঞানে বৈরাগ্য ইহাতে উপসন্ন ॥ এ পথ ত্যজিয়া যে ক্ষুদ্র পথে চলে। চঞ্চল জীবন পায়্যা কাম ভোগ করে ॥ গতাগতি দুঃখ ভোগ হয়ত তাহার। জনম মরণ মাত্র সহে দুঃখ সার ॥ ভক্তিজ্ঞানে গুণ দোষ একই না ধীর। কর্ম্মপথে গুণ দোষ বুঝিয়া বিচারে ॥ যার যে যে অধিকার সেই গুণ করি। নিজ কর্ম্ম বিশেষিয়া করে ব্যবহারি ॥ ধর্ম্ম ব্যবহারের দেহ যেই জন ধরি। আচার করিয়া কর্ম্ম করে ব্যবহারি ॥ ধর্ম্ম আত্মাজনে এই করয়ে আচার। ভক্তি যোগে নাহি তার ধর্ম্ম অধিকার ॥ নানা মত তারা সব বেদবাণী ধরে। সকল সমান দ্রব্য নানা ভেদ করে ॥ পঞ্চভূত দেহ ধরে বিবিধ ভাবনা। লোক ব্যবহার হেতু বিবিধ কল্পনা ॥ দেশ কাল দ্রব্যগত বিচার করিয়া। গুণ দোষ ধরি আমি বিচার করিয়া ॥ কৃষ্ণসার মৃগ দ্বিজ ভক্তিহীন দেশ। সে দেশ বর্জ্জিত যাতে নাহি পুণ্য লেশ ॥ সুপুরুষ বৈসে যথা বৈসে কৃষ্ণসার। পুণ্য দেশে পাপের নাহি অধিকার ॥ ভক্ত বঙ্গ কলিঙ্গ সংস্কার বিবর্জ্জিত। যে দেশে ও সব কর্ম্ম সে দেশ বর্জ্জিত ॥ শুদ্ধাশুদ্ধ করি কর্ম্ম করি শুভকালে। অশুদ্ধ সময়ে যেন ফল নাহি ধরে ॥ শুভকাল পায়্যা কর্ম্ম করে বিচক্ষণ। অশুদ্ধ সময়ে সর্ব্ব কর্ম্ম বিবর্জ্জন ॥ দ্রব্যগত শুদ্ধাশুদ্ধ করিয়া নির্ণয়। শুদ্ধ দ্রব্য দিয়া কর্ম্ম করে শুদ্ধময় ॥ কোন দ্রব্য শুদ্ধ হয় সলিল প্রক্ষালনে। কোন দ্রব্য শুদ্ধ হয় ব্রাহ্মণ বচনে ॥ কোন দ্রব্য শুদ্ধ হয় সংস্কার বিশেষে। অশুদ্ধ জানিব দ্রব্য অশুদ্ধ পরশে ॥ কোন দ্রব্য অশুদ্ধ পতিত পরশনে। কোন দ্রব্য শুদ্ধ হয় অশুদ্ধ বচনে ॥ কোন দ্রব্য কাল শুদ্ধ কালে দুষ্ট হয়। এই মতে শুদ্ধাশুদ্ধ করিয়া নির্ণয় ॥ অশৌচ সময়ে হয় অশুদ্ধ সকল। গ্রহণ সময়ে হয় পবিত্র কেবল ॥ ধান্য তৃণ দারু শুদ্ধ হয় সর্ব্বকালে। অস্থি চর্ম্ম ভূমি শুদ্ধ হয় রবিজালে ॥ রস দ্রব্য ধাতু দ্রব্য শুদ্ধ হুতাশনে। পথ ভূমি শুদ্ধ হয় জল পরশনে ॥ গোবর মার্জ্জনে শুদ্ধ অঙ্গন চত্বর। জল মৃত্তিকায় শুদ্ধ বাহ্য কলেবর ॥

...ন দিন তপস্যা বিধির সংস্কারে। বাহ্য কলেবর শুদ্ধ বিবিধ প্রকারে ॥ আমার শরণে ধীর সুধীর অন্তর। শুদ্ধ হয়্যা কর্ম্ম তবে সাধিব সকল ॥ গুরুমুখে মন্ত্রজ্ঞান মন্ত্রের সাধন। কর্ম্ম শুদ্ধ আমার চরণে সমর্পণ ॥ শুদ্ধ হয়্যা শুদ্ধ দ্রব্য শুদ্ধ কর্ম্ম করে। তবে সে পরম ধর্ম্ম সাধিবারে পারে ॥ শুদ্ধকাল শুদ্ধকর্ম্ম শুদ্ধ দ্রব্য দিয়া। বিচার না করে শুদ্ধ কর্ম্ম শুদ্ধ হয়্যা সেই সে অধর্ম্ম হয় কর্ম্ম বিপরীত। সেই দোষ সেই গুণ কর্ম্ম বিবর্জ্জিত ...সেই দোষ সেই গুণ বিধিযুত হৈলে। গুণ দোষ ধরি বিধি নিয়মের তরে ...দোষ যার যার সহজে আচার। গুণ দোষ নাহি তাতে কুল ব্যব-...র ॥ কর্ম্মদোষে পাতকীর পাতক না হয়। সহজে পাতকী কর্ম্ম করে ...ময় ॥ সহজে পাতকী হীন পতিত চণ্ডাল। পাতক করিতে তাতে ...নে লাগে ভাল ॥ সুরাপান আদি যত নিন্দিত আচার। পাতকীগণ ...কে না ভাবে দুরাচার ॥ পাতকী দেখিয়া যেবা চিত্তেদড়। আ-...ড়ে পাড়িলে যেন না খায় আছাড় ॥ ইহা বুঝি বুধলোক হও নিরন্তর। ...ব তার পাতক হয় বিমোচন ॥ সেই সে পরম ধর্ম্ম দুঃখ নিবারণে। ...র্ণ হইয়া যে করে আমার ভজনে ॥ নিবর্ত্ত না হৈলে কাম বাড়ে ...। কামে তেতে দুই লোকে হয় অগেয়ানে ॥ কাম বাড়াইলে ...ড়ে বিরোধ কোন্দল। কোন্দল জন্মিলে ক্রোধ বাড়ে নিরন্তর। ক্রোধ ... তবে তার চেতন সংহারে। চেতন হরিলে ... কলেবরে ॥ ...এন হয় তার মূর্চ্ছিত সমান। মৃত তুল্য নিজ পর না থাকে ...॥ ব্রহ্ম প্রায় হয় তার যৈন ...কোষ। বিষয় আসক্তে এই সব ...দোষ ॥ যত কর্ম্ম শ্রুতি শুনি কৃত কর্ম্মফল। কর্ম্ম রুচি কেন মাত্র ...নিব কেবল ॥ পরিত্রাণ হেতু কিছু নাহি ফলশ্রুতি। তত্ত্ব না বুঝিয়া ...কহে জড় শ্রুতি ॥ রোগ নিবারণ হেতু ঔষধ যেন খাই। খণ্ড লাড়ু ... যেন ছাওয়াল ভাওাই ॥ এই মতে ফলশ্রুতি মূর্খ বুঝাইতে। প্রবর্ত্ত করায় বেদ মূর্খ চেতাইতে ॥ জনমিয়া লোক সর্ব্ব কামভোগে রত। ...ন হৃদয় ধন সুত দারাগত ॥ অনর্থ কারণ ধন সুত পরিবার। দুঃখে আকুল চিত্ত সহজে সবার ॥ তত্ত্ব পাসরিয়া ফিরে এ ঘোর সং-...রে। সহজেই জ্ঞান চিত্ত কর্ম্মপথে চলে ॥ তবে কেন নিয়োজিত কৈল কর্ম্মপথে। আপনে পণ্ডিত তারা জ্ঞানে বিমোহিতে ॥ পুষ্পফলে শ্রুতি ...র কুসিল বঞ্চিত। কামভোগে মূঢ়মতি করে কুপণ্ডিত ॥ নিজ লোক ... লোক নাহি ভেদ জ্ঞান। এ সব আমাকে নাহি জানে কদাচিত ॥ ...গত প্রভু আমি সাক্ষাতে বিদিত। ভানমাত্র পিরীতি করয়ে বেদ

জড়॥ বিষয় ধেয়ানে চিত্ত আকুল কেবল। আমার সম্মত পথ এই সু-নিশ্চিত। তত্ত্ব না জানিয়া ফল মানে কুপণ্ডিত॥ যদি হিংসা করিবে ছাড়িতে নাহি পারে। তবে পশু হিংসিব কেবল যজ্ঞকালে॥ নহে বা ইহারে কভো আছে কথঞ্চিত। বেদতত্ত্ব না জানিয়া ভ্রমে কুপণ্ডিত॥ পশুবধে কৌতুকে ভ্রমে যে যে জনা। নানা যজ্ঞ করে দেব পিরীতি আ-রাধনা॥ ইহলোক পরলোক স্বপন সমান। দেখিতে শুনিতে যেন প্রিয়া লাগে ভান॥ ইহার কারণে নানা পশু বধ করে। ধনের কারণে নিজ জন পরিহরে॥ রজোগুণে তমোগুণে হয় অচেতনা। ইন্দ্র আদি দেবগণে করে উপাসনা॥ শ্রদ্ধায় না করে চিত্ত আমার ভজনে। নানা সঙ্গ করে দেব পিতৃ আরাধনে॥ এই অনুমান করে চিত্তের ভিতরে এথা থাকি দেব পিতৃ ভজে নিরন্তরে॥ এই পুণ্য স্বর্গভোগ করি[illegible] বেহার। হেথা আসি জনম লভিব আরবার॥ মহাধন মহা পুরী দি[illegible] মহাপুরে। এই মত বিহরিব কত বারে বারে॥ এই পরকারে চি[illegible] ভ্রমে নিরবধি। পুষ্পিত বচনে জনমিল ফল বুদ্ধি॥ কামেতে আ[illegible]কুল চিত্ত বাড়ে মদমান। শুদ্ধ হইয়া করে গুরুদেব অবজ্ঞান আমার ভক্তি কিবা সাধিবে সে জনে। আমার পবিত্র কথা [illegible] শুনে শ্রবণে। কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড বেদকাণ্ড শ্রুতি। ব্রহ্ম[illegible] সর্ব্ব পরে ব্রহ্মেতে উৎপত্তি॥ পরমুখে ব্রহ্ম মাত্র পরক্ষে বুঝায় [illegible] ক্ষাতে না কহে পর দুয়ারে দেখায়॥ শব্দ ব্রহ্ম বেদ যেন সমু[illegible] বিশাল। সদা[illegible] গম্ভীর বেদ নাহি অন্ত পর॥ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম আমি অন[illegible] শক্তি। আমাতে অর্পিয়া আমা হৈতে উৎপত্তি॥ অনন্ত মহিমা না[illegible] স্বর ভেদ শ্রুতি। কে বুঝিবে কত তত্ত্ব স্থূল সূক্ষ্ম গতি॥ ষটচক্র ভেদি[illegible] নাদ উঠে ব্রহ্মময়। সেই নাদ নানা বর্ণ রাগ ভেদ হয়॥ পদ্য পদ্ম ছ[illegible] ময় বিবিধ ভাষণ। নানা ছন্দে সুর ভাষা করে নিরূপণ॥ কিবা ক[illegible] কি না বলে বিবিধ কল্পনা। বেদ তত্ত্ব বুঝে হেন আছে কোন জন[illegible] সবে আমি বিচক্ষণা বেদ তত্ত্ব জানি। আমা বিনে কে আর জানি[illegible] বেদবাণী॥ আমাকে বুঝয়ে বেদ নানা বেদ কহি। আমা মাত্র দেখা[illegible] আমা বহি॥ না বুঝিয়া বেদ তত্ত্ব মূঢ়মতি জনে। তর্ক বলে বহুবিধ কল্পিত বাখানে॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস ভাষা। সব পরিহরি ভাই কৃষ্ণেশ্বর আশা॥ ২২॥

উদ্ধব পুছিল তবে তত্ত্ব জানিবার। এক তত্ত্ব কিবা কৃষ্ণ বহু পরকার নানা পরকারে তত্ত্ব বলে মুনিগণে। কেহ ছয় সাত চারি একাদশ মানে

পঁচিশ ছাব্বিশ কেহ বলে সপ্তদশ। কেহ বলে নব ত্রয়োদশ একাদশ ॥ কেহ বলে তত্ত্ব বেদ ষোড়শ প্রকার। নব একাদশ তিন সম্মতি আমার ॥ তিন পাঁচ নব একাদশ তত্ত্ব বিনে। আন নাহি শুনিলাম তোমার বদনে ॥ নানা পরকার তত্ত্ব কহে মুনি সব। সব তত্ত্ব কিবা নাথ কহে নানা ভেদ ॥ ভৃত্যের বচন শুনি দেব চূড়ামণি। কহিতে লাগিল চিত্তগত ভ্রম জানি ॥ [illegible] মুক্তি মূল কহে মুনিগণে। বচনে দুর্ঘট কিছু নাহি ত্রিভুবনে ॥ [illegible]মোহিত মুনিগণ মায়ায় আমার। তর্কবলে বলে বেদ নানা পরকার ॥ তর্ক বিবাদ হলে নানা শক্তি ধরে। নানা ভেদ তত্ত্ব কহে নানা পর-কারে ॥ আমি যে কহিনু তত্ত্ব এই মাত্র সার। বিবাদ বচনে তর্ক বাড়ায় অপার ॥ সবার বচনে আছে দুর্ঘট ঘটনা। কেতারণে কার বাক্য না [illegible] খণ্ডনা ॥ আমার মায়ায় মুনি নানা মুক্তি বলে। সবার বচন আমি স্থাপি মুক্তিমূলে ॥ তিলেক বিচ্ছেদ নাহি পুরুষ ঈশ্বরে। [illegible]কল্পা [illegible] সব জ্ঞান নাহি করে ॥ তথাপি সবার আমি স্থাপিয়া বচন। নানা ভেদ মুক্তি কহে সব মুনিগণ ॥ মুক্তিভেদ তত্ত্ব কহি যত পরকারে। [illegible] নন্দন হরি করিয়া বিস্তারে ॥ মুক্তি মূল নানা বাণী মুক্তে মুখো-[illegible]। পাতে জনে নাহি দুর্ঘট ঘটনা ॥ ঈশ্বরের বচন শুনিয়া গুণময়। [illegible] জিজ্ঞাসে তবে ভাবিয়া বিস্ময় ॥ ঈশ্বরের ভেদ যদি পুরুষ প্রকৃতি [illegible] আশ্রয় হয়ে একত্রে বসতি ॥ পুরুষ প্রকৃতি থাকে প্রকৃতি পুরুষে। [illegible] বিচ্ছেদ নাহি হয়ে দুহা বেনে ॥ চিত্তের সংশয় মোর কাটহ [illegible]রি। গোবিন্দ [illegible] পুরুষ কেশরী ॥ তোমার মায়ায় সব [illegible] বিমোহিত। তোমার মায়ায় হৃদয় জ্ঞান উদিত ॥ সর্ব জীব মায়া [illegible] জ্ঞান মায়া গতি। জ্ঞান গম্য গুরু তুমি সর্ব জীব পতি ॥ এতেক [illegible] শুনি দৈবকী নন্দন। পুরুষ প্রকৃতি গত কহিব কারণ ॥ পুরুষ প্র-কৃতি গত সংযোগ বিচ্ছেদ। বিস্তারিয়া কহিল সকল গুণ ভেদ ॥ প্রকৃতি পুরুষ ভেদ করিয়া নির্ণয়। নিজ ভৃত্য উদ্ধবে কহেন দয়াময় ॥ তবে [illegible] কহিল উদ্ধব মতিমান। মোর নিবেদন নাথ কর অবধান ॥ তো-মার বিমুখ জনে নানা দেহ ধরে। কর্ম্মপথে গতয়াত দুঃখভোগ করে ॥ কি রূপে শরীর ধরে ত্যজে কোন রূপে। গতয়াত কর্ম্ম ভোগ করে কর্ম্ম পাকে ॥ কৃপা যদি কর নাথ ভকতবৎসল। কহ দেব গোবিন্দ মা-ধব দামোদর ॥ উদ্ধবের বচন শুনিয়া জগন্নাথে। জীব গতি কহে প্রভু [illegible]তার সাক্ষাতে ॥ মনে নানা কর্ম্ম ত্রজে মনে কর্ম্ম লয়। যে দেহে স-[illegible]র মন জন্ম তথা হয় ॥ পাছে২ আত্মা চলে তথা চলে মন। অহংকারে

বন্ধ আত্মা অদৃষ্ট কারণ ॥ বিষয় ধেয়ানে অত্ত নানা মনোরথে। ইন্দ্রপদ সুরপদ চিন্তে স্মৃতিপথে ॥ রাজ সুরভোগ দেখিয়া ডরায়। চিন্তিতে মন সর্ব্বত্রে বেড়ায় ॥ চিন্তিতে যথায় গিয়া স্থির হয় মন। সেই ক্ষণে পূর্ব্ব দেহ হয় বিস্মরণ ॥ একান্তে পরশ গিয়া পর দেহে করে। অতিশয় বিস্মরণ পূর্ব্ব দেহ হৈলে ॥ পূর্ব্ব দেহ পাসরিয়া পর দেহ সঙ্গ। এইমত জীবের পূর্ব দেহ স্মৃতি ভঙ্গ ॥ পূর্ব্ব দেহ পাসরিয়া পর দেহ ধরি। নর্ক ভাবে রহে মন আত্মা ভাব করি ॥ জীবের জনম হয় শরীর বিকার। পূর্ব্ব পাসরিয়া পর শরীরে সঞ্চার ॥ সপ্নে মনোরথ যার যে যে রূপ ধরে। সেইং রূপ ধরি পুরুষ পাসরে ॥ জনম মরণ দুই একই নহে সাঁচ জাগিলে স্বপন যেন সব হয় মিছা ॥ জন্মাদিপর্য্যন্ত মরণ জীব ধর্ম্ম কহিল উদ্ধব সব বিচারিয়া মর্ম্ম ॥ তরু গিরি কাঁপে যেন জলের কম্পে পৃথিবী ভ্রমেণ যেন আঁখির ভরমে ॥ স্বপনে অনর্থ যেন কেবল ভরম এইরূপে দুই মিছা জনম মরণ ॥ বুঝিয়া উদ্ধব তুমি স্থির চিত্ত কর বিষয় আপদ পদ দূরে পরিহর ॥ কিছু সত্য নহে বাছা বিকল্প কল্প ভ্রম পরিহর তুমি স্থির করচিত ॥ অধিক্ষেপে কেহ যদি করে অপমান ভৎসনা তাড়না কেহ করে অপজ্ঞান ॥ স্তুতি পূজা করে কেহ ক উপহাস। খোপা খাবরা কেহ ধূলা ফেলি মারে ॥ মৃত্তিকা ভরায় মৃত্তিকা ভরায় অঙ্গ কেহ দ আছাড়ে ॥ তথাপি না চলে গভীর অ অদৃষ্ট মানিয়া চিত্ত সব দুঃখ সয় ॥ উদ্ধব জিজ্ঞাসে তবে মনে পা ভয়। কেএমন পুরুষ আছে এত দুঃখ সয় ॥ কুবচন বাণে যার বি মরমে। চিত্ত নিবারিব হেন আছে কোন জনে ॥ থাকুক অন্যের ক ভ্রমে বুধ জনে। তোমার পদার বিন্দু সুধারস পানে ॥ নিরবধি মহাজনগণ বিনে। কে আর সহিবে প্রহার দুষ্টের বচনে ॥ শ্রী বল্লভ আচার্য্যের মধুরসবাণী। কৃষ্ণগুণ সম্মুদিত প্রেমতরঙ্গিণী ॥ ২০ ॥

উদ্ধবের বচন শুনিয়া দামোদর। ভৃত্য প্রশংসিয়া কৃষ্ণ কি দিল উত্তর ॥ ভাল তুমি কহিলে উদ্ধব মতিমান। যে তুমি কহিলে সত্য ক নহে আন ॥ চিত্ত সমাধিতে পারে দুর্জ্জন বচনে। এমন পুরুষ নাহি এতিন ভুবনে ॥ রিপুবাণে অঙ্গ যদি হৈল জর জর। তাহাতে না দুঃখ চিন্তে যত ডর ॥ যে রূপে দুর্জ্জনের কুবচন তীব্রবাণে। অন্তরে বিন্ধিয়া হানে মর্ম্ম স্থানেং ॥ কিছু এক মহাপুণ্য আছে ইতিহাস। তো মার সাক্ষাতে আমি করিব প্রকাশ ॥ অবন্তীনগরে এক আছিল ব্রা হ্মণ। দন্ত চারি কামে লোভী ক্রোধ পরায়ণ ॥ কুবুদ্ধি করিয়া ধন

সকল গুণ কর্ম্ম॥ আমাকে ভজিয়া পূর্ণ হয় ভক্তিরসে। ভবভয় নাহি তার যথা তথা বৈসে॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী। শুনিলে দুর্গতি খণ্ডে কৃষ্ণগুণ বাণী॥

তবে পুনরপি কহে ত্রিভুবন রায়। নানা উপদেশ দিয়া উদ্ধবে বুঝায়॥ নরকলেবর ধরি যে হয় পণ্ডিত। আমার পদারবিন্দে নিয়োজিব চিত॥ অতএব পরমানন্দ নিত্য সুখময়। কেবল আমাকে পায়ে পূর্ণ হয়ে রয়॥ গুণময় কলেবর নহে তার সঙ্গ। অবিদ্যা জনিত দেশে নহে মুক্তি ভঙ্গ॥ অশান্ত দুর্জ্জন যেই সে উদর পরায়ণ। তার সঙ্গে সঙ্গ হানি করে বুধ জন॥ পুরুকেত সুরপতি সুধীর আছিল। উর্ব্বশী বিচ্ছেদে তেঁহ সকল তেজিল॥ নেঙ্গটা উন্মত্ত হয়ে ভ্রমিল সংসার। উর্ব্বশী না পায়্যা তেঁহ কান্দিল অপার॥ দেখহ এত কাল উর্ব্বশীর সঙ্গে। কত দিবানিশি গেল না জানিল রঙ্গে॥ দেখ এত বড় মুই কামে বিমোহিত। ব্যর্থ পরমায়ু গেল হইনু বঞ্চিত॥ দিবা রাত্রি না জানিল উদিত দিবাকর। স্ত্রীসঙ্গে গেল মোর জনম বিফল॥ চক্রবর্ত্তী রাজা মুই নৃপ চূড়ামণি। সুজিত হৈনু মুই আপনা বিকলি॥ তৃণবৎ কৈনু মুই হেন কলেবর। উর্ব্বশী বিচ্ছেদে মুই ত্যজিনু সকল॥ কোথায় রহিল মোর সে ধন সম্পদ। একেশ্বর ভ্রমি মুই হয়্যা উনমত্ত॥ উনমত্তবৎ মুই চলি যায় পাছে। নেঙ্গটা হইয়া কান্দ আছুড় কেশে॥ তবু উর্ব্বশী মোরে ফিরিয়া না চায়। চিত্ত নিবারিতে নারি কি হবে উপায়॥ থরতর কত মারে মদন তাড়না। হেন সে নির্লজ্জ মুই না কৈনু গণনা॥ কি বিদ্যা কি তপ কিবা তার বেদ পাঠ। স্ত্রীসঙ্গে গেল মোর জনম কুপাট॥ ধিক থাকুক মোর জনম বিফল। স্ত্রীসঙ্গী হয়্যা মুই ত্যজিল সকল॥ উর্ব্বশীর সঙ্গে মোর গেল চিরকাল। তবু না টুটিল মোর কাম দুরাচার॥ বেশ্যা নারী চিত্তাদি হরিল আমার। কৃষ্ণ বিনে উদ্ধারণ কে করিবে আর॥ আত্মারাম অনন্ত ঈশ্বর ভগবান। হরি বিনে কে আর করিবে পরিত্রাণ॥ রক্ত মাংস বিষ্ঠা মূত্রে পূর্ণিত অন্তরে। অস্থিচর্ম্ম বেষ্টিত নর কলেবরে॥ অমেধ্য মন্দির নর কলেবর ধরি। ইহাতে অরামে মন নিত্য তুষ্টি করি॥ কৃমি কীট সনে আছে নর কলেবর। ইহার কারণে চিত্ত ত্যজিল সকল॥ এবোল শুনিয়া স্ত্রীসঙ্গ না করিব। বুধজনে স্ত্রীসঙ্গে দূর সে ছাড়িব॥ বিষয় ইন্দ্রিয় দুই একত্রে মিলন। মনের বিক্ষেপে হয়ে অসত্য খেয়াল॥ না দেখি না শুনি যদি না উঠে তরঙ্গ। তবে চিত্তে নাহি লয় করিতে সঙ্গ॥ পণ্ডিত জনের স্ত্রীসম্ভোগে মন হরে।

এবোল বুঝিয়া জানি কেহ সঙ্গ করে॥ এতেক হৃদয়ে ভাবি নৃপতি প্র-ধানে। ত্যজিয়া উর্ব্বশী চিত্ত কৈল সমাধানে॥ চিত্তগত মোহ যত সব দূর গেল। আমাতে অর্পিয়া মন বৈকুণ্ঠে চলিল॥ এবোল শুনিয়া ধীর স্ত্রীসঙ্গ ছাড়িব। সাধু সঙ্গে নিরবধি আনন্দে রহিব॥ শান্তজন ছিণ্ডে সব মনের বাসনা। মধুর ভাষণে করে কুমতি খণ্ডনা॥ শান্তজন নিরপেক্ষ সমাদর সম। আমাতে অর্পিত মন শান্ত পরায়ণ॥ নিষ্কাম নিস্পৃহ নিঃস্ব নিরানন্দ। এই সব শান্তজন সনে করি সঙ্গ॥ শান্ত সঙ্গ আমার অদ্ভুত কথা শুনে। অশেষ দুরিত দুঃখ হরে ততক্ষণে॥ শান্তজন সভাতে না হয় অন্য কথা। অন্যোন্য কহেন আমার গুণ গাথা॥ শুনে বা শুনায় করে আদর যোজন॥ অশেষ দুরিত নষ্ট হরে সেইক্ষণ। শ্রদ্ধাযুক্ত আ-মাতে অর্পিত চিত্ত যার। আমার চরণে ভক্তিযোগ হয় তার॥ ভক্তি-যুক্ত যদি আমার চরণে। কিবা অবশেষ তার আছে ত্রিভুবনে॥ আমি ব্রহ্ম অনুভব আনন্দ স্বরূপ। নির্গুণ অনন্তরূপ নিরুপম রূপ॥ আমা-তে ভকতি যার হৈল আকিঞ্চনা। তবে কি তাহার রহে সংসার বাসনা॥ আগুন আশ্রয়ে যেন দূরে যায় জাড়্য। এই মতে সাধুসঙ্গে যায় অজ্ঞ-তার॥ মহাভয় ভয়ঙ্কর এ ভবসাগর। মজ্জি যায় জীব উঠে নিরন্তর॥ শান্ত জন সবে মাত্র পরম আশ্রয়। বিনে নৌকায় জলে যেন পরিত্রাণ নয়॥ অন্ন জল প্রাণীর যেন জীবের জীবন। অনুরক্ত জনের আমি কেবল শরণ॥ ধর্ম্ম ধন করি জানে ধর্ম্মশীলগণে। শান্ত জন শরণ যে ভব-ভীত জনে॥ শান্ত জন বিনা কেবা উদ্ধারিতে পারে। জ্ঞানাঞ্জন দিয়া নয়নের ঘোর হরে॥ সূর্য্য অন্ধকার হরে কেবল বাহিরে। নির্ম্মল করিতে নারে অন্তর শরীরে॥ এবোল বুঝিয়া সর্ব্ব সঙ্গ পরিহরি। ভকত সভায় জীব যায় ভবতরি॥ ভক্তিরসগুরু শ্রীগদাধর জান। ভাগবত আচার্য্যের মধুরস পান॥

উদ্ধব পুছিল তবে প্রভুর চরণে। কর্ম্মযোগ কহ নাথ ভকতি বিধানে॥ ভকত যে রূপে ভজে তোমার চরণে। সেই সে পরম ধর্ম্ম কহে মুনিগণে॥ বেদব্যাস নারদ অঙ্গিরা আদি করি। কর্ম্মযোগ তারা সব কহে অবধারি॥ তোমার বদন সরোরুহ বিগলিত। কর্ম্মযোগ বিনে কভু স্থির নহে চিত॥ আপনে কহিলে তুমি মুনিগণ স্থানে। কহিল শঙ্কর দেব দেবী বিদ্য-মানে॥ কর্ম্মযোগ সর্ব্ব বল ধরে অধিকারী। স্ত্রীশূদ্র আদি যত জীবের উদ্ধারি॥ অমল কমলদল বিশাল লোচন। কর্ম্মযোগ কহ মোরে বন্ধন মোক্ষণ॥ উদ্ধবের বচন শুনিয়া ভগবান। কর্ম্মযোগ কহে প্রভু হৃষ্ট

বুঝিয়া ভোজন শেষে দিব আচমন। বিশ্বগণে করিব নৈবিদ্য সমর্পণ ॥ মুখবাস দিব তবে সুগন্ধি তাম্বুল। অঞ্জলি ভরিয়া দিব কুসুম প্রচুর ॥ আমার পবিত্র যশোনাম গুণগানে। উচ্চৈঃস্বরে নাচে গায় মহিমা বাখানে ॥ শুনিব আমার কথা শুনাব সর্ব্বজনে। কৃষ্ণপূজা করিবেক সঙরিয়া মনে ॥ স্তুতিপাঠ করাইয়া করাইব প্রসন্ন। বিবিধ স্তবন করি পুরাণ বচন ॥ প্রসিদ্ধ কমলাকান্ত কৃষ্ণ ভগবান। প্রদক্ষিণ করি করে দণ্ড পরণাম ॥ শিরে পরশয়ে দুই চরণ আমার। জাহিন কর প্রভু ভবসিন্ধু পার ॥ এইরূপে করে পুনঃ২ পরণাম। শেষে শিরে ধরে রূপে পূজা সমাধান ॥ বিসর্জ্জন করিব বুঝিয়া মতিমান। জানিব সাক্ষাতে মূর্ত্তিমান ভগবান ॥ মূর্ত্তি প্রকাশিল যার যাহাতে পিরীতি। সেই মূর্ত্তি করিয়া পূজিব নিতি২। এইরূপে আমাকে পূজয়ে নিরন্তর। সর্ব্ব সিদ্ধি হয় তার সর্ব্বত্রে মঙ্গল ॥ আমার মধুর মূর্ত্তি করিয়া প্রকাশ অন্তকালে দিয়ে আমি নিজ পুরে বাস ॥ বৃন্দাবন ক্রীড়াবন করি নির্মাণ। যাত্রাকালে বহু বিধি করিব বিধান ॥ পর্ব্বে২ করিব মহারাজা অনুবন্ধ। বহু বিধি করি পূজা উৎসব আনন্দ ॥ কৃষিকর্ম্ম করি বাণিজ্য ব্যবহারে। পুর গ্রাম সমর্পিব চরণে আমার ॥ সাক্ষেপ্য সুকীর্ত্তি হয় বৈকুণ্ঠ গমন। কহিল আমার পূজা বিধান লক্ষণ ॥ ত্রিভুবনে এক পতি হয় ইন্দ্রাসনে। সার্ব্বভৌম পাতালত প্রতিষ্ঠা বিধানে ॥ ব্রহ্মলোক পায় ভক্ত পূজিয়া আমারে। সারূপ্য সুকীর্ত্তি হয় তিন পরকারে ॥ নিরপেক্ষ ভক্তিযোগে কেবল ভজে যে। আমার কারণে সর্ব্ব লোক ধর্ম্ম ত্যজে। সে কেবল আমাকে লভিয়া ধর্ম্মময়। বিবিধ সন্তাপ দুঃখ কভু তার নয় ॥ এইরূপে আমারে যে ভজে নিরবধি। ভক্তিযোগ হয় তার মিলে সর্ব্ব সিদ্ধি ॥ সতত্বসা পরভবা হয়ে অচেতন। দেব ব্রাহ্মণের বৃত্তি হরে যেই জন ॥ বিষ্ঠা কৃমি হয়ে সেই থাকে নিরন্তর। বিষ্ঠা ভুঞ্জি থাকে দশ অযুত বৎসর ॥ কৃষ্ণ কর্ম্ম করে যেবা যে হয় সহায়। হেলা হয়ে কৃষ্ণকর্ম্ম যে জন করায় ॥ দেখিয়া যে জন হয় মুদিত নয়নে। সমভাগী সম ফল ভে চারি জনে ॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস ভাষা। কৃষ্ণপদ ভজাই কৃষ্ণে ধর আশা ॥

কহিতে লাগিলা তবে প্রভু ভগবান। শুন হে উদ্ধব তুমি ভকত প্রধান ॥ সর্ব্ব লোক কর্ম্ম করে সবার বিহিত। আনন্দে প্রশংসে তাহা যে হয় পণ্ডিত ॥ জগৎ দেখিয়া এক নাহি নিজ পর। প্রকৃতি পুরুষ যোগে নির্ম্মিত সকল ॥ দেখিয়া পরমধর্ম্ম সবাকার আচার। যদি নিন্দা

অমৃত পান কৈলে অন্য স্বাদে কিবা কায। হরিভক্তি লভিলে আন ধর্ম্মে কিবা কায॥ জ্ঞানকর্ম্ম ভক্তিযোগ কহিল সকল। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বিধ ফল॥ সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যজি জীব ভজিব যখনে। সব নিবেদিব জীব আমার চরণে॥ তখনে নির্ব্বাণপদ জানিব তাহার। আমারে লভিলে সেই ছুটিল সংসার॥ এতেক বচন যদি বলিল শ্রীহরি। শুনিয়া উদ্ধব তবে করযোড় করি॥ প্রেমে কণ্ঠ রোধিল না ধরে কলেবর। পুলকে পূরিল তনু না সরে উত্তর॥ ক্ষণে চিত্ত নিবারিয়া কৈল সমাধান। করযোড় করি শিরে করিয়া প্রণাম॥ দূর গেল সব মোহময় অন্ধকার। অভয় পদারবিন্দ নিকট তোমার॥ শীত ভয় নাহি যেন অগ্নি সন্নিধানে। অজ্ঞান না রহে যে তোমার সন্নিধানে॥ ভৃত্য দেখি অনুগ্রহ যত বড় কৈলে। জ্ঞানদীপে কৈলে মোরে পরম উজ্জ্বলে॥ তুমি হেন প্রিয় নাথ জানিব যে জনে। সে কেন ভজিব নাথ আন তোমা বিনে॥ দূর গেল সব মোহময় মায়াজাল। নিজ পরগত মোহ সব অন্ধকার॥ নমো২ মহাযোগী প্রসন্নতারণ। যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রবৃন্দ বন্দিত চরণ॥ হেন উপদেশ দিয়া বুঝাইলে মোরে। নিরন্তর ভক্তি যেন রহে পদতলে॥ প্রভু বলেন উদ্ধব আমার বাণী ধর। বদরিকাশ্রমে তুমি শীঘ্রগতি চল। তথা গিয়া আমার চরণতীর্থজলে। স্নান পান করিয়া শুধিহ কলেবরে॥ অশেষ কল্মষ নাশ গঙ্গা দরশনে। করিহ শুধিহ চিত্ত শৌচ মজ্জনে। বনফুল ফল মাত্র কল্পিহ আহার। সুখভোগ ত্যজিয়া পরিহ বৃক্ষছাল॥ শীত বাত রজনীতে সব দুঃখ সয়ে। শুনহ উদ্ধব মন সমাহিত হয়ে। আমার শিক্ষিত ধর্ম্ম সতত ভাবিও। জ্ঞান বিজ্ঞান যুত সম চিত্ত হৈও। বুদ্ধি মন আমাতে করিহ নিযোজিত। সাধিহ আমার ধর্ম্ম হয়ে সমুচিত। ত্যজিহ ত্রিগুণ গতি লভিবে আমারে। বদরিকাশ্রমে চলা তীর্থ গুনোকরে॥ আজ্ঞা শিরে ধরিয়া উদ্ধব মতিমান। প্রদক্ষিণ করি কৈল দণ্ড পরণাম॥ কান্দিতে২ শিরে ধরিয়া চরণ। পড়িল উদ্ধব পুনঃ হৈয়া অচেতন॥ বিরহকাতর হয়ে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। পুনঃ২ দণ্ডবৎ পরণাম করে॥ উদ্ধবে দুঃখিত দেখি বিরহে কাতর। কৃপা করি দিল হরি পাদুকা যুগল॥ পুনরপি আজ্ঞা যদি দিলেন শ্রীহরি। পুনঃ করে দণ্ডবৎ পরণাম করি॥ পাদুকা করিয়া মাথে আকুল হৃদয়। ধীরে ধীরে চলিলা উদ্ধব মহাশয়॥ হৃদয়কমলে হরি করি আরোহণ। চলিলা উত্তরদিগে অমর প্রণয়॥ বদরিকাশ্রমে গিয়া হইলা উপপন্ন। কৃষ্ণ উপদেশ কৈল কৃষ্ণ আরাধন॥ তপযোগ সাধিয়া লভিল কৃষ্ণগতি। জগতে বিস্তার করি

স্থাপিল ভকতি ॥ লোকে বুঝাইতে কৃষ্ণ উদ্ধবে বুঝায়। প্রভুর ইঙ্গিত কেবা বিচারিয়া পায়॥ নিজ ভৃত্য হেতু নিজ জ্ঞান অমৃত। হেন জন শুন যে কৃষ্ণবাণী মুখরিত ॥ আনন্দসাগর সুধা ভক্তিরস নিধি। ভক্তি শ্রদ্ধা করি যেবা শুনে নিরবধি ॥ এ ঘোর সাগর পার হয় অনায়াসে। জগতে বিস্তার তার হয় স্বর্গবাসে ॥ নিজ জন ভবভয় করিতে নিবার। ভৃঙ্গবৎ প্রভু উদ্ধারিল বেদ সার ॥ জ্ঞান বিজ্ঞানযুত ভক্তি সুধাসিন্ধু। ভক্তগণে পাইল নিত্য ভৃত্য বন্ধু ॥ পুরুষরতন আদি অনাদি নিধন। সে নন্দনন্দনে রহু চরণে বন্দন ॥ ভক্তিরস সুধাসিন্ধু গদাধর জ্ঞান। শ্রীভাগবত আখ্যানের মধুরস গান ॥

তবে রাজা জিজ্ঞাসিল, কেন উদ্ধব চলিল, তবে হরি দ্বারকামণ্ডলে। কাল কর্ম্ম কৈল পুনঃ, কালরূপী ভগবান, বিস্তারিয়া কহিলেন সকলে ॥ ব্রহ্মশাপছলে, বিনাশিল কুলে, হেন প্রাণনাথ যদুবর। স্বদেশে মঙ্গলধাম, কি রূপে ত্যজিল নাম, সকল মঙ্গল মনোহর ॥ ছাপ্পান্ন কোটি যদুবংশ, সবে দেবতার অংশ, সমর সুসাক্ষি দেবগণে। অমরগণ [illegible] তারে, দিব্য রূপ কলেবরে, হেন অঙ্গ ত্যজিল কেমনে ॥ মুনি [illegible] বহু বিধ, দ্বারকায় উৎপাত, দেখি হরি দৈবকীনন্দনে। সুধর্ম্মা সভায় বসি, কহিতে লাগিলা প্রভু, শুনহ যদুবীরগণে ॥ ধূমকেতু মন, [illegible] উৎপাত দেখ, শোকে হইল যদুপুরে ॥ এখন হেথা রহিতে, নহে আর [illegible]চতে, চলি যাহ প্রভাস উত্তরে ॥ প্রভাসের তীরে গিয়া, স্নান দান [illegible] যায়্যা, কর গিয়া তথা উপবাস। বৃদ্ধ বালক স্ত্রীগণে, সত্বরে চল সর্ব্ব [illegible]নে, ছাড় ছাড় দ্বারকার আশ ॥ নানা দিব্য উপহারে, দেব পিতৃ পুজি [illegible]রে, দ্বিজগণে করে নানা দানে। রজত কাঞ্চন বাস, দ্বিজগণের পুরা[illegible] আশ, অশ্ব গজ রথ সন্নিধানে ॥ গো ভূমি মন্দির পুরে, দান দেহ [illegible]বরে, ব্রহ্মশাপ হইবে খণ্ডন। এই সে উত্তম বিধি, বলে ত্রিভুবননিধি [illegible] ভাল বলে বুধজনে। যত এত বাণী শুনে, বৃদ্ধ যত যদুগণে, ধন্য হ[illegible] করিয়া বাখানে ॥ নৌকা আরোহণে তবে, প্রভাসে চলিল সবে, পুণ্য [illegible] তীর্থে কৈল স্নান পান। কৃষ্ণ উপদেশ ধরি, ব্রত উপবাস করি, সর্ব্ব কর্ম্ম কৈল সমাধান ॥ ঈশ্বরের মায়া যত, বুঝিতে না পারি কত, আচম্বিতে [illegible] উপাদানে। ঈশ্বরের মায়া যত, যদুকুল বিঘটিত, গালাগালি বাজি[illegible] কোন্দলে। গদা খড়্গ মুদগর, তোমর ধনুক শর, সিন্ধুকূলে সমরস [illegible]লে ॥ শাম্ব প্রদ্যুম্নের ক্রোধে, ঘন গরজন বাড়ে, অক্রূরেহ করে কাটা কাটি। অনিরুদ্ধ সাত্যকী, সুভদ্র সংগ্রামজিতি, সুদাক্ষ সনে ছিটাছিটি ॥

অন্যে অন্যে বাজিল রণ, মধুমদে অচেতন, এই মনে সব যদুগণে। শাম্ব সুরসেন, মধুলোভে অচেতন, বৃদ্ধ জন যুঝে জনে জনে ॥ পিতা পুত্র ঠাঞি ঠাঞি, বন্ধু মিত্রে ভাই ভাই, কোন স্থানে পিতৃব্য মাতুলে। জ্ঞাতি জ্ঞাতি যুদ্ধ, কাটাকাটি বিপরীত, কেহ কার পিরীতি না ধরে ॥ ক্ষয় গেল শরজাল, ভাঙ্গিল টুটিল শাল, খড়্গ ধনু হৈল খণ্ড খণ্ড। ছিণ্ডিয় খাকড়া বনে, মুঠেং সবে আনে, তাহে হৈল সমর প্রচণ্ড ॥ যেন বাজে মুদ্গর, বজ্র সম প্রহার, পড়িল তাহাতে বহু জন। গেল প্রভু নিবারিতে বেড়িয়া মারিল তাতে, মদে মত্ত কোপে অচেতন ॥ যদি গেলা বলভদ্র, বেড়িয়া বিন্ধিল সর্ব্ব, নিজ পর নাহি অবধান। কৃষ্ণমায়া বিমোহিতে পড়িল খড়্গাঘাতে, তবে রণ হৈল সমাপন ॥ কৃষ্ণমায়া বিমোহিতে ব্রহ্মশাপ উপগতে, পড়িল সকল বীরগণে। ক্রোধে কুলক্ষয় করি, বাঁশের আগুণ জ্বালি, পোড়ে যেন সব মহারণে ॥ কালরূপী ভগবান, হরিং পৃথিবীর মান, দূর কৈল যত ক্ষিতিভার। তবে বলভদ্র রাম, নিজ অব লম্ব ধাম, ত্যজিল মানুষ অবতার॥ নিজ ধাম রাম গেলা, দেখিয়া দৈবক লালা, বসিলেন নিম্ব তরুতলে। প্রাকৃত নিজ রূপ, বিরাজিত চারি ভুজ সূর্য্য কোটি নিজ কলেবরে ॥ নিজ আভা বিরাজিত, দশ দিগ এক শরীর, শ্রীবদন ঘনশ্যাম। দীপ্ত জ্যোতি বাম পীত, পীতবাস বিরাজি সকল মঙ্গল গুণধাম ॥ সুন্দর মধুর স্মিত, কমলমুখ কুঞ্চিত, কুন্তল লী অঙ্গ বিলসিত ॥ বিগলিত কুঞ্জ মুঞ্জ, নয়ন যুগল রন্ধ, মকর কুণ্ডল দু ল ॥ কোটিসূত্র ব্রহ্মসূত্র, কিরীটী কঙ্কনপত্র, বনমালা শোভয়ে অঙ্গ কৌস্তুভ বিরাজিত, অস্ত্র গণ সমুদিত, রহে পাশে নিজ মূর্ত্তি ধরি ভুলিয়া দক্ষিণ উরে, রাম্বপদ তরুতলে, বসিয়া আপনি বনমালী। য নামে ব্যাধ আইল, লোহ শেষ যেঁহ পাইল, সে লোহ নির্ম্মিত শরধা পদ্মাকচরণ দেখি, সেই শর হস্তে লখি, চরণে বিন্ধিল সেই শরে। দেখি রূপ চতুর্ভুজ, ব্যাধ হৈল মূর্চ্ছিত, ভয়ে পড়িল প্রভুর পদতলে ॥ মুঞি পাপী না জানিয়া, হেন কর্ম্ম কৈল গিয়া, ক্ষমং মুঞি দুরাচার। য নাম স্মরণে, অজ্ঞান ভ্রম বিনাশনে, সংসার সাগর হই পার ॥ কি বলি মুঞি হায়, সকল মায়া তোমার, মুঞি ব্যাধ পতিত বঞ্চিত। বধ মো সকালে, হরুক পাপ এই কালে, মুঞি পাপী জানিব কেমনে ॥ ব্যাধের বচন শুনি, আজ্ঞা দিল দেব মুনি, উঠ যাও পরি হর ভয়। ইঙ্গিত ইঙ্গি আমি, এ কর্ম্ম করিলে তুমি, স্বর্গ চল হইয়া পুণ্যময় ॥ ইচ্ছা কলেবর হরি, আজ্ঞা দিল কৃপা করি, শিরে ধরি উঠিল সত্বরে। পুনঃ২ প্রদক্ষি

দণ্ড পরণাম পুনঃ, দিব্য রথে গেল স্বশরীরে ॥ যারা স্বর্গপুরী গেল, দারুক সারথি আইল, দিব্য গন্ধ বাত অনুসারে। নিজ পতি যত জ্যোতি, অখিল জগৎ কান্তি, দেখি নত নিম্ন তরুতলে ॥ প্রেমভরে জর জর, বিগলিত কলেবর, পড়িল দুই চরণে ধরিয়া। হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ বলি, লোটায়ে২ পড়ি, কেন প্রভু কৈলে এত মায়া ॥ কোথা যাব কি করিব, কি রূপে পরাণে জীব, তুমি নাথ প্রাণধন বিনে। এরূপে কাকুস্তি করি, রথরাজ তথা ধরি, রথে কৃষ্ণ হৈল আরোহণে ॥ তার পাছে অস্ত্রগণ, কৈল ধাম আরোহণ, প্রকাশে যে চন্দ্র কোটি জিনে। তুরঙ্গ বাহনযুক্ত, গরুড় আসন রথ, তবে আজ্ঞা দিল জনার্দনে ॥ যাহ দারুক দ্বারাপুরী, সবাকে গোচর করি, নিধন হইল যদুগণে। অন্তকালে মুক্ত পাইবে, আমার সদনে যাইবে, বৈল হরি এইত বচনে ॥ বল তত্র গতি কথা, কহিও আমার দশা, কেহ যদি রহে যদুপুরে। আমি তথা ত্যেজিল, নিজ ধাম প্রবেশিল, যদুপুর মজাবে সাগরে ॥ পুর পরিজন লয়ে, ইন্দ্রপ্রস্থে অর্জ্জুনে কৈয়া, যাই তুমি এই সব কর্ম্মে। তুমি জ্ঞানে নিষ্ঠা হয়ে, সর্ব্ব ধর্ম্মে উপেক্ষিয়ে থাকিহ আমার নিজ ধর্ম্মে ॥ জানিহ আমার মায়া, বিমোহিত জীব কায়া, শান্ত হয়ে চল নিরানন্দে। প্রভুর এতেক বাণী, দারুক সারথি শুনি, ভূমেতে পড়িল দণ্ডপাতে ॥ পুনঃ প্রদক্ষিণে করি, দণ্ড পরণাম করি, পদযুগ ধরি নিজ শিরে। দুঃখ শোকে ব্যাকুল, চলিল দ্বারিকাপুর, কান্দিতে২ উচ্চৈঃস্বরে ॥ নীরশির গদাধর, পদযুগে যুড়ি কর, যুগে২ অন্য নাহি আশা। একাদশ ভাগবত, মূল সমর যত, ভাগবত আচার্য্যের ভাষা ॥

তবে আইলা পার্ব্বতী শঙ্কর দরশনে। ইন্দ্র আদি সুরপুর যত দেবগণে ॥ সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব আইল আর বিদ্যাধর। যক্ষ কিন্নরগণ গুহ্যক অপ্সরগণ আগমন দেখিতে আইলা হরিষে। মহানন্দে দেবগণ কুসুম বরিষে কেহ স্তুতি করে চরিত্র গুণ গায়। গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ চামর ঢুলায় ॥ ভক্তবৎসল তবে করে মনে২। সুরবধূগণ নাচে পুষ্প বরিষণে ॥ দিব্য মাল্য চন্দনে, কেহ পূজিল চরণ। ভক্তিভাবে সকলেতে হয় অচেতন ॥ মহোৎসব করি দেব আনন্দ অপার। হেনকালে হৈল হরি বিজুরি সঞ্চার ॥ দেবগণ হৃদয়ে লাগিল চমৎকার। ব্রহ্মা ভব আদি দেব গেল নিজাগার ॥ দেব মধ্যে ছিল হরি আনন্দ কৌতুকে। নিজ ধামে গেল তবে কেহ নাহি দেখে ॥ কেহ না দেখিল হরি গেল নিজ পুর। বৈকুণ্ঠে রহিল

গিয়া দেব গদাধর ॥ দেখ পরীক্ষিত হরি নর অবতার। ধরাভার হরি
কৈল কুলের সংহার ॥ যারা ব্যাধে স্বদেহে পাঠাইল সুরপুরে। হেন
প্রভু নিজ মূর্ত্তি না থুইল আপনারে ॥ সৃষ্টি প্রলয় ইচ্ছা লীলা মাত্র হয়।
কুপণ্ডিত মূর্খ জন দেখে বিপর্য্যয় ॥ যদ্যাপি প্রাকৃত পর অশেষ শক্তি
ধরে। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আপনেই করে ॥ দেখাইতে দিব্য গতি সুরপতি
গণে। নাট্যলীলা বিশারদ কৈল নারায়ণে ॥ প্রভাতে স্নানদান করি যে
জন পঢ়ে। নির্ম্মল গতি হয় তার বিষ্ণুপদে আগমন ॥ দারুক সারথি
তবে দ্বারকারে গেল। বসুদেব উগ্রসেনে সকল কহিল ॥ পড়িল চরণে
ধরি করে আর্ত্তনাদ। শুনিয়া সকল লোক গণিল প্রমাদ ॥ চক্ষু মুখ শির
হানি কান্দে লোটাইয়া। বসুদেব দৈবকী কান্দে রামকৃষ্ণ না দেখিয়া
পত্নীগণ পতি তুলি চিতার উপরে। নিজ তনু ছাড়ি গেল বৈকুণ্ঠনগরে
কৃষ্ণপত্নী অষ্ট জন প্রবেশি হুতাশ। দিব্য ভূষিতা দেবরূপা হৈল সুপ্র
কাশ ॥ অর্জ্জুন চিন্তিয়া তবে সন্তোষ হইল। অগ্নি পিণ্ডদান সবার অ
র্জ্জুন করাইল ॥ সমুদ্রে দ্বারকাপুরী সকল গ্রাসিল। কৃষ্ণের শ্রীঘরমা
কেবল রহিল ॥ স্মরণে হরিত হয়ে মঙ্গল সন্নিধানে। আতঙ্ক না
স্ত্র ধরি করিল পয়ানে ॥ স্ত্রীগণ লয়ে পথে ইন্দ্রপ্রস্থে গেল। পথে ম
ইতে স্ত্রীগণে দস্যু পরশিল ॥ নাহি পরশিতে সব শিলারূপ হৈল। স
ক্ষাতে অর্জ্জুন থাকি সকল দেখিল ॥ অর্জ্জুন করিল তবে অনেক শর
গুণ দিতে ধনুকে নারিল মহামতি ॥ বিস্ময় ভাবিল তবে অর্জ্জুন মহা
আমার শক্তি গেল যেন কৃষ্ণের আশয় ॥ দুঃখমনে ইন্দ্রপ্রস্থে গেল
অর্জ্জুনে। কৃষ্ণের যতেক কথা কহে ধর্ম্মস্থানে ॥ তোমাকে অভিষে
কৈল তত্ত্ব স্থান। পঞ্চ ভাই দ্রৌপদী কৈল স্বর্গ আরোহণ ॥ এ সব কৃষ্ণে
র লীলা শ্রবণ যে করে। ব্রহ্মার অধিক হয়ে গোলোকধাম চলে ॥ অ
পাচারযুক্ত দুরিত কর্ম্মীজনে। সে পাপী শ্রবণ কৈলে পায় পরিত্রাণে
অন্য কর্ম্ম যেবা শুনে এক মন হয়ে। যথা তথা শুনে পড়ে বদন ভরিয়া
বিষ্ণুপুর যায় সেই নাহিক অন্যথা। মন দিয়া শুন ভাই কৃষ্ণগুণ গাথা
একাদশ ভাগবত কহিল প্রবন্ধে। রঘুনাথ পড়ি রহু চরণারবিন্দে ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস সংহিতায়াং বৈয়াসিকায়াং
একাদশস্কন্ধে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

অথ দ্বাদশস্কন্ধ আরম্ভঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য প্রেমভক্তিঃ প্রবৃদ্ধয়ে।
গীয়তে পরমানন্দং শ্রীগোবিন্দকথামৃতং॥

মুনি বলে শুন রাজা কহিব দ্বাদশ। ভবিষ্য কহিব যাতে কৃষ্ণভক্তিরস॥ পুরঞ্জন নামে রাজা হবে ক্ষিতিতলে। পুত্র হৈয়া জনমিবে বৃহদ্রথের বংশে॥ তার পুত্র শুনক মারিবে তারে রণে। আপনার পুত্র রাজা করিবে আপনে॥ প্রদ্যোত তাহার নাম করিবে আদরে। তার পুত্র জন্মিবে বিশাকজ নামে॥ রাজক তাহার পুত্র হবে ক্ষিতীশ্বর। নন্দী-বর্দ্ধন তার পুত্র মহাধনুর্দ্ধর॥ এই পঞ্চ জন রাজা হবে ক্ষিতিতলে। এক শত তেত্রিশ বৎসর অনন্তরে॥ তবে আর রাজা হবে শিশুনাগ নামে। তার পুত্র কাকবর্ণ হৈবে বলবানে॥ ক্ষেমবর্ণ তার পুত্র ক্ষুদ্রবর্ণ [illegible]। ক্ষুদ্রকৃত্তা তার পুত্র পৃথিবী শাসিবে॥ বিধিসার তার পুত্র যাত্ত-শত্রু নামে। তার পুত্র জনমিবে দর্ভ বলবানে॥ তার পুত্র জয়ত্ত তার নন্দিবর্দ্ধন। অজয় কুমার তার লভিবে জনম॥ মহানন্দী তার পুত্র এই দশ জন। শিশুনাগ নামে রাজা হইবে উৎপন্ন॥ তিন শত ষাটি বৎসর পরমাণ। পৃথিবী ভুঞ্জিবে তাহা মহাবলবান॥ মহানন্দীসুত হইবে শূদ্রী উদরে। মহানন্দী পতি নাম ধরিবে সংসারে॥ নন্দ নামে হবে ক্ষত্র লোক বিনাশন। সেই হৈতে শূদ্র রাজা হইবে উৎপন্ন॥ মহানন্দী রাজা হৈবে দ্বিতীয় ভাস্কর। এক ছত্র পৃথিবী শাসিবে মহাবল॥ সুমা-ল্য প্রধান তার অষ্ট সে কুমার। শতেক বৎসর হৈবে রাজ্য অধিকার॥ মহানন্দী রাজা হৈবে দ্বিজ পরায়ণ। এক বিপ্রে উদ্ধারিয়া করিব পালন॥ অশোকবর্দ্ধন তার জন্মিবে কুমার। সুযশ কুমার তার সঙ্কেত তনয়॥ শালিশুক তার পুত্র হবে মহাশয়॥ সোমশর্ম্মা তার সুত শতধন্বা নাম। তার পুত্র বৃহদ্রথ মহাবলবান॥ দমঘোষ রাজা হবে মেদিনীমণ্ডলে। এক শত তেত্রিশ বৎসর ভিতরে॥ অগ্নিমিত্র তার সুত সুজ্যেষ্ঠ তনয়। বিশামিত্র, ভদ্রক পুলিন্দে মহাশয়॥ তার সুত ঘোর তার বক্রমিত্র সুত। তার সুত ভাগবত মহাবলযুত॥ অষ্টশৃঙ্গ রাজা হবে মহাবলবান। দাশোত্তর এক শত বৎসর প্রমাণ॥ তবে কপুবংশ রাজা হবে গুণহীন।

কলিযুগে পৃথিবী ভুঞ্জিবে কত দিন ॥ শৃঙ্গবংশে কাশীরাজা দেবদ্রোহ নামে। কণ্ঠমেজ্যা মহাবলী বধিব সংগ্রামে ॥ আপদে করিবে রাজ্য বাসুদেব নামে। তার পুত্র সুমিত্র জন্মিবে বলবানে ॥ তার পুত্র নারায়ণ হবে নরেশ্বর। তিন শত পঞ্চাধিক চল্লিশ বৎসর ॥ কণ্ঠবংশে পৃথিবী পালিবে কলিকালে। তার পুত্র বৃষল জন্মিবে ক্ষিতিতলে ॥ সুশর্ম্ম বধিয়া রাজা হবে অন্য জাতি। কত কাল রাজ্যভোগ করিবে দুর্ম্মতি। কৃষ্ণ নামে তার ভাই বসিবে আসনে। তার পুত্র তাকশর্ম্মা হইবে তার নামে ॥ তার পুত্র পৌর্ণমাস হবে ক্ষিতীশ্বর। তার পুত্র রাজা হবে নাম লম্বোদর ॥ তার পুত্র ঋচক হইবে নরপতি। তার পুত্র রাজা হৈবে নামে মেঘস্বাতি ॥ তার পুত্র রাজা হৈবে নামে দ্যুতিমান। তার পুত্র জন্মিবে অনিষ্ট তার নাম ॥ হাতেক তনয় পুত্র তনয় তাহার। জন্মিবে যতেক পুত্র শতেক কুমার ॥ তার পুত্র রাজা হৈবে নামেতে স্কন্দন চকোর তনয় তার বটক নন্দন ॥ বংশেতে ক্ষত্র জাতি কুড়ি ক্ষিতীশ্বর ছয় পঞ্চাশ চারি শতেক বৎসর ॥ পৃথিবী ভুঞ্জিবে রাজা নিজ ভুজবলে সাত আভীর হৈবে তাহার অন্তরে ॥ জন্মিবে গন্ধর্ব্বকুলে দশ নরপতি তবে আর ষোড়শ জন্মিবে কঙ্কজাতি ॥ তবে অষ্ট জন জন্মিবে ক্ষিতিতলে। চতুর্দ্দশ বৎসর হবে তাহার অন্তরে ॥ তবে দশ গুরাণ্ডর পৃথ্বীপতি হবে। তবে একাদশ মন পৃথিবী ভুঞ্জিবে ॥ নয় অধিক নয় বৎসর দশ শত। এ সবে পৃথিবীভোগ করিবে তাবত ॥ একাদশ মন তবে হবে আরবার। তিন শত বৎসর করিবে অধিকার ॥ তবে কিলকিলা নামে এক পুরী। সংক্ষেপে কহি যে এই তোমা বরাবরি ॥ ছয়াধিক এক শত বৎসর প্রমাণ। একেশ্বর করিব রাজা মহাবলবান ॥ তবে তার ক্রমে দশ জন্মিবে কুমার। তবে হববাহিকের রাজ্য অধিকার ॥ এক কালে এ সব নৃপতিগণ হবে। অপ্ত অর্দ্ধ সপ্ত শেষ তবে জনমিবে ॥ জানিবে বিত্তর পতি তাহার উদরে। তবে কত রাজা হবে নিষধের কুলে ॥ মগধ দেশের হববিণ্ণুক ক্ষিঞ্চি নামে। তবে পুরঞ্জন রাজা হবে বলবানে ॥ অন্য বর্ণ করিয়া স্থাপিবে অন্য জাতি। যদু মত্র পুলিন্দে করিবে মন্দগতি নিজ রাজ্য তেজিয়া রহিবে অন্য স্থানে। পদ্মাবতী নাম পুরী করিয়া নির্ম্মাণে ॥ প্রয়াগ অধিক ভাগীরথী সন্নিধানে। তথা রহি পৃথিবী ভুঞ্জিবে বাহুবলে ॥ শোবন্ত আবন্ত রাজা হবে তার শেষে। অষ্ট দমনের রাজা হবে তার পাছে ॥ তবে শূদ্র আভীর নৃপতিগণ হবে। শূদ্ররাজ্যে হয়ে বিপ্র কেবল বর্ত্তিবে ॥ শূদ্র প্রায় জাতি হবে সিন্ধুতীরে বাস। থাই

বে গোমতীর নীর নিরবন্ধ যিযোয়াস ॥ শূদ্র জাতি রাজা হৈবে পতিত ব্রাহ্মণ। কোন রাজ্যে ম্লেচ্ছ কোন রাজ্যে হীনজন ॥ প্রায় ম্লেচ্ছ রাজা তবে কলিকালে। অসত্য অধর্ম্ম মাত্র জানিবে সংসারে ॥ অল্পদাতা তীব্র ক্রোধ হবে রাজাগণ। পরদার পরধন করিবে হরণ ॥ স্ত্রী বালক গো ব্রাহ্মণ বধিবে পরাণে। অল্প ধন অল্প সত্য হবে সর্ব্বজনে ॥ অল্প পরমায়ু হবে নিন্দিত আচার। কুল ধর্ম্ম হীন দেহে গেহে অহঙ্কার ॥ রজোগুণে তমোগুণে হয় বেয়াপিত। ক্ষত্র বশ্য ম্লেচ্ছ রাজা করিবে নিন্দিত ॥ প্রজা ক্ষয় করিবে ভক্ষিবে সর্ব্বজন। অন্যাং সকল লোক করিবে এংখন ॥ দুষ্ট রাজা দেখি সব হবে দুরাচার। সেই ধর্ম্ম সেই কর্ম্মশীল ব্যবহার ॥ এই রূপে কলিযুগে হবে প্রজা ক্ষয়। শ্রীভাগবত আচার্য্যের ভাষা রসময় ॥

তবে বুদ্ধিবল শৌচ ক্ষমা দয়া ধর্ম্ম। দিনেং ত্রুটিব সকল গুণ কর্ম্ম ॥ বিত্ত মাত্র স্বধর্ম্ম আমার গুণ ধরে। বিত্ত মাত্র সর্ব্ব লোক পূজিবে সংসারে ॥ ন্যায় ব্যবস্থার বল কেবল কারণ। ধর্ম্ম ব্যবহারে মাত্র মায়া প্রচারণ ॥ স্ত্রী পুরুষে হয় মাত্র রতি প্রয়োজন। যজ্ঞসূত্র মাত্র ধরি ব্রাহ্মণ লক্ষণ ॥ অন্যায় কুবৃত্তি চাপল্য ভাবন। এই গুণে সর্ব্ব ধরি পণ্ডিত লক্ষণ ॥ শুদ্ধ মাত্র সাধু ধর্ম্ম বিবাহ অঙ্গীকার। স্নানমাত্র কারব দেহের পুরস্কার ॥ যশঃ হেতু ধর্ম্মসেবা সবার মূর্খতা। এই মত আচরণ সকলে রক্ষতা ॥ এই রূপ দুষ্ট প্রজা করিব সংসারে। বলে বড় সেই রাজা হব ক্ষিতিতলে ॥ লোভী রাজা দস্যু প্রায় কপট নির্দ্দয়। ধন দার হরিব করিব প্রজাক্ষয় ॥ বনাগিরি সত্বরে করিব পরবেশ। শাক ফল মূল মাত্র আহার বিশেষ ॥ করপীড়া অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ পীড়িতা। শীত বাত আদি নানা সন্তাপ তাপিতা ॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা জরা ব্যাধি আর দুঃখ ভয়। সব ঠাঁই ব্যাকুল চিন্তার্থ অতিশয় ॥ পরমায়ু হইব সবে তিরিশ বৎসর। নানা উৎপাতে লোক সকল বিকল ॥ কলি যুগে হব সব পাষণ্ড প্রচুর। দস্যু প্রায় রাজা হব নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ॥ কলি দোষে বেদপাঠ সব যাবে নাশ। চুরি মিথ্যা বার্থ হিংসা কুসঙ্গ বিলাস ॥ শূদ্রপ্রায় বিপ্র ছাগ প্রায় ধেনুগণ। তৃণ প্রায় বৃক্ষ গৃহ প্রায় বনাশ্রম ॥ গর্দ্দভ সমান লোক শূন্য কলেবর। এই মত সকল হইব অতঃপর ॥ এই রূপে হব যদি কলিযুগ শেষে। অবতার করিব আপনি হৃষীকেশে ॥ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হেতু নহে বিনাশিতে। আপনি আসিয়া হরি জন্মিব সাক্ষাতে ॥ জন্মিব জম্ভলগ্রামে বিষ্ণুজসা ঘরে ব্রাহ্মণ হইব হরি কল্কি অবতারে ॥ অশ্ব আরোহণ করি বায়ুবেগে গতি

খড়্গ ধরি চকিতে চলিব সুরপতি ॥ একেশ্বর করিব পৃথিবী পর্য্যটন। কোটি২ ম্লেচ্ছ কাটি করিব নিধন॥ দস্যুগণ পলাইব ধরি নৃপবেশ। কাটিয়া সকল সংহারিব হৃষীকেশ ॥ দস্যু বিনাশিব যদি কল্কি সুরপতি। তবে সব লোক হইব নিরমল মতি ॥ কল্কি অঙ্গ পুণ্য গন্ধ বাত বরিষণে। পুণ্যযুক্ত শুদ্ধ চিত্ত হৈব সর্ব্বজনে ॥ ধর্ম্ম প্রতি প্রভু ধর্ম্ম করিতে পালন। কল্কিরূপে অবতার করিব যখন ॥ সত্যযুগ সেই ক্ষণে হব সত্যময়। সত্যযুগে সর্ব্ব লোক হব শুদ্ধাশয় ॥ পৃথিবী ত্যজিয়া কৃষ্ণ চলিলা যখনে। দুষ্টকলি পর বেশ করিব তখনে॥ যাবৎ পদারবিন্দে ধরণী পরশি। আছিল আপনে রমাপতি গুণরাশি ॥ তাবৎ আছিল দুষ্ট কলি পরাক্রমে। উদ্দেশে কহিল কিছু ভবিষ্য লক্ষণে ॥ হেন হব যত রাজা দেখ বিদ্যমানে তা সবার কৈল গুণ চরিত্র বাখানে ॥ চন্দ্রবংশ সূর্য্যবংশে যত দণ্ডধর তা সবার কর্ম্মগুণ কহিল সকল ॥ কথা মাত্র অবশেষ রহিল সংসারে কীর্ত্তি মাত্র কেবল থাকিব ক্ষিতিতলে ॥ সূর্য্যবংশে মেরু নামে সন্ত তি কারণে। চন্দ্রবংশে থাকিব দেবাপি হেন নামে ॥ যোগবলে রাখি তাঁহার কলেবর। থাকিব কলাপ গ্রামে দুই নরেশ্বর ॥ কলি অন্তে নারায়ণে দোঁহে আজ্ঞা পাইয়া। ধর্ম্ম প্রচারিব দোঁহে পূর্ব্ববৎ হইয়া এই রূপে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি। এই রূপে পুনঃ পুনঃ হয় যুগ চারি কহিল তোমারে রাজা সব বিবরণ। অতুল সম্পদ মহাবল পরাক্রম ভূমিতলে মমতায় ত্যজি কলেবর। সবার নিধন হৈল এই ক্ষিতিতল কৃমি বিষ্ঠা ভস্ম হয় রাজকলেবর। কি কারণে গর্ব্ব করে মতিহীন নর দেহের কারণে পরপ্রাণবধ করে। সবে প্রয়োজন মাত্র নরকে সঞ্চরে তোমার পূরুবে কত পুরুষ শাসিল। এই ভূমি কি কারণে সকল ... হল ॥ আছিল তোমার প্রতি পিতামহ গণ। তারা সব মরিল এ ভূমির কারণ ॥ সংপ্রতি সকল রাজ্য এখন আমার। পূর্ব্ব হৈতে তা ... র বংশের অধিকার ॥ পুত্র পৌত্রাদি ভুঞ্জিব বসুমতী। এই বলি ... ত কত হৈল ক্ষিতিপতি ॥ মাটির নির্ম্মিত ভাণ্ড মিথ্যা কলেবর। ইহা ... গি হৈল কত কত দণ্ডধর ॥ মোর মোর বলিয়া সকল ত্যজি গেল ... কালে সব সংহারিল কথা মাত্র রৈল ॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যের এই কা ... যা। সব পরিহরি ভাই কৃষ্ণে ধর আশা ॥

মুনি বলে শুন রাজা বিচিত্র কথন। পৃথিবী হাসিয়া বলে দেখ নৃপ গণ ॥ অন্য অন্য বুঝিয়া মাত্র হৈল অভিমানে। কহিয়ে এ সব কথা তা সবা বিদ্যমানে ॥ পৃথিবী হাসিয়া বলে আহা [illegible] কি কা

রণে অহঙ্কার করে অপছায়া ॥ আছুক অন্যের কাজ পরম পণ্ডিত।
রাজ অভিমানে সেহ কামে বিমোহিত ॥ পয়ঃ সমান দেহ তড়িৎ চঞ্চ-
ল। তাহাতে বিশ্বাস করে মূঢ় নরেশ্বর ॥ প্রথমে জিনিব সর্ব্ব রাজমন্ত্রী-
গণ। তবে পাত্র জিনিব সামন্ত পুরজন ॥ তবে মন্ত্র মাউক জিনিব
সর্ব্ব সেনা। তবে রাজা জিনিব রাজপুরে দিব হানা ॥ ধরণী শাসিব তবে
সাগর পর্য্যন্ত। এই আশাবন্ধে করে সব অনুবন্ধ। নিকটে না দেখে
যম কামে অচেতন। পৃথিবী হাসিয়া বলে এহ বিড়ম্বন ॥ আমারে
জানিয়া করে সাগরে প্রবেশ। ইহলোকে পরিশ্রম পরলোকে ক্লেশ
আমাকে ত্যজিয়া সব মনু পুত্রগণ। কতং গেল রাজা ত্যজিয়া জীবন ॥
পিতা পুত্রে হানাহানি আমার কারণে। অন্যো বুঝিয়া মরে ভাই বন্ধু
গণে ॥ আমি রাজা আমার সকল রাজ্যখণ্ড। সাগর পর্য্যন্ত করি ফিরে
পরচণ্ড ॥ এইবলি নৃপগণ মরে অভিমানে। আমার কারণে সৈন্য যুঝিয়া
সংগ্রামে॥ পৃথু গয় পুরূরবা নহুষ ভরত। মান্ধাতৃ সগর তৃণবিন্দু ভগীরথ
খট্বাঙ্গ অর্জ্জুন নৃপ গাধি নরপতি। নৈষধ শান্তনু রঘু যযাতি বুদ্ধমতি ॥
হিরণ্যকশিপু বৃক বলি সম্বর। নরক রাবণ বাণ তারক ঈশ্বর ॥ আর যত
দিগ্বিজয়ী পৃথিবী মণ্ডলে। সর্ব্বজিত সর্ব্বমূর্ত্তি সুর মহেশ্বরে। আমাতে
মমতা করি মত্ত কলেবরে। কথা মাত্র রহিল সংস্কারিল কালে ॥ বৈরা-
গ্য বিধান হেতু তা সবার কথা। কহিব তোমারে রাজা পরমার্থ
গাথা ॥ যে কৃষ্ণ পদারবিন্দে ভক্তি বাঞ্ছা করে। যে জন গোবিন্দগুণ
শুনে নিরন্তরে ॥ ব্রহ্মা ভব সনকাদি নিরবধি গায়। হেনগুণ কৃষ্ণকথা
শুনিব সদায় ॥ হবে নিকৃতি রাজা মুনির বচনে। এই সব জিজ্ঞাসিল
মুনিবর স্থানে ॥ কলি দোষ বিনাশিতে কেমন উপায়। কোন পর
কারে কলি দোষ দূরে যায় ॥ মোক্ষ হেতু হিত গুরু কহ উপদেশ। কলি
যুগ যুগধর্ম্ম কহিল বিশেষ ॥ কাল গতি কল্প প্রলয় পরমাণে। মুনি
বলে কহি রাজা কর অবধান ॥ সত্যযুগে ধর্ম্ম চারি চরণ আছিল।
সত্যদান দয়া তপ চারি বর্ণ হৈল ॥ হৃষ্ট পুষ্ট শান্ত দান্ত ক্ষমা হিতপর।
সম দৃষ্টি শ্রীযুক্ত আছিল সকল ॥ সত্যযুগে সর্ব্বজনে ধর্ম্ম রক্ষা কৈল।
ত্রেতাযুগে ধর্ম্ম একপাদ ভিন্ন হৈল ॥ দান ব্রত ধর্ম্মযোগ ধর্ম্মপরায়ণ।
সর্ব্ব বর্ণ পূর্ণযুক্ত আছিল তখন ॥ দুই পাদ হীন হৈল দ্বাপরের যুগে।
দয়া দান তপ সত্য হৈল অগ্রভাগে ॥ মহাগুণশীল যশঃ ধর্ম্মপরায়ণ
হৃষ্ট পুষ্ট জন যুক্ত হৈল সর্ব্ব জন ॥ একপাদ ধর্ম্ম মাত্র হব কলি
কালে। অসত্য কপট লোভী হৈব সংসারে। নির্দ্দয় নিষ্ঠুর দুরা

চার সর্ব্ব জন। দুর্ভাগ্য দরিদ্র দম্ভ ক্রোধ পরায়ণ ॥ সত্ত্ব রজঃ তমো গুণ জনিত বিকার। কাল কর্ম্ম বিরচিত মতি দুরাচার ॥ বুদ্ধি মন সত্ত্বগুণে বাড়িব যখনে। তখনে জন্মিব মতি তপ যজ্ঞ দানে ॥ তখনে জানিব সত্ত্বগুণ উৎপন্ন। কাম্য কর্ম্মে রত যদি তামস লক্ষণ ॥ তখনে জানিব ত্রেতা যুগের উদয়। শুন রাজা দ্বাপর যুগের নির্ণয় ॥ মদ মান দম্ভ হিংসা লোভ অসন্তোষ। তখনে জীবের এই দেখি নানা দোষ ॥ তখনে জানিব তমোগুণ দ্বাপর। কলিযুগ লক্ষণ কহি নরেশ্বর ॥ নিদ্রা তন্দ্রা হিংসা মায়া অসত্য বিবাদ। তখনে জানিব কলি যুগ সমাধান। গুণ দোষ কহি চারি যুগ সমাধান ॥ ক্ষুদ্র দৃষ্টি ক্ষুদ্র ভাগ্য বিস্তর আহার। ধনহীন মহা কামী নিন্দিত আচার ॥ সতী কুলবতী নারী হব দ্বিচারিণী। পাষণ্ড নিন্দিত বেদ পথ বেদবাণী। প্রজা ভক্ষ রাজাধন দারা অপহারী। ব্রহ্মচর্য্য ব্রতহীন হৈব ব্রহ্মচারী ॥ দ্বিজগণ হৈবে শেষ উদরপরায়ণ। নৃপ সন্ন্যাসীর বহু কুটুম্ব সঙ্গম ॥ বাণপ্রস্থ হইব গ্রামবাসী মন্দাচার। মম কায় হৈব সব লোক মহাকার ॥ কুলবতী কটু২ কপটভাষিণী। নানা মায়া উচ্চ২ বিবাদকাহিনী ॥ কপটে কিচট লোক হৈব কটুকারী। করিব নিন্দিত কর্ম্ম স্বধর্ম্মত ছাড়ি ॥ নির্দ্ধন দেখিয়া পতি ছাড়িব কিঙ্করে। দুঃখী দেখিয়া ভৃত্য ছাড়িব ঈশ্বরে ॥ পিতা মাতা ভাই বন্ধু জ্ঞাতি পরিজন সকলে ত্যজিব নারী, সুরতি কারণ ॥ দীন হীন স্ত্রীজাতি হইব কলিকালে। শূদ্র প্রতি গৃহ লব তপস্থির স্থলে ॥ সবাকে কহিব ধর্ম্ম অধর্ম্মিক জনে। বসিব অধিক হৈয়া উত্তম আসনে ॥ নরপীড়া দুর্ভিক্ষ হইব অতিশয়। অনাবৃষ্টি দুঃখ শোক আকুল হৃদয় ॥ অন্ন পানে শয়ন বসন বিবর্জ্জিত। পিশাচ সমান হীন হইব কুৎচ্ছিত ॥ কিঞ্চিৎ কারণে লোক ত্যজিব জীবন। অল্পধন কারণে ত্যজিব বন্ধুজন ॥ বাপ পুত্র ত্যজিব২ পুত্রে পিতা। পতি ভার্য্যা ত্যজিব২ পুত্রে মাতা ॥ কলিযুগে দীন হীন হবে সর্ব্ব নর। ত্যজিব সকল ধর্ম্ম শেষ উদরপর ॥ কলিযুগে কেহ নাহি ভজিব শ্রীহরি পাষণ্ড খণ্ডিব মতি দুষ্ট বুদ্ধি করি ॥ ত্রিভুবন নাথ জন বন্দিত চরণ। ত্রিজগৎগুরু পতি অখিল কারণ ॥ হেন প্রভু কলিযুগে কেহ না ভজিব। পাষণ্ড কুসঙ্গ সঙ্গে জগৎ মজিব ॥ যার নাম বারেক স্মরণে অন্তঃকালে। শোণিত পতিত কিবা আকুল শরীরে ॥ দৃঢ় বন্ধ নিগড় ছিণ্ডিয়া সেই ক্ষণে। কৃষ্ণময় হৈয়া চলে বৈকুণ্ঠগমনে ॥ হেন হরি কলিযুগে লভে জীব নর। না করিয়া সাধুসঙ্গ ভজিব [illegible] ॥ ভক্তি

ভাবে হৃদয়ে ধরিলে নারায়ণ। চিত্ত আদি মল সব হয় বিমোচন॥ শ্রবণ করুক কিবা করুক কীর্ত্তন। ধ্যান পূজন কিবা আদর মোদন॥ হৃদয়ে থাকিয়া তার প্রভু দয়াময়। অযুত জনম পাপ সব করে ক্ষয়॥ হেমলতা বহ্নি যেন সব মলি হরে। এই মত চিত্তগত যদি করি বলে॥ অশুভ হরিয়া হরি করে শুভাশয়। পুনরপি তার আর নহে ভবভয়॥ বিদ্যা ব্রত তপ জপ তীর্থ পর্য্যটন। যজ্ঞ দান তীর্থস্নান পরম শোধন॥ এ সবে অন্তর শুদ্ধ তত বড় নহে। হৃদিগত কৃষ্ণ যেন পাপরাশি দহে॥ এ বোল বুঝিয়া রাজা স্থির কর মন। মরণ সময় আসি দিল দরশন॥ হৃদিগত কর হরি পরম যতনে। হৃদয়ে চিন্তিলে হরি গতি নারায়ণে॥ মরণ দেখিতে হরি চিন্তহ হৃদয়। সর্ব্বময় সর্ব্বগতি সবার আশ্রয়॥ হৃদয়ে চিন্তিলে হরি আত্ম ভাব করে। অশেষ দুরিতবন্ধ দূরভাবে হরে॥ কলিকাল দোষময় গভীরসাগর। এক মহাগুণ মাত্র আছে নৃপবর॥ কৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে মাত্র ভববন্ধ নাশ। কৃষ্ণময় হয়ে চলে কৃষ্ণপদে বাস॥ সত্যযুগে ধ্যানে যত পুণ্য উপজয়। ত্রেতাযুগে যজ্ঞ দান তপ পূর্ণ হয়॥ দ্বাপরেতে পরিচর্য্যা যত হয় ফল। কলিযুগে সর্ব্বলাভ কীর্ত্তন কেবল॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যের সদ্রস পান। গদাধর পদযুগ বিনা নাহি আন॥

শুকমুনি বলে রাজা কর অবধান। কহিব তোমারে কলিগতি পরমাণ॥ চারি যুগ পরমাণ করিল সকল। যখনে প্রলয় কল্প শুন সবে নরেশ্বর॥ চারি সহস্র চারি যুগ এক করি। এতেকে ব্রহ্মার এক দিন হয় বলি॥ চতুর্দ্দশ মন্বন্তর কল্পের অন্তর। এক মন্বন্তর হয় কল্পের অন্তর॥ রজনী জানিব তত যুগ পরিমাণে। সেইসে প্রলয় যাতে ব্রহ্মার শয়নে॥ এই পরলয়ে হয় তিনলোক নাশ। অনন্তশয়নে যাতে শুয়ে শ্রীনিবাস॥ তিন লোক উদরে করিয়া নারায়ণ। এই মত হয় খণ্ডপ্রলয় লক্ষণ॥ এই দৈববন্ধ বলি হয়ে যায় নাশ। এই মহাপরলয়ে কৃষ্ণের বিলাস॥ অনাবৃষ্টি হবে তবে শতেক বৎসর। অন্যং ভক্ষিয়া প্রজা মরিব সকল॥ সম্বর্ত্তক নামে হবে সূর্য্য পরচণ্ড। রসপান করিয়া শুষিব পৃথ্বীখণ্ড॥ সম্বর্ত্তক নামে বহ্নি সঙ্কর্ষণ মুখে। উঠিল পাতালতল দহি মর্ত্ত্যপথে॥ হেটে বহ্নি উপরে দহিব রবিজালে। পুড়িয়া ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড যাইব অনলে॥ দেখিব ব্রহ্মাণ্ড যেন পোড়াসুবিখান। তবে সম্বর্ত্তক বহ্নি হৈব উপাদান॥ তবে সম্বর্ত্তক বাত শতেক বৎসর। রহিব ধূলায় পুরি আকাশমণ্ডল॥ পঞ্চভূত তত্ত্ব সব জীব নাশ। তথি পরবেশ যার তথি পরকাশ॥

সব প্রবেশিব তবে প্রকৃতিভিতরে। প্রকৃতি প্রবেশ গিয়া করিব ঈশ্বরে॥ আদি অন্ত নাহি যার না দেখি বেকতে। না বাঁচিল ছুটে কিছু থাকয়ে সাক্ষাতে॥ মন বচনের যাতে নাহি পরবেশ। সত্ত্ব রজঃ তমোগুণে করিবেত বিশেষ॥ বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় সকল দেবগণে। উদ্দেশ না জানে যার নাহি সন্নিধানে॥ নহে জল নহে ভূমি পবন আকাশ॥ নহে চন্দ্র জ্যোতি নহে দীনেশ হুতাশ॥ অনেকবৎ শূন্যবৎ দেখি নিরালম্ব। সেই সে সভার মূল কপট আনন্দ॥ কহিল তোমারে আমি মহাপরলয়। ব্রহ্মা পর্য্যন্ত ব্রহ্মে পরবেশ হয়॥ জ্ঞানময় রসময় সুখময় মাত্র। আনন্দ পরমব্রহ্ম বিশ্বমের পাত্র॥ তাহাতে পরলয় উৎপত্তি তাহা হনে। কিঞ্চিৎ মাত্র কিছু সত্য নহে তাহা বিনে॥ নানা রূপ যত দেখি তাঁর মায়া। বিচারিলে বুঝে যেন মূল হয় ছায়া॥ এক সোণা বহু ভেদ দেখি যেন নানা। এইরূপে লোক করে বিবিধ কল্পনা॥ ব্রহ্ম হৈতে উৎপন্ন জীব ব্রহ্মময়। অহঙ্কারে অনাদি সংসারে বন্ধি হয়॥ তেকারণে অহঙ্কার হয় নানা ভেদ। গুরু জিজ্ঞাসিলে হয় অজ্ঞান বিচ্ছেদ॥ মায়াময় অহঙ্কারে জীবের বন্ধন। গুরু জিজ্ঞাসিলে হয় বন্ধ বিমোচন॥ উপাধি বর্জ্জিত জীব হয় ব্রহ্মময়। এই রাজা কহিল অত্যন্ত পরলয়॥ নিত্য পরলয় আর কহে জ্ঞানিগণ। ব্রহ্মা আদি দেবগণ চিন্তে অনুক্ষণ॥ কালযোগ জনম প্রলয় ক্ষণেক। প্রতি দেহ নিরন্তর বুঝি অনুমানে॥ চতুর্ব্বিধ প্রলয় কহিল সমাধানে। বিস্তারি কহিতে ইহা ব্রহ্মায় জানে॥ কালরূপী ভগবান জগৎ বিধাতা। উৎপত্তি প্রলয় তার অদ্ভুত লীলা কথা॥ দুস্তর সংসার ঘোর সাগর তরিতে। ভাগ্যবশেতে যার বাঞ্ছা হয় চিত্তেতে॥ অন্য গতি নাহি কৃষ্ণকথা রস বিনে। বহুবিধ দুঃখ দরদী হন তারণে॥ এই মহাভাগবত পুরাণসংহিতা। প্রকাশিল ভগবান সর্ব্বলোকপিতা॥ স্থাপিত ব্রহ্মার মুখে প্রভু হৃষীকেশ। ব্রহ্মা নারদের মুখে কৈল উপদেশ॥ নারদ ব্যাসের মুখে কৈল সমর্পণ। বেদব্যাস বিস্তারিল আমার বদন॥ এই মহাভাগবত পুরাণসংহিতা। সর্ব্বশাস্ত্র বেদ সার বেদান্তসংহিতা॥ কহিবেন স্তোত্র সনকাদি মুনিগণে। দীর্ঘসত্র সমুদিত নৈমিষ অরণ্যে॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরসবাণী। পরমার্থ কৃষ্ণ কথা প্রেমতরঙ্গিণী॥

ব্রহ্মা সৃষ্টি করে যবে প্রসাদ ভোজন। ক্রোধে জনমিল রুদ্র সংহার কারণ॥ তুমি রাজা কুমতি ছাড়িয়া হরি ভজ। মরিবে আপনি কেন

রাজা তোমার মরণে ॥ আছিল নহিব আমি হব পরিবার। পুত্র পৌত্র রূপে হব জনম আমার ॥ এ সব সকল মিথ্যা মনে অনুমান। দেহ ভিন্ন তুমি ভিন্ন বিচারিয়া জান ॥ কাষ্ঠ ভিন্ন নহে যেন জ্বলন্ত অনল এইরূপে ভিন্ন তুমি দেখ নরেশ্বর ॥ মাথা কাটি দেখ যেন দেখিয়া স্বপনে ॥ স্বপনে আপনে যেন হেন লয় মনে ॥ সেই সে কেবল মাত্র দেহ মাত্র দেখি। অজর অমর জীব সর্ব্ব ঠাঞি সাক্ষী ॥ ভাঙ্গিলে মাটীর ঘর যেন দূর যায়। ঘটের আকার যেন আকাশে মিলায় ॥ এই রূপে ব্রহ্ম জীব দেহের মরণ। কহিব তোমারে রাজা সব বিবরণ ॥ এ সব সংযোগ হয় জীবের সংস্কার। নহে সত্য নিত্য জীব অজ নিরাকার ॥ যাবৎ এ সব থাকে জীবের দ্বীপত্ব। এই রূপে দেহ যোগ হীন জীব তত্ত্ব ॥ তিনং গুণ দেহের জন্ম মৃত্যু হয়। কার্য্য কারণে যেন পারমাত্মাময় ॥ আকাশা স্বরূপ ব্রত অনন্ত স্বরূপ। নিরাকার নিরাধার নিরুপম রূপ ॥ এই রূপে আত্মা তুমি অনুমানে বুঝ। বিমরিষ করি বুঝ পশু বুদ্ধি ত্যজ ॥ গুরু উপদেশে চিত্ত আপনার কর। কৃষ্ণচরণারবিন্দে বুদ্ধি সমর্পণ ॥ কে তুমি আপনে রাজা বুঝহ বিচারে। তক্ষকে তোমারে না দংশিব কোনকালে এ প্রভু যমের যম কাল বিদারণ। সর্ব্বভাবে কর তার চরণ বন্দন ॥ আমি যেই ব্রহ্ম সেই ব্রহ্ম আমি। আপনাকে তুমি রাজা ব্রহ্ম হেন জানি। তক্ষকে দংশিলে তবু তুমি না জানিবে। আপনার ভিন্ন হেন কারে না দেখিবে ॥ যে তুমি পুছিলে রাজা কহিনু সকল। কৃষ্ণের চরিত্র লীলা প্রভুর মঙ্গল ॥ কি আর শুনিতে রাজা ইচ্ছা কর মনে। জিজ্ঞাসিলে কহিব তোমার বিদ্যমানে ॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী পরীক্ষিত জ্ঞানকথা মধুরসবাণী ॥

তবেত শুনিয়া রাজা মুনির বচন। পড়িয়া ধরণীতলে ধরিল চরণ দণ্ড প্রণাম করি যুড়ি দুই কর। কহে বিষ্ণুরাত রাজা মুনির গোচর ॥ অনুগ্রহ কৈলে মোরে হৈলে সর্ব্বসিদ্ধি। ভবকূপে উদ্ধারিলে তুমি দয়ানিধি শ্রবণ গোচর মোর কৈলে ভগবান। সাক্ষাতে দেখিয়া কৃষ্ণ কৈল পরিত্রাণ ॥ মহান্ত অচ্যুত চিত্ত যে পুরুষ হয়। তার সহে এহ নহে ভিন্ন অতিশয় ॥ অনুগ্রহ করে দিল হীন জন পায়্যা। আজ্ঞা নহিল ভবো দব তাপিত দেখিয়া ॥ শুনিনু সকল মুঞি পুরাণসংহিতা। যাতে পদে পদে কহি কৃষ্ণগুণগাঁথা ॥ তক্ষক করিয়া আর নাহি ভয় লেশ। নির্ব্বাণ পরম পদ কৈনু পরবেশ ॥ তুমি দেখাইলে মোরে অভয় চরণ। আজ্ঞা কর গুরু মোর ছটক বন্ধন ॥ বাক্য মনঃ প্রবেশিল দেবনারায়ণে।

ত্যজিব শরীর আজ্ঞা মাগিল চরণে॥ অজ্ঞান খণ্ডিল মোর ভ্রম গেল দূর। ভক্তি জন্মিল মোর মনোরথপূর॥ তুমি দেখাইলে হরিপদ সুমঙ্গল। অচ্যুত পরমানন্দ অভয় কুশল॥ রাজার বচন শুনি শুক মহামুনি। ধন্য২ সাধু বলি রাজারে বাখানি॥ চলিল আপন সুখে ব্যাসের নন্দন। পূজিয়া পাঠাইল রাজা সঙ্গে মুনিগণ॥ তবে পরীক্ষিত রাজা বসিল যেখানে। আপন হৃদয় আত্মা করি সমাধানে॥ পূর্ব্ব অগ্র কুশ পাতি তাহার উপরে। বসিলা উত্তরমুখে ভাগীরথী তীরে॥ পবন রুধিয়া রহে যেন তরুবর। মহাযোগ যোগবলে রহিল নিশ্চয়॥ হেনকালে দ্বিজসুত আজ্ঞা শিরে ধরি। চলিল তক্ষক নাগ মনে ভয় করি॥ পথে কশ্যপের সঙ্গে হৈল দরশন। কশ্যপ পুছিল তারে করি সম্বোধন॥ তক্ষক কহিল তারে সব বিবরণ। দ্বিজের বচনে পরীক্ষিত বিনাশন॥ দ্বিজসুত বাক্য নাই করিতে পালন। দংশিয়া রাজারে ভস্ম করিব তখন॥ এ বোল শুনিয়া দিল কশ্যপ উত্তর। আজি জিয়াইব রাজা তোমার গোচর॥ তবে তারে বহু ধন দিল ফণধর। বাহুড়িয়া কশ্যপ পাঠাইল নিজ ঘর॥ কালরূপ তক্ষক ধরিয়া নিজ বেশ। জল মধ্যে হৈল রাজমন্দিরে প্রবেশ॥ সূক্ষ্মরূপ ধরি রাজার দংশিল চরণে। ভস্ম হৈল রাজকলেবর তৎক্ষণে॥ গরল অনলে ভস্ম হৈল কলেবর। হাহাকার শব্দ উঠিল কোলাহল॥ সব লোক দেখিয়া লাগিল চমৎকার। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে উঠিল হাহাকার॥ স্বর্গে সুরবধূ নাচে পুষ্প বরিষণ। গন্ধর্ব্ব কিন্নর নাচে দুন্দুভি বাজন॥ সাধু২ করিয়া বাখানে সুরগণে। চলিল বৈকুণ্ঠে রাজা ছুটিল বন্ধনে॥ শুনিয়াত জন্মেজয় সব বিবরণ। তক্ষকে দংশিল পিতা যাহার কারণ॥ ক্রোধে জ্বলে রাজা যেন প্রলয় অনল। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ সব আনিল সত্বর॥ সর্পযজ্ঞ আরম্ভিল সর্প বিনাশন। কুণ্ডে আনি পোড়ে সর্প মন্ত্রের কারণ॥ পুড়িয়া সকল সর্প সৃষ্টি নাশ হয়। তক্ষক পলায় ফিরে আকুল হৃদয়॥ ইন্দ্রের স্থানে গিয়া পশিল তরাসে। লুকাইয়া খাটতলে রহে গুপ্ত বেশে॥ কোপ করি রাজা তবে বলে কোপবাণী। পুড়ায়ে সকল নাগ কিছু রাখ জানি॥ পোড়া গেল সকল নাগ যজ্ঞ অবশেষে। তবে দ্বিজগণ বলে তক্ষক না আইসে॥ রাজার বচন শুনি বলে দ্বিজ গণ। তক্ষক লইল গিয়া ইন্দ্রের শরণ॥ দেখিয়া সকল নাগ ইন্দ্র রক্ষা করে। তক্ষক পোড়াব রাজা কোন প্রকার॥ শুনিয়াত জন্মেজয় বিপ্রের বচন। ইন্দ্রসঙ্গে পোড়ে সর্প না কর বিলম্বন॥ রাজার বচন শুনি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ। ইন্দ্র সঙ্গে তক্ষক শুনিল

ক্ষতক্ষণ ॥ পড় পড় মহামন্ত্র বেদ বাণী ধর । ইন্দ্র সঙ্গে পোড়ু সর্প বি-
বিলম্ব না কর ॥ চলিল আসন ইন্দ্র রহি বিদ্যমানে । সকলে তক্ষক
সঙ্গে রহিল গগণে ॥ স্বগণে পড়িল ইন্দ্র দেখি বৃহস্পতি । শান্তিল রা-
জার তরে করি নানা স্তুতি ॥ না কর না কর রাজা যজ্ঞত বিফল
না পুড়িব না মরিব তক্ষক অমর ॥ অমৃত মন্থনে নাগ কৈল সুধাপান ।
মারিতে নারিবে সর্প দেহ সমাধান ॥ জনম মরণ দেখ নিজ কর্ম্ম ফলে ।
যার যেমন অদৃষ্ট তাহার তেমন ফলে ॥ উত্তম অধম গতি অদৃষ্টে ক-
রায় । যার যেন শুভাশুভ তেন গতি পায় ॥ তার তেন ফল ধরে যে
করে বিধাতা । অদৃষ্ট বুঝিয়া ফল লিখে ধাতা কর্ত্তা ॥ সর্পচোর ক্ষুধা
তৃষ্ণা অদৃষ্টে ঘটায় । যার হাতে যার মৃত্যু সংযোগ করায় ॥ নিজ২
কর্ম্ম জন্য ভুঞ্জে আপনার । তার তেন ঘটে যেন অদৃষ্ট তাহার ॥ অ-
দৃষ্ট যে করে যার অদৃষ্ট প্রধান । এ বোল বুঝিয়া যজ্ঞ কর সমাধান ॥
যজ্ঞযোগে সর্প পুড়ি মারিলে বিস্তর । এত দূরে সমাধান কর নরেশ্বর ॥
গুরুর বচন শুনি নৃপতি প্রধান । মুনির বচনে যজ্ঞ দিল সমাধান ॥
. . . . পূজিয়া পাঠাইল সুরপুরে । এই বিষ্ণু মহামায়া কহিল তোমা-
রে ॥ এই বিষ্ণুমায়াতে মোহিত চরাচর । বিষ্ণুমায়া বিনির্ম্মিত আ-
. . স্থাবর ॥ মায়া আজ্ঞাকারী যার মায়া রহে দূরে । যার আজ্ঞা
. . ধ্যানে বহে সুরেশ্বরে ॥ বিবিধ বিধান যাতে না ছিল ছল তর্ক ।
. . . নিষ্কম্প নাহি কম্প সম্পর্ক ॥ সূর্য্য নহে শ্রেষ্ঠ নহে নহে
. . কাল । বাধ্য বাধক নাহি নিষেধ যাহার । সেই সে পরম পদ
. . মুনিগণ । অশেষ নিষেধ শেষ ব্রহ্ম সনাতন ॥ একান্ত সুহৃদ ভাবে
. . হিত চিত্তে । দুর্ম্মতি ছাড়িয়া যদি হয় হৃদিগতে ॥ অতিবাদ না
. . . কারে অপজ্ঞান । নিশ্চয় কহিল এই শুনি সাবধান ॥ বৈরি না
করিব কভু নর দেহ পাইয়া । শত্রু মিত্র কেহ নহে সব দেবমায়া ॥
নমো নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু ভগবান । নমোঃ হৃষীকেশ পুরুষপুরাণ ॥ যার
পাদপদ্ম মকরন্দ সুধারসে । পুরাণ সংহিতা এই পড়িব বিশেষে ॥
শুনিয়া সনক মুনি হরষিত মনে । তবে যেই জিজ্ঞাসিল সুত সন্নিধানে
বেদ বিশারদ বেদব্যাস শিষ্যকুলে । এক পদ বিভজিল কত পরকারে
কহ সুত মহাভাগ দেবের নিস্তার । তবে সুত মুনি দিল উত্তর তাহার
হৃদয় আকাশে যদি দিল দরশন । তবে নাদ জন্মিল যে ব্রহ্মার অনল ॥
যে নাদ চিন্তিয়া যোগী ভবে হৈল পার । সে নাদ তিন গুণে জন্মিল উ-
ঙ্কার ॥ উঙ্কার জন্মিল বেদ হৈয়া চারি ভেদ । বহু শাখা হৈল তার

নাহি পরিচ্ছেদ ॥ সেই চারি বেদ এই ব্যাস শিষ্যগণে। বহু শাখা করিয়া পাঠাইল জনে২ ॥ তারা সব নিজ শাখা বহু শাখা করি। বিস্তারিল বহু সাখা গণিতে না পারি ॥ কিছু বিস্তারিল শুক মুনিগণ স্থানে। আমি কিছু কহিল যে আপন সাধনে ॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যের প্রেম রস বাণী। পরীক্ষিত দেহত্যাগ প্রেমতরঙ্গিণী ॥ ৬ ॥

বেদাচার্য্য মুনিগণে বহু শাখা করি। পাঠাইল বহু শিষ্য বেদ অধিকারী ॥ কহিল সকল কথা তোমা বিদ্যমানে। পুরাণলক্ষণ কহি শুন সাবধানে ॥ স্বর্গ বিগতি বৃত্তি রক্ষা মন্বন্তর। বংশাবলি রাজাবংশ চরিত্র সুন্দর ॥ প্রণয় রসনা আর জীবের আশ্রয়। এই সব পুরাণ লক্ষণ পরিচয় ॥ কেহ পঞ্চবিধ কহে পুরাণ লক্ষণ। অল্প মত ব্যবস্থায় এক নিরূপণ ॥ অষ্টাদশ পুরাণ বাখানিয়া মুনিগণে। ব্রহ্মা বিষ্ণু পদ্ম পুরাণ শিব নামে ॥ লিঙ্গপুরাণ আর গরুড়পুরাণ। নারদপুরাণ মহা ভাগবতপুরাণ ॥ অগ্নিপুরাণ স্কন্দ ভবিষ্যপুরাণ। ব্রহ্ম বৈবর্ত আর মার্কণ্ডেয় নাম ॥ বামনপুরাণ মৎস্য কূর্ম্ম নাম ধরি। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ এই অষ্টাদশ বলি ॥ বিস্তারিয়া বেদশাখা কহিল সকল। তবে আর কি কহিব কহ মুনিবর ॥ গদাধর পদযুগ এই রস জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥

শুনিয়া সৌনক মুনি সূতের বচন। জীয়২ সূত তুমি জীয় চিরকাল। তুমি দেখাইলে আর সংসারের পার ॥ হেন শুনি চিরজীবি মার্কণ্ডে মুনি। কটাক্ষে নহিল যেন মৃত্যু হেন বাণী ॥ অমার পুরুবে যেন তাহা উৎপতি। প্রলয়ে না ছিল কিছু এ লোক যুগতি ॥ না ছিল প্রলয় কা ইহার ভিতরে। কি রূপে ভাসিল তিঁহ প্রণয়সাগরে ॥ অদ্ভুত বাল মুনি দেখিল নিকটে। শয়নে আছিল শিশু বটপত্র পুটে ॥ এ বড় সংশ সুত অতি কুতুহল। কহিব তোমারে কিছু নাহি অগোচর ॥ সূত ব ধন্যা২ মুনির প্রধান। ভাল প্রশ্ন কৈলে তুমি লোক পরিত্রাণ ॥ নারা কথা যথা কলিমলহরা। সর্ব্ব তীর্থ বৈসে যথা শ্রুতি মনোহরা মার্কণ্ডেয় মাহামুনি মৃকুণ্ডকুমার। বাপে যদি কৈল তার ব্রাহ্ম সংস্কার ॥ পড়িল সকল বেদ গুরুকুলে বসি। ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধর পর তপস্বী ॥ দণ্ড কমণ্ডল ধরে শিরে জটাভার। অক্ষসূত্র কৃষ্ণজিনে পরে মৃগছাল ॥ গুরু সূর্য্য বহ্নি দ্বিজ পুজে তিন কালে। ত্রিকাল পুজায় হরি চরণকমলে ॥ ভিক্ষা মাগী আনি করে গুরু সমর্পণ। গুরু যেই আজ্ঞা করে করায় ভোজন ॥ গুরু আজ্ঞা নহে যদি করে উপবাস। এইরূপে

করে দ্বিজ গুরুকুলে বাস ॥ তবে আরম্ভিল আর মুনির প্রধান। অযুতং কত বৎসর প্রমাণ ॥ কৃষ্ণ আরাধিয়া মৃত্যু জানিল ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মা ভব আদি যত সূত-মুনিগণ ॥ দেবঋষি পিতৃগণ শুনিয়া বিস্মিত ॥ হেন মহা যোগধর মুনি সুচরিত ॥ হৃদয়পঙ্কজে হরি ধরিয়া ধেয়ানে। ছয় মন্বন্তর বহি গেল সেই মনে ॥ সাত মন্বন্তরে ইন্দ্র দেবপুরন্দরে। শুনিয়া মুনির তপ চিন্তিলা অন্তরে ॥ তপোভঙ্গ করিতে চিন্তিল পরকার। গন্ধর্ব্ব অপ্সরাগণ পাঠান তৎকাল ॥ বসন্ত সময় বাত কাম পঞ্চশর। দক্ষিণে মন্দ হিংসা পাঠায় সত্বর ॥ তারা সব শীঘ্র গেল মুনির আশ্রমে। হিমালয় পর্ব্বত উত্তর তপোবনে ॥ পুষ্পভদ্রা নদী তথা বিচিত্র পাষাণ। নানাদ্রুম লতাবলি ললিত উদ্যান ॥ পুণ্য দ্বিজ কুলাকুল পুণ্য জলাশয়, মত্ত পিক শুকবর ভ্রমর ঝঙ্কার ॥ উদিত রজনীনাথ রজনী শোভন। প্রবাল স্তবক তাহে ভ্রমে অলিগণ ॥ মূর্ত্তিমান হৈল আসি সাক্ষাৎ বসন্ত। গন্ধর্ব্ব কিন্নর গায় সুগীত সুমন্দ ॥ রতি পতি দরশন দিল ফুলশরে। সুরবিদ্যাধরী নৃত্য করে মনোহরে ॥ বসিয়া দেখিল মুনি মুদিতলোচন। মহাতেজোময় যেন দীপ্ত হুতাশন ॥ ইন্দ্রের নাচনী নাচে মুনির গোচরে, বীণ বেণু মৃদঙ্গ বাজনা মনোহরে ॥ পঞ্চশর মদন যুড়িল শরাসনে। সাক্ষাৎ বসন্ত করে পুষ্প বরিষণে ॥ সম্মুখে উর্ব্বশীগণ সেজুয়া খেলায়। স্তনভরে মন্থর ললিত গতি যায় ॥ বিগলিত কেশবন্ধ বিলোলিত মালা। বিঘটিত তনুবাস কটিতে মেখলা ॥ পবন চলিত তার বসন বিলাস। ভ্রুভঙ্গ বিগলিত মন্দ মধুহাস ॥ পঞ্চশর পঞ্চবাণে হানিল শরীরে। চৌদিগে বেড়িল মুনি ইন্দ্রের কিঙ্করে ॥ কেবা কত লীলা কৈল কত পরকারে। কেহ না পারিল তপ ভঙ্গ করিবারে ॥ মুনির শরীরতেজে দহে কলেবর। বাহুড়িয়া গেল সব ইন্দ্রের কিঙ্কর ॥ কহিল সকল কথা ইন্দ্রের গোচরে। বিস্ময় পড়িয়া ইন্দ্র চিন্তিল অন্তরে ॥ এইরূপে তপোযোগ সমাধি ধেয়ানে। নিরন্তর চিন্তে হরি সমাধি ধেয়ানে ॥ অনুগ্রহ করিতে আপনে ভগবান। দরশন দিল প্রভু নরনারায়ণ ॥ শুক্ল কৃষ্ণ বরণ দোঁহার মনোহর। নবকঞ্জ বিলোচন ভুবন সুন্দর ॥ চারুচতুর্ভুজ মহাপুরুষ লক্ষণ। বাঘছাল বৃক্ষছাল দোঁহার বসন ॥ দণ্ড কমুণ্ডল করে পবিত্র মেখলা। ব্রহ্মসূত্র কটিসূত্র ধরে অক্ষমালা ॥ দীর্ঘ মহাভুজ রুচি তড়িৎ প্রকাশ। নরনারায়ণ ঋষি জগৎনিবাস ॥ দেখিয়া সংভ্রমে মুনি উঠিলা সত্বরে। দণ্ড পরণাম করি পড়ে ভূমিতলে ॥ অন্তরে বাহিরে হৈল প্রেমের তরঙ্গ। করযোড়ে করে স্তুতি

প্রণতকন্দর ॥ নমো২ নারায়ণ আদি অক্ষর ॥ রতন আসনে মুনি বসায় আদরে। পুণ্য জল দিয়া দুই চরণ পাখালে ॥ ধুপ দীপে পূজে মুনি অগুরু চন্দনে। পুনঃ২ পরণাম বিনয় বচনে ॥ স্তুতি করে মুনি-রাজ শিরে ধরি কর। কি বর্ণিব প্রভু তুমি প্রকৃতিরপর ॥ তোমা হনে সর্ব্বজীব হয় উৎপন্ন। সকল ইন্দ্রিয়গণ বুদ্ধি মন মর্ম্ম ॥ তোমা হনে উৎপত্তি সঞ্চার সংহার। তুমি সর্ব্ব গতি পতি ভুবন আধার ॥ তথাপি ভক্তবন্ধু প্রিয়হিতকারী। তোমার মহিমা নাথ কহিতে না পারি ॥ লোক পরিত্রাণ হেতু কর অবতার। আপনে সৃজিয়া কর পালন সংহার ॥ শ্রুতি মুখে যে রূপে ধেয়ায় মুনিগণ। চরণে প্রণাম করে অর্চ্চন বন্দন ॥ সেই নারায়ণ তুমি প্রভু ভগবান ॥ দরশন দিয়া মোরে কৈলে পরিত্রাণ ॥ তোমার পদারবিন্দ নির্ব্বাণ নিধান। না ভজিলে নাহি হয় এ লোক কল্যাণ ॥ কালরূপে কর তুমি জগৎ সংহার। ভ্রূভঙ্গে হ[illegible] ব্রহ্মপদে অধিকার ॥ তোমার মায়ার তিনগুণ উপাদান। সত্ত্ব রজঃ তঃ এই ধর তিন নাম ॥ সেই গুণে সৃষ্টি স্থিতি পুনঃ পরলয় ॥ এ সব তো[illegible] মার লীলা কত২ হয়। নমো২ নারয়ণ ঋষি পুরাতন। নমো বিষ্ণু গু[illegible] বিশ্বময় নরোত্তম ॥ নমো২ নারায়ণ ভবভয়ধ্বংস। নমো২ নিগূ[illegible] ঈশ্বর পরহংস ॥ কেবল ইন্দ্রিয়পথে ভ্রমে মতিহীনে। হৃদয়ে থাক[illegible] কেহ তত্ত্ব নাহি জানে ॥ সবার হৃদয়ে প্রভু অন্তর্যামি রূপে। তথাপি তোমাকে কেহ না জানে স্বরূপে ॥ শঙ্কর বিরিঞ্চি তোমার মায়া[illegible] মোহিত। না বুঝে তোমার তত্ত্ব নিগম গোপিত ॥ বন্দ মহাপুরু[illegible] তোমার পাদপদ্ম। নিগূঢ় পরমানন্দ ভক্তি চিত্ত সম ॥ এইরূপে ক[illegible] স্তুতি মুনি যোগেশ্বর। শ্রীভাগবত আচার্য্যার প্রবন্ধ সুন্দর ॥

এইরূপে স্তুতি কৈল মার্কণ্ডেয় মুনি। নরনারায়ণ দেব বলে কো[illegible] বাণী ॥ শুন শুন যোগেশ্বর হৈল সর্ব্বসিদ্ধি ॥ সমাধি ধারণ তুমি কৈ[illegible] নিরবধি ॥ ভক্তিভাবে কৈলে তুমি তপ নিরন্তর। বর মাগ তুষ্ট হই নি[illegible] নিরন্তর ॥ বর মাগ যোগেশ্বর যেহয় বাঞ্চিত। দরশন বিফল নহিব ক[illegible] চিত ॥ করযোড়ে কহে মুনি দেব দেবেশ্বরে ॥ অচ্যুত পরমানন্দ ভক্[illegible] বৎসলে ॥ এই বর দিলে আর নাহি প্রয়োজন। চর্ম্মচক্ষে সাক্ষাতে তোমার দরশন ॥ অজ ভব করে যার চরণ বন্দন। হেন প্রভু তুমি মো[illegible] হইলে বিদ্যমান ॥ শত পুত্র নেত্র পুণ্যশ্লোক শিখামণি। যদি বর দিবে প্রভু দেবচূড়ামণি ॥ তথাহ তোমার মায়া দেব দেবেশ্বর। ই[illegible] [illegible] প্রভু দিলা সেই বর ॥ বর দিয়া গেলা হরি বদরিকাশ্রমে।

চিন্তিতেং মুনি রহিল যেখানে ॥ সব ঠাঁই দেখে হরি চিন্তিতে বিহ্বল। প্রেমভাবে ক্ষণেং পাসরে সকল ॥ পুষ্পভদ্রা নদীতটে পুণ্য তপোবনে। সেই রূপে আছে মুনি গোবিন্দ ধেয়ানে ॥ হেনকালে হৈল মহা পরচণ্ড বাত। মহা ভয়ঙ্কর মেঘ শব্দ উৎপাত ॥ তড়িৎ চলিত তাহে বিশাল গর্জ্জন পরচণ্ড মহা মেঘ ধারা বরিষণ ॥ চারিদিগে দেখা দিল এ চারি সাগর গভীর সমীর ঘোর তরঙ্গ কল্লোল ॥ মহা মত্ত ভয়ঙ্কর মকর কুম্ভীরে। দেখা দিল যদি প্রলয় সাগরে ॥ তরাসে মুজিল আঁখি মুনি যোগেশ্বর দেখিয়া প্রলয় ঘোর কম্প কলেবর ॥ ঘূর্ণিত তরঙ্গজল তরল কল্লোল। নিপাত নিষ্ঠুর ধারা পড়ে উতরোল ॥ দশদিগ অন্তরীক্ষ আকাশমণ্ডল স্বর্গ মর্ত্য ত্রিভুবন শশী দিনকর ॥ মজিল প্রলয়জলে সব চরাচর। সবে মাত্র ভাসে মুনি জলের উপর ॥ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মুনি ভ্রমিয়ে বেড়ায়। এ দিগে ও দিগে ঘোর তরঙ্গে চালায় ॥ মৎস্য মকরে বেড়ি খাইবারে আইসে। আকুল হৃদয়ে মুনি সিন্ধুজলে ভাসে ॥ ক্ষণে ক্ষণে মহা গর্ত্ত দেখে জেন হয়। ডুবিং উঠে ক্ষণে আকুল হৃদয় ॥ তরঙ্গে তুলিয়া ক্ষণে আছাড়ে নির্ঘাসে। ক্ষণে ক্ষণে মহা মৎস্য ধরিয়া গরাসে ॥ ক্ষণেং শোক হয় ক্ষণে দুঃখ পায়। ক্ষণে ডুবে ক্ষণে উঠে দেখিয়া কাঁপয় ॥ এই রূপে ভ্রমে বিপ্র প্রলয় সাগরে। অযুতং শত সহস্র বৎসরে ॥ এই রূপে ভ্রমে বিপ্র আকুল হৃদয়। কোথা হৈতে কোথা যায় না দেখে আশ্রয় ॥ এই রূপে কতং রহিল বৎসর। আকুল হৃদয়ে বিপ্র ভ্রমে নিরন্তর ॥ এক দিন দেখে বিপ্র একখানি স্থল। এক বটবৃক্ষ দেখে তাহার উপর ॥ ফুল ফল সহিত পল্লব বিরাজিত। ললিত কমলদল অতি সুরঞ্জিত। পূর্ব্ব উত্তরভাগে আছে এক শাখ। তাহার উপর এক শিশু দেখা ॥ বটপুটে আছে শিশু করিয়া শয়ন। মহামরকত শ্যাম রাজীবলোচন ॥ নিজ তেজে নিবারিল মহা অন্ধকার। কম্বুগ্রীবা সুললিত বক্ষ সুবিশাল ॥ সুললিত ভ্রূভঙ্গ মন্দ মৃদু হাস। ললিত লহরি ললিত বিলোলিত বাস ॥ বিদ্রুম অধরশশী বদনমণ্ডল। বিলোল অলকাবলি কপাল সুন্দর ॥ মনোহর শ্রুতিযুগে মকর কুণ্ডল। ত্রিবলি বলিত নাভি গভীর উদর ॥ চরণপঙ্কজ ধরি বয়ান পঙ্কজে। অঙ্গুলি পঙ্কজ শেষ ধরি দুই ভুজে ॥ দেখিয়া বিস্মিত মুনি ফুল্ল বিলোচন। শিশু দরশনে গেল সব পরিশ্রম ॥ তবে পুলকিত অঙ্গ গদ্গদ ভাষে। পুছিবার তরে মুনি গেল তার পাসে ॥ মুখের শ্বাসেতে মুনি গর্ভে প্রবেশিল। মশা একগুটি যেন ভ্রমিতে লাগিল ॥ গর্ভের ভিতরে মুনি

দেখে ত্রিভুবন। পূর্ব্ববৎ বিস্ময় পড়িল ততক্ষণ॥ দশদিগ অন্তরীক্ষ আকাশ মণ্ডল। নদ নদী গিরি দরি কন্দর সাগর॥ বন উপবন পুর নগর আশ্রম। পঞ্চভূত বিরচিত স্থাবর জঙ্গম॥ সুরাসুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর বিদ্যাধর। শশী সূর্য্য গ্রহগণ নক্ষত্রমণ্ডল॥ পুষ্পভদ্রা সেই নদী গিরি হিমালয়। দেখিয়া আকুল মুনি পড়িল সংশয়॥ ত্রিভুবন দেখি মুনি উদর ভিতরে। নাকের নিশ্বাসে মুনি পড়িল বাহিরে॥ পুনরপি ভাসে সেই প্রলয় সাগরে। সেই বটপুটে শিশু দেখে আরবারে॥ সেই বট-পত্রপুটে করিয়া শয়ন। করে ধরি চুষে হরি আপন চরণ॥ বালক দেখিয়া তনু পুরিল হরিষে। আলিঙ্গন দিতে ধাইয়া গেল শিশু পাশে॥ হেনকালে অন্তর্দ্ধান হৈল শিশুবর। নাহি বট নাহি স্থল প্রলয়সাগর॥ পূর্ব্ববৎ রহে মুনি আপন আশ্রমে। সেই পুষ্পভদ্রা নদী সেই তপোবনে॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী। সাবধানে শুন লোক প্রেম-তরঙ্গিণী॥ ৯॥

সূত বলে শুন মুনি অদ্ভুতকাহিনী। বিস্ময় ভাবিয়া রহে মার্কণ্ডেয় মুনি॥ ঈশ্বর নির্ম্মিতমায়া প্রভাব দেখিয়া। নিশ্চলে রহিল মুনি বিস্ময় ভাবিয়া॥ প্রভুর চরণে মুনি পশিয়া স্মরণ। বহুবিধ কৈল মুনি প্রণতি বন্দন॥ হেন কালে ভবদেব ভবানী সহিতে। বৃষ আরোহণ করি যায় শূন্যপথে॥ সিদ্ধ-গণ সঙ্গে শিব করে পর্য্যটন। দেখিয়া বিপ্রকে দেবী বলেন বচন॥ দেখ দেখ শিবদেব শঙ্কর মহেশ। তপ সাধে মহামুনি সাধে নানা ক্লেশ॥ সকল ইন্দ্রিয়গণ করিয়া শরীরে। পবন ধরিয়া যোগী রহে যোগবলে॥ স্তব সিদ্ধ কর তুমি দেহ বরদান। সিদ্ধিদাতা প্রভু তুমি হও ভগবান॥ এতেক বচন শুনি প্রভু মহেশ্বর। পার্ব্বতীর তরে দিল প্রবোধ উত্তর॥ এ ধন সম্পদ বিপ্র না মানে মুকতি। গোবিন্দচরণে মাগে একান্ত ভকতি॥ হরিভক্তি হৈল দৃঢ় গেল ভবতাপ। তথাপি বিপ্রের সঙ্গে করিব আলাপ॥ সেই সে পরম লাভ বৈষ্ণব সম্ভাষা। ভক্তজন সঙ্গে করি ভকতি জিজ্ঞাসা॥ এতেক বচন বলি পার্ব্বতী সহিতে। স্বগণে নামিলা শিব বিপ্র সম্ভাষিতে॥ সর্ব্ব বিদ্যা বিশারদ শান্তজন গতি। বিপ্র সম্ভাষিতে গেলা ত্রিভুবনপতি॥ সাক্ষাতে রহিল গিয়া পার্ব্বতী শঙ্কর। না জানে ব্রাহ্মণ কিছু কেবা নিজপুর॥ নিশ্চলে আছিল মুনি সমাধি ধারণে। সাক্ষাতে শঙ্করদেব সে কিছু না জানে॥ তবে শিব কৈল তার হৃদয়ে প্রবেশ। অষ্টভুজ বিরাজিত পিঙ্গল জটা কেশ॥ বাঘছাল পরিধান এ তিন লোচন। ভস্ম বিভূষিত কোটি সূর্য্য বিলো

হার ॥ হৃদয়ে দেখিয়া শিব ব্রাহ্মণ বিস্মিত। একি একি বলি বিপ্র হৈল চমকিত ॥ সমাধিভাঙ্গিয়া বিপ্র মেলিল নয়ন। স্বগণে দেখিল মুনি নিজ সন্নিধান ॥ সংভ্রমে দেখিয়া বিপ্র করেযোড় করি। দণ্ড পরণাম করি ভূমিতলে পড়ি ॥ কুশল জিজ্ঞাসা কৈল স্বাগত বচনে। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া শিব পূজিল স্বগণে ॥ ধূপদীপ গন্ধ পুষ্প দিয়া উপহার। ভক্তি ভাবে পুজে শিব ব্রাহ্মণকুমার ॥ নমোঽস্তু হর মহাদেব মহেশ্বর। নমো ভবভয়হর গিরিশ শঙ্কর ॥ এত স্তুতি করি মুনি বলে কর যুড়ি। পূর্ণ কাম তুমি প্রভু সর্ব্ব অধিকারী ॥ মুই কি কহিব নাথ তোমার গোচর। মুই দীন হীন তুমি মহামহেশ্বর ॥ এত স্তুতি কৈল তবে ব্রাহ্মণতনয়। কহিতে লাগিলা তবে শিব দয়াময় ॥ বর মাগ বিপ্র তুমি যাহা ইচ্ছা মনে। সেই বর দিব আমি তোমার কারণে ॥ আমার সাক্ষাৎ কভু নহিব বিফল। বর মাগ বরদাতা আমি মহেশ্বর ॥ শান্তভূতে হিতে বড় নির্ম্মল শরীর। ভক্তিযুত ক্ষমাশীল আমি দয়াশীল ॥ সমদৃষ্টি সংযুত বর লইবে ব্রাহ্মণ। সর্ব্ব দেহে করে তার অর্চ্চন বন্দন ॥ ইন্দ্র আদি দেবতারা করে উপাসনা। ত্রিভুবনে কেবা জানে বৈষ্ণব মহিমা ॥ আমি ভব আদিরূপ আপনে শ্রীহরি। অর্চ্চন বন্দন সেবা আমি সব করি ॥ আমি ভব ব্রহ্মা বিষ্ণু এতিন ঈশ্বরে। ত্রিলোক না দেখে ভেদ ভক্ত সাধুবরে ॥ তেকারণে বিপ্র আমি তোমাকে জিজ্ঞাসি। পরম বৈষ্ণব তুমি সর্ব্ব গুণরাশি ॥ জলময় তীর্থ দেব শীলা ধাতুময়। এসব পবিত্র করে কিবা কামে হয় ॥ তুমি সব জীব মাত্র কর পরিত্রাণ। তেকারণে আইনু তোমার বিদ্যমান ॥ নিত্যং করি বিপ্র কুলে নমস্কার। ব্রাহ্মণ প্রসাদ সব সম্পদ আমার ॥ বেদময় বিপ্র সর্ব্ব দেবরূপ ধরে। সর্ব্বদেব সর্ব্বদেব বিপ্র কলেবরে ॥ হরিভক্তিযুত বিপ্র উদার চরিত্র। শ্রবণ কীর্ত্তনে করে জগৎ পবিত্র ॥ পতিত পামর কিবা পতিত চণ্ডাল। দরশনে শুদ্ধ হয় বড় দুরাচার ॥ এতেক বচন যদি বলিব শঙ্কর। অমৃতের ধারা যেন শ্রুতি মনোহর ॥ প্রলয়সাগরে বিপ্র ভ্রমিয়া দুঃখিত। তাহে চিরকাল বিষ্ণু মায়া বিমোহিত ॥ শিবের অমৃত বাণী শুনিয়া শ্রবণে। খণ্ডিল সকল ক্লেশ কহে সাবধানে ॥ ঈশ্বর চরিত্র নাথ বুঝনে না যায়। কি রূপে ঈশ্বরলীলা কেবা অন্ত পায় ॥ ঈশ্বরে প্রণাম করে অধীন কিঙ্করে। ধর্ম্ম লওয়া যাইতে ভৃত্যজন স্তুতি করে ॥ ঈশ্বর বুঝায় ধর্ম্ম ঈশ্বরে লইয়া যায়। ঈশ্বরে করিয়া কর্ম্ম জগতে করায় ॥ এতেকে ঈশ্বর তেজে না বাড়ে না টুটে। কুহুকের মায়া যেন কুহুকে না

কি বর মাগিব নাথ তোমার চরণে। সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধ হৈল তোমা দরশনে॥ তথাপি মাগিব এক বর যোগেশ্বর। শ্রীহরিচরণে ভক্তি রহু নিরন্তর॥ হরিভক্তি যেন ভক্তি তোমার চরণে। না মাগিব আরবার এই বর বিনে॥ এত স্তুতি কৈল বিপ্র বচন অমৃতে। তুষ্ট হৈল ভবদেব ভবানী সহিতে॥ এই বর দিবে ভক্তি রহু নারায়ণে। আকল্প রহুক যশ এ তিন ভুবনে॥ অজর অমর হউক হউক দিব্যজ্ঞান। বিষয় বৈরাগ্য হউক রচিহ পুরাণ॥ এই বর দিয়া শিব মার্কণ্ডেয় তরে। বিপ্রের পুরুব কথা কহিল সকলে॥ অন্তর্দ্ধান কৈল শিব মুনির গোচরে। মার্কণ্ডেয় মুনি হৈল অজর অমরে॥ সূত বলে শুন মুনি সৌনক প্রধান। কহিল তোমারে মার্কণ্ডেয় উপাখ্যান॥ এ পুণ্য চরিত্র কৃষ্ণগুণ সমুদিত। যেবা শুনে শুনায় শুনিয়া আনন্দিত॥ হরিভক্তি হয় তার ছিণ্ডে ভব ফাঁস। বিষ্ণুমূর্ত্তি হৈয়া তার বিষ্ণুপদে বাস॥ ভক্তিরসগুরু শ্রীগদাধর জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরসগান॥ ১০॥

শুনিয়া সৌনক মুনি পুণ্য উপাখ্যানে। সূতমুখে মুখরিত অমৃত আখ্যান॥ এই জিজ্ঞাসিল আর সূত সন্নিহিত। কহ সূত তুমি সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ভাগবতগণ সব করে উপাসনা॥ অঙ্গ উপাঙ্গ শাস্ত্র করিয়া কল্পনা॥ কি রূপে করেন তারা কৃষ্ণ আরাধন। যাহা হৈতে তরে লোক দুরন্ত বন্ধন॥ কহিবে সকল কথা করিয়া নিশ্চয়। কহিতে লাগিল তবে সূত মহাশয়॥ গুরুর চরণ বন্দি করিয়া প্রণাম। ঈশ্বর বিভূতি কহি শুন মতিমান॥ ব্রহ্মা আদি যোগিগণে করিয়া কল্পনা। বিরাট বিগ্রহ সিংহ ঈশ্বর ভাবনা॥ এই সে পুরুষ রূপ অনাদি নারায়ণ। আকাশমণ্ডল নাভি পৃথিবী চরণ॥ স্বর্গশির নেত্রসূর্য্য নাসিকাপবন। ব্রহ্মা আদি চাম যার এ দুই চরণ॥ লোকপাল চারি বাহু মন শশধর। ভ্রমমর লজ্জা লোভ অধর যুগল॥ জ্যোতির্ম্ময় হয় যার ত্বক লোমাবলি। মেঘগণ কেশ যার বিশ্ব অধিকারী॥ জীবের চৈতন্য রূপ কস্তূরী ভূষণ। কৌস্তুভ মণির আজ্ঞা শ্রীবৎসলাঞ্ছন। নিজ মায়া বশ মায়া নানা গুণময়ী॥ ছন্দগণ রহে তার অঙ্গে বস্ত্র হই॥ ব্রহ্মসূত্র হৈয়া অঙ্গে রহিল ওঙ্কার। মকর কুণ্ডল যুগ সাংখ্যযোগ যার॥ সত্ত্বগুণ নিরুপম বসিতে আসন। প্রাণ তত্ত্ব গদারূপে ধরি রহে যেন॥ যাঁরে তত্ত্ব সূক্ষ্মরূপে উপাসনা করে। জলের দেবতা প্রভু ত্রৈলোক্য ঈশ্বরে॥ শঙ্খ রূপে ধরিয়া আকাশ তত্ত্ব রয়। চর্ম্ম রূপ ধরি তমোগুণ তমোময়॥ সুদর্শনচক্র রূপে বেড়ে তেজোগণ। ধনুরূপে ধরি কাল সেবে অনুক্ষণ॥ সকল ইন্দ্রিয়-

রূপে বৈকুণ্ঠ বিজয়ধাম। গরুড় স্বরূপে চারি বেদ মূর্ত্তিমান॥ নিজ শক্তি সেবা করে লক্ষ্মীরূপ ধরি। অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি দুয়ারে প্রহরী॥ সর্ব্ব রূপ সর্ব্বজনে করে উপাসনা। কে কহিতে পারে তার মহিমা বর্ণনা॥ সেই নারায়ণ পরিপূর্ণ ভগবান। শ্রুতিময় শ্রুতিগণ উৎপত্তির স্থান॥ শঙ্কর বিরিঞ্চি হরি ধরে তিন নাম। পালন সংহার সেই করে উপাদান॥ তথাপি কিঞ্চিৎ নাহি লোভে অপচয়। অদ্বৈত পরমানন্দ তত্ত্বজ্ঞানময়। নিজ পর বাহ্য তার সর্ব্বত্র সমান॥ তথাপি করয়ে পুনঃ পালন সন্ধান॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণসখা বৃষ্ণিবংশ পথ। ক্ষত্র রুদ্ররাজবংশে দমনক সত্য॥ গোবিন্দ মাধব গোপী বনিতা বেহার। নিজ সনকাদি যার কৃত পরিবার॥ তীর্থপদ শ্রবণ মঙ্গল গুণধাম। রক্ষ২ নিজ ভৃত্য কর পরিত্রাণ॥ প্রভাতে উঠিয়া মহাপুরুষ লক্ষণ। এক চিত্তে নিরবধি যে করে শ্রবণ॥ হৃদিগত ব্রহ্ম সেই জানে গৃহাশ্রয়। অন্তে বিষ্ণুপদে বাস খণ্ডে ভবভয়॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী। হরি পরিচর্য্যা বিধি প্রেমতরঙ্গিণী॥ ১১॥"

প্রণাম করিয়া কৃষ্ণ বৈষ্ণবচরণে। কৃষ্ণপদ বন্দিয়া বন্দিব দ্বিজগণে কহিল সকল ধর্ম্ম শুন মুনিগণ। ভাগবতধর্ম্ম কহি পুরাণ লক্ষণ॥ ইহাতে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ কহিল নারায়ণে। সর্ব্ব পাপ হর হরি শ্রীমধুসূদনে॥ ইহাতে পরমব্রহ্ম কহি জ্ঞানময়। ইহাতে বর্ণিব সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়॥ ভাগবতের কহিব তত্ত্ব শুন সূত্ত জ্ঞান। ভক্তিযোগ কহি পরীক্ষিত উপাদান॥ বিষয় বৈরাগ্য কহি নারদসংবাদ। বিপ্র শাপ কহি পরীক্ষিত দেহত্যাগ॥ শুকদেব পরীক্ষিত সংবাদ কথন। সমাধি ধারণযোগ যোগেন্দ্র গমন॥ বিরিঞ্চি নারদ কহি পুরুষসংবাদ। নানা অবতার গুণকর্ম্ম অনুবাদ॥ বিদুর উদ্ধব সহে সংবাদ কথন। মৈত্রেয় মুনির সঙ্গে বিদুর মিলন॥ পুরাণ সংহিতা প্রশ্ন পুরুষ সংস্থাপন। প্রকৃতি পুরুষ তিন গুণ উপাদান॥ প্রথমে করেন সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ। বিরাট বিগ্রহ তার পুরুষ প্রধান॥ লোক পক্ষী উৎপত্তি ভুবন আধার। প্রথমে পাতালতলে ধরণী উদ্ধার॥ হিরণ্যাক্ষ বধকথা বরাহচরিত্র। চরাচর জীব সৃষ্টি মায়া বিনির্ম্মিত॥ অঙ্গ নরনারীরূপে ধরে প্রজাপতি। সয়ম্ভুব মনু শতরূপা উৎপত্তি॥ একাদশ ব্রহ্ম জন্ম কর্দ্দম সন্ততি। বেদহুতির গর্ভেতে হইল উৎপত্তি॥ কপিল মূরতি নারায়ণ অবতার। ভক্তিযোগে উপাদান জননী উদ্ধার॥ নবঋষি উৎপত্তি দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস। ধ্রুব মহাচরিত্র পাবন মনুবংশ॥ প্রাচীন বরিহা সঙ্গে নারদসংবাদ। পৃথু রাজা চরিত্র

ন্নস কথন ॥ নাভিরাজা চরিত্র ঋষভ দেব কথা। ভকত চরিত্র তিন জন্মগুণ গাঁথা ॥ জ্যোতিষমণ্ডল স্থিতি পাতাল কথন। প্রেচেতস জন্ম কথা নরক বর্ণন ॥ দশ প্রেচেতস জন্ম চরিত্র বাখান। দক্ষ সৃষ্টি চরাচর জীব উপাদান॥ বেত্রবধ হিরণ্যকশিপু বধকথা। প্রহ্লাদচরিত্র মহা পুণ্য গুণ গাঁথা॥ মন্বন্তর চরিত্র যোগেন্দ্র বিমোচন। মন্বন্তর অবতার চরিত্র বর্ণন॥ মৎস্য কূর্ম্ম নরসিংহ বামন বেহার। ক্ষীরোদ মন্থন হয়গ্রীব অবতার॥ দেবাসুর সংগ্রাম ঈক্ষাকু উপাদান। ধুন্দুমচরিত্র পুরবরার বাখান॥ সূর্য্যবংশ চরিত্র স্বসাদ গুণগ্রাম। নৃগ উপাখ্যান অম্বরিষের ব্যাখ্যান॥ খট্টাঙ্গ চরিত্র কথা সগর বর্ণন। সাক্ষাতে সৌভরি মুনির সংবাদ কথন॥ রাম অবতার লীলা চরিত্র বর্ণনা। নিমি দেহ পরিত্যাগ জনম খণ্ডনা॥ ভৃগুপতি রাম অবতার গুণকথা। চন্দ্র বংশ চরিত্র যযাতি গুণ গাঁথা॥ দুঃশন্ত ভরত পুণ্য চরিত্র আখ্যান। শান্তনু চরিত্র যদুবংশ গুণগ্রাম॥ যে বংশে সাক্ষাত কৃষ্ণ পূর্ণ অবতার। বসুদেব গৃহে জন্ম গোকুল বেহার॥ তার পুণ্যযশ কহি শ্রীভাগবতে॥ অতুল বিক্রম লীলা বর্ণিলা সাক্ষাতে॥ পূতনা রাক্ষসী বধ বিবস্তন পানে। শকটভঞ্জন পদ অঙ্গুলের টানে॥ তৃণাবর্ত্ত বধ করা বৎস্য বিনাশন। ধেনুক প্রলম্ব বধ গোকুল রক্ষণ॥ কালী নাগ দমিয়া কালিন্দী জল পান। দাবাগ্নি করিয়া পান গোকুল পরিত্রাণ॥ মহানাগ বধি নন্দ গোপের উদ্ধার। গোপকন্যা ব্রতচর্য্যা বস্ত্র অপহার॥ যজ্ঞপত্নী অন্নভিক্ষা বিপ্র অনুতাপ। গোবর্দ্ধন ধারণ ইন্দ্রের স্তুতিবাদ॥ শক্র সহে গোকুলে সুরভি আগমন। কৃষ্ণ অভিষেক কৈল সর্ব্ব দেবগণ॥ রমণীমণ্ডলে রাসক্রীড়া অবতার। শঙ্খচূড় বধকথা অরিষ্ট সংহার॥ কেশীবধ গোকুলে অক্রূর আগমন। অক্রূরের সহ রাম কৃষ্ণ সম্ভাষণ॥ মথুরা প্রবেশ ব্রজযুবতী বিলাস। রঙ্গকার মালাকার প্রচুর প্রবাস॥ রঙ্গভূমি পরবেশ গজ বিনাশন। চানুরমুষ্টিক বধ কংস বিনাশন। যমপুরে গুরুগৃহে আনিয়া প্রদান। মধুপুরে যদুবংশ স্থাপিল বিধান॥ জরাসন্ধ শল্য বধ বহু বারেবার। মুচকুন্দ নগরাজা মরণ সংহার॥ দ্বারকা নির্ম্মাণ দ্বারাবতী পুরে বাস। পারিজাত হরণ নরককুল নাশ॥ দেবগণ অপমান সুধর্ম্মা হরণ। রুক্মিণীহরণ রিপুগণের দলন॥ বনযুদ্ধ রণভঙ্গ হর পরাজয়। ষোলসহস্র কন্যা হরণ করি লয়॥ দন্তবক্র বিদুরথ শাল্ব শিশুপাল। দ্বিবিধ বানর বধ বিপক্ষ সংহার॥ কুরু পাণ্ডব বিবাদ ভারতযুদ্ধ কথা। ক্ষিতিভার হরণ গোবিন্দ গুণগাথা॥ বিপ্র শাপছলে

যুগ প্রমাণ লক্ষণ। এই মত ভাগবত গেলস র্ব্ব দিন॥ চতুর্ব্বিধ প্রলয় বিবিধ উৎপত্তি। পরীক্ষিত দেহত্যাগ বিষ্ণুপদে গতি॥ চারি বেদ বাহু শাখা বিস্তারে কথন। মার্কণ্ডেয় মুনির প্রলয় দরশন॥ তুমি সব জিজ্ঞাসিলে ভাল মুনিগণ। আদি হনে কহিল সকল বিবরণ॥ লীলা অবতার কথা বিচিত্র বেহার। কহিল কৃষ্ণের যশ মহিমা বিস্তার॥ স্থলিত পতিত কাল সম্বদের রঙ্গে। উচ্চ করি নাম হরি শবদ প্রকাশে॥ সর্ব্ব পাপ বিমোচন হয় সেইক্ষণে। কি কহিব নিরবধি শ্রবণ কীর্ত্তনে॥ অনন্ত পরমানন্দ প্রভু ভগবান। অনন্ত চরিত্র কথা প্রভু গুণধাম॥ যেজন কীর্ত্তন ভাব করে গুণ গান। যে জন কীর্ত্তন ভাবে করে গুণনাম॥ চিত্তে প্রবেশিয়া তার প্রভু ভগবান। ধুনিয়া ফেলায় দুঃখ দুরিত বন্ধন॥ কৃষ্ণগুণ স্মরণেতে হয় বিমোচন॥ সকল দুরিত তার হয় নিবারণ॥ সূর্য্যতেজে হরে যেন বায়ু ঘনাবলি। এই রূপে ভবভয় হরয়ে শ্রীহরি॥ অসত্য প্রলাপকথা যথাঽ কহি। মিথ্যা কথা জানিব কেবল মায়াময়ী॥ যে কহিয়া থাকে কৃষ্ণ রামনাম গুণ। সাধুজন কহে নাহি তাহা সমাধান সেই সত্যময় কুল সেই পুণ্যময়। যাহে কৃষ্ণনাম গুণ মহিমা উদয়॥ সেই রম্য রম্য নব নব মহোৎসব। সেই লোক সমুদ্র শাসন মনোহর॥ যাতে কৃষ্ণগুণ নাম চরিত্র বর্ণনা। জগৎ কৃষ্ণপদে কহি গোবিন্দ মহিমা বিচিত্র অক্ষর পদ শ্রুতি মনোহর। কৃষ্ণকথা নাহি যাতে শ্রবণ মঙ্গল॥ সে বচন কাক সম বসে নরগণে। হংসময় হরিনাম হরিসংকীর্ত্তনে॥ হংসময় সাধুজন সে শুন শ্রবণে। সে বচন সর্ব্বজনের তমো বিনাশনে॥ যাতে শ্রুতি পদে হরি নামসংকীর্ত্তন। নিরবধি কৃষ্ণনাম লয় অনুক্ষণ॥ অপ শব্দ যত যদি সে বচন হয়। তথাপি শ্রবণ মাত্রে সর্ব্ব পাপ ক্ষয়॥ যে নাম শ্রবণগণ সাধুজন করে। উচ্চারণ কীর্ত্তন মোদন নিরন্তরে॥ নিরমল জ্ঞান যদি ভক্তি বিবর্জ্জিত। সেহ অতিশয় শোভা না করে বিদিত কি পুনঃবলিব যদি হরিনামে রত। আছুক অন্যের কর্ম্ম কামে বিবর্জ্জিত বর্ণ ধর্ম্ম তপোযোগ আশ্রম আচার। সম্পাদ কারণ পরিশ্রম মাত্র সার॥ শ্রবণ কীর্ত্তন নাম আদর মোদন। শ্রীধরপদারবিন্দে নহে বিস্মরণ॥ কৃষ্ণপদ অবিরত অভদ্রনাশন। সত্ত্বশুদ্ধ ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্য কারণ॥ তুমি সব দ্বিজশ্রেষ্ঠ সর্ব্ববেদময়। ভক্তিভাবে সবে ভজ দুরিত সংশয়॥ সর্ব্ব বেদ সর্ব্ব যজ্ঞ সর্ব্ব ফল লভে। শ্রদ্ধা করি দ্বিজ যদি পড়ে ভক্তিভাবে ব্রাহ্মণের পাঠলাভ হয় দিব্যজ্ঞান। ক্ষত্রিয় পৃথিবীপতি বৈশ্য ধনবান॥ শূদ্র যদি পড়ে তার পাপ বিমোচন। শুনিলে বৈষ্ণবশাস্ত্র তরে সর্ব্বজন

নর নারী মধুরস গানে ॥ দ্বিজ বেশ বেশ্যা সব লয়্যা উপহার সহস্রং তারা যোগান সুসার ॥ গন্ধ বস্ত্র মাল্য অভরণ সুরঞ্জিত। দ্বিজপত্নীগণে কৈল চৌদিকে বেষ্টিত ॥ স্তবকে স্তবন করে বাদকে বাজন। গায়কে মধুর গীত নৃত্যকে নাচন॥ কত কত সাজন বাজন নৃত্য গীত। কত কত নর নারী চৌদিগে বেষ্টিত ॥ এই রূপে চলি গেলা চণ্ডিকা সদনে। হস্ত পদ প্রক্ষালন কৈল আচমনে ॥ তবে প্রবেশিল দেবী মন্দির ভিতরে। প্রণাম করিল দেবী চরণ যুগলে ॥ বৃদ্ধ দ্বিজপত্নীগণে পূজয়ে পার্ব্বতী। বন্দনা করয়ে তারা দুর্গা ভগবতী ॥ পড়িয়া অম্বিকা মন্ত্র করান বন্দনা। হরষিতে কৈল দেবী গৌরী আরাধনা ॥ ধুপ দীপ বসন ভুষণ উপহার। পুরাণ তণ্ডুল ফল বিবিধ সম্ভার ॥ লবণ পিষ্টক কণ্ঠ সূত্র ইক্ষু খণ্ড। বিবিধ তাম্বূল দিয়া দিল গুড়খণ্ড ॥ পূজিয়া পার্ব্বতী দ্বিজপত্নী পতিব্রতা। প্রণাম করায় বিধি বিধানে পণ্ডিতা ॥ আশীর্ব্বাদ করিয়া নির্ম্মাল্য দিল শিরে। মঙ্গল আচার কৈল কুল অনুসারে ॥ পূজিয়া রুক্মিণী দেবী দুর্গা ভগবতী। বর মাগে কৃষ্ণ যেন হয় মোর পতি ॥ যদি তুষ্ট হয় মোরে পার্ব্বতী শঙ্কর। বসুদেব সুত কৃষ্ণ হকু মোর বর ॥ এই বর মাগি কৈল দণ্ড পরণাম। হৃদয়ে গোবিন্দপদ কৈল প্রণি-ধান ॥ দ্বিজপত্নীগণে কৈল চরণ বন্দন। মৌন ব্রত ত্যজি কৈল পুনঃ আগমন ॥ রতন অঙ্গুরী বিরাজিত বাম করে। ধরিয়া রাজির হাতে গমন সুস্বরে ॥ স্বয়ম্বর স্থানে দেবী কৈল আগমন। কিব দেব মায়া আসি দিল দরশন ॥ ধীর বিমোহিনী দেবী পরম বি মনি। স্খলিত মধুর গীত ললিত গমনি ॥ স্তন বিনিহিত তনু বসন বিলাস। কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ডে মধুস্মিত হাস ॥ কুঞ্চিত কুন্তল বিল-সিত মতিমালা। কটিতট বিলসিত রতন মেখলা ॥ শ্যাম কলে-বরে বিরাজিত পীত বাস। নবঘন মুলে যেন তড়িত বিলাস ॥ বিম্ব-ফল অধর সুন্দর দন্ত পাঁতি। কলহংস চপল গমন বহু ভাঁতি ॥ পদযুগ বিরাজিত সিঞ্চিত মঞ্জীর। সলজ্জ কটাক্ষ গতি চপল সুধির দেখিয়া সুন্দরী যত রাজার কুমার। মহা বীর মহা বলমহা যশ তার ॥ হেন সব বীরগণ হৈয়া বিমোহিত। ভূমেতে পড়িল কাম বাণে জর শীত ॥ গজস্কন্ধে গজপতি আছিলা বিস্তর। আছিল

বিস্তর বীর রথের উপর ॥ যতেক আছিল বীর তুরঙ্গ বাহনে। মূরছিয়া পড়িল ভূতলে সর্ব্বজনে ॥ খসিল হাতের অস্ত্র হরিল চেতন। ভূমিতলে পড়িল সকল দেবগণ ॥ ধীরেং যায় দেবী চরণ চালিয়া। কৃষ্ণ আগমন পথ চাহে নিরখিয়া ॥ বাম কর পরে অলকাবলি তুলি। কটাক্ষে নৃপতিগণ চাহিলা সুন্দরী ॥ হেনকালে দেখিল অচ্যুত নিজ পতি। আপনে উঠিতে রথে করিলা যুকতি ॥ তবে কৃষ্ণ হরিয়া তুলিলা নিজ রথে। বিপক্ষ নৃপতিগণ চাহে চারি ভিতে ॥ গরুড়লাঞ্ছন রথে তুলিয়া সুন্দরী। চলিলা দ্বারকানাথ পুরুষ কেশরী ॥ সিংহের ভাগ হরে যেন শৃগাল মণ্ডলে। হরিয়া রুক্মিণীদেবী চলিলা সত্বরে ॥ সৈন্য লয়্যা তার পাছে চলে হলধর। দেখিয়া নৃপতিগণ জ্বলিল অন্তর ॥ জরাসন্ধ আদি যত নৃপতিমণ্ডল তারা বলে ধিক ধিক জনম বিফল ॥ বিদ্যমানে গোপে হরি নি-লেক বীরধন। সিংহের ভিতরে যেন শৃগালের বিক্রম ॥ শ্রীযুত গদাধর পদযুগে জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস পান ॥

মুনি বলে শুন রাজা তার বিবরণ। ক্রোধ করি ডাকিল যতেক নৃপগণ ॥ নিজ নিজ সৈন্যগণ সাজিল বিশাল। বিক্রম করিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার ॥ ধাইল নৃপতিগণ করিয়া সাজন। বলরাম রহিল দেখিয়া নৃপগণ ॥ মহা সেনাপতিগণ হৈল আগুয়ান। তা দেখিয়া নৃপগণ এড়ে চোখ বাণ ॥ শর বরিষণ কৈল শূন্যের উপরে মেঘ বরিষণ যেন পর্ব্বত শিখরে ॥ তা দেখিয়া নৃপগণ যুড়ে চোখ বাণ। সেনাগণ বিন্ধিয়া করিল খান খান ॥ রথের উপরে বিন্ধে রথের সারথি। গজের উপরে বিন্ধে গজ গজপতি ॥ ঘোড়ার উপরে বিন্ধে ঘোড়ার সওয়ার। শর বরিষণ করি কৈল অন্ধকার ॥ সকল যাদব বল আচ্ছাদিল শরে। দেখিয়া কৃষ্ণের মুখ চাহে দেবী ডরে ॥ হাসিয়া গোবিন্দ বলে না করিহ ভয়। এক্ষণে বিপক্ষ সৈন্য সব যাবে ক্ষয় ॥ গদ বলভদ্র আদি সেনাপতিগণে। রিপু পরাক্রম দেখি ক্রোধ হৈল মনে ॥ আকর্ণ পূরিয়া নিজ ধনুকে টঙ্কার। যুড়িল ভণ্ডুক বাণ পবন সঞ্চার ॥ কাটিল ঘোড়ার মুণ্ড সারথির শির। ভূমিতে লোটায় কত বীরের শরীর ॥ ধনুর্ব্বাণ গদা খড়্গ গড়া-গড়ি যায়। বীরের মুকুট পাগ ভূমিতে লোটায় ॥ সৈন্য কাটা গেল

দেখি যত নৃপগণ। সান্ত্বিয়া সন্তোষ দিল প্রবোধ বচন॥ শুন শুন মহা বীর বিষাদ না কর। বীর হৈয়া তুমি কেন মনে দুঃখ ধর॥ প্রিয়াপ্রিয় সুখ দুঃখ অদৃষ্ট ঘটনা। ক্ষণে হারি ক্ষণে জিনি বিধির যোটনা॥ ঈশ্বর ইচ্ছায় আমি সব নৃত্য করি। কুহকে নাচায় যেন কাষ্ঠের পুতলি॥ ঈশ্বর অধীন সব জানিহ সংসার। ঈশ্বর নির্ম্মাণ দুঃখ সুখ ব্যবহার॥ তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা করিয়া সা-জন। অষ্টাদশ বার যুঝি কৈল মহা রণ॥ হারিয়া সকল যুদ্ধ আইলাম বারে২। সবে এক যুদ্ধ আমি জিনিল তাহারে॥ তথাপি না করি শোক না করি বিষাদিত। ভাল কর্ম্ম অদৃষ্টে করায় বিপ-রীত॥ সহজে অলপ লোক যদুগণ বলী। তাহাতে সহায় তার গোপ জাতি হরি॥ এই অপমান তার সনে করি রণ। তাতে আমি সব হারি বিধি বিড়ম্বন॥ একত্র করিয়া পৃথ্বী জিনিবারে পারি। হেন বীর গোয়ালার যুদ্ধে গিয়া হারি॥ এক্ষণে জানিল তার অদৃষ্ট প্রধান॥ গোপকে জিনিব তার কোন বস্তু জ্ঞান॥ শুভ কালে আমি সব জিনিব ইঙ্গিতে। এক্ষণে উচিত নয় কিছুই ক-রিতে॥ জরাসন্ধ আদি করি যত নৃপগণে। শিশুপাল প্রবোধিল এ সব বচনে॥ যে কিছু রহিল সৈন্য রণ অবশেষ। তাহা লৈয়া নৃপগণ গেল নিজ দেশ॥ রুক্মী ক্রোধে কম্পমান সহিতে না পারে প্রতিজ্ঞা করিল গিয়া সবার ভিতরে॥ কৃষ্ণ না মারিমু যদি না আনি রুক্মিণী। না আসিব কৌণ্ডিল্য পুরে মোর সত্য বাণী॥ এ বোল বলিয়া বীর লৈল শরাসন। অঙ্গেতে পরিল নানা রত্ন অভরণ॥ এক অক্ষৌহিণী সেনা সাজিল বাছিয়া। চলিল ভীষ্মক সুত প্রতিজ্ঞা করিয়া॥ রথের উপরে বীর চড়িল সত্বরে। ডাকিয়া কি বলে তবে সারথির তরে॥ শুনরে সারথি রথ চালাহ সত্বর। শীঘ্র লয়্যা যাহ গোপ কৃষ্ণের গোচর॥ গোপ জাতি হয়্যা তার এত অহঙ্কার। ভগিনী হরিয়া মোর আনিল গোঙার॥ আজি দর্প তার যুঝি করিব সংহার। তবে সে জানিব মোর বল চমৎ-কার॥ ডাকিতে২ বীর যায় এক রথে। রহ২ আরে কৃষ্ণ যাইবি কোন পথে॥ এ বোল বলিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার। তিন গোটা বাণ যাতে যুড়িল বিশাল॥ ডাকিয়া কি বলে তবে ভীষ্মকতনয়। রহ কৃষ্ণ

আজি তোর করিব সংশয় ॥ রহ কৃষ্ণ পলাইয়া যাবে তুমি কতি। যদুকুলে কলঙ্ক রাখিলে দুষ্টমতি ॥ কাকে যেন হরিয়া পলায় যজ্ঞ ভাগ। ভগিনী হরিয়া মোর নিবে হেন সাধ ॥ কপট যুদ্ধ করিয়া তুই জিনিল সংগ্রাম। আজি তোর দর্প ভঙ্গ করিব বিদ্যমান ॥ যাবত কাটিয়া তোর প্রাণ নাহি হর। তাবত ভগিনী দেহ প্রাণ রক্ষা কর ॥ শুনিয়া এবোল বাণী হাসে ভগবান। বাম হস্ত দিয়া কৃষ্ণ তুলে ধনুক খান ॥ একেবারে বাছিয়া যুড়িল ছয় বাণ। ছয় বাণে ধনুক কাটি করে ছয়খান ॥ অষ্ট বাণে রুক্মিণীর বিন্ধিল অষ্ট স্থান। চারি ঘোড়া বিন্ধিয়া মারিল চারি বাণ ॥ দুই বাণে সারথির হরিল পরাণ। তিন বাণে ধ্বজ কাটি কৈল খান২ ॥ আর এক ধনুঃ বীর তুলিল বাছিয়া। পঞ্চ বাণ যোড়ে তাহে সন্ধান পুরিয়া ॥ কৃষ্ণের উপরে বাণ করিল প্রহার। হেনকালে ধনুঃ খান কাটিল তাহার তবে আর ধনু লইল কাটিল শ্রীহরি। তবে আর বিশাল মুষল লৈল তুলি ॥ কাটা গেল মুষল তুলিল পট্টখান। কাটিয়া গোবিন্দ কৈল তিল পরমাণ ॥ তবে গুন চর্ম্ম তবে খড়্গ করে ধরে। শক্তি তোমর বীর তোলে বারে২ ॥ যত২ অস্ত্র যোড়ে করিয়া সন্ধান। লীলায় সকল অস্ত্র কাটিলা ভগবান ॥ রথ হতে নামে তবে খড়্গ চর্ম্ম হাতে। ধায়ে যায় দুরাচার কৃষ্ণের সাক্ষাতে ॥ খড়্গ তুলি ধায় বীর মারিবার তরে। পতঙ্গ উড়িয়া যেন পড়য়ে অনলে ॥ তবে কৃষ্ণ ধনুকে যুড়িল চোখ বাণ। খাণ্ডা ঢাল কাটি কৈল তিল পরমাণ ॥ ক্রোধ করি খড়্গ লৈল কাটিবার মনে। দেখিয়া রুক্মিণী দেবী ধরিল চরণে ॥ দেব২ যোগেশ্বর অমোঘ বিহার। না মারিহ ভাই মোর রাখ একবার ॥ ত্রাসেতে কম্পিত অঙ্গ শুকাইল বদন। খসিল বসন বেশ না সরে বচন ॥ চরণে পড়িয়া দেবী বলে কোন বাণী। দেখিয়া দেবীর দুঃখ বলে চক্রপাণি ॥ কেলিল হাতের খড়্গ প্রভু দয়াময়। বস্ত্র দিয়া নিজ [illegible]লে বান্ধিল দুরাশয় ॥ বীর আভরণ তার সব কৈল দূর টাঁঞি২ রাখিয়া মুণ্ডিল দাড়ি চুল ॥ হেনকালে [illegible] বীরগণ তথাই রুক্মির সৈন্য কৈল নিপাতন ॥ আসিয়া দেখিল তবে রুক্মীর দুর্গতি। [illegible] বেড়িয়া [illegible] ॥ বন্ধন খসায় তার [illegible] হেন কি কুৎসিত কর্ম্ম করিতে যুয়ায় ॥ বলিল

রুক্মকে কিছু দণ্ড দিয়া অশেষ। মুণ্ডন করিয়া আর লাঞ্ছনা বিশেষ॥ বন্ধুজন মণ্ডন মরণ সমতুল। তুমি হৈয়া কেন তবে কৈলে এত ভুল॥ তবে রুক্মিণীর তরে বলে যদুপতি। ক্রোধ না করিহ তুমি কুলবতী সতী॥ সুখ দুঃখ কেহ কোন দিতে নাহি পারে। সর্ব্বলোক নিজ২ কর্ম্মভোগ করে॥ বধ যোগ্য হয় যদি নিজ বন্ধুগণ। তবু তার বধ না করিয়া অকারণ॥ তার দোষে তাহারে করিয়া পরিত্যাগ। মর্য্যাদা নাহি তাকে কোন কর্ম্ম ভাগ॥ কিন্তু ক্ষত্রিকুলে ধর্ম্ম ব্রহ্মার নির্ম্মাণ। ভাই হয়ে ভাই বধ করে বিদ্যমান॥ স্ত্রী রাজ্য বিত্ত ভূমি সম্পদ কারণে। এক এক করিয়া মারয়ে অভিমানে॥ বিষ্ণুমায়া কল্পিত অজ্ঞান মোহ হয়। শত্রু মিত্র নিজ পর নানা বুদ্ধি হয়॥ এক আত্মা নানা ভেদে দেখে মূঢ়জনে। এক সূর্য্য দেখি যেন নানা স্থানে স্থানে॥ অজর অমর আত্মা নাহি তার ভেদ। পঞ্চ ভূতময় দেহে দেখি পরিচ্ছেদ॥ অজ্ঞান কল্পিত দেহ জীবের সংসার। অজর অমর আত্মা শুদ্ধ অবিকার॥ অসত্য শরীরে নাহি আত্মার সংযোগ। দেহের বিচ্ছেদে নাহি আত্মার বিয়োগ॥ দেহযোগ কারণে আত্মার পরিচয়। রবির প্রকাশ যেন চক্ষে রূপ নয়॥ শরীর বিকার যুত আত্মা নির্ব্বিকার। চন্দ্রকলা জন্মে যেন মরে আরবার॥ পরিপূর্ণ চন্দ্র তার নাহি বৃদ্ধি হ্রাস। পরিপূর্ণ আত্মা সবে দেহের বিলাস॥ না জানিয়া ভ্রমে লোক এঘোর সংসারে। স্বপ্নে পুরুষ যেন কামযোগ করে॥ এবোল বুঝিয়া দেবী শোক পরিহর। তত্ত্বজ্ঞান ধরি তুমি চিত্ত স্থির কর॥ এতেক বচন বলি প্রবোধিলা রামে। চিত্ত নিবারিয়া দেবী কৈল সমাধানে॥ তবে রুক্মী বলভদ্র দিলেন ছাড়িয়া। হত বুদ্ধি হয়ে গেল প্রাণ মাত্র লয়্যা॥ মরিল সকল সৈন্য বলভদ্র রণে। আত্মা বিড়ম্বন কৈল প্রভু নারায়ণে॥ ব্যর্থ হৈল চিত্তের সকল অঙ্গীকার। প্রাণ লয়ে কেবল চলিল দুরাচার॥ ভোজকট নামে কৈল পুরী নিরমাণে। তথাই রহিল গিয়া লাজে অপমানে॥ যাবৎ কুমতি কৃষ্ণ প্রাণ নাহি হান। যাবৎ ভগিনী নাহি উদ্ধারিয়া আন॥ তাবৎ কৌণ্ডিন্যপুরী না দেখিব আমি। ভোজকট পুরে বাস কৈল অঙ্গীকার॥ এবোল বলিয়া কৈল পুরে পরবেশ।

দ্বারকানগরে গেলা প্রভু হৃষীকেশ ॥ শুভকালে বিভা কৈল বিধি অনুসারে। বিবিধ উৎসব কৈল প্রতি ঘরে ঘরে ॥ পূরিল দ্বারকা পুরী আনন্দ মঙ্গলে। নর নারী হরষিত কৌতুকে বিহরে ॥ বিবিধ যৌতুক আনি দিল পুরজনে। ধ্বজ পতাকায় কৈল পুরী নিরমাণে বিচিত্র অম্বর মালা রতন তোরণ। দ্বারে দ্বারে হেমঘট কৈল আ-রোপণ ॥ ধূপ দীপ বিরাজিত দ্বারকানগর। প্রতি ঘরে প্রতি পুরে কৌতুক মঙ্গল ॥ রাজপথে পুরপথে চন্দনের ছড়া। ফলকে২ চলে নানা বর্ণের ঘোড়া ॥ মত্ত গজ মদজলে কর্দ্দম উঠিল। নৃপগণে যদুপুরী পূরিয়া রহিল ॥ সর্ব্বলোক আনন্দিত মুদিত বদন। নানা পরিহাস কথা ইষ্ট সম্ভাষণ ॥ আসিয়া বিদর্ভ রাজা কৈল কন্যা দান বিবিধ যৌতুক দিল মহামতিমান ॥ এইরূপে বিভা কৈল লক্ষ্মী নারায়ণ। বিহরে দ্বারকানাথ দ্বারকা ভুবন ॥ রুক্মিণী হরণ কথা শুনি নৃপগণ। রাজকন্যা রাজপুর নরনারীগণ ॥ বিস্ময় ভাবিল তবে হৈয়া চমকিত। যত কর্ম্ম করে কৃষ্ণ অদ্ভুত চরিত ॥ হরিবংশে কহিলেন করিয়া বিস্তার। ভাগবতে কহি সব করিয়া উদ্ধার ॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী। রুক্মিণী হরণ কথা প্রেম-তরঙ্গিণী ॥

শুক মুনি বলে রাজা শুন পরীক্ষিত। অদভুত কথা শুন দ্বারকা চরিত ॥ পূরবে আছিল কাম বাসুদেব অংশ। হর কোপানলে তেঁহ হয়েছিল ধ্বংস ॥ শরীর ধরিতে পুনরপি ইচ্ছা হৈল। কৃষ্ণ কলেবরে আসি পরবেশ কৈল। রুক্মিণীর গর্ভে তার হৈল অবতার প্রদ্যুম্ন তাহার নাম কৃষ্ণের কুমার ॥ আছিল সম্বর নামে এক মহা-সুর। নানা মায়া বিশারদ পরম নিঠুর ॥ শত্রু হয়ে জনমিল কৃ-ষ্ণের নন্দন। সাবধানে আছে তার জানিয়া কারণ ॥ জনমিল শিশু দশ দিন নাহি পুরে। কাম ধরি লয় পুর পরবেশ করে ॥ হাওয়াল হরিয়া লৈয়া ফেলিল সাগরে। সাগরের জলেতে হাওয়াল নাহি মরে ॥ হাওয়াল গিলিল এক মৎস্য কলেবরে। জালে মৎস্য বদ্ধ কৈল মৎস্যজীবীগণে ॥ মৎস্য আনি দিল সম্বরের বিদ্যমানে। শম্বরের চিত্তে হৈল অদ্ভুত দেখিয়া ॥ মৎস্য লৈয়া গেল অন্ন সূপ-কারগণে। অস্ত্র দিয়া মৎস্য কাটি কৈল খানখান ॥ মৎস্যের

উদরে তার হাওয়াল দেখিল। মায়ারতি বিদ্যমানে শিশু লয়ে
দিল॥ শিশু দেখি মায়ারতি শঙ্কা হৈল মনে। নারদে আসিয়া
তত্ত্ব কহিল তখনে॥ যে নাম বালক যেন রূপে উপাদান। যে রূপে
সম্বর হরি নিল বিদ্যমান॥ যে রূপেতে পরবেশ মৎস্যের উদরে।
কহিল সকল তত্ত্ব মুনি যোগেশ্বরে॥ এবোল শুনিয়া মায়ারতি হর-
ষিতা। পূরবে আছিল তিহোঁ কামের বনিতা॥ রতি নাম তাহার
পরম রূপবতী। স্বামি জনমিল এই করিয়া অবধি॥ সম্বরের ঘরে
রহে ধরি মায়াবেশ। শুনিল নারদ মুখে পরম বিশেষ॥ জানিয়া
শিশুর তত্ত্ব করয়ে পালন। দিনে২ বাড়ে শিশু সর্ব্ব সুলক্ষণ॥ অল-
প দিবসে হৈল যৌবন সঞ্চার। মহাভুজ মহাবল বিক্রমে বিশাল॥
সাক্ষাতে মদন যেন দিল দরশন। দেখিয়া নারীর চিত্ত হরে সেই
ক্ষণ॥ অমল কমল পত্র নয়ন যুগল। আজানুলম্বিত ভুজ অঙ্গ মনো-
হর॥ দেখিয়া স্বামির বল যৌবন বিলাস। মাতৃভাব তেজি দেব
দিল পরকাশ॥ রঞ্জিয়া সুরতি রস রহে সন্নিধান। দেখিয়া বিক[illegible]
তবে কাম পঞ্চবাণ॥ মাতৃভাব তেজিয়া কামিনী ভাব ধর। মা[illegible]
হয়ে কেন তুমি হেন কর্ম্ম কর॥ রতি বলে তুমি নাথ স্বামী [illegible]
আমার। রতি নামে আমি হই রমণী তোমার॥ যখন তোমা[illegible]
মাহি দশ দিন পূরে। তুমি নারায়ণ সুত হরিল সম্বরে॥ দৈব
যোগে পাইনু তোমা মৎস্যের উদরে। তুমি গিয়া মার এই শম্বর
অসুরে॥ সম্বর তোমার রিপু নানা মায়া জানে। তুমি সে মায়ার
তাতে মারহ পরাণে॥ তোমার জননী নাথ শোকেতে ব্যাকুলা।
হতসুতা ধেনু যেন সতত বিহ্বলা॥ এতেক বচন বলি রতি মায়া
বতি। মহা বিদ্যা মায়া তাতে দিল যোগ গতি॥ প্রদ্যুম্ন হই[illegible]
তবে সম্বর বিদ্যমান। ডাকিয়া কি বলে তবে বীরের প্রধান॥
আরেরে সম্বর অসুর দুরাশয়। আসিয়া সংগ্রাম কর মহানতি
ক্ষয়॥ নহে বাণগণে তোর হরিব জীবন। নহে বেটা মোর সনে
করসিয়া রণ॥ অসত্য বচন শুনি সম্বর অসুর। বীরদর্প করে বীর
শবদ নিষ্ঠুর॥ পদাঘাতে যেন ফণধর ক্রোধ করে। ক্রোধ করি
মহা বীর উঠিল সত্বরে॥ প্রলয় কালের যেন জলন্ত অনল। গদা
হাতে করে বীর নাম্বিল সম্বর॥ গদাপাটে তুলিয়া অসার মহা বীর।

রহ রহ আরে বেটা রণে হও স্থির ॥ নির্ঘাত নিষ্ঠুর ঘোর শবদ ক-রিয়া। ফেলিয়া মারিল গদা এবোল বলিয়া ॥ গদা পাট পড়িল দেখিয়া ভগবান। তুলিল আপন গদা বীরের প্রধান ॥ গদায় কা-টিয়া গদা কৈল খণ্ড খণ্ড। আকর্ণ পূরিয়া কৈল শবদ প্রচণ্ড ॥ তবে কোন কর্ম্ম করে দৈত্য দুরাশয়। ময় বিনির্ম্মিত মায়া করিয়া আশ্র-য় ॥ শিলা বরিষণ করে কামের উপরে। উড়ায় রুক্মিণী সুত এগাছ পাথরে ॥ তবে কোন কর্ম্ম করে গোবিন্দ-নন্দন। সত্যময়ী মহা বিদ্যা কৈল আওরণ ॥ খণ্ডিল অসুর মায়া শিলা বরিষণ। তবে করে নানা মায়া সম্বর সৃজন ॥ গন্দর্ব্ব রাক্ষস নাগ পিশাচীর মায়া। সতত সৃজেন তবে ক্রোধ পর হয়্যা ॥ সকল অসুর মায়া করিয়া খণ্ডন। তীক্ষ্ণ খড়্গ লৈল তবে কৃষ্ণের নন্দন ॥ মুকুট কুণ্ডল সহ সম্ব-রের শির। ভূমিতলে কাটিয়া ফেলিল মহা বীর ॥ পড়িল সম্বর বীর দেবের হরিষ। শুনিয়া অসুরগণে করে বিমরিষ ॥ দেবগণে স্তুতি করে পুষ্প বরিষণ। বধিল সম্বর বীর কৃষ্ণের নন্দন ॥ কোন কর্ম্ম করে তবে রতি মায়াবতী। চলিল আকাশ পথে লয়্যা নিজ পতি ॥ আনিল দ্বারকা পুরে আঁখির নিমিষে। রতিপতি রতি কৈল পুর পরবেশে ॥ জলধর শ্যাম তনু রাজীবলোচন। আজানু-লম্বিত ভুজ মুদিত বদন ॥ পীতবাস পরিধান মন্দ মধু হাস। বিলোল অলকা বলি কপোল বিলাস ॥ পুরনারী কৃষ্ণ হেন মানিল তাহারে। লজ্জাতে লুকায় তারা চিনিতে না পারে ॥ অলপে২ কৈল ভিন্ন অনুমান। ধীরে২ নারীগণ কৈল সন্নিধান ॥ আওরিল রুক্মিণী দেবী আপন তনয়। পুত্র প্রেম উপজিল আপন হৃদয় ॥ নিকটে দাণ্ডায়্যা দেবী কি বলে বচন। কোথা হৈতে আইলে হেথা পুরুষ রতন ॥ নবঘন শ্যাম তনু রাজীবলোচন। পরম সুন্দর মহা পুরুষ লক্ষণ ॥ কাহার তনয় হয় কিবা নাম ধরে। কোন পুণ্যবতী গর্ভে ধরিল ইহারে ॥ মোর পুত্র নষ্ট হৈল হরিল অসুরে। যদি বা কোথায় জীয়ে কোন পুণ্যকলে ॥ হইল ইহার সমান রূপ বেশ। হরিল অসুর তার না পাইনু উদ্দেশ ॥ ইহাতে কৃষ্ণের সম রূপ বেশ দেখি। আকৃতি প্রকৃতি যেন কৃষ্ণ হেন লখি ॥ সেই বা হাওাল হয়

লয় মোর মতি। ইহাতে বাড়য়ে মোর অধিক পীরিতি॥ এইরূপে করে দেবী নানা অনুমান। হেনকালে গেলা তথা প্রভু ভগবান॥ দাণ্ডায়্যা রহিল গিয়া প্রভু যদুমণি। তবু কিছু না বলিল সর্ব্ব তত্ত্ব জানি॥ বসুদেব দৈবকী আর যতেক পুরজনে। সবেই দেখিতে গেলা হরষিত মনে॥ কহিল নারদ আসি তাহার কারণ। সম্বর হরণ আদি যত বিবরণ॥ শুনিয়া সকল লোক হৈল চমকিত। বিস্ময় ভাবিয়া পাছে হৈল হরষিত॥ পুত্র কোলে করি দেবী দিল আলিঙ্গন। হরিষে পুরিল তনু চুম্বিত বদন॥ বসুদেব দৈবকী আর আপনে শ্রীহরি। অধিক আনন্দ সিন্ধু পুত্র কোলে করি॥ নষ্ট পুত্র প্রদ্যুম্ন লভিয়া পুরজনে। পুজিয়া মন্দিরে নিল হরষিত মনে॥ কহিনু সম্বর বধ প্রদ্যুম্ন চরিত। শুনিলে সম্পদ বাড়ে হরয়ে দুরিত॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যার মধুরস বাণী। প্রদ্যুম্ন চরিত কথা প্রেমতরঙ্গিণী॥

সত্রাজিত অপরাধ করিতে খণ্ডন। আপনে আনিয়া কন্যা কৈল নিবেদন॥ স্যমন্তক মণি দিয়া কৈল পরিহার। কন্যা লেয়্যা মণি কৃষ্ণ না লৈল তাহার॥ তবে রাজা জিজ্ঞাসিল ভাবিয়া বিস্ময়। সত্রাজিত কোন পাপ কৈল অতিশয়॥ আপনে আনিয়া কন্যা দিল কি কারণে। স্যমন্তকমণি সে পাইল কোন স্থানে॥ মুনি বলে শুন রাজা হৈয়া সাবধান। কহিবতোমাকে স্যমন্তক উপাখ্যান॥ আছিল পুরুষ এক সত্রাজিত নাম। সূর্য্যের পরম সখা ভকত প্রধান॥ তুষ্ট হয়্যা মণি তারে দিল দিনকরে। মণিকণ্ঠে করি সত্রাজিত যায় ঘরে॥ প্রবেশ করিল গিয়া দ্বারকা মণ্ডলে। তার তেজ কোন লোক সহিতে না পারে॥ অদভুত দেখি লোক ধায়্যা গিয়া চাহে। দূরে থাকি তার তেজ সহনে না যায়ে॥ দূত কেলি করেন আপনে ভগবান। ধায়্যা গিয়া সর্ব্বলোক কহে বিদ্যমান॥ নম নারায়ণ শঙ্খচক্র গদাধর। অরবিন্দ লোচন গোবিন্দ দামোদর॥ নিকটে আসিয়া সূর্য্য দিল দরশন। তোমাকে দেখিতে হৈল সূর্য্যের গমন॥ দেবগণে তোমাকে দেখিতে বাঞ্ছা করে। ধরিয়া গুপত বেশ আছ যদুকুলে॥ শুনিয়া লোকের বাণী হাসে নারায়ণ। তুমি সব তার কিছু না জান কারণ॥ সত্রাজিত মণি লয়্যা যায় নিজ ঘরে। স্যমন্তক মণি তারে দিল দিনকরে॥ সত্রাজিত নিজ পুরে কৈল পরবেশ। আনন্দ উৎ-

সব কৈল মঙ্গল বিশেষ ॥ দেব ঘরে মণি লৈয়া স্থাপিল ব্রাহ্মণ। অষ্ট ভার কাঞ্চন প্রসবে প্রতি দিন ॥ দুর্ভিক্ষ অরিষ্ট সর্প আদি ব্যাধি ভয়। সে মণি যথাতে থাকে গ্রহ পীড়া নয় ॥ এক দিন কৃষ্ণ মণি মাগিল আপনে। রাজারে দিবার তরে সত্রাজিত স্থানে ॥ সত্রাজিত না দিল ধনের লোভে মণি। পুনরপি কিছু না বলিল চক্রপাণি ॥ প্রসেন নামে ছিল সত্রাজিত সহোদর। মৃগয়া করিতে গেলা বনের ভিতর ॥ মণি কণ্ঠে দিয়া অশ্ব আরোহণ করি। ঘোড়া সহে বনে তাকে মারিল কেশরী ॥ প্রসেন মারিয়া সিংহে মণি লয়্যা যায়। হেনকালে জাম্বুবান তার লাগ পায় ॥ সিংহ মারি মণি লৈয়া গেল জাম্বুবান। সুড়ঙ্গে প্রবেশ কৈল বীরের প্রধান ॥ ছাওালে খেলিতে দিল সেই মণি দিয়া। সত্রাজিত চিন্তে মনে ভাই না দেখিয়া ॥ আন নহে কৃষ্ণ মোর মারিল সহোদর। প্রসেন মারিয়া মণি নিল গদাধর ॥ এই বোল সর্ব্বলোকে গায় কানাকানি। আপনার নিন্দা কৃষ্ণ শুনিল আপনি ॥ করিবারে চাহে কৃষ্ণ দুর্যশ খণ্ডনা। চলিলা বিবিধ সৈন্য করিয়া সাজনা ॥ প্রসেনের পথে গেলা সেই অনুসারে যেবা সিংহ পড়িয়াছে পর্ব্বত উপরে ॥ সিংহ মারি মণি লৈয়া গেলা জাম্বুবান। জানিল সকল তত্ত্ব প্রভু ভগবান ॥ বাহিরে সকল সৈন্য থুয়্যা হৃষীকেশ। সুড়ঙ্গ ভিতরে তবে কৈল পরবেশ ॥ পাতালে প্রবেশ কৈল প্রভু যদুরায়। রাজ পুরে মণি লয়্যা ছাওাল খেলায় প্রভু মনে কৈল যদি মণি হরিবারে। ধাত্রীমাতা দেখিয়া ডাকিল উচ্চৈঃস্বরে ॥ এ বোল শুনিয়া ক্রোধ কৈল জাম্বুবান। সত্বরে চলিয়া গেলা কৃষ্ণ সন্নিধান ॥ দেখিয়া মানুষ বেশ কৈল অবজ্ঞান। যুঝিবার তরে বীর কৈল আগুয়ান ॥ দুই বীরে বাজিল সমর ঘোরতর। অস্ত্রে২ কাটাকাটি মহা ভয়ঙ্কর ॥ গাছ পাথরে যুদ্ধ খড়্গে কাটাকাটি। শূল ত্রিশূলে ঞ্রণ বাণে ছুটাছুটি ॥ বুকে২ ফেলাফেলি মুষ্টির প্রহার। বাহ্বে২ জড়াজড়ি সমর বিশাল ॥ অষ্ট বিংশতি দিন আছিল সংগ্রাম। ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি প্রভু যুঝে অবিশ্রাম ॥ লীলায় যুঝেন হরি নাহি পরিশ্রম। দিনে দিনে জাম্বুবান হৈল অবসন্ন ॥ বজ্রসম মারে কৃষ্ণ মুষ্টির প্রহার। সন্ধি বন্ধি ছাড়ি যায় দেখে অন্ধকার ॥ শ্রম জলে সকল পুরিল কলেবর। যুঝিতে না পারে বীর হৈল হীন

বল।। তবে বীর জানিল সাক্ষাৎ ভগবান।। মোর সনে যুঝিতে আ-
নের কোন প্রাণ।। জানিনু সাক্ষাতে তুমি বিষ্ণু সুরপতি। পুরাণ
পুরুষ তুমি ত্রিজগত পতি।। অসমান তেজ বীর্য্য সকল তোমার।
আপনে সৃজিয়া কর পালন সংহার।। ব্রহ্মা আদি সুর কর আপনে
সৃজন। আপনে সংহার কর আপনে পালন।। যাহার কিঞ্চিৎ
ক্রোধ কটাক্ষ পতনে। ভয়ে সিন্ধু পথ ছাড়ি দিল তত্ক্ষণে।। ইচ্ছা
মাত্র হৈল সিন্ধু সেতু নিরমাণে। রাবণের মুণ্ড কাটি দিল বলি দানে
সেই সে জানকীপতি মোর প্রাণনাথ। অশেষ করুণা সিন্ধু জানিনু
সাক্ষাৎ।। জানিল প্রভুর তত্ত্ব যদি জাম্বুবান। হাসিয়া উত্তর তবে
দিল ভগবান।। করিয়া কমল করে অঙ্গের মার্জ্জন। কৃপায় কি
বলে মেঘ গভীর বচন।। মণি হেতু এথাতে আমার আগমন।
মিথ্যা অপযশ চাহি করিতে খণ্ডন।। তবে জাম্বুবান যুক্তি করে
মনে২। জাম্বুবতী কন্যা আনি কৈল সমর্পণে।। শুভক্ষণ করি বী
কন্যা কৈল দান। কন্যার যৌতুক দিল রতন প্রধান।। কৃষ্ণের বিল
করি সুড়ঙ্গ দুয়ারে। আছিল সকল সৈন্য বনের ভিতরে।। দ্বাদশ
দিবস বীর বিলম্ব করিয়া। চলিল সকল সৈন্য দুঃখ শোক পায়্যা।
বসুদেব দৈবকী রুক্মিণী বিদ্যমানে। কহিল সকল লোক দ্বারক
ভুবনে।। সব পুরজন হৈল শোকে অচেতন। বিলাপ করিয়া কান্দে
প্রতি জনে জন।। সত্রাজিতে গালি তবে দেই সর্ব্বলোক। সতত আ
কুল হয়্যা করে দুঃখ শোক।। সর্ব্বলোক মেলি করে দেবী উপাসন
সংকল্প করিয়া করে দুর্গা আরাধনা।। হেনকালে দৈবে দেব ত্রিভু
বন নাথ। সাধিয়া সকল কায কন্যা করি সাথ।। দ্বারকা
নগরে আসি দিল দরশন। দেখিয়া আনন্দ হৈল সর্ব্ব পুরজন।।
ঘরে২ পুরে২ আনন্দ বাধাই। সর্ব্বলোক উৎসব করয়ে সর্ব্ব ঠাঞি।।
তবে সভা করিয়া বসিলা জগন্নাথে। সত্রাজিতে ডাক দিয়া আনিল
সভাতে।। তাঁর হাতে মণি দিয়া প্রভু নারায়ণ। আদি হৈতে কহিল
সকল বিবরণ।। মণি পায়্যা সত্রাজিত গেল নিজ ঘর। শোকেতে
ব্যাকুল হয়্যা চিন্তিল অন্তর।। ঈশ্বরের সহ মোর জন্মিল বিবাদ।
কিরূপে খণ্ডিব মোর এত অপরাধ। কোন কর্ম্মে প্রসন্ন মোরে হইব
শ্রীহরি। কোন কর্ম্ম কৈলে মোরে লোকে না দেয় গালি।। ধন লোভে

মুঞিঃ মূঢ় অতি অগেয়ান। কোন কর্ম্ম করিয়া তুষিব ভগবান॥ সবে মোর আছে এক এই সে উপায়। কন্যা দিলে যদি তুষ্ট হয় যদুরায় এতেক বলিয়া কন্যা লয়্যা সত্রাজিত। গোবিন্দ চরণে লয়্যা কৈল সমর্পিত॥ মণি সনে কন্যা দিয়া কৈল পরিহার। মোর অপরাধ নাথ ক্ষম একবার॥ কন্যা লয়্যা কৃষ্ণ তার না লইল মণি। সত্য-ভামা বিভা কৈল দেবচক্র পাণি॥ না লিব তোমার মণি লয়্যাচল ঘর। থাকুক্ সূর্য্যের মণি তোমার গোচর॥ ফল ভাগি আমি সব চিন্তা পরিহর। সূর্য্য ভক্ত তুমি মণি লৈয়া ঘর চল॥ সন্তোষ করি-য়া পাঠাইল সত্রাজিত। দেখিয়া সকল লোক হৈল আনন্দিত॥ সত্যভামা বিভা করি প্রভু হৃষীকেশ। আনন্দ মঙ্গল কৈল পুর পর-বেশ॥ ধীর শিরোমণি শ্রীগদাধর জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধু রস গান॥

মুনি বলে কহি আর অপরূপ কথা। সাবধানে শুন রাজা কৃষ্ণগুণ গাঁথা॥ সর্ব্ব তত্ত্ব জানেনতো সর্ব্বজ্ঞ চূড়ামণি। তভু নানা নাট্য করেন প্রভু চক্রপাণী॥ যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ ভাই সহোদর। জৌঘরে পুড়িয়া মৈল শুনি গদাধর॥ কুল ব্যবহার হরি করিবার তরে। চলিলা হস্তিনা পুরে দুই সহোদরে॥ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য কৈল দরশন। বিদুর গান্ধারী সহ কৈল সম্ভাষণ॥ সকল বান্ধবগণ একত্র মিলিয়া। নানা দুঃখ শোক কৈল বিষাদ ভাবিয়া॥ ইষ্ট মিত্র সম্ভাষণ কথা অনুসারে। কত দিন রহিল বান্ধবগণ মিলে॥ হেনকালে কৃতব্রহ্মা অক্রূর মিলিয়া। দুইজনে শতধন্বা আনিল ডাকিয়া॥ কহিল তাহাকে দুঁহে মন্ত্রণা বচন। এখনে হরিয়া মণি না লহ কি কারণ॥ প্রতিজ্ঞা করিনু আমা সভা বিদ্যমানে। তবে লয়্যা করে কন্যা কৃষ্ণে সমর্পণে॥ সত্রাজিত পাঠাইব ভাইর অ-নুসারে। তবে সে চিত্তের দুঃখ খণ্ডিব সবারে॥ কৃতব্রহ্মা অক্রূরের শুনিয়া উত্তর। খড়্গ লৈয়া শতধন্বা চলিল সত্বর॥ সত্রাজিত নিদ্রায় বধিল দুর্ম্মতি। মণি লয়্যা দুরাচার গেল শীঘ্রগতি॥ বিলাপ করিয়া কান্দে যত নারীগণ। সত্যভামা দেবী শুনে বাপের মরণ॥ মৃত বাপ দেখিয়া পাইল অনেক সন্তাপ। হা হুতাশ বহু করি করয়ে বিলাপ॥ কাকুর্ব্বাদ করি দেবী কান্দিল বিস্তর। তৈল দ্রোণে ধরিয়া

বাপের কলেবর ॥ চলিলা হস্তিনা পুরে কৃষ্ণ সন্নিধানে। বাপের মরণ কথা কৈল বিদ্যমানে ॥ সত্রাজিত বধ শুনি রাম দামোদর। বিলাপ করিয়া তবে কান্দিল বিস্তর ॥ নরবেশ ধরি হরি করে নর লীলা। বিবিধ কৌতুক করি খেলে নানা খেলা ॥ অনিত্য সংসার হলে জগত বুঝায়। সঙ্গ দোষে সর্ব্ব লোক নানা দুঃখ পায় ॥ তবে রাম কৃষ্ণ সত্যভামা তিন জনে। দ্বারকা চলিয়া গেলা ত্বরিত গমনে ॥ কোন যুক্তি করে তবে দেব চক্রপাণী। সতধর্ম্মা মারিয়া হরিয়া লব মণি ॥ এবোল শুনিয়া শতধন্বা দুরাচার। প্রাণেতে কাতর হৈয়া চিন্তে পরকার ॥ কৃতব্রহ্মা স্থানে গিয়া কৈল নিবেদন। আমার সহায় হৈয়া রাখহ জীবন ॥ কৃতব্রহ্মা বলে এত না হয় উচিত। ঈশ্বরের সহ কেন করহ দুরিত ॥ তাঁর সনে বিবাদ করিব কোন জন। কেবা নাহি মরে করি ঈশ্বর লঙ্ঘন ॥ যাঁর দ্বেষ করি কংস হারায় পরাণে। জরাসন্ধ হইয়া সে হারিল সংগ্রামে ॥ তাঁর সনে আমি কেন করিব বিবাদ। কোটি কল্পে না ঘুচে ঈশ্বর অপ-রাধ ॥ তবে অক্রূরের ঠাঞি কৈল নিবেদন। শুনিয়া অক্রূর তবে কি বলে বচন ॥ হরি২ হেন বাণী বলিতে যুয়ায়। ঈশ্বরের সহ কেবা বিবাদ বাড়ায় ॥ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় হয় যাঁর। যাঁর মায়া ব্রহ্মা নাহি পারে জানিবার ॥ সপ্ত বৎসরের শিশু পর্ব্বত তুলিয়া। সপ্ত দিন রহে এক হস্তেতে করিয়া ॥ বালকে তুলিয়া যেন লয় ছাতিয়ানা। তার সনে বিবাদ করিব কোন জনা ॥ সে দেব চরণে মোর বহু নমস্কার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পতি অনন্ত বিহার ॥ তবে শতধন্বা বীর কোন কর্ম্ম কৈল। অক্রূরের ঠাঞি লিয়া মণি সমর্পিল ॥ শতেক যোজন গতি ঘোড়ায় চড়িয়া। যায় শতধন্ব বীর ত্বরিতে পলায়্যা ॥ গরুড়লাঞ্ছন রথে করি আরোহণ। তার পাছে ধায়্যা যায় রাম জনার্দ্দন ॥ মনোহর ঘোড়া চারি শীঘ্রগতি যার। রথ খান চলে যেন পবন সঞ্চার ॥ শতধন্বা গেল যদি শতেক প্রহর। ঘোড়া পড়িলেন তার বনের ভিতর ॥ মিথিলার উপবনে তুরগ ত্যজিয়া। হাঁটিয়া পলায় বনে মনে ভয় পাইয়া ॥ খরতর মহা চক্র নিজ ভুজে ধরি। রথ হতে নাম্বিলা আপনে শ্রীহরি ॥ চক্রে শির কাটিয়া বসন বিস্তারিল। বস্ত্রের ভিতর তার মণি ন

পাইল ॥ তবে কৃষ্ণ গেলা বলভদ্র বিদ্যমানে। মিথ্যা কাজে শতধন্বা বধিনু পরাণে॥ মণি তার ঠাঞি নাই চাহিল বিচারি। তবে রাম বলিল কিঞ্চিৎ ক্রোধ করি॥ না জানি কাহার ঠাঞি মণি রাজ থুয়্যা। শতধন্বা আইল মনেতে ভয় পাইয়া॥ তথা গিয়া মণি চাহ যাহ নিজ পুর। আমি সব কত দিন রহি মিথিলা নগর॥ দেখিতে আমার ইচ্ছা মিথিলা নগরী। তুমি রথে চড়ি কৃষ্ণ যাহ নিজ পুরী॥ এতেক বলিল যদি হলধর রায়। মিথিলা প্রবেশ করি রাজ পুরে যায়॥ দেখিয়া জনক রাজা হরষিত মনে। পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া রাজা পুজিল বিধানে॥ দিব্য গন্ধ মাল্য দিল বসন ভুষণ। পুজিল জনক রাজা রামের চরণ॥ কত দিন তথাতে রহিলা বলরাম। জনকের পিরীতি করেন অভিরাম॥ তবে দুর্য্যোধন গেলা মিথিলা নগরে। পুজিল জনক রাজা পরম সাদরে॥ গদা শিক্ষা কৈল রাজা বলভদ্র স্থানে। কৌতুকে রহিল রাম ইষ্ট সম্ভাষণে॥ কৃষ্ণ উত্তরিল গিয়া দ্বারকা ভুবনে। কহিল সকল কথা লোক বিদ্যমানে॥ সত্য-ভামা দেবী সন্তোষিয়া যদুবর। পোড়াইল লয়্যা সত্রাজিত কলে-বর॥ বন্ধুগণ দিয়া পরলোক সমুচিত। করায় সকল কর্ম্ম বিধান বিহিত॥ শতধন্বা বধ কৈল প্রভু চক্রপাণি। শুনিলেন কৃতব্রহ্মা তথা অক্রূরমণি॥ ভয় পাইয়া তারা পলাইল দুইজনে। দ্বারকা ছাড়িয়া গেল ভয় পাইয়া মনে॥ হেনকালে দ্বারকায় হৈল নানা উৎপাত। ভুমিকম্প হইল হইল বজ্রাঘাত॥ দ্বারকা ত্যজিয়া যদি অক্রূর চলিল। বহুবিধ উৎপাত দ্বারকাতে হৈল॥ না জানিয়া হেন কহে কোন মুনিগণে। তারা সব কৃষ্ণের মহিমা নাহি জানে॥ যার নাম শুনিয়া অশেষ বিঘ্ন হরে। হেন প্রভু রহে যথা দেব দেবেশ্বরে হেন কি তাহাতে ঘটে অরিষ্ট সঞ্চার। না বুঝিয়া কেহ কেহ করে অঙ্গীকার॥ অনাবৃষ্টি পুর্ব্বেতে আছিল কাশীপুরে। সুফলে আনিয়া কন্যা দিল কাশীশ্বরে॥ তবে কাশীপুরে হৈল মেঘ বরিষণ। তার পুত্র হইল অক্রূর মহাজন॥ যথাতে অক্রূর তথা নাহি উৎপাত। দুর্ভিক্ষ অরিষ্ট কিছু নহে বিঘ্ন পাত॥ এই বোল বৃদ্ধগণে বলে অনুক্ষণ। পরমার্থে নহে কিছু এ সব কারণ॥ বৃদ্ধগণ বচন শুনিয়া হরায়। যতন করিয়া তবে অক্রূরে আনায়॥ তবে অক্রূরের সনে

করি সম্ভাষণ। কুশল জিজ্ঞাসি বলে বিনয় বচন ॥ হাতে হাত ধরিয়া কহিল প্রেমকথা। জানিয়াও জিজ্ঞাসিল সর্ব্ব ফল দাতা ॥ শতধন্বা মণি থুইল তোমা বিদ্যমানে। পূর্ব্বে তেঞি আমি তাহা জানি ভাল মনে ॥ অনপত্যে দেব দৈল রাজা সত্রাজীত। কন্যার পুত্রের হয় ন্যায় সমোচিত ॥ তথাপি আমার কিছু নাই তাতে দায়। আমার অগ্রজ ভাই প্রতীত না যায় ॥ খসাইয়া মণি রাজ দেখাহ বিদ্যমানে। জানুক ইহার কর্ম্ম যত পুরজনে ॥ কাঞ্চন নির্ম্মিত বেদী কাঞ্চনের ঘরে। মুনির প্রসাদে যজ্ঞ করে নিরন্তরে ॥ হাতে করি সকল দেখাও তুমি মণি। ভাই বলরাম যেন রহে তত্ত্ব জানি ॥ শুনিয়া অক্রূর বড় মনে পাইল লাজ। কড়ছ হইতে দেখাইল মণি রাজ ॥ সূর্য্য সম তেজ মণি দিল কৃষ্ণ হাতে। হাতে করি মণি দেখাইল জগন্নাথে ॥ আপনার অপযশ করিয়া খণ্ডনে। পুনরপি মণি দিল অক্রূরের স্থানে ॥ অর্থ হৈলে অনর্থ দেখায় ভগবান। অর্থ হলে কার কভু না হয় কল্যাণ ॥ কৃষ্ণ হৈয়া দুঃখ পাইল অর্থের কারণে। এ বোল বুঝিয়া অর্থ ত্যজে বুধজনে ॥ আপনে করিয়া কর্ম্ম লোকেরে বুঝায়। অর্থের কারণে লোক এত দুঃখ পায় ॥ পুত্র হলে কার নাহি সুখ উপাদান। প্রদ্যুম্ন হরণে দেখাইল ভগবান ॥ অর্থ হলে অর্থ দেখায় মণি ছলে। লোক বুঝাইতে প্রভু এত কর্ম্ম করে ॥ অশেষ দুরিত হর মণি উপাখ্যান। কৃষ্ণের মহিমা বীর্য্য যাতে উপাদান ॥ শুনে বা শুনায় যেবা করয়ে স্মরণ। অশেষ দুরিত খণ্ডে দুর্যশ খণ্ডন ॥ হরি ভক্তি হয় তার বিষ্ণুপদে বাস। ভাগবত আচার্য্যের প্রবন্ধ প্রকাশ ॥

মুনি বলে অদভুত কহিব কাহিনী। সাবধানে শুন রাজা কৃষ্ণ গুণ বাণী ॥ পোড়া গেল পাণ্ডব জানিল সর্ব্বজনে। পুনরপি আইল তারা দ্রুপদ ভবনে ॥ বন্ধুগণ সহ তথা হৈল দরশন। ইন্দ্রপ্রস্থে গেলা তবে রাজার কারণ ॥ মৃত পাণ্ডবের পুনঃ আগমন শুনি। ইন্দ্রপ্রস্থে দেখিতে চলিলা দ্বিজমণি ॥ অখিল ভুবন পতি কৈল আগমন। বার্ত্তা পাইয়া ত্বরিতে উঠিলা বীরগণ ॥ আগু বাড়ি ত্বরিতে করিলা সম্ভাষণ। পূজিয়া আনিল ঘরে দিয়া আলিঙ্গন ॥ অঙ্গ সঙ্গে সকল দুরিত গেল দূর। বাড়িল আনন্দ রস তরঙ্গ প্রচুর ॥

যুধিষ্ঠিরের চরণ বন্দিয়া শ্রীহরি। ভীমের চরণে তবে নমস্কার করি কোলাকুলি কৈল তবে অর্জ্জুনের সহে। বীরগণে কৃষ্ণ তবে পূজিল উৎসাহে॥ সহদেব নকুল করিল পরণাম। পূজিয়া চরণ পদ্ম কৈল প্রণিধান॥ মন্দিরে বসিল হরি কাঞ্চন আসনে। দ্রৌপদী আসিয়া তবে কৈল সম্ভাষণে॥ সাত্যকী পূজিল যত কৃষ্ণ অনুচর। পূজিল সকল সৈন্য বিধান কুশল॥ কুন্তী সম্ভাষিয়া কৈল চরণ বন্দন। একে২ কৈল কৃষ্ণ ইষ্ট সম্ভাষণ॥ কুন্তী কিছু কহে কৃষ্ণে গদ গদ বাণী। পূর্ব্ব দুঃখ স্মঙরি চক্ষেতে পড়ে পানি॥ তখনে কুশল হৈল দুঃখ গেল দূর। যখনে হেথাতে তুমি পাঠাইলে অক্রূর॥ তখন জানিনু আছে স্মরণ তোমার। সবার বান্ধব তুমি পরম দয়াল॥ স্মঙরিলে সকল দুঃখ কর বিমোচন। সবার হৃদয়ে বৈস জীবের জীবন॥ তবে যুধিষ্ঠির রাজা বলে কোন বাণী। কোন তপ কৈনু আমি মরম না জানি যোগে সুরগণ যাকে না দেখে নয়নে। চারি মাস তথাতে রহিলা নারায়ণে॥ বানর লাঞ্ছন রথে চড়ি এক দিনে। অর্জ্জুনের সহে কৃষ্ণ গেলা ঘোর বনে॥ তূণবাণ গাণ্ডীব কাটিয়া শরাসনে। অর্জ্জুন চলিল তবে মৃগয়া কারণে॥ বিন্ধিয়া মারিল গণ্ডার ভল্লূক শূকর। ব্যাঘ্র মহিষ মৃগ শজারু সরভ॥ যজ্ঞ পশু লৈয়া গেল যত ভৃত্যগণে। যজ্ঞ কালে দিল লয়্যা রাজ বিদ্যমানে॥ তৃষ্ণায় শ্রম হইয়া দুই মহা বীর বায়ু বেগে রথ গেল যমুনার তীর॥ জলপান করিয়া বসিল দিব্য রথে। হেনকালে দিব্য কন্যা দেখিল সাক্ষাতে॥ অর্জ্জুন পাঠায়্যা দিল প্রভু যদুমণি। জিজ্ঞাস কাহার কন্যা পরম রমণী॥ সুদতি স্বরূপা কন্যা সুচারু দর্শনা। রমণী রতন মহা রুচির বদনা॥ পুছিল অর্জ্জুন গিয়া কন্যা বিদ্যমান। কার কন্যা কেবা তুমি কি তোমার নাম॥ কোথা হৈতে কোথা যাও বাস কোন স্থানে। পতি বাঞ্ছা কর হেন বুঝি অনুমানে॥ এবোল শুনিয়া কন্যা দিলেক উত্তর। কহিব সকল কথা শুন নরবর॥ কালিন্দী আমার নাম সূর্য্যের দুহিতা। যমুনার জলে বসি হয়্যা ব্রতযুক্তা॥ তপ করি আমি করি কৃষ্ণ আরাধন। যাবৎ কৃষ্ণের সহে নহে দরশন॥ কৃষ্ণ বিনে বর আমি না বরিব আন। ব্রত দিনে তুষ্ট হয় প্রভু ভগবান॥ পিতার নির্ম্মিত ঘর

জলের ভিতরে। তথা রহি তপ আমি করি নিরন্তরে॥ শুনিয়া অর্জ্জুন বীর কন্যার উত্তর। কৃষ্ণ বিদ্যমানে গিয়া কহিল সকল॥ কন্যা রথে তুলিলেন প্রভু যদুবীর। কন্যা লয়্যা গেলা যথা রাজা যুধিষ্ঠির॥ কহিল সকল কথা রাজ বিদ্যমানে। বিশ্বকর্ম্মা আনি কৈল পুরি নিরমাণে॥ তবে রাজা যুধিষ্ঠির বিধান কুশল। কন্যা লয়্যা থইল পুরীর ভিতর॥ এইরূপে তথায় আছেন যদুরায়। দিনে দিনে বন্ধুগণে আনন্দ বাড়ায়॥ ইন্দ্রের খাণ্ডব বন খাই হুতাশনে। অর্জ্জুন সহায় তার গেলা তেকারণে॥ কৃষ্ণ গেলা হৈয়া তার রথের সারথি। অর্জ্জুন বুঝিল গিয়া ইন্দ্রের সংহতি॥ খাণ্ডব পুড়িয়া তবে তুষিল অনলে। তুষ্ট হৈলা অগ্নি তবে অর্জ্জুনের তরে॥ অক্ষয় কবচ দিল দিব্য তূণ বাণ। শ্বেত বর্ণের ঘোড়া দিল ধনুক প্রধান। ময় নামে দানব আছিল সেই বনে। বন দহে রাখিল অর্জ্জুন বন বাণে॥ দিব্য সভা দিল ময় করিয়া নির্ম্মাণ। অর্জ্জুনে আনিয়া দিল রাজ বিদ্যমান॥ জলে স্থল পাইল তাথে রাজা দুর্য্যোধনে। হেন সভা আনি দিল রাজ বিদ্যমানে॥ এইরূপে কত দিন থাকিয়া শ্রীহরি। কৌতুকে চলিয়া তবে গেলা নিজপুরী॥ আগুবাড়ি কত দূর গেলা যুধিষ্ঠির। চৌদিগে যোগান ধরি যায় যত বীর॥ নিজগণ সঙ্গে কৃষ্ণ গেলা নিজ পুরী। আনন্দে পুরিল সব দ্বারকা নগরি॥ সূর্য্যের দুহিতা বিভা কৈল শুভক্ষণে। উৎসবে পুরিল পুরী আনন্দ বাজনে। বিন্দু অনুবিন্দু নামে দুই সহোদর। অবন্তিকা পুরির রাজা মহা ধনুর্দ্ধর॥ শিশুকাল হৈতে তারা কৃষ্ণে করে দ্বেষ। দুর্য্যোধন বশ তারা তাহাতে বিশেষ॥ মিত্রবৃন্দ নামে তার আছিল ভগিনী। হরিয়া আনিয়া বিভা কৈল চক্রপাণি॥ কৌশল পুরের রাজা নামে নগ্নজিৎ পরম ধার্ম্মিক রাজা জ্ঞানে সুপণ্ডিত॥ সত্যা নামে কন্যা তার হৈল নগ্নজাতি। পরম রূপসী কন্যা গুণ শীলবতী॥ সপ্ত মহা বৃষ রাজা বান্ধিল দুয়ারে। সেই সে করিবে বিভা যে জিনিতে পারে॥ তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ দুর্দ্ধরিষ বিষম সন্ধান। বীর গন্ধ না সহে প্রখর মন বাণ॥ আসিয়া বুঝিল তবে নৃপতি সমাজ। সবেই হারিয়া গেল জগৎ পাইয়া লাজ॥ একথা শুনিয়া গেলা আপনে শ্রীহরি। বীরের প্রধান সেনাপতি সঙ্গে করি॥ শুনিয়া কৌশল পতি কৃষ্ণ আগমন। আগুবাড়ি

কৈল আসি চরণ বন্দন॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা পুজিল বিধানে। আনিয়া বসায় কৃষ্ণে দিব্য সিংহাসনে॥ নানা উপহার দিয়া করিল পীরিতি। পুজিল পদারবিন্দ করিয়া ভকতি॥ দেখিয়া রাজার কন্যা পুরুষ রতন। কাম্য করি করে দেবী অগ্নি আরাধন॥ ব্রতযুতা মুই যদি হও তপস্বিনী। মোর পতি হয় যেন এই চক্রপাণি॥ পুজিয়া কৌশল পতি শ্রীহরি চরণ। কর যোড়ে কহে কিছু আত্ম নিবেদন॥ আত্মানন্দে পরিপূর্ণ তুমি ভগবান। অল্পমতি কি করিব ভকতি বিধান॥ যার পদরজ শিরে ধরে প্রজাপতি। গিরিশ সুরেশ গণ কমলা পার্ব্বতী॥ ধর্ম্ম পরিত্রাণ হেতু নানা তনুধর। সে প্রভু তুষিব মুই কোন পরকার॥ রাজার বচন শুনি রাজ রাজেশ্বর। হাসিয়া দিলেন্ন মেঘ গভীর উত্তর॥ ক্ষত্রি কুলে এই ধর্ম্ম না করি প্রার্থনা। মাগিলে জগতে রহে দুর্যশ ঘোষণা॥ তথাপি তোমার কন্যা মাগিল নৃপতি। তোমার সহিতে যেন বাড়য়ে পীরিতি॥ তবে রাজা বলে কিছু বিনয় বচনে। তোমার অধিক বর নাহি ত্রিভুবনে॥ অশেষ লাবণ্য ধাম সর্ব্বগুণ নিধি। লক্ষ্মী যার পাদপদ্ম সেবে নিরবধি॥ কিন্তু এক খানি মোর সবে আছে ব্যাজ। বীর বল পরীক্ষিতে কৈল হেন কায॥ সবে মোর সেই খানি আছে বিমরিষ। সাত গোটা বৃষ আছে মহা দুর্দ্ধরিষ॥ অনেক নৃপতি গণ যুদ্ধে ভঙ্গ হৈয়া প্রাণ লয়্যা গেল তারা অপমান পায়্যা॥ সেই সাত গোটা বৃষ বান্ধ একবারে। মোর কন্যার বর তুমি উচিত বিচারে॥ এতেক বচন শুনি দেব দেবেশ্বর। দৃঢ় করি কর বান্ধে কুটিল কুন্তল॥ সাত রূপ আপনে ধরিয়া ভগবান। সাত বৃষ বান্ধে কাষ্ঠ পুতলি সমান॥ হত বল হত দর্প করি বৃষগণ। দাম দড়ি দিয়া কৈল নির্যাস বন্ধন॥ ধন্য ধন্য সর্ব্বলোক করয়ে বাখান। তুষ্ট হয়্যা রাজা তবে করে কন্যা দান॥ লক্ষ্মীকান্ত বর দেখি রাজপত্নী গণ। মঙ্গল আচার করে হরষিত মনে॥ উৎসব আনন্দে পুরি পুরিল সকল। শঙ্খ ভেরি মৃদঙ্গ বাজয়ে মনোহর॥ নর নারীগণ মেলি বাড়িল প্রকার। পুরোহিত বিপ্রগণে কৈল আশীর্ব্বাদ॥ দশ সহস্র ধেনু দিল কাঞ্চনে মণ্ডিত। তিন সহস্র অর নারী ভূষণে ভূষিত॥ ঐরাবত জিনি দশ সহস্র কুঞ্জর। তার শত গুণ রথ দিল মনোহর। তার শত গুণ দিল ঘোড়া

শাস্ত্র যার। তার শত গুণ দিল পাইক যুঝার॥ বরবধূ রথে দিল করিয়া সাজন। বিবিধ মঙ্গল গীত বিবিধ বাজন॥ চালায়্যা কোশল পতি গেল কত দূর। বিদায় করিয়া পাছে গেল নিজপুর॥ রাজা-গণ শুনিয়া এসব সমাচার। আসিয়া বেড়িল তারা পুরের মাঝার॥ যার যার দর্প ভঙ্গ কৈল বৃষগণে। তারা সবে আসিয়া বেড়িল দৃঢ় মনে॥ বাণ বরিষণ কৈল সৈন্যের উপরে। তা দেখিয়া আইলা অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধরে॥ গাণ্ডীবে যুড়িয়া বীর খরশান বাণ। যুঝিল অর্জ্জুন বীর পূরিয়া সন্ধান॥ বিচলিত রাজ সৈন্য গেল ভঙ্গ হয়্যা। সিংহ দেখি মৃগ যেন যায় পলাইয়া॥ সত্বরে বিবাহ করি তবে হৃষীকেশ। সর্ব্ব সৈন্য লয়্যা কৈল দ্বারকা প্রবেশ॥ নগ্নজিতী লৈয়া কৃষ্ণ বিচিত্র মন্দিরে। রমাপতি রময়ে বিবিধ কুতূহলে॥ শ্রুতিকীর্ত্তি নামে বসুদেবের ভগিনী। তার কন্যা ভদ্রা নামে পরম রূপিণী॥ কেকয় রাজার কন্যা পীসতত ভগিনী। ভাই গণ দিল বিভা কৈল চক্রপাণি॥ সন্তর্জ্জন আদি তার যত ভাই গণে। কন্যা আনি দিল তারা কৃষ্ণের চরণে॥ মদ্র দেশেতে এক আছিল নৃপতি। লক্ষ্মণা তাহার কন্যা মহা রূপবতী॥ তাহার স্বয়ম্বরা হৈবে শুনি গদাধর। কন্যা হরি আনি বিভা কৈল নিজপুর॥ ষোল সহস্র আর রাজ কন্যা আনি। নরক মারিয়া বিভা কৈল চক্রপাণি॥ অষ্ট মহিষী বিভা গোবিন্দ চরিত। শুনিলে সম্পদ বাড়ে হরয়ে দুরিত॥ ভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী। ভাগবত পুণ্য কথা প্রেমতরঙ্গিণী॥

তবে রাজা জিজ্ঞাসিল মুনির চরণে। নরক রাজারে বধ কৈল কি কারণে॥ ষোল সহস্র কন্যা করিয়া হরণ। নরকে আনিল কিবা তাহার কারণ॥ কহ গুরু যদুনাথ বিক্রম বিস্তার। শুনি সুখ হরি কথা অমৃত রসাল॥ শুকদেব বলে কহি শুন নরেশ্বর। অদভুত কৃষ্ণ যশ শ্রুতি মনোহর॥ নরক ইন্দ্রের ছত্র আনিল হরিয়া। অদিতির নিল শ্রুতি কুণ্ডল কাড়িয়া॥ দেবের বিহার স্থল হেমময় গিরি। সুর পদ সম্পদ সকল নিল হরি॥ কৃষ্ণের চরণে ইন্দ্র কৈল বিজ্ঞাপন। নরক জনিত দুঃখ কৈল নিবেদন॥ এবোল শুনিয়া কৃষ্ণ চলিলা সত্বরে। সত্যভামা তুলি নিল গরুড় উপরে॥ প্রাগ্জ্যোতিষ পুরে গিয়া হৈল উপসন্ন। পর্ব্বতের গড়ে পুরি চৌদিগে দুর্গম॥ অস্ত্র শাস্ত্র দেখি

আর গড় ভয়ঙ্কর। বিষম জলের গড় তাহার ভিতর॥ আগুনির
আর গড় পরশে আকাশ। পবনের গড়ে বড় বাত পরকাশ॥
দৃঢ়তর মুর পাশ তাহার ভিতরে। তবে মুরহর কৃষ্ণ কোন কর্ম্ম করে
ভাঙ্গিল পর্ব্বত গড় গদার প্রহারে। কাটিল অস্ত্রের গড় খরশান
শরে॥ অগ্নিগড় জলগড় পবনের গড়। চক্রে কাটি দূর কৈল প্রভু
যোগেশ্বর॥ খড়্গে কাটি মুরপাশ কৈল খান২। শঙ্খনাদে কৈল
দৈত্যগণ কম্পমান॥ মারিয়া গদার বাড়ি ভাঙ্গিল প্রাচীর। শঙ্খ-
নাদ শুনিয়া উঠিল মহাবীর॥ মুর নামে তাহার যে পঞ্চগোটা
শির। জলের ভিতরে শুয়ে থাকে মহাবীর॥ ত্রিশূল তুলিয়া বীর ধা-
ইল সত্বর। প্রলয়কালের যেন জ্বলন্ত অনল॥ ত্রৈলোক্য গিলিতে মুখ
মেলে পাঁচখান। কিবা সে ত্রিশূলপাট বজ্রের সমান॥ গরুড়ের
শিরে ফেলি মারিল ত্রিশূল। পঞ্চমুখে কৈল মহাশবদ নিষ্ঠুর॥
দশদিগ আকাশে পূরিল দিগন্তর। ব্রহ্মাণ্ডকটাহ যুড়ি পূরিল অ-
ন্তর॥ পড়িব ত্রিশূপাট দেখিয়া শ্রীহরি। দুই বাণে কাটিলেন
তিনখান করি॥ পঞ্চ শরে পঞ্চ মুখ বিন্ধিল তাহার। ক্রোধে গদা
তুলি লৈল অসুর দুরাচার॥ ফেলিয়া মারিল গদা কৃষ্ণের উপরে।
তবে নিজ গদা তুলি নিল গদাধরে॥ গদায় কাটিয়া গদা কৈল
খান২। তবে দশ ভুজ তুলি ধাইল বলবান॥ চক্রে মাথা কাটি
তার প্রভু চক্রধর। ছয়খান কৈল শির চরণ ভিতর॥ মুণ্ড কাটা
গেল যেন পর্ব্বতশিখর। পড়িল দারুণ বীর জলের ভিতর॥ মুরের
আছিল সাত পুত্র মহাবলী। বাপের মৃত্যু শুনি ধায় বিক্রম করি॥
তাম্র অন্তরীক্ষ নাম বনকুমার। বিভাবসু নভস্বান সব দুরাচার॥
অরুণ কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ আর পিচ নামে। সাত পুত্র ধাইল বাপের বধ
শুনে নানা অস্ত্র ধরে তারা সমর যুকাম। শর বরিষণ করে খড়্গের
প্রহার॥ গদা শক্তি ত্রিশূল তোমর যে মুদ্গার। ফেলিল সকল শক্তি
কৃষ্ণের উপর॥ অমোঘ বিক্রম হরি কোন কর্ম্ম করে। কাটিল স-
কল অস্ত্র খরতর শরে॥ তিল পরমাণ করি করে খণ্ড খণ্ড। কার
মাথা কাটিল কাহার ভুজদণ্ড॥ মধ্যভাগ কাটা কার গেল খর শরে
সপ্ত বীর কাটা গেল গেল যমঘরে॥ শুনিয়া নরক রাজা পৃথিবী
কুমার। সাত বীর কাটা গেল বলে বলী আর॥ প্রলয় অনল যেন

ক্রোধে বীরবলে। আকর্ণ পূরিয়া করি উঠিল সত্বরে॥ মদমত্ত মহা-গজ মেঘ পরমাণ। সঙ্গে করি লয় যত বীরের প্রধান॥ ধায়া গিয়া ধরাসুত পুরের বাহিরে। চৌদিগে বেড়িয়া তারা রহে মহা-বীরে॥ গরুড় উপরে হরি দেখিল সুন্দরে। সতড়িৎ মেঘ যেন সূর্য্যের উপরে॥ দেখিয়া জ্বলিল ভূমিসুত মহাবীরে। শতঘ্নি ফেলিয়া মারে কৃষ্ণের উপরে॥ যোদ্ধাগণ নানা অস্ত্র ফেলে এক-বারে। লক্ষ লক্ষ অস্ত্র এড়ে কৃষ্ণের উপরে॥ অস্ত্র বরিষণে হৈল রণে অন্ধকার। তবে কৃষ্ণ শিলিমুখ যোড়ে তীক্ষ্ণধার॥ সৈন্যের উপরে ফেলে শিলিমুখ বাণ। কার মাথা কাটা গেল কার নাক কান॥ কার মধ্য কাটা গেল কার হাত পায়। কার আঁখি মুখ কাটা গেল কার গায়॥ তুরঙ্গ মাতঙ্গ পড়ে রণের ভিতরে। রণ-ভূমি শোভা করে বীর কলেবরে॥ মুক্ত বাণ যোড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান। বাণে কাটি করে কৃষ্ণ তিল পরমাণ॥ তবে কোন কর্ম্ম করে বিনতানন্দন। তুণ্ড প্রহারে করে সৈন্য নিপাতন॥ গজমুণ্ডে করে তীক্ষ্ণ নখের প্রহার। পাকশাটে মারে ঘোড়া শীঘ্রগতি যার॥ তুণ্ড নখে খণ্ড২ গজ কলেবর। প্রাণ লয়ে গেল কেহ পুরের ভিতর॥ ভূমিসুত দেখি সব সৈন্য বিচলিত। শক্তিপাট ধরি বীর সাত পাক দিল॥ ফেলিয়া মারিল শক্তি কৃষ্ণের উপরে। না কাঁপিল যদুসিংহ শক্তির প্রহারে॥ কুসুমের মালা যেন পড়িল গজশিরে। ব্যর্থ হৈল শক্তি তবে শূল লৈল করে॥ যাবৎ নরক বীর শূল নাহি ছাড়ে। চক্রে মাথা কাটিয়া ফেলিল চক্রধরে॥ কুণ্ডল মুকুট পাগ শিরের ভূষণ। ভূমেতে পড়িল শির দেখি সুশোভন॥ পড়িল নরক বীর রণের মাঝার। দৈত্যগণে শব্দ উঠিল হাহাকার॥ মুনিগণে স্তুতি কৈল গন্ধর্ব্ব রাজন। সুরগণে কৈল দিব্য মাল্য বরিষণ॥ বৈজ-যন্তি মালা আর অদিতিকুণ্ডল। পৃথিবী আনিয়া দিল কৃষ্ণের গোচর॥ আনিয়া ইন্দ্রের ছত্র কৈল সমর্পণ। মহাভক্তি দিয়া দেবী করে নিবেদন॥ প্রণাম করিয়া দেব দেবের চরণে। করযোড় করি স্তুতি করে শুদ্ধ মনে॥ নমোঽ নমো দেব শঙ্খ চক্রধর। ভকত ইচ্ছায় ধর দিব্য কলেবর॥ নমো হে পঙ্কজনাভ নমঃ পঙ্কজমালী। নমো হে পঙ্কজনেত্র বিচিত্রধারী॥ নমো হে পঙ্কজপদ নমো ভগবান

বাসুদেব চক্রধর পুরুষপুরাণ ॥ নমঃ অজ জনক জগত পূর্ণ বোধগণ অনন্ত শকতি ভবজলনিধিপোত ॥ রজোগুণ ধরি তুমি বিশ্ব সৃষ্টি কর। তমোগুণ ধরি তুমি জগত সংহার ॥ স্বত্বগুণ ধরি কর জগত পালন। প্রকৃতি পুরুষ কাল তুমি নারায়ণ ॥ মুঞি পৃথ্বী জল জ্যোতি আকাশ পবন। বিষয় ইন্দ্রিয় যত সব দেবগণ ॥ জীবাজীব জগতে আর সব চরাচর। এ সব সকল ভ্রম কল্পিত সকল ॥ অদ্বিতীয় পরমানন্দ তুমি সবে সত্য। তোমা বিনে ভ্রম আর কিছু নহে তথ্য নরকের পুত্র তবে ভয় পায়ে মনে। চরণপঙ্কজে নাথ পসিল শরণে প্রসন্নপালন নাথ করিবে পালন। করপদ্ম তুলি কর শিরে আরোপণ ॥ এত স্তুতি কৈল যদি ভক্তিভাব করি। পৃথিবীরে তুষ্ট হৈল প্রভুত শ্রীহরি ॥ নরকের পুত্রেরে অভয় বর দিয়া। অন্তঃপুরে গেল তবে আপনে চলিয়া ॥ ষোড়শ সহস্র কন্যা জিনিয়া নৃপতি। আনিয়া নরক রাজা রাখিল দুর্ম্মতি ॥ ষোড়শ সহস্র কন্যা দেখিয়া শ্রীহরি। বিমোহিত হৈল তারা লজ্জা পরিহরি ॥ মনে মনে বরিল সকল কন্যাগণে। এই পতি হউক মোর জনমে জনমে ॥ তা সবার হৃদয় বুঝিয়া বনমালী। দ্বারকা পাঠায়ে দিল নরযানে তুলি ॥ মহাধন ভাণ্ডার বিচিত্র রথ ঘোড়া। মদমত্ত গজ যেন পর্ব্বতের চূড়া ॥ ঐরাবত কুলে জন্ম পাণ্ডুর বরণ। চারি দন্ত মনোহর সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥ বাছিয়া চৌষট্টি গজ লৈল গদাধরে। সকল পাঠায়ে দিল দ্বারকা নগরে ॥ তবে কৃষ্ণ স্বর্গলোকে কৈল আগমন। ইন্দ্র আদি দেবগণে কৈল সম্ভাষণ ॥ স্বর্গলোক পবিত্র করিতে আছে মনঃ। স্বর্গপুরে গেলা প্রভু তাহার কারণ ॥ অদিতির তরে দিল রতন কুণ্ডল। ছত্র মহামণি দিল ইন্দ্রের গোচর ॥ ইন্দ্র আদি দেবগণে পূজিল বিধাতে। সত্যভামা পূজিল সকল দেবীগণে ॥ দেবগণ সহ কৃষ্ণ করি সম্ভাষণ। পুনরপি ক্ষিতিতলে কৈল আগমন ॥ সত্যভামার বচনে তুলিয়া পারিজাতে। গরুড়ের উপরে স্থাপিলা যদুনাথ ॥ তবে দেবগণ সহ বাজিল সংগ্রাম। জিনিয়া আনিল পারিজাত ভগবান ॥ হরিবংশে পারিজাত হরণ বিস্তার। ভাগবতে কহি সার করিয়া উদ্ধার ॥ ষোড়শ সহস্র পুরী করিয়া নির্ম্মাণ। ষোল সহস্র রমণীর থাকিবার স্থান ॥ ষোল সহস্র মূর্ত্তি ধরিয়া আপনে। ষোল

সহস্র বিভা কৈল একক্ষণে ॥ প্রতি পুরে প্রতি ঘরে বৈসে সেই মনে যার সম অতিশয় নাহি ত্রিভুবনে ॥ হেন পুরে রমাগণ লৈয়া রমা-পতি। রমিয়া দেখায় গৃহ সুখভোগ রীতি ॥ হেন রমাপতি লয়ে যত নারীগণে। ব্রহ্মা ভব আদি যাঁর পথ নাহি জানে ॥ অবিরত কৈল তারা চরণ বন্দন। সলজ্জ কটাক্ষপাত মধুর ভাষণ ॥ দূরে দেখি ভয়ে সচকিত বধূগণ। আসনে বসায়ে করে পাদ প্রক্ষালন ॥ চামর ঢুলায় ক্ষণে তাম্বূল যোগায়। ক্ষণে দিয়া মাল্য গন্ধ ভূষণ পরায় ॥ শয়ন ভোজন পান কেশ পরিষ্কার। সর্ব্বভাবে বধূগণ ভজে সর্ব্বকাল ॥ শত২ দাসীগণ পতি সন্নিধানে। তবু তারা পতি-সেবা করয়ে আপনে ॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুর ভাষণ। সুখে হেন ভাগবত শুনে সর্ব্বজন ॥

এক দিন সুখশয্যা হেমসিংহাসনে। বসিয়া জগতগুরু আছেন আপনে ॥ পরিচর্য্যা করে দেবী ভীষ্মকদুহিতা। সখীগণ সঙ্গে করি প্রেম আলিঙ্গিতা ॥ চামর ঢুলায় কেহ বিবিধ সেবন। যে প্রভু লী-লায় করে জগত সৃজন ॥ ধর্ম্ম সংস্থাপন হেতু জন্ম যদুকুলে। হেন প্রভু পতিভাবে সেবে নিরন্তরে ॥ রতন নির্ম্মাণ চারু বিতানমণ্ডিত উজ্জল মুকুতা দাম তোরণ লম্বিত ॥ মণিময় দীপগণ রচনা সুসার। বিলোল মল্লিকা মালতী ভ্রমর ঝঙ্কার ॥ জালরন্ধ্রে চাঁদের কিরণ ঝলমলি। পারিজাত পবন আমোদযুক্ত পুরী ॥ অগুরু সুগন্ধি ধূপ গন্ধে আমোদিত। পয়ফেণ তুল্য শয্যা পর্য্যঙ্ক শোভিত ॥ হেন দিব্য পুরী মণিমন্দির ভিতরে। বসিয়া আছেন সুখশয্যার উপরে রত্নেনে রচিত দণ্ড বিচিত্র চামর। সখী হস্ত হৈতে নিয়া দাণ্ডায় নি-যড় ॥ উপাসনা করে দেবী চামর ব্যজনে। রঞ্জিত সিঞ্চিত মণি রঞ্জিত চরণে ॥ রতন অঙ্গুরী হস্তে অঙ্গুলী বিলাস। বিলোল চাম-র দণ্ড কর পরকাশ ॥ কুচ বিনিহিত তনু বসন বিরাজ। কুঙ্কুম রঞ্জিত গৌর তনু তনু মাঝ ॥ নিতম্ব বেষ্টিত হেম কিঙ্কিণী বিলোল তরলিত অঙ্গ প্রেমতরঙ্গ কল্লোল ॥ হেন রূপ ধরে দেবী লক্ষ্মী মূর্ত্তি-মতী। পতিসেবা করে দেবী প্রেমযুক্ত মতি ॥ তবে দেব দেব বিদ-গ্ধ শিরোমণি। হাসিয়া দেবীর তরে বলে কোমবাণী ॥ আমার বচন ধর রাজার কুমারী। ইন্দ্র চন্দ্র সম নৃপগণ [illegible] ॥ মহা

অনুভব রূপ বল বীর্য্য ধরে। তারা সব তোমাকে বাঞ্ছিল নিরন্তরে॥ বাপ ভাই সবাকে কৈল অঙ্গীকার। কেননা বরিলে সেই সব নৃপবর॥ তা সবাকে ত্যজি তুমি আমাকে বরিলে। স্ত্রী বুদ্ধি তুমি বিচারিয়া না বুঝিলে॥ সে সব রাজার আমি না হই সমান। তা সবার ভয়ে আমি মহা কম্পমান॥ সমুদ্র শরণ লইয়াছি তার ভয়ে। মহা বল তারা সব সতত হিংসয়ে॥ যদুকুলে প্রায় নাহি রাজ্য অধিকার। হেন যদুকুলে দেবী জনম আমার॥ লোক ধর্ম্ম নাহি যার সর্ব্বত্রে খেয়াতি। আমাকে ভজিলে দুঃখ পায় নারী জাতি॥ অকিঞ্চন প্রিয় আমি হই অকিঞ্চন। না ভজে আমাকে প্রায় ধনাঢ্য যেজন॥ যার যার সমান ধন সমান জনম। সমান ঐশ্বর্য্য বল সমান বিক্রম॥ তার তার যোগ্য হয় বিবাহ মৈত্রতা। উত্তমের সহে নহে অধম যোগ্যতা॥ বিচার না কৈলে তুমি অলপ গেয়ানে। গুণ হীন আমাকে বরিলে কি কারণে॥ ভিক্ষুক গণে করে সবে আমার প্রশংসা। কুলকর্ম্ম সম্পদে আমার করে হিংসা॥ আপনার অনুরূপ রাজার কুমার। এখন বুঝিয়া পতি বর আপনার॥ হেন পতি বর যাথে তুমি থাক সুখে। দুঃখ যেন না হয় ইহলোক পরলোকে॥ শিশুপাল জরাসন্ধ আদি নৃপগণে। তারা সব দ্বেষ ভাব করে অনুক্ষণে॥ তোমার অঙ্গজ ভাই রুক্মী হিংসে নিরন্তর। এবোল বুঝিয়া তুমি পতি যোগ্য বর॥ তা সবার দর্পচূর্ণ করি অকারণে। তোমারে হরিয়া আমি আনিল আপনে॥ উদাসীন হয়্যা থাকি নাহি পরিবার। পুত্র দ্বারে কামুক না হই সর্ব্বকাল॥ আপনেই পুণ্য দেহ গেহে উদাসীন। কোন কালে কর্ত্তা নহি গুণ কর্ম্ম হীন॥ পরীক্ষার তরে বলি এতেক বচন। নিঃশব্দ হইলা তবে দৈবকী-নন্দন॥ সখী হাথ হান দেবী আনিল চামর। সেই খালি গর্ব্ব তার দেখিল ঈশ্বর॥ দর্প ভঙ্গ করিব শুনিব তার বাণী। তেকারণে এতেক বলিল যদুমণি॥ শুনিয়া প্রভুর বাণী ভীষ্মক দুহিতা। কম্প উপজিল চিত্তে ভয়ে চমকিতা॥ দুরন্ত চিন্তায় মুখে না আইসে উত্তর। অরুণ চরণ নখে লেখে ক্ষিতি তল॥ কুচ যুগ পাখালিল নয়নের জলে। অধোমুখে রহে দেবী বচন না সরে॥ দুঃখ শোক ভয়ে দেবী হৈল মুরছিতা।

শিথিল কবরীবলি বালাবি গলিত ॥ হস্ত হৈতে চামর পড়িল ভুমি তলে। আহাতে পড়িল দেবী শরীর না ধরে॥ পবনে কাঁপিয়া যেন পাকয়ে কদলি। পড়িল রুক্মিণী দেবী জ্ঞান পরিহরি ॥ দেখিয় প্রিয়ার প্রেম দেব দয়াময়। অনুকম্পা কৈল তবে প্রসন্ন হৃদয় ॥ সিংহাসন হৈতে কৃষ্ণ নামিলা সত্বরে। চতুর্ভুজ হৈয়া দেবী তুলি কৈল কোলে ॥ দুই হাত দিয়া কৈল কেশ প্রসাধন। বাম হাত দিয়া দেবী কৈল আলিঙ্গন॥ দক্ষিণ করজ কর মুখ মার্জ্জিল। নয়নের জল প্রভু বসনে পুছিল ॥ কুচ মারজল করি সান্ত্বিয়া আপনে। বলিতে লাগিলা তবে বিনয় বচনে॥ নাকর নাকর দেবী রোষ আরোপণ। দুঃখ ছাড়ি চিত্ত তুমি কর নিবারণ ॥ তোমার বচন দেবী শুনিতে কারণে। দেখিব তোমার মুখ ক্রোধ পরায়ণে॥ কুটিল কটাক্ষ পাত কম্পিত অধর। তেকারণে পরিহাস বলিনু উত্তর ॥ এইনে পরম লাভ দেখি গৃহিজনে। পরিহাসে যায় কাল স্ত্রী সম্ভাষণে ॥ এতেক বচন বলি দৈবকী-নন্দন। সান্ত্বিয়া দেবীর চিত্ত কৈল নিবারণ ॥ প্রিয় পরিত্যাগ ভয় ত্যজিয়া সুন্দরী। ঈষৎ কটাক্ষ ভঙ্গে শ্রীমুখ নিহারি সলজ্জ মধুর হাস কি বলে বচন। সত্য সত্য সত্য নাথ তোমার কথন ॥ সত্য শতপত্র নেত্র বচন তোমার। তোমার সাদৃশি আমি নহি যোগ্য দার ॥ নিজ মহিমায় পূর্ণ ত্রিগুণ ঈশ্বর। সর্ব্ব অন্তর্যামি তুমি প্রকৃতির পর ॥ আমি মহামায়ামযী প্রকৃতি স্বরূপা। কোন গুণে হইব তোমার অনুরূপা ॥ আমার কটাক্ষ পাত বাঞ্ছিবার তরে ব্রহ্মা আদি সুরগণ পদ সেবা করে ॥ হেন আমি প্রকৃতি সকল লোক ময়ী ॥ কোন গুণে তোমার সাদৃশ আমি হই ॥ সমুদ্র শরণ করি আছহ তার ভয়ে। সেহ সত্য বলিলে অন্যথা কিছু নহে ॥ সমুদ্র হৃদয়-পদ্মে তাতে তুমি কৈলা। কুপুত্র গণ কলক ছাড়ি তুমি আছ রাজ পথ অগোচর নরক দুয়ার। তাহা বলি বহু আর কি হয় তোমার ॥ তোমারে কিঙ্কর বাধা দুঃখে পরিহর ॥ [illegible] অধম পুরুষে ভোগ করে ॥ যে তুমি কহিলে আমি [illegible] ছাড়ি ত্যজিয়া বেকত [illegible] ভগু কাক করি ॥ [illegible] তুমি [illegible]বান। তার কথা কহি কিছু তোমা [illegible] ॥ [illegible] পদার [illegible] মকরন্দ ভজে। নর পশুগণে তার পাছ নাহি বুঝে ॥ কি বুঝিব

তোমার মায়া গুপ্ত পথ ধর্ম। পূর্ণ ব্রহ্ম ঈশ্বরের অলৌকিক কর্ম॥ লোক বাহ্য কর্ম্ম করে তোমার কিঙ্করে। ঈশ্বরের পথ কিবা বুঝিব সংসারে॥ অকিঞ্চন নাম তুমি সত্য যে ধরিলে। তোমা বহি কিছু নাহি ব্রহ্মাণ্ড গোচরে॥ জগত পূজিয়া ব্রহ্মা আদি দেবগণ। তারা সব করে যার চরণ সেবন॥ [illegible] অন্ধ শিশ্নোদর পরায়ণে। তারা সব তোমাকে বা জানিব কেমনে॥ পূজিতের পূজ্য তুমি বিধির বিধাতা। সর্ব্বফল ময় তুমি সর্ব্বফল দাতা॥ নৃপ শিরোমণি গণে ত্যজিয়া সকল। তোমাকে বাঞ্ছিয়া যায় বনের ভিতর॥ সে সব সমাজে বৈস তুমি মহাশয়। স্ত্রী পুরুষের সঙ্গতব উচিত না হয়॥ দণ্ড ত্যাগ করি মহামুনি যোগে স্মরে। যারগুণ কীর্ত্তন করয়ে নিরন্তরে॥ জগতের আত্মা তুমি কর আত্ম দান। তেকারণে তোমাকে বলিনু ভগবান॥ অজ ভব পুরন্দর আদি সুরগণ। ভ্রূ ভঙ্গে তা সবার কর নিপাতন॥ তেকারণে তা সবা ত্যজিয়া দুরাচারে। শরণ পশিনু নাথ চরণ কমলে॥ এই সে বচন খানি যত হেন মানি। ধনুক টঙ্কারে তুমি নৃপগণ জিনি॥ সিংহ যেন বলি হরে শৃগাল মণ্ডলে। নৃপগণ মাঝে তুমি হরিলে আমারে॥ তা সবার ভয়ে তুমি পশিলে সাগরে। এই কথা খানি প্রভু না ঘটে তোমারে॥ আর যত কহিল সকল বেদে সার। অবনী মণ্ডলে নাহি সদৃশ তোমার॥ পৃথ্ব গয় যযাতি নৃপতি শিরোমণি। এক চক্রে রাজা হয়্যা শাসিল মেদিনী॥ সপ্তদ্বীপে করয় এক দণ্ড অধিকার। তারা সব পাদপদ্ম বাঞ্ছয়ে তোমার॥ রাজ্য ত্যজি বনে গেলা তোমার কারণে। হেন মহামহে শর তুমি ত্রিভুবনে॥ অভয় পদারবিন্দ করিয়া স্মরণ। অবসাদ হৈব পুন না হয় ঘটন॥ তোমার চরণ সরোরুহ সুধাগন্ধ। নির্ব্বাণ সম্পদ জন তার তপ ভঙ্গ॥ সাধুজন সুখান্বিত [illegible] না লয়। হেন পাদপদ্ম কেবা করিয়া আশ্রয়॥ [illegible] হীন পুরুষে [illegible] অবিচারে। হেন কোন নারী আছে সংসার ভিতরে॥ [illegible] তুমি অনুরূপ পতি। ইহলোকে [illegible] ত্রিভুবন [illegible]॥ [illegible] কাম ঈশ্বর পুরুষ ভগ [illegible]। [illegible] দুই চরণে শরণ [illegible]। [illegible] বকে যথা [illegible]। এই [illegible] যুগে [illegible] হয়॥ তুমি যেহ নূপজন [illegible]। [illegible]

করিলা রমণ। নিজ কামে পরিপূর্ণ প্রভু ভগবান॥ ভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী। মহা-ভাগবত কথা প্রেমতরঙ্গিণী॥

তবে শুন রাজা কৃষ্ণ পুত্রের বিস্তার। মহাবল পরাক্রম বিক্রম বিশাল॥ এক এক রমণীর দশ২ সুত। কৃষ্ণ সম রূপ গুণ সর্ব্ব গুণ যুত॥ প্রতি পুরে২ হরি নিরন্তর বৈসে। রমণীগণের মন পূরায় সন্তোষে॥ চারুকর কমল বিলাস ভুজদণ্ড। প্রেমরস বিলাস নিরীক্ষণ ভ্রুভঙ্গ॥ অমল কমল মুখ বচন রসাল। শত পত্র চারু নেত্র যুগল বিশাল॥ দেখিয়া বনিতাগণ হৈল বিমোহিতা। নির্ম্মল সকল অঙ্গ বিগলিত চিতা॥ সলজ্জ মধুর হাস কটাক্ষ বিলাস। ভ্রুভঙ্গ ললিত লাবণ্য পরকাশ॥ ষোল সহস্র বর যুবতী মণ্ডল। নানা ভাবে রতিরস রচিল বিস্তর॥ তবু কৃষ্ণ মন নারিল জিনিবার। হেন কৃষ্ণ ত্রিভুবনে বিচিত্র বিহার॥ রমাপতি হেন প্রভু পতি নারীগণে॥ ব্রহ্মা আদি যার পথ তত্ব নাহি জানে॥ হেন কৃষ্ণ নিরবধি কৈল আরাধন। পতি ভাবে সতত সেবিল নারীগণ॥ সহস্র সহস্র নারী সেবিল বিস্তর। তবু তারা আপনে সেবিল নিরন্তর॥ অষ্ট মহিষীর পুত্র প্রত্যুম্ন প্রধান। শুন পরীক্ষিত রাজা কহি তার নাম॥ প্রত্যুম্ন প্রথম পুত্র সবার প্রধান। চারুদেষ্ট বসুদেষ্ণ কুমার বলবান॥ চারু দেহ চারু গুপ্ত সুচারু সুধীর। ভদ্র চারু চারু চন্দ্র বিচারু প্রবীণ॥ আর চারু পুত্র নামে ত্রিদশ তনয়। রুক্মিণীর গর্ভে জনমিল মহাশয়॥ ভানু সুভানু আর রত্নভানু সুন্দর। ভানুকুমার ভানুনাম ভানু মহাবল॥ চন্দ্রভাল বৃহদ্ভানু হরিভানু নাম। প্রতি ভানু সুভানু কুমার বলবান॥ সত্যভামার দশ পুত্র জগতে বিদিত। জাম্বুবতীর পুত্রের নাম শুন পরীক্ষিত॥ সাম্ব সুমিত্র পুরজিত বলবান। শতজিত কুমার সহজিত নাম॥ চিত্রকেতু [illegible] অবিনবাহু নাম। ক্রতু নামে আর পুত্র বীরের প্রধান॥ [illegible] বীরসেন চিত্রগুপ্ত কুমার। বেগবান [illegible] বিক্রমে [illegible]॥ নগ্নজিত শ্রীমান কুমার কান্ত নাম। [illegible] দশ পুত্র [illegible] মহাবলবান॥ শুরবীর [illegible] সুবাহু তনয়। ভদ্রসেন এক [illegible] গর্ভে মহাশয়॥ সৌম্য [illegible] আর পুত্র কালিন্দী কুমার। [illegible] তনয় আর আর বিদিত [illegible]॥ [illegible] তনয় আর [illegible]

বান সিংহবল। প্রবল উর্দ্ধ মহাশক্তি ধনুর্দ্ধর॥ মহার্ভুজ কুমার অপরাজিত নাম। আদ্রি দেবীর দশ পুত্র মহা বলবান॥ বৃহত্রর্ক কুমার অতি গ্রিধ্র নামে। বন্দনু অমাদ নাম বিদিত সংগ্রামে॥ মহা যশ পবন বহ্নি আরক্রোধানাম। মিত্রবৃন্দার দশ পুত্র পুত্রের প্রধান॥ অগ্রজ সংগ্রামজিত বৃহসেন নাম। সুর প্রহরণ আর অবি- জিত নাম॥ জয় সুভদ্ররাম আর সত্য নামে। ভদ্রদেবীর দশ পুত্র বিদিত ভুবনে॥ দীপ্ত নামে তাম্র আদি রোহিণীর সুত। দশ পুত্র জনমিল মহা বলযুত॥ বিবাদ খণ্ডন হেতু রুক্মী নরপতি। প্রদ্যুম্নেরে কৈল দান কন্যা রুক্মিবতী॥ অনিরুদ্ধ জনমিল তাহার উদরে। প্রদ্যুম্নের পুত্র তেঁহো বিদিত সংসারে॥ ষোল সহস্র দেবী কৃষ্ণের রমণী। মূর্ত্তিবতী লক্ষ্মীদেবী জগত জননী॥ কোটি২ পুত্র পৌত্র জন্মিল তাহার। সে সব গণিব হেন শকতি কাহার॥ তবে রাজা জিজ্ঞাসিল মুনি সন্নিধানে। অরি পুত্র রুক্মী কন্যা দিল কি কারণে॥ কৃষ্ণেরে মারিতে করে সতত সন্ধান। তবে কেনে প্রদ্যু- ম্নেরে কৈল কন্যা দান॥ বৈরিভাবে দুহার বিবাদ অনুক্ষণে। বি- বাহ সম্বন্ধ দোঁহে ঘুটিল কেমনে॥ ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান তোমার গোচর। জ্ঞানচক্ষে তুমি সব দেখ যোগেশ্বর॥ মুনি বলে শুন রাজা কহি বিবরণ। নিরবধি করে রুক্মী বৈরী আচরণ॥ মনে দুঃখ নাহি ছাড়ে নাহি অপমান। তথাপি ভাগিনা পায়্যা কৈল কন্যাদান॥ কন্যা বিজ্ঞা দিল রুক্মী পায়্যা দিব্য বর। স্বয়ম্বর স্থান নিরমিল মনোহর॥ নৃপগণ আসিয়া মিলিল স্বয়ম্বরে। প্রদ্যুম্ন তাহাতে গেল দেখিবার তরে॥ কন্যা আসি স্বয়ম্বরে কৈল আগমন। কন্যা দেখি বিমোহিত হৈল বীরগণ॥ সাক্ষাতে কন্দর্প দেখি কৃষ্ণের কুমার। প্রদ্যুম্নের গলে কন্যা দিল বরমাল॥ তবে নৃপগণ সহে বাজিল সংগ্রাম। জিনিয়া আনিল কন্যা বীরের প্রধান॥ তবে রুক্মী ভগি- নীর করিতে পিরীতি। প্রদ্যুম্নের তরে কন্যা দিল রুক্মীবতি॥ হেনমতে রুক্মী সহে সম্বন্ধ বিধান। আর কথা কহি রাজা কর অবধান॥ রুক্মিণী দেবীর কন্যা চারুমতী নামে। কৃতবর্ম্মা পুত্রে তাহা কৈল সমর্পণে॥ আছিল রোচনা নামে রুক্মীর নাতিনী। রুক্মী বিভা দিল তারে অনিরুদ্ধে আনি॥ অনিরুদ্ধ বৈরী রাজা

তথাপি চিন্তিল। সম্বন্ধ বিশেষ রাজা প্রীত বাড়াইল ॥ যদ্যপি
এরূপে হয় সম্বন্ধে অধর্ম্ম। পিরীতি কারণে রুক্মী কৈল হেন কর্ম্ম ॥
শুভ কালে শুভ যোগে কৈল শুভক্ষণ। আপনি চলিলা যাতে দৈব-
কী নন্দন ॥ চলিলা রুক্মিণী দেবী উৎসব দেখিতে। শাম্ব প্রদ্যুম্ন
আদি কুমার সহিতে ॥ বিবাহ দেখিতে গেলা প্রভু বলরাম। চলিলা
যতেক বীর বীরের প্রধান ॥ একথা শুনিয়া রুক্মী বসিয়া সভাতে।
ডাক দিয়া বসুদেব আনিল সাক্ষাতে ॥ পাতিল পাশার খেড়ি কপ
ট সন্ধানে। বলভদ্র খেলে খেড়ি অকপট মনে ॥ শতেক সহস্র পণ
আড়ক করিয়া। খেলায় রোহিণী সুত হরষিত হৈয়া ॥ রুক্মী বলে
জিনিনু২ সব খেড়ি। দন্ত মেলি দন্তবক্র হাসে ঊর্দ্ধ করি ॥ তবে রাম
লক্ষেক ধরিয়া আরপণ। ক্রোধ করি খেলে খেড়ি রোহিণী নন্দন ॥
রুক্মী বলে এইবার কৈল মুই জয়। তবে বলভদ্র ক্রোধ কৈল অতি-
শয় ॥ অর্ব্বুদ করিয়া পণ খেলে আর বার। সকল জিনিল রাম
বিপক্ষ বিদার ॥ জিনিনু করিয়া রুক্মী বলে ছল ধরি। সভাসদে
পুছ যদি আমি মিছা বলি ॥ অন্তরীক্ষ বাণী হৈল হেনই সময়। জি-
নিল সকল বলভদ্র মহাশয় ॥ ছল ধরি রুক্মী বলে অসত্য বচন।
জিনিল সকল খেড়ি রোহিণী নন্দন ॥ সেহ বাণী নামানিল রুক্মী
দুরাশয়। ছল পরিহাসে মন্দ বলে অতিশয় ॥ বলে বৈস তুমি কি
পাশার ধর দায়। সহজে গোয়াল জাতি গোধন চরায় ॥ পাশা
ক্রীড়া করে বিদগ্ধ নৃপগণে। গোপ জাতি তুমি পাশা খেলিবে কে-
মনে ॥ এত মন্দ বলি রুক্মী কৈল পরিহাস। ক্রোধে রাম জ্বলে যেন
অনন্ত হুতাশ ॥ মারিল রুক্মীর মুণ্ডে মুষল প্রহার। সভার ভিতর রুক্মী
করিল সংহার ॥ তরাসে কলিঙ্গ রাজা পালায় সত্বরে। দশ পায়
তাকে গিয়া ধরে হলধরে ॥ যে দন্ত দেখায়্যা দুষ্ট উপহাস কৈল।
গুটি গুটি ধরি সব দন্ত উপাড়িল ॥ কার শির ভাঙ্গিল কার নাক
কাণ। কার বুক কার ভুজ কৈল খান২ ॥ রকতে তিতিল অঙ্গ মুষল
প্রহারে। প্রাণ লয়্যা নৃপগণ গেল নিজপুরে ॥ ভাল মন্দ কিছুই না
বলিল শ্রীহরি। বলরাম রুক্মিণীর প্রেম রক্ষা করি ॥ তবে কন্যা বর
দিব্য রথে আরোপিয়া। বিবিধ বাজনে সেনা চৌদিগে সাজিয়া ॥
রাম কৃষ্ণ চলি গেলা দ্বারকা নগরে। অনিরুদ্ধ বিবাহ বর্ণিল এ প্র-

কারে ॥ বিষ্ণপথ গুরু শ্রীগদাধর জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধু-রস গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহা পুরাণে দশম স্কন্ধে
এক ষষ্ঠি অধ্যায় ॥ ৬১ ॥

পয়ার। তবে আর কথা রাজা শুন সাবধানে। বলির কুমার গণ বিদিত ভুবনে ॥ সহস্রেক ভুজ তার পুত্র শত শ্রেষ্ঠ। বাণরাজা আছিল সকল নৃপ শ্রেষ্ঠ ॥ বাদ্য তুষিল শিব তাণ্ডব নটনে। ভকত বৎসল শিব তুষিল রাজনে ॥ বর মাগ তারে যদি বলিল শঙ্কর। পুরের দুয়ারি হয়্যা থাক নিরন্তর ॥ সহস্রেক ভুজ মোরে দেহ মহেশ্বর। ত্রিভুবনে নহে যেন মোর সম বল ॥ এই বর বাণরাজা মাগিল শঙ্করে। বর দিয়া শিব তার রহিল দুয়ারে ॥ এক দিন বাণ রাজা করিয়া প্রণাম। বলিতে লাগিলা কিছু শিব বিদ্যমান ॥ নমো মহাদেব জগত ঈশ্বর। কাম্য বর কল্পতরু চরণ যুগল ॥ সহস্রেক দিলে ভুজ হৈল মোর ভার। মোর সম নাহি বীর জগতে যুঝার। সবে হেন বুঝ নাথ তুমি আছ সম বল। যুদ্ধ দিয়া কর মোর ভুজের সফল ॥ দিগগজের সহে গেনু করিবারে রণ। পালায়্যা দিগ্‌গজ গেল রাখিয়া জীবন ॥ চূর্ণ কৈনু গিরি গণ ভুজের প্রহারে। তেকারণে যুদ্ধ মাঙ্গ তোমার গোচরে ॥ এবোল শুনিয়া ক্রোধ কৈল মহেশ্বর ভুজ বলে দর্প বেটা করে এত বড় ॥ ভাঙ্গিয়া রথের ধ্বজ পড়িব যখনে। তোমার সমান বীর মিলিব তখনে ॥ এবোল শুনিয়া বল হৈল হরষিত। শিবের বচনে বাণ লভিল প্রতীত। তার কন্যা উষা নামে আছিল সুন্দরী। অনিরুদ্ধ সহে তার হৈল রতি কেলি ॥ অনিরুদ্ধ সহে সঙ্গ লভিল স্বপনে। জাগিয়া উঠিল কন্যা চকিত নয়নে। কোথা গেল কান্ত মোর পুরুষ রতন। রতি কেলি ভুঞ্জিয়া ত্যজিল কি কারণ ॥ সখীগণ মাঝে কন্যা হইয়া ব্যাকুলি। বিলাপ করিয়া কান্দে লজ্জা পরিহরি ॥ আছিল বাণের মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডক নামে। চিত্রলেখা তার সুতা বিদিত ভুবনে ॥ সর্ব্বমায়া জানে সে যে পরম যোগিনী। পুছিল উষার তরে বিনয় বদনী ॥ কোন বাঞ্ছা কর দেবী কহ

মোর আগে। কি কারণে দুঃখ ভাব কর অনুতাপে ॥ যেই মনোরথ রথ দেবী কহ বিদ্যমানে। আনিতে চাইমু যদি থাকে ত্রিভুবনে ॥ চিত্র রেখার বচন শুনিয়া উষাবতী। কহিতে লাগিল উষা হরষিত মতি ॥ স্বপনে দেখিনু এক পুরুষ রতন। ঘনশ্যাম কলেবর কমল-লোচন ॥ মহা ভুজ পীতবাস নিশিষ্ঠ শরীর। সিংহ গ্রীব গজস্কন্ধ সুনাভি গভীর ॥ ত্রৈলোক্য মোহন রূপ অতি মনোহর। স্বপনে মিলিল হেন পুরুষ শেখর ॥ পিয়াইয়া অধর মধু গেল পরিহরি। এ শোক সাগরে সখি মজিল সুন্দরী ॥ চিত্র রেখা বলে সখি পরিহর খেদ। আনিব তোমার কান্ত নহিব বিচ্ছেদ ॥ এবোল বলিয়া চিত্র-রেখা যোগেশ্বরী। দিব্য পট্ট করি লেখে চিত্রের পুতলি ॥ দেব বিদ্যাধর যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর। সিদ্ধ চারণ দৈত্য নর ফণধর ॥ যদু-বংশ বিষ্ণুবংশ লিখিল সুসারে। রাম কৃষ্ণ প্রদ্যুম্ন লিখিল থরে২ ॥ প্রদ্যুম্ন দেখিয়া উষা হৈল সলজ্জিতা। অনিরুদ্ধ দেখিয়া অধিক হরষিতা ॥ সেই২ নরবর মোর প্রাণপতি ॥ চিত্র লেখা বুঝিয়া চলিলা নাগ গতি ॥ চলিলা দ্বারকা পথে আকাশ মণ্ডলে। পুর পরবেশ তবে কৈল যোগ বলে ॥ অনিরুদ্ধ লয়্যা নারী উঠিলা সত্বরে। আনিল শোণিত পুরে আঁখির নিমিষে॥ অনিরুদ্ধ দিল লয়্যা উষা বিদ্যমানে। পতি দেখি উষার সন্তোষ হৈল মনে ॥ অন্তঃপুরে পতি লয়্যা পরবেশ করি। পতি সেবা করে উষা পতি ভাব ধরি ॥ দিব্য ধূপ দীপ মাল্য বসন ভূষণ। দিব্য অন্নপান ভক্ষ্য মধুর বচন ॥ পতি সেবা করে দেবী মহা অনুরাগে। কত দিন রাতি যায় হৃদয়ে না জাগে ॥ উষার হরণ চিত্র নাহি অবধান। অনিরুদ্ধ চিত্রে নাহি রাত্রি দিন জ্ঞান ॥ বাহির প্রহরিগণ বুঝিল লক্ষণে। কন্যা সনে হৈল এক পুরুষ সঙ্গমে ॥ ভয়ে জানাইল গিয়া রাজ বিদ্যমানে। তোমার কন্যারে দেখি পুরুষ সন্ধানে ॥ কুলে অপযশ থুইল তোমার কুমারী। আমি সব বিচারিয়া লখিতে না পারি ॥ এবোল শুনিয়া বাণ মনে পাইল ব্যথা। কুলের কলঙ্ক শুনি হেঁট কৈল মাথা ॥ উঠিয়া চলিল বাণ ত্বরিত গমনে। কন্যা পুর পরবেশ কৈল ক্রোধ মনে ॥ দেখিল পুরুষ বর পুরীর ভিতরে। শ্যামল সুন্দর তনু পীতবাস ধরে

ভুবনমোহন মহা পুরুষ লক্ষণে। বিকশিত মুখপদ্ম রাজীবলোচনে॥ কুটিল কুন্তল গলে দোলে বন মালা। শ্রুতি বিনিহিত মণি কুণ্ডল বিশালা॥ পাশাসারি খেলে দোঁহে নব রস রঙ্গে। দোঁহার পিরীতি রস মদন তরঙ্গে॥ সম্মুখে দাণ্ডায় বাণ হেন অবসরে। বীরগণ বেড়ি লৈল পুরীর ভিতরে॥ তা দেখিয়া অনিরুদ্ধ উঠিলা সত্বরে। পরিঘ তুলিয়া লৈল দিয়া বাম করে॥ বাজিলতুমুল রণ পুরীর ভিতরে মারিল সকল বীর পরিঘ প্রহারে॥ কার মাথা ভাঙ্গিল ছিণ্ডিল নাক কান। কেহ গেল দৈবযোগে রাখিয়া পরাণ॥ তা দেখিয়া বাণ রাজা ক্রোধ কৈল মনে। নাগ পাশে অনিরুদ্ধে বান্ধিল তৎক্ষণে॥ স্বামির বন্ধন দেখি ব্যাকুলিত চিতা। কান্দিতে লাগিলা উষা শোকে বিলোহিতা॥ ধীর শিরোমণি শ্রীগদাধর জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥ ৬২॥

পয়ার। অনিরুদ্ধ না দেখিয়া যত বন্ধুগণে। শোকেতে ব্যাকুল হয়্যা চাহে স্থানে২॥ চাহিতে বেড়ায় কেহ না পায় উদ্দেশ। চারি মাস হইল অলপ অবশেষ॥ হেনকালে আসিয়া নারদ তপোধন আদি হলে কহিল সকল বিবরণ॥ এবোল শুনিয়া যত মেলি বন্ধুগণে। চতুরঙ্গ সেনা সাজি চলিল সন্ধানে॥ সাম্ব গদ যুযুধান প্রদ্যুম্ন প্রধান। নন্দ উপনন্দ আদি ভদ্র বলবান॥ রাম কৃষ্ণ অনুচর যত বন্ধুগণে। দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সাজিল সন্ধানে॥ চলিল শোণিত পুরে বীরের প্রধান। চৌদিগে বেড়িল পুরী করিয়া সন্ধান॥ ভাঙ্গিল প্রাচীর পুর বাহির দুয়ার। বড় বড় মহা গড় কপাট বিশাল॥ তা দেখিয়া বাণ রাজা জ্বলিল অন্তর। দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সাজিল সত্বর॥ যুদ্ধ করিতে আইল বাণ পুরীর বাহিরে। আসিয়া ডাকিল বীর শবদ গম্ভীরে॥ ডাকাডাকি বোলাবুলি বাজিল সংগ্রাম। সঘনে বুঝিতে আইল হর ভগবান॥ পিশাচ গণ প্রমথ সঙ্গে গণপতি। বৃষ আরোহণ করি কার্ত্তিক সংহতি॥ আপনে যুঝিতে আইলা হর মহেশ্বর। বাজিল তুমুল যুদ্ধ পৃথিবী ভিতর॥ শঙ্করের সঙ্গে যুদ্ধ কৈল নারায়ণ। কার্ত্তিকের সঙ্গে হৈল প্রদ্যুম্নের রণ॥ কুম্ভাণ্ড বাণের মন্ত্রী কূপ কর্ণ নাম। দুঁহার সংহতি যুদ্ধ কৈল বলরাম॥ বাণের পুত্রের সহিত সাম্বের সংগ্রাম। সাত্যকীর সঙ্গে যুঝে বাণ বলবান॥

ব্রহ্মা আদি করি ইন্দ্র আদি সুরগণ। সুরমণি সিদ্ধ সাধ্য গন্ধর্ব্ব চারণ ॥ যক্ষ বিদ্যাধর গণ চড়ি দিব্য রথে। কৌতুকে সংগ্রাম দেখে রহি শূন্যপথে ॥ শিব অনুচর যত ভূতাল বেতাল। ডাকিনী যোগিনীগণ প্রমথে বিশাল ॥ পিশাচ প্রমথ যক্ষ রাক্ষসের সেনা। তারা সব আসি কৃষ্ণ সৈন্যে দিল হানা ॥ তীক্ষ্ণশরে কৃষ্ণ তারে কৈল নিবারণ। তবে আর বাণযুড়ি শিবের কারণ ॥ নিজ অস্ত্রে শিব কৈল কৃষ্ণ অস্ত্র দূর। তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মঅস্ত্র মেলিল নিষ্ঠুর ॥ ব্রহ্ম অস্ত্র শিব তাহা কৈল নিবারণ। তবে বায়ুঅস্ত্র যোড়ে প্রভু নারায়ণ ॥ কাটিয়া পর্ব্বত অস্ত্রে শিবে নিবারিল। তবে অগ্নিঅস্ত্র প্রভু সন্ধানে মেলিল। শঙ্কর বরুণ অস্ত্রে কৈল নিবারণ। অমোঘ অস্ত্রে শঙ্করে মোহিল নারায়ণ তবে বাণ সৈন্যে কৈল শর বরিষণ। গদার প্রহারে সৈন্য কৈল নিবারণ ॥ প্রদ্যুম্নের রণে হৈল কার্ত্তিকের ভঙ্গ। শর বরিষণে কৈল খণ্ড২ অঙ্গ ॥ ঝলকে২ পড়ে অঙ্গের রুধির। রণ ত্যজি পলাইল কার্ত্তিক মহাবীর ॥ পড়িল কুম্ভাণ্ড বীর মুষল প্রহারে। কূপকর্ণ মারিল ঠাকুর হলধরে ॥ পলাইল সর্ব্ব সৈন্য যুদ্ধ পরিহরি। তবে ক্রোধে ধায়্যা আইল বাণ মহাবলি ॥ সাত্যকী ছাড়িয়া বীর ধাইল সত্বরে। রথে চড়ি রহে গিয়া কৃষ্ণের গোচরে ॥ পঞ্চশত বাণ যুড়ে পঞ্চশত করে। এক এক ধনুকে যুড়ে দুই২ শরে ॥ একেবারে যুড়ে বান দশশত বাণ। লীলায় কাটিয়া কৃষ্ণ কৈল খান২॥ খণ্ড২ কৈলরথ রথের সারথি। কাটিল রথের ঘোড়া বায়ুবেগ গতি ॥ সঙ্কট দেখিয়া দেবী হৈল দিগম্বরা। এলায়ে মাথার কেশ গমন মন্থরা ॥ দাণ্ডায়ে কৃষ্ণের আগে রহিল শঙ্করী। লাজে হেট মাথা হৈয়া রহিল শ্রীহরি ॥ রথ কাটা গেল কাটা গেল ধনুর্ব্বাণ। পুর প্রবেশিল বাণ রাখিয়া পরাণ ॥ পলাইল ভূতগণ ভাঙ্গিল সংগ্রাম। হেনকালে আইল জ্বর মহা বলবান ॥ মহা ভয়ঙ্কর জ্বর ধরে তিন শির। ধর২ করিয়া ধাইল মহাবীর ॥ তা দেখিয়া সৃজে হরি তবে আর জ্বর। দুইজনে যুদ্ধ হৈল পৃথিবী ভিতর ॥ জিনিল বিষ্ণুর জ্বর শঙ্করেরজ্বর। কাম্পিয়া কহিল গিয়া কৃষ্ণের গোচর ॥ ভয় পায়্যা হর জ্বর কম্পিত হৃদয়ে। কর যোড় করিয়া কৃষ্ণের আগে রহে ॥ শরণ পশিয়া জ্বর কৃষ্ণের চরণে। স্তুতি করে হর জ্বর ভয় পায়্যা মনে ॥ নম নমঃ অনন্ত শ-

কতি নারায়ণ। জ্ঞান মাত্র কেবল নির্ম্মল সনাতন ॥ সকলের আত্মা তুমি উৎপত্তির স্থান। জগত কারণ তুমি প্রণব নিদান ॥ তুমি কাম ক্ষেত্রপতি তুমি দেব কর্ম্মা। তুমি প্রাণ তুমি আত্মা তুমি দেহ ধর্ম্মা॥ তোমার মায়ায় নাথ জীবের সংসার। তোমা না ভজিলে নাথ নাহে ভব পার ॥ তোমার চরণে নাথ পশিনু শরণ। কৃপা করি কর ভববন্ধ বিমোচন ॥ নানা লীলা ধর তুমি পুরুষ পুরাণ। দুষ্ট নিবারিয়া কর শিষ্ট পরিত্রাণ ॥ সংপ্রতি লীলায় তুমি কৈলে অবতার। অসুর মারিয়া হর পৃথিবীর ভার ॥ মহা ভয়ঙ্কর জ্বর তোমার সৃজিত। তার আগে মুই নাথ বড়ই তাপিত ॥ তাবত জীবের তাপ নহে বিমোচন। যাবত না লয় নাথ চরণে শরণ ॥ এই রূপে মহা স্তুতি কৈল হর জ্বর। হাসিয়া কি বলে বাণী প্রভু সুরেশ্বর ॥ শুনরে ত্রিশির তোকে হৈল পরসন্ন। ভয় পরিহরি তুমি স্থির কর মন ॥ না করিহ জ্বর তুমি জ্বর করি ভয়। সুখে গিয়া রহ তুমি না কর সংশয় ॥ তোমার আমার দোঁহার যে হৈল সংবাদ। যে জন শুনিব তার খণ্ডিব প্রমাদ ॥ না যাইহ জ্বর তুমি তার সন্নিধানে। বর পাইয়া হর জ্বর গেল নিজ স্থানে ॥ তবে বাণ পুনরপি আইল রথে চড়ি। যুঝিল কৃষ্ণের সহ নানা অস্ত্র ধরি ॥ সহস্রেক হাতে আকে গাছ পাথর। ক্রোধ করি ফেলি মারে কৃষ্ণের উপর ॥ অস্ত্র বরিষণ বাণ কৈল ভয়ঙ্কর। এক চক্রে কাটিল সকল সুরেশ্বর ॥ তবে তার কাটিল সকল ভুজদণ্ড। ভূমেতে পড়িল ভুজ হৈয়া খণ্ড২ ॥ কাট গেলে ডাল যেন রহে তরুবর। তবে তার আগে গিয়া রহিল শঙ্কর ভক্তবৎসল শিব কর যোড় করি। ভক্তিভাব করিয়া প্রভুরে স্তুতি করি ॥ সত্যব্রত প্রভু তুমি নিগম গোপিত। গুরুরূপে নরবেশ জগতে বিদিত ॥ কিরূপে তোমাকে জানিব সুরাসুরে। ধ্যান রূপে যোগিতে জানিতে নাহি পারে ॥ আকাশ নাভি তোমার মুখ হুতাশন। ত্রিদেব তোমার শির পৃথিবী চরণ ॥ দশ দিগ শ্রুতিগণ যোগ শশধর। মুই শিব আত্মা যার আঁখি দিনকর ॥ সমুদ্র জঠর তব বৃক্ষ লোমাবলি। মেঘগণ কেশ যার ব্রহ্মা বুদ্ধি বলি ॥ যজ্ঞে যাহার রূপ লিঙ্গ প্রজাপতি। লোকময় প্রভু তুমি সর্ব্বলোক গতি ॥ অবতার করি কর সাধু পরিত্রাণ। ধর্ম্ম রক্ষা হেতু নরলোকে উপাদান ॥

তুমি নাথ করিবে আমা সবার পালন। তেকারণে আমি সবে ধরি ত্রিভুবন॥ তুমি এক পুরুষ নির্গুণ নিরাকার। অচ্যুত পরমানন্দ বিচিত্র বিহার॥ নানা ভেদে বহুরূপে কর পরকাশ। আপন মায়ায় কর আপন বিনাশ॥ আপন ছায়ায় যেন সূর্য্য আচ্ছাদিত। তবু নিজ তেজে লোকে করে প্রকাশিত॥ এইরূপে কর নানা মায়ায় রচনা। আপন মায়ায় নাথ আচ্ছাদ আপনা॥ আমি সব কেহ নহি তোমা প্রভু বিনে। নানা রূপে ধরি তুমি বিহর আপনে॥ সর্ব্বলোক বিমোহিত মায়ায় তোমার। দুঃখ ময় সংসারে ভ্রময়ে বারেবার॥ পুত্র দার গৃহময়ে গভীর সাগরে। তোমার মায়ায় জীব মজে নিরন্তরে॥ মনুষ্য জনম নাথ লভিয়া যতনে। তোমার পদারবিন্দ না ভজে যে জনে॥ সে জন কেবল নাথ অধম বঞ্চিত। তোমার মায়ায় নাথ জানিবে মোহিত॥ যে কেহ তোমাকে ছাড়ে নর দেহ পায়্যা। অমৃত ত্যজিয়া মরে সেই বিষ খায়্যা॥ মুই মহেশ্বর নাথ ব্রহ্মা প্রজাপতি। মুনিগণ সুরগণ যত শুদ্ধমতি॥ সর্ব্বভাবে আমি সব পশিল শরণে। অন্যগতি নহে নাথ তোমা প্রভু বিনে॥ জগতের উৎপত্তি প্রলয় পালন। সর্ব্ব জীব গতি তুমি সবার জীবন॥ জগতের আত্মা তুমি পতি গতি প্রাণ। চরণে ভজিনু নাথ কর অবধান॥ এ মোর কিঙ্কর নাথ প্রিয় অনুচর। মুইনাথ ইহাকে দিয়াছি এক বর॥ পূর্ব্বেতে অভয় বর দিনু তুষ্ট হয়্যা। মোর সত্য রাখ নাথ যদি কর দয়া॥ যদি বল অসুরে না করি বর দান। প্রহ্লাদ তোমার ভৃত্য তাহাতে প্রধান॥ এতেক বচন শুনি প্রভু চক্রপাণি। শঙ্করের তরে কিছু বলে প্রিয় বাণী॥ সত্য সত্য তুমি শিব কহিলে নিশ্চয়। তোমার বচন যেন কভু মিথ্যা নয়॥ প্রহ্লাদের তরে আমি এই বর দিল। অবধ্য তোমার বংশ আজি হলে হৈল॥ সেই বংশে বাণ রাজার হইল উৎপন্ন। আমার অবধ্য হয়্যা রহিল তেকারণ॥ ভুজগণ কাটিয়া হরিল বল দর্প। পুনরপি এরূপ না করে যেন দর্প॥ চারি ভুজ রাখিয়া অভয় বর দিল। আজি হতে তোমার কিঙ্কর কথা হৈল॥ অজর অমর হৈয়া রহিল সংসারে। এই বর দিল শিব তোমার গোচরে॥ বর পায়্যা বাণ রাজা হৈল সম্বিধান। অভয় পদারবিন্দে করিয়া প্রণাম॥ রথে তুলি অনিরুদ্ধ আনিল গোচরে।

কন্যা দিয়া নিবেছিল চরণ যুগলে॥ এক অক্ষৌহিনী সৈন্য দিল মহা ধন। বিবিধ যৌতুক দিল বসন ভূষণ॥ বিদায় মাগিয়া শিব চলিল। স্বগণে। আনন্দে চলিলা হরি দ্বারকা ভুবনে॥ মহা রথে কন্যা বর করি আগুয়ান। দ্বারকা বিজয় তবে কৈলা ভগবান॥ শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ দুন্দুভি কোলাহল। বহু বিধ নৃত্য গীত আনন্দ মঙ্গল॥ দ্বারকা প্রবেশ কৈল ত্রিজগত রায়। ত্রিভুবনে শঙ্কর বিজয় রস গায়॥ বাণ যুদ্ধ মহাশয় শঙ্কর বিজয়। যেজন শুনয় নিতি প্রভাত সময়॥ রণে ভঙ্গ নহে তার নহে পাপ ভয়। কৃষ্ণ কথা মধুর আনন্দ অতিশয়॥ হরি বংশে কহিল কথা করিয়া বিস্তার। ভাগবতে কহি সার করিয়া উদ্ধার॥ যারগুরু গদাধর ধীর শিরোমণি। শ্রীভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী॥ ৬৩॥

পয়ার। মুনি বলে শুন রাজা অদভুত বাণী। কহিব তোমার তরে বিচিত্র কাহিনী॥ এক দিন কৃষ্ণের কুমারগণ মেলি। সাম্ব প্রদ্যুম্ন গদ ভানু আদি করি॥ উপবনে শিশুগণে মেলি খেলে খেলা খেলা রসে রহিল বিস্তর হৈল বেলা॥ তৃষ্ণায় আকুল শিশু বনে ধায়। জল চাহে শিশুগণ চাহিতে না পায়॥ সম্মুখে দেখিল এক কূপ ভয়ঙ্কর। জল নাহি তাতে মহা গভীর প্রসর॥ এক মহাপ্রাণী তাতে পর্ব্বত আকার। দেখিয়া বিস্মিত হৈল সকল ছাওয়াল। চর্ম্ম দড়ি দিয়া তাকে বান্ধিল যতনে। টানাটানি পাড়ে তবে যত শিশুগণে॥ আছুক তুলিবার কায নাড়িতে না পারে। কৌতুকে ছাড়িয়া গেল যতেক ছাওয়ালে॥ কহিল কৃষ্ণের আগে সব বিবরণ। আপনে চলিয়া তথা গেলা নারায়ণ॥ পরশিল প্রভু মাত্র দিয়া বাম কর। লীলায় তুলিল তাকে তীরের উপর॥ কৃষ্ণ দরশনে তার সব পাপ হরে। কৃকলাস রূপ ত্যজি দিব্য রূপ ধরে॥ তপ্ত কাঞ্চন জিনি দিব্য কলেবর। রতন মুকুট হার কিরীট কুণ্ডল॥ জানেন সকল তত্ত্ব জ্ঞান শিরোমণি। তথাপি পুছিল তাকে প্রভু চক্রপাণি। লোক বুঝাইতে জিজ্ঞাসিলা নারায়ণ। কহ হে পুরুষ তুমি নিজ বিবরণ॥ কোন পাপে আছিল তোমার অধোগতি। কোন পুণ্যে দিব্য রূপ ধরিলে সংপ্রতি॥ আপনার জন্ম কথা কহ মহাশয়। কি নাম তোমার তুমি কাহার তনয়॥ ইচ্ছা যদি কর যদি কহিবে কারণ

তবে মৃগ রাজা কহে পূর্ব্ব বিবরণ ॥ ইক্ষ্বাকু তনয় আমি রাজা মৃগ নামে। সকল বিদিত নাথ তোমার চরণে ॥ সর্ব্বভুত সাক্ষী তুমি সর্ব্বজ্ঞ শেখর ॥ সকল জীবের ধর্ম্ম তোমার গোচর ॥ তথাপি তোমার আজ্ঞা কহি শিরে ধরি। মোর ভাগ্যে তুমি জিজ্ঞাসিলে কৃপা করি ॥ যতেক পৃথিবীর বালি আকাশের তারা। যতেক মেঘের হয় বরিষণ ধারা ॥ তত ধেনু দিনু দান কাঞ্চনে ভূষিয়া। তরুণি কপিলা হেমময় শৃঙ্গ দিয়া ॥ রতনের চারি খুর ধর্ম্মত অর্জ্জিতা। পট্টপট্ট মাল্য আভরণ বৎস যুতা ॥ যুবক ব্রাহ্মণ যত বিপ্রের প্রধান কুল শীল গুণ যুত মহামতি মান ॥ সত্য ব্রত তপ যুত বেদ বিদাম্বর কাঞ্চনে ভূষিত সব দিব্য কলেবর ॥ হেনরূপ দ্বিজগণ আনি বিদ্যমান। নিতি২ লক্ষ২ করি ধেনু দান ॥ রজত কাঞ্চন কন্যা তিল ভূমি জল। কনক নির্ম্মিত রথ তুরঙ্গ কুঞ্জর ॥ বসন ভূষণ শয্যা রতন রচনা। কত২ কোটি২ কে জানে গণনা॥ কত মহাদান কত বিপুল মন্দির। কত সংখ্যা দীঘী সরোবর পুণ্যনীর॥ এইরূপে নানা দান কৈনু নিরবধি। দৈবযোগে এক দিন বাম হৈল বিধি। এক ব্রাহ্মণের গাভী ভ্রষ্ট হয়্যা আসি। অজ্ঞাতে রহিল গিয়া গোঠ পরবেশী ॥ সেহ ধেনু দিল আর ব্রাহ্মণের তরে। ধেনু লয়্যা ব্রাহ্মণ চলিল নিজ ঘরে ॥ চাহিতে বেড়ায় বিপ্র পথে আসি দেখে। মোর মোর বলিয়া ব্রাহ্মণ ধেনু রাখে ॥ বিবাদ করিয়া তারা আইল দুইজন। ভৎর্সিয়া আমার ঠাঞি কৈল নিবেদন ॥ তুমি ধেনু দিলে বিপ্রে লয়্যা যায় হরিয়া। মোর চিত্তে ভ্রম হৈল এবোল শুনিয়া ॥ তবে দুই ব্রাহ্মণের ধরিয়া চরণে। বিস্তর সান্ত্বিনু দুহে বিনয় বচনে ॥ অনুগ্রহ কর মোরে না কর বিবাদ। না জানিয়া কৈনু মুই ক্ষম অপরাধ ॥ কিঙ্করের অপরাধ ঈশ্বরে না লয়। হেন কর মোর যেন নরক না হয় ॥ কৃপা করি এক বিপ্র ধেনু ছাড়ি দেহ। ইহার বদলে আর এক লক্ষ লহ ॥ এবোল শুনিয়া দুই চলিল ব্রাহ্মণ। আর ধেনু লয়্যা কিছু নাহি প্রয়োজন ॥ এবোল বলিয়া দুই বিপ্র গেল ঘরে। মৃত্যুকাল হৈল কত দিবস অন্তরে ॥ যমদূত লয়্যা গেল যম বিদ্যমান। ধর্ম্ম রাজ দেখি মুই কৈনু প্রণিধান ॥ সম্ভাষিয়া ধর্ম্ম রাজ জিজ্ঞাসিল মোরে। পাপ ভোগ কর তুমি এক অবসরে ॥ পাছে পুণ্য ভোগ

তুমি কবহ সকল। তোমার ধর্ম্মের অন্ত নাহি মহেশ্বর ॥ অঙ্গীকার কৈনু মুই যমের বচন। পড় হেন বাণী যম বলিল তখন ॥ সেইক্ষণে পড়িনু মুই কূপের ভিতর। কৃকলাস রূপ ধরি আছি চিরকাল ॥ দান শীল রাজা মুই তোমার কিঙ্কর। কূপে পড়ি আছ মুই অনেক বৎসর ॥ তোমার পদারবিন্দ করিয়া স্মরণ। আশা ধরি আছ নাথ হৈল দরশন ॥ যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যার চরণ ধেয়ায়। হৃদয়ে চিন্তয়ে মাত্র দেখিতে না পায় ॥ অপবর্গ পদ যার চরণ যুগল। হেন প্রভু হৈল মোর চক্ষের গোচর॥ সংসার পতিতে মুই অন্ধ মূঢ়মতি। দরশন দিয়া মোর ঘুচাহ দুর্গতি ॥ গোবিন্দ মাধব দেব দেব জগন্নাথ। নারায়ণ হৃষীকেশ প্রভু শ্রীনিবাস ॥ অচ্যুত কেশব পুণ্যশ্লোক শিখামণি। আজ্ঞা দেহ দুর্গতের তত্ত্ব নাহি জানি ॥ যথা তথা থাক যেন বুদ্ধি ভ্রম নয়। চরণারবিন্দে যেন চিত্ত মাত্র রয় ॥ নম বাসুদেব কৃষ্ণ অনন্ত শকতি। নম শ্রীজগন্নাথ ব্রজকুল পতি ॥ প্রদক্ষিণ করি কৈল পুনঃ পরণাম। আজ্ঞা লয়্যা দিব্য রথে চড়ি মতিমান ॥ স্বর্গলোক বিদ্যমানে গেল স্বর্গবাস। হাসিয়া কি বলে তবে দেব শ্রীনিবাস ॥ ব্রহ্মণ্যশেখর হরি লোক শিক্ষা করে। বুঝা বিবিধ ধর্ম্ম নানা পরকারে ॥ অল্প ব্রহ্মস্ব যদি ভুঞ্জয়ে আননে অগ্নি হেন হৈয়া তিহোঁ জারিতে না পারে ॥ হলাহল বিষকে কি না বলিব তারে। প্রতিকার আছে তাতে কোন পরকারে ॥ ব্রহ্মস্ব সমান বিষ নাহি বলিবারে। কোন মতে নাহি যাতে কোন পরকারে ॥ বিষ খাইলে সবে মাত্র মরে সেই জন। জল দিলে আপনি নিভায় হুতাশন ॥ ব্রহ্মআগুণি যাতে পরবেশ করে। মুখল শকতি তার কুল পুড়ি মরে ॥ স্বগৃত ব্রহ্মস্ব যদি কোন মতে হরে। তিন পুরুষের সহে অধোগতি চলে ॥ বলে যদি ব্রহ্মস্ব করয়ে অপহার দশ পূর্ব্ব দশ পর পুরুষ তাহার ॥ নরকে পড়িব তার নাহি কোন গতি। ব্রহ্মস্ব হরণে মহাপাপ দুষ্টমতি ॥ ব্রাহ্মণের বৃত্তি যদি হরে কোন জন। দুঃখ শোক পায় যদি কান্দয়ে ব্রাহ্মণ ॥ যত ধূলী তিতে তার নয়নের জলে। শতেক বৎসর ধরি দুঃখ ভোগ করে ॥ কুম্ভীপাকে পড়ে তার নাহি পরিত্রাণ। কেহ যদি করয়ে ব্রাহ্মণ অপমান ॥ পরে দিয়া থাকে কি আপনে দিয়া থাকে। ব্রাহ্মণের বৃত্তি

যদি হয়ে কোন পাকে ॥ ষাটি সহস্র ধরি বৎসর অবধি। কৃমি হয়্যা বিষ্ঠাতে থাকয়ে নিরবধি ॥ ব্রাহ্মণের ধন যেন কার লাভ নহে। রাজ্যভ্রষ্ট হৈয়া পাছে স্বর্গ জানি নহে ॥ শাপুন ব্রাহ্মণ কিবা মারুক ব্রাহ্মণ। তমু জানি কেহ করে ব্রাহ্মণ লংঘন। শাপিতে মারিতে যে করয়ে নমস্কার। সেই জন আমার প্রিয় বান্ধব আমার ॥ ব্রাহ্মণ প্রণাম আমি করি সর্বকাল। ব্রাহ্মণ সমান কেহ পূজ্য নহে আর ॥ যে জন অন্যথা করে করি তারে দণ্ড। বিপ্র অবজ্ঞান পাপ মহা পরচণ্ড ॥ কভু জানি কারো হয় দ্বিজধনে ভোগ। নৃপ যেন হৈয়া কৈল এত দুঃখ ভোগ ॥ এবোল বুঝিয়া সব হও সাবধান। কেহ যদি কভু করে দ্বিজে অপজ্ঞান ॥ এতেক বচন বলি প্রভু হৃষীকেশ। আপনে দ্বারকা পুরী কৈল পরবেশ ॥ শ্রীযুত গদাধর ধীর শিরোমণি। শ্রীভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।

শুন আর কহি রাজা অদ্ভুত কথা। অনন্ত ধরণীধর বলভদ্র গাথা ॥ রথ আরোহণ করি বলভদ্র রায়। বন্ধুগণ দেখিতে গোকুলে চলি যায় ॥ উত্তরিল রাম যদি নন্দের গোকুলে। গোপ গোপী সবে আইলা হইলা ব্যাকুলে ॥ গোপ গোপীগণ আসি দিল আলিঙ্গন। নন্দ যশোদার রাম বন্দিল চরণ ॥ আশীর্বাদ করে তারা শিরে দিয়া হাত। রক্ষ রক্ষ নিজজন ব্রজকুলনাথ ॥ বৃদ্ধ গোপগণে করিল নমস্কার। মাথে হাত দিয়া তারা কৈল আশীর্বাদ ॥ আর যেন যোগ্য রাম কৈল সম্ভাষণে। তারা সব যথা যোগ্য পূজিল প্রণামে ॥ হাতাহাতি ধরিলা বসিল সবে মেলি। কুশল জিজ্ঞাসা কৈল কৃষ্ণে মন ধরি ॥ সবে কি কুশলে রাম আছে নিরাকুলে। পুত্র দারা সহ কি আছেন কৃষ্ণ ভালে ॥ ভাগ্যে পাপ কংস কৈল কুলের সংহার। পুণ্যবলে বন্ধুগণ হৈল প্রতীকার ॥ গোপীগণ প্রেম ভাবে করিয়া সম্ভাষা। কিঞ্চিৎ হাসিয়া করে কৃষ্ণের জিজ্ঞাসা ॥ পুরনারী প্রিয় সংপ্রতি বনমালী। কুশলে আছেন কি দ্বারকা অধিকারী ॥ পিতা মাতা কভু কি সঙরে নিজজন। কভু কি সঙরে আমা সব গোপীগণ ॥ পতি সুত পিতা মাতা সকল তেজিল। কুলধর্ম্ম তেজি তার চরণ সেবিল ॥ তথাপি তেজিয়া গেল ছাড়িয়া পীরিতি

কে তার বচনে আর করিবে প্রতীতি ॥ বলে আন করে আন হদি নাহি বুঝি । কোন কাযে ভজিলে যুবতী স্ত্রী তেজি ॥ বিচিত্র কথন তার সুন্দর বদন । কথা মাত্র নারীর হরিতে পারে মন ॥ কি তার কথায় কায আন কথা কহি । এত দিন যায় যার আমা সবা বহি ॥ যদি তার কাল যায় আমা সবা বিনে । যাবেক আমার কাল দেহ সমাধানে ॥ এতেক বলিয়া গোপী লইল ধেয়ানে । কৃষ্ণের চরিত্র লীলা সঙরিল মনে ॥ চারু হাস চারু মুখ বচন সঙরি । কান্দিতে লাগিলা গোপী লজ্জা পরিহরি ॥ দেখিয়া গোপীর প্রেম রাম হল-ধর । বিনয় বচনে গোপী শান্তিল বিস্তর ॥ চৈত্র বৈশাখ রবি প্রভু পূর্ণকাম । দুই মাস তথাতে রহিলা বলরাম ॥ নিরমল রজনী কুমুদ বহে গন্ধ । অখণ্ড পুর্ণিমা চন্দ্র পবন সুমন্দ ॥ কুসুমিত বনে ব্রজরমণী মণ্ডলে । রাসকেলি করে রাম বিবিধ মঙ্গলে ॥ বরুণে পাঠায়ে দিল বারুণী মদিরা। বৃক্ষের কোটর হতে পড়ে মধুধারা ॥ তার গন্ধে দশ দিগ হৈল আমোদিত । মধুপান করে রাম হয়ে হরষিত ॥ গন্ধর্ব কিন্নর গায় দুন্দভি বাজন । দিব্য বিদ্যাধরী নাচে পুষ্প বরিষণ ॥ সুরগণে আনন্দে রামের গুণ গায় । দিব্য রাসকেলি করে বলভদ্র রায় ॥ বৈজয়ন্তী মালা দোলে মত্ত হলধর । বিহ্বল লোচন এক শ্রবণে কুণ্ডল ॥ সম্মুখে যমুনা দেখি মত্ত বলরাম । ডাকিয়া বলিল নদী আইস সন্নিধান ॥ রামের বচনে নদী না কৈল আদর । ক্রুদ্ধ হই বলরাম তুলিল লাঙ্গল ॥ আরেরে পাপিনী মোরে কৈল অব জ্ঞান । লাঙ্গলে বিন্ধিয়া আজি করি সপ্তখান ॥ এবোল শুনিয়া ভয়ে সূর্য্যের কুমারী । চরণে পড়িল নদী দণ্ডবৎ করি ॥ রাম২ মহা ভুজ ত্রিভুবন গতি । কে জানে তোমায় প্রভু মুই হীন মতি ॥ এক অংশে ধরয়ে যে ধরণীমণ্ডল । কে জানে তোমার তত্ত্ব ব্রহ্মাণ্ড ভি তর ॥ ছাড়২ বিশ্বনাথ প্রসন্ন পালন । তবে প্রভু বলরাম হৈলা প্র সন্ন ॥ জলকেলি করে রাম যমুনার জলে । জল ছিটাছিটি করে রম ণীমণ্ডলে ॥ বিহরিয়া উঠে তবে বলভদ্র রায় । লক্ষ্মীদেবী দিব্য মালা আনিয়া যোগায় ॥ বহু বিধ বসন ভূষণ দিব্য গন্ধ । দেখিয়া রামের হৈল হৃদয় আনন্দ ॥ নীল বাস পরে রাম দিব্য মণিমালা । গজী গণ সঙ্গে যেন মত্ত গজ খেলা ॥ দিব্য গন্ধ পরে অঙ্গে ভূষিত ভূষণে ।

রূপায় পর্ব্বত যেন ভূষিত কাঞ্চনে ॥ হেন রূপে কৈল রাম বিচিত্র বিহার। জগতে রহিল যশোবল চমৎকার ॥ টান দিয়া যমুনা আনিল বলরাম। এখনে রামের যশঃ আছে বিদ্যমান ॥ এই রাসকেলি করে প্রভু হলধরে। রমণীমণ্ডলে রাম আনন্দে বিহরে ॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস ভাষা। রাম গুণ শুন ভাই রামে ধর আশা ॥ ৬৫ ॥

করুষ রাজ্যের রাজা আছিল দুর্ম্মতি। বাসুদেব নাম ধরে দুষ্ট গণপতি ॥ নিজগণে বাড়ায় তাহার অহঙ্কার। আপনে বলয়ে আমি কৃষ্ণ অবতার ॥ দূত পাঠাইয়া দিল দ্বারকা ভুবনে। উত্তরিল দূত গিয়া কৃষ্ণ বিদ্যমানে ॥ বিচিত্র মন্দিরে দিব্য সভার ভিতরে। বসিয়া আছেন কৃষ্ণ খট্টার উপরে ॥ কমললোচন হরি দেখিয়া নয়নে। দেখিয়া কি বলে দূত রাজার বচনে ॥ বাসুদেব আমি সব কেহ নহে আর। লোক পরিত্রাণ হেতু কৈল অবতার ॥ তুমি কৃষ্ণ আপনার মিথ্যা নাম তেজ। কৃষ্ণ চিহ্ন ছাড়িয়া আমাকে আসি ভজ ॥ আমার চরণ লৈয়া তুমি থাক সুখে। নহে যুদ্ধ দেহ যেন সর্ব্ব লোক দেখে ॥ শুনিয়া দুষ্টের দুষ্ট বচন প্রকাশ। সভাসদে জনমিল হাস্য পরিহাস ॥ হাসিয়া কি বলে তবে প্রভু ভগবান। কহ গিয়া দূত তোর রাজ বিদ্যমান ॥ যে চিহ্ন ধরিয়া করে এত বড় গর্ব্ব। সে চিহ্ন ঘুচাইয়া তার ঘুচাইব দর্প ॥ রণভূমি মাঝে তাকে করায়ে শয়ন। শৃগাল কুকুরে যেন করয়ে ভক্ষণ ॥ শুনি দুরাচার দূত কৃষ্ণের বচন। কহিল রাজার আগে সব বিবরণ ॥ তবে রথে চড়ি কৃষ্ণ রুষকেশরী। বারাণসী সন্নিধানে গেলেন শ্রীহরি ॥ শুনিয়া পাণ্ডুক রাজা কৃষ্ণের গমন। বাছিয়া২ কৈল সৈন্যের সাজন ॥ দুই অক্ষৌহিণী সেনা বাছিয়া যুঝার। ত্বরিতে চলিল রাজা যুদ্ধ করিবার ॥ কাশীরাজা তার মিত্র কৈল আগুসার। তিন অক্ষৌহিণী সেনা করী পাট আর ॥ দেখাদেখি বোলাবুলি হইল সমর। অস্ত্রে২ কাটাকাটি রণ ভয়ঙ্কর ॥ শূলে২ হানাহানি মুষল মুদ্গরে। বাজিল সমর খড়্গ পরিঘ তোমরে ॥ তবে কৃষ্ণ দেখিল পাণ্ডুক মতিনাশ। শ্রীবৎসলাঞ্ছন ধরে পরে পীত বাস ॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে চারি করে। তা দেখিয়া ক্রোধ কৈল প্রভু গদাধরে ॥ কাটিল সকল সৈন্য তীক্ষ্ণ

চক্র বাণে। গদার প্রহারে কৈল সৈন্য নিপাতনে ॥ ভূমিতলে প- ড়িয়া লোটায় বীর মুণ্ড। কত কোটি রথ কত কোটি গজশুণ্ড ॥ কত কোটিং ঘোড়া মহিষ কুঞ্জর। দীপ্ত করে রণভূমি দেখিতে সুন্দর ॥ হেন মহারণ হৈল পৃথিবী ভিতর। নহিল নাহিবে হেন যুদ্ধ পাঠা- ন্তর॥ কাটিয়া দোঁহার সৈন্য প্রভু চক্রপাণি। গম্ভীর শবদ করি বলে কোন বাণী ॥ শুনং অরে পাণ্ডুক দুরাচার। দূত মুখে কহিলা কাহিনি আপনার ॥ সিংহ নাম ধরিয়া ডাকিস অতিশয়। তার শাস্তি করি আজি অরে মতিক্ষয় ॥ যদিবা রাখিবা প্রাণ লহসে শরণ। কেহ বেটা মোর সনে করহসিয়া রণ ॥ এতেক বচন বলি প্রভু যদুরায়। রথে টান দিয়া তবে পাণ্ডুক নামায় ॥ চক্রে মাথা কাটিল পাড়িল ভূমিতলে। বজ্রেতে পর্ব্বত যেন কাটে পুরন্দরে ॥ তবে কাশী রাজার শির কাটিয়া তুলিল। কাশীপুরে গিয়া মাথা উড়িয়া পড়িল ॥ সগণে পাণ্ডুক মারি দেব শিরোমণি। দ্বারকা প্রবেশ কৈল দেব চক্রপাণি ॥ সিদ্ধ বিদ্যাধরগণে নিজ গুণ গান। দ্বারকা প্রবেশ কৈল প্রভু যদুরায় ॥ ধরিল পাণ্ডুক রাজা নারায়ণ বেশ। ধ্যানযোগে সতত চিন্তিল হৃষীকেশ ॥ বৈর ভাবে কৃষ্ণ ধ্যান কৈল নিরন্তর। কৃষ্ণময় হৈল রাজা তেজি কলেবর ॥ উড়িয়া পড়িল মাথা পুরীর ভিতরে। একং বলি লোক বেড়িল সত্বরে ॥ চিনিয় রাজার মাথা কান্দে পুরজন। মহাদেবীগণ কান্দে পাত্র মিত্রগণ হা নাথং তথি কৈলে কোন কর্ম্ম। আগে কেন বুঝিলেনা না জানি- য়া মর্ম্ম ॥ আছিল তাহার পুত্র সুদক্ষিণ নামে। পিতার মরণ দেখি ক্রোধ কৈল মনে ॥ পরলোক কর্ম্ম কৈল বিধি অনুসারে। প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলা শঙ্কর মন্দিরে ॥ শুধিব পিতার ধার এই করি মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া গেল শিব সন্নিধানে ॥ গুরু সহ করে বীর শিব আরাধনে। সমাধি করিয়া শিব চিন্তে অনুক্ষণ ॥ তবে তুষ্ট হয়ে বর দিল মহেশ্বর। সুদক্ষিণ বলে নাথ এই দেহ বর ॥ মারিব বাপে- র রিপু হেন আছে মনে। এই বর দেহ শিব মাগিছু চরণে ॥ শিব বলে শুন বীর আমার বচন। দক্ষিণ আগুনি তুমি কর আরাধন। ব্রাহ্মণ সহিত যজ্ঞ কর অভিচার। সেই যজ্ঞে ইষ্ট সিদ্ধি করিব তোমার ॥ কিন্তু বীর কহিব তোমারে উপদেশ। ব্রাহ্মণ ভকত জনে

না করিহ দ্বেষ ॥ তবে এই কৃত্য হৈবে বিফল তোমার। এবোল বুঝিয়া যজ্ঞ কর অভিচার ॥ অভিচার যজ্ঞ তবে করে সুদক্ষিণ। আগুণি বেড়িয়া বিপ্র করে প্রদক্ষিণ ॥ হেনকালে কুণ্ড হৈল এক মূর্ত্তিমান। উঠিল পুরুষ এক আগুণি সমান ॥ তপ্ত তাম্রবর্ণ যেন ধরে দাড়ি চুল ॥ অঙ্গার উপর করে শবদ নিষ্ঠুর ॥ বিকট দশন মুখ ভ্রুকুটি কুটিল। তিন গোটা শিখা ধরে জ্বলন্ত শরীর ॥ তিন গোটা শিখা তার জ্বলন্ত আগুণি। পদভরে মহাবীর কাঁপায় মেদিনী ॥ সত্বরে চলিল বীর দ্বারকা উদ্দেশে। সর্ব্ব লোক আঁখি বুজি রহিল তরাসে ॥ দ্যুতক্রীড়া করেন আপনে ভগবান। জানাল সকল লোক প্রভু বিদ্যমান ॥ রক্ষ রক্ষা কর ত্রিজগতনাথ। আগুণে পুড়িয়া মরি তোমার সাক্ষাৎ ॥ নিজ জন পরিত্রাণ কর পরমেশ্বর। হাসিয়া গোবিন্দ বলে না করিহ ডর ॥ ভয় পরিহর লোক দেখ বিদ্যমান। এখনে করিব আমি দুঃখ সমাধান ॥ জানিল সকল তত্ত্ব দেব শিরোমণি। সভার অন্তর নাথ দেখে চক্রপাণি ॥ শঙ্করের কৃত্য প্রভু জানেন আপনে। আছিল নিকটে চক্র প্রভু বিদ্যমানে ॥ সূর্য্য কোটি সম তেজঃ প্রবল অনল। নিজ চক্র দেখি আজ্ঞা দিল সুরেশ্বর ॥ আজ্ঞা শিরে ধরি চক্র চলিয়া সত্বরে। কৃত্যা ভঙ্গ কৈল চক্র নিজ তেজোবলে ॥ চক্র তেজ কৃত্যানল সহিতে না পারে। বাহুড়িয়া গেল কৃত্যা বারাণসী পুরে ॥ সুদক্ষিণ পুড়িল যতেক পুরজন। পুড়িয়া মরিল যত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ॥ তবে চক্র বারাণসী প্রবেশ করিল। তেজেঃ পুড়ি সব নির্ম্মূল করিল ॥ পুনরপি গেল চক্র কৃষ্ণ সন্নিধান। হেন অদভুদ কর্ম্ম করে ভগবান ॥ কৃষ্ণের বিক্রম যেবা শুনে বা শুনায়। সর্ব্ব পাপ তেজি অন্তে বিষ্ণুপুরী যায় ॥ ধীর শিরোমণি শ্রীগদাধর জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥ ৬৬ ॥

তবে রাজা জিজ্ঞাসিল হৈয়া হরষিত। পুনরপি কহ শুনি রামের চরিত ॥ আর কোন কর্ম্ম কৈল প্রভু হলধর। রামের বিক্রম কহ শ্রবণ অমৃত ॥ মুনি বলে শুন রাজা রামের মহিমা। বিপক্ষ বিদার রাম বিক্রমের সীমা ॥ আছিল দ্বিবিদ নামে একটী বানর। মৈন্দ নামে বানরের ভাই সহোদর ॥ নরকের সখা সে যে সুগ্রীব

কিঙ্কর। উপদ্রব করিতে বেড়ায় নিরন্তর॥ নরকের ধার কিছু শুধি বারে চায়। গ্রামেং পুরেং আগুণি ভেজায়॥ উপাড়িয়া বড়ং গাছ পাথর। পাক দিয়া ফেলে দূর দেশের উপর॥ যে দেশ চাপিয়া পড়ে কিছু নাহি রহে। এই রূপ উৎপাত করে দুরাশয়ে॥ অনা নগরে গিয়া উঠিল বানর। যথাতে আছেন মহাপ্রভু হলধর॥ সা গরে নামিয়া দুই হাতে জল তোলে। ডুবায় সকল দেশ তীরের উপ রে॥ মুনির আশ্রম ঘর ফেলায় ভাঙ্গিয়া। শূন্য করে উপবন গাছ উপাড়িয়া॥ বিষ্ঠা মূত্র ছাড়ে যজ্ঞকুণ্ডের উপর। স্ত্রী হরি লইয়া যায় বনের ভিতর॥ নরনারী প্রবেশয় পর্ব্বত কন্দরে। দ্বার বান্ধিয় রাখে গাছ পাথরে॥ এইরূপে দুষ্ট কর্ম্ম করে নিরন্তর। দশ সহ ধরে মত্ত গজের বল॥ রৈবত পর্ব্বতে গিয়া করে আরোহণ। তথাই দেখিল রাম রাজীবলোচন॥ অমল কমল মালা ধরে নীলবাস মনোহর কলেবর মন্দ মধুহাস॥ বারুণী মদিরা পানে তরলিত অঙ্গ। মত্ত যুবতী মাঝে বাড়ে মদন তরঙ্গ॥ মত্ত বানর জিনি ... হর লীলা। রমণীমণ্ডলে খেলে মনোহর খেলা॥ হেনকালে রা গিয়া দেখিল বানর। লাফ দিয়া উঠে বানর গাছের উপর॥ শব্দ নিষ্ঠুর করে গাছ যে কাঁপায়। ভ্রুকুটি করিয়া দুষ্ট আপনা দেখা সহজে চপল জাতি বেড়ি চারি পাশে। তার কর্ম্ম দেখিয়া যুবতী সব হাসে॥ সম্মুখে দাঁড়ায়ে মার্গ দেখায় বানর। লাজ পায়ে রম গণ পলায় সত্বর॥ তবে বলভদ্র রায় বিপক্ষ বিদার। ক্রোধ ক কৈল এক শিঙ্গার প্রহার॥ এড়াইয়া রহিল দুষ্ট নিকটে দাণ্ডায় মদিরা কলস ধরি ঠেলিয়া ফেলায়॥ তবে ক্রোধ কৈল রাম মারি বার তরে। বীরকাচ পরে তবে প্রভু হলধরে॥ হাসে দুষ্ট বান কলস ভাঙ্গি যায়। টান দিয়া নারীগণের বসন খসায়॥ তুলি অঙ্গের বাস নিহারিয়া চায়। ভ্রুকুটি করিয়া দুষ্ট সত্বরে পলায় তবে ক্রোধ কৈল রাম মারিবার তরে। লাঙ্গল মুষল তুলি লৈল দুই করে। তবে শাল উপাড়িয়া তুলিল বানর। ফেলিয়া মারিল ব রামের উপর॥ শাল গাছ পড়িল দেখিল বলরাম। বামহাতে ধ রিয়া ভাঙ্গিল গাছখান॥ তবে মুণ্ডে মারিল মুষলের বাড়ি। তব দুষ্ট বানর রহিল ক্রোধ করি॥ ভাঙ্গিল দুষ্টের মাথা মুষল প্রহারে

অঙ্গ বাহি রুধির পড়য়ে শতধারে ॥ তবে আর শালগাছ তুলিল বিশাল। মুচড়িয়া ফেলিল গাছের পাতা ডাল ॥ ক্রোধ করি ফেলিয়া মারিল গাছখান। শত খণ্ড করিয়া ফেলিল বলরাম ॥ তবে আর শালগাছ তুলিল সত্বরে। ফেলিয়া মারিল বলভদ্রের উপরে ॥ বলভদ্র সেহ গাছ কৈল শতখান। তবে আর গাছ তোলে পর্ব্বত প্রমাণ ॥ সেহ গাছ কাটিল ঠাকুর বলরাম। রামের সম্মুখে কেবা করিবে সংগ্রাম ॥ আর গাছ তুলিল কাটিল হলধর। তবে আর শালগাছ তুলিল বানর ॥ সেহ চূর্ণ কৈল রাম মুষল প্রহারে। তবে বলভদ্র রাম চিন্তিল প্রকারে ॥ তেজিয়া মুষল হল মুষ্টি করি কর। কর্ণমূলে মুটকি মারিল হলধর ॥ কর্ণমূল ভাঙ্গিয়া রুধির পড়ে ধারে। কাঁপিয়া পড়িল বীর মুষ্টির প্রহারে ॥ নদ নদী গিরিবর কাঁপিল সাগর। পড়িয়া ছাড়িল প্রাণ দ্বিবিধ বানর ॥ জয় জয় শবদ উঠিল সুরগণে। সাধু সাধু করিয়া বাখানে মুনিগণে ॥ দ্বিবিধ বানর বধ করে হলধরে। নিজ পুরে রহি রাম আনন্দে বিহরে ॥ ভক্তিরস শুক শ্রীগদাধর জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥ ৬৭ ॥

মুনি বলে শুন রাজা কহি পরীক্ষিতা ভুবনমোহন যশো রামের চরিত ॥ আছিল লক্ষণা নামে দুর্য্যোধন সুতা। দিব্য বেশ রূপ ধর সর্ব্বগুণযুতা ॥ যত রাজকুমার আনিল দুর্য্যোধনে। স্বয়ম্বর স্থান রাজা পূজিল বিধানে ॥ স্বয়ম্বর বরিতে কন্যার আগমন। হেনকালে গেলা তথা কৃষ্ণের নন্দন ॥ জাম্বুবতীসুত শাম্ব কোন শক্তি করে। রথে তুলি কন্যা হরি নিল একেশ্বরে ॥ তা দেখি রুষিল যত সকল কুরুসেনা। দেখ২ হেন কর্ম্ম করে কোন জনা ॥ শিশু হয়ে এত বড় করে অহঙ্কার। কন্যা হরি লয়ে যায় কৃষ্ণের কুমার ॥ শিশু হয়ে দিল আসি রাজপুরে হানা। মহাবল বীরগণে করি কদর্থনা ॥ বান্ধিয়া ছাওয়াল লিয়া আন কাট করি। দেখি যদুবংশে তার কি করিতে পারি ॥ পুত্রের বন্ধন শুনি যদুগণে মেলি। যদি তারা যুঝিবারে আইসে দর্প করি ॥ দর্প ভঙ্গ হয়ে যাবে পাইয়া অপমান। প্রাণ লয়ে পলাইবে তেজিয়া সংগ্রাম ॥ এতেক বচন বলি রাজা দুর্য্যোধন। ভীষ্ম কর্ণ যজ্ঞকেতু আর তিন জন ॥ ভুরিশ্রবা সৈন্য আর দ্রোণ আদি করি। মহারথীগণ ধাইল দিব্য রথে

চড়ি॥ রহরে আরেরে ছাওয়াল দুরাচার। কন্যা লয়ে যাবে তুমি এত অহঙ্কার॥ এতেক বচন শুনি কৃষ্ণের নন্দন। বাড়িল অন্য বীর করিবারে রণ॥ তবে জাম্বুবতীসুত বিক্রমে বিশাল। আকর্ণ পুরিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার॥ ছয় বীরে বিন্ধে বীর ছয়২ বাণে। চারি ঘোড়া চারি বাণে বিন্ধিল সন্ধানে॥ একং সারথি বিন্ধিল এক শরে। শর বরিষণ বীর করিল একধারে॥ ছাড়িল যতেক অস্ত্র কে কহিতে পারে। কহিতে পারয়ে যেই শত মুখ ধরে॥ তবে ছয় বীর তার বুঝিয়া সংগ্রাম। ধনুষ্টঙ্কারিয়া যোড়ে চোখ২ বাণ॥ চারি ঘোড়া চারি বাণে কাটে চারি জনে। একেশ্বর সারথি কাটিল এক বাণে॥ ছয় মহাবীর তবে যতন করিয়া। রথ হতে কৃষ্ণসুতে নামায় ধরিয়া॥ বান্ধিয়া ছাওয়াল তবে নিল নিজ পুরে। নারদ কহিল গিয়া দ্বারকানগরে॥ তা শুনিয়া ক্রোধ কৈল যত যদুগণে। পাঠাইল বিষম সৈন্য রাজা উগ্রসেনে॥ বাছিয়া২ সৈন্য করিয়া সাজন। দিক্‌জয় করিয়া চলে মহাবীরগণ॥ বীরের বিক্রম দেখি হলধর রায়। বিনয় বচনে প্রভু শান্তিয়া রহায়॥ বন্ধুগণ সঙ্গে কেন বিবাদ বাড়াই। রহ সব বীরগণ আমি চলি যাই॥ শান্তিয়া রাখিল সব বীরের প্রধান। রথে চড়ি আপনে চলিল বলরাম॥ কুলবৃদ্ধ মান্যগণে চলিলা বেষ্টিত। সঙ্গে করি নিল যত কুলপুরোহিত॥ চলিলা হস্তিনাপুরে প্রভু বলরামে। উত্তরিল গিয়া যদি পুর সন্নিধানে॥ আপনে রহিলা রাম বাহ্য উপবনে। উদ্ধবে পাঠায়ে দিল রাজা বিদ্যমানে॥ ধৃতরাষ্ট্রে বুঝাইতে রামের মন্ত্রণা। উদ্ধবে পাঠায়ে করে বিবাদ খণ্ডনা॥ পুর প্রবেশ গিয়া উদ্ধব করিল। ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ চরণ বন্দিল॥ সভামধ্যে কহিল রামের আগমন। তা শুনিয়া আনন্দিত হৈল বীরগণ॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তবে উদ্ধবে পূজিল। দিব্য উপহার দিয়া আনন্দে চলিল॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈল চরণ বন্দন। দিব্য উপহার আনি কৈল নিবেদন॥ মধুর বচনে রাম কৈল সম্ভাষণ। একে একে সবাকার পুছিল কল্যাণ। অন্যোন্য সবে করিয়া সম্ভাষা। বিনয় বচনে কৈল কুশল জিজ্ঞাসা॥ তবে রাম বলে শুন সব বীরগণ। সাবধান হয়ে শুন আমার বচন॥ উগ্রসেন ক্ষিতিপতি নৃপতি প্রধান। তাঁর আজ্ঞা কহিব তোমার বিদ্যমান॥

আজ্ঞা শিরে ধরি কার্য্য কর সাবধানে। বিবাদ করিতে রাজা কেন সমাধানে॥ তোমরা বিস্তর মেলি জিনিলে ছাওাল। অধর্ম্মে বালক বান্ধি কর অহঙ্কার॥ বন্ধুগণ দেখিয়া ক্ষমিল অপরাধ। পিরীতি কারণে আমি না কৈনু বিবাদ॥ রামের অসহ্য বাণী শুনি কুরুগণে। ক্রোধ করি বলে তারা ঘূর্ণিত লোচনে॥ হরি হরি এত বড় বিচিত্র কথন। কালগতি এত বড় না যায় খণ্ডন॥ চরণ পাতুকা উঠে মাথার উপর। যদুকুলে দুর্নীত বাড়িল এত বড়॥ যোনিগত সম্বন্ধ করিয়া তার সনে। আপনার তুল্য করি বাড়াইল আপনে॥ ... ছত্র চামর রাজার অভরণ। বসন ভূষণ সজ্জা মুকুট আসন॥ ...পক্ষিয়া কতখানি দিল রাজ্যখণ্ড। কৃপা করি আমি সব দিল রাজা দণ্ড॥ নির্লজ্জ যদুগণ হেন অগেয়ান। আমার প্রসাদে ধরে রাজা হেন নাম॥ আজ্ঞা করি আমাকে পাঠায় কোন লাজে। আমি ক্রোধ করিব তাহাতে কোন লাজে॥ ইন্দ্র আদি দেবেরে ... মানি বস্ত জ্ঞান। যদুবংশে জন্মিয়া বলে অপমান॥ ভর্ৎসিয়া ...মের তরে দুর্ব্বাক্য বচন। পুর পরবেশ কৈল সব বীরগণ॥ শুনিয়া ঠাকুর রাম দুর্ব্বাক্য বচন। দুষ্টমতি দেখিল সকল কুরুগণ॥ ক্রোধে রাম জ্বলে যেন জ্বলন্ত অনল। হাসিয়া কি বলে রাম কম্পিত অধর॥ ঐশ্বর্য্য সম্পদে বাড়ে এত উনমাদ। দণ্ড বিনা কভু তার নহে অবসাদ॥ পশু নিবারিতে যেন দণ্ড ধরি করে। দণ্ড করি দুর্জ্জন নিবারে ঈশ্বরে॥ ক্রোধ করি সাজিয়া আসিব যদুগণ। ক্রোধ করি আপনে আসিব নারায়ণ॥ তাসভা শান্তিয়া আমি আইলাম হেথা। দুষ্ট খলমতিগণ কহে অন্য কথা॥ দুর্ব্বাক্য বচন বলে আমি বিদ্যমান। অল্প লোক হয়ে করে এত অপমান॥ উগ্রসেন প্রভু নহে চক্রবর্ত্তীরাজা। ইন্দ্র আদি সুরগণ যার করে পূজা॥ সুধর্ম্মা সভাতে যাতে বসিয়া দেওয়ান। পারিজাত পুষ্প যার ঘরে উপাদান॥ ইন্দ্রের সম্পদ আনি ভুঞ্জে ক্ষিতিতলে। সে হেন যাহার যোগ্য দুষ্টগণে বলে॥ যাঁর পদযুগ সেবে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। দেবের ঈশ্বর দেবী জগত জননী॥ চরণপঙ্কজ যাঁর বাঞ্ছে লোকনাথে। যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁরে চিন্তে ধ্যানপথে॥ তীর্থ সেবি তীর্থ যাঁর

চরণ কমল। প্রজাপতি ভৃত্য যাঁর মহেশ কিঙ্কর॥ বিরিঞ্চি শঙ্কর আদি সহস্র বদন। এ সব যাঁহার অংশ অংশের সৃজন॥ হেন পরি পূর্ণ তুমি প্রভু ভগবান। রাজাসন করি তার নাহি বস্তু জ্ঞান। ইহারা সে কত খানি দিল রাজ্যদণ্ড। তাতে বসে যদুগণ ধরে নৃপদণ্ড॥ আমি সব কেহ নহি এ সব হয় মাথা। করিমু এ সবের দণ্ড এ নহে অন্যথা॥ কুরু নাম না থুইব এ মহীমণ্ডলে। এ বোল বলিয়া রাম উঠিল সত্বরে॥ জগৎ দাহন তেজ তুলিলা লাঙ্গল। লাঙ্গলের আগ দিয়া উপাড়ে নগর॥ তুলিয়া হস্তিনাপুর গঙ্গাতে ফেলায়। ভয়ে প্রজাগণ গিয়া রাজারে জানায়॥ ভয়েতে ব্যাকু হৈয়া সব কুরুগণ। সপুত্র বান্ধবে লৈল রামের শরণ॥ কন্যা সা শায় আনি দিল বিদ্যমানে। প্রণাম করিয়া স্তুতি করে সর্ব্বজনে অনন্ত ধরণীধর প্রভু বলরাম। হীন গতি আমি সব মূঢ় অগের তোমা হৈতে উৎপত্তি প্রলয় পালন। তুমি সব কর নাথ মায় সৃজন॥ সহস্র ফণার এক ফণার উপর। লীলায় বিহর নাথ এ মঃ মণ্ডল॥ অন্তকালের তুমি ব্রহ্মাণ্ড উদরে। অবশেষ থাক তুমি সঃ অন্তকালে॥ তুমি ক্রোধ করি দুষ্ট খল শিক্ষা কর। দ্বেষভাব ক কভু দণ্ড নাহি ধর॥ নমো বিশ্বনাথ রাম সর্ব্বভূতপতি। সর্ব্ব শ ধর তুমি সর্ব্ব লোকগতি॥ চরণে শরণ নাথ লইল তোমার। কৃ করি কর দীনজন প্রতিকার॥ এই রূপে স্তুতি কৈল ভয়ে কম্পন কুরুগণ ক্রন্দন দেখিয়া বলরাম॥ প্রসন্ন হইয়া নাথ বলে কৃপা ক কন্যারে যৌতুক দিল আনি ভক্তি করি॥ দুই শত সহস্র কু আগুসার। অযুত২ ঘোড়া শীঘ্র গতি যার॥ ছয় সহস্র রথ কাঞ্চনে নির্ম্মাণ। এক শত দাসী দিল সুন্দর বিধান॥ পু সঙ্গে করি প্রভু বলরাম। চলিলা দ্বারকাপুরে পুরুষ প্রধান॥ প্র করিল গিয়া দ্বারকা নগরে। কহিল সকল কথা সভার ভিতরে এখন রামের আছে বিক্রমের চিহ্ন। দক্ষিণে উঠিল পুরী গঙ্গা তীরে নিল॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান। রাম গুণ তাই রামে ধর প্রাণ॥ ৬৮॥

মুনি বলে শুন রাজা কহি পরীক্ষিত। অতি অদ্ভুত কথা কৃষ্ণের চরিত॥ শুনিয়া নরক বধ কন্যার হরণ। ষোল সহ

বিভা কৈল নারায়ণ ॥ ষোল সহস্র বিভা কৈল একেবারে। ষোল সহস্র পুরে থাকে একেশ্বরে ॥ কৌতুকে নারদ গেলা দ্বারকা ভুবন। দেখিয়া কৃষ্ণের লীলা ব্রহ্মার নন্দন ॥ নব লক্ষ দিব্য পুরী রতনে রচিত। মহা মরকত হেম স্ফটিক নির্ম্মিত ॥ রাজপথ পুরপথ বিবিধ চত্বরা। বিবিধ পসরা ঘর দিব্য শোভা শালা ॥ সৌধঘর পুর পুরী আওয়ারী২। রতন নির্ম্মিত ঘর শোভে সারি সারি ॥ অঙ্গনে২ গন্ধ চন্দনের ছড়া। ফলকে২ চলে নানা রঙ্গের ঘোড়া ॥ ছত্র ধ্বজে নিবারিত রবির কিরণ। অলিকুল বিলসিত কুসুমিত বন ॥ বিমল তরল জল দিঘী সরোবর। প্রফুল্ল কুমুদ গন্ধ নীল উৎপল ॥ কূজিত সারস হংস পবন সুমন্দ। ভ্রমর ঝঙ্কিত সব কুসুম সুগন্ধ ॥ এইরূপে নব লক্ষ পুরী নিরমিত। তার মধ্যে মহাপুরীগণ বিরাজিত ॥ ষোল সহস্র পুরীর মধ্যে নিরমাণ। বিশ্বকর্ম্মার নিজ গুণ তাতে উপাদান ॥ কনক মন্দির মণি রতনে খচিত। বিলোল মুকুতাদাম বিতান মণ্ডিত ॥ ইন্দ্র নিলময় ঘর বিতান জগতি। বিদ্রুম রচিত স্তম্ভ জ্বলে রত্ন ভাতি ॥ বৈদুর্য্য কপাট হেম রতন দুয়ার। দিব্য বেশ নর নারী রতন সঞ্চার ॥ ষোল সহস্র বিচিত্র পুরীর মাঝার। তাতে গিয়ে উত্তরিল ব্রহ্মার কুমার ॥ দেখিয়া নারদ মুনি মনে চমকিত। এক পুরী প্রবেশিল হৈয়া আনন্দিত ॥ অগোর ধূপিত ধূপ গবাক্ষ স ঞ্চার। মণি দীপ নিকর নিহিত অন্ধকার ॥ ঘরের উপর ঘর শত শত তালা। তাহার উপর শোভে হেমঘট বারা ॥ ময়ূর পারাবত নাচে তাহার উপরে। দিব্য বেশ নরনারী দেখি মনোহরে ॥ হেন দিব্য পুরী মাঝে দিব্য ছিল ঘর। দিব্য মহা সিংহাসন তাহার উপর ॥ তাহার উপরে প্রভু জলধরশ্যাম। সর্ব্ব গুণনিধান লাবণ্যময় ধাম ॥ সম বেশ রূপ গুণ দাসী গুণযুতা। পরিচর্য্যা করে দেবী হয়ে হরষিতা ॥ কনক রচিত দণ্ড চামর ঢুলায়। সখীগণ চারি পাশে অতি শোভা পায় ॥ হেন অদভুত লীলা করে ভগবান। গা- ইল নারদ আপন গুণগান ॥ নারদে দেখিয়া কৃষ্ণ উঠিল সত্বরে। সিংহাসন ত্যজিয়া নামিল ভূমিতলে ॥ ভূমিতে পড়িয়া কৈল চরণে প্রণাম। কর যোড় করে কিছু স্তুতি প্রণিধান ॥ হাতে ধরি বসা- ইল নিজ সিংহাসনে। পূর্ণ জলে পদযুগ পাখালে আপনে ॥ ব্রাহ্ম-

ণের পদজল নিজ শিরে ধরি। নিজ গৃহে পরিজন অভিষেক করি॥ শান্তজন গতি পতি ত্রিজগতগুরু। ব্রহ্মণ্যদেশর ভক্তকুল কল্প তরু॥ আপনে করিয়া কর্ম জগতে বুঝায়। ব্রহ্মা ভব আদি যাঁর চরণ ধেয়ায়॥ যাঁর ধৌত পদ জল সর্ব তীর্থ সার। হেন প্রভু করে দ্বিজ ভক্তি পরচার॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনি পূজিল বিধানে জিজ্ঞাসিল হিতাহিত অমৃত বচনে॥ কি কহিব কহ আর দ্বিজ তোমার। ব্রাহ্মণ আমার গুরুদেব সর্বকাল॥ এতেক বচন শুনি ব্রহ্মার তনয়। কহিতে লাগিল মনে ভাবিয়া বিস্ময়॥ কিছু অদভুত নাথ না হয় তোমার। অখিল জগত গুরু সর্বলোক পাল॥ নিজ জনে কর তুমি মিত্র ব্যবহার। খল জনে দণ্ড ধর উচিত তোমার। জগত রক্ষক হেতু অবতার কর। দোষ গুণ বুঝিয়া উচিত ফল ধর আপন মায়ায় তুমি আপনা আস্বাদ। নর লীলা করিয়া জগ কার্য্য সাধ॥ দেখিল তোমার নাথ চরণ যুগল। ব্রহ্মাদি বন্দি তুমি সর্ব তাপ হর॥ সংসার পতিত জন পরিত্রাণালয়। মহা বিনাশন সব দুঃখ ভঙ্গ॥ সবে নাথ মুঞি এই অনুগ্রহ চাও। যুগ যেন নাথ সতত ধেয়াও॥ সবে এই মাঙ্গ নাথ চরণ যুগে স্মৃতি ভঙ্গ মোর যেন না হয় কোনকালে॥ এতেক বচন বলি যোগেশ্বর। আর এক পুরে মুনি চলিল সত্বর॥ যোগমায়া প্র বুঝিতে তপোধন। আর এক পুরী গিয়া হৈল উপসন॥ দেখি তাহা গিয়া প্রভু বনমালী। উদ্ধবের সহ প্রভু খেলে পাশা সারি নারদ দেখিয়া কৃষ্ণ উঠিল সত্বরে। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনি পূ সাদরে॥ না জানিয়া কৃষ্ণ যেন পুছিল তাহারে। কোথা হৈ আইলা তুমি আমার মন্দিরে॥ আপনেই পূর্ণ তুমি সর্ব ধর। সকল জনম যদি অনুগ্রহ কর॥ কিবা আরাধন আমি ক বারে পারি। তথাপি কহিবে মোরে চিত্তে আজ্ঞা করিয়া এতেক বচন শুনি ভাবিয়া বিস্ময়। নিশবদে রহিলা নারদ মহাশয়॥ আর এক পুরী গিয়া কৈল পরবেশ। তথা গিয়া নারদ দেখিল হৃষীকেশ শিশু কোলে করি হরি করায় পালন। তবে আর পুরে গেলা ব্র হ্মার নন্দন॥ তথা গিয়া দেখিল পূজার আয়োজন। আর পুরে দে খিল প্রজার সমারম্ভ॥ কোথাহ ব্রহ্মণ্যদেব ব্রাহ্মণ ভোজায়। আপনে

বিশ্বের অন্ন অবশেষ খায় ॥ কোথাহ করয়ে হরি সন্ধ্যা উপাসনা । কোথাহ জপেন মন্ত্র ব্রহ্মের ভাবনা ॥ খড়্গ চর্ম্ম ধরি হরি যায় কোন পুরে । রঙ্গভূমি মাঝে হরি মল্ল ক্রীড়া করে ॥ কোন ঠাঞি গজস্কন্ধে কোন ঠাঞি রথে । কোন ঠাঞি অশ্বপৃষ্ঠে ধায় রাজ পথে ॥ কোথাহ আছেন হরি করিয়া শয়ন । ভাটগণে গায় গুণ স্তবকে স্তবন ॥ জলক্রীড়া কোথাহ করেন দিব্য জলে । বেশ্যাগণ সঙ্গে রঙ্গে কোথাহ বিহরে ॥ কোথাহ ব্রাহ্মণ আনি করেন গো দান । কোথাহ পণ্ডিত মুখে শুনেন পুরাণ ॥ কোন ঠাঞি হাস্য পরিহাস কথা কহে । কোন ঠাঞি ধর্ম্ম পরায়ণ হয়ে রহে ॥ কোন ঠাঞি করে হরি দুঃখ উপভোগ । কোন ঠাঞি করে হরি ধনের সংযোগ ॥ আপনাকে আপনি ধেয়ায় কোন স্থানে । কোন ঠাঞি গুরু সেবা করে দৃঢ় মনে ॥ কোথাহ করেন হরি সাজিয়া সংগ্রাম । মন্ত্রিগণ লয়ে করে মন্ত্রণা বিধান ॥ কন্যা বর আনিয়া করায় শুভ ক্ষণে । পুত্র কন্যা বিবাহ করান কোন স্থানে ॥ অনন্ত উৎসব করেন আনন্দ মঙ্গলে । বর কন্যা কোথাহ পাঠান পতি ঘরে ॥ বেদ যজ্ঞ কোথাহ করেন যজ্ঞ করি । কোন ঠাঞি গৃহ কর্ম্ম করেন বনমালী ॥ কোন ঠাই দেই হরি দিঘী সরোবর । কোথাহ মৃগয়া করে বনের ভিতর ॥ কোন স্থানে গোপতে থাকিয়া নারায়ণ । দৃঢ় রূপে পরীক্ষণ করে মন্ত্রিগণ ॥ এই রূপে যোগমায়া দেখি মহোদয় । দেখিয়া নারদ মুনি ভাবিয়া বিস্ময় । কে বুঝিবে নাথ যোগমায়া অনুভব ॥ অচিন্ত্য পরমানন্দ অনন্ত স্বভাব ॥ এই আজ্ঞা কর নাথ যদি কর দয়া । জগত ভরিয়া বুল লীলা যশ গায়্যা ॥ কি মোর শকতি মায়া বুঝিতে তোমার । সবে গুণ গায়্যা মাত্র বেড়ায় সংসার ॥ নারদের বচন শুনি যোগেশ্বর । কহিল মুনির তরে প্রবোধ উত্তর ॥ শুনহ নারদ বিস্ময় পরিহর । আমার বচনে তুমি অবধান কর ॥ আমিহ ধর্ম্মের কর্ত্তা বক্তা অধিকারী । লোক শিক্ষা হেতু আমি এত কর্ম্ম করি ॥ খেদ পরিহর তুমি মন কর স্থির । মহাভাগবত তুমি পরম সুধীর ॥ কৃষ্ণের বচন শুনি ব্রহ্মার নন্দন । বিস্ময় ভাবিয়া চিত্ত কৈল নিবারণ ॥ এক কৃষ্ণ নানা রূপ দেখি স্থানে স্থানে । সংভ্রমে দেখিয়া [illegible] মেয়ানে ॥ এইরূপে নরলীলা করে নারায়ণ ।

অখিল শকতি ধরে জগত কারণ ॥ চলিলা নারদ মুনি আজ্ঞা শিরে ধরি। ষোল সহস্র রূপে বিহরে শ্রীহরি ॥ প্রভুর অনন্ত রূপ পরম পবিত্র। অজ ভবআদি যাঁর না বুঝে চরিত্র ॥ যেবা কহে যেবা শুনে যে করে কীর্ত্তন। হরিভক্তি হয় তার বৈকুণ্ঠে গমন ॥ পণ্ডিত মুকুট মণি গদাধর জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥ ৬৯ ॥

ষোল সহস্র পুরী দ্বারকামণ্ডলে। রমণী সমাজে হরি আনন্দে বিহরে ॥ সহিতে না পারে সেহ তিলেক বিচ্ছেদ। রজনী প্রভাত দেখি মনে পায় খেদ ॥ পক্ষিগণ শব্দ শুনিয়া দেয় গালি। বিহরে রমণীগণ লয়ে বনমালী ॥ শয়ন ত্যজিয়া হরি উঠে রাত্র শেষে হস্ত পাদ পাখালিয়া শুদ্ধ বিশেষে ॥ প্রসন্ন হৃদয় করি করয়ে ধেয়ান। আপনে আপন রূপ চিন্তে ভগবান ॥ অদ্বৈত পরমানন্দ নিত্য পরকাশে। নিজ রূপে চিন্তে হরি আপন বিলাস ॥ প্রভাত সময়ে হরি করিয়া মর্জন। যথা বিধি স্নান কর্ম্ম করি সমাধান। তবে দিব্য বাস প্রভু পরে ভগবান। তবে পুনঃ গন্ধ অঙ্গে করয়ে লেপন ॥ মৌন আচরিয়া করে ব্রহ্মমন্ত্র জপ। সূর্য্য উপাসন করে ত্রিজগদীশ্বর ॥ নিজ অংশে দেব পিতৃ করে আরাধন। বৃদ্ধ মান্য জন গুরু ব্রাহ্মণ বন্দন ॥ হেমশৃঙ্গ মুক্তা মালিনী ক্ষীরবতী। পৃষ্ঠে রতন ভূষণযুক্ত সতী ॥ বৎসযুতা তরুণী রজত খুরময়ী। অজিন কম্বল তিল পট্ট বস্ত্র দেই ॥ এইরূপে অষ্ট কোটি লই অর্ব্বুদ। চৌরাশী অধিক ত্রয়োদশ লক্ষ যুত ॥ এইরূপে ধেনুগণ আনি প্রতি দিনে। সর্ব্ব গুণযুত বিপ্র ভুষিয়া ভুষণে ॥ পুনঃ২ প্রতি দিন করে হা[illegible] দান। হেন মহেশ্বর প্রভু পূর্ণ ভগবান ॥ গোব্রাহ্মণ দেবগণ বন্দিয়া চরণ। বৃদ্ধগণ গুরুগণ করিয়া বন্দন ॥ তবে প্রভু পরম মঙ্গল দিব্য আনি। অঙ্গণে ভূষণ কৈল প্রভু চক্রপাণি ॥ নরলোক মত করি ভূ[illegible] কলেবর। দিব্য বেশ ভূষণ করয়ে মনোহর ॥ ঘৃত দেখি দেখে প্র[illegible] দর্পণে বদন। গোবৃষ দেবতা দ্বিজ করে দরশন ॥ তবে প্রভু পুরীর সকল লোক কাম। নিজ পুরলোকে করে মনোরথ দান ॥ প[illegible] নারীগণে তবে করিয়া পিরীতি। সর্ব্বলোক ভুষণে ভুষিল যদুপতি ॥ বিভোজিয়া অন্ন পান দিয়া সর্ব্বজনে। গন্ধমাল্য তাম্বূল করিল বিভোজনে ॥ দাস দাসীগণে করি অন্ন বিভোজন। তবে প্র[illegible]

আপনে পাছে করয়ে ভোজন ॥ সাজিয়া সারথি রথ আনিয়া যো-
গায়। রথ আরোহণ করি ত্রিভুবন রায় ॥ উদ্ধব আদি মন্ত্রিগণ
করিয়া সংহতি। পুরের বাহির তবে হয় সুরপতি ॥ সুধর্ম্মা সভার
মাঝে দিব্য সিংহাসন। তাহার উপর তবে বৈসে নারায়ণ ॥ নিজ
অঙ্গ তেজে দশ দিগ বিরাজিত। যত্ন সিংহগণে করে চৌদীকে বে-
ষ্টিত ॥ হাসিয়া বিদুষকগণ নিকটে দাণ্ডায়। হাস্যার কথা কহি
সবারে হাসায় ॥ নর্ত্তক নর্ত্তকী গণ নটন বিলাস। বহুবিধ রসকথা
হাস্য পরিহাস ॥ শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ মুরজ কোলাহল। বহুবিধ নৃত্য
গীত বাজন মঙ্গল ॥ স্তবকে২ পড়ে মন্ত্রী যে মন্ত্রনা। উচ্চনাদে
ভাটগণে পড়য়ে ভটিম্না ॥ বেদযুক্ত ব্রাহ্মণ সব করে বেদধ্বান।
জগকে অপূর্ব্ব কথা কহে পূর্ণ বাণী ॥ হেনকালে আইল এক পুরুষ
দুয়ারে। দুয়ারি কহিল গিয়া প্রভুর গোচরে ॥ আজ্ঞা পায়্যা প্র-
বেশিল পুরীর ভিতরে। প্রণাম করিয়া কহে স্তুতি দুই করে ॥ ধরণী
মণ্ডল জিনি জরাসন্ধ রাজা। বশ হয়ে নৃপগণ করে তার পূজা ॥
বশ হয়ে না রহিল যে যে নরপতি। বান্ধিয়া আনিল তারে বলের
শকতি ॥ সে সব নৃপতি নাথ তোমার কিঙ্কর। তার নিবেদন কহি
তোমার গোচর ॥ কৃষ্ণ২ নিজ জন দুরিত ভঞ্জন। চরণারবিন্দে নাথ
পশিল শরণ ॥ ভব ভীত আমি সব অধম বঞ্চিত। তোমার পদা-
রবিন্দে সকল বিদিত ॥ তোমার অর্জ্জন বিনে আর যত কর্ম্ম। সে
সব সকল নাথ কেবল বিকর্ম্ম ॥ বিকর্ম্ম সকল লোক করে নিরন্তর।
তোমার পদারবিন্দে বঞ্চিত সকল ॥ কাল রূপে কর তুমি সে
সব সংহার। অনন্ত শকতি তুমি অনন্ত বিহার ॥ নমো নমো জগত
নিবাস হৃষীকেশ। নমো নমঃ কালরূপ দিব্য নরবেশ ॥ খল নিবারণ
হেতু ভকত লক্ষণ। অবতার কর নাথ ভকত তারণ ॥ অবতার কর
নাথ এই সে কারণ। যে তোমার আজ্ঞা নাথ না করে পালন ॥
কোন গতি হৈব নাথ না বুঝি কারণ ॥ পরাধীন নৃপ সুখ স্বপন
সমান। নিরবধি ভয়ে শোকে মোহ অগেয়ান ॥ মায়াতে মোহিত
জীব না জানে কারণ ॥ তাতে অভিমান করে কেবল বঞ্চিত। আমি
সব তোমার মায়ার বিমোহিত ॥ প্রণতবৎসল শোক হর পদদ্বন্দ্ব
চিন্তিয়া উদ্ধার নাথ জরাসন্ধ বন্ধ ॥ দশ সহস্র মত্ত মাতঙ্গ গজ বল।

এক চক্রে ক্ষিতিতল শাসিল সকল॥ মহাবল জরাসন্ধ বিক্রম বি-
শাল। আমি সব বান্ধিয়া রাখিয়া দুরাচার॥ অষ্টাদশ বার তুমি
জিনিলে সংগ্রাম। এক বার যুদ্ধ জিনি করে অভিমান॥ আমি সং
তোমার কিঙ্কর হেন জানে। নিজ ঘরে বান্ধিয়া রাখিল তেকারণে
সকলবিদিত নাথ চরণে তোমার। বুঝিয়া করিবে কৃপা কি কহিব আ
এই রূপে রাজদূতে করে নিবেদন। হেনকালে মিলিল নারদ ত-
পোধন॥ সূর্য্য সম তেজ ধরে পিঙ্গল জটাভার। মৃণাল ধবল ম
পরে বাঘছাল॥ হরিগুণ কীর্ত্তন আনন্দ গতি মন্দ। দেখিয়া নার
মুনি সভার আনন্দ॥ সভা সহে উঠিলা অখিল লোকনাথ। শি
পদ পরশিয়া কৈল দণ্ডপাত॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনি পূজিল বিধা
আতিথ্য সম্ভাষা কৈল বিনয় বচনে॥ আপনে করিয়া প্রভু লো
পর্য্যটন। জগতের দুঃখ শোক করন নিবারণ। জগতে তোম
কিছু নাহি অগোচর। পঞ্চ পাণ্ডবের কহ কি রূপ কুশল॥ প্র
বচন শুনি ব্রহ্মার তনয়। হাসিয়া কি বলে মুনি মনে পায়ে ভ
হরি হরি বিষ্ণুমায়া বুঝন না যায়। ব্রহ্মা ভব আদি যাঁর মরন
পায়॥ সর্ব্ব জীবে ধরে প্রভু সর্ব্ব জীবে বৈসে। সম ভাব ধরে
সর্ব্বত্র প্রকাশে॥ তবু যেন কিছুই না জানে হেন বলে। ইহা
বুঝিব মায়া কে আছে সংসারে॥ কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম ক
বর। মহা যজ্ঞ করিব জিনিয়া ক্ষীতিতল॥ যজ্ঞ করি করিব তো
মার আরাধন। পূজিব তোমার অংশ যত দেবগণ॥ সার্ব্বভৌ
নরপতি হৈব মহীপাল। জগতে তোমার যশঃ করিব বিস্তার
আপনে চলিব তুমি যজ্ঞ মহোৎসবে। দেখিব তোমারে আদি
দেব সবে॥ রাজাগণ আসিয়া দেখিব পাদপদ্ম। কপটে রাজ
তুমি ধরি নর ছদ্ম॥ পতিত চণ্ডাল হয় শ্রবণে পবিত্র। দেখি
করিব লোক এ কোন চরিত্র॥ যাঁর যশ ক্ষিতিতলে পাতাল আ-
কাশে। ত্রবময়ী হৈয়া গঙ্গা জগতে প্রকাশে॥ ভুবন পাবন যাঁর
পাদনখ জল। বুঝিয়া করিবে আজ্ঞা মহামহেশ্বর॥ মুনির বচন
শুনি সভাসদগণে। কহিতে লাগিল যার যেন লয় মনে॥ উদ্ধবের
তরে তবে বলয়ে শ্রীহরি। কহ হে উদ্ধব তুমি কোন যুক্তি করি।
কৃষ্ণের বচন শুনি উদ্ধব সুধীর। আজ্ঞা শিরে ধরি মনে যুক্তি কৈল

স্থির ॥ কর যোড় করিয়া প্রভুর বিদ্যমান। চিন্তিয়া উদ্ধব কহে ভকত প্রধান ॥ গদাধর পণ্ডিত মুকুট শিরোমণি। ভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী ॥ ৭০ ॥

পয়ার। সর্ব্ব তত্ত্ব জান তুমি সর্ব্বভূতে বাস। জানিয়া কপটে তুমি মায়ায় জিজ্ঞাস ॥ তথাপি তোমার আজ্ঞা শিরের উপরে। কহিমু সাক্ষাতে মোর বুদ্ধি অনুসারে ॥ সাক্ষাতে নারদ যদি কৈল নিবেদন। দূতমুখে নৃপগণের শুনিলে বচন ॥ অবশ্য করিতে চাহ নৃপগণ রক্ষা। করাইতে চাহ যুধিষ্ঠির যজ্ঞদীক্ষা ॥ দুই কার্য্য করিতে চাহ অবশ্য নিস্তার। তাহাতে উত্তম দেখি এই যুক্তি সার ॥ আগে যুধিষ্ঠির মহোৎসবে চলি যাহ। যজ্ঞ অনুবন্ধ দিয়া রাজারে করাহ ॥ দশদিগ জিনিয়া আনিল নরেশ্বর। জরাসন্ধ বধ হৈবে তাহার ভিতর ॥ এইরূপে নৃপগণ পাইবে পরিত্রাণ। এক কার্য্য হৈবে দুই কার্য্য উপাদান ॥ জরাসন্ধ বধ হৈবে ভকত উদ্ধার। সেবকের যশ হৈবে জগতে বিস্তার ॥ সর্ব্ব লোক সুখি হবে সবার পিরীতি। সকল ভুবন ভরি রহিবে খেয়াতি ॥ আগে গিয়া হই ইন্দ্রপ্রস্থে উপসন্ন। যুধিষ্ঠির জিনিয়া আনিব নৃপগণ ॥ জরাসন্ধ রাজা হয় অজর অমর। দশ সহস্র ধরে মত্ত গজেন্দ্রের বল ॥ দ্বিজবেশে তুমি গিয়া মাগিলে সংগ্রাম। মল্লযুদ্ধে তবে তার হরিবে পরাণ ॥ তোমার সাক্ষাতে তার হরিবে পরাণ। তোমার সাক্ষাতে তার হইবে সংহার ॥ তুমি সর্ব্বভূত সাক্ষী ভুবন আধারে। রাজার মহিষীগণ নিজ নিজ ঘরে ॥ তোমার মঙ্গল যশ গায় উচ্চৈঃস্বরে। পতিগণ উদ্ধারিব রিপু বধ করি। রহিবে প্রভুর যশ ত্রিভুবন ভরি ॥ রাজার মহিষীগণ এই গুণ গায়। মুনিগণে নিরবধি চরণ ধেয়ায় ॥ হরি অবতারে কৈলে গজেন্দ্র মোক্ষণ। জানকী উদ্ধার কৈলে বধিয়া রাবণ ॥ এই রূপে নানা যশ গায় ত্রিভুবন। এক্ষণে যে কর্ম্ম কর গাইব সর্ব্বজন ॥ যজ্ঞ আরম্ভিয়া কর যশের প্রকাশ। হৈবে তার মাঝে হৈবে জরাসন্ধ নাশ ॥ এতেক বচন যদি উদ্ধব বলিল। ধন্যং করি সর্ব্ব লোক বাখানিল ॥ আপনে করিয়া হরি উদ্ধবে প্রশংসা। গুরুগণ আজ্ঞা লৈয়া করিয়া সম্ভাষা ॥ দারুক আনিয়া

ছিল নারায়ণ। ঝাট করি রথ আন করিয়া সাজন॥ সর্ব্ব সৈন্য
চলুক সকল মন্ত্রিগণ। পাত্র মিত্র চলহ সকল পরিজন॥ দেবীগণ
চলুক বিবিধ পরিচ্ছদে। রথ গজ তুরঙ্গ চলুক নিজ সাথে॥ আজ্ঞা
মাগি গৈল প্রভু বলদেব স্থানে। উগ্রসেন সম্ভাষিয়া চলিলা আপনে
দারুক আনিল রথ গরুড়লাঞ্ছন। আপনে শ্রীহরি গিয়া কৈল
আরোহণ॥ চলিল রথের আগে ঘোড়ার সম্বর। দুই পাশে মহ
সৈন্য কৈল পাট আর॥ মত্ত গজগণ পাশে ধরিল যোগান। মহ
মহা মহারথ হৈল আগুয়ান॥ শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ শবদ কোলাহল
চৌদিগে ভরিয়া হৈল আনন্দ মঙ্গল॥ নরজান খরজান কাঞ্চন
বিমানে। চলিল মহিষীগণ তুরঙ্গ বাহনে॥ সপুত্র বান্ধবে দেবীগণ
আগে যায়। চৌদিগে বেড়িয়া মহাভাটগণ ধায়॥ দিব্য দেশ বেশ্য
গণ ধরিল যোগান। পুরনারী যায় সব হৈয়া আগুয়ান॥ অমর
নির্ম্মিত ঘর কমল নির্ম্মাণ। শিল্পগণ কৈল গিয়া পুরের নির্ম্মাণ॥
বিবিধ পতাকা উড়ে ছত্র ধ্বজ বানা। কোটি২ রথ গজ কোটি
সেনা॥ কৃষ্ণের চরণে মুনি করিয়া প্রণাম। নারদ চলিয়া গেল
হৈয়া অন্তর্দ্ধান॥ রাজদূত প্রবোধিয়া বলেন শ্রীহরি। ভয় পরিহর
দূত জরাসন্ধ করি॥ জরাসন্ধ বধিয়া আনিব নৃপগণে। কহ গি
দূত তুমি এই বিবরণে॥ প্রণাম করিয়া দূত চলিলা সত্বর। নৃপগ
বিদ্যমানে কহিল সকল॥ কৃষ্ণ দরশনে হৈবে বন্ধ বিমোচন। আন
ন্দিত হয়্যা সব রহে নৃপগণ॥ চতুরঙ্গ সেনা সাজি চলিল শ্রীহরি
আনর্ত্ত শরীর মরু দেশ গেলা তরি॥ নদ নদী তরিয়া পর্ব্বত নান
দেশ। কুরুক্ষেত্র তরিয়া চলিল হৃষীকেশ॥ কুশাবতী তরি তরি
সরস্বতী। তরিয়া পঞ্চালদেশ গেলা যদুপতি॥ ইন্দ্রপ্রস্থে গে
হরি মৎস্যদেশ তরি। বাহ্য উপবনে গিয়া রহিলা শ্রীহরি॥ কৃ
আগমন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির। বাহ্য পাসরিল রাজা পুলক শরীর॥
ভীম অর্জ্জুনের হৈল হরষিত চিত। সহদেব নকুলে শুনিয়া আন
ন্দিত॥ আগুসারে রাজা তবে চলিলা ত্বরিতে। পাত্র মিত্র পুরো
হিত সামন্ত সহিতে॥ বহুবিধ নৃত্য গীত বাজন মঙ্গল। ঘোর শব্দ
হৈল তবে মহা কোলাহল॥ দেখিয়া সাক্ষাতে কৃষ্ণ ধর্ম্মের নন্দন।
ভুজপাশে ধরি রাজা দিল আলিঙ্গন॥ রজিল ধর্ম্মের পুত্র আনন্দ

সাগরে। বাহ্য পাসরিল রাজা শরীর না ধরে॥ আলিঙ্গন দিয়া ভীম আনন্দে মজিল। কোল দিয়া অর্জ্জুন সকল পাসরিল॥ সহ-দেব নকুলের হরল গেয়ান। পঞ্চ পাণ্ডবের নাহি বাহ্য অবধান॥ অর্জ্জুনের সঙ্গে কৃষ্ণ কৈল অঙ্গ সঙ্গ। সহদেব নকুল বন্দিল পদদ্বন্দ্ব॥ বৃদ্ধ মান্যগণে তবে কৈল নমস্কার। কুশল বচনে কৈল লোক পুর-স্কার॥ সুত মাগধ গায় কৃষ্ণের মহিমা। উচ্চনাদে ভাটগণে পড়য়ে ভড়িমা॥ শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ বিবিধ বাদ্য বাজে। প্রভুর চৌদিগ ভরি নানা সেনা সাজে॥ বহুবিধ নৃত্য গীত চলন সুসার। আগে পাছে মহাবীরগণ পাটয়ার॥ পুর পরবেশ কৈল ত্রিজগত রায়। বেদ মন্ত্রে পড়িয়া ব্রাহ্মণ গুণ গায়॥ পুরপথ রাজপথ চন্দনের ছড়া। ফরকে ফরকে চলে নানা বর্ণে ঘোড়া॥ মত্তমদ গজ চলে উঠিল কর্দ্দম। নূতন তোরণগণ দেখি মনোরম॥ সারি সারি হেমকুম্ভ রম্ভা আরো-পণ॥ প্রবাল তণ্ডুল ফল পুষ্প বরিষণ॥ ছত্র ধ্বজ পতাকা বিবিধ নানা উড়ে। বিচিত্র বিতান জাল প্রতি ঘরে ঘরে॥ দিব্য বেশ নর নারী পুর বিরাজিত। প্রতি ঘরে ধূপ দীপ বিতান জড়িত॥ মণি ময় দীপগণ দিনমণি আভা। হেমময় রত্নময় সারি সারি শোভা॥ হেন পুরে উত্তরিল দেবকী নন্দন। সুখময় সাগরে মজিল পুরজন॥ কৃষ্ণ আগমন শুনি পুরনারীগণে। গৃহকর্ম্ম পাসরিল শ্রীকৃষ্ণ স্মরণে॥ কেহ পতি কোলে করি আছিল শয়নে। কেহ অঙ্গ মার্জ্জন করি শয়ন ভোজনে॥ সেইক্ষণে সকল ত্যজিয়া পুরনারী। আনন্দে চলিলা কৃষ্ণপদ মনে করি॥ গৃহের উপরে সব করি আরোহণ। কৃষ্ণের উপরে করে পুষ্প বরিষণ॥ প্রবাল তণ্ডুল ফল বিলসিত মালা। লাজে বরিষণ করে মণিময় থারা॥ লজ্জা পরিহরি করে কুশল জিজ্ঞাসা। সাদরে বচনে করে কুশল জিজ্ঞাসা॥ কৃষ্ণপত্নীগণ দেখি বলে পুরনারী। এসবে লভিল কৃষ্ণ কোন পুণ্য করি॥ পুরুষ পুরাণ কৃষ্ণ কমলা নিবাস। ও মুখ শ্রীমুখ কর নয়ন বিলাস॥ এই-রূপে যায় হরি পুর পরবেশি। পথে পথে যায় কৃষ্ণসর্ব্ব লোক আসি। মঙ্গল ধরিয়া করে করয় নিবেদন। প্রভুর পদারবিন্দ করিয়া বন্দন॥ এই রূপে সর্ব্ব লোক নয়ন ভরিয়া। প্রভুর পদারবিন্দ হৃদয়ে ধরিয়া॥ পুর পরবেশ তবে করিল শ্রীহরি। আনন্দে পূরিল কুন্তী

কৃষ্ণ কোলে করি॥ ত্রিভুবন নাথ হরি দেব দেবেশ্বর। করে ধরি লিলা কুন্তীপুরের ভিতর॥ কি দিয়া পূজিব কৃষ্ণ হৃদয়ে না ধরে। কুন্তী আজ্ঞা দিল তবে দ্রৌপদীর তরে॥ কুন্তীর আজ্ঞায় তবে দ্রৌপদী সভারে। কৃষ্ণপত্নীগণ তবে পূজিলা সাদরে॥ সুভদ্রা রুক্মিণী কালিন্দী জাম্বুবতী। মিত্রবৃন্দা সেব্যা দেবী আর নগ্নজিতি॥ ষোল সহস্র আর মহাদেবীগণ। একে২ সকল পূজিল জনে জন॥ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বিধি বিদাম্বর। দিব্য অন্ন পানে লোক পূজিল সকল॥ সসৈন্যে পূজিল কৃষ্ণ বিবিধ বিধানে। নব নব পিরীতি বাড়ায় দিনে দিনে॥ পাণ্ডুপুত্র পিরীতি করিতে শ্রীহরি। চারি মাস তথাতে রহিলা কৃপা করি॥ অর্জ্জুনের সনে কৃষ্ণ চড়ি নিজ রথে। বিবিধ কৌতুক করি ফিরয়ে কৌতুকে॥ পণ্ডিত মুকুট মণি শ্রীগদাধর জান। শ্রীভাগবত আঁচার্য্যের মধুরস গান॥ ৭১॥

পয়ার। এক দিন সভামধ্যে বসিলা নৃপতি। ভ্রাতৃগণ বন্ধু করিয়া সংহতি॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কুল পুরোহিত। কুল জ্ঞাতিগণ চৌদিগে বেষ্টিত॥ কৃষ্ণ সম্ভাষিয়া রাজা বলে কোন বাণী। শুনহে গোবিন্দদেব লোক শিরোমণি॥ এই ত্রিভুবন নাথ চক্ষু যুগলে। রাজসূয় যজ্ঞ করি ভজিব তোমারে॥ নিজ ভৃত্য মুঞি নাথ কর নিবেদন। আজ্ঞা কর যজ্ঞ যেন হয় সমাপন॥ তোমার পদারবিন্দ যে করে ধেয়ান। যেবা জন কীর্ত্তন করয়ে অবিরাম॥ তারা সে লভিতে পারে অপবর্গ গতি। যদিবা সম্পদ বাঞ্ছে লভে সব সিদ্ধি॥ তোমার পদারবিন্দ যেবা অন্য ভাব। প্রত্যক্ষ হউক সব তোমার প্রভাব॥ থাকুক এসব লোক ঐশ্বর্য্যের সীমা। ভকত জনের তুমি বাড়াহ মহিমা॥ বহি ভিন্ন পর নাহিক আমার। তার কথা কহি নাথ চরণে তোমার॥ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম তুমি সর্ব্ব জীবে বৈস। সকলের আত্মা তুমি সকল প্রকাশ॥ নিজ পর ভেদ তুমি যদ্যপি না কর। তথাপি ভকত জনে অনুগ্রহ কর॥ আশ্রিত জনের যেন স্বর্গ কল্পতরু। সেই রূপে প্রভু তুমি ত্রিজগত গুরু॥ সেবা অনুরূপ কর জনের উদয়। ইহাতে না কর আর কিছু বিপর্যয়॥ রাজার বচন শুনি প্রভু গুণনিধি। কহিল রাজার আগে সব যজ্ঞ বিধি॥ শুন পাণ্ডুপুত্র তুমি ধর্ম্ম অবতার। তুমি ভজিয়া জন রহিল

তোমার ॥ শুভকালে কর তুমি যজ্ঞ অনুবন্ধ। দেবঋষি পিতৃগণ বাড়াইতে আনন্দ ॥ সবার সন্তোষ হেতু আমার পিরীতি। কিন্তু একখানি আছে করিতে শকতি ॥ জগত করিয়া বশ নৃপগণ জিনি। সকল পৃথিবীর ধন জড় করি আনি ॥ তবে যজ্ঞ কর তুমি চিন্তা পরিহর। ভাইগণ পাঠাই জগত বশ কর ॥ আপনে সাক্ষাতে আমি আছি বিদ্যমান। জগত জিনিবে তাতে কোন বস্তু জ্ঞান ॥ যে যে জনে যদি করে আমার আশ্রয়। ত্রিভুবনে তার আর পরাভব নয় ॥ আছুক মানুষ দেবে না হয় সমান। সকল লোকের পুজ্য সবার প্রধান ॥ প্রভুর বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির। আনন্দে পুরিল তনু পুলক শরীর ॥ ভাইগণে পাঠান জিনিতে ক্ষিতিতল। কৃষ্ণ তেজে তাসবার হৈল মহাবল ॥ সহদেব দক্ষিণ পাঠান সৈন্য দিয়া পশ্চিমে নকুল বীর চলিলা সাজিয়া ॥ সব্যসাচি ধনঞ্জয় পাঠানে উত্তরে। পূর্ব্বদিগে বৃকোদর চলিলা সত্বরে ॥ মৎস্য কেকয় সব করিয়া সাজন। চারিদিগে ত্বরিতে চলিলা বীরগণ ॥ জিনিয়া আনিল সব পৃথিবীর ধন। দশ দিগ জিনিয়া আনিল নৃপগন ॥ সব সমর্পিল লয়্যা রাজার চরণে। জরাসন্ধ না জিনিল শুনিল শ্রবণে ॥ চিন্তিতে লাগিলা রাজা মনে পায়্যা ভয়। জরাসন্ধ না জিনিলে কোন গতি হয় ॥ বুঝিয়া রাজার মন কহে যদুনাথ। কহিব উপায় আমি না কর বিষাদ ॥ এতেক বচন বলি প্রভুত শ্রীহরি। তিন জন মিলিয়া ব্রাহ্মণ বেশ ধরি ॥ ভীমার্জ্জুন লইয়া যে চলিলা আপনে। রাজগিরি পর্ব্বতে চলিলা তিন জনে ॥ আতিথ্য বেলায় গেলা রাজার গোচর। মাগিয়া লইল ভিক্ষা তিন দ্বিজবর ॥ ব্রাহ্মণ ভকত তুমি নৃপতি উত্তম। আমি সব ব্রাহ্মণ অতিথি উপসন্ন ॥ সন্ধ্যাকালে অতিথি না ত্যজে মতিমান। আমি সব যে মাঙ্গিব না করিবে আন ॥ ত্যাগশীল জনে কিনা করে পরিত্যাগ। অসাধু জনের কিবা নহে অনুরাগ ॥ দানশীল জনে কিনা করে দিব্য দান। সম দৃষ্টি জনের কিবা দেশি পরজ্ঞান ॥ অনিত্য শরীরে যদি না সাধিল নিত্য। সর্ব্ব গুণ [illegible] কেবল বঞ্চিত ॥ হরিশ্চন্দ্র রন্তিদেব রাজা শিবি বলি। [illegible] উঞ্ছবৃত্তি আদি করি ॥ অধ্রুবে সাধিয়া ধ্রুব এসব চলিল। ভুবন ভরিয়া তার পূর্ণ যশ রৈল ॥ তবে জরাসন্ধ

দিয়া তার এক পায় ধরি। দুই হাতে আর পায় টান দিয়া তুলি ॥ নিজ্জাঙ্গ ধরিয়া বীর দিল এক টান। দুই ভাগে জরাসন্ধ হৈল দুই খান ॥ এক ভুজ এক আঁখি এক কর্ণ শির। এক অঙ্গ দুই ভাগ হৈল দুই চির ॥ রাজপুরে হাহাকার শবদ উঠিল। সাধু২ বলি লোক ভীমে প্রশংসিল ॥ তবে কৃষ্ণ অর্জ্জুনে ভীমেরে দিল কোল। ভুবন ভরিয়া হৈল জয় জয় বোল ॥ সহদেব তার পুত্র অভিষেক করি। অধিকার দিয়া তারে স্থাপিলা শ্রীহরি ॥ জরাসন্ধ বধকথা কৃষ্ণগুণ বাণী। শ্রীভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী ॥ ৭২ ॥

পয়ার। দুই সহস্র অষ্ট শতেক নৃপতি। বান্ধিয়া রাখিয়াছিল রাজা দুষ্ট অতি ॥ পর্ব্বত গহ্বর হৈতে আনিল বাহিরে। সাক্ষাতে আসিয়া কৃষ্ণ দেখিল গোচরে ॥ নবঘনশ্যাম তনু শ্রীবৎস লাঞ্ছন। পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন ॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি ভুজে। রতন জড়িত হেম কঙ্কন বিরাজে ॥ কিরীটী পুরট কটি ছত্র বিরাজিত। মণিময় মকর কুণ্ডল বিলম্বিত ॥ হেন অপরূপ হরি দেখি নৃপগণে। দণ্ড প্রণাম করি পড়িলা চরণে ॥ কৃষ্ণ দরশনে হৈল আনন্দ উদয়। বন্ধন জনিত দুঃখ সব গেল ক্ষয় ॥ স্তুতি করে নৃপগণ শিরে ধরি কর। নমো নমো দেব দেব ভকত বৎসল ॥ প্রপন্ন পালন প্রভু কর প্রতীকার। এ ঘোর সংসার দুঃখ হয় এক বার ॥ অনুগ্রহ কৈলে এই রাজা জরাসন্ধ। তেকারণে দেখিল তোমার পদদ্বন্দ্ব ॥ অনুগ্রহ লেশ থাকে যাহাতে তোমার। সে রাজার নষ্ট হয় রাজ্য অধিকার ॥ তোমার মায়ায় বিমোহিত জনজনে। অনিত্য সম্পদ সেহ সত্য করি মানে ॥ পিপাসিত জন যেন জলের কারণে। মৃগতৃষ্ণা জল বুঝি ধায় অগেয়ানে ॥ মন্দ বুদ্ধি আমি সব জানিল এখন। অন্য অন্য যুঝিয়া যেন যুঝির কারণ ॥ প্রজা বধ কৈল দেব ত্যজি দয়া ধর্ম্ম। সঙ্কেৎ মূলে মৃত্যু না বুঝিল মর্ম্ম ॥ কালযোগে এখনে সদয় হৈল বাম। তেকারণে দেখিল তোমার পদকমল ॥ গর্ব্ব ভঙ্গ হৈল শৌর্য্য খণ্ডিল কুবুদ্ধি। তেকারণে পাইলাম চিত্ত নিরবধি ॥ যদি পুন রাজ্য পদ দিবে আর বার। তার নিবেদন করি চরণে তোমার ॥ মৃগতৃষ্ণা সমতুল এইত সম্পদ। শ্রুতিসুখ ভোগ বিপদের পদ ॥ পতিত পালিত তব

দুঃখ অতিশয় । আর যেন কভু নাথ রাজ্যপদ নয় ॥ এই কৃপা মাগ
নাথ চরণে তোমার । স্মৃতি ভঙ্গ কভু যেন নহে আরবার ॥ কর্ম
বশে যথা তথা জন্ম গিয়া পায় । চরণে স্মরণ ভঙ্গ কভু জানি হয় ॥
নব বাসুদেব কৃষ্ণ প্রণত পালন । নমো নমো নারায়ণ দুরিত ভঞ্জন
এই রূপে স্তুতি যদি কৈল রাজাগণ ॥ কহিতে লাগিল কৃষ্ণ মধুর
বচন ॥ আজি হৈতে আমাতে রহিল দৃঢ়মতি । রহিবে পদারবিন্দে
সুদৃঢ় ভকতি ॥ ভাল২ রাজাগণ কহিলে নিশ্চয় । আমার ভকতি
বিনু কিছু সত্য নয় ॥ রাজ্যপদ সম্পদ বিপদ হেন জান । উন্মাদ
কারণে সকল অনুমান ॥ নরক কারণ বৈল নহুষ নৃপতি । শ্রীমদেতে
তারা সব গেল অধোগতি ॥ তুমি সব হেন জান সকল অনিত্য । এ
ভাবে আমার চরণে ধর চিত্ত ॥ পুনরপি রাজা হয়্যা যজ্ঞ দা
কর । ধর্ম্মে রাজ্য পালিয়া আমাতে চিত্ত ধর ॥ সুখ দুঃখ ভাল মন্দ
চিত্তে না ধরিহ । দুঃখনে যে হয় তাহা চিত্তে না ভাবিহ ॥ দেহ গৃহ
সুত দারে হও উদাসিন । বিষ্ণু ব্রত ধরিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম চিহ্ন ॥ আ
মাতে ধরিয়া চিত্ত রহ যথা তথা । সাধু সঙ্গে কহিও আমার
কথা ॥ রাজ্য ভোগ কর এই লয়্যা উপদেশ । তনু ত্যজি অ
আমায় করিবে প্রবেশ ॥ এতেক বলিয়া হরি করুণা সাগর । আ
ভুবনপতি মহামহেশ্বর ॥ করায়ে নাপিত কর্ম্ম অঙ্গ সম্মার্জ্জন
স্ত্রীগণ নিয়োজিয়ে করায় মার্জ্জন ॥ সহদেব আনিয়া আপন বি
মানে । পূজায় নৃপতিগণে বিবিধ বিধানে ॥ রাজ যোগ্য বস
ভূষণ বিলেপনে । বহুবিধ অন্ন পান তাম্বুল চন্দনে ॥ প্রভুর
জ্ঞায় কৈল সহদেব মান । পূজিল নৃপতিগণ হয়ে সাবধান ॥
করে নৃপগণ ভূষণে ভূষিত । কুণ্ডলে মণ্ডিত গণ্ড চন্দনে চর্চ্চিত
দীপ্ত করে নৃপগণ দেখিতে সুন্দর । বরিষা থাকিলে যেন
মণ্ডল ॥ দিব্য রথ দিব্য ঘোড়া আনিল সাজিয়া । মহামত্ত গজগ
ভূষণে ভূষিয়া ॥ চতুরঙ্গ বলে করি সেনার সাজন । বিনয় বচনে
সম্ভাষিয়া নৃপগণ ॥ নিজ নিজ দেশে তবে পূজিয়া পাঠায় । কৃষ্ণ
পদ চিন্তিতে নৃপতিগণ যায় ॥ নিজ২ রাজ্য গেল সব নৃপগণ । পুর
জনে কহিল সকল বিবরণ ॥ জরাসন্ধ বধ কৈল যেমতে শ্রীহরি ।
যেরূপে পূজিল বন্ধ বিমোচন করি ॥ কহিল সকল কথা কৃষ্ণ

বিদ্যমানে। আজ্ঞা শিরে ধরিয়া বসিলা রাজাসনে ॥ জরাসন্ধ বধ করি দেব জনার্দ্দন। সহদেব রাজা করি দিল রাজাসন ॥ ভীমার্জ্জুন লইয়া চলিলা হৃষীকেশ। ইন্দ্রপ্রস্থ পুরে গিয়া কৈল পরবেশ ॥ তিন বীর একবারে কৈল শঙ্খধ্বনি। সর্ব্বলোক হরষিত রিপু ভয় শুনি ॥ জরাসন্ধ বধ শুনি রাজা যুধিষ্ঠির। আনন্দে পূরিল তনু সকল শরীর ॥ ভীমার্জ্জুন আদি আর শ্রীহরি আপনে। যুধিষ্ঠির চরণ বন্দিল তিন জনে ॥ সভামধ্যে কহিল সকল বিবরণ। শুনিয়া বিস্মিত হৈল সব পুরজন ॥ নয়নে আনন্দজল পুলকিত অঙ্গ। কিছু না বুঝিল রাজা হৈল স্মৃতি ভঙ্গ ॥ ধীর শিরোমণি শ্রীগদাধর [illegible] শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥ [illegible] ॥

পয়ার। তবে ধর্ম্মপুত্র বলে হইয়া প্রেমযুক্ত। হরি [illegible] বড় [illegible] ভক্ত ॥ ত্রিভুবন গুরু রাজা সর্ব্ব অধিকারী। তারা সব যাঁর আজ্ঞা বহে শিরে ধরি ॥ শঙ্কর বিরিঞ্চি যাঁর নাহি বুঝে মর্ম্ম। [illegible] আজ্ঞা ধরি হেন কৃষ্ণ করে কর্ম্ম ॥ [illegible] কিছু না [illegible] মহিমা। কিন্তু যুক্তি অধমের বড় বিড়ম্বনা ॥ [illegible] পরমা-[illegible] প্রভু ভগবান। সকলের আখ্যা প্রভু সম্পত্তে সমান ॥ কর্ম হেতু [illegible] তেজ না টুটে না বাড়ে। সম ভাব হয়্যা যেন এক সূর্য্য [illegible] ॥ [illegible] তোমার কথা ত্রিভুবন মাঝে। ভক্ত জনের [illegible] [illegible] বুঝে ॥ তোমার ভক্তজনের নাহি অভিমান। [illegible] তোমা [illegible] নাহি অপেরান ॥ এতেক বচন বলি ধর্ম্মের নন্দন। [illegible] বরিল যজ্ঞীয় দ্বিজগণ ॥ বেদব্যাস ভরদ্বাজ সুমন্ত্র গৌতম। [illegible] মৈত্রয় কর্ণ গালব চ্যবন ॥ বিশ্বামিত্র বামদেব জৈমিনী সু-[illegible]। পুলস্ত পরাশর গর্গ রাম ভৃগুপতি। অথর্ব্বাপসাপ ধৌম্য [illegible] ক্রতব্রহ্ম। মধুশ্রবা বীতিহোত্র আদি মুনিগণ ॥ বরিল নৃপতি [illegible] ভার্গব আদি করি। তবে যত ব্রাহ্মণ আনিল আজ্ঞা করি ॥ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য ধৃতরাষ্ট্র রাজা। স্বপুত্র বান্ধব পাত্র মিত্র সব [illegible] ॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আদি করি। যজ্ঞ দেখিবারে গেলা সব পুরনারী ॥ তবে যত দ্বিজগণ করি শুভক্ষণ। সূত্র ধরি যজ্ঞস্থান করি নিরূপণ ॥ সোণার লাঙ্গলে তবে তাথে দিল

চায়। তবে যজ্ঞবেদী-ঘর কৈল পরকাশ ॥ তবে যুধিষ্ঠির রাজা আনি শুভক্ষণে। যজ্ঞদীক্ষা করাইল সব দ্বিজগণে ॥ কনক রচিত পাত্রে যজ্ঞের সম্ভার। বরুণের যজ্ঞ যেন দেখি চমৎকার ॥ ইন্দ্র আদি যত দেব গণেশ শঙ্কর। গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ পিশাচ বিদ্যাধর। আপনে বিরিঞ্চি দেব চলিলা স্বগণে। পন্নাগ চারণগণ সবন বাহনে ॥ দেখিতে রাজার যজ্ঞ চলিলা কৌতুকে। দিনে আনন্দ বাড়িল সর্ব্বলোকে ॥ পৃথিবীর সব রাজা সবল বাহনে পূজিয়া আনিল রাজা বিবিধ যতনে ॥ রাজপত্নীগণ যত পুরনারীগণ। পাণ্ডুপুত্র মহাযজ্ঞে হৈল অধিষ্ঠান ॥ ধর্ম্মপুত্র রাজা নিজে ভক্ত প্রধান। যজ্ঞ সাঙ্গ কৈল বলে সর্ব্বলোকে ভাণ ॥ যতেক ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করায় বিধানে। রাজসূয় যজ্ঞ রাজা কৈল দৃঢ় মনে ॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পাইলা শুভক্ষণে। কাহাকে পূজিব প্রধান চিন্তে মনে ॥ সভাতে প্রধান আছে বিরিঞ্চি শঙ্কর। মহামুনিগণ চতুর্থ পুরন্দর ॥ আপনি সাক্ষাতে যাতে ত্রিভুবন রায়। যাহাকে পূজিব আগে কহ যে উপায় ॥ চিন্তে যুধিষ্ঠির রাজা মনে পায় ভয়। সহদেব আনিয়া কিবনে মহাশয় ॥ সাক্ষাতে অচ্যুতদেব দেবে প্রধান। সর্ব্ব দেবময় এই এক ভগবান ॥ সর্ব্ব যজ্ঞ ময় এই দেখ কৃষ্ণময়। সর্ব্বলোক গতি পতি এই মহাশয় ॥ তন্ত্র মন্ত্র সাক্ষ্য যে এই সর্ব্ব রূপ। এই সর্ব্ব ময় আর নহে সত্যধ্রুব ॥ আপনে আপনি সৃজে আপনে সংহারে। এই প্রভু নানা রূপ নানা কর্ম্ম করে। এই প্রভু যতেক করায় নানা কর্ম্ম। ইহার কৃপায় লোক সাধে ধর্ম্ম ॥ কেন থেড় সাক্ষাতে থাকিতে রাজ্যেশ্বর। তাহাকে পূজি আগে সভা ভিতর ॥ সর্ব্বলোক পূজা হয় ইহাকে পূজিলে। সর্ব্ব দেব তুষ্ট হয় ইহ তুষ্ট হৈলে ॥ এ বোলবুঝিয়া তুমি আগে কৃষ্ণ সর্ব্বভূত ময় হরি সর্ব্বভাবে ভজ ॥ পূর্ণব্রহ্ম শান্ত শুদ্ধ নিত্য সুখময় এ দেব পূজিলে সর্ব্বদেব পূজা হয় ॥ এতেক বলিয়া সহদেব মহামতি। নিঃশব্দে রহিলা বুঝিয়া ধর্ম্মপতি ॥ সহদেবের বচন শুনিলা সর্ব্বলোকে ॥ সাধু২ বলিয়া বাখানে সভাসদে ॥ বুঝিয়া সভায় মহারাজা যুধিষ্ঠির। নয়নে আনন্দজল পুলক শরীর ॥ পিরীতে পূজিল রাজা আনন্দে বিহ্বল। পুণ্যজলে পাখালিল চরণ যুগল ॥ পঞ্চ

সবান্ধবে সর্ব্বগণে মেলি। প্রভুর চরণজল নিল মাথে ধরি॥ বিচিত্র পীতবসন পরায়। দিব্য অলঙ্কার দিয়া শ্রীঅঙ্গ সাজায়॥ মণিময় ভূষণ বিবিধ মহাধন। দিব্য বেশ করে রাজা অঙ্গের সা-জন॥ নয়নে আনন্দ জল পড়ে শতধারে। ভূষণ পরায় রাজা চা-হিতে না পারে॥ ব্রহ্মা ভব পুরন্দর যুড়ি দুই কর। মুনিগণ সুর-গণ আনন্দে বিহ্বল॥ নমোঃ জয় জয় করে সকলে। দুন্দুভি না-গুন বাজে পুষ্পবরিষণে॥ সুরগণে মুনিগণে জয়ঃ বাণী। ত্রিভুবন পু-রিলা উঠিল জয়ধ্বনি॥ তবে দামঘোষসুত রাজা শিশুপাল। কৃষ্ণগুণ বচন শুনিল দুরাচার॥ উঠিল আসন হৈতে চিত্তে ক্রোধ করি। উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কি বলে বাহু তুলি॥ ভৎসিয়া কৃষ্ণকে গালি দিল অতিশয়॥ সভার ভিতর রক্ষি বলে দুরাশয়। সভায় জ্ঞান বৃদ্ধ কে বুঝিতে পারে। ছাওয়ালের বচনে রাজা মতি টলে॥ তুমি সব পাত্র শ্রেষ্ঠ কুরু সদাজন। হেন ধর্ম্ম তনু থাক শিশুর বচন॥ গঙ্গাসুত তুমি সব আছ বিদ্যমানে। হেন সভা মধ্যে কর গোয়া-লে প্রধানে॥ এতবিদ্য তপোময় মহামুনিগণ। দিব্য জ্ঞান [illegible] ভুবন পারণ॥ এ সব থাকিতে মহাঋষি [illegible]। ব্রহ্মা-দি চন্দ্র সূর্য্য আছে পুরন্দর॥ তাহাতে উত্তম পাত্র কে হয় কো-থা। কুল শীল বিবর্জ্জিত আশ্রম আচার॥ কুল বিনাশন সর্ব্ব [illegible] বহিষ্কৃত। স্বচ্ছন্দ আচার গুণ হীন বিনিন্দিত॥ হেন গোপজাতি কৃষ্ণ পূজিতে যুয়ায়। কাকে যেন যজ্ঞভাগ আগে বসি খায়॥ য-যাতি রাজার শাপ আছে যদুকুলে। যদুবংশে কেহ যেন রাজা নাহি করে॥ হেন যদুকুলে জন্ম লোক বহিষ্কৃত। মদ্য পান রত সাধুজন বিবর্জ্জিত॥ ধন্য জন সেবিত ছাড়িয়া পুণ্যদেশ। গড় বান্ধি করে গিয়া সাগরে প্রবেশ॥ হেন কৃষ্ণ হয় কি পূজার অধিকারী। এই রূপ শিশুপাল কৃষ্ণে দিল গালি॥ যত গালি দিল শিশুপাল মহামতি। সেই স্তুতি করিয়া বর্ণেন সরস্বতী॥ কিছু না বলিল তাকে দেব শ্রীনিবাসে। শৃগাল শবদে যেন কেশরী না রোষে॥ কৃষ্ণ নিন্দা শুনিয়া উঠিল সভাসদে। দুই কর্ণে হস্ত দিয়া চলিল নি-জপদে॥ কৃষ্ণ নিন্দা শুনে কিবা সাধু নিন্দা শুনে। কর্ণ ধরি যেজন নিন্দয় কৃষ্ণধনে॥ অধোগতি হয় তার সব পুণ্য ক্ষয়। সাধু নিন্দা

সব পাপ কহনে না যায়॥ তবে পাণ্ডুসুত আদি মহাবীরগণে। ক্রোধকরি অস্ত্রধরি উঠিলা তখনে॥ খড়্গচর্ম্ম ধরিয়া উঠিল শিশুপাল কৃষ্ণপক্ষ বীরগণ ভং[illegible] দিয়া অপার॥ তবেহরি বীরগণে করি নিবারণ ক্রোধ করি আপনে উঠিলা নারায়ণ॥ ক্ষুরধার চক্রে মাথা কাটিয়া ফেলিল। হাহাকার কোলাহল শবদ উঠিল॥ শিশুপালপক্ষ যত আ[illegible] ছিলনৃপতি। প্রাণভয়ে তারা সবগেল ভিতাভিতি॥ তার অঙ্গজ্যোতি গিয়া উঠিল গগনে। তড়িৎ সঞ্চার যেন দেখে সর্ব্বজনে॥ প্রবেশ করিল জ্যোতি গোবিন্দ চরণে॥ নয়ন মুদিয়া লোক রহিল সে-স্থানে॥ বৈরী ভাব ধরে দৈত্য তিন জন্ম ধরি। সতত চিন্তিল কৃষ্ণ বৈরী [illegible] করি॥ রূপ ধ্যান করি দৈত্য হৈল কৃষ্ণময়। কৃষ্ণ রূপ চিন্তিলে গোবিন্দ রূপ হয়॥ তবে যজ্ঞ সমাপিল ধর্ম্মের নন্দন বিবিধ দক্ষিণা দিয়া পুজিল ব্রাহ্মণ॥ বিধি অনুসারে কৈল সক[illegible] লোক পূজা। যজ্ঞ সমর্পিল তবে যুধিষ্ঠির রাজা॥ মহাভাগ যোগে[illegible] শ্বর প্রভু ভগবান। যুধিষ্ঠির উর্দ্ধ করাইল সমাধান॥ বন্ধুগণ র[illegible] [illegible] ধরিয়া সম্ভ্রম। কত দিন রহিল বান্ধব অনুরাগ॥ ক[illegible] রহিল বন্ধুগণ সম্ভাষিয়া। চলিলা দ্বারিকাপুরে [illegible] [illegible] হেন অপরূপ করিল শ্রীহরি। অনন্ত কৃষ্ণের কথা কে কহিতে পা[illegible] যজ্ঞ সমর্পিয়া রাজা ধর্ম্মের নন্দন। যজ্ঞ শেষ পূর্ণ স্নান করিয়া অ[illegible] র্জ্জন॥ স্নানে বান্ধবা রাজা যেন পুরন্দর। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় [illegible] [illegible] মণ্ডল॥ সুর নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ করি। পুজিল সব লোক কৃষ্ণে মন ধরি॥ আনন্দে চলিল লোক যজ্ঞ প্রসংশি[illegible] সভে দুর্য্যোধন সেন মনে দুঃখ পায়া॥ শিশুপাল বধ নৃপ[illegible] বিমোচন। মহাযজ্ঞ পুণ্য কথা যে করে কীর্ত্তন॥ কৃষ্ণগুণ [illegible] পুণ্য যশঃ পরকাশ। সর্ব্ব পাপ হরে তার বিষ্ণুপদে বাস॥ শ্রী[illegible] গবত আচার্য্যের মধুর রস বাণী। চিত্ত দিয়া শুন লোক প্রেম তরঙ্গিণী॥ ৭৪॥

পয়ার। তবে রাজা জিজ্ঞাসিল মুনির চরণে। দুর্য্যোধন কি পাইল অপমানে॥ মহাযজ্ঞ দেখিল লোক বাড়িল আনন্দ দুর্য্যোধন রাজা কেন হৈল নিরানন্দ॥ কহ শুক যোগেশ্বর ইহার কারণ। তবে শুকমুনি কহে সব বিবরণ॥ পিতামহ তোমার আ[illegible]

ছিল যুধিষ্ঠির। মহাযজ্ঞ আরম্ভিল নৃপতি সুধীর॥ পরিচর্য্যা করিতে আনিল বন্ধুগণ। যার যে যে যজ্ঞকর্ম্ম কৈল নিয়োজন॥ ভীষ্ম আদি করি পাইল করিতে রক্ষণ। ধন অধিপতি করি দিল দুর্য্যোধন॥ সহদেব লোক পূজা কর্ম্মে নিয়োজিল। আনিতে যোগ্য হইতে নকুল স্থাপিল॥ সাধু সেবা করিতে স্থাপিল ধনঞ্জয়। পাদ প্রক্ষালিতে দিল কৃষ্ণ মহাশয়॥ অন্ন পরিবেশনে দিল দ্রুপদ-কুমারী। কর্ণ মহাদাতা দিল দানে অধিকারী॥ যুযুৎসু বিরাট দি[illegible] সন্তপণে॥ নানা কর্ম্মে নিয়োজিল যত মহাজনে॥ এই যজ্ঞ [illegible] কৈল ধর্ম্মের নন্দন। সর্ব্ব ভাবে সর্ব্ব লোক কৈল আরাধন॥ [illegible] সমর্পিয়া দিল বিবিধ দক্ষিণা। যার যে পিরীতি না কৈল বিড়ম্বনা॥ দশ ঘোষস্তুত ছিল সভা বিদ্যমানে। প্রবেশ করিল গিয়া [illegible] চরণে॥ তবে পূর্ণ দিয়া কৈল যজ্ঞ সমাপন। স্থানে চলিল [illegible] কৈল গঙ্গাস্নান॥ দুন্দুভি বাজনা বাজে আর শঙ্খ ভেরী। বিবিধ বাজনা বাজে অনেক প্রকারি॥ নর্ত্তকী নর্ত্তক আর নানা নৃত্য গীত। বিবিধ মঙ্গল নৃত্য চৌদিগে পূরিত॥ বিবিধ পতাকা ধ্বজ উঠে ছত্র নানা। নানা বর্ণে দিব্য ঘোড়া নানা সাজে সেনা॥ মহা[illegible] মহারথ কাঞ্চনে নির্ম্মিত। দিব্য বেশ সব নারী ভূষণে ভূষিত॥ [illegible] রাজাগণ ধায় রাজার গোচর। সৈন্য ভারে মেদিনী করয়ে টলমল॥ যাজক ব্রাহ্মণগণে করে বেদধ্বনি। দেবঋষি পিতৃগণ স্তুতি [illegible] শুনি॥ গন্ধর্ব্ব কিন্নরে গায় নাচে বিদ্যাধরী। পুষ্প বরিষণ করে দিব্য নর নারী॥ ছিটিয়া চন্দন কোথা গন্ধ বিলেপনে। নানা [illegible] কেহ তবে করায় সেচনে॥ কেহ গন্ধ কেহ জল চৌদিগে ছিটায়। হরিদ্রা গোরসে কেহ ভুলিয়া ফেলায়॥ আগে দেবীগণ যায় [illegible] বিমানে। চৌদিগে বেষ্টিত তার মহাভট্টগণে॥ হাস পরিহাস গন্ধ চন্দনে সেচন। চর্ম্মকোষ ভরি করে জল বরিষণ॥ স্তন [illegible] তনু বসন বিলাস। কেশ বাস বিগলিত কুচ পরকাশ॥ [illegible] বিহর রস নয়ন গতি ভঙ্গ। দেখিয়া কামুক জনের মদন তরঙ্গ॥ হেম বিনির্ম্মিত রথে করি আরোহণ। চৌদিগে বেষ্টিত মহাভাট কবিগণ॥ রথ গজ তুরঙ্গ রাজার অগ্রযান। দুই পাশে নৃপগণ রাজার যোগান॥ উত্তরিল গিয়া রাজা সুরনদীতীরে।

অভিষেক কৈল আগে যজ্ঞ শেষ নীরে ॥ মহা অভিষেক পাছে য
জ্ঞের বিধানে। সার্ত্তিক হইয়া তাহা কৈল সমাধানে ॥ আচমন
করিয়া মার্জ্জন গঙ্গাজলে। অভিষেক কৈল রাজা বিধি অনুসারে।
দেব বাদ্য নর বাদ্য দুন্দভি বাজন। জয়২ স্তুতিবাণী পুষ্প বরিষণ।
দেব ঋষি গন্ধর্ব্ব কিন্নর পিতৃগণ। মহা অভিষেক জলে করয়ে
মার্জ্জন ॥ সর্ব্বলোক আনন্দিত হৈল পাপক্ষয়। মহাপাতকীর
যাতে পাতক না রয় ॥ মহা অভিষেক করি ধর্ম্মের কুমার। উঠিয়
পরিল রাজা রাজ অলঙ্কার ॥ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণে ভূষণ ভূষণে
বিবিধ দক্ষিণা দিয়া পূজিল চরণে ॥ জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব সকল নৃপ
গণে। একেং পূজিল সকল জনে জনে ॥ ভকত সত্তম রাজা বিং
নিলাম্বর। যার যেন যজ্ঞ পূজা পূজিল সকল ॥ বসন ভূষণ সর্ব্বলোক
বিরাজিত। মকর কুণ্ডল হার চন্দনে চর্চ্চিত ॥ বিবিধ বিধানে
পান অঙ্গের কাছনি। বহুবিধ ভূষণে ভূষিত রাজধানী ॥ যাজ্ঞি
ব্রাহ্মণগণ সদৃশ্য ব্রাহ্মণ। বেদ স্তুতি ব্রাহ্মণ যত ক্ষিতিপতিগণ
দেব ঋষি পিতৃগণ গন্ধর্ব্ব চারণ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য যত নারী
সবেই চলিল রাজা করিয়া সম্ভাষা। মহাযজ্ঞ মহোৎসব করি
প্রশংসা ॥ সর্ব্বলোক গেল তবে নিজ২ ধাম। আনন্দে রহিল র
ভকত প্রধান ॥ ভাই বন্ধু বান্ধব সুহৃদ মিত্রগণ। স্নেহ ভাব করি
রাখিল সর্ব্বজন ॥ চরণে ধরিয়া কৃষ্ণ রাখিল যতনে। নবং দি
দিনে পূজিল বিধানে ॥ রাজার পিরীতি হরি করিবারে চ
সব যদুগণ আনি দ্বারকা পাঠায় ॥ আপনে রহিলা হরি রাজ
গোচরে। পাঠায়ে সকল লোক দিল নিজপুরে ॥ ধর্ম্মসুত র
সিংহ মহাগুণনিধি। সুখময় সমুদ্রে ভাসিল নিরবধি ॥ এক
দুর্য্যোধন গেল অন্তঃপুরে। রাজপুর দেখিয়া রাজা জানিল
ভরে ॥ সুরেন্দ্র নরেন্দ্র লক্ষ্মী যাতে নানা ভাঁতি। ত্রিভুবনে স
যে একং মূর্ত্তি ॥ ময়দানবের সভা বিচিত্র নির্ম্মাণ। তাহাতে ব
আছে নৃপতি প্রধান ॥ দিব্য বেশ নারীগণ দাসী সঙ্গে করি। প
চর্য্যা করে যথা দ্রুপদ কুমারী ॥ অতুল সম্পদ দেখি মহা অনু
দুর্য্যোধনে হৃদয়ে উঠিল অনুতাপ ॥ বোল সহস্র যাতে কৃষ্ণের র
মণী। সিঞ্জিল মঞ্জির পদ রতন কিঙ্কিণী ॥ রাজ সিংহাসনে র

ধর্ম্মের নন্দন। চৌদিগে বেড়িয়া আছে ভাই বন্ধুগণ॥ ইন্দ্রপুরে ইন্দ্র যেন ত্রিদশের মাঝে। দীপ্ত করে নরপতি দিব্য সভামাঝে॥ নর্ত্তকী নাচয়ে করে স্তবকে মহিমা। উচ্চ নাদে ভাটগণ পড়য়ে ভাটিমা॥ হেনকালে গেল তথা রাজা দুর্য্যোধন। চৌদিগে বেড়িয়া তার আছে ভাইগণ॥ দেখিয়া সম্পদ রাজা ক্রোধে হৈল অন্ধ। হাতে হাত মোচড়ে দশনে পিষে দন্ত॥ ক্রোধে অচেতন রাজা নাহিক জ্ঞান। স্থলে জল জ্ঞান করি তোলে পরিধান॥ জলে স্থল জ্ঞান করি নাম্বায় নিবাস। তা দেখিয়া নারীগণ করে উপহাস॥ ক্র-কুটে চাহিয়া দিল দৈবকী নন্দন। ভীম আদি করি সব হাসে দুপ-দগণ॥ ভয়ে যুধিষ্ঠির রাজা করে নিবারণ। হাসে সর্ব্বলোক কেহ না শুনে বচন॥ আপনে রসিক যাতে প্রভু শ্রীহরি। আনের শক্তি আছে কি করিতে পারি॥ লাজ পায়্যা দুর্য্যোধন গেলা নিজ ঘরে। হাহাকার শবদ উঠিল সভাঘরে॥ বিষাদ ভাবিয়া রহে ধর্ম্মের নন্দন। নিশব্দে রসিক ঠাকুর নারায়ণ॥ পৃথিবীর ভারহরি হরি ভাবে চায়। অন্য বিবাদ করি বৈরিতা বাড়ায়॥ যে কিছু দুর্ব্বল কহিল সাক্ষাতে। দুর্য্যোধন কুমতি বাড়িল যেন ঘৃতে॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী। দুর্য্যোধন মানভঙ্গ প্রেমতরঙ্গিণী॥ ৭৫॥

পয়ার। তবে মুনি বলে রাজা শুন পরীক্ষিত। অদ্ভুত আর কথা গোবিন্দ চরিত॥ ক্রীড়া নর কলেবর নরলীলা করি। শাল্ব নামে অসুর তবে বধিলা শ্রীহরি॥ শিশুপাল সখা শাল্ব আছিল অসুর। সমরে জুঝার বীর পরম নিষ্ঠুর॥ রুক্মিণী হরণে গেল যখনে শ্রীহরি। তখনে আছিল তথা শাল্ব মহাবলী॥ সংগ্রামে হারিয়া বীর পলাইল তখনে। প্রতিজ্ঞা করিল শাল্ব ভাবি বিদ্যমানে অযাদব পৃথিবী করিব বাহুবলে। মোর যশ রহে যেন ধরণীমণ্ডলে প্রতিজ্ঞা করিয়া এই চলিল দুরন্ত। শিব আরাধিল গিয়া বৎসর পর্য্যন্ত॥ এক মুষ্টি পাংশু খায় দিন অবসানে। তুষ্ট হয়্যা শিব দেব আইল সন্নিধানে॥ আনন্দিত হয়ে রাজা মাগে এই বর। কামগতি রথ দেহ দেব মহেশ্বর॥ গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর আর সুরাসুরে। ত্রিভুবনে কেহ যেন ভাঙ্গিতে না পারে॥ ত্রিভুবন জিনিয়া আনিমু এক

রথে। হেন বর মাগি নাথ তোমার সাক্ষাতে॥ অলক্ষিত গতি রথ লোক ভয়ঙ্কর। তুষ্ট হয়্যা পশুপতি দিল সেই বর॥ ময়নামে দানব আনিয়া বিদ্যমানে। আজ্ঞা দিল হেন রথ করিয়া নির্ম্মাণে॥ রথ নিরমিয়া ময় দিল সচকিত। শোভনামে রথখান লোহার নির্ম্মিত॥ অন্ধকার ময় রথ অলক্ষিত গতি। তাহাতে চড়িয়া চলে সার্থ দুষ্টমতি॥ বেড়িল দ্বারকাপুরী লয়ে মহাসেনা। গড়ের বাহিরে গিয়া বেড়ি দিল হানা॥ রতন ভরণ ভাঙ্গে প্রাচীর দুয়ার। গোপুর মন্দিরপুর বিমান বিহার॥ অস্ত্র বরিষণ পড়ে গাছ পাথর। বজ্র পড়ে নিষ্ঠুর গর্জ্জন জলধর॥ প্রচণ্ড চক্রবাত আর ধূলা বরিষণ। দশদিগ আচ্ছাদিল মহাগরজন॥ দেখিয়া প্রদ্যুম্ন বীর কৃষ্ণের তনয়। শান্তিয়া রাখিল লোক না করিয়া ভয়॥ এ বোল বলিয়া বীর মহারথে চড়ি। মহাসেনাপতিগণ নিজ সঙ্গে করি॥ সাত্যকী অক্রুর গদ শুক শারণ। শাম্ব ভানু বৃন্দ আর যত বীরগণ॥ আর যত সেনাপতি মহাধনুর্দ্ধর। মহাভাট মহারথ তুরঙ্গ কুঞ্জর॥ চলিল প্রদ্যুম্ন বীর সাজি বহুসেনা। নানা বর্ণ হাতি ঘোড়া চতুরঙ্গ বানা॥ বাজিল সার্থের সহ তুমুল সংগ্রাম। রহিল না রবে যুদ্ধ তাহার সমান॥ ধনুকে টঙ্কার দিয়া যোড়ে চোখা শর। কাটিল সকল তাহা কৃষ্ণের কোঙর॥ তিলেতে সার্থের মায়া সব গেল নাশে। সূর্য্যের প্রকাশে যেন তিমির বিনাশে॥ বিন্ধি পঞ্চম বাণে সার্থ সেনাপতি। দশ২ বাণে আর বিন্ধিল সারথি। বিন্ধিল পঞ্চাশ বাণে সার্থ কলেবর। তিন তিন বাণে ঘোড়া টক্কর২॥ এক রূপ বহু রূপ নানা রূপ ধরে। অলক্ষিত রথ কেহ লক্ষিতে না পারে॥ মায়াময় রথখান দেখিতে না দেখি। কি করে কোথাকে থাকে লখিতে না লখি॥ ক্ষণে জলে স্থলে ক্ষণে আকাশ মণ্ডলে। ক্ষণে রথ পরবেশে পর্ব্বত শিখরে॥ যথা২ চিন্তি আছে সর্ব্ব ঠাঞি। কোথা সৈন্য কোথা সার্থ দেখিতে না পাই। যত সেনাপতি যদুগণের প্রধান। ধনুকে টঙ্কার দিয়া যোড়ে চোখা বাণ॥ বিন্ধিয়া সার্থের সৈন্য করে জর২। তবে কোন যুক্তি করি সার্থ মহাবল॥ একেবারে করে তীক্ষ্ণ বাণ বরিষণ। তবু যদুবীরগণ না ত্যজিল রণ॥ আছিল সার্থের মন্ত্রী বীরের প্রধান। দুর্মতি

যজ্ঞ যদি কৈল সমাধান। শিশুপাল সংহার করিলা ভগবান॥ দুর্লক্ষ
দেখিয়া বিস্ময় করি চিত্তে। বন্ধুগণ সম্ভাষিয়া চলিলা ত্বরিতে॥ বন্ধুগ
সহ আমি হেথা উপস্থিত। না জানি কি হয় তথা কার্য্য বিপরীত।
শিশুপাল বিপক্ষ যত বিপক্ষ নৃপতি। না জানি কি করে তারা পুরী
দুর্গতি॥ এতেক বচন কহি প্রভু হৃষীকেশ। দ্বারকা নগর আসি কৈ
পরবেশ॥ নিজগণ ক্রন্দন রবে দেখিয়া শ্রীহরি। সারথির তরে আজ্ঞা
দিল ত্বরা করি॥ চালাহ সারথি রথ না কর বিলম্ব। শালের মায়া
জানি যুদ্ধ দেহ ভঙ্গ॥ শাল যথা তথা রথ চালাহ সত্বরে। স্বগণে মারি
তারে রনের ভিতরে॥ তবে কোন কর্ম্ম করে শাল্ দুরাচার। শক্তিপা
তুলিয়া ফিরায় শত বার॥ ফেলিয়া মারিল শক্তি সারথির শিরে
উল্কাপাত হৈল যেন আকাশমণ্ডলে॥ শক্তিপাট পড়িব দেখিয়া ভগ
বান তীক্ষ্ণ বাণে শক্তি কাটি করে খান খান॥ বিন্ধিল যোড়শ ব
শালের শরীরে। রথখান জরজর কৈল শরজালে॥ তবে কোন কর্ম্ম করে
শাল্ দুরাচার। আকর্ণ পুরিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার॥ বামহস্ত কৃষ্ণের বি
ন্ধিল তীক্ষ্ণ বাণে। খসিয়া পড়িল ধনু নিজ হস্ত হনে॥ পড়িল সা
ধনু দেখি চমৎকার। ত্রিভুবনে শবদ উঠিল হাহাকার॥ ডাকিয়া
বলে শাল্ আরেরে গোয়াল। আজি মোর হাতে তোর নহিব নিস্তার।
মোর সখা তোর ভাই হয় শিশুপাল। তার ভার্য্যা সাক্ষাতে হরিল
দুরাচার॥ তো-হেন নির্লাজ কেহ নাহি ত্রিভুবনে। সভামধ্যে ভাই ব
কৈলি বিদ্যমানে॥ তীক্ষ্ণ বাণে আজি তোর হরিব পরাণে। রণে স্থি
হয়্যা রহ মোর বিদ্যমানে॥ শালের বচন শুনি বলয়ে শ্রীহরি। কেনে
বেটা বলিস এতেক দর্প করি॥ সূর হয় বিক্রম দেখায় আপনার। বা
হয়্যা বচনে না করে অহঙ্কার॥ এ বোল বলিয়া হরি গদাপাট তুলি
মারিল শালের গালে তীক্ষ্ণ গদাবাড়ি॥ কাঁপিয়া উঠিল শাল্ রক্ত পড়ে
ধারে। অন্তরীক্ষ হৈয়া গেল আকাশমণ্ডলে॥ ক্ষণেক অন্তরে এক
পুরুষ আসিয়া। রহিল কৃষ্ণের আগে প্রণাম করিয়া॥ দৈবকী তোমার
মাতা পাঠাইল মোরে। নিবেদন কর নাথ চরণ যুগলে॥ কৃষ্ণ২ মহা
বাহু প্রমাদ ঘটিল। বান্ধিয়া তোমার পিতা শাল্ লয়ে গেল॥ কোন
বুদ্ধি করি কি হব উপায় পরকার। কোন মতে করিবে বাপের প্রতি
কার॥ এবোল শুনিয়া কৃষ্ণ ভাবিয়া বিস্ময়। দুঃখ শোক পাই হরি চিত্তে
অতিশয়॥ মানুষপ্রাকৃত লীলা কপট করিয়া। কহিতে লাগিল কান্দি

...বক্ষয় করিয়া ॥ জ্যেষ্ঠ ভাই তথাতে থাকিতে বলরাম। ত্রিভুবনে নাহি
বীর তাঁহার সমান ॥ অল্প বল শাল্ব পিতা হরি লয়্যা যায়। বিধি বাম
... তাতে কি হবে উপায় ॥ হেনকালে শাল্ব আসি দিল দরশন। বসু-
দেব করে ধরি কি বলে বচন ॥ হের দেখ কৃষ্ণ তোর ... পিতা।
...ইক্ষণে তোর বিদ্যমানে কাটি মাথা ॥ যদি কৃষ্ণ পার ... বাপের রক্ষা
... নহে হের মাথা কাটি তোমারি গোচর ॥ এতেক ... খাণ্ডা
... কাটে শির। আকাশে উঠিয়া গেল শাল্ব মহাবীর ॥ ক্ষণেক
...লেন কৃষ্ণ হইয়া মূর্চ্ছিত। মনুষ্য স্বভাব চিত্ত করি নিয়োজিত।
... পরমানন্দ শুদ্ধ জ্ঞানময়। সঙ্গ দোষে ... অবশ্য দোষ হয় ॥
... বুঝাইতে প্রভু নরলীলা করে। বুঝায় সকল ... শিক্ষা করাবারে ॥
... কৃষ্ণ মেলিয়া উঠিল দুই আঁখি। জানিল ... মায়া সব লোক
...॥ নাহি বসুদেব তথাতে বাপের কলেবর। ... শাল্বের মায়া
...গুল সকল ॥ আকাশে দেখিল শাল্ব সৌভ উপরে। ... করি জগ-
... উঠিল সত্বরে ॥ এইরূপে কোন২ রোষে মুনিগণ। আপনে না বুঝে
... আপন বচন ॥ কোথা শোক কোথা মোহ কোথা প্রেমভয়।
...বা পরমানন্দ শুদ্ধজ্ঞানময় ॥ যাঁর চরণারবিন্দ সেবা অনুভব।
অবিদ্যা বিনাশ তবে হরে ভবতাপ ॥ শান্তনু গতি পতি পুরুষ পুরাণ।
...র শোক তাঁর মোহ কি হয় প্রমাণ ॥ এইরূপে কেহ২ কহে অজ্ঞানে।
... তারা সব কৃষ্ণের মহিমা নাহি জানে ॥ অস্ত্রে শস্ত্রে করে শাল্ব
... বরিষণ। তাহা দেখি ক্রোধ কৈল দেবকীনন্দন ॥ অঙ্গের কবচ
...টি কৈল জর২। আর বাণে কাটিল হাতের ধনুর্দ্ধর ॥ কাটিল মাথার
... খরতর শরে। রথখান চূর্ণ কৈল গদার প্রহারে ॥ খণ্ড২ হৈয়া রথ
... সাগরে। লাফ দিয়া পড়ে শাল্ব ভূমির উপরে ॥ গদা পাট তুলিয়া
... হৈল আগুয়ান। গদা সহ বাণে কাটি কৈল খান২ ॥ শাল্বের
কাটিল ভুজ প্রভু গদাধর। ভূমিতে পড়িল মাথা মুকুট কুণ্ডল ॥ বজ্রে
যেন পর্ব্বত কাটিল পুরন্দরে। হাহাকার শবদ উঠিল ক্ষিতীতলে ॥ সৌভ
...হ শাল্ব যদি পড়িল সংগ্রামে। তবে যুঝিবেন প্রভু দন্তবক্র সনে ॥
...র শিরোমণি শ্রীগদাধর জান। শ্রীভাগবতআচার্য্যের মধুরসগান ॥৭৬

পয়ার। শিশুপাল শাল্ব যদি পড়িল সংগ্রামে। পড়িল পাণ্ডুক
...দি তীক্ষ্ণ চক্রবাণে ॥ যুঝিবারে আইল বীর বন্ধুগণ তার। দন্তবক্র নামে
এক রাজা দুরাচার ॥ পদভরে ধরণী করয়ে টল মল। গদা লৈয়া আ...

হৈল স্থির করিতে সমর ॥ গদা হাতে দৈত্যের দেখিয়া গদাধর। গদা
হাতে রথে হতে নাম্বিল সত্বর ॥ গদাধর দেখিয়া কি বলে দন্তবক্র
ভাল ভাল আজি কৃষ্ণ দূর কর দর্প ॥ ভাল মিত্রদ্রোহী তুমি মাতুল হে
আর। গদার প্রহারে তোরে করিমু সংহার ॥ তবে আজি শুধিব বান্ধব
গণ ঋণ। বন্ধুরূপে শত্রু তুমি ধর নরচিহ্ন ॥ এইরূপে কৃষ্ণ বাণী বলি
অতি ক্রুর। সিংহনাদ করিয়া ডাকিল অতিশয় ॥ মারিব গদার বাড়ি
কৃষ্ণের উপরে। তথু না টলিল হরি গদার প্রহারে ॥ তবে কৌমুদকী
গদা তুলিল শ্রীহরি। বুকের উপর মারিল এক বাড়ি ॥ বুক ভাঙ্গি দন্ত
বক্র হৈল দুই চির। কলকেঃ মুখে পড়িল রুধির ॥ হাত পা আছাড়িয়
ত্যজিল শরীর। ভূমিতলে পড়িল দারুণ মহাবীর ॥ সূর্যতেজ উঠিল
দৈত্যের দেহ হৈতে। কৃষ্ণে পরবেশ কৈল দেখে সর্ব্বজনে ॥ বিদূরথ তার
ভাই শোকেতে ব্যাকুল। খড়্গ চর্ম্ম ধরি বীর ডাকিল নিষ্ঠুর ॥ কৃষ্ণ
মারিবারে বীর হৈল আগুসার। চক্রে মাথা কাটি তার করিল সংহার
কিরীট কুণ্ডল সহ বিদূরের শির। ভূমিতে পড়িয়া তার লোটায় শরীর
এইরূপে সৌভমল্ল দন্তবক্র কাটি। বিদূরথ আদি আর বীর কোটি২।
দ্বারকা প্রবেশ কৈল দেবকীনন্দন। সুরগণে স্তুতি করে পুষ্প বরিষণ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নরে গায় নাচে বিদ্যাধরী। সিদ্ধ মুনিগণ স্তুতি করে মন্ত্র পড়ি
পিতৃগণ দেবগণ বিদ্যাধরিগণ। কৃষ্ণের মহিমা যশ করয়ে কীর্ত্তন।
চৌদিকে বেষ্টিত প্রভু যদুবীরগণে। দ্বারকা প্রবেশ কৈল সবল বাহনে ॥
মহাযোগেশ্বর হরি পূর্ণ ভগবান। জগৎ ঈশ্বর প্রভু সর্ব্ব গুণধাম ॥ বি
চারে না দেখে প্রভুর জয় পরাজয়। প্রভু বুদ্ধি জানে তার করয়ে নির্ণয়
কুরুবংশে পাণ্ডুবংশে বাজিল সংগ্রাম। দুইজনে বিস্তর শাস্তিল বলরাম
আপনে মধ্যস্থ হৈয়া কৈল নিবারণ। নিবারিতে না পারিল কৃষ্ণ নব-
ঘন ॥ তীর্থ পর্য্যটনে গেলা ঠাকুর বলরাম। আর যত তীর্থ কৈল শুভ
অভিয়ান ॥ বিন্ধ্য সরস্বতীকূপ করে সন্দর্শন। বিশালা নদীর জলে
করিল মজ্জন ॥ ব্রহ্মতীর্থ চক্রতীর্থ প্রাচী সরস্বতী। তবে যমুনার
তীরে গেলা যদুপতি ॥ গঙ্গাস্নান করি গেলা নৈমিষ অরণ্যে। ছাব্বিশ
সহস্র তথা বৈসে মুনিগণে ॥ জন্তু লক্ষ করি তথা বৈসে মুনিগণে। তা স-
বার সহে রাম কৈল সম্ভাষণে ॥ উঠিয়া প্রণাম কৈল যত মুনিগণে। পা-
দ্যঅর্ঘ্য দিয়া পুজে রামের চরণে ॥ পুজিয়া বসায় রামে কনক আসনে
সভাগণে পুজিল রাম আতিথ্য বিধানে ॥ বেদব্যাস শিষ্য তথা লোমহর্ষণ

সভার ভিতরে আছে করিয়া আসন ॥ পুরাণ বাখানে সুতমুনি বিদ্য-
মানে। আসন ত্যজিয়া না উঠিল সভা হনে ॥ তারে ক্রোধ কৈল রাম
দেখিয়া দুর্নয়। শূদ্র হৈয়া ব্রাহ্মণে পড়ায় দুরাশয় ॥ ধর্ম্মপালক আমি
শাস্তি করিব উচিত। ব্যাসশিষ্য হৈয়া এত করয়ে অনীত ॥ ধর্ম্মশাস্ত্র
যতেক পুরাণ ইতিহাস। সকল পড়িয়া এত বড় বাড়িলাস ॥ বিনয় বি-
হীন দুষ্ট অতি দম্ভময়। দুষ্টজন গতি কভু সুখ হেতু নয় ॥ এই সে কা-
রণে আমি কৈল অবতার। পাষণ্ডী দুর্জ্জয় জন করিতে সংহার ॥ এ-
তেক বচন বলি প্রভু বলরাম। ক্রোধ ত্যজি তবু চিত্তে দিল সমাধান ॥
অশান্ত দুর্গত বান্ধে কোন প্রয়োজন। তবু তার আজে হৈল অদৃষ্টে লি-
খন ॥ কুশের আগ দিয়া তার অঙ্গ পরশিল। সেইক্ষণে ব্যাসসুত প্রাণ
ছাড়ি গেল ॥ হাহাকার শবদ উঠিল মুনিগণে। বিষাদ ভাবিয়া মুনি
চিন্তে মনে মনে ॥ অধর্ম্ম করিলে রাম না করিলে ভাল। আপনে ঈশ্বর
হৈয়া কৈলে দুরাচার ॥ ব্রহ্মাসন দিয়াছিল সভার ভিতরে। পরমায়ু
দিল বল দিয়া কলেবরে ॥ সভাতে বসিয়া সুত পড়িল পুরাণ। যাবৎ
দিন যজ্ঞ হয় সমাধান ॥ ব্রহ্মবধ কৈলে রাম তুমি অজ্ঞানিত। ঈশ্ব-
রের কর্ম্ম কভু নহে বিপরীত ॥ যদ্যপি তোমাতে দোষ নাহি কদাচিত।
তথাপি করিবে ব্রহ্মবধ প্রায়শ্চিত্ত ॥ বেদ পক্ষ রক্ষা হেতু ঈশ্বরের কর্ম্ম।
ঈশ্বর বুঝায়ে এ সকল লোকধর্ম্ম ॥ তবে বলরাম প্রভু বলে কোন বাণী।
ব্রহ্মবধ প্রায়শ্চিত্ত কহ তত্ত্ব জানি ॥ প্রথমে করিব কিবা নিয়ম আচার।
যে যে রূপে ব্রহ্মবধ হয় প্রতীকার ॥ দীর্ঘ পরমায়ু দিব দিব তত্ত্বজ্ঞান।
যোগবলে সকল সাধিব বিদ্যমান ॥ রামের বচন শুনি বলে মুনিগণ।
শুন রাম মহাভুজ আমার বচন ॥ অস্ত্রের সকল তুমি করিবে সর্ব্বথা।
সুতের মরণ কভু নহিবে অন্যথা ॥ মুনির বচন করিবারে চাহ তথ্য।
হেন কর্ম্ম কর যেন সব হবে সত্য ॥ তবে বলরাম বলে শুন মুনিগণ।
পুত্ররূপে হয় গিয়া পিতার জনম ॥ আত্মা বৈজায়তে পুত্র ইতি বেদ
বাণী। তেকারণে ধর্ম্ম সার কহি তত্ত্ববাণী ॥ ইহার তনয় আছে উচ্চ-
শ্রবা নাম। ব্রাহ্মণ সভাতে বসি পড়িল পুরাণ ॥ দীর্ঘ পরমায়ু দিব
মহাবুদ্ধি বল। কহ মুনিগণ আর বিধি বিদাম্বর ॥ ইল্বলের পুত্র আছে
বল্ক অসুর। রক্ত মাংস বৃষ্টি করে গর্জ্জয় নিষ্ঠুর ॥ পর্ব্বে২ আসিয়া
করে যজ্ঞের দুষ্মন। রক্ত মাংস মদ্য মূত্র করে বরিষণ ॥ তাহাকে মা-
রিয়া কর তীর্থ পর্য্যটন। তবে তুমি ভাইসহ করিয়া ভ্রমণ ॥ তীর্থ-

স্নান করি হৈব শুদ্ধ কলেবর। এ বোল শুনিয়া তবে রহিলা হলধর।। ধীর শিরোমণি শ্রীগদাধর জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধু রস গান।। ৭৮।।

পয়ার। তবে পর্ব্বকাল আসি দিল দরশন। যজ্ঞের উপরে হৈল রক্ত বরিষণ।। বিপরীত গন্ধ বহে বাস ভয়ঙ্কর। বিষ্ঠা মূত্র বরিষয় যজ্ঞের উপর।। তবে রাম বল্কল দেখিল বায়ুপথে। আকাশে ভ্রময় দৈত্য শূল ধরি হাতে।। দন্ত মুখ বিকট পিঙ্গল কেশভার। ধূম্রবর্ণ কলেবর পর্ব্বত আকার।। তবে রাম মনে স্মঙরিল হলমুষল। পর চক্র বিদারণ প্রলয় অনল।। সেইক্ষণে দুই অস্ত্র দিল দরশন। লাঙ্গল তুলিয়া রাম শত্রু বিনাশন।। মুষল তুলিয়া রাম আকাশে ফিরায়। লাঙ্গল লাগায়্যা গলে টানিয়া নাম্বায়।। ক্রোধ করি মারে রাম মূষলের বাড়ি। ভূমেতে পড়িল দৈত্য আর্ত্তনাদ করি।। ভাঙ্গিল দৈত্যের মাথা হৈল শতখান। রুধির উগারি মুখে ত্যজিল পরাণ।। মারিল বল্কল দৈত্য প্রভু হলধর। চক্রে যেন পর্ব্বত কাটিল পুরন্দর।। মুনিগণে স্তুতিকরে জয়২ নাদ। শিরে হাত দিয়া মুনি করে আশীর্ব্বাদ।। পুণ্যজলে অভিষেক কৈল মুনিগণে। বৃত্র বধে ইন্দ্র যেন দেবের সদনে।। অমল কমল মালা দিল নীলবাস। বৈজয়ন্তী মালা দিল তড়িৎ বিলাস।। দিব্য গন্ধ চন্দন দিল বিবিধ অলঙ্কার। রামের চরণে দিল নানা উপহার।। আজ্ঞা দিল দ্বিজগণে তীর্থ পর্য্যটনে। চলিলা রোহিণীসুত মুনির বরণে।। প্রথমে কৌষিকী জলে করিয়া মজ্জন। তবে সরোবর তীরে কৈল উপসন্ন।। যাহা হলে সর্ব্ব সিদ্ধি হয় উপাদান। কৈল পুণ্যজলে গিয়া কৈল স্নান দান।। প্রয়াগে আসিয়া তবে রোহিণীনন্দন। পুণ্যজলে স্নান দান করিয়া তর্পণ।। পুণ্যহ আশ্রম তবে গোমতীর তীরে। তবে স্নান দান কৈল গণ্ডকীর জলে।। বিপাশা তরিয়া কৈল শোণনদী স্নান। তবে গয়া গিয়া কৈল পিতৃপিণ্ড দান।। তবে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নান করি। মাহেন্দ্র পর্ব্বত গেলা দুর্গপথ চরি।। রাম দরশন করি বন্দিলা চরণ। সপ্ত গোদাবরী জলে করিয়া মজ্জন।। বেল্লাপম্পা ভীমরতি মজ্জন করিয়া। শ্রীশৈল পর্ব্বত গেলা কার্ত্তিক দেখিয়া।। দ্রাবিড়ে চলিলা শিব দরশন করি। তবে গেলা বেঙ্কট পর্ব্বতরাজ তরি।। কামক্রোষ্ঠি তরি রাম গেলা কাঞ্চিপুরি। কাবেরী তরিয়া তবে গেলা স্নান করি।। শ্রীরঙ্গ দেখিল তবে মহাপুণ্য স্থান। আপনে যাহাতে হরি নিত্য সন্নিধান।। হরিক্ষেত্র তরি গেলা ঋষব পর্ব্বতে

দক্ষিণ মথুরা তবে গেলা পুণ্যপথে॥ সেতুবন্ধে স্নান গিয়া কৈল সিন্ধু জলে। অযুত গোদান কৈল ব্রাহ্মণের তরে॥ কৃতমালা তাম্রপার্ণ মলয় তরিল। কুলাচল গিয়া তবে অগস্ত্য দেখিল॥ মুনির চরণে তবে করি দণ্ডপাত। চলিলা দক্ষিণ মুখে লৈয়া আশীর্ব্বাদ॥ দক্ষিণ সাগর গিয়া হৈল উপসন্ন। তথা গিয়া কন্যাদেবী কৈল মহাদান॥ কেবল ত্রিগর্থ দেশ করিয়া লঙ্ঘন। গোকর্ণ শঙ্কর গিয়া কৈল দরশন॥ আর্য্যাদেবী দ্বৈপায়নী দরশন করি। তবে রাম গেলা সুপারক তীর্থ করি॥ তাপ্তী নদী তপস্বিনী গিরিবিন্ধে করি স্নান। দণ্ডক অরণ্য তবে গেলা বলরাম॥ তবে রেবা তরি গেলা মহাপুরী। মাল্যতীর্থ পুণ্যজলে স্নান দান করি॥ প্রভাতে আসিয়া রাম তবে দিল দেখা। লোকমুখে শুনিল ভারত কৃষ্ণকথা॥ বন্ধুগণের বধ শুনিল লোক মুখে। ক্ষণেক চিন্তিয়া রহে মনোদুঃখে॥ জানিল পৃথিবীভার হরিল শ্রীহরি। বুঝিয়া রহিল মনে শোক পরিহরি॥ গদাযুদ্ধ করি যুঝে ভীম দুর্য্যোধন। লোকমুখে শুনিল এসব বিবরণ॥ কুরুক্ষেত্রে গেলা রাম যুদ্ধ নিবারিতে। যুধিষ্ঠির দেখিয়া সন্তোষ পাইল চিত্তে॥ সহদেব নকুল করিতে সম্ভাষণ। ভক্তি ভাবে পূজে দোঁহে রামের চরণ॥ কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহ করিতে সম্ভাষা। বীরগণে কৈল তবে কুশল জিজ্ঞাসা॥ কোন কার্য্যে হেথাতে রামের আগমন। নিঃশবদে রহিলা সকল বীরগণ॥ ভীম দুর্য্যোধন যুদ্ধ গদার প্রহারে। দুই বীরে গদাযুদ্ধ করে নিরন্তরে॥ দুই বীরে যুঝে কার নাহি পরাজয়। ক্রোধেতে মূর্চ্ছিত দোঁহে বজ্র সম অঙ্গ॥ তা দেখিয়া বলে রাম আরে দুর্য্যোধন। শুনহ আরে ভীম আমার বচন॥ দুর্য্যোধন শিষ্য হয় প্রাণ সমতুল। প্রাণের অধিক ভীম এহো নহে দূর॥ দোঁহে যুদ্ধ ছাড়ি দেহ আমার বচনে। সম বল যুদ্ধ দোঁহে কর কি কারণে॥ বৃথা যুদ্ধ করি কেন পাও পরিশ্রমে। তম্ভু যুদ্ধ না ছাড়িল তারা দুইজন॥ অদৃষ্ট মানিয়া রাম আইলা নিঃশবদে। দ্বারকা চলিয়া রাম গেলা সেই পথে॥ রাম দেখি আনন্দে উঠিলা বন্ধুগণে। পুনরপি গেলা রাম নৈমিষ অরণ্যে॥ যজ্ঞ করাইল তবে মুনিগণ মেলি। যজ্ঞপতি যজ্ঞময় যজ্ঞ অধিকারী॥ তুষ্ট হয়্যা তবে রাম দিল তত্ত্বজ্ঞান। যাহা হলে জানি সব তড়িৎ সমান॥ যজ্ঞ সমর্পিয়া তবে অভিষেক করি। দীপ্ত করে যেন চন্দ্র দিব্য বাস পরি॥ এইরূপে অনন্তের অনন্ত মহিমা। ব্রহ্মা ভব আদি যার দিতে নারে সীমা॥ রামের চরিত্র যেবা প্রভাতে স্মঙরে। শুনে বা

শুনায় যেবা গায় উচ্চৈঃস্বরে ॥ বিষ্ণুভক্তি হয় তার খণ্ডয়ে তুরিত। কৃষ্ণ পারিষদ হয় কৃষ্ণের দয়িত ॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী। বলরাম প্রেমকথা প্রেমতরঙ্গিণী ॥ ৭৯ ॥

পয়ার। তবে রাজা জিজ্ঞাসিল মুনির চরণে। অদভুত কথা সব কহিলে রামগুণে ॥ অনন্ত চরিত্র হরি অনন্ত বিহার। তাঁর গুণকথা কহ করিয়া বিস্তার ॥ কৃষ্ণকথা সুখময় অমৃতের ধারা। পদে পদে নব নব শ্রুতি মনোহরা ॥ তৃপ্ত কাহার হয় হরিকথা পানে। বিশেষে জর্জ্জর যে জন কামবাণে ॥ সেই বাণী কৃষ্ণগুণ গায় নিরন্তর। কৃষ্ণকর্ম্ম করে যদি সেই দুই কর ॥ সেই মন গোবিন্দ স্মওরে নিরবধি। স্থাবর জঙ্গম হরি দেখে নিরবধি ॥ সেই মন অন্য না স্মওরে কৃষ্ণ বিনে। সেই শ্রুতিযুগ যদি কৃষ্ণকথা শুনে ॥ সেই উত্তম শির জানিব প্রধান। কৃষ্ণ বৈষ্ণবের করে চরণে প্রণাম ॥ সেই সে সফল দুই জানিব লোচন। কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখে আর দেখে কৃষ্ণজন ॥ কৃষ্ণ বৈষ্ণবের যদি ধরে পদনীর। সেই সে জানিব ধন্য সফল শরীর ॥ শুক মহামুনি শুনি রাজার বচন। কহিতে লাগিলা তবে ব্যাসের নন্দন ॥ হরিচরণারবিন্দে মগন হৃদয়। আনন্দিত হয়্যা মুনি কৃষ্ণকথা কয় ॥ আছিল কৃষ্ণের সখা এক দ্বিজবর। শান্ত দান্ত ব্রত তপ বেদযোগপর ॥ বিনয় বৈরাগ্যযুক্ত গৃহাশ্রমে বৈসে। যশ লাভে পূর্ণ তুষ্ট জ্ঞানরসে ॥ কুচেল মলিন দ্বিজ শীর্ণ কলেবর। জিতকাম জিতক্রোধ বেদ বিদাম্বর ॥ তার ভার্য্যা সেইং গুণ রূপ ধরে। কুচেল মলিন অঙ্গ জীর্ণ পট্ট পরে ॥ পতিব্রতা পতিসেবা পতিপরায়ণা। কম্পে থর থর অঙ্গ মলিন বদনা ॥ কহিতে লাগিল কিছু পতি সন্নিধানে। মোর নিবেদন নাথ কর অবধানে ॥ সাক্ষাতে তোমার সখা ভুবন ঈশ্বর। লক্ষ্মীকান্ত ভগবান ব্রহ্মণ্য শেখর ॥ সংপ্রতি দ্বারকাপুরে বৈসে যদুপতি। ভকতবৎসল হরি দীনজনগতি ॥ চরণ স্মরণ যদি করে কোন পাকে। আপনাকে দিয়া তার বশ হৈয়া থাকে ॥ অর্থ কাম দিব তাঁর কোন বস্তু জ্ঞান। অখিল ভুবন গুরু পুরুষ পুরাণ ॥ এইরূপে ভার্য্যা যদি কহিল বিস্তর। আনন্দিত হয়্যা বিপ্র পূর্ণ কলেবর ॥ এইত উত্তম ভাল পুণ্যের উদয়। যদি কোন মতে কৃষ্ণ দরশন হয় ॥ ভাল পতিব্রতা তুমি কুলবতি নারী। তোমার প্রসাদে গিয়া দেখিব শ্রীহরি ॥ জদি কিছু দিতে পার শীঘ্র চলি জাই। প্রভুর চরণে গিয়া নিবেদিতে চাই ॥ এ বোল শুনিয়া ভার্য্যা চলিলা সত্বরে। মাগিয়া আনিল ভিক্ষা ব্রাহ্ম-

মূর্ত্তিধর। সকল সম্পদ দাতা নানা লীলাকর॥ অখিল জগত গুরু গুরু কুলে বেশে। এত বড় বিড়ম্বন হৃদয় আকাশে॥ ধীর শিরোমণি শ্রীশ্রীধর জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুররস গান॥ ৮০॥

পয়ার। এই রূপে নানা কথা কহে চক্রপাণি। সর্ব্ব তত্ত্ব জানেন প্রভু সর্ব্বজ্ঞ চূড়ামণি॥ সাধুজন গতি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ শেখর। হাসিয়া কি বলে প্রভু কহ দ্বিজবর॥ কি দ্রব্য আনিয়াছ আমার তরে দেহ। সঙ্কোচ মানিয়া কেন গুপ্ত করি রহ॥ ভকতে যে কিছু করে অল্প নিবেদন। সে হয় বিস্তর মোকে পিরীতি কারণ॥ যদিবা অনেক দেয় অভকত-জন। আমার সন্তোষ তাতে নহে ভক্তি বিনে॥ পত্র পুষ্প যে কিছু ভকতজনে ধরে। ভকতি করিয়া মোর চরণ যুগলে॥ পিরীতি করিয়া লই করিয়া ভোজন। ভকত বলিত আমি ভকত জীবন॥ এতেক বচন যদি বলিল শ্রীহরি। লজ্জা পায়ে রহে বিপ্র হেটমাথা করি॥ জ্ঞানময় প্রভু জানে সবার হৃদয়। আগমন কারণ বুঝিয়া অতিশয়॥ চিন্তিয়া কি মনে ভাবে প্রভু দেবরাজে। সম্পদ বাঞ্ছিয়া বিপ্র আমা নাহি ভজে॥ কিন্তু পতিব্রতা নারী পিরীতি কারণে। আমা দেখিবারে বিপ্র আইল এখানে॥ দুর্লভ সম্পদ দিব দেবের বাঞ্ছিত। হেন বুদ্ধি করি যেন না হয় বিদিত॥ এতেক বচন বলি পুরুষ পুরাণ। ভাঙ্গা বস্ত্রখানি ধরি দিল টান॥ একি একি বলি হরি পুটলি খসায়। ভাজা তণ্ডুলের খুদ বচারিয়া পায়॥ ভাল ভাল সখা এই দিব্য উপায়ন। এই সে আমার হয় পিরীতি কারণ॥ এই সে তণ্ডুলে হৈব আমার পিরীতি। ইহাতে সঙ্কোচ তুমি না হইবে অতি॥ এ বোল বলিয়া হরি কোন কর্ম্ম করে। এক মুষ্টি খুদ খায়া আর মুষ্টি ধরে॥ তা দেখিয়া সেবাদেবী লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী। ধরিয়া প্রভুর হাতে বলে মহামতী॥ সকল সম্পদ হেতু হয় এত দূরে। তোমার সন্তোষ মাত্র সর্ব্ব ফল ধরে॥ তুমি তুষ্ট হৈলে তুষ্ট হয় ত্রিভুবন। তবে যদি কর তাতে আর সমর্পণ॥ তবু তুমি শুধিতে না পার তার ধার। কৃপাময় তুমি প্রভু বিচিত্র বিহার॥ হাস্যবদনে রহে হরি এ বোল শুনিয়া। ব্রাহ্মণ রহিল তবে রজনী বঞ্চিয়া॥ সুখে পান ভোজন করিয়া বহুতরে। আনন্দে আছিল দ্বিজ অচ্যুত মন্দিরে॥ প্রভাতে উঠিয়া ঘরে চলিলা ব্রাহ্মণ। সন্তোষিয়া বিপ্রকে পাঠায় নারায়ণ॥ বিপ্র ধন না মাগিল না দিল শ্রীহরি। লজ্জা পায়ে যায় বিপ্র চিন্তা পরিহরি॥ আপনে ব্রাহ্মণ

মোর মহাধন দিয়া ॥ আছুক থাকিলে দিব এধনসম্পদ। আপনে পুরাণ প্রভু ভক্ত মনোরথ ॥ ইন্দ্রের বিষয় যেন বুঝিয়া সময়। আপনে ভক্তের কাম পূরায় দয়াময় ॥ আপনে বিস্তর দিলে মানে অল্প ফল। ভক্তের অল্প দিলে মানয়ে বিস্তর ॥ এক মুষ্টি খুদ মুই দিতে ইচ্ছা কৈনু। অল্প দেখিয়া তাহা লুকায়ে থুইনু ॥ আপনে কাড়িয়া খায় পিরীতি কারণে। ভকত বৎসল প্রভু দেখায় আপনে ॥ প্রেমনেত্র মোর যেন রহে তাঁর সনে। দাস্য সখ্য রহে যেন জনমে জনমে ॥ কোন কালে নহে যেন মোর মতি ভঙ্গ। ভক্তজনের সাথে হয় যেন সঙ্গ ॥ ভক্তের না বাড়ায় এ ধন সম্পদ। সুখভোগ না বাড়ায় না দেয় রাজ্যপদ ॥ আপনে হরি বিচক্ষণ জগত নিবাস। ধন মদ হৈলে হয় ভকতি বিনাশ ॥ তেকারণে ভক্তের না বাড়ায় সম্পদ ধন। সুখময় ভকত হিতকারী বিচক্ষণ ॥ এইরূপ মনে মনে চিন্তে মহাবুদ্ধি। কৃষ্ণে মন ধরি বিপ্র রহে নিরবধি ॥ এইরূপে মনেং করিয়া নিশ্চয়। বিষয় লম্পট বিপ্র নহে অতিশয় ॥ সুখ ভোগ করি বিপ্র মনে পরিহরি। কৃষ্ণভক্তি সাধে বিপ্র কৃষ্ণে মন ধরি ॥ ভকত সত্তম বিপ্র এইরূপে বৈসে। পূর্ব কলেবরে বিপ্র কৃষ্ণ ধ্যান রসে ॥ ভক্তিভাব করি কৃষ্ণ করিল সাধন। বৈকুণ্ঠে চলিল বিপ্র ধরিল চরণ ॥ শুনায় শুনয়ে যেবা এ পুণ্য চরিত্র। ভক্তিযুত হয় তাঁর খণ্ডয়ে দুরিত ॥ ভক্তিরস গুরু শ্রীগদাধর জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥ ৮১ ॥

এইরূপে বৈসে হরি দ্বারকা নগরে। সূর্য্য উপারণ কৈল যেন অবগহে ॥ রূপ ক্ষয় হৈল যেন মহা অন্ধকার। শুনিয়া সকল লোক আকা চমৎকার ॥ নিঃক্ষত্রিয় কৈল পৃথ্বী ভৃগুপতি রাম। মহাহ্রদ কৈল মধ্যা কৃপীর সন্ধান ॥ তথাতে চলিল সবে ভারতের প্রজা। সপুত্র বান্ধবে গেল পৃথিবীর রাজা ॥ যদুবংশ বৃষ্ণিবংশ চলিল সকল। স্বগণে চলিলা তথা দ্বারকামণ্ডল ॥ শাম্ব গদ প্রদ্যুম্ন সাত্যকী সঙ্গে দিয়া। অনিরুদ্ধ দ্বারকায় রক্ষক থুইয়া ॥ কৃতবর্ম্মা সঙ্গে তার দিয়া সেনাপতি। আপনে চলিলা অবনীভুবনপতি ॥ তুরঙ্গ শার্দ্দূল গতি পবন সঞ্চার ॥ মত্ত গজগণ পর্ব্বত আকার ॥ কোটিং মহারথ সুরপুরী জিনি। চলিলা শ্রীহরি সৈন্য করিয়া সাজনি ॥ দিব্য গন্ধ চন্দন ভূষণ মনোহর। পথেং চলে লোক দেখিতে সুন্দর ॥ উত্তরিল গিয়া কুরুক্ষেত্রে বহুগণ ॥ উপস্নান কৈল তীর্থ করিয়া মজ্জন ॥ নানা বিধি দেব পিতৃ করিলা তর্পণে। ব-

হণ সবারে দান দিল দ্বিজগণে ॥ বিবিধ দক্ষিণা ধেনু ভূষিত কাঞ্চনে
অশ্ব হস্তী নানা দানে তুষিল ব্রাহ্মণে ॥ দিব্য অন্ন পান দিল বহু মূল
ধন। মহারথ মহাগজ দিব্য অভরণ ॥ যদুগণ বৃষ্ণিগণ ভকত প্রধান।
কৃষ্ণভক্তি হউক বলি দিল নানা দান ॥ দিব্য অন্ন পানে বিপ্র করা
ভোজন। বিবিধ দক্ষিণা দিয়া তুষিল ব্রাহ্মণ ॥ কৃষ্ণভক্ত যদুগণ আজ্ঞা
শিরে ধরি। পারণা করিল তবে স্নান দান করি ॥ তবে কৃষ্ণ বসি
শীতল তরুতলে। চারি পাশে যদুগণ বসিল মণ্ডলে ॥ সাক্ষাতে আ
সিয়া কৃষ্ণ দেখিল নয়নে। নৃপগণ গেল তথা কৃষ্ণ দরশনে ॥ নানা দেশী
যত লোক মিলিল সকল। আত্ম পক্ষ পর পক্ষ যত নারী নর ॥ নন্দ
আদি করি যত গোপ গোপীগণ। বিকসিত মুখপদ্ম সরোজ নয়ন ॥ সবে
ই দেখিতে গেলা কৌতুকে শ্রীহরি। বেড়িয়া বসিল লোক চারিদিগে ভরি
হরি দরশনে লোকের বাড়িল আনন্দ। নয়নে গলয়ে নীর জন্মে প্রেমানন্দ
কৃষ্ণ দেখি নারীগণ না ধরে শরীর। মুখে বাণী না সরে নয়নে বহে
নীর ॥ আলিঙ্গন দিল হরি হৃদয়ে ধরিয়া। যেখানে রহিল নারী বাহ
পাসরিয়া ॥ নারীগণেং করি আলিঙ্গন। স্তনে স্তন বিনিহীত কুঙ্কুম
লেপন ॥ কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের কৈল চরণ বন্দন। স্বাগত বচনে কৈল ইষ্ট
সম্ভাষণ ॥ নরগণ নারীগণ একত্রে মিলিয়া। কৃষ্ণকথা কহে সবে হরষি
হইয়া ॥ কুন্তী আদি বন্ধুগণে কৈল সম্ভাষণ। বসুদেব সম্ভাষিয়া কৈল
নিবেদন ॥ শুন ভাই বসুদেব তুমি মহাশয়। জিজ্ঞাসা না কৈলে দুঃ
বিপদ সময় ॥ এতেক জানিনু মুই অধম বঞ্চিতা। বন্ধুগণে বাম হও
বিমুখ বিধাতা ॥ বসুদেব বলে তুমি না করিও রোষ। বিচারিয়া তবে
তুমি পাছে দেহ দোষ ॥ অদৃষ্ট অধীন লোক অদৃষ্ট সঞ্চারে। ঈশ্বর
ইচ্ছায় লোক ভাল মন্দ করে ॥ কংস ভয়ে আছি সব নানা দেশে
প্রাণ রক্ষা করিয়া আছিল গুপ্ত বেশে ॥ দৈব যোগে এখানে ঘটিল দর
শন। যখনে যে হয় তখন অদৃষ্ট কারণ ॥ বসুদেব উগ্রসেন যদুগণ
মিলি। পূজিল সকল লোক স্তুতি ভক্তি করি ॥ কুন্তী ভোজ বিরাট ভী
ষ্মক নগ্নজিতি। ধৃষ্টকেতু কাশী রাজা সেই পুরোহিত [illegible] বি
[illegible] আদি নরপতি। [illegible] কেকয় [illegible] সুধর্মা বা
[illegible] আদি নৃপতি মণ্ডলী। কৃষ্ণ দেখি [illegible] পূজিল [illegible] ॥ যার
[illegible] ভক্তগণে গায় নিরন্তর। জগত পবিত্র করে যার [illegible] ॥ বেদ
[illegible] দেখ যার বৈকল্য বাণী। অখিল [illegible] চূড়ামণি চ

পরশ যাঁর পায়্যা ক্ষিতিতলে। ধন্য পুণ্যময়ী হৈল সর্ব্ব শক্তি স্বরূপে॥ হেলনা বয়ান সহে নিরন্তর বেশে। শয়ন ভোজন পান গমন বিলাসে তাহা সনে সখ্য স্নেহ করিয়া সম্বন্ধ। গৃহ বাসে সুখে বস হয়ে নিরাতঙ্ক দুঃখময় গৃহবাস নরক দুয়ার। তাহতে হৈতে তুমি সব ভবে হৈলে পার॥ এইরূপে স্তুতি যদি কৈল নারায়ণে। তবে নন্দ গোপ আদি দিল দরশনে॥ গোপ গোপীগণ আদি শকটে চড়িয়া। কৃষ্ণ দরশনে আইল চাদোয়া করিয়া॥ ভুজপাশে ধরে দিল বন্ধুগণে কোল। হরি হরি শব্দ উঠিল উতরোল॥ নন্দ দেখি বসুদেব দিল আলিঙ্গন। পুলকে পুলক তনু বিগলিত লোচন॥ পূর্ব্ব বিবরণ দোঁহে অঙরিং। মুর্চ্ছিত হইল দোঁহে কোলাকুলি করি॥ রামকৃষ্ণ দেখি নন্দ করি আলিঙ্গন। বাহু পাসরিল নন্দ না সরে বচন॥ রামকৃষ্ণ দুই পুত্র ভুজপাশে ধরি। দৃঢ় আলিঙ্গন দিল পুত্র কোলে করি॥ আনন্দে মজিল নন্দ যশোদা সুন্দরী কত প্রেম উপজিল কহিতে না পারি॥ রোহিণী যশোদা আদি কৈল আগমন। যশোদা করিয়া কোলে দিল আলিঙ্গন॥ অঙরি পূর্ব্বের গুণ রাহে আনন্দিতা। নয়নে গলয়ে নীর অঙ্গ পুলকিতা॥ শুনগো যশোদা কিবা কহিব এক্ষণে। বিস্মরিতে নারি গুণ দুঃখ উঠে মনে॥ যত উপকার তুমি কৈলে ব্রজেশ্বরী। ত্রিভুবন দিলে ধার শুধিতে না পারি॥ এ দুই ছাওাল তুমি পুত্রবৎ করি। পোষণ পালন কৈলে দিঠে দিঠে ধরি এত বড় উপকার করে কেবা কার। ত্রিভুবন দিলেও শুধিতে নারি ধার চিরদিন গোপীগণ দেখিল শ্রীহরি। যাহা বিনে তিলেক অগিন্ সম করি॥ আঁখির নিমিষে যেহ নাগে না সহন। হেন কৃষ্ণ চিরদিনে হৈল দরশন॥ বাহু পাশরিল গোপী গোবিন্দ দেখিয়া। দৃঢ় আলিঙ্গন দিল হৃদয়ে ধরিয়া॥ তবে কৃষ্ণ গোপাতে আনিয়া গোপীগণ। ভুজদণ্ড ধরি দিল দৃঢ় আলিঙ্গন॥ হাসিয়া কি বলে প্রভু শুন ব্রজরামা। আমার সব দোষ যদি কর ক্ষমা॥ তোমা সবা ত্যজি আমি নিজ প্রিয়তমা বন্ধুগণ দুঃখ শোক করিতে খণ্ডনা॥ কংস বধিবারে আমি যাই মধুপুর। সে দোষ রমণীগণ না লহ আমার॥ ঈশ্বর অধীন লোক ঈশ্বরে চালায়। সংযোগ বিচ্ছেদ গোপী ঈশ্বরে করায়॥ তৃণ রেণু নানা স্থানে যেন যেবচরে। পবনে সঞ্চারে যেন পবনে মিলয়ে॥ এইরূপে জগত চালায় নারায়ণ। না বুঝিয়া দোষ তুমি দেহ অকারণ॥ এই বড় ভাগ্য গোপী সাধিলে ভকতি। ভক্তিভাব কৈলে তুমি আমার পিরীতি॥

আইল রাজাগণ॥ পুজিয়া নৃপতিগণে করিয়া বিনয়। যার যেন যোগ্য পূজা করে পিতা মহাশয়॥ খর খর বাণ যুড়ি দিব্য শরাসনে। আকর্ণ পুরিয়া বাণ মেলে বীরগণে॥ গুণ চড়াইতে কেহ পড়িল আছাড়ে। কেহ নিজ শরাঘাতে প্রাণ ছাড়ি পড়ে॥ কেহ গুণ চড়াইল অনেক যতনে। ভীষ্ম দুর্য্যোধন কর্ণ আদি বীরগণে॥ জলে মৎস্য দেখি কেহ বিন্ধিল আকাশে। অর্জ্জুনের শরে মাত্র কিঞ্চিৎ পরশে॥ এই রূপে বীরগণ ভগ্ন দর্প হয়্যা। কেহ মৌনে পলাইল অপমান হয়্যা॥ এ বোল শুনিয়া হরি পুরুষকেশরী। ধনুকে টঙ্কার দিল নিল করে করি॥ সকৃৎ দেখিয়া জলে যোড়ে তীক্ষ্ণবাণ। আকাশে কাটিয়া মৎস্য কৈল দুই খান॥ দুই প্রহর বেলি অভিজীত ক্ষণে। কাটা গেল মৎস্য যদি গোবিন্দের বাণে। আকাশ মণ্ডলে বাজে দুন্দুভী বাজন॥ জয় জয় শব্দ কৈল পুষ্প বরিষণ। তবে সয়ম্বরে মুই কৈল পরবেশ। কুন্তল কুণ্ডল বিগলিত গণ্ডদেশ॥ ত ভঙ্গে নিরখিয়া নৃপতি মণ্ডল। ধীরে ধীরে গেনু মুই প্রভুর গোচর॥ র মাল। তুলিয়া প্রভুর দিনু গলে। দুন্দুভী বাজন হৈল আকাশ মণ্ডলে। শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ বাজন কোলাহল। নর্ত্তক নর্ত্তকী নাচে গীত মনোহর। এই রূপে মুই যদি বরিল শ্রীহরি। উঠিলনৃপতিগণ সহিতে না পারি তবে কৃষ্ণ মোকে লয়ে তুলি নিজ রথে। তুলিয়া সারেঙ্গ শরাসন নি হাতে॥ চতুর্ভুজ হয়ে মোকে দুই হস্তে ধরি। আর দুই করে শর বরি ষণ করি॥ দেখিয়া নৃপতিগণ চলে যমুনায়। কেহ দরশনে যেন করি পলায়॥ সাজিয়া বেড়িল পথে কোন বীরগণ। কুকুর কেশরী যে বেড়ে আক্রমণ॥ সারেঙ্গ যুড়িয়া কৈল শর বরিষণ। লীলায় সকল সৈন্য কৈল নিপাতন॥ হস্ত পদ কাটিলেন কার নাক কাণ। রণ ত্যাজি কেহ রাখিয়া পরাণ॥ রিপু সৈন্য বিনাশিয়া প্রভু হৃষীকেশ। দ্বারকা মণ্ডলে তবে কৈল পরবেশ॥ বিতান তোরণধ্বজ নানা চিত্রবানা। বি চিত্র নির্ম্মাণ পুরী বিবিধ রচনা॥ দ্বারকা প্রবেশ কৈল ত্রিভুবন রায়। পিতা মোর ভক্তিভাবে পুজিয়া পাঠায়॥ মহামূল্য ধন দিল দিব্য অল- ঙ্কার। আসন ভূষণ শয্যা নানা উপহার॥ দাসীগণ দিল দিব্য ভূষণে ভূষিয়া। রথ গজ ঘোড়া দিল রতনে খচিয়া॥ অস্ত্র শস্ত্র দিল নানা মহা- মূল্য ধন। ভক্তিভাবে কৈল পিতা কৃষ্ণ আরাধন॥ হেন পরিপূর্ণ হরি নিত্য সুখানন্দ। কহিতে প্রভুর কথা কেবা পায় অন্ত॥ এই বর মাঙ্গ যে জন্মজন্মান্তরে। গৃহদাসী হয়্যা যেন থাক নিরন্তরে॥ ষোড়শ সহ

দেবী কি বলে বচন। শুনহ দ্রৌপদি দেবি ব.হব কারণ ॥ আছিল নরক রাজা জিনিয়া সংসার। আমা সবা হরিয়া আনিল দুরাচার ॥ ষোড়শ সহস্র আদি সব রাজকন্যা। কুল শীল গুণবতী সর্বলোকে ধন্যা ॥ নরকে বধিয়া হরি নিজপুরে আনি। ষোড়শ সহস্র বিভা কৈল চক্রপাণি ॥ স্বর্গ ভোগ রাজ্যপদ অশেষ সম্পদ। ব্রহ্মপদ না বাঞ্ছিয়ে বিনা বিষ্ণুপদ ॥ [illegible] এই চরণপঙ্কজরজে আশা। ভকত বৎসল প্রভু [illegible] ভরসা ॥ বৈষ্ণব শিরোমণি শ্রীগদাধর জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের [illegible] ॥ ৮৩ ॥

পয়ার। এতেক বচন শুনি দ্রুপদনন্দিনী। কুন্তী আদি আর যত রাজার রমণী ॥ গোপ গোপীগণ আর কুলবতী নারী। বিস্ময় ভাবিয়া [illegible] কৃষ্ণ ধ্যান ধরি ॥ এই রূপে নারীগণ নারীগণে দেখি। পুরুষে পুরুষে কথা হাস্য রস করি ॥ হেনকালে মুনিগণ ভুবনপাবন। কৃষ্ণ দরশন হেতু কৈল আগমন ॥ বেদব্যাস নারদ চ্যবন [illegible]। বিশ্বামিত্র শতানন্দ অসিত দেবল ॥ রাম দেব ভরদ্বাজ ভৃগুপতি রাম। [illegible] যজ্ঞবল্ক্য নাম ॥ পুলস্ত্য কশ্যপ অত্রি মুনি বৃহস্পতি। মার্কণ্ডেয় [illegible] ত্রিহোত্র আদি মহামতি ॥ অগস্ত্য অঙ্গিরা আদি সনক আদি করি। [illegible] দেখিবারে গেলা মুনিগণ মেলি ॥ দেখিয়া সহসা লোক উঠি [illegible]। যুধিষ্ঠির আদি যত নৃপতি শেখর ॥ রাম [illegible] বসুদেব [illegible]। দণ্ড পরণাম চরণ যুগলে ॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল সুগন্ধি চন্দন। ধুপ দীপ গন্ধ আদি কৈল প্রদীপ বন্দন ॥ আসনে বসায়ে হরি পূজা বিধানে। কহিতে লাগিলা কিছু বিনয় বচনে ॥ আজি সব ধন্য হৈল সফল জীবন। মহা যোগেশ্বর সহে হৈল দরশন ॥ মানুষের দরশন দেবের দুর্লভ। যজ্ঞ হলে ঘটে সব দেখিল সম্পদ ॥ জপ তপ আদি সব অল্প বুদ্ধি ধরি। স্বভাবে মানুষ জাতি অল্প অধিকারী ॥ প্রতিমাতে দেব বুদ্ধি নাহি সাধু জনে। মতিহীন আদি সব সাধু অল্পজ্ঞানে ॥ জলময় তীর্থদেব ধাতু শীলাময়। এসব পবিত্র করে কিন্তু অতি শীঘ্র নয় ॥ দরশন মাত্র করে সাধু পরিত্রাণ। দেব তীর্থ সম নহে মহান্ত সমান ॥ অগ্নি সূর্য্য শশধর আকাশ পবন। জল ভূমি বাক্য মন গৃহ সূক্ষ্মগণ ॥ এসব সেবিলে নহে দুরিত সঞ্চর। কিন্তু ভেদ বুদ্ধি করি করে পাপক্ষয় ॥ তিলেক মহান্ত সেবা যদি মাত্র করে। অশেষ দুরিত দুঃখ সেইক্ষণে হরে ॥ যার অস্থ বুদ্ধি হয় মৃত্যু কলেবরে। বাত পিত্ত শ্লেষ্মাদি ত্রিধাতু

মাত্র ধরে ॥ পুত্র মিত্র কলত্র আপন করি মানে। সকল প্রতিমা দেব এই মাত্র জানে ॥ জল মাত্র তীর্থ বুদ্ধি নাহি সাধুজনে। এসব গোরথ কিবা গরুর সমানে ॥ কৃষ্ণের বচন শুনি মহামুনিগণ। নিঃশবদ হৈয়া রহে বুদ্ধি হৈল ভ্রম ॥ চিত্ত বিস্মিত করি মহামুনিগণে ॥ হেন অদ্ভুত নাহি দেখি ত্রিভুবনে ॥ ত্রিজগত গুরু হরি দেব শিরোমণি। লোক বুঝা-ইতে হরি বোলে হেন বাণী ॥ আমি সব বিমোহিত যার মায়াজালে। মহা যোগেশ্বর হয়ে ভ্রমরে সংসারে ॥ আপনা আচ্ছাদে প্রভু নরলীলা করি। তাঁর মায়া ত্রিভুবনে কে বুঝিতে পারি ॥ আপনে আপন সৃজে করয়ে সংহার। আপনে পালন হরি করে আপনার ॥ এক হরি বহু রূপে ধরে নানা নাম। নানা লীলা করে সবে এক ভগবান ॥ মৃত্তিকা নির্ম্মিত হয় নানা পরকার। ঘট পট সত্য নহে মাটি মাত্র সার ॥ লোক বিড়ম্বন হেতু নানা লীলা করে। তার মায়া ত্রিভুবনে কে বুঝিতে পারে ॥ সংপ্রতি ভকত জন প্রতিকার হেতু। অপার সংসার সিন্ধু তরি-বার সেতু ॥ পুরুষ পুরাণ তুমি নরলীলা কর। বেদপথ রক্ষা হেতু দ্বিজ-ভক্তি ধর ॥ তোমার হৃদয়ে বেদ তপ যোগময়। বেদমুখে শুভাশুভ এ সব নির্ণয় ॥ হেন বেদ ব্রাহ্মণের মুখেতে উৎপত্তি। তেকারণে কর তুমি ব্রাহ্মণে ভকতি ॥ সফল জনম আজি সফল জীবন। সফল মানিয়া যোগ সফল নয়ন ॥ কুল শীল আজি সে সফল তপ জ্ঞান। সর্ব্ব সিদ্ধ হৈল আজি পরিপূর্ণ কাম ॥ নমোঃ গোবিন্দ মাধব দামোদর। নমোঃ দেব দেব যোগেশ্বর ॥ আপন মায়ায় তুমি আচ্ছাদ আপনা। নিগম নিগূঢ় তুমি অপার মহিমা ॥ এসব নৃপতিগণে তোমা নাহি জানে। আছুক আনের কাথ এই যদুগণে ॥ একত্রে বসতি বাস শয়ন ভোজন। তবু তত্ত্ব না জানিল যদু গোপীগণ ॥ হেন মায়া জাল তুমি প্রকৃতির পর। তোমার মায়ায় নাথ বঞ্চিত কেবল ॥ আজি তব পাদপদ্ম হৈল দরশন। যোগী-গণ সিদ্ধগণ কম্বু বিদারণ ॥ সর্ব্ব তীর্থ তীর্থ সনকাদি সুখানন্দ। বিনি-হত ভকত দুর্লভ মুকুন্দ ॥ জ্ঞানময় প্রভু তুমি জ্ঞানে সব দেখ। তোমার ভকত করি আমা সবা রাখ ॥ এতেক বচন বলি মহামুনিগণে। স্তুতি ভক্তি করিয়া প্রণমে নারায়ণে ॥ যুধিষ্ঠির আদি করি বিদায় হৈয়া। চলিতে উদ্যম হৈল মহামুনিগণে ॥ তা দেখিয়া বসুদেব মহা-বিনয়। মুনিগণ চরণে করিয়া পরণাম ॥ করযোড় করি বলে বিনয় বচন। নমো নমো মুনিগণ কর নিবেদনে ॥ কর্ম্ম হৈতে কর্ম্ম নাশ কোন

মতে নয় । হেন উপদেশ মোরে দেহ মহাশয় ॥ বসুদেব বচন শুনিয়া মুনিগণে । আতঙ্কে নিরখিয়া হাসে মনে মনে ॥ নারদ কহিল মোরে এ বড় বিস্ময় । ভাল জিজ্ঞাসিলে বসুদেব মহাশয় ॥ পুত্র বুদ্ধি বসুদেব কর নারায়ণে । সেকারণে জিজ্ঞাসিলে আমা সবা স্থানে ॥ নিকটে থাকিলে লোক করে অনাদর । দূর তীর্থ যায় যেন ত্যজি গঙ্গাজল ॥ উৎপত্তি প্রলয় যার নহে কোন অংশে । নির্গুণ পরমানন্দ নিত্য পরমহংস ॥ হেন প্রভু ধরেন মায়ায় নরলীলা । মায়ায় মনুষ্য বেশ খেলয় লীলাখেলা ॥ বসুদেব কি তার বুঝিব অনুভব । আমি সব হই যাঁর না বুঝি স্বভাব ॥ এতেক বচন বলি যত মহামুনি । বসুদেব সম্ভাষিয়া বলে কোন বাণী ॥ ভাল বসুদেব তুমি মনে কৈলে সার । কর্ম্ম হলে কর্ম্ম বন্ধ খণ্ডিব তোমার ॥ যজ্ঞ দান করি কৃষ্ণ কর আরাধন । সর্ব্ব কর্ম্ম করি কর কৃষ্ণে সমর্পণ ॥ বিনা কর্ম্ম কৈলে নহে চিত্তের সন্তোষ । বিনি কৃষ্ণে সমর্পিলে না হয় নির্দ্দোষ ॥ এই সে উত্তম পথ গৃহস্থের ধর্ম্ম । শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে কর যজ্ঞ দান কর্ম্ম ॥ ন্যায় উপার্জ্জিত বৃত্তি করি সমর্পণ । শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া ভজিব নারায়ণ ॥ যজ্ঞ দান করি বৃত্তি আশা দূর করি । গৃহবাস পুত্রের আশা পরিহরি ॥ যোগ পরিহরি সর্ব্ব সুখভোগ অংশে । বুধ জনে এই কথা কয়ে ধর্ম্ম নাশে ॥ সনকাদি মহাজন আছিল সংসারে । কত কত যজ্ঞ দান কৈল ক্ষিতিতলে ॥ পাছে কর্ম্ম ত্যজি তাঁরা গেল তপোবনে । বসুদেব ভাল তুমি যুক্তি কৈলে মনে ॥ তিন ঋণ লয়্যা হয় বিপ্রের জনম । দেবঋষি পিতৃ ঋণ এতিন বন্ধন ॥ যজ্ঞ করি দেব ঋণ শুধিব ব্রাহ্মণ । বেদ পড়ি ঋষি ঋণ করিব খণ্ডন ॥ পুত্র জন্মাইয়া শোধে পিতৃগণ ধার । নহে তিন ঋণে বিপ্র না পায় নিস্তার ॥ তুমি তার দুই ঋণ পুত্রে শুধিলে । ঋষি ঋণ পিতৃ ঋণে পরিত্রাণ পাইলে ॥ দেব ঋণ শোধ তুমি মহাযজ্ঞ করিয়া । তবে বসুদেব তুমি হেন যাবে তরি ॥ ধন্য তুমি বসুদেব সফল জীবন । জগত ঈশ্বর পুত্র যার নারায়ণ ॥ মুনিগণ বচন শুনিয়া মহাশয় । বসুদেব আনন্দিত প্রসন্ন হৃদয় ॥ মুনিগণ চরণে করিয়া প্রণিপতি । বিনয় ভকতি করি পূজে মহামতি ॥ বিধি অনুসারে কৈল ব্রাহ্মণ বরণ । মহাধন ধেনু দিল বসন ভূষণ ॥ তবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করি শুভক্ষণে । যজ্ঞ করে মুনিগণ উত্তম বিধানে ॥ [illegible] যজ্ঞ করে বসুদেব আনন্দ অন্তরে ॥ [illegible] [illegible] বাদ্য বাজে চলনে ॥ [illegible]

কস্তূরি কুঙ্কুম গন্ধে চন্দনে চর্চ্চিত ॥ রাজমহিষীগণ ভূষিত বসন। দিব্য মণি অলঙ্কারে বসন ভূষণ ॥ শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ বাজয় সুমঙ্গল। নর্ত্তক নর্ত্তকীগণ নৃত্য মনোহর ॥ সুত মাগধ স্তুতি করে সুললিত। গন্ধর্ব্ব কিন্নর গায় সুমধুর গীত ॥ তবে বসুদেবে মহা অভিষেক করি। নয়নে অঞ্জন পীত পরিধান করি ॥ অঙ্গে পরে হেম মণি দিব্য অলঙ্কার। করয়ে রমণীগণ মঙ্গল আচার ॥ অষ্টাদশ পত্নী মাঝে শোভে মহাশয়। আকাশ মণ্ডলে যেন তারকা উদয় ॥ দুকূল বলয়া বলি হার নূপুর। অলঙ্কৃত নর নারী মঙ্গল প্রচুর ॥ পীতবাস পরিধান যাজ্ঞীক ব্রাহ্মণ। পূর্ণা দিয়া বসুদেব হরষিত মনঃ ॥ বিবিধ দক্ষিণা দিয়া পূজিল ব্রাহ্মণ। গো ভূমি কাঞ্চন কন্যাদি মহাধন ॥ অভিষেক স্নান কৈল যজ্ঞশেষ জলে। রাম হ্রদে স্নান কৈল বিধি অনুসারে ॥ মুনিগণে দিল বস্ত্র নানা অলঙ্কার। সর্ব্বলোক পূজা কৈল পতিত চণ্ডাল ॥ কুক্কুর পর্য্যন্ত পূজা কৈল অন্ন পানে। সর্ব্ব জীব পূজা কৈল বসন ভূষণে ॥ বিদর্ভ কৌশল কুরু কেকয় সঞ্জয়। পাঠায় সকল লোক করিয়া বিনয় ॥ সুরমণি প্রভৃতিগণ গন্ধর্ব্ব চারণ। যজ্ঞ প্রশংসিয়া গেলা আপন ভবন ॥ ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর গান্ধারী। কর্ণ দুর্য্যোধন আদি যত নর নারী ॥ যুধিষ্ঠির আদি করি পঞ্চ সহোদর। কুন্তী আদি যত আর পুরনারী নর ॥ আপনে নারদ ব্যাস আদি মুনিগণ। জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব সংযুক্ত পরিজন ॥ এসব চলিল যজ্ঞ করিয়া প্রশংসা। প্রেম আলিঙ্গন কৈল মধুর সম্ভাষা ॥ কিন্তু নন্দ আদি যত গোপ গোপীগণ। পুজিয়া রাখিল পূর্ব্ব পিরীতি কারণ ॥ বসুদেব মহামতি পরম উদার। যজ্ঞ করি হৈল কর্ম্মসাগরের পার ॥ বন্ধুগণ সহে গেলা নন্দ বিদ্যমানে। করে ধরি বলে কিছু নন্দ বিদ্যমানে ॥ শুন শুন ভাই নন্দ ঈশ্বর নির্ম্মিত। স্নেহপাশে সর্ব্বলোক আছে নিয়োজিত ॥ আছুক আনের কাজ মহামুনিগণে। স্নেহদড়ি ছিণ্ডিতে না পারে কোন জনে ॥ তুমি যত কৈলে ভাই পূর্ব্বের মিতালি। ত্রিভুবন দিলে তাহা শুধিতে না পারি ॥ শুরবে না ছিলাম আমি কুশল কল্যাণে। সম্ভাষিতে তোমা না পারিল দৈবকারণে ॥ আর কি কহিব আমি তোমা বিদ্যমানে। সম্প্রতি শ্রীপদে দেখ এ দুই নয়নে ॥ সুরদ্বিজ সাধুজন অনেক চায়। কভু জানি শ্রীপদ মহাজনে না পায় ॥ এ বোল বলিতে বসুদেব মহাশয়। প্রেমে পুলকিত অঙ্গ শিথিল হৃদয় ॥ অন্তরে পুরব ভাবে কাঁদে উচ্চস্বর।

অন্যান্য সর্ব্বজন ডুবে প্রেমসিন্ধু জলে ॥ এই রূপে রহে নন্দ কৃষ্ণে প্রেম ধরি। তিনমাস গোঙাইল আজি কালি করি ॥ রাম কৃষ্ণ বসুদেব করিয়া আর্থনা। আজি কালি করিয়া রাখিল তিনমাস ॥ বহুমূল্য ধন দিল বসন ভুষণে। দিব্য পরিচ্ছদ দিল দিব্য আভরণে ॥ বহুবিধ ভেট দিল শকটে পুরিয়া। আগু বাড়ি থুইল নন্দে বিনয় করিয়া ॥ মন নিযোজিয়া কৃষ্ণচরণকমলে। গোপ গোপী লয়্যা নন্দ চলিলা গোকুলে ॥ বরিষা সময় আসি দিল দরশন। বসুদেব আদি যত যদুবংশগণ ॥ চলিলা দ্বারকাপুরে রাম কৃষ্ণ লয়্যা। কহিল সকল কথা নিজপুরে গিয়া ॥ তীর্থ যাত্রা বন্ধুগণ দরশন কথা। যজ্ঞ মহোৎসব রাম কৃষ্ণগুণ গাঁথা ॥ কহিল এ সব কথা সব পুরজনে। আনন্দ হইল লোক অদভুত শ্রবণে ॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী। তীর্থযাত্রা পুণ্য কথা প্রেমতরঙ্গিণী ॥ ৮৪ ॥

পয়ার। শুক মুনি বলে রাজা শুন সাবধানে। আর এক অদভুত কহিব এক্ষণে ॥ এক দিন রাম কৃষ্ণ দুই সহোদর। প্রণাম করিতে গেলা বাপের গোচর ॥ প্রণাম করিয়া বাপ মায়ের চরণে। কর যুড়ি দুই ভাই রহে বিদ্যমানে ॥ রাম কৃষ্ণ তত্ত্ব কথা মুনি মুখে শুনি। পুত্র দেখি বসুদেব বলে কোন বাণী ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগেশ্বর সনাতন। হে রাম ধরণীধর সহস্রবদন ॥ তুমি কর্ত্তা তুমি কর্ম্ম তুমি সম্প্রদান। তুমি হেতু সম্প্রধার তুমি উপাদান ॥ দেখি শুনি যত কিছু তুমি সর্ব্বময়। তোমা বিনে নির্কার্য্য নাহি আর কিছু নয় ॥ আপনে প্রবেশ করি আপনাতে থাক। প্রাণময় হৈয়া তুমি সর্ব্ব জীব রাখ ॥ কারণ অকারণ তুমি কারণ প্রকৃতি। তোমা বিনে সব যত নাহি কার গতি ॥ তুমি সে সূর্য্যের তেজ আগুনের প্রভা। তুমি রস চন্দ্রের কান্তি নক্ষত্রের আভা ॥ পৃথিবীর ধৈর্য্য হয়ে তুমি বসুগণ। জলের তপস শক্তি তুমি সে বরুণ ॥ পবনের গতি শক্তি তুমি তেজোবল। দশদিগ আদ্র কম্প আকাশ মণ্ডল ॥ তুমি নাদ তুমি বর্ণ তুমি সেতুকার। আকৃতি প্রকৃতি তুমি জীবের আধার ॥ সকল ইন্দ্রিয় তুমি ইন্দ্রিয় শকতি। তুমি জ্ঞান তুমি বন্ধু তুমি জীব স্মৃতি ॥ তুমি সে দেব প্রকৃতি ত্রিবিধ অহঙ্কার। অনন্ত অপর যত তুমি সবে সার ॥ সত্ত্ব রজঃ তমঃ তুমি ত্রিগুণ অনিবার। তোমার মায়ায় নাশ সকলি বৰ্ণিবার ॥ তোমা বিনে যত দেখি অসত্য সংসার। তুমি সত্য মাত্র প্রভু এসব বিকার ॥ এইরূপ না জানিয়া এ লোক বঞ্চিত।

গতাগত দুঃখ ভোগ করে সুসঞ্চিত ॥ দুর্লভ মানুষ জন্ম পায়্যা ভাগ্য বশে। মুই মোর বলিয়া মজিনু গৃহরসে ॥ কেবল পেশিয়া রয়ে পায়্যা সুতদার। আপনে বঞ্চিত হৈনু না বুঝে সংসার ॥ তুমি হও পুত্র নহ পুরুষ পুরাণ। তুমি রাম তুমি কৃষ্ণ নিত্য ভগবান ॥ পৃথিবীর হরিতে ভার কৈলে অবতার। মনুষ্য লীলায় কর বিচিত্র বিহার ॥ তোমার চরণারবিন্দে না হৈল স্মরণ। প্রসন্ন জনের ভব দুঃখ বিমোচন ॥ তোমাতে মানুষ বুদ্ধি অপত্য গেয়ানে। মুইত বঞ্চিত হৈনু অপত্য ধেয়ানে ॥ সূতিকার ঘরে তুমি কহিলে সকল। যুগে যুগেশ্বর তুমি দিব্য কলেবর ॥ নিজ ধর্ম রক্ষা কর নানা মূর্তি ধরি। তোমার মায়ায় তাহা রহিনু পাসরি ॥ পিতার বচন শুনি প্রভু নারায়ণ। কহিতে লাগিলা কিছু বিনয় বচন ॥ তুমি যে কহিলে বাপ সে নহে অন্যথা। পুত্র উদ্দেশিয়া তুমি কহ তত্ত্বকথা ॥ আমি তুমি এ সব দ্বারকাবাসীগণ। বিচারিয়া বুঝ যদি সব নারায়ণ ॥ নির্লেপ নির্গুণ আত্মা প্রকাশ স্বরূপ। এক আত্মা নানা ভেদ দেখ নানা রূপ ॥ যেন জ্যোতি ভূমি জল পবন আকাশ। নানা ভেদ দেখি যেন নানা পরকাশ ॥ এতেক বচন যদি বলিলা শ্রীহরি। তবে বসুদেব রহে চিত্ত স্থির করি ॥ দেবকী আসিয়া তার পুত্র সন্নিধানে। পুত্রের মহিমা শুনি কহে বিদ্যমানে ॥ যমঘর হৈতে দিলে গুরুপুত্র আনি। পুত্রের প্রভাব দেখি কি বলে জননী ॥ কান্দিতে লাগিলা দেবী পুত্র স্মঙরণে। কান্দিতে কান্দিতে বলে অঝর নয়নে ॥ রাম রাম কৃষ্ণ যোগেশ্বর দামোদর। অনাদি পুরুষ তুমি দেব মহেশ্বর ॥ ধর্ম সংস্থাপন হেতু কৈলে অবতার। পাষণ্ড খণ্ডন করি হরিলে ভূভার ॥ যাঁর অংশের অংশে করে উৎপত্তি প্রলয়। যাঁর ইচ্ছায় কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উদয় ॥ গুরুপুত্র আনি দিলে গুরুর দক্ষিণা। মুই বড় ব্যাকুল হৈয়া পুত্রহীনা ॥ ছয় পুত্র কংস মোর করিল নিধন। আনিয়া দেখাও মোরে কমললোচন ॥ এতেক বচন যদি বলিল জননী। সুতলে প্রবেশ কৈল প্রভু চক্রপাণি ॥ যোগ বলে প্রবেশিল সুতল বিবরে। দুই ভাই উত্তরিল বলির মন্দিরে ॥ রাম কৃষ্ণ [illegible] দেখি দৈত্যেশ্বর। সভাসনে বলিরাজা উঠিল সত্বর ॥ চরণ [illegible] পূণ্য জলে। মহাধন আভরণ বসন ভূষণে ॥ ধূপ দীপ দিয়া পূজে অমৃত ভোজনে। গন্ধ চন্দন দিব্য অঙ্গ বিলেপনে ॥ বিবিধ কুসুম মালা তাম্বূল [illegible]। চিত্ত বিত্ত পরিবার অর্পিয়া চরণ ॥ নয়নে আনন্দ জল পূর্ণ

অঙ্গ । আকুল হৃদয় গদ্ গদ স্বরভঙ্গ ॥ নমো নমো নারায়ণ কৃষ্ণ হৃষী-কেশ । নমো যোগেশ্বর যোগ নির্বাণ যোগেশ ॥ যোগির দুর্লভ যার পদ দরশনে । হেন প্রভু মোর ভাগ্যে হৈল উপসন্নে ॥ দৈত্য জাতি আমি সব তমোগুণ ধরি । দেখিল পদারবিন্দ কোন তপ করি ॥ দৈত্য দানব সিদ্ধ গন্ধর্ব কিন্নর । যক্ষ রক্ষ পিশাচ প্রমথ নিশাচর ॥ বৈর ভাব আমি সব করি নিরন্তর । তথাপি না কর তুমি কভু নিজ পর ॥ কেহ বৈরভাবে ভজে কেহ ভক্তি করি । কেহ কামভাবে ভজে কাম আশা করি ॥ কিন্তু তরি অসুরে যে রূপে তরি যায় । তত্ত্বময় দেহ হয়্যা সে গতি না পায় ॥ না বুঝে তোমার মায়া মহাযোগীগণে । কি নাথ বুঝিব আমি কুযোনি জনমে ॥ প্রসীদ কমলাকান্ত অকিঞ্চন ধন । জগত বন্দিতগণ বন্দিত চরণ ॥ গৃহ অন্ধকূপ ত্যজি রহ তরুতলে । অকিঞ্চন হৈয়া কিবা ভজে নিরন্তরে ॥ ভকত সমাজে কিবা নিরন্তর কহি । তোমার স্মরণ করি সবে এই চাহি ॥ এই কৃপা কর নাথ যদি হয় দয়া । এ সব সম্পদ মোর হয় দেবমায়া ॥ বলির বচন শুনি দেবকী-নন্দন । কহিতে লাগিলা তবে পুর্ব্ব বিবরণ ॥ আছিল মরীচি নামে ব্রহ্মার-কুমার । উর্ণা নামে এক ভার্য্যা আছিল তাহার ॥ ছয় পুত্র জন্মা-ইল আদি মন্বন্তরে । ব্রহ্মা দেখিবারে গেলা ছয় সহোদরে ॥ দেখিতে হৃদয়ে কন্যা করে বিলক্ষণ । তা দেখিয়া উপহাস কৈল ছয় জন ॥ ব্রহ্ম-শাপে হৈল তারা অসুর জনম । যে রূপে জন্মেন তার শুন বিবরণ ॥ হিরণ্যকশিপু পুত্র হৈল ছয় কুমারে । যোগমায়া আনি দিল দেবকী উদরে ॥ কংসাসুরে মারিয়া ফেলিল বারে বার । সেই ছয় শিশু আছে নিকটে তোমার ॥ শোকেতে ব্যাকুল মাতা দেখিতে কুমার । তেকারণে সেথাতে গমন যে আমার ॥ ছয়পুত্র লব আমি দ্বারকাভুবন । ছয়জনের হবে তবে শাপ বিমোচন ॥ মায়ের করিতে চাহি শোক নিবারণ । তোমারে কহিল আমি সব বিবরণ ॥ ছয় জনের হইবে যে বিপদ বি-নাশ । আমার প্রসাদে হৈব বিষ্ণুপদে বাস ॥ এতেক বচন বলি দেব দামোদর । ছয় পুত্র দিল লয়ে মায়ের গোচর ॥ দেখিয়া দেবকী দেবী দিল আলিঙ্গন । মুখ নিরখিয়া করে বদনে চুম্বন ॥ প্রেমে পুলকিত অঙ্গ গলে পয়োধর । মুখ নিরখিয়া মাতা আনন্দ অন্তর ॥ প্রেমেতে মো-হিত হৈয়া কৃষ্ণের জননী । কি বলিবে কৃষ্ণমায়া জগতমোহিনী ॥ কৃষ্ণ

অনুরূপ বাঁদা সরস ভাঁসন ॥ মধুর মঙ্গল গীত স্তুতি মনোহর । সাবধানে সুরগণে সেবন তৎপর ॥ যে যে ফণা না নোঙায় ফণি দুরাচার সেই ফণে উঠি দেই চরণ প্রহার ॥ দুষ্ট নিবারণ হরি খল দণ্ডধর । চরণ মর্দ্দন করে শিরের উপর ॥ প্রাণছাড়ি মরে সর্প না ধরে শরীর ঝলকে ঝলকে পড়ে মুখের রুধির ॥ গরল পড়য়ে সব নাসিকা বিবরে আঁখি ফুটি ছটফট রুধির সঞ্চরে ॥ যে যে ফণা না নোঙায় দুষ্ট ফণাধর । সেই ফণে লাফ দিয়া উঠে যদুবর ॥ পুরুষ পুরাণ হরি সুরগুরু রায় । সজ্জকরি সর্পশিরে চরণ দোলায় ॥ সুরগণে করে দিব্য পুষ্প বরিষণ । ফণি ফণে নৃত্য করে আদি নারায়ণ ॥ কৃষ্ণের তাণ্ডব নৃত্য চরণ প্রহারে । ভাঙ্গিল ভুজঙ্গ যোগ রুধির উগরে ॥ সহস্রেক ফণা কাটি হৈল খানং । সহিতে না পারে ভর ক্ষেজয়ে পরাণ ॥ চরাচর গুরু হরি পুরুষ পুরাণ । সর্ব্ব লোক গতি পতি প্রভু নারায়ণ ॥ মনেতে স্মরিয়া নাগ পশিল শরণে । এবার উদ্ধার মোরে কর নারায়ণে বিশ্বের জগত উদরে যার বৈসে । হেন প্রভু সপ শিরে নাচে নৃত্য রসে ॥ প্রাণ ছাড়ে ফণাধর দেখি পতিগণে । শোকেতে ব্যাকুলা হয়ে পড়িলা চরণে ॥ কুল শীল গুণবতী সতী পতিব্রতা । পতিভক্তি রত মতি পরম পণ্ডিতা ॥ খসিল অঙ্গের বেশ বসন ভূষণ । বিগলিত কেশপাশ হরল চেতন ॥ নিজপতি কোলে করি হাত দিয়া শিরে । দণ্ড পরণাম করি পড়ে ভূমিতলে ॥ অপরাধ মানিলেন প্রভুর চরণে । স্তুতি করে নাগপত্নী প্রভুর চরণে ॥

ধানসিরাগ ।

কৃত অপরাধ ভুজঙ্গ, খলমতি দুষ্টসঙ্গ, দেব সনে বাজিল মদপর চণ্ড । রিপুমুক্ত সমদর, শক্র হৈলা নারায়ণ, সমুচিত কর খল দণ্ড ॥ তব পদে অবগতি, শরণ লইল সতী, বেরি এক পতি দেহ দান । আমি যে অবলা জাতি, সহজে লোক গর্হিতি, পতিগত কেবল পরাণ কৃত দুষ্কৃত জন, দুরিত হরণ সম, অনুগ্রহ পরম তোমার । কুজনিজ নম মেরি, ভুজঙ্গ জাতি কৃতকারি, কেবল করেন সংহার ॥ নিজ নাম তেজিগণ, জগজন কৃতমন, কোন তপ করিল ভুজঙ্গ । অখিল দয়ার পর, পরম পরমেশ্বর, তোমায় কেবল আনন্দ ॥ না বুঝিনু হামো ছার, ফণি কোন অধিকার, চরণ রজ পরশশে । অখিল সম্পদ আর পাতাল কি [illegible]র, সেহ কিছু নহে পরিণামে ॥ অষ্ট যোগ সিদ্ধি

আঁদি, নাহি মাগে কুমতি, সকল তড়িত সমানে । কি ভাগ্য করিল কালী, পাইল চরণ ধূলি, সবংশে পাইল পরিত্রাণে ॥ তমোগুণ জনিত, ক্রোধ কলেবর নিত, ফণাধর পদরজ পায়ে । কহে ভাগবত আচার্য্য, জগত শুনিলে কার্য্য, এভব বন্ধন দূর যায়ে ॥

পয়ার । নমঃ মহাযোগী নমঃ ভগবান । পরমাত্মা অন্তর্যামী পুরুষ প্রধান ॥ জ্ঞানগতময় চিত্ত অনন্ত শকতি । গুণ বিবর্জিত নিত্য সর্ব্বতত্ত্ব পতি ॥ নম্য বিশ্বরূপ নমোঃ বিশ্বপতি ॥ নিগূঢ় মহিমা সর্ব্ব ভূতময় গতি ॥ নমঃ২ মহাসূক্ষ্ম পুর্ণ গুণরাশি । বাচা বাচক শক্তি পুরাণ পুরবাসি । প্রমাণ কারণ বেদ উৎপত্তির স্থান । স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বভূত জীত নাম ॥ নম রাম কৃষ্ণায় বাসুদেব নম । নম প্রদ্যুম্নায় গোবিন্দায় নমঃ ॥ অনিরুদ্ধ নমোঃ নম হৃষীকেশ । পরাৎপর গতি বিশ্বময় বিশ্বেশ ॥ নম নম অবিকার বিষয়ে বিলাস । নমঃ নিজজন হৃদয়ে প্রকাশ ॥ তুমি সৃজ তুমি পাল তুমি সে সংহার । মায়ার ত্রিগুণে তুমি তিন মূর্ত্তি ধর ॥ ভাল মন্দ চরাচর সৃজিলে আপনে । সবার জনম তুমি উৎপত্তি কারণে ॥ তথাপি উত্তম জনে পিরিতী তোমার । দুষ্ট নিবারণ কর উচিত বিচার ॥ নিজ ধর্ম্ম স্থাপিবে দণ্ডিয়া দুষ্ট জন । খলদণ্ড তুমি নাম ধর তেকারণ ॥ প্রভু হয়ে ভৃত্য দণ্ড অপরাধি করে । একবার অপরাধ ক্ষম দণ্ডধরে ॥ ক্ষম ক্ষম মহাপ্রভু ক্ষম একবার । না জানি তোমার তত্ত্ব মূঢ় দুরাচার ॥ অনুগ্রহ করে নাথ পতিদেহ দান । আমরা স্ত্রীজাতি হই পতিমাত্র প্রাণ ॥ মোরা সব আজি হৈতে কিঙ্করি তোমার । আমাদের পতি দান দেহ এই বার ॥ শ্রদ্ধায় যে জন তব আজ্ঞায় আচরে । সেই জন অনাদি সংসার দুঃখ তরে ॥ এত স্তুতি কৈল যদি নাগপত্নিগণে । কৃপা কৈল প্রভু সেব দেব জনার্দ্দনে ॥ ফণি ফণা ছাড়িয়া নামিলা নারায়ণে । মূর্চ্ছিত হইয়া নাগ রহে কতক্ষণে ॥ ধীরে২ চিত্ত স্থির করে ফণিরাজ । দীন হীন গতিক্ষীণ হইয়া সে সাজ ॥ করযোড় করিয়া কৃষ্ণের পায়ে কহে । প্রণাম করিয়া তবে নিজ দোষ কহে ॥ উৎপত্তি হইতে দেখ অধম খল মতি । ক্রোধময় তমোগুণ দুষ্ট মন গতি ॥ স্বভাব খণ্ডন নাথ কারো নাহি যায় । স্বভাবে সকল লোক নানা পথে ধায় ॥ তোমার সৃজন বিশ্ব ত্রিগুণ জনিত । তোমার সৃজিত বুদ্ধি সভার রচিত ॥ তার মধ্যে আমি সব হৈ সর্পজাতি । নিরবুদ্ধি ক্রোধ পরায়ণ

দুষ্টমতি ।। মায়ায় মোহিত হয়ে নানা পথে চলি। আপনার দোষ গোসাঞি আপনি সে বলি ।। ইহাতে প্রমাণ তুমি সর্ব্বাক শেখর। তোমার চরণে নাথ সকল গোচর ।। নিগ্রহ করিয়া তুমি অনুগ্রহ ধর যে তোমার ইচ্ছা নাথ সেই আজ্ঞা কর ।। কালী নাগের স্তবন শুনিয়া ভগবান। সন্তোষ হলেন হরি পুরুষ প্রধান ।। আজ্ঞা দিলা কালী নাগে ত্বরিত গমনে। আপনা চিন্তিয়া সর্প চল অন্য স্থানে ।। স্ত্রী পুত্র বন্ধু আদি সব পরিবার। তোরা সব হেথা কেহ না থাকিহ আর ।। সেই রমণক দ্বীপ ঝাট করি চল। সর্ব্ব জীব সুখে যেন পিয়ে এই জল ।। এই আজ্ঞা সর্পরাজ করিল তোমারে। ইহার কীর্ত্তন যেবা দুই সন্ধে করে ।। তার যেন সর্প ভয় কভু নহে আর। এই আজ্ঞা সর্ব্বকাল পালিহ আমার ।। এই কালিন্দির হ্রদে করিয়া মার্জ্জন। দেব পিতৃ তর্পণ করয়ে যেই জন ।। উপবাস করিয়া যে আমাকে সঙরে ।। সর্ব্ব পাপ খণ্ডিবে চলিবে বিষ্ণুপুরে ।। যার ভয়ে তুমি সব দ্বীপ পরিহরি। রহিলে কালিন্দী হ্রদে পরবেশ করি ।। সে গরুড় তোমা সবে না খাইবে আর। পাদপদ্ম চিহ্ন শিরে দেখিবে যাহার আজ্ঞা শিরে ধরি সর্প কোন কর্ম্ম করে। সপুত্র বান্ধবে কৃষ্ণে পুজিল সাদরে ।। দিব্য রত্নমণি দিল বিচিত্র ভূষণ। দিব্য উৎপল মাল্য দিব্য বিলেপন ।। রতনে ভূষিত কৃষ্ণ পূজিলা বিধানে। আজ্ঞা মাগিলেন সর্প প্রভুর চরণে ।। প্রদক্ষিণ করি কৈল দণ্ড পরণাম। সব বন্ধু বান্ধবে নাগ গেল নিজ স্থান ।। সেই দিনে সেই ক্ষণে যমুনার জল। অমৃত সমান হৈল অতি সুশীতল ।। কৃষ্ণ গুণ শুন ভাই কৃষ্ণে ধর আশা। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুর সুভাষা ।।

তবে রাজা পরীক্ষিত শুকমুনি স্থানে। এই কথা জিজ্ঞাসিল সন্দেহ বচনে ।। কালিনাগ স্থান ত্যাগ কৈল কি কারণে। গরুড়ের কৈল কেন পিরীতি লংঘনে ।। কৃষ্ণকথা রসময় অমৃতের ধারা শুনিতে২ হয় সর্ব্ব দুঃখ হরা ।। এ বড বিস্ময় মোর হইল হৃদয়। বিস্তার করিয়া কহ শুক মহাশয় ।। রাজার বচন শুনি শুক মুনিবর। সাধু২ করি তাঁরে দিলেন উত্তর ।। মুনি বলে শুন রাজা বিবরণ বাণী খগরাজে কালিরাজে বিবাদ কাহিনী ।। গরুড় আসিয়া সর্প নিতি২ খায়। সর্পগণ মিলি তার চিন্তিল উপায় ।। ঘর প্রতি এক বলি দিল মাসে২। এই বনস্পতিমূলে পূর্ণিমা দিবসে ।। মর্য্যাদা স্থাপিল তবে

এই সর্পগণে। এত শুনি নিষেধিল কদ্রুর নন্দনে॥ তাহা দেখি ক্রোধ কৈল পন্নগ ভক্ষণ। সর্প হয়ে করে দুষ্ট মর্য্যাদা লংঘন ॥ সবংশে করিব আজি কালির সংহার। সর্প হয়ে করে দুষ্ট এত অহঙ্কার ॥ এতেক বচন বলি বিনতানন্দন। রমণক দ্বীপে আসি হৈল উপসন্ন ॥ খগপতি দেখিয়া কুপিল ফণধর। সহস্র ফণা তুলিয়া সে ধাইল সত্বর করাল বদন অস্ত্র স্তম্ভিত লোচন। গরুড়ে বেড়িয়া ধরে কদ্রুর নন্দন আশে পাশে গরুড়ের সর্ব্বাঙ্গ দংশিল। কশ্যপনন্দন যেন আগুণি জ্বলিল ॥ বাম পাকসাট দিয়া মারিল একবাড়ি। দূরে গিয়া পন্নগ পড়িল প্রাণ ছাড়ি ॥ তবে কদ্রুসুত ভয়ে কোন কর্ম্ম করে। প্রবেশ করিল গিয়া কালিন্দীর জলে ॥ এককালে খগপতি দেখি মৎস্যরাজ। ধাইয়া আসিয়া পড়ে যমুনার মাঝ ॥ দেখিয়া ধরিল মৎস্য খাইল খগেশ্বর। আছিল সোভরি মুনি জলের ভিতর ॥ মুনিত বলিল অরে বিনতানন্দন। আমার সাক্ষাতে মৎস্য না কর ভক্ষণ ॥ তবু মৎস্য ধরিয়া খাইল খগরাজে। মৎস্যগণ বিলাপ করয়ে জল মাঝে ॥ মীনগণ ক্রন্দন শুনিয়া যোগেশ্বর। কৃপা করি দিলা শাপ সহস্র বৎসর ॥ যদি আর এই জলে পরবেশ করি। গরুড় আসিয়া মৎস্য খায় যদি ধরি ॥ প্রাণ ছাড়ি সেইক্ষণে মরিব সর্ব্বথা। আমার বচন কভু না হবে অন্যথা ॥ এসব সকল তত্ত্ব কালিনাগ জানে। তথা বাস কৈল কালী এই সে কারণে ॥ পুনরপি কৃষ্ণ দূর কৈল তথা হৈতে। আর কথা কহি রাজা শুন সাবহিতে ॥ কালিন্দীর হ্রদে হৈতে উঠিলা শ্রীহরি। দিব্য গন্ধ চন্দন কুসুম মালা ধরি। মহামুনি অমূল্য অঙ্গেতে বিরচিত। মুকুট কুণ্ডল হারে অঙ্গ বিলসিত ॥ সকল গোকুলবাসী উঠিলা সত্বরে। মরিলে যেমন উঠে জীবন সঞ্চারে ॥ আনন্দে পুরিয়া গোপ দিলা আলিঙ্গন। মাথে হতে দিয়া কৈল বদন চুম্বন ॥ যশোদা রোহিণী নন্দ গোপ গোপীগণে। আনন্দ হইলা সবে কৃষ্ণ দরশনে ॥ কৃষ্ণের মহিমা জানে প্রভু বলরাম। আলিঙ্গন করিয়া হাসিলা মতিমান ॥ কৃষ্ণ কোলে করিয়া বসিলা মহাশয়। প্রেমরসে পুলকিত আনন্দ হৃদয় ॥ ধেনু বৎস বৃষগণ হৈল আনন্দিত। সকল গোকুলবাসী প্রেমে বিমোহিত ॥ সব গোপ গুরু পুরোহিত দ্বিজগণ আসিয়া নন্দের তরে কৈল সম্ভাষণ ॥ ভাগ্যে নন্দ পুত্র জিয়া উঠিল তোমার। দংশিল পাপীষ্ঠ বড় নাগ দুরাচার ॥ ভাগ্যে শিশু জিল

গুরু দ্বিজ আশীর্ব্বাদে। কেবল তোমার পুণ্য দেব আশীর্ব্বাদে॥ এই রূপে গোবিন্দ পাইয়া গোপগণে। সব দুঃখ পাসরিল আনন্দিত মনে সে রাত্রি রহিল সেই যমুনার তীরে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কেহ চলিতে না পারে॥ শুচি নামে এক বন তথায় আছিল। উপবাস করি গোপ তথায় রহিল॥ ঘোরতর দাবাগ্নি উঠিল নিশাকালে। চৌদিগে বেড়িল অগ্নি দহিবার তরে॥ দাবানলে দহে অঙ্গ চৌদিগে বেড়িয়া। উঠিল গোকুলবাসী সম্ভ্রম দেখিয়া॥ শরণ পশিল গিয়া কৃষ্ণের চরণে। কৃষ্ণ২ মহাভাগ কর পরিত্রাণে॥ অমিত বিক্রম রাম করুণা সাগর চৌদিগে বেড়িল ঘোরতর দাবানল॥ আমি সব নিজ জন সেবক তোমার। কাল দাবানল হৈতে রাখ একবার॥ আগুণেতে দহে যদি তাহে নাহি ডর। ছাড়িতে না পারি প্রভু চরণ তোমার॥ নিজ জন ব্যাকুল দেখিয়া দয়াময়। অনন্ত শকতি ধরে সর্ব্ব জীব লয়॥ অগ্নিপান কৈল কৃষ্ণ আঁখির নিমিষে। সেই বনে গোপগণ রহিল সন্তোষে॥ রজনী প্রভাতে গোপ গেল ব্রজপুরে। খরতর পবন প্রচণ্ড রবি জ্বালে॥ দিনকর কিরণে সকল চরাচর। নীরস দেখিয়া যেন শুষ্ক কলেবর॥ হেনই নিদাঘকাল বৃন্দাবন গুণে। সাক্ষাতে সন্তোষ যেন হৈল বিদ্যমানে॥ যাহাতে নির্ঝর জল তরঙ্গ কল্লোল। শুক পিকু বিহঙ্গ শবদ উতরোল॥ জলমাঝে স্নিগ্ধতরু মণ্ডপ মণ্ডিত। নানা ফল ফুলে বন অতি সুশোভিত॥ কহ্লার কুমুদ কুন্দ নীল উৎপল। চৌদিগে অযুত নদ নদী সরোবর॥ হংস করণ্ডক আদি জল চর মেলি। বিবিধ কলরব সবে করে নানা কেলি॥ অগ্রজ রঙ্গ রূপ বেশ বিবিধ খেলন। বিবিধ কৌতুক রস বিবিধ বিহার॥ বিবিধ চঞ্চল লীলা বিবিধ সঞ্চার। বিবিধ আনন্দ রসে বিবিধ নাচন। বিবিধ কৌতুক গীত বিবিধ ভাসন॥ বহুবিধ অলোকন বহু বিহরণ। বহুবিধ ভ্রমণ ভাতি লীলা। সঙ্গিগণ লয়ে হরি করে নানা খেলা॥ হেন কালে আইল দৈত্য শিশুরূপ ধরি। প্রলম্ব তাহার নাম বলে মহাবলী॥ হরিয়া কৃষ্ণেরে নিব হেন চিত্ত তার। অখিল ভুবন কিবা প্রভু অগোচর॥ দুষ্ট দৈত্য প্রলম্ব জানেন বনমালী। তবুতো তাহার সনে পাতিল মিতালি॥ ধন্য কৈল বৃন্দাবন এসব আনন্দে। আর এক বাল্যকেলি রচিল প্রবন্ধে॥ যে২ জিনে তাকে বহে হারে যে যে জনা। বহিয়া রাখিতে স্থান কৈল নিরূপণা॥ ভাণ্ডিরক নামে

বম সঙ্কেত করিয়া। প্রলম্ব সহিত খেলে দুই ভাই লৈয়া॥ সভায় প্রধান তাতে হৈল দুই ভাই। ব্যাবর্ত্তিয়া সব শিশু কৈল ঠাঞিং॥ বলরাম কত নিল আরত শ্রীহরি। আনন্দে খেলায় ত্রিভুবন অধি কারী॥ বলদেব জিনিল যতেক তার গণ। সগণে হারিল খেলি প্রভু নারায়ণ॥ ছিদাম বালকে হরি বহিলা আপনে। অন্যান্য বহিলা সকল জনে জনে॥ বৃষভ বালক বহে ভদ্রসেন নামে। প্রলম্ব অসুরে বহি নিল বলরামে॥ সবাই সবাকে থুইল ভাণ্ডির নিকটে। বল-রাম লয়ে দৈত্য চলি যায় ঝাটে॥ সেইক্ষণে রাম লয়ে আকাশ মণ্ড লে। উঠিয়া প্রলম্ব দৈত্য নিজ মূর্ত্তি ধরে॥ দন্ত মুখ বিকট পিঙ্গল জটাভার। অতিঘোর কলেবর পর্ব্বত আকার॥ দৈত্য কান্ধে হল ধর দেখি সুশোভনে। পূর্ণিমার চাঁদ যেন শোভে নবঘনে॥ তাহা দেখি রাম কিছু মনে পাইল ভয়। সেইক্ষণে আপনা পাসরে মহাশয় ক্রোধে রাম জ্বলে তবে দেখি দুরাচার। দৈত্যমুণ্ডে মারে রাম মুষ্টি র প্রহার॥ ভাঙ্গিল দৈত্যের মুণ্ড হৈল সাতখান। অদ্ভুত প্রলম্ব বধ কৈল বলরাম॥ ভবসিন্ধু তরিতে কৃষ্ণের গুণ গাঁথা। অষ্টাদশ অধ্যা য়ে প্রলম্ব বধ কথা॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী। গীতছন্দে কৈল কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী॥

ওড়িরাগ।

তবে আর যে কহিব শুন নৃপবর। গোয়ালা বালক সঙ্গে কৃষ্ণ হলধর॥ হেনই সময়ে যার যতেক গোধন। নব নব তৃণ লোভে গেল দূরবন॥ মুঞ্জাট বিপিনে ধেনু সব আনাইল। নানা দিগে গোঠে গোঠে সব ধেনু গেল॥ হেনকালে সব শিশু না দেখি গোধন। ভাঙ্গি য়া খেলার মেলি চাহে বনেবন॥ ভয়েতে ব্যাকুল শিশু গোধন হারায়ে। চৌদিগে চাহিয়া বেড়ায় মনে ভয় পায়ে॥ দন্তছেদ তৃণ খুর দেখি ক্ষিতিতল। সেই অনুসারে শিশু চলিলা সকল॥ সেই পথে মুঞ্জাটবী বনে উত্তরিল। অরণ্যে গোধন বুলে তথায় দেখিল॥ ক্ষুধায় বালক সব হৈয়াছে কাতর। পালটি আইলা গোপীনাথের গোচর॥ বেণু নাদে নাম ধরি গোঠের গোধন। আপনার নিকটে আনিলা ততক্ষণ॥ হেনকালে আগুণ অরণ্যে উপজিল। পুড়িয়া সকল বন চৌদিগে বেড়িল॥ সব শিশু ধেনু দেখি চৌদিগে আগুনি।

কান্দিছে ব্যাকুল হৈয়া মনে ভয় মানি ।। কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাপ্রভু প্রণত পালন । ভবভয় ভঞ্জন দুরিত বিনাশন । তুমি প্রাণ তুমি পতি বান্ধব আমার । তোমা বিনে শিশুগণ নাহি জানে আর ।। যে যে বৈসে তোমার গোকুলে পরিজন । জানিয়া উদ্ধার কর লইনু শরণ ।। এতেক বলিয়া শিশু গোধন সহিতে । অভয় চরণে গিয়া পড়িল কান্দিতে । ভয়ে ভীত ছাওাল দেখিয়া দয়াময় । ভয় নাহিং বলে মহাশয় ।। তোরা সবে চক্ষু বুজ এসব শুন । এখনি হইবে রক্ষা বলে নারায়ণ ।। কৃষ্ণের এমন বাণী শুনিয়া ছাওালে । দুই চক্ষু তারা রহিল নিচলে ।। যোগবলে কৈল পান দাবাহুতাশন । অগ্নি পান করিয়া উদ্ধারে নিজ গণ ।। প্রণত পালন নাম ভকত বৎসল । ভকত উদ্ধার নাম করিতে সফল ।। অগ্নি পান করি কৈল গোপের রক্ষণ । গোকুলে চলিতে চিত্ত কৈলা নারায়ণ ।। আগে সব গোধন চলিলা যুথেং । পাছে গোপ তনয় চলিলা কৃষ্ণ সাথে ।। ভুবনপাবন গুণ অনুগত গায় । গোকুলে প্রবেশ কৈল প্রভু যদুরায় ।। গোপির আনন্দ হৈল কৃষ্ণ দরশনে । তিলেকেতে শতযুগ গোপী কৃষ্ণ বিনে ।। দৈত্য বধি বলরাম থুইল চমৎকার । অগ্নিপান আপনে যেমতে প্রতিকার ।। শত মুখে শিশু সব এই কথা কহে । তা শুনিয়া গোকুলে আনন্দনদী বহে ।। ঊনবিংশ অধ্যায়ে এসব কথা কহি । ভবসিন্ধু তরিতে উপায় সবে এহি ।। শ্রীভাগবত আচার্য্যের অপার রচনা । সুখে যেন ভাগবত বুঝে সর্ব্বজনা ।।

শুক মুনি বলে রাজা শুন সাবহিতে । আর অপরূপ কহি তোমার সাক্ষাতে ।। কত দিন বই হৈল বরিষা সময় । কাল গুণে যাহাতে সকল জীবি হয় ।। বিজুলী চমকে দশ দিক চমকিত । ক্ষণে ক্ষণে আকাশে দেখিয়া প্রকাশিত ।। মহামেঘ গর্জ্জনে বিজুলী ছটা হয়ে আকাশ মণ্ডলে মেঘজ্যোতিখান বহে ।। পৃথিবীর যত রস নিল অষ্ট মাসে । সে সব তেজিল কৃষ্ণ মেঘপথাকাশে ।। রাজা পৃথিবীর ধন যেন করে লয় । শতগুণ করে দান পাইলে সময় ।। প্রচণ্ড পবন বহে মহা মেঘ ভরা । সর্ব্বলোক জীবন বরিষে জলধারা ।। দয়াল পুরুষ যেন দেখি দুঃখি জন । তাহাকে রাখিতে তেজে আপন জীবন ।। নিদাঘ আতপ তাপে ধরণী তাপিত । মেঘ বরিষণ পায়্যা সবে আনন্দিত ।। কাম্যব্রতি তপস্বির যেন তনু ক্ষীণ । কাম্যফল সিদ্ধি হৈলে

দেখি যে নবীন ।। রাত্রিকালে জোনিকীট জলে অতিশয়। মেঘ আ চ্ছাদিলে নয় নক্ষত্র উদয় ।। অধর্ম্ম পাষণ্ড যেন বাড়ে কলিকালে। দুষ্ট কলি দেখি যেন বেদ না নিস্বরে ।। জল শব্দ শুনি হৈল হরষিত মনে। কোলাহল শব্দ করে যত ভেকগণে ।। মৌন আচরিয়া বৃত্তি থাকেন ব্রাহ্মণ। বিস্ময় খণ্ডিলে যেন শব্দ উচ্চারণ ।। পূরিয়া সকল জলে ক্ষুদ্র নদী তীর। তার তীর ভাঙ্গে স্রোতে বেগে বহে স্থির ।। অহঙ্কারে সমর্থ যে আপনা পাসরে। তনু বলে দারা পুত্র পায়ে গর্ব্ব করে ।। হরিদ্রাবরণ কোথাহে হরিতা। ইন্দ্রগোপ নাম কীটে কোথাহে লোহিতা ।। কোথা ওই ছত্র ছায়া শোভে বসুমতি। যেন রাজ সম্পদ সাক্ষাতে মূর্ত্তিবতী ।। শস্যপূর্ণ ক্ষিতি দেখি কৃষকে হরিষ তনুতাপে কারো২ বাড়ে বিমরিষ ।। নবজল পান স্নানে সব চরাচর ধরয়ে উত্তম রূপ দেখি মনোহর ।। ভকত জনের তনু হরিস বিশেষ। কৃষ্ণতেজ লাল যেন সর্ব্বত্র প্রকাশ ।। সাগর ক্ষোভিত নদ নদীর সঙ্গমে। অপূর্ব্ব যোগির যেন বিত্ত হত কামে ।। ধারা পাত বরিষণে পর্ব্বত না টুটে। ভকতের চিত্ত যেন কামে নাহি ছুটে ।। দুর্গম দেখিয়া পথ কেহ নাহি হাটে। তৃণজপাঙ্ক হৈল অধিক শঙ্কটে ।। দুষ্ট কলি কালে লোকের দিধা ব্যবহার। ব্রাহ্মণে না পড়ে বেদ নহেক প্রচার মেঘচয়ে স্থির নহে চঞ্চল তড়িত। নির্গুণ পুরুষে যেন কামিনী সজ্জিত ।। নবঘন গরজিত আকাশ উপরে। গুণ হীন শক্রধনুঃ তনু দৃশ্য করে ।। যদি লোকে নিজ গুণ হয় পরিচয়। নির্গুণ পুরুষতনু শোভে অতিশয় ।। চন্দ্র তেজে সর্ব্ব লোক দেখি জলধর। সে জন্য আকাশে নাহি শোভে শশধর ।। নবঘন দরশনে আনন্দিত হৈয়া। ময়ূর করয়ে নৃত্য আনন্দে পূরিয়া ।। নানা গ্রহ তাপে যেন তাপি গৃহী জনে। আনন্দিত হয় যেন সাধু সমাগমে ।। ঘন বরিষণ জল পায়্যা তরুগণে। নানা মূর্ত্তি ধরে তবে বিবিধ লক্ষণে ।। তপস্বিরা তপ করি ক্ষীণ কলেবর। কার্য্য সিদ্ধি হৈলে যেন দেখিতে সুন্দর ।। দৃঢ় সেতুবন্ধ টুটি ধারা বরিষণে। যেন কলিযুগে বেদ পাষণ্ড না শুনে বরিষা কালের গুণ যত২ হয়। সব বৃন্দাবনে গিয়া হইল উদয় ।। আম জাম খর্জ্জুর সুগন্ধি মনোহর। বহুবিধ কুসুম শোভিতথরেথর সঙ্গে ব্রজবালক গোধন আগে যায়। নাম ধরি উচ্চ করি ডাকে যদু রায় ।। পয়োধর ভরে ধেনু গমন মন্থর। হুহুঙ্কার শব্দ করি হয়ে উত্র

রোল ॥ প্রেমরসে আকুলিত ধেনুর নিকর । যথা২ কৃষ্ণ তথা বেড়ি
রয় ॥ যখন বরিষে মেঘ বড় ঘোরতর । সব শিশু সঙ্গে প্রভু থাকে
তরুতল ॥ পর্ব্বত গহ্বরে ক্ষণে করয়ে প্রবেশ । ফল মূল ভোজন ক
য়ে হৃষীকেশ ॥ যমুনা নিকট তটে উত্তম পাথর । ধরিল ওদন দধি
তাহার উপর ॥ গোপশিশু সঙ্গে বলদেব নারায়ণ । অখিল ব্রহ্মাণ্ড
নাথ করয়ে ভোজন ॥ বরিষা কালের দেখি সম্পদ বিশেষ । মনে
হরষিত প্রভু হৃষিকেশ ॥ এইরূপে গোধন গণ বৃন্দাবনে বৈসে
গোপশিশু সঙ্গে প্রভু বহুবিধ রসে ॥ তৎপরে শরৎকাল করিল প্র
বেশ । সর্ব্বলোকে বাড়ে সুখ সম্পদ বিশেষ ॥ অমল সলিল মন্দ প
ন সঞ্চার । জলের নির্ম্মলগুণ হৈল আরবার ॥ যোগভ্রষ্ট যোগি যে
রমণীর চিত । পুন আর যোগ সাধি যেন প্রকাশিত ॥ যতেক আ
ন মেঘ আকাশ মণ্ডলে । বহু জীব বসতি আছিল এক মেলে ॥ পৃ
থ্বীতে আছিল যতেক পঙ্কচয় । অল্প জলে পঙ্কে তবে বড় দুঃখ হ
সকল শুকালো পঙ্ক শরতের গুণে । সকল নির্ম্মল সুখ হৈল সর্ব্বজনে
বহু সুখে ব্রহ্মচারি গুরুসেবা করি । নিত্য২ সমাধি ভাবয়ে দৃঢ় ধরি
পুত্র দার পরিবার শয়ন বন্দনে । নানা গৃহে কর্ম্ম দোষে রহে গৃহী
জনে ॥ বনবাসি ফল মূল করয়ে আহার । বিবিধ সঞ্চয়ে করে ক
দুঃখ ভার ॥ সন্ন্যাসির নিজ ধর্ম্ম করিতে পালন। দুঃখ বই নাহি
কিছু সন্ন্যাস করণ ॥ যদি ভাগ্যবশে ভক্তি হয় নারায়ণে । এ চারি
আশ্রম ধর্ম্ম ছাড়ে চারি জনে ॥ শুদ্ধভাবে শুদ্ধ চিত্ত হয় শুদ্ধ মতি
যেন সর্ব্ব কর্ম্মবৃন্দ ছাড়য়ে ভকতি ॥ জনম অধম ছাড়ি নিরমল ঘন
বাসনা তেজিলে যেন শান্ত মুনিগণ ॥ অল্পজলে বৈসে যেন ক্ষুদ্র জ
চারি । দিনে২ জল টুটে বুঝিতে না পারি ॥ নষ্টবুদ্ধি গৃহী যেন সুখী
অতিশয় । মনে২ টুটে আয়ু তবু না বুঝয় ॥ স্বল্প জলে বৈসে যেন
ক্ষুদ্র মীনচয় । রবিরকিরণে দহে তাহাদের কায় ॥ যেন দুঃখি গৃহ
স্থ না জানে দুঃখ ভার । সতত আকুল হয়ে পোষে পরিবার ॥
অল্পে২ পঙ্ক সব শুকাল মেদিনী । পুত্র দার মোহ যেন ছাড়ে শুদ্ধ
জ্ঞানি ॥ নিচলে রহিল সিন্ধু শরৎ সময় । যেন মহামুনি তত্ত্বজ্ঞান
পরিচয় ॥ দৃঢ় সেতুবন্ধ যেন রাখিল কৃষাণে । ইন্দ্রিয় বান্ধিল যেন
মহাযোগিগণে ॥ শরত রবির জাল হরে নিশাপতি । গোপির বির
হ তাপ জানে যদুপতি ॥ নির্ম্মল গগণ হৈল নক্ষত্র সুন্দর । সত্যযুক্ত

চিত্ত যেন শুদ্ধ কলেবর ॥ আকাশ মণ্ডলে চাঁদ নক্ষত্র সমাজে। তথা শোভে যদুনাথ ব্রজকুল মাঝে ॥ সম শীত সম তাপ কুসুম পবন। এসুখ সম্পদে সুখী হৈল সর্ব্বজন ॥ ধেনু মৃগী পক্ষিণী যতেক নারী জাতি। গর্ব্ভযোগ ধরিল সংযোগ নিজপতি॥ প্রফুল্ল জলদ সব রবির উদয়। কুমুদ মুদিত ভয়ে হৈল অতিশয় ॥ যেন লোক হরষিত রাজ দরশনে। দুষ্ট চোর পলায় যে রাখিয়া জীবনে ॥ অমল কমল কুসুমিত বনযুতা। বিবিধ সুপক্ক ধান্য পৃথিবী পুজিতা ॥ বাণিজ্যে চলিল যত আছে বাণিজ্যার। নৃপসব কেন যায় শত্রু জিনিবার ॥ চলিল তপস্বি মুনি তপ করিবারে। যার যথা মনোরথ সেই তথা চলে ॥ এসব শরত কালে গুণের বাখান। বিংশতি অধ্যায় কহি কৃষ্ণ গুণগান শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস ভাষা। সব পরিহরি ভাই কৃষ্ণে ধর আশা ॥

ত্রিপদী। মধু মত্ত মধুব্রত, বিবিধ কুসুমকৃত, মকর সুগন্ধি পবনে নদ নদী সরোবর, শোভা অতি মনোহর, অদ্ভুত দেখি বৃন্দাবনে ॥ শুক শারী পক্ষি যত, বিবিধ বিহঙ্গযুত, নানা বিধ শব্দেতে ঝঙ্কার। হেন বনে পরবেশি, অখিল ভুবনরাশী, করে হরি বিবিধ বিহার ॥ চঞ্চল বরিহা পীড়া, বান্ধালে কুসুমচূড়া, নটবর গোপাল শেখর। দৃঢ়বদ্ধ পীতধটি, উজ্জল কিঙ্কিণী কটি, শ্রুতযুগে শোভে কর্ণিকার ॥ বৈজয়ন্তি মালা দোলে, মণি আভরণ গলে, অধর সুধায় বেণু পুরে। সবং গোপী যত, চৌদিগে আনন্দযুত, গুণ গায় মাঝে যদুবরে ॥ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ পায়, আহা কিবা শোভা তায়, ভুষিত ভুষণ বৃন্দাবনে বনমালা দোলে গলে, কপোল কুণ্ডল জোলে, মনোহর সে নন্দনন্দনে শ্রীবৃন্দাবনেতে শুনি, মধুর বাঁশির ধ্বনি, ব্রজবধু সব এক মনে। আকুল মদন বানে, বাহ্য কিছু নাহি জানে, বর্ণিতে না পারে কিছু গুণে ইথে ধিক নাহি যার, প্রাণের সফল তার, যেং দেখি কৃষ্ণ মুখজ্যোতি কোটি চন্দ্র পরকাশ, মন্দ সুমধুর হাস, কি সখী কহিব নর জাতি। নবচ্যুত যে পল্লব, মধুর চন্দন নব, উৎপল সুকমলে রচিত। আজানু কুসুম হারে, মাঝে মাঝে শোভা করে, পরিধান বিচিত্র ভুষিত ॥ বলদেব দামোদর দিব্য গন্ধে মনোহর, শোভে ব্রজবালকের মাঝে ভুবনমোহন লীলা, ক্ষণে নিত্য গীত কলা, রাম কৃষ্ণে নটবর রাজে শুনং গোপীগণ, বেণু কোন তপ কৈল, সব গোপী করিয়া নৈরাশে।

হরিমুখ সুধানিধি, পান করে নিরবধি, ধন্য বেণু জন্ম যেবা বংশে প্রফুল্ল কমল যুতা, সব নদী পুলকিতা, জনমিল ভকত তনয়। নিয় বধি রস মনে, বাজায় নন্দনন্দনে, মুক্তিপদ এ কোন সংশয়॥ মধু রূপ অশ্রুধারে, সকল বৃক্ষের গণে, পুত্রপ্রেম হৈল তরুগণে। জন মিল এই কুলে, আমরা তরিব হেলে, এ সব অদ্ভুত বৃন্দাবনে॥ যেন কোন জন্য কুলে, ভকত জনম লৈলে, আনন্দ বাড়ায় বৃদ্ধগণে। অচে তন ধর্ম্ম যার, জীবধর্ম্ম হয় তার, কি কহিব বৃন্দাবন গুণে॥ শুন সখি সাবহিতা, বৃন্দাবনের কথা, বিস্তারিল যশঃ কীর্ত্তি তার। অশ্ব মাতঙ্গগণ, মৃগী আদি তরুগণ, সবেই চরিত্র গায় তার॥ মধুর বংশীর গানে, সুখী বৃদ্ধ শিশুগণে, উল্লাসিতে করয়ে নাচনে। ভক্ত ভক্তকে মিলি, দেখে সেই নৃত্য কেলী, সমভাব হৈল জনে জনে॥ ধন্য এই মৃগীগণ, দেখিল নন্দনন্দন, বিচিত্র বেশ মধুর মুরতি। বাঁশীর মধুর ধ্বনি, নিশ্চিন্ত্য হইয়া শুনি, প্রেমভাবে বাড়য়ে পিরীতি॥ মধুর মু রলীরব, শুনি ব্রজবধূ সব, মন্দগতি রহে শূন্যপথে। অখিল লাবণ্য ধাম, গুণে শীলে অবিরাম, দেখিয়া মুরছি পড়ে পথে॥ যবে কৃষ্ণ বেণু বায়, সব ধেনু রহি চায়, শ্রুতিযুগে বেণুপুটে ধরি। মুদিত নয়ন করি, হৃদয়ে চিন্তয়ে হরি, দশনে কবল তৃণ হরি॥ বৎস করে ক্ষীর পান, যবে শুনে বেণুগান, পানে ক্ষীর তোলে মুখে ধরি। শ্রুতিযুগ উভ করি, তেমনি ধেয়ায় হরি, প্রেমরসে আপনা পাসরি॥ শুন সখি হেন দেখি, বৃন্দাবনে যত পাখী, এ সব সাক্ষাতে মুনিগণে। রুচির বিমল ডালে, চড়িয়া গোপাল পানে, চাহিতে মুরলিনাদ শুনে॥ ধর্ম্ম অর্থ কাম যত, নানা পথ বেদ যুত, ত্যজিয়া সকল একে বারে। নিরমল ভক্তিপথে, রহে মুনি যেন মতে, এই ধর্ম্ম দেখিল পক্ষেরে॥ মধুর মুরলী ধ্বনি, সব নদীগণে শুনি, কামভাবে গমন মন্থরা। অচল তরঙ্গভুজে, মুকুন্দ পদপঙ্কজে, করিল কমল উপহারা বলভদ্র সঙ্গে হরি, গোপশিশু সঙ্গে করি, বৃন্দাবনে চরায় গোধন। দেখিয়া রবির জালে, মেঘ আসি ছত্র ধরে, দেবে করে পুষ্প বরিষণ ও সব বরজ নারী, কোন পুণ্য তপ করি, চরণ কুঙ্কুম পাইল বনে। গোপী কুচযুগ গত, গোবিন্দ চরণে রত, নিজ কুচে করায় পালনে শুন হের গোপ নারী, ধন্য গোবর্দ্ধন গিরি, উহা গণি ভক্তের প্রধান চরণ পরশ রসে, পুলকে সর্ব্বাঙ্গ ভাসে, হরিপদ চিহ্ন যার নাম।

কন্দমূল তৃণ জল, বিবিধ কুসুম ফল, বহু বিধ দিয়া উপহারে। ধেনু সঙ্গে পশুগণ, রাম সঙ্গে নারায়ণ, আরাধিল বহু পরকারে ॥ যতেক বালক মেলি, রাম সঙ্গে বনমালী, গোধন চরায় যদি বনে। জীবের স্থাবর ধর্ম্ম, স্থাবরেতে ত্যজি ধর্ম্ম, হেন চিত্র দেখিল নয়নে ॥ এই রূপে বাল্যকেলী, কৈল যত বনমালী, বৃন্দাবিপিন কুতূহলে। গোকুলনগরে নারী, সবে হৈয়া এক মেলি, বর্ণিতে থাকয়ে নিরন্তরে ॥ প্রেমরত্ন অপরসে, আনন্দ মানস রসে, কৃষ্ণময়ী ভেল ব্রজাঙ্গনা। এসব চরিত্র লীলা, কৈল দৈবকীর বালা, শ্রীভাগবত আচার্য্যের বর্ণনা ॥

পয়ার। অগ্রহায়ণ মাসে হৈল প্রথম হিমন্ত। ব্রজবধু সব কৈল ব্রত অনুবন্ধ ॥ দুর্গার্চ্চন নাম ব্রত হবিষ্য ভোজন। কালিন্দির জলে গিয়া প্রভাতে মজ্জন ॥ বালুকাতে কৈল দেবী প্রতিমা নির্ম্মাণ। গন্ধমাল্য ধূপ দীপ বিবিধ বিধান ॥ প্রবাল তণ্ডুল ফল বিবিধ উপহার। যমুনার জলে পূজে প্রতি প্রাতঃকাল ॥ উঠিয়া রজনী শেষে সকল কুমারী। সভেই সভাকে ডাকে নাম ধরি ধরি ॥ দুর্গাদেবী বরিয়া কুমারী সর্ব্বজনে। কৃষ্ণের নির্ম্মল যশ গায় এক মনে ॥ আনন্দে চলিয়া যায় যমুনার তীরে। বিধি বোধে পরশ করায় সব নীরে কালিন্দির তীরে থুয়া বাস পরিধান। বিবসন হৈয়া জলে করয়ে সিনান ॥ দুর্গাদেবী পূজা করে বিবিধ বিধানে। জপস্তুতি প্রণাম করয়ে বহুমনে ॥ কাত্যায়নি মহামায়া দুর্গা ভদ্রকালী। নন্দসুত পতি হউক সবে বর মাগি ॥ পূজিব চণ্ডিকাদেবী দুর্গা মহামায়া। নন্দসুত পতি দেহ করে দেবী দয়া ॥ জনমেং শুদ্ধ নন্দসুত পতি। এই বর মাগিয়া পূজিলা ভগবতী ॥ এইমতে পূর্ণ ব্রত হৈল একমাসে অখিল হৃদয় নিধি জানিল বিশেষে ॥ মহাযোগে যোগেশ্বর ভকতবৎসল। যার যে হৃদয় প্রভু জানেন সকল ॥ আমা পাইবারে দুর্গা কৈল আরাধন। আমি সে পূরিব আশা যার যেবা মন ॥ গোপির সঙ্কল্প সিদ্ধি করিব কারণে। গোপীর বালক সঙ্গে খেলে নারায়ণে অনুগত শিশু সব নিজগুণ গায়। অখিল লাবণ্য ধাম মধ্যে যদুরায় যমুনার তীরে গেলা যথা ব্রজাঙ্গনা। সংকল্প করিয়া করে দেবীর অর্চ্চনা ॥ পরিধান বাস যত তীরেতে আছিল। তাহা লৈয়া যদুনাথ কদম্বে চড়িল ॥ হাসে গোপশিশু কৃষ্ণ বলে উপহাস। হেথা আসি লহ তোমা আপনার বাস ॥ মিথ্যা নাহি কহি আমি শুন সত্যবাণী

দেখিতে মোহিত তোরা মহাতপস্বিনী ॥ তোর আগে মিথ্যা বাণী নহেত উচিত। আমি নাহি কহি মিথ্যা বালকে বিদিত ॥ কখন না কহি আমি অসত্য বচন। জিজ্ঞাসিয়া চাহ তোরা এই শিশুগণ ॥ তবু যদি চিত্তে তোরা প্রতীত না যাহ। একে একে আসিয়া বসন লয়ে যাহ ॥ পরিহাস বচন শুনিয়া ব্রজাঙ্গনা। আনন্দে মজিল গোপী পাসরে আপনা ॥ লাজে সব গোপিনী যে হেটমাথা কৈল। সবেই সবাকে চাহি হাসিতে লাগিল ॥ উঠিয়া না গেল কেহ কৃষ্ণের নিকটে। শীতে কম্পবান গোপী পড়িল সঙ্কটে ॥ কৃষ্ণের বচনে হোতা হরিয়াছে মনঃ। আকণ্ঠ মজ্জিয়া জলে কি বলে বচন ॥ তোমাকে জানি যে ভাল নন্দের তনয়। সর্ব্ব লোকের মান্য তুমি করেছ অন্যায় ॥ লাজে শীতে মরি আমি দেহত বসনে। হইব তোমার দাসী পড়হু চরণে ॥ তবু যদি বস্ত্র তুমি না দিবে আমারে। রাজারে জানালে পাছে দোষ দিবে কারে ॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু দেব দামোদর। কুমারী গণের তরে দিলেন উত্তর ॥ তোরা হেন জান আমি করি উপহাস। আসিয়া যে লহ সবে নিজ নিজ বাস ॥ নহে বা না দিব বস্ত্র কহিনু তোমারে। ক্রুদ্ধ হৈলে তোর রাজা কি করিতে পারে ॥ জানিয়া কুমারীগণ বচন নিশ্চয়। কৃষ্ণের নিকট যাইতে করিল হৃদয় ॥ দ্বিকরে মুদিয়া যোনি জলে হৈতে উঠে। লাজে শীতে কাঁপে গোপী হাঁটে বা না হাঁটে ॥ শুদ্ধভাব গোপীর দেখিয়া বনমালী। প্রসন্ন হৃদয় হৈলা দেব চক্রপাণি ॥ সকল বসন প্রভু লৈল করি কান্ধে। হাসিয়া বচন কিছু বলিল প্রবন্ধে ॥ তপস্বিনী হৈয়া কৈলে দেবী আরাধনা। জলেতে মজ্জিলে কেন হৈয়া বিবসনা। গায়ের গরবে কৈলে এত অহঙ্কার। এ বড় বিষম দেখি দুরিত তোমার ॥ সে সব পাপের যদি বাঞ্ছ প্রতিকার। কর যুড়ি শিরে ধরি কর নমস্কার ॥ তবে সে হইব তোর দুরিত খণ্ডন। তবে লয়ে যাহ তোরা যার যে বসন ॥ কৃষ্ণের বচনে গোপী হৃদয়ে প্রতীত। বিবসন ব্রতভঙ্গ হয়ত উচিত ॥ ব্রতভঙ্গ তবে যদি হৈল এই দোষে। কৃষ্ণকে প্রণাম কৈলে সর্ব্ব হরে শেষে ॥ সর্ব্ব কর্ম্মফলদাতা এই জগন্নাথ। এত চিন্তি শিরেতে যুড়িল দুইহাত ॥ সর্ব্বকলা শিরোমণি প্রভু নারায়ণে। জানিয়া প্রণাম কৈল অভয় চরণে ॥ শুদ্ধভাব গোপির দেখিয়া দয়াময়। হাতেতে বসন দিল সন্তোষ হৃদয় ॥ নিজ২ বসন

পরিয়া ব্রজনারী। দাণ্ডায়ে রহিল সবে কদম্ব বৃক্ষ বেড়ি॥ চলিতে না পারে যেন চিত্রের পুতলি। ঈষৎ কটাক্ষ দেখি শ্রীমুখ নেহালি॥ তপ ব্রত পূজা কৈল এই সে কারণে। মহানিধি পায়ে গোপী তেয়জিবে কেমনে॥ গোপীর চিত্তের কথা জানিয়া সকল। পুনঃ আর তাহে প্রভু দিলেন উত্তর॥ আমাকে পাইতে তোরা কৈলে সঙ্কল্পনা সকল হইবে তোর দুর্গা আরাধনা॥ সর্ব্ব ভাবে শরণ যে লইল আমাতে। পুনঃ আর কাম্য তার নাহি উঠে চিত্তে॥ তিল যব ধান্য যদি ভাজয়ে অনলে। পুনঃ কি তাহার আর জনমে অঙ্কুরে॥ চল চল ব্রজনারীগণ সিদ্ধ হৈয়া। আসিব রজনী তাতে রহিব আসিয়া॥ আমার সহিত তোরা করিহ রমণ। যাহার উদ্দেশে কৈলে চণ্ডী আরাধন॥ সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধি পায়্যা গোপীগণে। পদযুগে চিত্ত রাখি চলিলা নিজ স্থানে॥ তবে গোপশিশু সঙ্গে দৈবকী নন্দন। বৃন্দাবন ছাড়ি গেল আর দূর বন॥ সুরভি চরায় বনে অগ্রজ বলাই। তরুগণ প্রতি কিছু বলিছে কানাই॥ ছিদাম স্তোক কৃষ্ণ বৃষভ অংশু। দেবপ্রস্থ অর্জ্জুন দেব প্রস্তব উজ্জ্বল॥ হে সুবল হে অর্জুন বল দেখি ভাই। অন্য জনমের ফলে বৃক্ষযোনি পাই॥ শীতল তরুর ছায়া গন্ধ ফল ফুলে। বহুদারু পল্লব কলিকা কন্দ মূলে॥ পরদুঃখ হেতু সর্ব্ব সম্পদ যাহার। সকল জন্মের মধ্যে বৃক্ষ জন্ম সার॥ সুজন জনের এই মত ব্যবহার। পর হেতু সকল তেজয়ে আপনার॥ প্রাণধন দেহ মনে করে পরহিত। সুজন জনের হয় এই সে উচিত॥ এইমত প্রশংসিয়া যত তরুগণে। যমুনার তীরে গিয়া কৈল উপসনে॥ সব ধেনুগণেরে করাইলা জলপান। পাছে গোপশিশু সঙ্গে কৃষ্ণ বলরাম শীতল অমৃত জল সুখে কৈল পান। তরুমূলে তথা কৃষ্ণ করিলা বিশ্রাম॥ বালক লইয়া তথা গোধন চরায়। ক্ষুধায় আকুল শিশু প্রভুর জানায়॥ দুই বিংশ অধ্যায়ে কহিএ পুণ্যচরিতঃ। আর কৃষ্ণগুণ কহি শুন পরীক্ষিত॥ শুক পরীক্ষিতে কথা দোঁহার সম্বাদ। সুখে লোক বুঝাইতে কহিল গুণবাদ॥ শ্রীগদাধর গুরু যার ধীরশিরোমণি শ্রীভাগবত আচার্য্যের প্রেম তরঙ্গিণী॥

কৃষ্ণ২ মহাপ্রভু রাম হলধর। ক্ষুধায় আকুল হৈল ছাওয়াল সকল এন বুদ্ধি কর যেন ভোক নাহি পাই। কোন পরকারে ভক্ষ দিবা

পাইলে খাই ॥ জানাইল বালকে শুনিয়া হৃষীকেশ। যথা অন্ন পাই তথা কৈল উপদেশ ॥ এই সে বনেতে বৈসে বৃদ্ধ বিপ্রগণ। সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ মহাতপোধন ॥ অঙ্গিরস বিপ্র যজ্ঞ করে স্বর্গকামে। তোমা গিয়া অন্ন মাগ সেই বিপ্র স্থানে ॥ অগ্রজ বলাই নাম প্রথমে ধরিহ। আমার বচন পাছে সবাকে কহিহ ॥ তবে তারা অন্ন দিবে চলহ ত্বরিতে। আজ্ঞা শিরে ধরি শিশু চলে তেনমতে ॥ উপস্থিত হৈল শিশু সেই যজ্ঞস্থানে। ভূমিতে পড়িয়া কৈল দণ্ড পরিণামে ॥ কর যোড় করি কৈল বিনয় বচনে। শুনহ ব্রাহ্মণগণ কর অবধানে ॥ গোপশিশু আমি সব হই কৃষ্ণদাস। আজ্ঞা পায়্যা আইলাম তোমা সবা পাশ ॥ অগ্রজ বলাই তার সঙ্গে শিশুগণ। নিকটে থাকিয়া প্রভু চরায় গোধন ॥ শিশুগণ সঙ্গে হইয়াছেন বিভুক্ষিত। অন্ন দেহ বিপ্রগণ তার সমুচিত ॥ যেং বিপ্র হয়্যা থাকে যজ্ঞেতে দীক্ষিত। তার অন্ন দোষ যদি বলিবে পণ্ডিত ॥ শুন হেতু দ্বিজগণ তার সমাধান। ধর্ম্মশাস্ত্র কহি কিছু তোমা বিদ্যমান ॥ পশু সংস্থাপন যজ্ঞ আর শুদ্ধামনি। তার অন্ন খাইলে পাতক হেন জানি ॥ আর যজ্ঞের অন্ন খাইলে দোষ নাহি লক্ষি। আমি কি কহিব তার তুমি সব সাক্ষী ॥ কহিল এতেক যদি বিনয় বচনে। শুনিয়াও না শুনিল সব দ্বিজগণে ॥ মনে দুঃখ পাইয়া শিশু কি বলে বচন। কহিব ইহার তত্ত্ব শুনহে ব্রাহ্মণ ॥ বহুং কর্ম্ম করে অল্প আশা ধরে। জ্ঞানে মূর্খ সাক্ষাতে পণ্ডিত হেন বলে ॥ তন্ত্রমন্ত্র দেশ কাল যজ্ঞ হুতাশন। দেব দ্বিজ দ্রব্য যাতে দেব নারায়ণ ॥ কৃষ্ণ বিনে অন্য বস্তু নাহি বিকল্পনা। হেন কৃষ্ণ সাক্ষাতে না দেখে মূর্খজনা ॥ সাক্ষাতে পরম ব্রহ্ম নাহি দেখে জ্ঞানে। অতি মূর্খ ব্রাহ্মণ বুঝিনু অনুমানে ॥ আসিয়া জানাইল শিশু কৃষ্ণ বিদ্যমানে। এবোল শুনিয়া কৃষ্ণ হাসে মনে মনে ॥ যাচকের এই গতি ভিক্ষা মাগি খায়। ছলে কৃষ্ণ তত্ত্বজ্ঞান লোকেরে বুঝায় ॥ চল যজ্ঞস্থানে শিশু আর একবার। বলভদ্র সনে নাম বলিহ আমার ॥ পুণ্যবতী যজ্ঞপত্নি সতী পতিব্রতা। শুনিলেই দিবে অন্ন আমাতে ভকতা ॥ পাঠাইল গোপশিশু যজ্ঞপত্নি স্থানে দণ্ডবৎ হয়ে গিয়া কহিল বচনে ॥ কর যুড়ি শিরে ধরি বিনয় বচনে দূরে থাকি কহে যজ্ঞপত্নি বিদ্যমানে ॥ গোয়ালা বালক আমি কৃষ্ণ অনুচর। আমা পাঠাইল প্রভু তোমার গোচর ॥ এইত নিকট বনে

সঙ্গে হলধর। গোপ সঙ্গে বৎস রাখে দেব দামোদর ॥ সঙ্গিগণে প্রভু হৈয়াছেন বিভুক্ষিত। অন্ন দেহ যজ্ঞপত্নি তাঁর সমুচিত ॥ কৃষ্ণ আগমন কথা শুনি যেইক্ষণে। মূর্চ্ছা হৈয়া ভূমিতে পড়িল সেইক্ষণে প্রেমভাবে দ্বিজপত্নি আপনা পাসরে। কৃষ্ণকে দেখিব বলি উঠিলা সত্বরে ॥ দিব্য অন্ন রচিত ভোজনপাত্র করি। বহুবিধ চতুর্ব্বিধ অন্ন নিল ভরি ॥ আনন্দে পূরিত হয়ে দ্বিজপত্নি যায়। পতি পুত্র বন্ধুগণ ধরিয়া রহায় ॥ গোবিন্দ চরণে চিত্ত রাখিয়া শকতি। হরিতে চলিয়া গেল সব দ্বিজপত্নি ॥ খর বেগ নদী যেন চলে সিন্ধুমুখি। কার হেন শকতি আছয়ে তারে রাখি ॥ যেরূপ দেখিল কৃষ্ণ দ্বিজপত্নিগণে। কহিব তোমারে রাজা শুন সাবধানে ॥ শীতল যমুনা তীরে অশোকের তলে। ললিত নহরি বাত বহে পরিমলে ॥ বহু সুখ বহু গন্ধ বিবিধ আনন্দ। বহুবিধ কমল কুসুম মকরন্দ ॥ নবদল পল্লব অশোক তরুতলে। মণি রত্ন অলঙ্কার শ্যাম কলেবরে ॥ ময়ূর চন্দ্রিকা চারু ধাতু বনমালা। নবদল পল্লব ধরয়ে নন্দবালা ॥ নটবর বেশ ধরে ত্রিভঙ্গ সুন্দর। অনুগত শিশু কান্দে দিয়া বাম কর ॥ অখিল লাবণ্য লীলা ধরে যদুরায়। দক্ষিণ কমল করে কমল ঢুলায় ॥ ললিত চলিত উৎপল শ্রুতিমূলে। চঞ্চল অলকা চারু সুন্দর কপোলে ॥ শ্রীমুখ চপল চারু মন্দ মধুহাস। যেন নবঘন কোটি চাঁদ পরকাশ ॥ এইরূপ দেখি দ্বিজপত্নি পতিব্রতা। জনমে২ তারা মুকুন্দ ভকতা ॥ প্রথম শ্রবণরসে শ্রুতিযুগ পূরে। দরশন রসে দুই আঁখি বন্দ ধরে ॥ ধ্যানভাবে কৈল হরি হৃদয় কমলে। তাঁরে আলিঙ্গন দিল যুড়ি দুই করে ॥ পতি সুত গৃহ ধন তেজিয়া সকল। যজ্ঞপত্নি শরণ লই৷ পদতল ॥ অখিল ভুবন সাক্ষী প্রভু নারায়ণ। বুঝিয়াত হাস্যমুখে কি বলে বচন ॥ আইস২ নারী সব কুশল কল্যাণে। দেখিবারে আইলা আমা দেখহ নয়নে ॥ ধন্য২ পুণ্য জন থাকে আত্মমতি। নিরবধি করে তারা আমাতে ভকতি ॥ ধন জন সুত দার যেহ অনুবন্দে। প্রিয় করি সব মানে আমার সম্বন্ধে ॥ যাবৎ আত্মায় থাকে শরীর সংযোগ। তাবৎ জানিয়া ধন সুত সুখভোগ ॥ হেনই সাক্ষাতে প্রভু আমি নারায়ণ। আমা ছাড়ি অন্যে প্রীত না করে বুধজন ॥ উচিত আমাতে তুমি ধরিলে ভকতি। চলি যাহ নিজ গৃহে শুন দ্বিজসতী ॥ বিপ্রজাতি স্বামী তব ছিদ্র অনুসারে। ছিদ্র পাই তেজিব বুঝিয়া

যাহ ঘরে ।। তবে যজ্ঞপত্নিগণে কি বলে উত্তর । কত ভাগ্যে দেখিনু তব চরণ যুগল ।। হেন কি নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে যুয়ায় । অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি তুমি যদুরায় ।। জগত বিদিত বাক্য তোমার চরণ । প্রণত জনের তুমি করিবে পালন ।। হেন অঙ্গীকার প্রভু হয়েছে তোমার । সর্ব্ব বেদে শাস্ত্রে কহে এই পরচার ।। হেন সত্য বাক্য প্রভু করহ পালন । যজ্ঞপত্নিগণে নিল চরণে শরণ ।। চরণে ঠেলিয়া তুমি ফেলিবে তুলসী । কেশে ধরি আনি তাহা লইব শিরসি ।। এই সে কারণে আইনু বন্ধুগণে তেজি । হেথাই থাকিব আমি পদযুগ ভজি ।। পতি সুত জনক জননী যদি তেজে । ভ্রাতৃ বন্ধু বান্ধব আমার কিবা কাযে ।। তমুচ্ছো অভয় পদে পড়িনু তোমার । অভয় চরণ বিনা গতি নাহি আর ।। বুঝিয়া করিলে আজ্ঞা তুমি সে প্রমাণ । তোমার চরণ বিনা গতি নাহি আন ।। এসব বচন শুনি করুণা সাগর । কৃপা করি দিল তারে প্রবোধ উত্তর ।। কেহ কোপ না করিব পতি সুতগণে । বিশেষে করিব পূজা সকল ভুবনে ।। দেবে পূজা করিব অন্যের কিবা কায ঘরে গিয়া থাক তুমি নাহি লোকলাজ ।। নিকটে থাকিলে নাহি বাড়ে অনুরাগে । মনেতে ভাবিল আমা পাবে সেই যোগে ।। প্রবোধ বচন পায়্যা যজ্ঞপত্নিগণে । পালটী আইসে সবে সেই যজ্ঞস্থানে নিজ নারী দেখিয়া আনন্দ দ্বিজগণে । যজ্ঞপত্নি লয়ে কৈল যজ্ঞ সমাপনে । [illegible] স্বামি এক বিজ্ঞ সতী । ঘরের ভিতর রহে না পারে [illegible] হৃদয়ে চিন্তিয়া কৃষ্ণে দিলা আলিঙ্গন । ছাড়িয়া শরীর কর্ম্ম নিবন্ধ বন্ধন ।। সর্ব্ব যজ্ঞপতি যজ্ঞ ভুঞ্জি নারায়ণ । বালক সহিতে কেন ওদন ভিক্ষণ ।। লীলা নর শরীর ধরিয়া হৃষীকেশ । নানা রূপে সর্ব্বলোক মোহে গোপবেশ ।। দ্বিজগণ দেখিয়া আপন পাপচয় । মনে বিমরিষ হয়ে ভাবিলা বিস্ময় ।। নারিজাতি হয়ে দেখে দেব নারায়ণ । নারিনু সাধিতে ভক্তি হৈনু অভাজন ।। আমি সব হই নরকুলেতে প্রবীণ । সর্ব্বশাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞানে তমু ভাগ্য হীন ।। ধিক ধিক ধিক থাকু জ্ঞান ব্রত দানে । ধিক২ ধিক থাকু পরম গেয়ানে ।। নিশ্চয় কৃষ্ণের মায়া মোহে সর্ব্বজ্ঞানি । নরগুরু হয়ে আমি আপনা না জানি ।। সর্ব্বলোক বিমোহিনী মায়া ভগবতী । খণ্ডাইতে পারে তাহা কাহার শকতি ।। সর্ব্ব লোকনাথ লক্ষ্মীকান্ত সরস্বতী । সাধিল তাহাতে ভক্তি হয়ে নারী জাতি ।। দ্বিজ ধর্ম্ম না ধরে না বৈসে গুরু

কুলে। তপস্যায় জ্ঞান ধর্ম্ম এতুই না করে।। সুদৃঢ় ভকতি তত্ত্ব ধরে নারায়ণে। আমরা সব বঞ্চিত থাকিতে এত গুণে।। পুত্র দার পাই য়া যেমন মত্ত হৈল। গর্গমুনি যা বলিল তাহা পাসরিল।। পূর্ণকাম জগন্নাথ নাহি তার কামে। তারা যে মাগয়ে অন্ন লোক বিড়ম্বনে।। সর্ব্বভাবে লক্ষ্মী যাঁর ভজে পদমূলে। হেন প্রভু অন্ন মাগে কে বুঝিতে পারে।। তন্ত্রমন্ত্র দেব দ্বিজ ধর্ম্ম যজ্ঞময়। হেন কৃষ্ণ সাক্ষাতে মানুষ রূপ হয়।। যদুকুলে জন্ম হৈল তাহা জানি ভালে। হেন মূর্খ আমি সব পাসরিনু হেলে।। পূর্ণব্রহ্ম জগন্নাথ কমলা নিবাস। যাহার মায়ার ভ্রমি নানা গর্ভবাস।। সে দেব চরণে আমি কৈনু নমস্কার। না জানিয়া দোষ কৈনু ক্ষম একবার।। যাজ্ঞা গিয়া দেখি হরি হেন চিত্ত আছে। কংস ভয়ে তথা নাহি চলি যাও পাছে।। বিপিন বিহরে কৃষ্ণ চরিত্র রচনে। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুর ভাষণে।।

ললিত। শুক মুনি বলে রাজা শুন সাবহিতে। আর অদ্ভুত কহি গোপাল চরিতে।। গোবর্দ্ধন গিরি নামে বৃন্দাবনে আছে। নন্দ আদি গোপগণ গেলা তার কাছে।। নানা ভক্ষ্য দ্রব্য নিল বিবিধ সম্ভার। ইন্দ্র পূজা করিতে করিল পুরস্কার।। হেনকালে গেলা কৃষ্ণ সঙ্গে বলরাম। অনুগত গোপ শিশু গায় গুণ নাম।। অখিল ভুবনপতি দেখি নিজ জ্ঞানে। জানিয়া পুছিলা নন্দ আদি গোপগণে। কিবা ভয় গোকুলেতে হয়েছে সংশয়। কি কারণে কর এত সম্ভার সঞ্চয়।। কিবা ফল কিবা বিধি কোনবা উদ্দেশ। কোন দেব পূজা তাতা কহিবে বিশেষ।। সাধুজনে গুপ্ত কথা গোপ্য নাহি করে। না জানিয়া যে কর্ম্ম করে সিদ্ধি নহে তারে।। না জানিয়া কর্ম্ম করে সম্পন্ন না হয়। কেনবা বিচার তুমি কর ব্রজরায়।। নহেবা লৌকিক পারম্পর্য্য ক্রম মতে। সর্ব্বকাল করিছ কহিবে এই তত্ত্বে।। এবোল শুনিয়া নন্দ দিলেন উত্তর। কহিব সকল কথা শুন গদাধর।। ত্রিভুবনে রাজা ইন্দ্র দেবের ঈশ্বর। যত মেঘগণ সব তার অনুচর।। মেঘ বরিষণে জল সর্ব্ব লোক হিত। ইহার কারণে ইন্দ্র জগত পূজিত।। নানা দ্রব্য উপহারে বিবিধ বিধানে। নানা যজ্ঞ করে ইন্দ্র পূজে সর্বজনে।। ইন্দ্র তুষ্ট হৈলে আজ্ঞা করে মেঘগণে। মেঘ বরিষণে সুখী হয় সর্ব্বজনে।। ধর্ম্ম অর্থ কাম এই তিন পুণ্যফল। ইন্দ্র ফলদাতা তিন লোকের ঈশ্বর।। এই সে কারণে বাপু করি ইন্দ্র পূজা। লোক

র জীবন ঐ ত্রিভুবন রাজা ॥ সর্ব্বকাল পূজা পায় পর্য্যগত আছে। কাম লোভে যে ছাড়ে নরক যায় পাছে। এতেক শুনিয়া প্রভু দেব চূড়ামণি। ইন্দ্রের কোপ বাড়াইতে বলে কোন বাণী ॥ কর্ম্মে লোক জনমে প্রণমে এই কর্ম্ম। দুঃখ সুখ কুশল জীবের গত ধর্ম্ম ॥ যদি বল কর্ম্ম প্রভু করে ফলদানে। সেহ আর প্রভু ভজে সেহ আর জনে ॥ কর্ম্ম ছাড়ি প্রভু আর নাহি ফলদাতা। হেন কর্ম্ম ত্যজি কেন ইন্দ্র পূজ পিতা ॥ ইন্দ্র কি করিবে কর্ম্মে যে যে আছে যার। সে পুনঃ অন্যথা নহে এই সে বিচার ॥ স্বভাব অধীন লোক স্বভাবেই চ.. ; স্বভাবে বান্ধিয়া রাখে সব সুর নরে ॥ ছোট বড় তনু পায় স্বভাব বিকলে। স্বভাব ছাড়িয়া তমু নানাদিগে চলে ॥ শত্রু মিত্র গুরুধর্ম্ম হ ভাবে মিলয়ে। ধর্ম্ম ছাড়ি অন্য কেন পূজ ব্রজরায়ে ॥ স্বধর্ম্ম ত্যজিয়া যেবা করে অপকর্ম্ম। কুশল না হয় তার সব পরিশ্রম ॥ নিজ পতি ছাড়িয়া অসতী নারী জনে। পরপতি সেবে যেন নরক কারণে ॥ ব্রাহ্মণকুলের ধর্ম্ম ব্রহ্ম উপাসন। ক্ষত্রিয়কুলের ধর্ম্ম পৃথিবী পালন ॥ বৈশ্যকুলধর্ম্ম যে বাণিজ্য হেন নামে। শূদ্রকুলধর্ম্ম কেবল ব্রাহ্মণ সে বলে ॥ কৃষি এক বাণিজ্য যে হয় গোরক্ষণা। লঘুবৃত্তি কহি আর এ চারি যোজনা ॥ তার মধ্যে পশুবৃত্তি আমি গোপজাতি। তবে কেন পশু ছাড়ি পূজ সুরপতি ॥ সত্ত্ব রজো তম হেন আছে তিন গুণ উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি গুণ ভিন্ন ভিন্ন ॥ রজোগুণে বিবিধ যে বিশ্বের উৎপত্তি। রজোগুণে রাখিব কি করে সুরপতি ॥ রজোগুণে আজ্ঞা দিলে মেঘে দিবে জল। তবে সর্ব্বলোক সুখী হৈব নিরন্তর ॥ গ্রাম নাহি বাসি আমি নাহি পুর ঘর। বনবাসী হয়ে বনে বসি নিরন্ত। পর্ব্বত নিকটে থাকি ঐ সে দেবতা। সবে মেলি কর এই পর্ব্বতের পূজা ॥ ইন্দ্র পূজিবারে যত করেছ রচনা তাহা দিয়া কর সবে গিরি আরাধনা ॥ আজ্ঞা দেহ দ্বিজগণে করুক [illegible]ন। নানা শাক সুপ হৌক বিবিধ ওদন ॥ পিষ্টক মোদক হকু বহু গুড়পাক। ঘৃত পক্ক বিবিধ ব্যঞ্জন বহু শাক ॥ কুণ্ড জালি যজ্ঞ করুক দ্বিজগণে হেনমতে যজ্ঞ কর পূজিয়া ব্রাহ্মণে ॥ প্রচুর ভূষণে দেহ বিবিধ দক্ষি ণা। ব্রাহ্মণকে দিলে হবে যজ্ঞ সমাপনা ॥ সর্ব্বলোকে দেহ অন্ন বস ভূষণ। চণ্ডাল পতিত পূজ হীন সর্ব্বজন ॥ নব তৃণ আনি দেহ গো [illegible] রে। পর্ব্বতে সাজিয়া দেহ নানা উপহারে ॥ সর্ব্বলোক সুখ

হৈয়া করুক ভোজন। মোর অভিমত এই পর্ব্বত পূজন ॥ গন্ধ পুষ্প দিব্য বাস ধরিয়া সর্ব্বলোক। গোধন চালায়ে আগে চলু কত গোপ প্রদক্ষিণ করি বিপ্র পর্ব্বতে বেড়িয়া। কহিল তোমারে পিতা তত্ত্ব বিচারিয়া ॥ বুঝিয়া কহিল যদি করহ যুকতি। সর্ব্বগোপগণের যদি থাকে অনুমতি ॥ মুনি বলে শুন রাজা কহিব তোমারে। ইন্দ্র দর্প খণ্ডিল এতেক পরকারে ॥ কালরূপী নারায়ণ সর্ব্বমায়া জানে। কার চিত্তে নহে ভ্রম তাহার বচনে ॥ নন্দ আদি যত গোপ শুনিয়া উত্তর। সাধু সাধু করিয়া বাখানে দামোদর ॥ ব্রাহ্মণ আনিয়া স্তুতি করিলা বচন। আরম্ভ করিয়া যজ্ঞ কৈল সমাপন ॥ বিবিধ দক্ষিণা দান দিল দ্বিজগণে। ভূষণ ভোজন পান দিল সর্ব্বজনে ॥ উত্তম কোমল ঘাস গোধন ভুঞ্জায়ে। আনন্দে গোয়ালা চলে গোধন চালায়ে বড় বড় বলদ শকটে বান্ধি যুড়ি। দিব্য বেশ ধরি শকটেতে চড়ি ॥ প্রদক্ষিণ করে বিপ্র পর্ব্বত বেড়িয়া। কৃষ্ণগুণ গায় গোপ সকটে চড়িয়া ॥ নরনারী বাল্য বৃদ্ধ দিব্য বেশ ধরে। আনন্দে পর্ব্বত বেড়ি প্রদক্ষিণ করে ॥ কৃষ্ণের মঙ্গল যশ গায় উচ্চরোলে। উঠিল মঙ্গলধ্বনি আকাশ মণ্ডলে ॥ হেনকালে কৃষ্ণ হইয়া আর রূপ। মূর্ত্তিমান হৈলা সেন পর্ব্বত স্বরূপ ॥ আমি এই পর্ব্বত সাক্ষাতে মূর্ত্তিমান। এ বোল বলিয়া যত যজ্ঞ উপহার। ভুঞ্জিয়া রহিলা সেই পর্ব্বত উপর ॥ গোপ গণ প্রতীত করাল পরকারে। আপনে প্রণাম প্রভু করি আপনারে দেখিয়া সম্ভ্রম হৈল সকল গোয়ালে। সাক্ষাৎ পর্ব্বত দেব জানিল সেইকালে ॥ দণ্ডবৎ হয়ে গোপ পড়ে ভূমিতলে ॥ পুনঃ পুনঃ প্রণাম করয়ে দৃঢমনে। সে রূপ ছাড়িয়া রহে নন্দের নন্দনে ॥ যজ্ঞসাঙ্গ কৈল গোপ পুরিল হরিষে। রাম কৃষ্ণ সহিতে গোকুলে চলি আইসে চব্বিশ অধ্যায়ে কহি এপুণ্য চরিত্র। কৃষ্ণের নির্ম্মল যশ জগত পবিত্র শ্রীভাগবত আচার্য্যের প্রবন্ধ রসময়। সুখে যেন সর্ব্বলোক বুঝে অতিশয় ॥

কলহন্ত রাগ। যজ্ঞ ভঙ্গ শুনি কোপ হৈল দেবরাজ। কে হয় গোয়ালা জাতি করে হেন কাজ ॥ দেবাসুর গন্ধর্ব্ব আমার করে পূজা। কে হয় মানুষজাতি সুরলোক রাজা ॥ মানুষ গোয়ালা জাতি করে অপমান। ছাওয়াল কানাই তাতে কৈল বড় জ্ঞান ॥ বাচাল বালিস হঙ্ক অজ্ঞ হেন জানি। কৃষ্ণ নাম মানুষ পণ্ডিত হেন মানি ॥

হেন কৃষ্ণ পায়ে হেলা করে এত বড়। বনে বৈসে গোপ জাতি বুদ্ধি কত বড়॥ অহঙ্কারে ক্রুদ্ধ ইন্দ্র এত গালি দিল। ইন্দ্রমুখে সরস্বতী সেই স্তুতি কৈল॥ যাহা হৈতে সর্ব্বশাস্ত্র হয় উৎপত্তি। তেকারণে বাচাল বলিল সুরপতি॥ বালিস বলিল ইন্দ্র এই মাত্র সার। কোন কালে প্রভু নাহি করে অহঙ্কার॥ তেকারণে বালী সে বলিল বন মালী। স্তব্ধ বলি দিল ইন্দ্র আর এক গালি॥ আপনা চাহিতে বড় নাহি সর্ব্ব লোকে। তেকারণে নম্র হৈয়া কোথায় না থাকে॥ অজ্ঞ বলি এক গালি দিল পুরন্দর। অজ্ঞপদ ব্যাখানি শুনহ নৃপ বর॥ কৃষ্ণের অধিক তত্ত্বজ্ঞান নাহি আর। তেকারণে অজ্ঞ বলে এই মাত্র সার॥ আনন্দ পরমব্রহ্ম কহি কৃষ্ণ নামে। সত্য বলি দিল গালি করিল ব্যাখানে॥ ভক্ত নিস্তারিতে প্রভু নররূপ ধরে। ইন্দ্র মুখে সরস্বতী এই স্তুতি করে॥ সম্বর্ত্তক নামে যত আছে মেঘগণ। আজ্ঞা দিয়া ইন্দ্র ছাড়াইল যে বন্ধন॥ আরে২ চল মেঘ শুন নাব স্থানে। যজ্ঞারম্ভ করিয়াছে যত গোপ গণে॥ প্রলয়কালের যেন ধারা বরিষণ। ঝড় বাত বজ্রপাত প্রলয় গর্জ্জন॥ গোধন সহিতে গোপ করিবে সংহার॥ গোপ যেন শব্দ হেন না থাকে সংসার॥ ভয় হেন মান যদি শুন মেঘগণ। ঐরাবতে চড়ি আমি আসিয়া তথ ন॥ আজ্ঞা পায়ে জলধর চলে সেইক্ষণে। গোকুল বিনাশ করে ধারা বরিষণে॥ যেন রূপে আজ্ঞা দিল ইন্দ্র সুরেশ্বর। সেই রূপে বৃষ্টি পূরে গোকুল নগর॥ উচ্চ নীচ না দেখি পৃথিবী সমসর। কেহ কাকে না চিনে না দেখে নিজ পর॥ বজ্রপাত ঝড় বাত ধারা বরিষণে। অচেতন হৈল গোপ ঘন গরজনে॥ শ্রবণে না শুনে কেহ না দেখে নয়নে। কে আছে কোথাতে কেহ কিছুই না জানে॥ শীত বাতে গোপ গোপী কম্পিত পরাণে। প্রমাদ পড়িল কিবা মনে অনুমানে॥ বসনে ঢাকিয়া শিশু কোলে লৈল তুলি। শরণ প[illegible]ল কৃষ্ণে রাখ২ বলি॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ দীনবন্ধু দুরিত ভঞ্জন। তোমার সাক্ষাতে মরে নিজ পরিজন॥ যজ্ঞ ভঙ্গ দেখিয়া কুপিল সুরপতি। তেকারণে গোকুলের এতেক দুর্গতি॥ গোকুল আকুল দেখি প্রভু দয়াময়। কেমন যুকতি কৃষ্ণ ভাবিল হৃদয়॥ গোকুল রাখিব আমি কত বড কাজ। হেন বুদ্ধি দুর্গ যেন করে দেব রাজ॥ ঈশ্বর বলিতে সবে আমার ঘটনা। আমা [illegible] ঈশ্বর যে বলায় কোনজনা॥ আপন সম্পদ পায়ে অল্প অধিকারে

আপনাকে ঈশ্বর হেন করে অহঙ্কারে।। নষ্ট বুদ্ধি হইয়ে সম্পদ অভিমানে। তার দর্প ভঙ্গ আমি করিব এক্ষণে।। এই সে কারণে আমি হৈনু অবতার। অবশ্য করিব নষ্ট সম্পদ সংহার।। এতেক ভাবিয়া কৃষ্ণ কোন বুদ্ধি করে। টান দিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উপাড়ে বাম হাতে করি গোবর্দ্ধন লয় তুলি। ভয় নাই বলি ডাকে সেই বনমালী।। আসিয়া প্রবেশ কর পর্ব্বতের তলে। দেখি ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে কি করিতে পারে।। পর্ব্বত পড়িবে বলি যদি ভয় কর। যাহার যে দ্রব্য আছে সবে লয়ে চল।। ধন জন গোধন যাহার যত হয়। তাহা লয়ে প্রবেশহ নাহিক সংশয়।। কৃষ্ণের অভয় বাণী শুনি গোপগণে। সত্বরে প্রবেশ কৈল সবে সেই স্থানে।। এত সব সঙ্কট তরিয়ে ভাগ্য বশে। ধন জন গোধন সহিত সুখে বৈসে।। ঊর্দ্ধমুখে কৃষ্ণ মুখ চাহে গোপগণে। ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি কার সেই দরশনে।। সাতদিন এক হাতে পর্ব্বত ধরিল। একপদ হৈতে আর পদ না তুলিল।। যার এক রূপে ধরে অশেষ শকতি। সে প্রভু পর্ব্বত ধরে একোন শকতি।। সাতদিন ধরি মেঘ বর্ষে নিরন্তর। ঐরাবত গজে চড়ি দেখে পুরন্দর অসম্ভ্রম না হৈল কেহ গোকুল নগরে। লজ্জা পায়া ইন্দ্র বৃষ্টি আপনে নিবারে।। ভগ্ন দর্প হৈল ইন্দ্র পায়ে অপমান। পালটিয়া মেঘ চলে যায় যেই স্থান।। তবে কৃষ্ণ বলে শুন গোপ গোপী গণে। ধন ধেনু লৈয়া চল নিজ২ স্থানে।। চৌদিগে নির্ম্মল সূর্য্য উদিত গগনে। সুখে চলি যাহ সবে আপন ভবনে।। এত শুনি গোপগণ হরষিত মনে। ধন ধেনু লয়ে চলে যায় সেই ক্ষণে।। শকটে তুলিয়া লৈল সম্পত্তি সকল। আনন্দে গোকুলে চলে যতেক গোয়াল।। অসীম বিক্রম প্রভু ধরে শিশু লীলা। পূর্ব্বস্থানে পর্ব্বত স্থাপিল নন্দবালা।। এ তিন ভুবনে হৈল জয়২ নাদ। গোপ গোপী মিলিয়া করয়ে আশীর্ব্বাদ।। আকাশে বাজিল শংখ দুন্দভি বাজন। সুরগণে করে স্তুতি পুষ্প বরিষণ।। বিদ্যাধরে গায় গীত অপ্সরা নাচন। সিদ্ধ সাধ্য মুনিগণে করয়ে স্তবন।। গোপ গোপী চৌদিগে ভরিয়া গুণ গায়। গোকুলে প্রবেশ কৈল প্রভু যদুরায়। লীলায় পর্ব্বত কৃষ্ণ ধরিল কৌতুকে। গোবর্দ্ধনধর নাম হৈল সর্ব্বলোকে।। গোবর্দ্ধন ধরিল বিচিত্র

পুণ্য কথা। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধু রস গাঁথা॥ পঞ্চবিংশে কহিল শ্রীগোপাল চরিত্র। আর কথা কহি শুন রাজা পরীক্ষিত॥

এইরূপে অদ্ভুত করিল কত কর্ম্ম। তা দেখিয়া গোপকুলে লাগিল সম্ভ্রম॥ গোপগণ মিলি গেলা নন্দ বিদ্যমানে। কহিতে লাগিলা কথা নন্দঘোষ স্থানে॥ শুন২ ব্রজপতি নন্দঘোষ রায়। তোমার পুত্রের কথা কহনে না যায়॥ সাত বৎসরের শিশু এত শক্তি ধরে। সাতদিন গোবর্দ্ধন ধরে এক করে॥ শিশু হয়ে ইঙ্গিতে পর্ব্বত করে তোলে। মদমত্ত গজে যেন তোলে পুষ্পমালে॥ মহাবলবতী নারী পুতনা রাক্ষসী। স্তন পানে তার প্রাণ ফেলিল নিকাশি॥ এক মাসের শিশু কৃষ্ণ আছিলা যখনে। শকটের তলে লয়ে করাইল শয়নে স্তন খাইবারে তবে যুড়িল ক্রন্দন। উভ করি তুলি ধরে দুখানি চরণ হেলায় শকট ভাঙ্গি হৈল সাতখান। শিশু হেন কার্য্য করে কর অনুমান॥ এক বরষের শিশু আছিল যখনে। চক্রবাত নামে দৈত্য ভ্রমিল গগণে॥ গলা চাপি মারি তথা পাড়িল অসুর। শিলাতে পড়িয়া দৈত্য হৈল শতচুর॥ ঘরেতে নবনী ক্ষির চুরি করি খায়। উদুখলে বান্ধিয়া তারে যশোদা ফেলায়॥ উখলি টানিতে শিশু বৃক্ষমূলে যায়। যমল অর্জ্জুন বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া ফেলায়॥ অঘ বক দুই দৈত্য পর্ব্বত আকার। তাহাকে মারিয়া রাখে বলে চমৎকার॥ বৎসরূপী এক গোটা আর দৈত্য মারে। কালী নাগ দমিল নদীর বিষজলে॥ উড়িয়া যাইতে পক্ষের পাখা খসি পড়ে। হেন নাগ দমিল নদীর বিষ জলে॥ কালী নাগ দমিয়া সবংশে কৈল দুর। সেই যমুনার জল হইল মধুর॥ আর এক দৈত্য তবে আইল ঘোরতর। বলভদ্রকে লয়ে গেল আকাশ মণ্ডল॥ তথায় মারিল দৈত্য মুটকি প্রহারে। শিশু হয়ে এ হেন অদ্ভুত কর্ম্ম করে॥ বৎস শিশু রাখে বনে পীয়া হুতাশন। এই দুই শিশু মহাপুরুষ লক্ষণ॥ এবড় কুৎসিত নরকুলেতে জনম। কহ২ নন্দঘোষ না বুঝি কারণ॥ সর্ব্বলোকে অনুরাগ বাড়ে দিনে২। এ দুই বালক বিনা অন্য নাহি মনে॥ বলিতে না পারি নন্দ একোন শকতি। মনে শঙ্কা লাগে নন্দ কহিবে যুকতি॥ গোপগণ বচন শুনিয়া নন্দঘোষ। কহিতে লাগিলা নন্দ পাইয়া সন্তোষ॥ গর্গ মুনি যে কহিল শুন গোপগণ। মনে নাহি শঙ্কা কর শুনহ বচন॥ সত্যযুগে ধরে এই শুক্ল কলেবর। ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ

ধরে মনোহর ॥ দ্বাপরযুগেতে কৃষ্ণবর্ণ এই আছে। পীতবর্ণ কলিযুগে ইহা হৈবে পাছে ॥ বসুদেব নাম ছিল এক মহাজন। একবার তার ঘরে হয়েছে জনম ॥ তেকারণে বাসুদেব সর্ব্বলোকে স্মরে। গুণ কর্ম্ম অনুরূপ নানা নাম ধরে ॥ গোকুলেতে আনন্দ বাড়াব সুনির্ম্মল সর্ব্ব লোক সুখী হবে তরাব সকল ॥ অরাজক হয়েছিল জগতে যখ ন। দুষ্ট পীড়িলেক শিষ্টে করিল পালন ॥ এই কৃষ্ণ সাধু লোকে বা ড়াতে পিরীতি। দুষ্ট লোক দণ্ডিয়া শাসিল বসুমতী ॥ এই কৃষ্ণে প্রেম যার হৈবে ভাগ্যবশে। খণ্ডিবে সংসারবন্দ দুরিত অশেষে ॥ এই কৃষ্ণ জানিহ সাক্ষাত নারায়ণ। গর্গমুনি বলিলেন এসব বচন ॥ কহি তোমাদের গোপ শঙ্কা নাহি কর। গর্গমুনি যে কহিল সত্য করি ধর ॥ নন্দের বচন শুনি সন্তোষ হৃদয়। আনন্দিত গোপবৃন্দ খণ্ডিল সংশয় ॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধু রস ভাষা। কৃষ্ণ গুণ শুন ভাই কৃষ্ণে ধর আশা ॥

শুক মুনি বলে রাজা শুন সাবধানে। গোবর্দ্ধন গিরি যদি ধরি লা নারায়ণে ॥ দর্প ভঙ্গ হয়ে ইন্দ্র আইলা ততক্ষণে। সুরভি আইলা আর সুর মুনিগণে ॥ দণ্ডবৎ হয়ে ইন্দ্র পড়ে ভুমিতলে। কিরীট প রশ করে চরণ যুগলে ॥ লম্বিত কন্দরে শিরে যুড়ি দুই কর। গদগদ হৈয়া স্তুতি করে পুরন্দর ॥ শুদ্ধসত্ব কলেবর তুমি শান্তরূপ। রজঃত- মঃগুণ হীন পরম স্বরূপ ॥ গুণ অনুবন্দ কলেবর মায়াময়। তার সনে তোমার সম্বন্ধ নাহি হয় ॥ লোভ ক্রোধ আদি যত দেহ অনুবন্দে। অজ্ঞান জনের হয় তাহাতে সম্বন্ধে ॥ গুণময় দেহ নাহি তোমার সংযোগে। কেমতে বলিব আছে লোভ মোহ রাগে ॥ তমু দণ্ডকর তুমি সৃজন পণ্ডিত। দুষ্ট নিবারিতে হয় এইত উচিত ॥ দুষ্ট নিবা রিয়া ধর্ম্ম করহ পালন। অবতার কর প্রভু এই সে কারণ ॥ তুমি পিতা হিতকারী জগত ঈশ্বর। তেকারণে দণ্ড করি বুঝহ সত্বর ॥ জগতের হিত হেতু দণ্ড সমুচিত। জানিয়া সে কর তুমি জ্ঞানে সুপ ণ্ডিত ॥ জগদীশ হেন যার আছে অভিমান। তার সমুচিত দণ্ড কর অপমান ॥ আমি হেন বুদ্ধি হীন থাকে যেহ জনা। দণ্ড করি কর তার কুমতি খণ্ডনা ॥ খলের নিগ্রহ তুমি কর এই মতে। দর্প ছাড়ি রহে তার নিজ ধর্ম্ম পথে ॥ সুরপতি হেন মোর হৈল অহঙ্কার। স ম্পদতিমিরে হৈল দুর্ম্মতি সঞ্চার ॥ তেকারণে তোমা প্রভু পাসরিনু

হেলে। আর হেন মতি যেন নহে কোন কালে ॥ না জানিয়া কৈনু দোষ ক্ষম একবার। কৃপা কর হেন বুদ্ধি নহে যেন আর ॥ এই সে কারণে প্রভু হৈলে অবতার। দুষ্ট মারি হরিলে পৃথ্বীর গুরুভার ॥ প্রণত জনেরে তুমি করিবে পালন। অধর্ম্ম খণ্ডিয়া ধর্ম্ম করিবে স্থাপন ॥ কৃষ্ণ বাসুদেব নারায়ণ ভগবান। সর্ব্বময় সর্ব্বজীব সর্ব্বতত্ত্ব প্রাণ ॥ শুদ্ধ জ্ঞান শুদ্ধমূর্ত্তি শুদ্ধ কলেবর। প্রণাম করয়ে ইন্দ্র দেখি যদুবর ॥ কোপেতে করিনু আমি ধারা বরিষণ। গোকুল করিব নাশ হেন মতিচ্ছন্ন ॥ সেই মোরে অনুগ্রহ হৈল হেন বুঝি। ভগ্ন দর্প হয়ে এবে তোমা প্রভু পূজি ॥ পিতা মাতা হিতকারী জগত ঈশ্বর। জানিয়ে শরণ এবে লৈল পুরন্দর ॥ এত স্তুতি কৈল যদি ইন্দ্র সুরপতি। তবে কৃষ্ণমেঘ বলে গভীর ভারতি ॥ শুন ইন্দ্র আমি তোমার যজ্ঞভঙ্গ কৈল। আমার প্রসাদে সেই অনুগ্রহ হৈল ॥ ইন্দ্রপদ পায়ে তুমি মত্ত হয়েছিলে। দর্পভঙ্গ কৈলে দেখি আমাকে জানিলে ॥ সম্পদ তিমির অন্ধে না চিন আমারে। দণ্ড করি আমি তবে করিয়ে উদ্ধারে ॥ যারে অনুগ্রহ আমি করয়ে নিশ্চয়। সম্পদ রহিতে তার সত্ বুদ্ধি হয় ॥ চল ইন্দ্র লয়ে থাক নিজ অধিকার। আর কোন কালে না করিহ অহঙ্কার ॥ তবে সুরপতি পুন করে দণ্ডনতি। পুষ্প বরিষণ করে বহুগুণ স্তুতি ॥ কৃষ্ণ মহাযোগী জগত জীবন। তুমি পতি আমি সব নিজ পরিজন ॥ তুমি ইন্দ্র তুমি প্রভু পরম দেবতা তুমি গুরু তুমি বন্ধু তুমি মাতা পিতা ॥ কহিল ব্রহ্মারে তুমি কর অবতার। ইন্দ্রপদ অভিষেক করিব তোমার ॥ ব্রহ্মার আদেশ পায়ে আইল সুরমুনি। আজ্ঞা কর অভিষেক করি চক্রপাণি ॥ অভিষেক করি ইন্দ্র করে স্তুতি বাণী। শ্রীভাগবত আচার্য্যের প্রেম তরঙ্গিণী ॥

শুক মুনি বলে রাজা শুন পরীক্ষিত। এক অদ্ভুত কহি কৃষ্ণের চরিত ॥ নন্দঘোষ মহাবুদ্ধি একাদশী দিনে। নিরাহার উপবাস কৈল শুদ্ধ মনে ॥ অল্পক্ষণ দ্বাদশী পারনা দিবসে। সেকারণে নন্দ ঘোষ উঠি রাত্রি শেষে ॥ স্নান করিবারে গেলা যমুনার জলে। অসুরে হরিয়া নন্দ নিল হেনকালে ॥ আসুরি বেলায় নন্দ করে নিত্যকর্ম্ম অসুরে হরিয়া নিল দেখিয়ে অধর্ম্ম ॥ বড়ই বর্ব্বর আদি শাস্ত্রে নাহি জানে। অল্পক্ষণ দ্বাদশীর পারনার দিনে ॥ সেকারণে নন্দঘোষ

রাত্রি অবসানে। নিত্যকর্ম্ম করে ইহা অসুর না জানে।। বরুণের নিকট নিল নন্দকে হরিয়ে । ব্যাকুল হইল গোপ নন্দ না দেখিয়ে।। কান্দিয়া গোয়ালা সব কৃষ্ণকে জানায় । অসুরে হরিয়া নন্দ নিল যতুরায় ।। অসুরে হরিল পিতা শুনি নারায়ণে । বরুণের পুরী প্রভু গেলা ততক্ষণে ।। সাগরের জল মধ্যে বরুণের পুরী । আঁখির নিমিষে তথা গেলেন শ্রীহরি ।। শুনিল বরুণ রাজা আইলা যতুনাথ । চরণ কমলে পড়ে হয়ে দণ্ডপাত ।। দিব্য রত্ন মণি দিয়া পুজিল চরণ। ত্রৈলোক্যের বহুমূল্য দিয়া বহু ধন ।। বিবিধ উৎসব কৈল মঙ্গলাচরণ । আনন্দে বরুণ রাজা কি বলে বচন ।। সকল পুরির মোর জনম সফল । সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধি হইল সকল ।। যার পদযুগ ধরি গর্ভবাসে তরি । হেন প্রভু সাক্ষাতে দেখিনু বংশীধারি ।। তোমার চরণে মোর বহু নমস্কার । যার নামে তরে লোক এ ভব সংসার ।। আমার কিঙ্কর মূর্খ কিছু নাহি বুঝে । আনিল তোমার পিতা ক্ষম যতুরাজে ।। হের নন্দ ঘোষ পিতা দেখ বিদ্যমানে । অপরাধ ক্ষম প্রভু জানানু চরণে ।। এইরূপে স্তুবিল বরুণ লোকপাল । পিতা লয়ে ব্রজপুরে আইলা তৎকাল ।। দেখিয়া আনন্দ হৈল নগর গোকুলে । পরম বিস্ময় হয়ে নন্দঘোষ বলে ।। বরুণের দেখিনু সম্পদ মহোদয় । ত্রিভুবনে কে আছে তাহার সম হয় ।। দিব্যরত্ন রচিত বিচিত্র পুরীখান । যাতে প্রবেশিলে খণ্ডে মানুষের জ্ঞান ।। আর যত দেখিল বা মণি মহাধন সে সব আমার মুখে না যায় কথন ।। দিব্য রত্ন মণি দিয়া পূজে ঘর ঘর । বার২ স্তুতি ভক্তি কৈল নমস্কার ।। কহিতে না পারি আমি শুন গোপগণ । এই কৃষ্ণ জানিনু সাক্ষাৎ নারায়ণ ।। এবোল শুনিয়া গোপ হরষিত মনে । জগদীশ হেন কৃষ্ণ জানিনু গেয়ানে ।। হেলায় তরিব ঘোর এভব বন্ধনে । নিস্তার কারণ এই প্রভু নারায়ণে।।গোপ গণে হৈল যদি কিছু তত্ত্বজ্ঞান । তা দেখিয়া কৃপা কৈল পুরুষপুরাণ ।। নানা গর্ভবাসে লোক ভ্রমে কর্ম্ম পথে । কখন কি গতি হয় না বুঝে সাক্ষাতে ।। নিজ জন গোপ গণ সুহৃদ আমার । সদগতি দিব আমি করিব উদ্ধার ।। এবোল বলিয়া প্রভু যোগ যোগেশ্বরে । ব্রহ্মহ্রদ দেখিল সব গোকুল নগরে ।। নিত্য ব্রহ্ম সনাতন ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় । ব্রহ্মা আদি যোগী যাহা ধ্যানে নাহি পায় ।। হেন ব্রহ্ম হ্রদে নিল সব গোপপুরী । পুনঃ ব্রহ্ম হ্রদে হৈতে আনিল তুলিয়া । নিঃশব্দ হই

ল গোপ বিস্ময় হইয়া ॥ নন্দ বিমোচন ব্রহ্ম হ্রদ দরশন। শ্রীভাগ বত আচার্য্যের সরস বচন ॥ অষ্টবিংশে কহিল এ কৃষ্ণ গুণ সার। সাবধানে শুন রাজা যাহা কহি আর ॥

কদম্বের তলে কৃষ্ণ যমুনার তীরে। গোপির সাধিল দান প্রভু গদাধরে ॥ মুনি বলে শুন রাজা অপূর্ব্ব কাহিনী। যেমতে সাধিল দান হৈয়া মহাদানি ॥ যমুনার তীরে দান কদম্বের মূলে। সাধিতে বসিল দান নন্দের নন্দনে ॥ হেনকালে যত গোপী রাধা চন্দ্রাবলী মাথায় দধি পশরা আইলা কুতূহলী ॥ রাধা দেখি বলে কানু শুন গোয়ালিনী। অমনি পলায়ে যাহ দিয়া আলাকানি ॥ পাটা করি হৈনু আমি কংসরাজ স্থানে। তোমা সবাকার দান সাধিব এক্ষণে ॥ নিকটেতে আইস ধনী দান দেহ মোরে। না দিলে যাইতে নার মথুরা নগরে ॥ শুনিয়া রুষিল তবে বৃকভানুর ঝি। কিসের দান চাহ কৃষ্ণ কথা কহ কি ॥ এই রাজপথে মোরা মথুরাতে যাই। না জানি দানের কথা শুনহ কানাই ॥ কে জানে কিসের দান নন্দের নন্দন। না পাত জঞ্জাল যাই মথুরা ভুবন ॥ মথুরা যাইবে রাধে বৈস মোর কাছে। লেখা করি দান দেহ তবে যাও পাছে ॥ আইসং বড়াই বৈ সহ মধ্যস্থানে। বুঝাহ রাধাকে তুমি দেহ মোর দানে ॥ হাসিয়া বসিল বড়াই কানুর নিকটে। কিবা দান চাহ কৃষ্ণ পড়িনু সঙ্কটে ॥ মিছা নাহি কহি ভাই দেখ পাটাখান। কংসের হইল আজ্ঞা সাধিবারে দান ॥ নাম্বাহ রাধিকা তুমি দধির পশার। লেখা করি দেহ দান যে হয় আমার ॥ পশারের দান ধরি সবে ষোলপণ। তার তুলা দান দেহ চক্ষের অঞ্জন ॥ নূপুরের দান দেহ বিলম্ব না সহে। কাঁচলির দান দেহ বড়াই যত কহে ॥ সাতনরী হারের দান দেহ লেখা করি। তবে সে যাইতে পার মথুরা নগরি ॥ কুণ্ডলের দেহ দান পরিয়াছ কানে। কঙ্কণের দান রাধে বত্রিশ কাহনে ॥ সব দান আছে তোমার কঙ্কণ ভিতরে। এত বলি সুন্দর কানু বাহু চাপি ধরে ॥ কি কর বসিয়া বড়াই না দেখ নয়নে। কিসের দানে চাহে বড়াই এনন্দ নন্দনে ॥ দধি দুগ্ধ লহ যত মোরা যাই ঘরে। সব সখী যাব আজি নন্দের গোচরে ॥ লাজ নাই কানাই যে হাত চাপি ধরে বড়াই না বলে কিছু পড়ি আথান্তরে ॥ কাঁচলির দান মাগে কোন মহাদানী। কঙ্কণের দান মাগে কোথাও না শুনি ॥ ঘাটেং থানা

কানু পথে মহাদানী । কঠাঁই সাধিবে দান কিছুই না জানি ।। পাটে কংস রাজা আছে তবে কিসের দান । গোহিরি করিলে কানাই পাবে অপমান ।। ছাড় হে নিলাজ কানু কেন হেন বাস । নন্দ ঘরে ননী খেয়ে মনেং হাস ।। ধরিয়া বসান রাধায় বড়ায়ের পাশে দান দিয়া যাহ বড়াই যেবা মনে আসে ।। বুঝাহ বড়াই রাধা মোরে দেহ দান । ব্যাকুল হইনু আমি রাখহ পরাণ ।। শুনিয়া হাসিল তবে রাধা চন্দ্রাবলী । কি বল নন্দের কানু কিছু নহে ভালি ।। বড়াই বলে শুন রাধে বুঝাই তোমারে । আলিঙ্গন দিলে ছাড়ে নন্দের কুমারে ।। না বল না বল বড়াই হেন কুবচন । পথে বাটআরি করে নন্দের নন্দন ।। এসং বড়াই ফিরিয়া ঘরে যাই । বিকিতে পড়িল হট নন্দের কানাই ।। কেমনে যাইবে ঘরে রাধা ঠাকুরাণী । উচিত দান দিলে রাধে পাইবে মেলানি ।। কিক্ষণে পা বাড়াইনু না ভাবিনু মনে । পথে বাটআরি করে নন্দের নন্দনে ।। দধি দুগ্ধ নষ্ট হৈল বাড়ে বহু বেলা । পাপ ননদিনী আজি দিবে কত জ্বালা ।। এত শুনি হাসে কৃষ্ণ রসিক নাগর । কেন বেলা কর নাই প্রবোধ উত্তর ।। কি দিলে প্রবোধ পায় কিছুই না জানি । হাতের কঙ্কণ থুয়ে দেহতো মেলানী ।। কঙ্কণের কায নাই শুন চন্দ্রাবলী । কঙ্কণের কত মূল্য বলে বনমালী লক্ষ কাহন দান মূল্য কঙ্কণের । যথোচিত দান দিয়া যাহ মধুপুর ।। হাসিয়া বড়াই বলে শুনং রাই । গুপ্ত দানে প্রবোধহ নন্দের কানাই রাধা বলে কানাই যমুনা কর পার । মথুরা হইতে আসি দান দিব তোমার ।। শুনিয়া কানাই তবে নৌকা চাপি বৈসে । আইসং রাধে বৈস মোর পাশে ।। দণ্ড ধরি নৌকা বাহে নন্দের নন্দন । হাসিয়া উঠিলা নায়ে সব গোপীগণ ।। খেয়া দিল কৃষ্ণ তবে যমুনার জলে । ঢেউ দেখি চন্দ্রাবলী সকাতরে বলে ।। যে দান চাহ কানাই দিব ততক্ষণে । পরাণ কাঁপিছে পার করহ যতনে ।। যমুনার ঢেউ দেখি কাঁপিতেছে হিয়া । পার কর যাব ঘর উচিত দান দিয়া ।। শুনগো বড়াই তুমি রাধা কিবা বলে । যমুনার মাঝে রাধা যৌবন দান দিলে সকল গোপিনী যদি যমুনা পার হৈল । মাথায় দধি পশরা মথুরা চলিল ।। বিকি কিনি করে এল যমুনার তীরে । পার কর যদুবর যাব মোরা ঘরে ।। আইস বলি বিনোদিনী উঠে বৈসে নায় । ঘাটে কড়ী দেহ ঝাঁট আন যত চায় ।। যাতে ভাল গেনু কৃষ্ণ আসিতে ভাবনা

কোথা থোব কড়িপাতি বলনা॥ টলমল করে নৌকা ডরে অঙ্গ টলে। গুঁড়া চাপি বসি রাধে চৌদিগে নেহালে॥ খেয়া দিয়া নন্দ কানু শীঘ্র কর পার। উচিত যে কড়ী দিব লেখা যে তোমার॥ কিবা দান দিবে রাধে না দেখ সম্ভাবনা। লক্ষকাহন দান আমার মা নহ মাননা॥ শুনিয়া হাসিল তবে বৃকভানুর ঝি। না জানি যে দান আজি কানু মাগে কি॥ সব সখির দান দিব কড়ী করি জড়। লক্ষ কাহন দিলে কৃষ্ণ কি করিতে পার॥ কানাই বলে রাধা তুমি কি বল বচন। এক সখী নায়ে দিবেন লক্ষ কাহন॥ সখী প্রতি লক্ষেক আমার জয় দান। তোমা দিয়া ঘরে সবে করিবে পয়ান॥ ভাল কৃষ্ণ তুমি বট নন্দের নন্দন। সকল সখির দান আমি দিব কি কারণ আপন দান দিলে আমি তোমা নাহি পুছি। লেখা করি দিল দান যত আছে সখী॥ ভালভাল রাধা তুমি বৃকভানুর ঝি। সবার দান দিবে তুমি সখী কে করি কি॥ সকল সুন্দরী মাঝে তুমি সে প্রধান। যাবার বেলা কহিয়াছ বড়ই প্রমাণ॥ নহে পুন কহ রাধে না করিব পার। যমুনার মাঝে আজি রাখিব তোমার॥ শুনিয়া হাসিলা তবে রাধা চন্দ্রাবলী। পার কৈলে দিব দান শুন বনমালী॥ তবেত সুন্দর কানু নৌকা ঘাটে নিল। পশার করিয়া মাথে রাধিকা নাম্বিল॥ ছেদে বিনোদিনী রাধে দান দেহ মোরে। হাসিয়া বসিল কৃষ্ণ কদম্বের মূলে॥ নাম্বায়ে পশরা সবে বৈস মোর কাছে। সব সখী ঘরে যাহ রাই যাবে পাছে॥ শুনিয়া সকল সখী একে২ যায়। আঁচলে ধরিয়া কৃষ্ণ রাধিকা রাখায়॥ হাসে বিনোদিনী রাধে মুখে দিয় হাত। এড়িয়া না যাহ বড়াই মোরে লহ সাত॥ কি লাজে আইল মুই দধি বিকিবারে। পাথারে ফেলিয়া মোরে সখী যাহ ঘরে॥ কৌ মাথে যায় সখী পাছু নাহি চায়। কি কাযে নন্দের পো ধরিয় রহায়॥ রসিক নাগর কানু রাধা রসবতী। ভুঞ্জিল শৃঙ্গার সুখ করিয়া পিরীতি॥ মায়া যোগ যোগেশ্বর মহা যোগবলে। সন্তোষ করিয় রাধা পাঠাইল গোকুলে॥ সব সখী এক মেলি করিয়া যুকতি। ঘরঘরী গেল সবে বড়াই সংহতি॥ সখা সঙ্গে নারায়ণ নন্দপুরে গেলা প্রভাত সময়ে পুন দানি কাছে আইলা॥ নানা খেলা খেলে তথা গোধন চারণে। ত্রিভুবনে মোহনরূপ নন্দের নন্দনে॥ দেখিয়া গোপিনী গণ স্থির নহে ঘরে। ক্ষণে২ আইসে গোপী যমুনার তীরে

আজানু লম্বিত বনমালা গলে দোলে। দেখিয়া কটাক্ষ পাত মুনিগণ
ভুলে ॥ কপোল চন্দন চাঁদ শিরে নেত উড়ে। পুষ্পগন্ধে ভ্রমর উড়ি
য়া তাহে পড়ে ॥ কর্ণে মণি কুণ্ডল ময়ূর পুচ্ছ শিরে। দেখিয়া কৃষ্ণ
কে গোপী স্থির নহে ঘরে ॥ কেমনে দেখিব সখী নন্দের নন্দন। ভু
বন ভুলিল রূপে শুন সখিগণ ॥ রাতুল চরণে বাজে নুপুর দুখানি।
তিলেক না শুনি যদি উড়য়ে পরাণি ॥ কোথাবা শিখিল কানাই এম
ন উপায়। রহিতে না পারি ঘরে শুন যদুরায় ॥ পাপ ননদিনী
আছে বড় দুরাচারি। মনের সন্তোষে মুখ দুখিতে না পারি ॥ হেন
বর দেহ ননদিনী যাকু মরি। নিশ্চিন্তে বসিয়া যেন তোমাকে স্মঙ
রি ॥ প্রাণনাথ২ দেহ দরশন। নহেতো গোপিনী আজি ত্যেজিব
জীবন ॥ তিলেক না দেখি কত যুগ হেন মানি। ব্যাকুল হইল রাধা
শুন যদুমণি ॥ কি কায করিব সখী যাই যমুনার জলে। নন্দের নন্দ
ন কানু গোঠে খেলা খেলে ॥ সাত পাঁচ রমণী করিয়া এক মেলি।
নামিয়া যমুনা জলে করে জলকেলি ॥ তরুমূলে আছে কৃষ্ণ বালকের
সঙ্গে। দেখিয়া গোপিনীগণ পাইল বড় রঙ্গে ॥ চল সখী যাই যথা
নন্দের নন্দন। জল লয়ে সখি সব করিলা গমন ॥ পথেতে সুন্দর
কৃষ্ণ আসি দিল দেখা। কলসী কাড়িয়া নিল কৃষ্ণের একা সখা ॥ দা-
ণ্ডায়্যা রহিয়া গোপী দেখে চাঁদ মুখ। মনোরথ পূর্ণ হৈল পাল্যা হৈল
সুখ ॥ হাসিয়াত কোন গোপী কটাক্ষ নেহালে। কদম্বের তলে
কোলি করয়ে গোপালে ॥ তবে নিজ গৃহে গেলা যত গোপীগণ। প্র-
ভাতে যমুনা তীরে দিল দরশন ॥ আইসহ সুন্দর কানু ত্বরিতে কর
পার। পসার লইয়া যাব মথুরা নগর ॥ শুনিয়া আইলা প্রভু নন্দের
নন্দন। নৌকার ধরিয়া দণ্ড রহিলা তখন ॥ নাগর কানাই নৌকা
বাহে ধীরে২। দেখিয়া যমুনার ঢেউ প্রাণ নহে স্থিরে ॥ বিষম যমু
নার ঢেউ তাতে ভাঙ্গা না। চন্দ্রাবলী রাধিকা বলে কাঁপে সর্ব্বাঙ্গা ॥
ভালমতে পার কৈলে দ্বিগুণ কড়ি খাবে। ডুবায়্যা মারিলে পাছে
স্ত্রীবধ লাগিবে ॥ ষোলশত গোপিনী আর রাধা চন্দ্রাবলী। এক খে
য়ায় পার করহ বনমালী ॥ বহিতে না জান নৌকা নায়্যা হৈতে
সাধ। রাধিকা ডুবিলে কানাই হৈবে পরমাদ ॥ বনমালা গাঁথি সবে
তোমার সম্ভাবনা। গোপিনী ডুবিলে দায় দিব কোন জনা ॥ আসি

ত আয়ানের নারী ভালে জান তুমি। ভাল করি পার কর প্রভু যদু মণি॥ কৃষ্ণ বলেন শুন রাধা আয়ানের নারী। ঢেউতে ডুবিবে নৌকা কি করিতে পারি॥ সকল গোপী নৌকা সিচ পড়ে লহ কুলা। নৌকা টলমল করে সাম্বালহ গা॥ তোমার ভরে রাধা মোর নৌকা নাহি চলে। দধি দুগ্ধ পশার ফেলাহ শীঘ্র জলে॥ কি বল নিলর্জ্জ কানু মুখে নাহি লাজ। বাহিতে না জান কানু কর হেন কায॥ ঘাটের কড়ী নিবে পুন পশারে দিবে দায়। না দিলে গোহারি যাব কংস রাজার ঠাঁই॥ কি করিতে পারে কংস শুন রাধা সতী। পাটা করি লইয়াছি সব ঘাট খতি॥ কর যোড়ি সব গোপী করে নমস্কার তবে সে করিব আজি যমুনার পার॥ শুনিয়া সকল গোপী যোড় কৈল হাত। পার কর সুন্দর কৃষ্ণ ত্রিভুবন নাথ॥ কৃপা কর প্রাণ নাথ নন্দের নন্দন। গোকুলের নাথ কৃষ্ণ গোপীর জীবন॥ এক দণ্ড যদি তোমা না দেখি নয়নে। সংসার আঁধার হেন দেখি গোপীগণে॥ বাছুর রাখিতে যবে যাহ বৃন্দাবনে। চাঁদমুখ ধ্যানে থাকি সব গোপীগণে॥ পতিত পাবন প্রভু দয়ার সাগর। তিলেক না দেখিলে প্রভু সব লাগে ডর॥ কৃপা কর প্রাণনাথ ঝাট কর পার। পার হৈলে দিব দান উচিত তোমার॥ এতেক প্রকারে গোপী প্রভুকে স্তুতি করে। হাসিয়া কি বলে তবে প্রভু গদাধরে॥ যদিবা ত্বরিতে পার হৈতে আছে মন। রাধিকারে দেহ দান সব গোপীগণ॥ তবে সে করিব পার সকল গোপিনী। মথুরাতে যাই সবে করি বিকী কিনি॥ রাধিকা রাখিয়া আজি যাহ মোর কাছে। পুনরপি ফিরিয়া আসিতে দিব পাছে॥ রাধার পশার লয়ে যাহ সব সখী। যেবা ধন পাও আনিহ করি বিকী॥ তবে সে এভাবে দায় সব সখী মেলি নহেনা রাধিকা বাকু তোমরা থাক আজি॥ রাধিকা বলেন কৃষ্ণ শুন মন দিয়া। নিকটে থাকিব আজি সব গোপী লইয়া॥ পশারের বিকী ভাজি যত কড়ী পাব। তোমাকে খাওায়ে দধি কড়ি ধরি লব আসং করি বলে নন্দের নন্দন। নৌকা মাঝে থাক এখন নাহিক গ-মন॥ মথুরা না যাবে আজি শুন চন্দ্রাবলী। দধি দুগ্ধ লব আমি দিব যত কড়ি॥ হাসিয়া গোপাল তবে সব সখী সঙ্গে। ঘৃত দধি দুগ্ধ তবে ভোজন কৈল রঙ্গে॥ নানা রত্ন মাণিক্যে পশার পুরী দিল। দেখিয়া গোপিনী যত হাসিতে লাগিল॥ দধি দুগ্ধ খাইল যত দিন

তার কড়ি। নৌকাতে বহিয়া আজি খেলাহ খেয়াড়ি ॥ হাসিয়া সকল গোপী অনুমতি দিল। কতক্ষণে প্রভু কৃষ্ণ মুরতি মাগিল ॥ নৌকা বাহ ওহে কানাই পার হোলে দিব রতি। সকল গোপিনী, আর রাধিকা যুবতী ॥ শ্রাবণ মাসের মেঘ বরিষে ঘন পানী। দেখি-য়া যমুনার জল উড়য়ে পরাণি ॥ অভদ্র বরিষাকাল নাহি উন কুল। রাধা চন্দ্রাবলির প্রাণ হয়েছে আকুল ॥ পূর্ব্বেতে উঠিল মেঘ দেখি বিপরীত। কি কারণে না কর পার নহেত উচিত। শিলা বৃষ্টি হৈলে পাছে হব পরমাদ। ত্বরিতে করহ পার ক্ষেম অপরাধ ॥ আমি সব অবলা তাহে গোকুল বাসিনী। ত্বরিতে করহ পার প্রভু চক্র' পাণি ॥ যদিবা না কর পার ডুবে যদি মরি। অভয় চরণারবিন্দ মাগে গোপ নারী॥ এক দণ্ড যদি তোমার না দেখি নয়নে। সংসার আন্ধার হেন দেখি গোপীগণে [illegible] চরণে বারেক ফিরিয়া চাহ [illegible] কর্ণাম্বুর তুণ টলে যোগীর টলে মন। কিবা [illegible] ॥ ফিরে ফিরে নৌকা খানি যদুমণি বায়। [illegible] গোপীগণে গায় ॥ সরভাসে কেহ গায় কেহ [illegible]। অপূর্ব্ব ভাষায় গোপী গায় একতান ॥ ক্ষণে বা মুরলী বায় নন্দের নন্দনে। ভাবে বিমোহিত গোপী না চায় নাচনে ॥ কেহ গায় কেহ বায় যমুনা ভিতরে। বৃন্দাবনের খেলা লীলা নৌকার উপরে ॥ স্বর্গে বিমোহিত হৈলা দেবতার নারী গোপিনীর পুণ্য [illegible] খেয়ানে খিয়ায় [illegible] কৃষ্ণ গোপী ভক্ত [illegible] মাঝে চাঁদ উদয় করিল ॥ নানামণি অলঙ্কার প্রভু অঙ্গে শোভা। মিশ্রিত [illegible] হৈল গোপী অঙ্গ আভা ॥ মহাতপ কৈল [illegible] পুণ্যে কৈল প্রভু যমুনায় হেন কর্ম্ম ॥ গোপী [illegible] মহাপ্রভু [illegible] খেলা খেলে। আনন্দে যমুনা দেখি তরঙ্গ উথলে ॥ ষোল শত গোপী মেলি এক মেলে গায়। নাচয় রাধিকা কৃষ্ণ মুরলী বাজায় ॥ কৃষ্ণ বাজাইতে বেণু গোপী দেই মুখ। কামে বিমোহিত গোপী পায় কত সুখ ॥ মুখে মুখ দিয়া গোপী কৃষ্ণগুণ গায়। আর গোপী বিমো হিতা তার মুখ চায় ॥ কোন গোপী বাজায় ডম্ফ মৃদঙ্গ ঝাঝরি। রবাব কপীনা সব বাজায় গোপনারী ॥,বেণু বীণা বাঁশীর শব্দ সুন

লিত শুনি ॥ আনন্দে মোহিত হৈলা প্রভু যদুমণি ॥ খোল করতাল ধরি কোন গোপী বায়। সুমধুর গীতে কেহ কৃষ্ণ গুণ গায় ॥ বালক চরিত্র প্রভুর কোন ধনি গায়। ধন্য ধন্য করিয়া বাখানে যদুরায় ॥ পুলকিত হৈল তনু গোপিনী সমাজে। হেনকালে পুষ্প বৃষ্টি করে সুররাজে ॥ নানা সুবাসিত পুষ্প পড়ে গোপী অঙ্গে। যমুনার মধ্যে গোপী খেলে কৃষ্ণ সঙ্গে ॥ সকল যমুনার জল কুসুমে ঢাকিল। জাতি যূথী নানা পুষ্প ইন্দ্রবৃষ্টি কৈল ॥ অগৌর চন্দন ঢালে কুমকুম কস্তুরি সুগন্ধি পরিমলে ঢাকিল গোপ নারী ॥ দেব বিদ্যাধরী হোথা নাচয়ে নাচনী। সুরবধূ নৃত্য করে মণি ঝলঝলি ॥ আনন্দ সাগর যেন জমুনার মাঝে। গোপ বধু সঙ্গে খেলে দেব দেবরাজে ॥ কি রস আনন্দ কেল কহনে নাজায়। ঢুলি পড়ে গোপী সব গোপালের গায় কেহত তাম্বুল দেই কেহ ঢুলায় চামর। আনন্দে খেলায় প্রভু নৌকার উপর ॥ স্বর্গে থাকি দেব নারী মূর্চ্ছাগত হয়্যা। প্রভুর মহিমা গুণ গায় মুচরিয়া ॥ হেনকালে ব্রজবধূ পরিশ্রান্ত হৈল। তাহা দেখি প্রভু কৃষ্ণ কোন কর্ম্ম কৈল ॥ আপন অঙ্গের বাসে বদন মুছিয়া। স্তন ঘর্ম্ম পুছিল তবে নিজ হস্ত দিয়া ॥ কেবা কোথা অঙ্গে গোপী একোই নাজানে। বসন গলিত হৈল সব গোপীগণে ॥ নিজ হস্ত কমলে প্রভু বাস পরিধায়। আনন্দে মোহিত গোপী হাসি গড়ি যায় ॥ মুখে মুখ দিয়া গোপী করে চুম্বদান। পুলকিত তনু কৃষ্ণ রাধিকার প্রাণ ॥ কামে বিমোহিত দেখি নন্দের নন্দন। পুনরপি কৈল কৃষ্ণ গোপীর রমণ ॥ যার যত মনে ছিল চিত্ত সন্তোষিয়া। রমণে রময়ে নাথ কন্দর্প হইয়া ॥ শ্রীকৃষ্ণ সনে গোপী কৈল মধু পান কি ভাগ্য বলিব গোপীর নাহি সমাধান॥ লাজে লাগি জলক্রীড়া কৈল নারায়ণে। জগতজীবন প্রভু পতিত পাবনে ॥ ষোল শত গোপীর মধ্যে দেব দেবেশ্বর। জল ছিটাছিটী করে গোপিনী সকল ॥ জল কেলি মারে গোপী গোপালের গায়। আনন্দে পুলক অঙ্গ ধরন না যায় ॥ পাচ সাত রমণী তবে কৃষ্ণ করি কোলে। আছাড়িয়া ফেলে প্রভু যমুনার জলে ॥ পুনরপি নিজ হস্তে তোলে যদুরায়। সংসারের নাথ প্রভু জলেতে খেলায়॥ এইরূপে জলক্রীড়া কৈল নারায়ণে। বসন পরিয়া কৈল খেলা সমাধানে ॥ তরুমূলে প্রভু তবে দাণ্ডায়ে আপনে যোগান ধরিল পাছে সব গোপীগণে ॥ তরুমূলে ত্রিভঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ

দাণ্ডায়। ঊর্দ্ধ মুখ হৈয়া গোপী চাঁদ মুখ চায় ॥ দেখিয়া ভুলিল গোপী,পায়্যা মহাসুখ। কোটি লাবণ্য লীলা প্রভুর চাঁদ মুখ ॥ ত্রি ভঙ্গ ললিত চারু ললিত কুণ্ডল। সুশ্রিত অলকাবলি প্রভুর বক্ষস্থল ॥ বনমালা শোভে প্রভুর তাহার উপরে। ময়ূর চন্দ্রিকা চূড়া শোভে বিম্বাধরে ॥ বলয়া কিঙ্কিণী অঙ্গে নূপুর বাজায়। কদম্ব হেলন দিয়া মুরলী বাজায় ॥ সুন্দর সুচারু কেশ কুটিল কুন্তল। কপোলে সুন্দর চাঁদ সুন্দর অধর ॥ জগত মোহন রূপ জলধর শ্যাম। ভুবন ভুলিল রূপে জিনি কোটি কাম ॥ হেন কালে চন্দ্রাবলী বলে নারায়ণে। নৌকায় খেলাব পুনঃ সব গোপীগণে ॥ ভাল ভাল বলিয়া বলিল যদু রায়। পালটীয়া যদুরায় যমুনা তীরে যায় ॥ হাসিয়াতো নারায়ণ দণ্ড লৈল হাতে। নৌকাতে চড়ায়্যা গোপী রাধিকার সাথে ॥ গায় তো গোপাল গুণ সর্ব্ব গোপী মেলি। দণ্ড ধরি নৌকা বাহে দেব বনমালী ॥ গাইতে গোপাল গুণ বিমোহিত হৈল। সকল গোপিনী আসি নৃত্য আরম্ভিল ॥ নৃত্য করে গোপী কৃষ্ণ মুরলী বাজায়ে। মুর লী বাজায়্যা কৃষ্ণ রাধিকা নাচায়ে ॥ রাধিকার নৃত্যতে ভুলিল যদু মণি। আপনে নাচয়ে কৃষ্ণ সঙ্কেত গোপিনী ॥ পবনেত বায় নৌকা যথা তথা চলে। আনন্দে বিহরে কৃষ্ণ নন্দের গোপালে ॥ ধন্য ব্রজ বধূ গোবিন্দ যার প্রাণ। যে কৃষ্ণ না পায় গোপী করিয়া ধেয়ান ॥ শিব হেন মহাযোগী ভাবে নিরন্তর। বীণা হাতে গুণ গায় নারদ মুনিবর ॥ উৎপত্তি প্রলয় হৈতে ভ্রহ্মা তপস্বী। ধ্যান করি নাপায় যারে যত মহাঋষি ॥ হেন মহাপ্রভু লয়্যা গোপিনী বিহরে। গোপী ভার ভাগ্য কেবা বর্ণিবারে পারে ॥ এক পদ রেণু যার ব্রহ্মা আশা করে। হেন কৃষ্ণ মুখে গোপী চুম্বদান করে ॥ অধর ধরিয়া করে লই নিজ মুখে। সর্ব্বাঙ্গ আলিঙ্গন করে নিজ সুখে ॥ আলিঙ্গন চুম্বন আর মখন রমন। শ্রীহস্তে করেন প্রভু কুচের মর্দ্দন ॥ পদ পরশিতে নাপায় ইন্দ্র সুরপতি। সর্ব্বাঙ্গে আলিঙ্গন দেয় গোপিনী যুবতী ॥ গোপিনীর তপস্যা ভাই কহনে না যায়। মহাপ্রভু লয়্যা গোপী আনন্দে খেলায় ॥ এইরূপে নিত্য খেলা যমুনার মাঝে। সমাধান দিল তারে প্রভু দেবরাজে ॥ পার করি নৌকা খানি ঘাটেতে আনিল। মাথায় পসরা করি গোপিনী নাম্বিল ॥ বড়াইর সঙ্গে নাম্বে বৃকভানুর ঝি। আনন্দেতে ঘরাঘরী গেল সব সখী ॥ আনন্দেতে ঘরে

গেলা গোপিনী সকলে। এইরূপে কত কেলি করয়ে গোপালে ॥ যে গোপির মুখ চাঁন্দে ভুলে মুনিগণ। হেন গোপী ভাবে সভে গোবিন্দ চরণ॥ ধন্য ব্রজ বধু সে গোবিন্দ যার মিত। খণ্ডিল বন্ধন সব ঘুচিল ত্বরিত॥ একবার কৃষ্ণ যদি স্মরে জীব মনে। খণ্ডিয়া এভব দুঃখ বৈকুণ্ঠে গমনে॥ রাত্রি দিন গোপী ভাবে গোবিন্দ চরণ। এহকালে পরকালে দুঃখ বিমোচন॥ দানি রূপে সাধিল দান দেব নারায়ণ। এখন কহিব রাস মণ্ডল রচন॥ মন দিয়া শুন রাজা মণ্ডল রচন। গোপী লয়্যা কৃষ্ণ যাতে করিলা রমণ॥ গোপীর বিরহ তাপ দুঃখ হেন জানি। সন্তোষিব নারায়ণ মনে অনুমানি॥ ভক্তের ইচ্ছায় প্রভু করে নানা কর্ম্ম। সন্তোষিব গোপীগণ করিয়া স্বধর্ম্ম॥ যে রাস শুনিলে ভব দুর্গতি এড়াই। খণ্ডিয়া ভবের দুঃখ কৃষ্ণ সাত পাই॥ গোকুল মজিল ভাবে কৃষ্ণ স্মরিয়া। গৃহ কর্ম্ম পাসরিল সম্মুখ পাইয়া। পতি সুত গৃহধন আর গুরুজন। লজ্জাভয় নাহি করে একান্ত ভাবন॥ শয়ন ভোজন পান অঙ্গের মার্জ্জন। বিস্মরিল যত কর্ম্ম সব গোপীগণ॥ পাঁচ সাত সখী মেলি একত্র হইয়া। গোবিন্দ পদারবিন্দ স্মরে বসিয়া॥ কোথা যাব কোথা পাব [illegible] ধন্যা গোপির অন্য নাহি মন॥ কৃষ্ণভাবে [illegible] ত্রিলোক ন দেখি কৃষ্ণ হয় হতোকাম॥ শ্রী[illegible] প্রেমময় দান নৌকা কহিল শুন রাস মহোদয়।

ঊনত্রিংশে কহে কথা কৃষ্ণ গুণ সার। সাবধানে শুন রাজা [illegible] কহিয়ে আর॥ গোপিকা সহিতে কৃষ্ণ করিব রমণ। মনে হেন কৈ[illegible] যদি প্রভু নারায়ণ॥ শরদ যামিনী চারু চৌদিগে বিমল। প্রফু[illegible] মালতি মালা যুথিকা কমল॥ বহু গুণ বহু সুখ হৈল বৃন্দাবনে। চি[illegible] দিনে নারী যেন পতি দরশনে॥ কমলার বদন তুল্য পূর্ণ শশধ[illegible] তা দেখিয়া আনন্দিত হৈলা গদাধর॥ ঝলমল বৃন্দাবনে চাঁদে[illegible] কিরণে। বনে রহি গোপীনাথ দিল বাঁশী সানে॥ শুনিয়া বংশী[illegible] গান ব্যাকুলিত চিত। মূর্চ্ছিত পড়িল গোপী মদনে পীড়িত[illegible] গোবিন্দ হরিল চিত্ত নাহি অবধান। চৌদিগে ভরিয়া গোপী চ[illegible] বৃন্দাবন॥ কেবা কোন পথে যায়ে কেহ নাহি জানে। চঞ্চল কুণ্ড[illegible] গোপী ত্বরিত গমনে॥ দোহনে আছিল গোপী ত্যজিল দোহন[illegible] দধি মথে ব্রজনারী ত্যজে সেইক্ষণ॥ গোরস উথলি পড়ে ত্যজি [illegible]

ক্ষণে। গুরুজন ভোজন ওদন পরিসনে ॥ স্তন পিয়াইতে শিশু ভূমে
তে ফেলিয়া। ভোজন করিতে অন্ন চলিল ত্যজিয়া ॥ পতি সেবা
করিতে আছিল ব্রজ নারী। আকুলে চলিল গোপী সেবা পরিহরি ॥
এক আঁখি অঞ্জন কুণ্ডল এককালে। পিরিতে চলিল গোপী শুনি
বাঁশী সানে ॥ চরণে কুণ্ডলহার নূপুর রসনা। শিরোপরে গোপনারী
পাসরে আপনা ॥ ঊর্দ্ধ বাস অধে পার ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধ বাস ॥ কিবা কি
করিব গোপী না হয় প্রকাশ ॥ মুগ্ধ গোপীর মন আন নাহি ভায়।
কৃষ্ণ অভিমুখী গোপী শীঘ্র চলি যায় ॥ কৃষ্ণ প্রেমে এই যে সহজ
রীত বৈসে। ধর্ম্ম অর্থ কাম গোপী ছাড়ি তিন রসে ॥ কুল ধর্ম্ম নিজ
সুখ ধন পরিজন। প্রেমরসে এ তিন ছাড়িল গোপীগণ ॥ পতি পুত্র
বন্ধুগণ ধরিয়া রাখয়। রাখিতে নাপারে গোপী শীঘ্র চলি যায় ॥
দৃঢ় বন্ধে কপাটে রাখিরা বন্ধু জনে। নিজ ঘরে রুদ্ধ গোপী রাখিলা
যতনে ॥ তারা সব ধ্যানে কৃষ্ণ পাইল সত্বর। ভক্তিপদ পাইল
গোপী ছাড়ি কর্ম্ম ময় ॥ যার ভাবে কৈল গোপী গোবিন্দের ধ্যান।
তবু ভক্তিপদ পাইল বিনে তত্ত্বজ্ঞান ॥ বস্তুর শকতি বুদ্ধি অপেক্ষা
না করে। অজ্ঞানে অমৃত খাইলে কে নহে অমরে ॥ যদি বা বলিবে
কর্ম্ম বন্ধ নাহি যায়। ভকতি পাইল গোপী কেমন উপায় ॥ কহিব
অদ্ভুত কথা শুন সাবহিতে। গোপীগণ কর্ম্মভোগ টুটিল যেমতে ॥
প্রলয় অনল তুল্য বিরহসন্তাপ। দুঃখভোগ টুটিল কোটি জন্মের পাপ
ধ্যান যোগে কৈল গোপী গোবিন্দ সংযোগে। সেই সুখে পাইল
সর্ব্ব কর্ম্ম উপভোগে ॥ পাপ পুণ্য কর্ম্ম বন্ধ টুটে ততক্ষণে। হেন
মতে ভকতি লভিল গোপীগণে ॥ প্রবোধ না পাই রাজা পণ্ডিত
সুজনে। মুনিকে পুছিল তবে বিনয় বচনে ॥ শুন শুক মুনি যদি করহ
বিচার। পতি পুত্র বন্ধু ছাড়ি বস্তু নাহি তার ॥ ব্রহ্মভাবে গোপী
না ভজিল গদাধর। কেমনে মুকতি পায় কহ যোগেশ্বর ॥ যার
ভাবে কেবল ভজিল ব্রজনারী। কেমনে মুকতি পায় কর্ম্ম বন্ধ ছাড়ি
তবে শুকমুনি দিল রাজারে উত্তর। না কর সংশয় রাজা শুন নৃপবর
সর্ব্ব লোকে ব্রহ্ম সেবে কেমন গোপতে। সেই কৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম জানিহ
সাক্ষাতে ॥ গোপাল ভজনে জ্ঞান অপেক্ষা না করি। যেন তেন
মতে ভজে কর্ম্মবন্ধ ছাড়ি ॥ পূর্ব্বে যে কহিল রাজা তাহা পাসরিলে
বৈরিভাবে মুক্তিপদ পাইল শিশুপালে ॥ গোপ নারী সাক্ষাতে

কৃষ্ণের প্রিয়তমা। তাহাতে করিছ রাজা বিস্ময় ভাবনা ।। করুণা সাগর দীনবন্ধু অধিকারী। সর্ব্ব লোক উদ্ধারিল দিব্য রূপ ধরি ।। নির্গুণ নির্লেপ অক্ষয় প্রমাণ রহিত। লোক পরিত্রাণ হেতু সাক্ষাতে বিদিত ।। কামক্রোধ ভয় স্নেহ সম্বন্ধ ভকতি। এসব ভাবনা কৈলে হয় কৃষ্ণ গতি ।। মহাযোগী যোগেশ্বর প্রভু দয়াময়। কোন বুঝে রাজা তুমি করিছ সংশয় ।। তরু লতা গুল্ম পাইল নিস্তার। গোপির কারণে কেন বিস্ময় তোমার ।। তবে রাসকেলী রাজা কহিব এখনে। দৃঢমতি হৈয়া রাজা শুন এক মনে ।। চৌদিগে ভরিয়া গোপী নিকটে দাণ্ডায়। হাসিয়া কি বলে তবে প্রভু যদুরায় ।। আইস আইস গোপী সব কুশল কল্যাণ। কি করিব আমি তাহা কহ বিদ্যমান। গোকুলেতে কিবা হৈল সঙ্কট উৎপাত। কি কারণে আলে গোপী আমার সাক্ষাৎ।।আগমন কারণ কহিবে ব্রজনারী। বলে পরবেশ কৈলে কি ভরসা করি ।। ভোর নিশি এত রাত্রি নিশি ঘোরতর। এই বনে নানা জন্তু বৈসে ভয়ঙ্কর ।। কেমন সাহস গোপী কৈলে হেন কাজ দুকুল ভরিয়া গোপী গুইলে বড় লাজ ।। যদি বল দেখিতে আইলাম বৃন্দাবন। চাহিয়া দেখহ গোপী কুসুম কানন ।। শরদ যামিনি চাঁদ রূপ মল জ্যোতি। যমুনা লহরীবাত বহে মন্দগতি ।। মকরন্দ কুসুম বিহঙ্গ সুনাদ। এবনে উপজে গোপী কাম উনমাদ ।। যাবৎ হৃদয়ে মনোমথ নাহি উঠে। পাছে পরমাদ হবে চলি যাহ ঝাটে। বিলম্ব না কর গোপী চলি যাহ ঘরে। নারীকুল এই ধর্ম্ম পতিসেবা করে। স্তনাপ ছাওয়ালে বৎস রহিল বন্ধনে। ছাওয়ালকে দেহ স্তন কর দোহনে ।। যদি বা বলিবে আইলাম তোমা দরশনে। দেখিলে আমাকে চল আপন ভবনে ।। এপুনঃ সহজে হয় সর্ব্ব লোক রীতি আমা দেখিবারে লোক বাড়ায় পিরীতি ।। আমাকে দেখিলে গোপ পরম সুন্দর। সুখে যাহ চলিয়া আপন নিজ ঘর। নারীকুল মো ধর্ম্ম পতির সেবন। পতিবন্দ পালন পোষণ পুরজন ।। রোগযু দুর্গত দারিদ্র্য জড়পতি। তবু না ছাড়িব পতি নারী কুলবতী পতিকে ছাড়িতে নারী নহে অধিকার। পতিসেবা বই নারী কু নাহি আর ।। নিজ পতি ছাড়ি অন্যে করয়ে সেবন। কু অপযশ তার নরকে গমন ।। প্রবেশ নিগমকালে হয় দুঃখ ভ নরক থাকিয়া তার স্বর্গবাস নয় ।। যদিবা বলিবে ভক্তি করিবে আ

তে। নিকটে থাকিলে ভক্তি নহিব সাক্ষাতে॥ শ্রবণ কীর্ত্তন ধ্যান করিহ সদায়। অচলা ভকতি হৈবে এই সে উপায়॥ সন্তোষ করিয়া চিত্ত চল নিজ ঘর। ঘরে থাকি ভকতি করিহ নিরন্তর॥ কৃষ্ণের নিষ্ঠুর বাণী শুনি ব্রজরামা। বিষাদে মোহিত গোপী হৈল হতকামা॥ ত্যাগ ভয় ভোকে শোকে বদন শুকাল। হেটমাথে পদনখে লিখে ক্ষিতিতল॥ নয়নে বহয়ে জল কুচ বাহি পড়ে। কাজলে মজিল কুচ কুমকুম পাখালে॥ নিঃশব্দেতে রহে গোপী পায় দুঃখভার। এক পদ হৈতে পদ না তুলিল আর॥ বিচক্ষণ ব্রজনারী রহে সেই ক্ষণে বিমর্ষ হইয়া তবে বলেন বচনে॥ ক্রন্দন তেজিয়া জল পুঁছিল নয়নে ক্রোধে গদগদ বাণী বলে গোপীগণে॥ কে বলে দয়াল কানু ভকত বৎসল। কে বলে জীবননাথ করুণা সাগর॥ সর্ব্ব কাম তেজি গোপী যাহার কারণে। সে হেন নিষ্ঠুর বাণী বলিল কেমনে॥ শুন শুন প্রাণনাথ অহে যদুরায়। হেন কি নিষ্ঠুর বাণী বলিতে জুয়ায়॥ বুঝিনু কানাই তব এই ঠাকুরালী। সর্ব্বধর্ম্ম তেজি গোপী ভজে বনমালী পদযুগে সেবা করে এই আশা ধরে। তাহাকে তেজিবে তুমি কেমন প্রকারে॥ না ছাড় ২ কানু ভজিনু চরণ। পদযুগে সেবা মাত্র মাগে গোপীগণ॥ সর্ব্ব শাস্ত্র জান তুমি উত্তম পণ্ডিত। নানা ধর্ম্ম নানা শাস্ত্র তোমাতে বিদিত॥ তেকারণে কহ নারী ধর্ম্ম উপদেশ। পতি বন্ধু সুত সেবা কহিলে বিশেষ॥ পরম স্বধর্ম্ম সত্য এই নারী কুলে। সব সমর্পিল তব চরণ যুগলে॥ তুমি সে পরম পতি বন্ধু হিতকারি। সর্ব্ব ধর্ম্ম তোমাতে স্থাপিল ব্রজনারী॥ পতি সেবা বন্ধু সুত করে জনে ২। সে সকল ধর্ম্ম প্রভু তোমার চরণে॥ অল্পবুদ্ধি নারী মোরা না বুঝি বিচার। হেন যদি বল তত্ত্ব কহিব তাহার॥ বড় ২ যতেক উত্তম মহাজন। সর্ব্ব ধর্ম্ম তেজি ভজে তোমার চরণ॥ আমি সব দেখিলাম এই সে প্রমাণ। তেকারণে সর্ব্ব ধর্ম্ম কৈনু সমাধান॥ পতি সুত ভজন কেবল দুঃখ সার। আরত ভজন প্রভু চরণ তোমার॥ সদয় হইয়া প্রভু না আর ছাড়িহ। আশা ধরি গোপীগণ রহে অহরহ॥ গৃহ ধর্ম্ম নারীধর্ম্ম কৈলে উপদেশ। কহিব তোমারে কথা শুনহ বিশেষ॥ গৃহধর্ম্ম কেমনে করিব ব্রজনারী। তুমি সে হরিলে চিত্ত ধরিতে না পারি॥ করে কর্ম্ম না করে না চলে দুই পায়। কেমনে চলিব

গোপী ধরিতে নারি গায় ॥ কোথায় চলিব কিম্বা করিব উপায়। স কল হরিয়া নিলে তুমি যদুরায় ॥ মন্দ হাস মন্দ গতি মধুর বচন। হৃদয়ে জ্বলয়ে কানু কাম হুতাশন ॥ অধর অমৃত রসে করহ সিঞ্চন। মদন অনলে দহে না রহে জীবন ॥ যদি নাহি দেহ হে অধর সুধা পানে। বিরহ অনলে গোপী তেজিবে পরাণে ॥ ধ্যান করি পদ যুগ চিন্তিব তোমার। জন্মেং গতি হবে আমা সবাকার ॥ কমলা সে বিত সুরবন্দিত চরণে। বিপিন রটনে মোরা দেখিনু তখনে ॥ ঘরে সে রহিতে নারি সেই সে অবধি। সঙ্কটে পড়িনু এবে করি কোন বুদ্ধি ॥ চরণ পঙ্কজ রসে কত না মাধুরী। যেই পদধুলি লক্ষ্মী বাঞ্ছে হৃদে ধরি ॥ তোমা সব কেমনে তেজিব তার আশ। না জানি চরণে কত মাধুরী প্রকাশ ॥ দুরিত ভঞ্জন কানু করহ প্রসাদ। নহেবা তে জিলে পাছে ফলিবে প্রমাদ ॥ দাসী হয়ে থাকিব সেবিয়া পদছায়া। দাস্যভাব দেহ প্রভু না ছাড়িহ দয়া ॥ চঞ্চল অলকাযুত শ্রীমুখ মণ্ডল অরুণ অধর তাহে কর্ণেতে কুণ্ডল ॥ অমৃত সমান ভাব মন্দমন্দ হাস। ভুজদণ্ড যুগল অভয় পরকাশ ॥ কমলা বিলাস বক্ষ দেখিতে সুন্দর। তেকারণে দাসী হৈয়া রহি নিরন্তর ॥ মধুর মুরলী ধ্বনি শুনিয়া শ্রব ণে। তোমার সুন্দর রূপ দেখিয়া নয়নে ॥ কোন কুলবতী নারী না হয় মোহিত। ধর্ম্মপথ না ছাড়িবে হৈয়া সাবহিত ॥ তিন লোকে কেবা আছে এত বড় নারী। নিজ ধর্ম্ম না ছাড়ি রহিবে ধৈর্য্য ধরি ॥ তরু লতা মৃগ বিহঙ্গম পুলকিত। কেমনে যে নরলোক না হবে মো হিত ॥ ব্যক্ত চরাচরে তুমি পুরুষপুরাণ। গোকুলেতে অবতার হৈলে ভগবান ॥ ব্রজ জন তরাতে হইলে নারায়ণ। গোকুলে জনম লৈলে এই সে কারণ ॥ আমি সব গোপনারী গোকুলবাসিনী। তবে কেন উদ্ধার না কর যদুমণি ॥ মদনদহনে সদা দহে পয়োধর। প্রাণ রক্ষা কর প্রভু দিয়া যুগ কর ॥ নহিলে না জীবে গোপী মদন অনলে। পাছে জানি নারী বধ পরমাদ ফলে ॥ হেন যদি বলে গোপী করে অহঙ্কার। তবে দাসী হৈবে গোপী না হবে অন্যের ॥ এবোল বুঝিয়া প্রভু কুচে দেহ হাত। তবে প্রাণ জীয়ে গোপী শুন প্রাণনাথ ॥ গোপীগণ করুণা শুনিয়া কাকুর্ব্বাণী। হাসিয়া সদয় হৈলা প্রভু যদু মণি ॥ মহা যোগে যোগেশ্বর মহা যোগবলে। সব ব্রজরমণী রময়ে এককালে ॥ আপনার সহ যে আনন্দে আত্মারাম। রমিয়া পুরায়

কৃষ্ণ সবাকার কাম ॥ রমণী সমাজে কৃষ্ণ দেখি সুশোভিত। মদা লস বিলোচন উদার চরিত ॥ তারাগণ মাঝে কানু পূর্ণ শশধর। অতি সুখী ব্রজনারী মাঝে যদুবর ॥ জগতপাবন গুণ গোপীগণ গায়। মধুর মুরলী কানু আনন্দে বাজায় ॥ বৈজয়ন্তী মালা দোলে আজানু লম্বিত। যুবতী সমাজে কানু দেখিতে শোভিত ॥ যমুনা পুলিন বনে কুসুম কাননে। অপরূপ রাস রস রচিলা পুলিনে ॥ বিশাল মৃণাল ভুজদণ্ড আলিঙ্গনে। করে ধরি লয় বন্ধু মুখেতে চুম্বনে ॥ বহুবিধ পরিহাস বিবিধ ভাষণ। বদনে চুম্বন দান কুচ করগণ ॥ বিবিধ খেলেন মন্দ মধু সুধা হাস। মদনের পীড়া হইল প্রকাশ ॥ সর্ব্ব কলা রস শিরোমণি নারায়ণ। নানা রস রঙ্গেতে রমিয়া গোপীগণ তবে গোপীগণ কৈল এই অহঙ্কার। আমা সবা বই পুণ্যবতী নাহি আর ॥ মোসবাকে ধন্যা অন্যে নাহি ত্রিভুবনে। আমি সব সাক্ষাতে ভজিনু নারায়ণে ॥ দেখিয়া গোপাল বলে এত দর্প সর্ব্ব। আমা পায়্যা গোপীগণে করে এত গর্ব্ব ॥ এখনি খণ্ডাব আমি গর্ব্ব অভিমান। এতেক চিন্তিয়া কৃষ্ণ হৈলা অন্তর্ধান ॥ শ্রীভাগবত আচার্য্য রচিল রাসকেলি। শুনিলে দুরিত হরে বুঝহ বিচারি ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দশমস্কন্ধে রাসক্রিয়ায়াং প্রেমতরঙ্গিণীয়ে ত্রিশোঽধ্যায় ॥

পয়ার। শুক মুনি বলে রাজা কর অবধান। গোপীর সাক্ষাতে প্রভু হৈলা অন্তর্ধান ॥ না দেখিয়া গোপীগণ মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে। মজিল রমণীগণ এ শোক সাগরে ॥ নিজ পতি হারাইয়া যেন মৃগীগণ। ভরাসে পড়িয়া তারা হৈল অচেতন ॥ সেইরূপে কৈলা কৃষ্ণ বিহার বিলাস। যেন লীলা গতি মন্দ মধুর সুহাস ॥ সেই সেই চরিত্র করয়ে ব্রজনারী। এই অবলয়ে রহে চিত্তে কথা ধরি ॥ কৃষ্ণরূপ আপনি ভাবিল ব্রজরমা। সেই লীলা করে গোপী পাসরে আপনা ॥ সব গোপী মেলিয়া গোপাল গুণ গায়। বনে২ গোপনারী চাহিয়া বেড়ায় ॥ উন্মত্তা হইয়া গোপী পুছে তরুগণে। তোরা কি দেখিলি যেতে নন্দের নন্দনে ॥ কহকহ তরুগণ দেখিলে কিরূপে। না দেখিলে ব্রজনারী না জীয়ে স্বরূপে ॥ শুনহে অশ্বত্থ বট কহি সাবধানে। মন হরি নিল সবার নন্দের নন্দনে ॥ কহ কুরুবক বক পন্নাগ অশোক। গোপীগণে পুছে ভাষ শুনহে চম্পক ॥ তোরা কি দেখিলি কানু

কহ দেখি সত্য। বলরাম কনিষ্ঠের জান কিছু তত্ত্ব ॥ নারী দর্প হরে তার এই সে বড়াই। সহজে শিশুর বুদ্ধি চপল কানাই॥ শুনহে মালতী মালী কহ জাঁতি যূথী। এ পথে গেলেন কৃষ্ণ করিয়া পিরীতি শুন হে কদম্ব চুত পলাশ পিয়াল। কহ হে বকুল বিল্ব বিম্বক বিদার যমুনার কূলে তোরা বৈস তীর্থবাসি। দুঃখিনী গোপিনী সব আমরা জিজ্ঞাসি ॥ ধন্য তীর্থবাসী পুণ্য কর পরহিত। কৃষ্ণ উপদেশ বল স্থির করি চিত॥ কহগো পৃথিবী তুমি কোন তপ কৈলে। গোবিন্দ চরণ চিহ্ন শিরেতে ধরিলে॥ পুলকিত হৈল যত লতা লোমাবলি। কোন তপ কৈলে তুমি বলিতে না পারি ॥ কহহে হরিণীগণ পুছে ব্রজনারী। সখি সঙ্গে যাইতে কি দেখিলে মুরারি ॥ চঞ্চলিত নয়ন সাফল্য হৈল তোরে। সফল জনম তোর হৈল পশুকুলে॥ সখি কুচ কুমকুম রঞ্জিত গন্ধমাল। হের দেখ বহে তার মন্দ পরিমল ॥ স্বরূপে দেখিলে তোরা নন্দের নন্দনে। কহ উপদেশ কথা শুন মৃগীগণে কহদেখি তরুগণ পুছি সবাকারে। তোরা কি দেখিলি যেতে নন্দের কুমারে॥ করিলে প্রণাম ফলে ফুলে নম্রমান। সাধু২ বলি কৃষ্ণ করে না বাখান ॥ কৃষ্ণ দরশন চিহ্ন দেখিল বিদিতে। কলিকা ভাঙ্গিয়া কৃষ্ণ গেল এই পথে॥ অভাগিনী গোপনারী করয়ে জিজ্ঞাসা। স্বরূপে কহিবে তুমি কৃষ্ণ উপদেশা॥ এইরূপে তরু লতা চাহিয়া বেড়ায়। সকল অরণ্যময় খুজিয়া না পায়॥ ধরিতে না পারে চিত্ত না রহে জীবন। উপায় করিয়া প্রাণ রাখে কত জন ॥ যত যত কর্ম্ম কৃষ্ণ কৈল অবতারে। গোপীগণে সেই সব লীলারূপ ধরে ॥ এক গোপী বলে আমি রাক্ষসী পুতনা। আর গোপী কৃষ্ণরূপ ভাবয়ে আপনা॥ পুতনা ভাবিনী স্তন পিয়ে কৃষ্ণ মতি। কহিতে না পারি তাহা দোঁহার শকতি॥ এক গোপী হৈল তথা তৃণাবর্ত্ত বাত। আর গোপী বলে আমি গোপাল সাক্ষাৎ॥ দৈত্যরূপ গোপী ধরে গোপাল রূপিণী। সে ভাব দোঁহার দোঁহে কহিতে না জানি ॥ বৎসরূপ দৈত্যভাব ধরে এক রামা। আর গোপী কৃষ্ণরূপ চিন্তিল আপনা॥ দৈত্যরূপ গোপী ধরে গোপালভাবিনী। আর এক গোপী হৈল গোবিন্দরূপিণী॥ চরণে ঠেলিয়া গোপী দমে কালী নাগ। দুষ্ট নিবারিতে আমি কৈল অবতার ॥ এতেক বলিয়া কালী নাগ মাথে চড়ি। আর এক গোপনারী বক রূপ ধরি॥ বক রূপ ধরে গোপী গোপাল

রূপিণী। কৃষ্ণরূপী কোন গোপী বন্ধিলা আপনি ॥ বলরাম রূপ ধরে আভীর যুবতী। কত গোপী ধরে ব্রজবালক মূরতি ॥ রামকৃষ্ণ রূপে গোপী গোধন চরায়। শিশুরূপে কোন গোপী কৃষ্ণগুণ গায় ॥আর গোপী কৃষ্ণরূপ ধরিয়া আপনে। বসন তুলিয়া হাতে ধরিল যতনে নাহি বাত বরিষণ সব দূর কৈল। যশোদারূপিণী আর এক গোপী হৈল ॥ কুসুম মালায় বান্ধে গোপাল মূরতি । ননীচোরা সাজালেন সেইতো যুবতী ॥ দধি দুগ্ধ খায়্যা ভাণ্ড ফেলায় ভাঙ্গিয়া। এখনি শক তি বুঝে ফেলিব বান্ধিয়া ॥ এইরূপে গোপাল চরিত্র রূপ ধরি। বনে২ গোপীনাথ চাহে ব্রজনারী ॥ এই মতে বনে গেলা কত দূরে। এক গোপী পদচিহ্ন দেখি ক্ষিতিপরে ॥ হের দেখ প্রাণ সখি কোন দ্বিচারিণী। কৃষ্ণ লয়ে দূর বনে আইল একাকিনী ॥ এই দেখ আমা সবে করে অনাদর। কানুর মুখের মধু পিয়ে নিরন্তর ॥ শুদ্ধভাবে কৃষ্ণ আরাধিল এই রামা। সফল রাধিকা নাম ধরে পূর্ণকামা ॥ আত্মারাম অখণ্ডিত নিজ সুখ ধরে। সে কৃষ্ণ মোহিল গোপী কেমন প্রকারে ॥ এত ব্রজরমণী তেজিয়া দূর বনে। এক সখি লয়ে কৃষ্ণ আ ইল কোন গুণে ॥ হের দেখ বসিয়া আছিলা এইখানে । হেথা রহি রতি সুখ কৈল দুই জনে ॥ ধন্য এই কৃষ্ণ পদ রেণু ত্রিভুবনে । বিরি ঞ্চি শঙ্কর সবে ধরয়ে যতনে ॥ লক্ষ্মী দেবী সবে এই রেণু করে আশা হেন পদ রেণু ঘোর বনে পরকাশ ॥ কত দূরে নৈল কৃষ্ণ কোন দ্বি-চারিণী। তার পদ চিহ্ন দেখি উঠয়ে আগুণি ॥ এখানে চরণ চিহ্ন কেন নাহি দেখি। বহিয়া কামুকা নৈল মনেতে নিরখি ॥ শিলা তৃণা ঙ্কুর পদে লাগয়ে আঘাত । আপনি বহিয়া সখি নিল জগন্নাথ ॥ হের দেখ কৃষ্ণ পদ অতি সুকোমল। রমণী সহিতে ভ্রমে লক্ষণে সক ল ॥ হের দেখ রমণী রমিয়া এইখানে। কুসুম তুলিল কৃষ্ণ সখির কা রণে ॥ বিবিধ বিচিত্র ফুলে গাঁথি বনমালে । হেথাই গোবিন্দ দিল কামিনীর গলে ॥ এইখানে বসিয়া আছিল দুইজন। হেথা আসি কৈল সখি কবরী বন্ধন ॥ সুখ হেতু যদি রতি করে নারায়ণে। তবে সে পরমানন্দ বলিব কেমনে ॥ লীলা নটবর কৃষ্ণ রসিক সুজন। রতি কেলিছলে কৃষ্ণ বুঝালেন জ্ঞান ॥ মুনি বলে শুন রাজা কহি অদভুতে বনে২ ব্রজ নারী বেড়াইছে রেতে ॥ যে রমণী লয়ে কৃষ্ণ গেল দূরবন সে গোপীর মনে উপজিল অভিমান ॥ ত্রিভুবনে নাহি ধন্যা সমতুল

মোর। আমার কারণে কানু আইল এত দুর॥ শতং রমণী তেজিয়া ভগবান। সকল সুন্দরী মাঝে আমি সে প্রধান॥ মনে গরবিয়া গোপী বলে কোন বাণী। হাঁটিতে না পারি প্রভু শুন যদুমণি॥ হাসিয়া গোপাল কন শুনহ রমণী। স্কন্ধেতে চড়হ মম বহি লব আমি এবোল বলিয়া কৃষ্ণ হৈল অন্তর্ধান। ভূমেতে পড়িলা গোপী হইয়া অজ্ঞান॥ হাহা নাথ প্রাণ পতি পুরুষ রতন। মহাভুজে বান্ধ প্রভু গোপী কুলধন॥ দরশন দিয়া প্রভু দেহ প্রাণ দান। নহেবা উদ্দেশে আমি তেজিব পরাণ॥ এইরূপে বলে গোপী কাকুতি বচন। হেন কালে তথা আইলা সব গোপীগণ॥ এত দুর তোমাকে তেজিয়া কি কারণ। কহ দেখি তোমারে জিজ্ঞাসি সখিগণ॥ আদি অন্ত সকল পুছিল ব্রজনারী। যতেক পিরীতি মোরে দিল বংশীধারি॥ দুর বন আনি যত করিল সম্মান। তেজি গেল পরে যত করি অপমান॥ সকল কহিল গোপী যুবতী সমাজে। বিস্ময় ভাবিয়া সবে প্রমাদেতে মজে॥ যাবৎ উদিত চাঁদ আছিল গগণে। তাবৎ খুঁজিল তারা প্রতি বনেং॥ পালটী আইসে সবে যমুনা পুলিনে। সবে মেলি কৃষ্ণ গুণগায় অনুক্ষণে॥ কৃষ্ণের চরিত্র বিনা অন্য নাহি চায়। কৃষ্ণ অনুরাগী গোপী চাহিয়া বেড়ায়॥ কৃষ্ণভাবে অঙ্গনারী আপনা পাসরে পতি সুত গৃহ আদি চিত্তে নাহি ধরে॥ গোপাল চরিত্র সবে গায় উচ্চৈঃস্বরে। হের আইস কৃষ্ণ বলি চৌদিকে ফুকারে॥ এইরূপে বলে রহে গোপী বিরহিণী। গীত বন্দে কতং বলে কাকুর্ব্বাণী॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধু রসময়। শুনিলে দুরিত হরে খণ্ডে ভবভয়॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশম স্কন্ধে প্রেমতরঙ্গিণীয়ে রাসক্রিয়াং একত্রিংশোঽধ্যায়।

পয়ার। মুনি বলে শুন রাজা ভকত প্রধান। কহিব গোপাল গুণ চরিত্র বাখান॥ সকল গোপিনী মেলি যমুনা পুলিনে। গোপাল উদ্দেশে বুলে কাকুতি বচনে॥ যে দিনে জনম লৈলে নন্দঘোষ ঘরে সেই দিন লক্ষ্মী আসি রহিলা গোকুলে॥ সকল সম্পদ বাড়ে সে দিন অবধি। গোকুলে আসিয়া রহে অষ্ট মহানিধি॥ সতত আনন্দ বাড়ে সর্ব্ব লোক জয়। তোমার জনম গুণে এত সুখ হয়॥ আমি সব গোপী সেই গোকুলবাসিনী। তবে কেন উদ্ধার না কর যদুমণি॥ আমি সব ব্রজনারী নিজ পরিজন। প্রাণ রাখ প্রাণনাথ দিয়া দরশন

কি কহিব প্রভু তব চরণ যুগলে। শরদ কমল গর্ব্ব কান্তি মনোহরে আমি সব দাসী হই এই দরশনে। বিকাইনু সব গোপী বিনা মূল ধনে॥ দরশন দিয়া যদি রাখহ জীবন। স্ত্রীবধ লাগিবে নহে দেখ বিদ্যমান॥ কালীনাগ তোমাকে দংশিল বিষজালে। তাহাকে রাখিলে সেই পাপ এড়াইলে॥ অঘাসুর মারিয়া রাখিলে শিশুগণে। তোমাবিনা গোপীদের নাহি অন্য মনে॥পর্ব্বত ধরিয়া রাখ বারি বরিষণে। এইমত কত বার রাখিলে জীবনে॥ অগ্নি পান করিয়া রাখিলে আরবার। তবে দৈত্য বৃষাসুরে করিলে সংহার॥ এইরূপে নানা ভয় করিয়া খণ্ডনে। কেনে আমা সবে নাহি রাখহ এখানে॥ যদি বল আমি হই নন্দের তনয়। কেমতে খণ্ডিব তোমা সবার সংশয়॥ অখিল ভুবন গুরু তুমি সর্ব্ব সাক্ষী। বিশ্ব প্রতিকার হেতু তুমি হে সাপক্ষ॥ ব্রহ্মা আরাধিল তোমা সর্ব্ব লোক হেতু। জন্ম লৈয়ে যদুকুলে রাখ ধর্ম্মসেতু॥ ভবভয়ে শরণ লইনু পদতলে। জনম সঙ্কট ভয় নাহি কোন কালে॥ অভয় পদারবিন্দে লইনু শরণ। শিরে কর দেহ প্রভু না রহে জীবন॥ সর্ব্বসিদ্ধি রহুক তোমার পদরজে। গোপীগণ জীয়ে যেন তব পদে মজে॥ ব্রজকুল কর তুমি আরত ভঞ্জন। নিজ জন অভিমান করহ খণ্ডন॥ ব্রজবালা আমি সব নিজ দাসী গণ। প্রাণ রহে যদি দেখি সে চাঁদ বদন॥ অমল কমল তুল্য চরণ যুগল। প্রণত জনের দুঃখ করহ খণ্ডন॥ লক্ষ্মী দেবী যে পদ কমল তলে আছে। হেন পদে চল তুমি ধেনু পাছেং॥ ব্রহ্মার দুর্ল্লভ এই অভয় চরণ। হেন পদে কৈলে তুমি কালীর ভূষণ॥ তবে কেন কৃপা নাই নিজ গোপীগণে। প্রাণ রাখ স্তনে কর কর আরোপণে॥ তোমার মধুর বাণী মোহে বুধজন। নারী জাতি আমাতে মোহিত কতক্ষণ॥ সেই সুধা বাণী শুনি হয়েছি কিঙ্করী। প্রাণ রাখ অধর অমৃত দান করি॥ তোমার চরিত্র কথা অমৃতের কণা। এঘোর সংসার দুঃখ না রহে বাসনা॥ পুরাণ পুরুষগণ নিরন্তর গায়। শুনিলে দুরিত হরে শ্রবণ যুড়ায়॥ মহাজনগণ কৈল জগত নিস্তার। কেবল চরিত্র কথা করিয়া বিস্তার॥ হেন পুণ্য গুণ কথা কহে যেই জনে সর্ব্ব পুণ্যফল তার পায় সেইক্ষণে॥ সেইত মধুর ভাব মন্দং হাস। কুটিল কটাক্ষপাত লীলা পরকাশ॥ ললিত চঞ্চল লীলা চলিত চপলা। এসব তোমার লীলা ধ্যান সুমঙ্গলা॥ গোধন চালায়া তুমি

যবে যাহ বনে। অমল কমল তুল্য কমল চরণে ॥ শিলা তৃণাঙ্কুরে তে লাগয়ে যদি ঘা। সে লাগি হৃদয় দহে স্থির নহে গা ॥ গোকুলে যখন আইস দিন অবসানে। চৌদিগে বালক সঙ্গে চালায়্যা গোধনে ॥ কুটিল কুন্তল শোভে শ্রীমুখ সুন্দর। ধুলিতে ধুষর অঙ্গ অরুণ অধর ॥ তা দেখিলে মনে উঠে মদন আগুণি। কেমন উপায়ে মন ধরিব এখনি ॥ প্রণত জনের তুমি সর্ব্বফল দাতা। অখিল জগত গুরু সর্ব্বলোক পিতা ॥ গোপিনীর ধ্যান পদ ধরণী ভুষণ। হেন পদযুগ কর কুচে আরোপণ ॥ তোমার অধর যুগ শোক বিনাশন। মধুর মুরলী বহু করহ চুম্বন ॥ দেখিয়া হিয়ায় উঠে কাম অনুরাগ। সংসার বাসনা বন্ধে করাহ বৈরাগ ॥ কমল অধর মধু যদি কর দান। তবে সে রহিবে গোপীগণের পরাণ ॥ দিবসে বেড়ায় যবে বিপিন রটনে কত২ যুগ যায় হেন লয় মনে ॥ তা দেখিয়া কত২ বাড়য়ে বিষাদ। চাঁদমুখ দেখি সে যে বড়ই প্রমাদ ॥ নয়ন ভাবিয়া যদি দেখি যে আনন। তাহে বিধি কতমত করে বিড়ম্বন ॥ আঁখির নিমেষ যদি আরোপণ করি। মনের সন্তোষে মুখ চাহিতে না পারি ॥ পতি সুত গৃহ ধন যত পরিবার। তেজিয়া চরণযুগ ভজিনু তোমার ॥ মধুর মুরলী নাদে মোহিত যুবতী। রমণী রমণ তেজে কোন কুলবতী ॥ হাস পরিহাস করি প্রেম দরশন। কমলা বিলাস বক্ষ হসিত বদন ॥ এসব চিন্তিতে মনে মোহ অতিশয়। সঙ্কটে পড়িনু নাথ জীবন সংশয় ॥ চরণ কমল যুগ অতি মনোহর। সহজে কঠিন বড় নারী পয়োধর ॥ ভয়ে ধিরে২ মোরা করি আরোপণ। হেন পদে কর তুমি বিপিন ভ্রমণ ॥ শিলা তৃণ অঙ্কুর বেদন জানি লাগে। এই কথা হৃদি মাঝে অনুক্ষণ জাগে ॥ এপ্রকারে বিরহিণী যত ব্রজনারী। কতেক বিলাপ কৈল কহিতে না পারি ॥ শ্রীভাগবত আচার্য্য রচিল রসময় শুনিলে দুরিত হরে খণ্ডে ভবভয় ॥

শুক মুনি বলে শুন রাজা পরীক্ষিত। রসময় রাসকেলি গোপাল চরিত ॥ এইরূপে বিলাপ করয়ে ব্রজনারী। কান্দিতে লাগিলা গোপী উচ্চৈঃস্বর করি ॥ নিজ জন দুঃখ দেখি প্রভু দয়াময়। দরশন দিলা কৃষ্ণ হইয়া সদয় ॥ আচম্বিতে মধ্যে কৃষ্ণ দেখি গোপীগণ। পূর্ণিমার চাঁদ যেন দিল দরশন ॥ ভুবন মোহন রূপ কহিতে না পারি পীতবাস পরিধান বনমালা ধারী ॥ ইন্দুকোটি জিনি রূপ মুখকোটি

কাম। ভুবনমোহন লীলা জলধর শ্যাম॥ গোপাল দেখিয়া গোপী চমকিত মনে। সেইক্ষণে ত্বরিতে উঠিলা গোপীগণে॥ চৌদিগে গোপিনীগণ দাণ্ডায় সন্তোষে। প্রাণ আইলে তনু যেন ইন্দ্রিয় প্রকাশে॥ কেহ কর সরোজ ধরয়ে ব্রজনারী। কেহ২ চন্দন চর্চ্চিত অঙ্গে ধরি॥ অঞ্জলি পাতিয়া লৈল তাম্বূল চর্ব্বণ। কেহ কুচযুগে পদ কৈল আরোপণ॥ কেহ২ ভ্রুকটি কটাক্ষ পাত করি। অধর দংশিয়া রহে কোন ব্রজনারী॥ কোন গোপী আঁখিরন্ধ্রে হৃদয়ে ধরিয়া। মনে আলিঙ্গন দিল সন্তোষ হইয়া॥ কৃষ্ণ দরশনে হৈল আনন্দ প্রচুর। খণ্ডিল বিরহ তাপ দুঃখ গেল দূর॥ পরম আনন্দে রস মজ্জিল গোপিনী। কেবা কোথা আছে কিবা কিছুই না জানি॥ সহজে কন্দর্প কোটি রূপ মনোহর। রমণীমণ্ডলে শোভে অধিক সুন্দর॥ যমুনা পুলিন বনে কিবা সে সুন্দর। প্রফুল কুসুম কুন্দ ভ্রমরা ঝঙ্কার॥ শরদ বিমলচাঁদ কিবল সংকেতি। খণ্ডিল রজনী তমো ঝলমল জ্যোতি॥ যমুনা তরঙ্গ তীরে কৈল বিধি চিত। কমল তরুণ তরু বালুকা শোভিত॥ ব্রজবধূ লৈয়া তথা কৈল পরবেশ। বিবিধ কৌতুক কেলি কৈল হৃষীকেশ॥ রাস রস বিলাস বিবিধ কেলিকলা। ত্রৈলোক্য মোহন বেশ ধরে ব্রজবালা॥ মনোরথ সাগরে রমণীগণ পার। যেন স্মৃতিগণে পাইল তত্ত্বের বিচার॥ নিজ নিজ বাসে গোপীর বসিলা আপনে। হেন প্রভু রহে ব্রজ যুবতীর সনে॥ কমলবদন হরে হেন রূপ ধরে। তা দেখিয়া গোপনারী আপনা পাসরে॥ কটাক্ষ মোহন কেহ কররে বিলাস। মধুর বচনে কেহ বলে মৃদুভাষ॥ চরণ তুলিয়া কেহ কান্ধে করি লৈল। কুচের উপর কেহ হাত তুলি দিল॥ ঈষৎ করিয়া ক্রোধ বলে ব্রজনারী। শুন প্রভু কিছু কহি বোল দুই চারি॥ যে ভজে তাহাকে নাহি ভজে কতজন। না ভজিতে কেহ ভজে কি তার লক্ষণ॥ ভজিতে না ভজে কেহ নহে ভজমান। কে হয় এ সব প্রভু কহ ভগবান॥ ভজিতে না ভজে সুখে ধর্ম্ম নাহি দেখি। পর হিত সে নহে আপন কাজ লিখি॥ না ভজিলে ভজয়ে কেবল দয়াময়। বিনিহিত হেতু যেন পিতার হৃদয়॥ এই সে পরম ধর্ম্ম এই পরহিত। শুন সখি কহি আমি যে ধর্ম্ম চরিত॥ না ভজিলে যে ভজে আছুক তার কায। সর্ব্ব ভাবে ভজে সেই হৃদ-

য়ের মাঝ ।। কেহ তারে আত্মারাম নিজ সুখে সুখী। তেকারণে ধর্ম্ম কেহ উপেক্ষা না দেখি ।। আত্মারাম কেহ২ নির্লেপ বাঞ্ছিত। তেকারণে হুহে দোঁহাকার পরহিত ।। মূর্খ জনে কেহ জানি কার্য্যের বিচার। ভজিতে না ভজে যেন অজ্ঞান দুরাচার ।। গুরুদ্রোহী কেহ তারা ভজিতে না ভজে। কহিল সকল সখী তোমার সমাজে ।। এসব জনের মাঝে আমি কেহ নহি। শুন সখি আমার সহজ কথা কহি ।। ভজিলেহ না ভজে আমার এই রীত। নিরবধি ভজে যেন করিয়া পীরিত ।। অধনে লভিলে ধন হারায় যখনে। তাহার চিন্তায় যেন কিছু নাহি জানে ।। ভজিলে না ভজে সেই সেকারণে। চিন্তায় ভকতি যেন বাঢ়ে অনুক্ষণে ।। লোকবাদ পতিগৃহ পরিবার জন। এ সব ছাড়িলি তোরা আমার কারণ ।। তবে যে তোমারে ত্যজি রহিল অন্তরে। সকল জানহ তুমি কহিল তোমারে ।। জানিয়া করিহ ক্রোধ শুন ব্রজরামা। আমি অপরাধী তব গুণে নাহি সীমা ।। তোরা যে ভজিলে প্রেম করিয়া ভকতি। তাহা কি শোধিতে পারি আমার শকতি ।। ব্রহ্মার বয়েস যদি করি উপকার। তথাপি শোধন নহে তোমা সবার ধার ।। গৃহবন্ধ ছাড়ি আইলে দুর্জ্জয় শিকলি। কেমন প্রকারে তোমা জিনিবারে পারি ।। তোমরা যতেক কৈলে ভকতি বিনয়। সবে এই উপকার আর কিছু নয় ।। কৃষ্ণকেলি রাস রস সুখ অনুবন্ধ। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুর রস ছন্দ ।।

শুকমুনি বলে রাজা শুন পরীক্ষিত। অপরূপ রাসকেলি গোপাল চরিত ।। এই রূপে কৃষ্ণের মধুর মৃদুবাণী। চাতুর বচন যত শুনিয়া রমণী। ছাড়িল বিরহ তাপ পূর্ণ হৈল সিদ্ধি। আনন্দে মজিল গোপী পাই গুণনিধি ।। তবে কৃষ্ণ রাসকেলি কৈল অনুবন্ধ। বাহু বাহু যুবতী করিয়া বাহুবন্ধ ।। রাস মহোৎসব হৈল রমণী সমাজে। দুই২ যুবতী গোপাল মাঝে মাঝে ।। হেনকালে সুর সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিন্নর। নিজ নিজ নারী লৈয়া আইল বিদ্যাধর ।। রথে চড়ি আইল বড় বড় সুরগণে। শঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য বাজে অনুক্ষণে ।। কিঙ্কিণী কঙ্কণ নূপুর ঝনঝনি। অঙ্গ অভরণ শব্দে পূরিল মেদিনী ।। তুমুল শবদ হৈল এ রাসমণ্ডলে। রমণী সমাজে কৃষ্ণ ভাল শোভা করে ।। হেমমণি মাঝে যেন ইন্দ্র নীলমণি। বিনি সূতে হার যেন বিচিত্র গাঁথনি ।। দুই২ গোপী মাঝে যশোদা নন্দন। কত২ গোপী

কৃষ্ণ না যায় গণন। পদ আরোপণ ভুজ চরণ কম্পিত। কটাক্ষ বিলাস দৃগঞ্চল বিরাজিত॥ ক্ষীণকটি ভ্রূ কুচ আলুম্বিত বাস। বিগলিত গভীর কবরী বিলাস। ঘর্ম্ম কলা বিরাজিত বদন মণ্ডল। বিগলিত নীবীবন্ধ কবরী কুন্তল॥ রতি রস বিলাস করেন বহু ভাতি। বিগলিত কেশ পাশ সকল যুবতী॥ জলধর তায় যেন সলিল রমণী। বিমল গোপাল যশ গায় নিতম্বিনী॥ ধন্য ব্রজনারী ধন্য এ তিন ভুবন। কেহ২ সাধু সাধু করে অনুক্ষণ॥ লীলা তাল সুস্বরে গোপীকা গান গায়। ধন্য ধন্য করিয়া প্রশংসে যদুরায়॥ স্তম্ভিত নয়ন ভুজ চরণ চঞ্চলা। চিত্তের পুত্তলী প্রায় রহে ব্রজবালা॥ গোপালের কান্ধে কেহ দিয়া বামকর। গলিত বসন কেশ বনে নিরন্তর॥ কৃষ্ণের আজানু বাহু লয়্যা বামস্কন্ধে। পুলকিত হৈল গোপী রহে মধুগন্ধে॥ নটন চঞ্চল মুখ কুণ্ডল মণ্ডিত। নিজ গণ্ডে গোপী হাত কৈল আরোপিত॥ তাম্বূল চর্ব্বিত কারে দিলা গদাধরে। নাচায় গোপাল কেহ গায় উচ্চৈঃস্বরে॥ কিঙ্কিণী মঞ্জির ঝনঝনি মহারোল। কি হৈল আনন্দ রস শ্রীরাসমণ্ডল॥ কমলা সেবিত যার চরণ যুগল। পতি ভাবে ভজে গোপী হেন গদাধর॥ কার কণ্ঠদেশ করয়ে আলিঙ্গন। সেহরে গোপাল গুণ গায় গোপীগণ॥ কপোল অলকাবলি কণ্ঠে উৎপলা। ললাটে চন্দন বিন্দু গণ্ডে ঘর্ম্মমালা॥ নানা বেশ ভূষণ করিয়া ব্রজনারী। বহু বিধ কৌতুকে করয়ে রাসকেলি॥ বলয়া নূপুর আর কিঙ্কিণী বাজন। ব্রজবধূ নাচয়ে নাচয়ে নারায়ণ॥ আলিঙ্গন রোল হৈল নানা বাদ্য আর। রাসমণ্ডলে হৈল আনন্দ অপার॥ তিন লোকে হৈল রাজা ভাবে বিমোহিত। কি পুনঃ কহিব তাহা শুন পরীক্ষিত॥ কারে করেন আলিঙ্গন কুচে নখাঘাত। কটাক্ষ তুলিয়া কার অঙ্গে দেই হাত॥ উদার বিলাস করে কার কার সঙ্গে। রময়ে রমণী কানু রাসরস রঙ্গে॥ প্রতিবিম্ব চাহি যেন বালক বেড়ায়। সেই মতে রমণী রময়ে যদুরায়॥ নিজ সুখে পরিপূর্ণ প্রভু আত্মারাম। সর্ব্ব রসে রসিক শেখর গুণধাম॥ সকল জগত হয় কৃষ্ণের মূরতি। কৃষ্ণ বিনা আন নাহি বিচারে যুকতি॥ আপনিহ আপনা রময়ে নারায়ণ। বালক বিহার লীলা কে বুঝে কারণ॥ নাট বেশ কুটপট পরিধান বাস। বিগলিত ভূষণ গলিত কেশপাশ॥ চলকে পড়িল অঙ্গ ধরন না যায়। মূরছি পড়িল সবে কহনে না

যায়॥ তারাগণ সহিত মোহিত শশধর। সুর সিদ্ধ বিমোহিত হ-ইল সকল॥ যত ব্রজবধূ তত দৈবকী নন্দন। লীলায় রমণী গোপী প্রভু নারায়ণ॥ শ্রমযুত হৈল গোপী এ রাসমণ্ডলে। তা দেখিয়া দয়া কৈল প্রভু দামোদরে॥ নিজ কর কমলে পুছিল শ্রম জল। নিজ ভুজে আঙ্গিলন দিলা গদাধর॥ কনক কুণ্ডল গণ্ডি গণ্ড বিরাজিত॥ বিচিত্র হাসিত রস বিচিত্র চরিত॥ নানা রতি ভাবে গোপী করিয়া বিস্তার। গায় গোপালের গুণ জন্ম অবতার॥ তবে ব্রজনারী সব করিয়া সংহতি। যমুনার জলে কেলি করে যদুপতি॥ জলকেলি করেন বিবিধ পরিপাটি। হাসিয়া গোপাল করে জল ছিটাছিটা॥ চৌদিগে গোপিনী করে জল বরিষণ। রথে চড়ি পুষ্পবৃষ্টি করে দেব গণ॥ দেব বাদ্য বাজে নাচে সব বিদ্যাধরী। সুর সিদ্ধ করে স্তুতি দেব রথে রড়ি॥ গজেন্দ্র লীলায় হরি করে জলকেলি। ভাবে বিমোহিত হৈল সব ব্রজনারী॥ জলকেলি করিয়া উঠিয়া নারায়ণ। চৌদিগে [illegible] রিয়া রহে যত গোপীগণ॥ যমুনার তীরে২ করয়ে বিহার। সুগন্ধি [illegible] মত্ত ভ্রমরা ঝঙ্কার॥ শরৎ পূর্ণিমা চন্দ্র রজনী বিরাজে বিহরে গোপাল গোপী যুবতী সমাজে॥ [illegible] রাস প্রভু নিজ যোগবলে। রময়ে রমণী রস সুরতির [illegible] রসিক নাগর কৃষ্ণ সুখ রসময়। রমণী রমণী কাম [illegible] উদয়। রাজা বলে শুন২ শুক মহাশয়। আমার হৃদয়ে হৈল বড়ই সংশয়॥ অধর্ম্ম করির নাশ ধর্ম্মের পালন। অবতার কৈল কৃষ্ণ এই সে কারণ॥ আপনে করিয়া ধর্ম্ম লোকেরে বুঝায়। তবে কেন পরদার কৈল যদুরায়॥ তুমি বল নিজ সুখে পূর্ণ নারায়ণ। পরদার রতি সুখ কি তার কারণ সুখময় হৈয়া করে পরদার রতি। ঘুচাহ সংশয় মোর শুক মহা মতি॥ এ বোল শুনিয়া তবে ব্যাসের নন্দন। শুন রাজা সাবধানে কহিব কারণ॥ যে পুনঃ ঈশ্বর বলে জ্ঞান বলবান। ধর্ম্ম করিয়া তার নহে বস্তুজ্ঞান॥ ধর্ম্মে লাভ নাহি তার পাপ অপচয়। সর্ব্ব ভক্ষ হুতাশন তমু তেজোময়॥ অনীশ্বর নহে যদি দুষ্ট কর্ম্ম করে। নরকে পতন তার হয় নিরন্তরে॥ রুদ্র নহে কিবা ধরে রুদ্র সম বল। বিষ খায়্যা সেইক্ষণে ত্যজে কলেবর॥ ঈশ্বরের বচন প্রমাণ করি ধর। ঈশ্বর উদ্দেশ চিত্তে নিরবধি কর॥ ঈশ্বর আচার করে সেহ ভাল নয়। পুণ্য লাভ নাহি তার পাপে অপচয়॥ ঈশ্বরের হৃদয়ে

না উঠে অহঙ্কার। শুভাশুভ কর্ম্ম ফল নহেত তাঁহার॥ অখিল জগত গুরু সর্ব্বলোক গতি। তার কর্ম্ম বিচার না কর নরপতি॥ যার পদধূলী ভজে মহামুনিগণে। তপ জপ সমাধি করিয়া সমাধানে॥ স্বচ্ছন্দে বিহার তার নাহি মায়াবন্ধ। হেন প্রভু লাগিয়া তোমার কেন ধন্ধ॥ সেই২ ক্রীড়া করে প্রভু নারায়ণ। শুনিলেহ হয় লোক কৃষ্ণ পরায়ণ॥ গোপগণে কেহ চিত্তে ক্রোধ না করিল। যার যার নারী তার নিকটে আছিল॥ হেন মায়া ধরে প্রভু মহা যোগেশ্বর। তবে আর এক কহি শুন নৃপবর॥ মহানিশি বহি গেল প্রভাত সময়। গোপীগণে আজ্ঞা দিল প্রভু দয়াময়॥ আজ্ঞা শিরে ধরি গোপী গেল নিজ ঘরে। প্রভুর বিচ্ছেদ দুঃখ রহিল অন্তরে॥ রাসকেলি রসময় কৃষ্ণের চরিত। যেবা কহে যেবা শুনে হৈয়া সাবহিত॥ অতুল ভকতি তার হয় নারায়ণে। ভবসিন্ধু তরে সেই তরে অনাদি বন্ধনে॥ ধীর শিরোমণি শ্রীল গদাধর জ্ঞান। ভাগবত আচার্য্যের মধুর রস গান॥

একদিন দেবীপূজা হৈল দেবীবনে। কৌতুকে চলিল গোপী হরষিত মনে॥ নন্দ আদি গোপীগণ শকটে চড়িয়া। চলিলা অম্বিকা বনে আনন্দ করিয়া॥ সরস্বতীনদীজলে কৈল স্নান দান। হরগৌরী আরাধিল বিবিধ বিধান॥ গোদান কাঞ্চনদান বসন ভূষণ। ভক্ষ্য ভোজ্য দিয়া কৈল ব্রাহ্মণ তোষণ॥ তথাই রহিলা রাত্রি উপবাস করি। রাত্রিকালে আইল এক সর্প মহাবলী॥ নন্দকে ধরিয়া সর্প রহিল সত্বরে। ত্রাহি ত্রাহি করি নন্দ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ যোগেশ্বর প্রসন্ন পালন। সর্প হৈতে মোরে কৃষ্ণ কর বিমোচন॥ নন্দের রোদন শুনি যত গোপগণে। সর্পের উপর কৈল অস্ত্র বরিষণে॥ তথাচ নন্দকে নাহি ছাড়ে দুরাচার। গোপকুলে শবদ উঠিল হাহাকার॥ তবে কৃষ্ণ পরশিল বামপদ দিয়া। দিব্য রূপ হৈল সর্প শরীর ত্যজিয়া॥ হেম অভরণ ধরে দিব্যবিদ্যাধরে। তবে তারে জিজ্ঞাসিলেন প্রভু গদাধরে॥ সর্পরূপ হৈয়া তুমি আছিলা কি কারণে। কোন পুণ্যে দিব্যরূপ ধরিলে এখনে॥ সর্প বলে শুন গোসাঞি করি নিবেদন। তোমার কৃপায় মোর হৈল পরিত্রাণ॥ বিদ্যাধর ছিলাম আমি নামে সুদর্শন। বিকৃতি আকার মুঞি দেখি ঋষিগণ॥ তাসবা দেখিয়া মোর উপজিল হাস। ক্রোধ করি মুনিগণে দিল মোরে

শাপ ॥ দেহের গরবে তুষ্ট কর অহঙ্কার। সর্পজাতি হয়ে গিয়া রহ চিরকাল ॥ তোমার কৃপায় হৈল শাপ বিমোচন। কুযোনি জনম দুঃখ খণ্ডিল এখন ॥ অখিল চরণ গুরু পরশ চরণে। নিজ কৃত্য বিমোচন হৈল এত দিনে ॥ যার নাম শুনিলে অশেষ পাপ হরে। সেই প্রভু চরণ দিয়া পরশ আমারে ॥ আজি সে দুরিত দুঃখ খণ্ডিল আমারে। আজ্ঞা দেহ প্রভু তবে যাই নিজাগারে ॥ প্রদক্ষিণ করিয়া করিল দণ্ডনতি। আজ্ঞা শিরে ধরিয়া চলিল শীঘ্রগতি॥ কৃষ্ণের চরিত্র দেখি ব্রজনারীগণে। স্নান দান ব্রত তপঃ সমাধি পরদিনে ॥ কৃষ্ণে রমহিমা গুণ সুরলোকে গায়ে। গোকুলে চলিলা গোপ আনন্দিত হয়ে ॥ একদিন রাম কৃষ্ণ দুই সহোদর। বৃন্দাবনে রাসকেলী রচিলা সুন্দর ॥ মল্লিকা মালতী যূথী গন্ধ পরচার। বিমল যামিনী চারু ভ্রমর ঝঙ্কার ॥ হেন অদভুত বনে রমণীমণ্ডল। তার মাঝে শোভে বনমালী হলধর ॥ দিব্য গন্ধ তুলসী লম্বিত বনমাল। ললিত কুণ্ডল দোলে বিদ্রুম রসাল ॥ দিব্য গন্ধ মলয়জ বিলেপিত অঙ্গ। বহু বিধ মনোরথ উদিত তরঙ্গ ॥ রমণীমণ্ডল মাঝে করে রাসকেলী। ললিত মধুর গীত গায় বনমালী ॥ হেনকালে শঙ্খচূড় কুবের কিঙ্কর। সম্মুখে আসিয়া দেখা দিল নিশাচর ॥ করিয়া রমণীগণ নিল বিদ্যমানে। গোধন করিয়া যেন নিল দুষ্টজনে ॥ চলিল উত্তরদিগে পর্ব্বত আকার। ভয় নাহি মনে তার মহাদুরাচার॥ রামকৃষ্ণ বলি গোপী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। তবে রামকৃষ্ণ দোঁহে কোন যুক্তি করে ॥ দুই বাহে দুই গাছ উপাড়িল শাল। ধর২ বলিয়া ধাইল যেন কাল ভয় পায়ে শঙ্খচূড় ছাড়ি গোপীগণে। পলায় পাপিষ্ঠ যক্ষ রাখিয়া জীবনে ॥ তার পাছে তবে গেলা রাম দামোদর। বলরাম হাতে লয়ে দিলা গদাধর ॥ হেন রূপে শঙ্খচূড় বধিলা শ্রীহরি। রমণী মণ্ডলে কৈল অপরূপ কেলী ॥ ভক্তিরস গুরু শ্রীগদাধর জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥

বনে বনে বনমালী গোধন চরায়। নানা দুঃখে গোপীগণ দিবস গোঙায় ॥ সব গোপী একত্র হইয়া রাত্রি দিনে। কৃষ্ণগুণ গায়ে গোপী রাখয়ে জীবনে ॥ বামবাহু ধরি বাম কপোল মণ্ডলে। ললিত চলিত ভ্রুহি মুরলী অধরে ॥ বেণুরন্ধ্রে বিলোলিত কমল অঙ্গুলি। যখন বাজায় বেণু প্রভু বনমালী ॥ সিদ্ধবধূবৃন্দ তার সঙ্গে সিদ্ধগণ।

মুরছিয়া পড়ে রথে হৈয়া অচেতন॥ বিগলিত নীবীবন্ধ কামে বিমোহিতা। লাজ ভয়ে ব্যাকুল হয় সিদ্ধের বনিতা॥ শুন২ যশোদে কহিব অদভুত। ধরয়ে মোহন লীলা এই নন্দসুত॥ অচল তড়িত গুণ উরে হারে হাসে। আত্মজনের দুঃখ তবে কটাক্ষে বিনাশে॥ যখন বাজায় বেণু রহি বৃন্দাবনে। যূথে২ মৃগ পশু মিলয়ে গোধনে॥ শ্রবণে তুলিয়া তৃণ দন্তে ধরি রহে। চিত্রের পুতলি যেন প্রভু মুখ চাহে॥ নবদল উরু চন্দ্রক চারুকেশ। বিচিত্র পরাণ চারু ধরে মল্ল বেশ॥ যখন মুকুন্দ বেণু বাজায় মধুর। তখন সকল নদীর গতি হয় দূর॥ হরিয়া পবনের আনিয়া চরণে। এই মনে ধরিয়া থাকয়ে নদীগণে॥ শিশুগণে নিজগুণ গায় চারিপাশে। বনে২ বিহার করয়ে নট বেশে॥ নাম ধরি২ যবে ডাকে বাঁশীশানে। তখনি প্রাণীর ধর্ম্ম হৈল তরুগণে॥ সর্ব্বভূতে বৈসে যাঁর সূক্ষ্ম দয়াময়। অঙ্কুর আদি প্রকট করিল অতিশয়॥ প্রেমধারা পুলকিত প্রেমধারা বহে। ভকত লক্ষণ ধরি তরুগণ রহে॥ দিব্য গন্ধ তুলসীর বিলোলিত মাল। অলিকুলে বেণু রবে করে অন্ধকার॥ ত্রৈলোক্য মোহন বেণু পূরয়ে সন্ধানে। হংস সারস আসি মিলয়ে তখনে॥ জলচর বেণুনাদে হৈয়া বিমোহিত। সরোবর ত্যজিয়া দাণ্ডায় চারিভিত॥ মুদিতনয়নে করে চিত্ত সমাধান। নিশবদে রহে কৃষ্ণ করিয়া ধেয়ান॥ শুন ব্রজ বধূ আর চরিত্র কথনে। রাম কৃষ্ণ রহে গিরিতট উপবনে॥ বেণুরবে জগত করায় হরষিত। তখন মেঘের ধ্বনি মন্দ গরজিত॥ ঈশ্বর লংঘন পাছে হয় কদাচিতে। মন্দ২ গরজে গমন সাবহিতে॥ ছায়া করি ছত্র ধরে পুষ্প বরিষণ। এমন মেঘের ধর্ম্ম বলয়ে তখন॥ শুন গো যশোদে তুমি পুণ্যবতী নারী। তোমার পুত্রের কথা কহিতে না পারি॥ বিদগধ শিরোমণি রসের সাগর। কত ভাঁতি জানে সে রসের নাগর॥ বিবিধ বিনোদ বেণু বাজায় রসাল। তখনে দেখিল সখী বড় চমৎকার॥ ব্রহ্মা ভব পুরন্দর আদি সুরগণে। আসিয়া করয়ে স্তুতি বিবিধ বিধানে॥ কর যুড়ি প্রণত কন্দর তব চিত্তে। তবু না জানয়ে দেব হয় বিমোহিতে। ধ্বজ বজ্র বিরাজিত চরণ কমলে। যখন বেড়ায় কৃষ্ণ গোকুল মণ্ডলে॥ তখন দেখিয়া তার রূপ মনোহর। আমিসব তখন না জানি নিজপর॥ বসনভূষণ বেশ এসব পাসরি। কেবল থাকিয়ে যেন বৃক্ষ ভাব ধরি॥ নবদল তুলসী

ললিত বেশ ধারি। মনে ধরি গোধন গলায় বনমালি॥ অনুগত বালকের কান্ধে দিয়া হাত। যখন মোহন গীত গায় গোপীনাথ॥ বেণুরবে বিমোহিত বনের হরিণী। পতি সুত ছাড়িয়া সেবয়ে যদুমণি॥ ছাড়িল কৃষ্ণের গুণে পতি সুত দয়া। হেন প্রভু বিহরে গোপাল বেশ হয়্যা॥ কুন্দ কুসুম দলে বিলসিত বেশ। ব্রজ শিশু মাঝে নটবর হৃষীকেশ॥ যখন তোমার পুত্র করয়ে বিহার। হরয়ে গোপীর চিত্ত নন্দের কুমার॥ সুগন্ধিত বহে বাত অতি সুশীতল। চৌদিগে বেড়িয়া রহে গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥ কেহ নাচে কেহ গীত সুমধুর গায়। হেন অপরূপ লীলা করে যদুরায়॥ গোধন চালায় হরি দিন অবশেষে। যখন আসিয়া হরি গোকুলে প্রবেশে॥ ব্রহ্মা আদি সুর গণে আসিয়া তখনে। বহুবিধ করে স্তুতি চরণ বন্দনে॥ অনুগত বালকে বেড়িয়া গুণ গায়। হেন রূপ কত লীলা করে যদুরায়॥ সেইক্ষণে হয় রূপ মদন মণ্ডল। গোধূলী ধূসর তনু কুটিল কুন্তল॥ ব্রজবধূ নয়নের আনন্দ বাড়ায়। কত ভাঁতি কত লীলা করে যদু-রায়॥ দৈবকী উদরে দ্বিজরাজ উৎপন্ন। অই আসি গোকুলে হইল পরসন্ন॥ মদমত্ত গজরাজ অতি মনোহর। কনক কুণ্ডল দোলে শ্রবণ মণ্ডল॥ বয়ান মণ্ডল অতি পূর্ণ শশধর। গোকুলের দিন তাপ হরয়ে সকল॥ নানা রূপে গোপীগণ কৃষ্ণ গুণ গায়। গীত অবলম্ব করি দিবস গোঙায়॥ কৃষ্ণ বিনে গোপীগণ না ভজয়ে আন। হৃদে নিজ নিজ গোপী তনু মন প্রাণ॥ কি কহিব গোপীকুলের প্রেমের উদয়। একতিল কৃষ্ণ বিনে শতযুগ হয়॥ কৃষ্ণগুণ গোপী গীত গায় মনোহরে। প্রেম ভক্তি হয় তার পুণ্য বহুতরে॥ যার গুরু গদাধর ধীর শিরোমণি। শ্রীভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী॥

তবে অদভুত রাজা শুনহ সাবধানে। বৃষাসুর বধ কথা কহিব এখনে॥ বৃষরূপ ধরি এক দৈত্য মহাবল। গোকুলে প্রবেশ কৈল মহা ভয়ঙ্কর॥ লাঙ্গুড়ের বাড়ি মারে পর্ব্বত উপরে। ভাঙ্গিয়া প-র্ব্বত তবে পড়ে মহীতলে॥ যেখানে চরণ ধরে সেখানে তলায়ে। গোকুলের প্রজা সব দেখিয়া পলায়ে॥ মল মূত্র ছাড়ে দুষ্ট নয়ন ঢুলায়ে। সেইক্ষণে প্রাণ ছাড়ে যার পানে চায়ে॥ দেবলোক কাঁপে তার নিষ্ঠুর গর্জ্জনে। অকালে খসিয়া পড়ে গর্ভ্ভসব তখনে॥ শত শত মেঘ পড়ে পর্ব্বত গেয়ানে। চৌঠির উপরে তার পড়ে স্থানেং

এই রূপে দুরন্ত অসুর মহাকায়। গোকুল ছাড়িয়া লোক তরাসে পলায়॥ গোপ গোপী গোকুলের যতেক গোধন। কৃষ্ণের চরণে গিয়া লইল শরণ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভকত বৎসল ভগবান। নিজ পরিজনে প্রভু কর পরিত্রাণ॥ গোকুলের ক্রন্দন শুনিয়া দয়াময়। আশ্বাসিল গোপ গোপী নাহি কিছু ভয়॥ ডাক দিয়া বলে কৃষ্ণ আরে দুরা চার। পশুগণে ভয় দিয়া কি গুণ তোমার॥ দুষ্ট বিনাশন আমি খল বিদারণ। থাকে তোর শক্তি যদি করসিয়া রণ॥ এতেক বলিয়া প্রভু দিল মালসাট। অনুগত কান্ধে হরি দিয়া বামহাত॥ মরকত গিরি যেন রহিল দাণ্ডায়া। কোপে দুষ্ট দৈত্য আইসে পৃথিবী কাঁপায়া। লাঙ্গুড় ফিরায়ে মেঘ করে খান২। দুই শৃঙ্গ সম্মুখে পাতিল শরসান॥ বিন্ধিয়া মারিমু কৃষ্ণ মনে আছে তার। ধায়া আইল দৈত্য যেন পর্ব্বত আকার॥ দুই শৃঙ্গ প্রভু তবে দুহাতে ধরিয়া। ঠেলায়ে ফেলিল হরি অসুর ঠেলিয়া॥ মহামত্ত গজ যেন ফেলে গজ রাজ। সেই মত পুনরূপি ফেলে দুরাচার॥ সঘনে পবন বহে ক্রোধে মুরছিত। সেইরূপে আর বার ধরিল সচকিত॥ তবে কৃষ্ণ দুই হাতে দুই শৃঙ্গ ধরি। ভূমিতলে অসুর ফেলিল পাক মারি॥ মুচড়িয়া পাড়িয়া ফেলিল ভূমিতলে। ভিজা বস্ত্র কেহ যেন নিঙ্গড়িয়া ফেলে॥ নির্জ্জীব করিয়া দৈত্য ঘসিল প্রচুর। শৃঙ্গ উপাড়িয়া বাড়ি মারিল নিষ্ঠুর॥ হাত পা আছাড়িয়া করে ধড়ফড়। মল মূত্র ছাড়িয়া ত্যজিল কলেবর॥ পড়িল অরিষ্ট দৈত্য গেল যমঘরে। গীত বাদ্য নৃত্য কৈল গন্ধর্ব্ব কিন্নরে॥ সুরগণে কৈল স্তুতি পুষ্প বরিষণ। জয়জয় স্তুতি কৈল সুরবধূগণ॥ মারিয়া অরিষ্ট দৈত্য বালক লীলায়। গোকুলে প্রবেশ কৈল ত্রিভুবন রায়॥ হেনকালে আসিয়া নারদ তপোধন। কহিল কংসেরে তবে মন্ত্রণা বচন॥ শুন কংস মহারাজ মন্ত্রণা বিশেষ। দৈবকীর পুত্র কৃষ্ণ গোকুলে প্রবেশ॥ যশোদার কন্যা যে চলিল স্বর্গপথে। রোহিণীর পুত্র বলরাম বলি যাতে॥ এ বোল শুনিয়া কংস জানিল সত্বরে। তীক্ষ্ণ খড়্গ লইল বসুদেব কাটিবারে॥ তবেত নারদ তারে কৈল নিবারণ। বৃথা কাজে মার বসুদেব অকারণ॥ আমার যুকতি শুন বিলম্ব না কর। প্রকার করিয়া তুমি রামকৃষ্ণ মার॥ এতেক বলিয়া মুনি হৈল অন্তর্ধান। তবে কংস করে

হেথা বিবিধ সন্ধান॥ বসুদেব দৈবকীরে অনেক ভৎসিয়া। কেশী নামে মহাসুর আনে ডাক দিয়া॥ শুন কেশী তুমি সখা বান্ধব আমার। রামকৃষ্ণমার গিয়া না কর বিচার॥ তবে কেশী পাঠায়ে দারুণ কংসাসুর। ডাক দিয়া আনে আর মুষ্টিক চানূর॥ সল্লোপ তোসল্ল আর পাত্র মিত্রগণ। শুন শুন দৈত্যগণ আমার বচন॥ বসুদেব দুই সুত নন্দের গোকুলে। রামকৃষ্ণ নাম তার বৈসে নন্দ ঘরে॥ তার হাতে মোর মৃত্যু কহে সর্ব্বজন। শুন২ মন্ত্রিবর আমার বচন॥ বহুবিধ মঞ্চ কর বিবিধ সঞ্চার। রঙ্গভূমি দৃঢ় করে নানা পরকার॥ পুর জনে আসি সব দেখিবে সংগ্রাম। আনরে মাহুত তুমি কর অবধান॥ কুবলয় গজ লয়্যা রাখহ দুয়ারে। প্রবেশ করিতে তারে মারিহ সত্বরে॥ ধনুর্যজ্ঞ আরম্ভিব চতুর্দ্দশ দিনে। বহুবিধ পশু বধ করিহ বিধানে॥ ধুপ দীপ গন্ধপুষ্প নানা উপহারে। পশুপতি পূজা কর বিবিধ সম্ভারে॥ অক্রূর আনিয়া কংস পশিব মন্দিরে। তবে কংস মহারাজা কোন যুক্তি করে॥ হাতে২ ধরি তবে বলে কংসরাজ। শুন২ অক্রূর কহিব নিজকায॥ তুমি হেন হিতকারি বন্ধু নাহি আর। তেকারণে বলি কিছু কার্য্য সাধিবার॥ ইন্দ্র সুখে আছে বিষ্ণু করিয়া আশ্রয়। তেন হিতকারি তুমি বন্ধু মহাশয়॥ বসুদেব দুই সুত নন্দঘোষ ঘরে। রথে তুলি রামকৃষ্ণ আনিবে সত্বরে॥ তার হাতে মোর মৃত্যু দেবগণ কহে। সত্বরে যাইবে তুমি বিলম্ব না সহে॥ দধি দুগ্ধ ভেট ঘাট সাজিয়া অপার। নন্দ আদি গোপ জন হয় আগুসার॥ রামকৃষ্ণ আনিবেত রথেত তুলিয়া। দুয়ারে মারিব কুবলয় গজ দিয়া॥ তথা যদি নামরে মারিব মল্লগণে। তবে বসুদেব আনি মারিব পরাণে॥ তবে তার মারিব যতেক বন্ধুগণে। উগ্রসেন বাপের তবে বধিব জীবনে॥ বৃদ্ধকালে রাজ্য লোভ যার এত বড়। মারিব দেবক তার ভাই সহোদর॥ তবে যে যে আমাকে বা শত্রু ভাব করে। সবংশে মারিব তারে কহিল নিষ্ঠারে॥ তবে অকণ্টক হব রাজ্য অধিকার। জরাসন্ধ্য আদি আপ্ত সহায় আমার॥ সম্বর নরক বান সহস্রেক কর। এ সব বান্ধব আমার আছেত সকল॥ এ সব সহায় করি বিপক্ষ মারিব। সুখে বসি রাজ্যভোগ আনন্দে করিব॥ এ বোল বুঝিয়া তুমি চল শীঘ্র করি। রাম কৃষ্ণ দুই ভাই আন রথে করি॥ নাহি দেখ রাজপুরী

থাক তুমি বনে। যজ্ঞ মহোৎসব আসি দেখ দুই জনে॥ এইছলে ভা গুিয়া আনহ দুইভাই। পরম বান্ধব দেখি তোমাকে পাঠাই॥ তবে কিছু বলিল অক্রূর সুপণ্ডিত। যেকিছু বলিলে রাজা সম সমুচিত॥ পরম যতনে কায আপনার সাধি। হকুবা না হকু তাহে বলবান বিধি বিধি সে করিতে পারে ঘটন ঘটনা। যত লেহ নহে সিদ্ধ বিধির ঘটনা॥ তথাচ পুরুষে কার্য্য সাধিব যতনে। হকু বা না হকু সিদ্ধ বিধির ঘটনে॥ সাধিব তোমার কার্য্য যতন করিয়া। অক্রূর চলিলা তবে এতেক বলিয়া॥ বিদায় হইয়া মন্ত্রিগণ গেল ঘরে। আজ্ঞা দিয়া কংস প্রবেশিলা নিজ পুরে॥ কংসের আদেশে কেশী ঘোড়া রূপ ধরে। নন্দের গোকুলে গিয়া উঠিলা সত্বরে॥ পৃথিবী বিদার করে পদ খুরঘাতে। ত্রিভুবন কাঁপিল তবে কেশীর শবদে॥ ছটপটী করি মেঘ কৈল খণ্ড খণ্ড। অঙ্গ ভরে টলমল করে ভূমিখণ্ড॥ বিশাল নয়ন তার কুটিল বদন। মহামেঘ কলেবর ভীম দরশন॥ নন্দের গোকুলে দুষ্ট কৈল আগুয়ান। তা দেখিয়া গোপগণ হৈল কম্পবান॥ সমুখে দেখিল দুষ্ট প্রভু যদুবর। প্রভু দেখি কোপে তবে জ্বলিল অন্তর॥ দুরন্ত অসুর সেই পাপ মহামতি। দুই পাও তুলিয়া মারিল এক নাথি॥ নাথি মারিলেক দুষ্ট বুকের উপরে। তিলেক সম্বিত পাইল প্রভু গদাধরে॥ সেই দুই পাও তার দুই হাতে ধরে। বামহাতে ধরিয়া ফিরায় সাতবারে॥ সাতবার ফিরাইয়া আকাশে তুলিল। প্রভু বনমালী তাকে ইঙ্গিতে ফেলিল॥ অবজ্ঞানে পাক মারি ফেলিল নিষ্ঠুর। চারি শত হস্ত অন্তে পড়িল অসুর॥ কতক্ষণ বই দুষ্ট উঠিল সত্বরে। মুখখান মেলিয়া আইল গিলিবারে॥ কোন বুদ্ধি করে তবে প্রভু যদুবরে। বামহাত প্রবেশায় মুখের ভিতরে॥ ভুজ প্রবেশিয়া প্রভু মুখের ভিতরে। শ্রীভুজে নিরুদ্ধ কৈল দশ দিগ দ্বারে॥ উসাস না পায়্যা প্রাণ ছাড়ে দুরাচারে। মুখেতে নাহিক রাও ছট কট করে॥ দুই আঁখি উলটিল পড়িল সঙ্কটে। হাত পাও আছাড়িয়া করে ছটকটে॥ তরাসে পড়িয়া দুষ্ট ছাড়িল পরাণ। বিদারিয়া অঙ্গ তার হৈল খান খান॥ পাকিলে কাকুড়ি যেন হয় খণ্ড খণ্ড। মুখে হৈতে বাহির করিল ভুজদণ্ড॥ ব্রহ্মা আদি দেব আসি করিল স্তবন। সুরবধূগণে কৈল পুষ্প বরিষণ॥ দুন্দুভি বাজনা বাজে জয়২ ধ্বনি। লীলায় অসুর বধ কৈল চক্রপাণি॥ নারদ আসিয়া তবে দিল

দরশন। নিভৃতে কৃষ্ণের সঙ্গে কৈল সম্ভাষণ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ যোগেশ্বর অখিল নিবাস। বাসুদেব ভকতবৎসল শ্রীনিবাস॥ সর্ব্ব ভূতে আত্মা তুমি প্রভু এক রূপ। কাষ্ঠ ভেদে রহিল যেন দেখি নানা রূপ॥ সর্ব্ব ভূতে বৈস তুমি গূঢ় গূঢ়াশয়। সর্ব্ব শক্তি পরিপূর্ণ তুমি দেবময়॥ আপনে আপনা কর মায়ায় সৃজন। আপনে সংহার কর আপনে পালন॥ পৃথিবী হরিয়া ভার দৈত্য বিনাশিবে। নিত্য ধর্ম্ম সৃজিয়া জগতে যশঃ থুইবে॥ এই সে কারণে তুমি কৈলে অবতার। দেখিল তাহার আজি কিছু চমৎকার॥ অশ্বরূপ মহাদৈত্য মারিল লীলায়। যার ভয়ে স্বর্গ ছাড়ি দেবতা পলায়॥ শঙ্খাসুর যবন নরক দৈত্য ক্ষয়। পারিজাত হরণ ইন্দ্রের পরাজয়॥ বিদর্ভাদি যত রাজ কন্যা পরিণয়। নৃগের মোক্ষণ আর দ্বারকা বিজয়॥ সূর্য্যদেবের স্যমন্তক মণির হরণ। তাহার লাগিয়া প্রাণ দিব কতজন॥ ব্রাহ্মণের মৃত পুত্র করিবে প্রদান। মারিবে পৌণ্ড্র রাজা মহাবলবান॥ বারাণসী যাইয়া মারিবে দন্তবক্র। রাজসূই যজ্ঞে শিশুপাল হবে বধ॥ আর যত২ কর্ম্ম করিবে বিশাল। আমি সব সাক্ষাৎ দেখিব ভালে ভাল কালরূপে প্রভু তুমি জগত সংহার। সংহার কারণ তুমি রূপ ধর কাল॥ অর্জ্জুনের সারথি হৈয়া আপনে ভারতে। হরিবে পৃথিবী ভার দেখিব সাক্ষাতে॥ যদি বল শত্রু মিত্র আছে রাগ দ্বেষে। আন জীব চাহি আমি কেমন বিশেষে॥ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান মূল শুদ্ধ সত্বময়। অমোঘ বঞ্চিত নিত্য সুখ নিত্যময়॥ নিজ তেজে মায়া গুণ দূরে পরিহর। কেবল নিস্কল ব্রহ্ম নানা শক্তি ধর॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজ যোগ মায়াবলে। অশেষ নির্ম্মাণ কর তিলেক ভিতরে॥ ক্রীড়া করিবারে ধর নর কলেবর। ব্রজকুল নাথ তুমি প্রভু যদুবর॥ এই রূপে স্তুতি করে দণ্ড পরণাম। প্রদক্ষিণ করিয়া চলিলা মতিমান॥ আজ্ঞা দিয়া নারদ পাঠাইল বনমালী। গোকুলে প্রবেশ কৈল অসুর সংহারি॥ আর দিন শিশু সঙ্গে প্রভু যদুরায়। গোবর্দ্ধন গিরি তটে গোধন চরায়॥ তাতে আর এক খেড়ি পাতিল কৌতুকে। পাইক লুকালুকি খেলা খেলিব একে২॥ কেহ চোর কেহ তাতে পাইক রূপ ধরে। ভেড়া রূপ ধরি কত বালক বিহরে॥ ভেড়া চুরি করি চোর শিশু লয়ে যায়। পাইক চোর ধরি ভেড়া রাখয় তায়॥ ময়দানবের পুত্র ব্যোম মহাবল। চোর রূপে প্রবেশিল চোরের ভিতর॥

বালকের মাঝে কৈল অসুর প্রবেশ। বুঝিয়া রহিল মনে প্রভু হৃষী কেশ॥ গুটি গুটি করি দুষ্ট বালক চোরায়। পর্ব্বত গহ্বরে লয়্যা বালকে রাখয়॥ পাথরে রুধিয়া তার কেলিল দুয়ার। অবশেষে চারি পাঁচ রহিল ছাওয়াল॥ দুষ্ট কর্ম্ম দুষ্টের জানিয়া হৃষীকেশ। আর শিশু লয়্যা যাইতে ধরিল বিশেষ॥ পলাইতে না পারিয়া দৈত্য দুরাচার। নিজ রূপ ধরে তবে পর্ব্বত আকার॥ তবে প্রভু অসুর কেলিল ভুমিতলে। চাপিয়া বসিল তার বুকের উপরে॥ মুণ্ড ছিণ্ডিয়া স্কন্ধে প্রবেশ করায়। টান দিয়া চারি পাও হাতে উপা ড়ায়॥ তথাই প্রবেশ করায় আরবার। পশু মারণ ব্যোম হইল সংহার॥ মিলিয়া দিলেন প্রভু গহ্বর দুয়ার। তবে শিশুগণ লৈয়া কৈল আগুসার॥ অনুগত গায় গুণ দেবে করে স্তুতি। গোকুলে প্র বেশ কৈল ত্রিভুবন পতি॥ ধীর শিরোমণি শ্রীগদাধর জান। শ্রীভাগ বত আচার্য্যের রধু রস গান॥

রজনী বঞ্চিয়া ঘরে, অক্রূর প্রভাতকালে, গোকুলে চলিলা হর ষিতে। রথে করি আরোহণ, এই চিন্তে মনে মন, মোর ভাগ্য হৈল আচম্বিতে॥ শুন শুন নরপতি, অক্রূর যে মহামতি, পথে পথে এই চিন্তে মনে। মুঞি কোন তপঃ কৈনু, মহাজনে দান দিনু, আজি কৃষ্ণ দেখিব নয়নে॥ হেন কি ঘটিবে মোরে, প্রভু দরশন হৈবে, মুঞিত অধম মন্দ মতি। যেন বেদ অধিকার,শূদ্রে নাহি ব্যবহার, তেন মুঞি হৈল অধোগতি॥ তবে বলেন অক্রূর, অমঙ্গল হৈল দূর, আজি মোর জীবন সফলে। যোগী ধ্যান করে যার, মুঞি হব নমস্কার,সে প্রভুর চরণ কমলে॥ কংস অনুগ্রহ কৈল, গোকুলে পাঠায়ে দিল, পাদপদ্ম দেখিব নয়নে। যার নখ মণিজ্যোতি, পায়ে পাইল দিব্য গতি, পার হৈল মহাং জনে॥ ব্রহ্মা ভব আদি সুরে, ধ্যানে যার পুজা করে, লক্ষ্মীদেবী করয়ে চিন্তনে। এমন দুর্ল্লভ পদ, মনে মনে উপগত, গোপী কুচ কুমকুম মণ্ডলে॥ ললিত কপোল বেশ, কুটিল অলকেশ, নবগুঞ্জ বিমললোচন। নিশ্চয় দেখিব আজি, শ্রীমুখমণ্ডল আদি, প্রদ ক্ষিণ করে মৃগগণ॥ পৃথ্বীর হরিতে ভার, নররূপে অবতার, অশেষ লাবণ্য গুণধাম। মোর ভাগ্য তার সনে, যদি হয় দরশনে, তবে পূর্ণ হৈবে সর্ব্বকাম॥ সবার হৃদয়ে বৈসে, সাক্ষীরূপে সব দেশে, অন্তর্যামি প্রভু নিরাকার। হেন প্রভু করে লীলা, গোপকুলে শিশু

খেলা, গূঢ় রূপে গোপ অবতার ॥ যার গুণ কর্ম্ম রত, চরণ সুকৃত শ্রুত, অশেষ মঙ্গল গুণগানে। জগত পবিত্র করে, শুনিতে আনন্দ ধরে, সর্ব্ব জীবে করে প্রাণদানে। যার গুণগণে বাণী, অশেষ রসমণ্ডলী, হেন প্রভু বিহরে গোকুলে ॥ নিস্তারিব ক্ষিতিভার, যদুকুলে অবতার, ব্রহ্মাদি জাগে নিরন্তরে। অখিল জগত গুরু, ভকত কলপতরু, কমলা সেবিত পদধুলি ॥ মোর শুভদিন হৈল, শুভরাত্রি পোহাইল, নয়নে দেখিব বনমালী। হেন কি ঘটিব মোরে, যোগী ধ্যান করে যাঁরে, হেন পায় করিব প্রণাম। তবে ধন্য হৈব মন, আপনে আপনগণ, তবে মুঞি পুরুষ প্রধান ॥ দণ্ড পরণাম করি, পড়িব চরণ ধরি, শিরে হস্ত দিবেন মুরারি। বলিদান দিয়ে যেন, পুণ্য কৈল পিতৃগণ, ভকত অভীষ্ট বরধারী ॥ কংসের আদেশ পায়ে, আমি নিতে আইল ধায়ে, হেন যদি জ্ঞান প্রভু হয়। যদি থাকে নিজ পর, তাকে নাহি অগোচর, তবে ভয় করিতে যুয়ায় ॥ করযুড়ি নম্রশিরে, পড়িব চরণতলে, তবে প্রভু হইব সদয়। এইত পরমানন্দ, অশেষ দুরিত বন্ধ, খণ্ডিব খণ্ডিব ভবভয় ॥ আমার বান্ধব হয়, আমারেই না জানায়, এবোল বলিব কৃষ্ণরাম। যবে দিব আলিঙ্গন, মহাভুজে বন্ধন, তবে তীর্থ এই মোর কাম ॥ তার অঙ্গ সঙ্গ পায়ে, পড়িমু প্রণত হয়ে, করযোড়ি চরণ কমলে। পেয়াতি সম্বন্ধ ধরি, বলিব অক্রূর বলি, তবে ধন্য২ কলেবরে ॥ নিজ পর নাহি তাঁর, শত্রু মিত্র ব্যবহার, তথাপি ভকত হিতকারী। যেন কল্পতরুমূলে, যে জন আশ্রয় করে, সেই সে ফলের অধিকারী ॥ অগ্রজ বলরাম, অশেষ মঙ্গল ধাম, হাতে ধরি নিব কি মন্দিরে। অতিথি বিধান করি, নন্দ আদি গোপ মেলি, বন্ধুগণ পুছিব কুশলে ॥ অক্রূর গুণনিধি, এইরূপে শুদ্ধ বুদ্ধি, কত২ চিন্তিল হৃদয়। শ্রীভাগবত আচার্য্য বাণী, কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, শুনিলে দুরিত দূর হয় ॥

এইমত পথে কৃষ্ণ চিন্তিল অন্তরে। সন্ধ্যাকালে উত্তরিল গোকুল নগরে ॥ প্রণাম করিয়া আছে সব দেবগণে। ভিন্ন২ হৈয়া আছে অঙ্কুশের চিহ্নে ॥ ধ্বজ বজ্র বিরাজিত চরণ কমলে। দেখিল অক্রূর পদ গোকুল মণ্ডলে ॥ ধন্য মুঞি আজি মোর সকল জীবন। সাক্ষাতে দেখিল নিজ প্রভুর চরণ ॥ সেই মত গড়াগড়ি কত দূর যাই। রামকৃষ্ণ একত্রে দেখিল দুই ভাই ॥ অখিল জগতনাথ করে গো দো

হয়। নীল পীত পরিধান দোঁহায় বসন॥ শারদ বিমল কঞ্জ নয়ন বিশাল। ললিত খেলন বাম বিবিধ বিহার॥ কিশোর শ্যামল শ্বেত অঙ্গের বরণ। ধ্বজ বজ্র বিরাজিত দোঁহার চরণ॥ কেয়ুমণি রতন দোঁহায় অলঙ্কার। দোঁহে মনোহর বেশ বিক্রমে বিশাল॥ কনক পর্ব্বত যেন কনকে খচিত। মরকত গিরি যেন রতনে ভূষিত॥ দিব্য গন্ধ তুলসী লোলিত বনমালা। এইরূপ মনোহর ব্রজবর লীলা॥ চন্দ্র কোটি জিনি চারু বদন মণ্ডল। কমল নিবাস দোঁহে শ্রীভুজ সুন্দর॥ দিব্য গন্ধ বিলেপন অতুল দিব্য বেশ। শিখণ্ড মণ্ডিত চারু বিলোলিত কেশ॥ ত্রিজগত কারণে দোঁহার অবতার। দোঁহে গাভী দোহে ব্রজবালক বিহার॥ হেন রূপে রামকৃষ্ণ দেখিল গোকুলে। অক্রূর মজিল তবে আনন্দ সাগরে॥ ভূমিতে পড়িয়া কৈল দণ্ড পরণাম। বাহ্য পাশরিল কিছু নাহি অবধান॥ নয়নে আনন্দ জল পুলকিত অঙ্গ। কহিতে না পারে কিছু যেন জড় অন্ধ। শ্রীভুজে তুলিয়া তবে তুলিলেন হরি। দৃঢ় আলিঙ্গন দিল দুভুজ পাসরি॥ করুণা সাগর হরি ভকত বৎসল। ভকতের মনোরথ পূরায় সকল॥ নিজ হস্তে ধরিয়া অক্রূর দুই করে। নিজ ঘরে তবে তাঁরে লিল গদাধরে॥ দুহে ধরি আসনে বসায়্যা দিব্যাসনে। পদযুগ প্রক্ষালিল বিশেষ আদরে॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈল মধুপর্ক দান। কুশল কল্যাণ তবে পুছে ভগবান॥ দুহে মিলি কৈল তার পাদ সম্বাহন। দিব্য অন্ন পান দিয়া করায় ভোজন॥ মুখবাস দিল তবে কর্পূর তাম্বূল। দিব্য গন্ধ মাল্য দিয়া পূজিল প্রচুর॥ তবে নন্দ সম্মুখে দাণ্ডায়্যা মতিমান। কুশল জিজ্ঞাসা কিছু কৈল সম্বিধান॥ তুমি সব কুশলে কি আছ সেই পুরে। কি পুছিব কুশল জিতে কংস দুরাচারে॥ কংস হৈল খল জাতে আছে দণ্ডধর। কি তার জিজ্ঞাসা করি প্রজার কুশল॥ কুক্কুর পালক যার ভেড়া রাখে আল। তার কিছু হয় কি লোকের প্রতিকার॥ তুমি সব ধন্য যাতে আছ মহাজন। এই পুণ্যে হয় যত প্রজার পালন। এই রূপে যদি জিজ্ঞাসিল নন্দঘোষ। অক্রূরের পথশ্রম ঘুচিল সন্তোষ॥ শয়ন করিল সুখে খট্টার উপর। পূর্ণ হৈল মনোরথ চিত্তের সকল॥ যত মনোরথ কৈল গান্ধিনী কুমারে। সে সব সকল সিদ্ধ হৈল একবারে॥ লক্ষ্মীনাথ প্রসন্ন যখন হয় যারে। ততোধিক দুর্লভ কি সংসার ভিতরে॥ তথাপি না

আগে কিছু কেবল ভকতি। দিলেহ না লয় বর ভক্তের রীতি॥ দিব্য সিংহাসনে বসি দৈবকীনন্দন। অক্রূরের তরে তবে কৈল সম্ভাষণ॥ কহ বাপু যত কিছু সম্যক কুশল। সুখে আছ জ্ঞাতি বন্ধু যত পরিজন॥ কেন বা জিজ্ঞাসি আমি কুশল কল্যাণ। কংস হেন দুষ্ট রাজা আছে বিদ্যমান॥ কুলের অধম সে যে কুল বিনাশন। সে থাকিতে নাহি কার কুশল কারণ॥ নামেতে মাতুল আমার তরে কেহ নয়। সে দুষ্ট থাকিতে কার না ঘুচিবে ভয়॥ এত অপরাধ কৈল যাহার কারণে। যাহার কারণে মাতা পিতার বন্ধনে॥ তোমা সঙ্গে দরশন হৈল শুভ দিনে। কহ দেখি হেথাকে আইলে কি কারণে॥ এ বোল শুনিয়া তবে গান্ধিনীনন্দন। আদি হৈতে সকল কহিল বিবরণ॥ কর্ম্ম দূত করি কংস পাঠাইল গোকুলে। তোমা সবা লয়্যা যাইতে বলে মধুপুরে॥ নন্দ আদি গোপ লৈব সাজিয়া সম্ভার। দধি দুগ্ধ হবি লৈব রাজ উপহার॥ সকলে চলিয়া যাব রাজা বিদ্যমানে। আর এক কথা কহি কর অবধান॥ নারদ আসিয়া মন্ত্রণা কহিল তাহারে। রাম কৃষ্ণ গুপ্ততে থাকয়ে নন্দ ঘরে॥ বসুদেব দুই পুত্র রাম দামোদর। সেই সে মারিল সব দৈত্য অনুচর [illegible] তাহার নামের হেতু দুহারে ঘটনা। উপান করিয়া তাহা [illegible] নারদ কহিল যত এ সব বচন। ক্রোধে কংস জ্বলে যেন দীপ্ত হুতাশন। বসুদেব কাটিবারে খড়্গ নিল হাতে। নিবারিয়া নারদ রাখিল সেই মতে॥ বসুদেব দৈবকীরে বান্ধিয়া নিগূঢ়ে। এই রূপে বন্ধুবর্গ পরাভব করে॥ সবার হৃদয়ে থাক তুমি সর্ব্ব জ্ঞান। আমি কি কহিব তুমি চিত্তে অনুমান॥ এসব বচন শুনি রাম দামোদর। হাসিয়া কহিল তবে নন্দের গোচর॥ এবোল শুনিয়া তবে নন্দঘোষ রায়। কোটাল পাঠায়ে তবে গোকুলে জানায়॥ ডাক দিয়া কোটাল কহিল ঘরে২। দধি দুগ্ধ লহ সবে শকট উপরে॥ ভেট ঘাট তুলি নিল রাজার যোগান। চলিব সকল গোপ কংস বিদ্যমান॥ প্রভাতে চলিব কালি মথুরানগর। দেখিবে রাজার পুরী বিবি[illegible]কল॥ ধনুর্যজ্ঞ কংসরাজা কৈল অনুবন্ধ। সবেই মিলিয়া চল দে[illegible] আনন্দ॥ অক্রূর কংসের দূত আইল নন্দঘরে। রামকৃষ্ণ লয়ে কালি যাবে মধুপুরে॥ এই রূপে কোটাল গোকুলে দিল সাড়া। শুনিয়া চিন্তিত হৈল যত ব্রজবালা॥ হৃদয়ে উঠয়ে তাপ বদন সন্তোষ।

মলিন হইল মুখ কমল প্রকাশ ॥ কোন গোপী করে ধ্যান করিতাব লম্ব। খসিল কবরী তার কার কেশ বন্ধ॥ চিত্রের পুতলী যেন কোন গোপী রয়। কোথা আছে কিবা বলে কিছু স্মৃতি নয়॥ প্রভুর ঈষৎ হাস মধুর বচন। কটাক্ষ ভঙ্গিমা কার হইল স্মরণ॥ কেহ সঙরিল ললিত বিলাস। কোন গোপী সঙরিল মন্দ মধু হাস॥ উদার চরিত্র কার হইল স্মঙরণ। সেই সেই ভাবে গোপীর হরিল চেতন॥ লাজ ভয় পরিহরি ব্রজপুর নারী। একুং ঠাঁঞি শত শত গোপী মেলি॥ সহিতে না পারি গোপী কৃষ্ণের বিচ্ছেদ। উচ্চৈঃস্বর কান্দে গোপী মনে পায়্যা খেদ॥ কান্দিতেং গোপী বলে কোন বাণী। শুনহ বিধাতা তোমা ভালে হেন জানি॥ সখ্য ভাবে পিরীতি বাড়ায়্যা দেহ সঙ্গ। না বাড়ায়্যা মনোরথ পুন কর ভঙ্গ॥ অলোক মণ্ডিত মন্দ হসিত বদন। কেন বা দেখায় তবে শ্রীমুখ মণ্ডল॥ এখন হরিয়া লেহ এ কোন উচিত। কেবল মুরুখ তুমি কে বলে পণ্ডিত॥ কে বলে অক্রূর তোরে ক্রূর দুরাচার। আমা সবার লোচন হর এই ব্যবহার॥ যদি বল আমি নাহি হরিয়ে লোচন। কৃষ্ণ হরি নিল আঁখি নাহি প্রয়োজন॥ বিশ্বনির মিলে তুমি বিচিত্র নির্ম্মাণে। সকল দেখিয়া তার একখানি স্থানে॥ হেন কৃষ্ণ হরি নিল আনে কিবা কায। ভালতো বিধাতা তুমি কৈলে কোন কাজ॥ ভাল মন্দ শুভ তার ভাল এই রীতি। নব অনুরাগে গোপীর ভাঙ্গিল পিরীতি॥ পতি সুত বন্ধু ত্যজ যাহার লাগিয়া। সে কেমতে যায় গোপ যুবতী ত্যজিয়া॥ ধন্য পুরবধু তার সফল জীবন। শুভ রাত্রি পোহাইল শুভ দিন লক্ষণ॥ মধুপুরে পরবেশ করিব মুরারি। শ্রীমুখ দেখিব তারা প্রেমরস ধারি॥ তা সভার মৃদুমন্দ মধুর বচনে। হরিব কৃষ্ণের চিত্ত আসিব কেমনে॥ গ্রাম্য বধূ আসি সব গোপী বনচারি। আর কি আসিব হেথা পুরবধু ছাড়ি॥ ধন্য হৈব আজি সব মথুরার লোক সম্পদ বাড়িবে দূর যাবে দুঃখ শোক॥ পথে পথে যে দেখিব দৈবকী নন্দন। সফল নয়ন তার সফল জীবন॥ হের দেখ দারুণ অক্রূর নাম ধরে। বচনেহ আমা সবা সন্তোষ না করে॥ কৃষ্ণকে হরিয়া লৈব এই তার চিত। তিলোকে হরিয়া নিব কৃষ্ণের পিরীত॥ হের দেখ রথে কৃষ্ণ চলিল নিশ্চয়। এমন দারুণ লোক বলে দয়াময়॥

বুব গোপগণে মত্ত করায় ত্বরিত। বৃদ্ধ গোপগণে কিছু না বলে উ-
চিত ॥ এতেকে জানিল আজি বিধি হৈল বাম। কি বুদ্ধি করিব কিছু
না বুঝি গেয়ান ॥ ধরিয়া রাখিব কালি লাজ পরিহরি। দেখি বৃদ্ধ
গুরুগণে কি করিতে পারি ॥ যাহা বিনা যায় প্রাণ তিলেক না রয়।
সে কেনে করিব গুরু জনে লাজ ভয় ॥ যার সনে রাসরসে বিহার
মণ্ডলে। ললিত বিলাস হাস কেলি কুতুহলে ॥ কত২ রাত্রি গেল
তিলেক সমানে। কেমতে রাখিব প্রাণ হেন কৃষ্ণ বিনে ॥ ইহা বলি
গোপীগণ হৈল ব্যাকুলি। উচ্চৈঃস্বরে কান্দে লাজ ভয় পরিহরি ॥
গোবিন্দ মাধব বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥ রজনীপ্রভাত হৈল হেন অব
সরে ॥ সন্ধ্যাকর্ম্ম করিয়া অক্রূর মতিমান। রাম কৃষ্ণ রথেতুলি কৈল
আগুয়ান ॥ সকটে পূরিয়া দধি দুগ্ধের কলসে। গোপগণ সাজিয়া
চলিল চারি পাশে ॥ গোপীগণ চলিল কৃষ্ণের আগুসারে। না জানি
কি বলি কৃষ্ণ প্রবোধে আমারে ॥ বুঝিয়া গোপীর ভাব প্রভু দয়া-
ময়। দূত মুখে প্রবোধিলা গোপীর হৃদয় ॥ আসিব গোকুলে আমি
শোক পরিহর। হৃদয়ে সন্তোষ হয়্যা নিজ ঘরে চল ॥ এ সব বচন
শুনি তবে গোপীগণে। চিত্তে প্রবোধ করি রহিলা সেই খানে ॥
যাবত দেখিল রথ রথের মণ্ডলী। যাবত দেখিল রথধ্বজ পতাবলি ॥
যাবত রথের রেণু দেখিল নয়নে। চিত্রের পুতলী যেন রহিল ধে
য়ানে ॥ তবে গোপী বাহুড়িয়া গেল নিজ ঘরে। কৃষ্ণ কথা কহি প্রাণ
রাখে নিরন্তরে ॥ নন্দ আদি গোপ সব সঙ্গে হলধর। কালিন্দীর
তীরে উত্তরিলা দামোদর ॥ তীর্থজল পরশিয়া কৈল জলপান
বসিলা বৃক্ষের তলে রাম ভগবান ॥ রাম কৃষ্ণ বসাইয়া রথের উ
পরে। আজ্ঞা লয়্যা গেল তীর্থ স্নান করিবারে ॥ ব্রহ্মমন্ত্র পড়িয়া
অক্রূর কৈল স্নান। কেবল নির্ম্মাল ব্রহ্ম করিয়া ধেয়ান। রাম কৃ
দেখে অক্রূর জলের ভিতরে। বিস্ময় ভাবিয়া তবে চিন্তিল অন্তরে
বসুদেব দুই পুত্র রথের উপরে। তবে কেন দেখি হেথা জলের ভি
তরে ॥ রথে বা না থাকে উঠি উঠিয়াত চাহি। সেই রূপে রথে ব
আছে দুই ভাই ॥ আর বার আসিয়া পশিল সেই জলে। মহাস
রাজ দেখে মৃণাল ধবলে ॥ সহস্র বদন ফণা সহস্র উর্দ্ধলে। প
তের শৃঙ্গ যেন শ্বেত কলেবরে ॥ অহিপতি করে স্তুতি সুরসিদ্ধগণে
অমর কিন্নরে করে বিবিধ স্তবনে ॥ তার মধ্যে দেখি এক শ্যাম ক

বর। পীতবাস পরিধান পুরুষ শেখর ॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে। পদ্মপত্র অরুণ নয়ন মনোহরে ॥ প্রসন্ন বদন চারু হাস্য বিলোচন। চারু কর্ণ চারু ভুজ কপোল শোভন ॥ আজানু লম্বিত ভুজ অরুণ অধর ॥ শ্রীবৎস লক্ষণ পীন উচ্চ বক্ষঃস্থল। কম্বু কণ্ঠ নাভী গভীর সরোবর। ত্রিবলী ললিত চারু উদর সুন্দর ॥ পৃথু কটি তটে শ্রেণী উরু গজশুণ্ড। চারু জানু যুগ চারু জংঘা যুগদণ্ড ॥ তুঙ্গ গুল্ফ অরুণ নখ চাঁদপাতি। বিলসিত পদযুগ সরোজ মুরতি ॥ মহামূল্য মণিময় মুকুট কুণ্ডল। কোটি সূর্য্য ব্রহ্মা সূত্র হার মনোহর ॥ কনক নূপুর চারু অঙ্গদ কঙ্কণ। বনমালা বিরাজিত কৌস্তুভ ভূষণ ॥ নন্দ সুনন্দ আদি পারিষদগণ। চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ সহস্র বদন ॥ সুর বন্দি পতি সুত সুরের প্রধান। সনকাদি মুনি সিদ্ধি মহামতিমান ॥ প্রহ্লাদ নারদ আদি ভকত শেখর। নানা ভাবে স্তুতি করে প্রণত কন্ধর ॥ শ্রীপুষ্টি তুষ্টি কীর্ত্তি কান্তি লজ্জা বাণী। বিদ্যা অবিদ্যা শক্তি সেবে যদুমণি ॥ এই রূপে দেখি কৃষ্ণ অক্রুর সুধীর। নয়নে আনন্দ জল পুলক শরীর ॥ ভাবে গদ গদ বাণী কম্পিত অধর। প্রণাম করিয়া স্তুতি যুড়ি দুইকর ॥ ভক্তিরস গুরু শ্রীগদাধর জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুর রস গান ॥

নমোহ আদি দেব প্রভু নারায়ণ। পুরাণ পুরুষ তুমি অখিল কারণ ॥ যার নাভিপদ্মে হৈল ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি। তাহাতে জন্মিল ব্রহ্মা হৈয়া প্রজাপতি ॥ যাহা হৈতে হৈল সব ত্রৈলোক্য রচন। পৃথিবী সলিল বহ্নি আকাশ পবন ॥ মন তনু অহঙ্কার ইন্দ্রিয় সকল। ইহার নিমিত্তে যত জীব চরাচর ॥ এ সব তোমার অঙ্গ তত্ত্ব নাহি জানে। ব্রহ্মা যে না জানে তত্ত্ব মায়ার বন্ধনে ॥ সাক্ষাতে পুরুষ ব্রহ্ম ভজে যোগেশ্বরে। অন্তর্যামী রূপে কেহ উদ্দেশিতে নারে ॥ বেদ যজ্ঞে পূজে তোমায় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে। নানা রূপে নানা যজ্ঞে পূজে নানা জনে ॥ কেহ২ সন্ন্যাস করিয়া শুদ্ধ হয়। জ্ঞানযোগে পূজে তোমা হৈয়া জ্ঞানময় ॥ কেহ২ গুরু মুখে লভিয়া সংস্কার। বহু রূপে এক রূপ চিন্তয়ে তোমার ॥ শিব পথে কেহ তোমায় ভজে শিব রূপে। বহু গুরু উপদেশে ভজে বহু রূপে ॥ সকল তোমারে ভজে সর্ব্ব দেব ময়। তোমা বিনা আর কেহ কোন দেব নয় ॥ তবে কেন নানা দেব ভজে নানা জনে। হেন যদি বল প্রভু কহিব কারণে ॥ নানা

নাম নানা মন নানা পথে যায়। তবু তারা সব গিয়া সাগরে মিশায়॥ কোন মতে কেহ তরু যেন তেন মনে। অন্তকালে সবে তুমি গতি নারায়ণে॥ প্রকৃতির সত্ত্ব রজস্তম গুণ তিন। সেই গুণে সর্ব্বলোক করে ভিন্নং॥ আব্রহ্ম স্থাবর মায়া গুণেতে গাথনি। কাহার শকতি আছে তার তত্ত্ব জানি॥ সর্ব্ব জীব আশা তুমি সর্ব্ব জীব সাক্ষী। তোমাতে প্রণাম মোর রহু নিরবধি॥ তোমার মায়ায় করে প্রপঞ্চ নির্ম্মাণ। হেন তুমি অনাদি নিধন ভগবান॥ অনল বদন তোমার পৃথিবী চরণ। আকাশ মণ্ডল নাভি দিনেশ লোচন॥ দশদিগ শ্রুতি যুগ সুরলোক শির। ইন্দ্র আদি সুরগণ শ্রীভুজ গভীর॥ সাগর উদর তোমার বৃক্ষ লোমাবলি। জলদ কুন্তল নখগণ যত গিরি॥ নিমিষ রজনী দিন বীর্য্য বরিষণ। তোমা হৈতে যত কিছু স্থাবর জঙ্গম॥ যেন জলকুণ্ড করে কূলেত বিহার। উড়ু ঘরে যেন মন সকল সঞ্চার॥ যত যত রূপ ধর যেযে অবতারে। সে সব মহিমা গায়্যা সর্ব্বলোক তরে॥ নমো২ আদিরূপ মৎস্য অবতার। প্রলয় সাগর জলে বিচিত্র বিহার॥ হয়গ্রীব রূপে মধুকৈটব মর্দ্দন। নমো২ হয়গ্রীব বেদ বিচারণ॥ নমো২ দ্বিতীয় রূপ কূর্ম্ম অবতার। অমৃত মন্থনে ক্ষীর সমুদ্র বিহার॥ নমো যজ্ঞ রূপেতে বরাহ মূরতি। দশন শিখরে ধরি উদ্ধারিলে ক্ষিতি॥ নমো নরসিংহ মহাদৈত্য বিদারণ। ত্রিভুবনের সাধুজনের ভয় নিবারণ॥ নমো২ অদভুত বিক্রম বামনে। বলি ছলি ত্রিভুবন দিলা পুরন্দরে॥ নমো রাম ভৃগুপতি নিজ অবতার। করিলে ক্ষত্রিয় বধি ভুবনের ভার॥ নমো রাম রঘুবর রাবণ মর্দ্দন। নম বাসুদেব কৃষ্ণ দৈবকীনন্দন॥ নমঃ সঙ্কর্ষণ নমঃ প্রদ্যুম্ন চরণে। অনিরুদ্ধ পদযুগ করিল বন্দনে॥ নমো বুদ্ধরূপ দুষ্ট দৈত্য বিমোচন। কল্কীরূপে কৈলে ম্লেচ্ছ কুল বিনাশন॥ তোমার মায়ায় স লোক বিমোহিত। অসত্য ভাবিয়া কর্ম্ম পথে নিয়োজিত॥ দে গৃহ পুত্র দারা স্বপন সমানে। সত্য বলি আমি তাতে করিয়ে ভ্রমণে॥ অনিত্য এ সব সবে দুঃখ মাত্র সার। সত্য বুদ্ধি করে ইহাতে অহঙ্কার॥ হেন সে অধম মুঞি মূর্খ অতিশয়। তুমি আত্মা বন্ধু ধন হৃদয়ে না লয়॥ তৃষ্ণার্ত্ত জনের যেন হয় মতি নাশ। কুলে আচ্ছাদিত জল আছে নিজ পাশ॥ তাহা ত্যজি ধায় যেন মৃগতৃষ্ণা দেখি। এমন অধম তোমা না দেখিন

আমি।। কার্য্য কর্ম্ম গত মন নিরোধ না যায়। ইন্দ্রিয় বিষয়গণে বান্ধিয়া ফেলায়।। এখন শরণ লৈনু চরণ কমলে। অসৎ দুরন্তহারী চরণ তোমারে।। যখন সংসার বন্ধ টুটয়ে যাহার। অনায়াসে সাধু সঙ্গ মিলয়ে তাহার।। তবে তার প্রীত হয় তোমার চরণে। সেই সে ঘটিল মোরে বুঝি অনুমানে।। নানা জ্ঞানদাতা প্রভু পুরুষ পুরাণ। সবার জ্ঞানের হেতু তুমি ভগবান।। তুমি বাসুদেব ব্রহ্ম অতুল শকতি। তোমার চরণে রহু অশেষ প্রণতি।। মহাভয় নিবারণ প্রপন্ন পালন। রক্ষ রক্ষ মোরে প্রভু দেব নারায়ণ।। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুর ভারতি। এক চিত্তে শুন তাই পাইবে মুকতি।।

শুকমুনি বলে রাজা কহিব বিশেষ। অক্রূরের স্তুতি শুনি প্রভু হৃষীকেশ।। নিজ রূপ সম্বরিয়া কৈল অন্তর্দ্ধান। জলে হৈতে উঠিলা অক্রূর মতিমান।। নিত্যকর্ম্ম করিয়া উঠিলা নিজ রথে। তবে তাকে কিছু জিজ্ঞাসিলা গোপীনাথে।। বিস্ময় তোমাকে কিছু দেখিয়ে অক্রূর। জলে কি দেখিলে তুমি কিছু অদভুত।। এবোল শুনি অক্রূর দিলেন উত্তর। তোমা চাহি আর অদভুত কত বড়।। যত অদভুত আছে এ মহীমণ্ডলে। যত২ অদভুত আছে জলে স্থলে।। যত অদভুত আছে পাতাল আকাশে। সকল আছয়ে তব শ্রীঅঙ্গে এক দেশে।। এত অদভুতময় তোমাতে দেখিল। অধম দেখিয়া প্রভু মোরে কৃপা কৈল।। এ বোল বলিয়া রথ চালায় সত্বরে। রামকৃষ্ণ লয়ে গেলা মথুরা নগরে।। পথে পথে যত গ্রাম নগর আছিল। আসিয়া তাঁহারে লোক আনান্দ দেখিল।। বিলম্ব দেখিয়া নন্দ আদি গোপগণে। আগুবাড়ি রহিল গিয়া পুর উপবনে।। তবে বলরাম দোঁহে অক্রূর সহিতে। দৈবকীনন্দন গিয়া উত্তরিলা রথে।। একত্রে মিলিল গিয়া দিন অবসানে। অক্রূরেরে তবে কৃষ্ণ বলিলা আপনে।। হাতে হাত ধরিয়া বলেন হৃষীকেশ। তুমি আগে কর গিয়া পুর পরবেশ।। রথে হৈতে নাম্বিয়া রহিব এই স্থানে। দেখিব কি রূপ পুরী বিচিত্র নির্ম্মাণে।। এবোল শুনিয়া বলে গান্ধিনীকুমার। তোমা ছাড়ি নহে পুর প্রবেশ আমার।। না ছাড়২ নাথ ভকত বৎসল। মোর ঘরে আইস তুমি দুই সহোদর।। সগণে বান্ধব নাথ চল মোর ঘরে। মোর গৃহ পবিত্র করহ পদধুলে।। এই পদ পাখালিয়া বলি দৈত্যেশ্বর। জগত ভরিয়া যশ রাখিল নির্ম্মল।। একান্ত ভক্তের গতি লভিল ভকতি।

এ পদ পূজিয়া ইন্দ্র হৈল সুরপতি ॥ এই পাদপদ্ম জল গঙ্গা পুণ্যময়ী ত্রৈলোক্য পবিত্র করে নানা রূপহই ॥ দ্রবময়ী ব্রহ্মা দেখি শিব ধরে শিরে। তরিল সগরবংশ এই পদনীরে ॥ দেব২ জগন্নাথ দেব নারায়ণ। না ছাড়২ প্রভু চরণে শরণ॥ অক্রূরের বচন শুনিয়া দয়াময়। সন্তোষ বচনে তবে তুষিলা হৃদয় ॥ আসিব তোমার ঘরে দুই সহোদরে। কুলাধম কংস আমি বধিব সকালে ॥ পাছে বন্ধুগণের আমি করিব পিরীতি। চল বাপু ঘরে তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥ কৃষ্ণের বচন শুনি গান্ধিনীনন্দন। তবু মনে দুঃখ তার নহিল খণ্ডন ॥ পুরী পর বেশ করি কংস বিদ্যমানে। এ সব সকল কথা কৈল নিবেদনে ॥ বিদায় মাগিয়া তবে গেলা নিজ ঘর। এখনে যে কহি তাহা শুন নরেশ্বর ॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধু রসগান। কৃষ্ণ কথা শুন ভাই হয়ে সাবধান ॥

সমান বালক সঙ্গে রাম দামোদর। প্রবেশ করিল গিয়া মথুরা নগর ॥ স্ফটিক রচিত উচ্চ পুরীর দুয়ার। উপবন উদ্যান বিচিত্র থরেথর ॥ সোণার কলস শোভে মন্দির উপরে। সারি২ নগর দেখি [illegible] বিচিত্র ভূষণ। বহুমূল্য মহাধন সকল [illegible] বিবিধ পসার। সারি২ দুই [illegible] নানা ধাতু বিচরিত পসার বেদীকা। মাঝে মাঝে শোভে ঘরে সোণার ভূমিকা ॥ হেম বিরচিত সব ধনিক মন্দির। পুষ্পবন বেড়ি সব সোণার প্রাচীর ॥ কাঁচ ঢালা কোন ঘর বিচিত্র নির্ম্মাণ। নানা বর্ণে নানা লোকে রঙ্গে স্থানে স্থান॥ বৈদুর্য্য বিদ্রুম রত্ন নীলমণিময়। মরকত স্ফটিক রচিত গৃহচয় ॥ ঘরের উপরে ঘর উচ্চ থরেথর। ময়ূর পারাবত নাচে তাহার উপর॥ রাজপথ লোকপথ চন্দনে চর্চ্চিত। মাল্যফল বহু অলঙ্কার বিরাজিত॥ পুর্ণকুম্ভ দধি দুগ্ধ চন্দনেমণ্ডিত। উজ্জল পাদপ তার মাঝে সুশোভিত ॥ ফল পুষ্প তাহার উপরে আমসার। হেনরূপে পুর্ণকুম্ভ দেখিতে সুন্দর ॥ সারি২ কদলী করিল আরোপণ। সকল গুবাকগাছ ধ্বজ সুশোভন। হেমপট্ট অলঙ্কৃত সকল দুয়ারে। বিচিত্রপতাকা উড়ে মন্দিরে২ ॥ দেখিয়া বিচিত্র পুরী রাম দামোদর। প্রবেশ করিল গিয়া গড়ের ভিতর সমান বয়েস বেশ শিশুগণ সঙ্গে। রাজপথে চলি যায় দুই ভাই রঙ্গে নগরে নাগরী শুনি কৃষ্ণের গমন। চৌরিগ্রে ভরিয়া তারা করিল

গমন ।। রাম কৃষ্ণ কথা শুনি পুরবাসীগণ। পাসরে আনন্দ ভরে বসন ভূষণ ।। অথ বস্ত্র পরে কেহ অঙ্গের উপরে। কেহ২ চরণ নূপুর পরে করে ।। কেহ২ পাসরিল আঁখির অঞ্জন। ভরমে বিস্মরিল কেহ না বান্ধে কুন্তল ।। ভোজন শয়ন কেহ মার্জ্জন ত্যজিয়া। অঙ্গের মার্জ্জন ত্যজি চলিয়াত গেলা ।। স্তন পিয়াইতে শিশু ফেলি ভূমি তলে। মার্জ্জন ত্যজিল কেহ করিতে মার্জ্জনে ।। বিস্মরিল ভরমে যাহার যেই কর্ম্ম। পতি সেবা বিস্মরিল সুত গৃহধর্ম্ম ।। মৃগাক্ষি সুন্দরী সব চলিল ত্বরিতে। প্রাচীর উপরে কেহ উঠিল দেখিতে ।। রসিক নাগর প্রভু জানে তার চিত। ভ্রূভঙ্গ লীলা ছলে চাহে চারি ভিত ।। হরিয়া নাগরী মন মত্ত গজ লীলা। মোহন নাগরী দেখি নানা রঙ্গ লীলা ।। আনন্দ মূরতি হরি শুনিল শ্রবণে। কেবল লাবণ্য লীলা দেখিল নয়নে ।। প্রভুর কটাক্ষ পড়ে আনন্দ উদয়। দৃঢ় আলিঙ্গন দিল ধরিয়া হৃদয় ।। খণ্ডিল বিরহ দুঃখ পুলকিত অঙ্গ। কহনে না যায় কত বাড়িল তরঙ্গ ।। মন্দির শিখরে উঠি পুনঃ নারীগণ। আনন্দে শ্রীমুখ পদ্ম করে নিরীক্ষণ ।। পুষ্প বরিষণ করে প্রভুর উপরে। ভাসিল নগর নারী আনন্দ সাগরে ।। পথে২ রামকৃষ্ণ পূজে দ্বিজবরে। ধান্য দূর্ব্বা গন্ধপুষ্প দিয়া মনোহর ।। কোন নারী বলে গোপী কোন তপ কৈল। এমন আনন্দ ধাম যে বাসে দেখিল ।। এই রূপে যায় কৃষ্ণ হরষিত মনে। পথে দরশন হৈল রজকের সনে ।। রজক দেখিয়া প্রভু মধুর বচনে। রজকের সনে কিছু কৈল সম্ভাষণে ।। শুন হে রজক ভাই আমার উত্তর। পরিধান যোগ্য বস্ত্র দেহত সত্বর ।। কি বোল বলিলে আরে শিশু উনমত্ত। কভু কি শুনিস নাই কংসের মহত্ব ।। বনে বৈস তুমি সব গোয়াল ছাওয়াল। রাজদ্রব্য চাহিতে কি তোর অধিকার ।। গোপ জাতি তুমি সব মূর্খ অগেয়ান। নিঃশবদে যাহ চলি রাখিয়া পরাণ ।। রজকের বচন শুনিয়া বনমালী। নির্ঘাসে মারিল তারে অঙ্গুলের বাড়ি ।। ছিণ্ডিয়া পড়িল মাথা হৈয়া দুই খান। পলাইল সব ভৃত্য রাখিয়া পরাণ ।। বড়২ বস্ত্র বোঝা ভূমেতে ফেলিয়া। অনুচরগণ পলাইল প্রাণ লয়্যা ।। বাছিয়া উত্তম বস্ত্র পরে দামোদর। আপনার প্রিয় বস্ত্র পরে হলধর ।। গোপগণে দিল বাস বিবিধ বিশেষে। ভূমিতে ফেলিল যত আর অবশেষে ।। এই রূপে কতদূরে যায় বনমালী। কিশোর বালক সঙ্গে করে নানা

কেলি ॥ ধন্য এক তন্ত্রবায় তথায় আছিল। রাম কৃষ্ণ দেখি তার আনন্দ বাড়িল ॥ বিচিত্র বরণে অঙ্গ কৈল নিরমানে। বিবিধ বসনে বেশ বিবিধ লক্ষণে ॥ সকল সৌন্দর্য্য রূপ আনন্দের ধাম। বিশেষ দেখিতে শোভা জিনি কোটি কাম ॥ যেন শুক্ল কৃষ্ণ বান গজ অলংকৃত। রাম কৃষ্ণ দুই ভাই দেখি সুশোভিত ॥ প্রসন্ন হইয়া বর দিল ভগবান। বল বীর্য্য ঐশ্বর্য্য সম্পদ তত্ত্বজ্ঞান ॥ অন্তকালে দিল তারে সারূপ্য মুকতি। মালাকর সঙ্গে দেখা কৈল যদুপতি॥ ধন্য মহামতি সুদামা মালাকার। দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ি কৈল নমস্কার ॥ আনন্দে পূজিয়া তবে বসাইল আসনে। পাদ্য অর্ঘ্য গন্ধপুষ্পে পূজিল বিধানে দিব্য মালে ভূষিল প্রভুর কলেবর। দিব্য গন্ধ বিলেপন তাম্বূল মনোহর ॥ মালাকার বলে মোর জনম সফল। আজি মোর বংশ হৈল পবিত্র সকল ॥ পিতৃগণ তুষ্ট হৈল দেব ঋষিগণ। অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি কৈলা আগমন ॥ পৃথ্বী পরিত্রাণ হেতু কৈল অবতার। নিজ অংজ্ঞান প্রভু নাহিক তোমার ॥ এতেক বচন তবে বলি মালাকার। সুগন্ধ কুসুম মালা দিল পুনর্ব্বার ॥ শিশুগণ সঙ্গে মালা পরিয়া মুরারি। তুষ্ট হয়া বর দিল বর অধিকারি ॥ সুদামা মালির বর চরণে ভকতি। ভক্ত জনের সঙ্গে সৌহার্দ্দ পিরীতি ॥ সর্ব্বত্রেতে সম দয়া এই মাগে বর। সেই বর দিল প্রভু ভকত বৎসল ॥ অতুল সম্পদ দিল বল বীর্য্য যশঃ। দীর্ঘ পরমায়ু দিল হৈয়া ভক্ত বশ ॥ বলরাম সঙ্গে কৃষ্ণ শিশুগণ সঙ্গে। চলিলা মথুরাপতি বড় রস রঙ্গে ॥ যার গুরু গদাধর ধীর শিরোমণি। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধু রস বাণী ॥

রাজপথে প্রভু সঙ্গে যায় হলধর। চৌদিগে বালকগণ অতি মনোহর ॥ কতদূরে দেখিল কুবুজী বর নারী। নবীন যৌবন সে যে অধিক সুন্দরী ॥ রসিক নাগর গুরু ঈষৎ হাসিয়া। জিজ্ঞাসিল তারে প্রভু প্রসন্ন হইয়া ॥ কোথা হৈতে কোথা যাহ কি নাম তোমার। শিশুগণে দেহ গন্ধ বচন আমার ॥ পরুক উত্তম গন্ধ গোপ শিশু গণে। কুবুজী বলয়ে কিছু হরষিত মনে ॥ ত্রিবক্রা আমার নাম কংস অনুচরী। সুগন্ধি যোগাই আমি বিলেপন করি ॥ ভোজপতি পরে সবে এই গন্ধ মাত্র। তোমা সবা বিনা আর কেবা যোগ্য পাত্র ॥ মধুর বচন মধু ঈষৎ মুরতি। দেখিয়া মোহিত হৈলা কুবুজী যুবতী ॥

শ্যাম অঙ্গে দিল গন্ধ শুক্লবরণে। শ্বেত অঙ্গে কৃষ্ণ গন্ধ কৈল বিলে-পনে॥ যার যেই যোগ্য গন্ধ দিল শিশুগণে। রাম কৃষ্ণ শোভে কোটি জিনিয়া মদনে॥ ভাঙ্গিয়া ইহার কুজ করিব সোসর। লোকে দেখাইব সব বিক্রম যেমন॥ ভাবিল যুবতী মনে হৈয়া পরসন্ন। তবে হরি কোন কর্ম্ম করিল তখন॥ পদযুগ চাপি তার দুইং পায়। চিবুকে ধরিয়া টানি তোলে উর্দ্ধরায়॥ কটি উরু গ্রীবা আছিল তিন বঙ্ক। হইল পরম রূপ ত্যজি পাপঅঙ্গ॥ দিব্য রূপ বেশ হৈল কৃষ্ণ দরশনে। নানা গুণে অলঙ্কৃত হৈল সেইক্ষণে॥ আচলে ধরিল কৃষ্ণে কামে বিমোহিতা। না ছাড় যুবতী আমি বণিক-দুহিতা॥ আকুল হৃদয় মোর তোমা দরশনে। না ছাড়িব প্রভু তুমি যাইবে কেমনে॥ এতেক বচন শুনি রসিক প্রধান। মনে লাজ পাইল কিছু দেখি বলরাম॥ আসিব তোমার ঘরে কার্য্য নিষ্ক করি। ই-হাতে অন্যথা নাহি শুনহ সুন্দরি॥ আমি সব প্রবাসী হই ভাই দুই জন। সকল প্রকারে তুমি করিবে পালন। কুবুজী পাঠায়ে দিল মধুর বচনে। বণিকগণের সনে পথে দরশনে। দেখিয়া বণিকবর্গ দুই মহাবীর। সন্তোষে পূজিল তারে আনন্দ শরীর॥ গন্ধপুষ্প তাম্বূল বিবিধ উপহারে। রামকৃষ্ণ দুই ভাই পূজিল সাদরে॥ মনো হর বেশ দেখি নগরনাগরী। বাহ্য পাসরিল যেন চিত্রের পুতলি॥ পথেং তবে পুছে দেখি পুরজনে। কহ ভাই ধনুক মন্দির কোন স্থানে॥ পুছিতেং গেলা তাহার নিকটে। দেখিছে ধনুকপুর দে-খিছে প্রকটে॥ ধরিাধরি করি রাখে দ্বওারীপ্রহরী॥ পরবেশ কৈল প্রভু করি হুড়াহুড়ি॥ গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ করিয়া অর্চ্চনা। আসনেতে করিয়াছে ধনুক স্থাপনা॥ নানা পরিচ্ছেদ দিব্য ভূষণে ভূষিত। যেন ইন্দ্রধনু শোভে জগৎ পূজিল॥ দেখিয়া বিবিধ ধনু প্রভু যদুরায়। বামহাতে ধনু ধরি তুলিল হেলায়॥ গুণ চড়াইতে ধনু দুই খান। শব্দ উঠিল দশদিগ চমৎকার॥ ধনুখান ভাঙ্গিল শব্দ গেল দূর। ক্ষিতিতল কাঁপিল কাঁপিল সুরপুর॥ কি রূপে ধ-রিয়া ধনু তিলেকে ভাঙ্গিল। দেখিতেং লোক কিছু না বুঝিল॥ শব্দ শুনিয়া কংসে লাগিল তরাস। যতেক রক্ষকগণে বেড়ি চারি পাশ অস্ত্রধারী অস্ত্র ধরে কোপে প্রজ্জ্বলিত॥ ধর মার বলিয়া বেড়িল

চারি ভিত ॥ ভগ্নধনু দুইখান ধরি দুই ভাই। সকল রক্ষকগণ মারিল তথাই ॥ আর যত সৈন্য পাঠাইল কংসাসুর। ধনুক প্রহারে সব হৈল শঙ্খচূর ॥ বাহিরে আসিয়া কৃষ্ণ বেড়ায় নগরে। মথুরাপুরীর শোভা দেখে কুতূহলে ॥ দেখিয়া কৃষ্ণের তেজঃ বলবীর্য্য রূপ লীলায় ভাঙ্গিল ধনু দেখি অদভুত ॥ দেবের উত্তম রামকৃষ্ণ দুই ভাই। পুরজনে এই কথা কহে ঠাঞিং ঠাঞি ॥ এই রূপে বিহার করয়ে হৃষীকেশ। দিনমণি অস্ত গেল রজনী প্রবেশ ॥ তথাই আছিল এক নন্দের আওয়াস। তথা গিয়া গোপগণ করিয়াছে বাস ॥ রামকৃষ্ণ দুই ভাই শিশুগণ সঙ্গে। পথেং তথা গিয়া উত্তরিল রঙ্গে ॥ পদযুগ পাখালিয়া অঙ্গের মার্জ্জন। অমৃত ভোজন করি করিলা শয়ন ॥ সুখে শুয়ে রজনী বঞ্চিলা গোপনে। ধনুর্ভঙ্গ হৈল কংস শুনি নিজ কানে ॥ সব সৈন্য রামকৃষ্ণ কৈল নিপাতন। কংসাসুর শুনিয়া চিন্তয়ে মনে মন ॥ প্রমাদ দেখিয়া রামকৃষ্ণ ব্যবহার। শুনিয়া কংসের মনে লাগে চমৎকার ॥ ভয়ে নিদ্রা নাহি যায় আকুল অন্তর ॥ মৃত্যুর লক্ষণ যত দেখয়ে বিস্তর ॥ দর্পণ ধরিয়া যদি নিজ মুখ চাহে। আপন আপন মাথা দেখিতে না পায়ে ॥ আপনার দুই মুখ দেখে বিদ্যমানে। চন্দ্র সূর্য্য দুইং দেখে নিজ স্থানে ॥ আপনার নিজ ছায়া দেখে ছিদ্রময়। প্রাণ ঘোর বনিতার স্মরণ না লয় ॥ আপনার পদযুগ না দেখে আপনে। তবে আর নানা রূপ দেখিল স্বপনে ॥ স্বপনে মরার অঙ্গ করে আলিঙ্গন। বিষপান খরজাল্ করে আরোহণ ॥ ওড়পুষ্পমালা দেখে দেখে দিগম্বর। দেখয়ে তৃতীয়া আছে তৈল কলেবর ॥ এই রূপে দেখে কংস নানা কুলক্ষণ। নিদ্রা নাহি যায় ভয়ে দেখিয়া স্বপন ॥ রাত্রি অবশেষে কংস উঠে ভয়মনে। মল্লকেলি রচনা করয়ে স্থানেং ॥ রঙ্গভূমি পূজে কংস বিবিধ বিধানে। শঙ্খ ভেরী নানা শব্দ বাজায় বাজনে ॥ মল্লগণ ভূষিলা বিবিধ অলঙ্কারে। পতাকা তোরণ ধ্বজ তুলিলা উপরে ॥ রাজমঞ্চ পুরমঞ্চ সাজিল বিস্তর। মঞ্চেং পুরজন বসিল বিস্তর ॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি। রাজমঞ্চে বসিলা যতেক ক্ষিতিপতি ॥ মহামঞ্চে আপনি বসিলা কংসরায়। পাত্র মিত্র মন্ত্রিগণ চৌদিগে দাণ্ডায় ॥ বসিলা মণ্ডলেশ্বর চিন্তিত অন্তরে। শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ বাজায় কোলাহলে ॥ গুরু শিষ্য যে যে

যত আছে মল্লগণ। মল্লবেশ কৈল তারা অঙ্গের সাজন॥ পরবেশ কৈল তারা দিয়া করতালি। রঙ্গভূমি টলমল গর্জ্জন বিশালি॥ চানুর মুষ্টিক কুটশল্ল তোসলর। আর যত আইল মল্ল মহা ভয়ঙ্কর হরিষে নাচয়ে তারা রঙ্গভূমি মাঝে। কোলাহল শবদ তম্বুল বাদ্য বাজে॥ নন্দ আদি গোপগণ আনিল ডাকিয়া। রাজাকে ভেটিল তারা উপায়ন দিয়া॥ এক দিগ হৈয়া তারা বসিল সংভ্রমে। রাম-কৃষ্ণ উঠিলা রজনী অবসানে॥ নিত্যকর্ম্ম সমর্পিয়া আছেন তথাই। মল্লঘোষ শুনিয়া উঠিলা দুই ভাই॥ কৌতুক দেখিতে আইল রা-জার দুয়ারে। মহা গজ দেখি তথা পর্ব্বত আকারে॥ ধীর শিরো-মণি শ্রীগদাধর জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥

ত্রিপদী। দুয়ারেতে করিবর, দেখিয়া সে দামোদর, বান্ধি কটি দৃঢ় পরকারে। কুটিল কুন্তল, বান্ধিল দৃঢ়তর, রহন যেন বীর-বরে॥ মেঘনাদ করি, ডাকিয়া বলয়ে হরি, পলায়রে মাহুত ঝাট। যাবত যম ঘরে, পাঠাইত নাহি তোরে, তাবত ছাড়িয়া দেহ বাট॥ শ্রীকৃষ্ণের কর্কশবাণী, মাহুত এতেক শুনি, সকোপে চলিল দুরাচারে টোয়াইয়া গজ দিল, যম সম ধাইল, কেবল প্রবর সঞ্চারে॥ অঙ্কু-শের ঘাত করি, বেড়িল দেব হরি, ঠাকুর চিন্তিল উপায়ে। খসাইয়া পরিবন্ধ, মুষ্টকি মারে প্রচণ্ড, মারিয়া চরণে লুকায়ে॥ ক্রোধিল করিরাজ, ফিরয়ে চারি পাশ, দেখিল গন্ধ অনুসারে। বেড়িল করে ধরি, খসাইল বনমালী, এথায়ে লীলায়ে বিহরে॥ লেঙ্গুড়েতে ধরি তাকে, মারিল এক পাকে, পঞ্চবংশ ধনুক অন্তরে। ফেলিল দূর করি, লীলায়ে খেলয়ে হরি, গরুড়ে যেন ফণী ধরে॥ বিষম গজ রাজ, নাহি পায় অপকাশ, ফিরয়ে দুহে দুহারে বেড়ি। নিষ্ঠুর চাপড় মারি, ফেলিল ক্ষিতিপরি, পলায়ত প্রভু কুতূহলি॥ উঠিয়া গজরাজ, ধাইল তার মাঝ, দন্ত দিল ক্ষিতিতলে। মাহুত দিল টো য়াইয়া, ধাইল গজ ধাইয়া, ধরিয়া ধরিতে নাহি পারে॥ বুঝিয়া তার বল, চিন্তিল দামোদর, শুণ্ড ধরিল নিজ হাতে। ধরণীতলে ফেলি, দশন উপাড়ি, মারিল তার বাড়ি মাথে॥ সগণে গজরাজ, করিয়া সংহার, দন্ত লয়েন শ্রীভুজে। রুধির মৃত্তুকণ, শ্যাম নবঘন, প্রভুর অঙ্গ বিরাজে॥ বদনে ঘর্ম্মজল, রুধির কলেবর, গোপ বালক সব সঙ্গে। রাম দামোদর, দন্ত ধরি কর, প্রবেশ করিল মল্ল রঙ্গে॥

মধুর খেলন, মধুর মিলন, মধুর মন্দ গতি লীলা। মধুর শিশু সঙ্গ, মধুর গতি ভঙ্গ, মধুর ব্রজ শিশুখেলা॥ ললিত গতি বেশ, ললিত পরকেশ, ললিত চলিত বিলাস। ললিত শিশুগণ, ললিত বিহরণ, ললিত সিত মধু হাস॥ চকিত নয়ন, চকিত বয়ন, চকিত গোপ কুমার। চকিত ভ্যভাতি, চকিত মন্দ গতি, চকিত অতি বিহার॥ গোপ শিশুবেশ, সঙ্গে পরবেশ, জগজন মনমোহনে। দেখিয়া সব লোক, ছাড়িল ভয় শোক, মিলন আনন্দসাগরে॥ কেবল বজ্রসম, দেখিল মল্লগণ, নিজ দেহে আত্ম মনোহর। দেখিল নারীগণে, মদন মূর্ত্তিমানে, সুজন গোয়ালা সকল॥ নৃপতিমণ্ডল, দেখিল দণ্ডধর, স্তন্যপ শিশু পিতা মাতা। দেখিল কংস যেন, কেবল যম সম, বিরাট রূপ আগে জ্ঞাতা॥ পরম তত্ত্ব রূপে, যোগেন্দ্রগণ দেখে, ইষ্টদেব বিদ্যমানে। রাম হৃষীকেশ, রঙ্গ মাঝে পরবেশ, পণ্ডিত আচার্য্য ভাগবত গানে॥

পয়ার। কুবলয় পড়িল শুনিল কংসরায়। রাম কৃষ্ণ দেখিল দুর্জ্জয় বজ্রকায়॥ চিন্তে কংস কি আজি করিব প্রতীকার। আজি সে ঘটিল মৃত্যু নাহিক নিস্তার॥ রঙ্গভূমি দুই ভাই ফিরয়ে আনন্দে দিব্যবেশ মহাপ্রভু গজদন্ত স্কন্ধে॥ বিচিত্র বসন বেশ দিব্য অলঙ্কার। দুই মল্ল নট যেন চরণ সঞ্চার॥ কত ভাতি কত লীলা নাহি পরিচ্ছেদ। সর্ব্ব মনোহর যেন দেখি অঙ্গ তেজ॥ শ্রীঅঙ্গ নিরখিতে সব লোক মোহে। হরষিত নয়নে প্রভুর, মুখ চাহে॥ তৃপ্ত নহিল কার বাড়িল আনন্দ। কহনে না যায় যত প্রেমের তরঙ্গ॥ দেখিতে দেখিতে যেন পিয়য়ে নয়নে। নাসিকায় লয় বাস সুগন্ধি চন্দনে॥ বাহুপাশে বেড়ি যেন দেই আলিঙ্গন। এই রূপে আনন্দে মজিল সর্ব্বজন॥ সাত পাঁচ মিলিয়া প্রভুর কথা কহে। কৃষ্ণ দরশন হৈল তত্ত্ব পরিচয়ে॥ এই সে সাক্ষাৎ নারায়ণ ভগবান। বসুদেব ঘরে গিয়া হৈল উপাদান॥ দৈবকী উদরে হৈল ইহার জনম। অবতার কৈল আসি জগত কারণ॥ বসুদেব থুইল এই দুঁহাকে গোকুলে। গুপ্তবেশে বাড়িল গোয়ালা নন্দঘরে॥ এই কৃষ্ণ পূতনাকে করিল সংহার। এই সে মারিল চক্রবাত দুরাচার॥ ইহ সে ভাঙ্গিল দুই যমল অর্জুন। ইহসে মারিল দৈত্য ধেনুক অসুর॥ কেশিনাকে দৈত্য এই বধিল আপনে। ইহ সে ধরিল গিরি কমল সমানে॥ গোকুল

রাখিল ইহ শত বরিষণে। নয়ন ভরিয়া ইহ দেখে গোপীগণে॥ এই শ্রীমুখ দেখি ব্রজপুরনারী। তরিল শোকসাগর কোন পুণ্য করি॥ যদুবংশ ধন্য কৈল এই নারায়ণ। যাহার মহিমা গুণ গায় ত্রিভুবন॥ ইহ সে কৃষ্ণের ভাই জ্যেষ্ঠ সহোদর। নয়ন কমলে শ্বেত-মণি কলেবর॥ ইহ সে মারিল দুষ্ট প্রলম্ব অসুর। ধেনুক মারিয়া তাল খাইল প্রচুর॥ এই রূপে সাত পাঁচ নর নারীগণে। কহয়ে কৃষ্ণের কথা হরষিত মনে॥ আনন্দে কৃষ্ণের কথা নর নারীগণে। সবে মেলি কৃষ্ণকথা কহে স্থানে২॥ হেনকালে ডাকিয়া চাণূর বীর বলে। শুনহে নন্দের পুত্র বলি যে তোমারে॥ শুনিয়ে তোমার বল বীর্য্য চমৎকার। কৌতুক দেখিতে চিত্ত হইল রাজার॥ গোয়ালা ছাওাল হইয়া যুদ্ধ ভাল জান। সে যুদ্ধ দেখিব আমি আপন বিদ্যমান॥ রাজার আজ্ঞায় তুমি হেথা দুইজন। এ বোল বুঝিয়া কর আমা সনে রণ॥ রাজার পিরীতি করে কায়মনোবাক্যে। সর্ব্ব কালে কুশলে সে সর্ব্ব প্রজা থাকে॥ রাজার পিরীতি যেই প্রজা নাই করে। গুরুদ্রোহী বলি তাকে না থাকে কুশলে॥ এ বোল বু-ঝিয়া আইস তুমি আমি মিলি। কায়মনোবচনে রাজার প্রীত করি॥ সর্ব্ব জীব তুহৈবষ্ট সকল লোক দেশ। তুমি আমি যুদ্ধ করি রাজার আদেশ॥ চন্নুরের বচন শুনিয়া সুরেশ্বর। প্রসংশা করিয়া দিল উচিত উত্তর॥ ভাল২ করিয়া উঠিলা গদাধর। রাজার কিঙ্কর তুমি আমি বনচর॥ রাজার পিরীতি যদি আমা হৈতে হয়। এত বড় অনুগ্রহ ভাগ্যে সে মিলয়॥ আইসহ নন্দসুত খেলাব সদায়। কৃষ্ণ বলে শিশু সঙ্গে খেলা না জুয়ায়॥ ছাওালের সনে খেলা খে-লিয়ে পুলিনে। তুমি মল্ল কেমতে খেলিব তোমা সনে॥ মহামল্ল তুমি সব এ রাজ মণ্ডলে। অধর্ম্ম না কর তুমি বলিল সকলে॥ হাসিয়া চাণুর বলে না বল এ বোল। না হও ছাওাল তুমি না হও কিশোর॥ তুমি আমি যুদ্ধ করি দেখুক সভায়। তোমাকে আমার সঙ্গে যুঝিতে না যুয়ায়॥ ইহাতে অধর্ম্ম নাহি নাহিক অন্যায়। নহিয় বিমুখ কৃষ্ণ যুদ্ধ সুকথায়॥ মুষ্টিক যুঝিবে তোমার বলরাম সঙ্গে। রাজসভা বসিয়া দেখুক যুদ্ধ রঙ্গে॥ বীর শিরোমণি শ্রীগদাধর জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥

শুকমুনি বলে রাজা শুনহ বচন। ———

বান ॥ ধায়্যা গিয়া চানুর ধরিল শ্রীহরি। বলরাম মুষ্টিকে দুহেঁ যুদ্ধ করি ॥ হাতাহাতি পায়২ করিয়া বন্ধন। ঠেলাঠেলি ফেলা ফেলি ভূমিতে পতন ॥ আগু আনি পাছু আনি দুহেতে না পারে। দুই জনে মহাযুদ্ধ কেহ নাহি ছাড়ে ॥ যে রূপ চানুরে কৃষ্ণ বাহুযুদ্ধ করে। সেই রূপ যুঝয় মুষ্টিক হলধরে ॥ চতুর্দ্দিগ ভরি লোক চাহি চারি পানে। বীরের সংগ্রাম দেখি বালকের সনে ॥ সভাসদে এত বড় দেখিল অধর্ম্মে। রাজার সাক্ষাতে হয় হেন অপকর্ম্মে ॥ হেন জন নাহি কেবা কংসেরে বুঝায়। বালকের সনে যুদ্ধ পর্ব্বতের প্রায় নবদলকমলের তুল্যপ ছাওয়াল। কে দিল রাজাকে আসি হেন বুদ্ধি ভাল ॥ এই মত সকল বলয়ে বুধজনে। এমত সভায় কভু না হয় প্রসন্নে ॥ দেখহ কৃষ্ণের মুখ শরদমণ্ডল। মুকুতার ধারা যেন শোভে শ্রমজল ॥ পদ্মপত্রের জল যেন টলমল করে। সেই রূপ মুখখানি দেখিতে সুন্দরে ॥ হের কি না দেখ বলভদ্রের বদন। ক্ষণে হাসে ক্ষণে ক্রোধ অরুণলোচন ॥ ধন্য ব্রজভূমি যাতে কৃষ্ণের বিলাস। পুরাণ পুরুষ রূপ রূপে পরকাশ ॥ পূর্ণব্রহ্ম গুপ্তরূপে ধরে নর-বেশ। বনে২ গোধন চরায় হৃষীকেশ ॥ নবঋতু চিনামন্য হইল সোঁহার। চরণে রঞ্জিত মণি মঞ্জির সুন্দর ॥ অজ ভব ব্রহ্মাদি পূজিত চরণ। হেন প্রভু ব্রজকুলে দেখে গোপীগণ ॥ কোন তপঃ গোপী কৈল কহনে না যায়। এমন লাবণ্য রূপ দেখি যে সদয় ॥ কেবল সহজ সিদ্ধি অমূল্য নির্ম্মিত। অনুক্ষণ নরবর যোগেন্দ্রবাঞ্ছিত ॥ জগতে অধিক নাহি যাহার সমান। একান্ত ঐশ্বর্য্য যশ সম্পদের ধাম ॥ হেন রূপ গোপীগণ পিয়য়ে নয়নে। কি কহিতে পারি তার পুণ্য নিরূপণে ॥ এই রূপে কত কত সব লোকজনে। প্রেম ভাবে কৃষ্ণকথা কহে স্থানেং ॥ পুত্রের মহিমা যশ বাপ মায়ে শুনি। শোকেতে ব্যাকুল হৈল তত্ত্ব নাহি জানি ॥ হেন কালে মনে কৈল ত্রিদশ ঈশ্বর। ঝাট করি মারি রিপু বিলম্বে কি ফল ॥ যুদ্ধ বিশারদ প্রভু ভাল যুদ্ধ জানে। রামকৃষ্ণ বাহুযুদ্ধ করয়ে বিধানে ॥ চানুর মুষ্টিক দুই রণেতে প্রখর। বাজিল তুমুল রণ দেখি ভয়ঙ্কর ॥ চাপড় পাতাল ঘর বিশাল বিহার। অঙ্গেং দিয়া করে বজ্রের প্রহার ॥ ভাঙ্গিল দুহার অঙ্গ নাহি অপকাল। টুটিল দুহার বল অন্তরে তরাস ॥ দুরন্ত চানুর মুষ্টি বুকি দুই কর। মুষ্টিকে মারিল

কৃষ্ণের বুকের উপর ॥ না নড়িলা প্রভু তার মুষ্টির প্রহারে। মত্ত গজ উপরে যেন পুষ্পমালা পড়ে ॥ হেনকালে করে প্রভু কোন পরকার। দুই বাহে ধরিয়া ভ্রমায় সাতবার ॥ ফেলাইয়া ভূমিতে পিষিল দৃঢ় করি। পড়িল চানুর বীর নিজ প্রাণ ছাড়ি ॥ সেই রূপে মুষ্টিক মারিল বলরাম। পড়িল দুহার অঙ্গ বজ্রের সমান ॥ তবে কূট নামে বীর আইল ভয়ঙ্কর। মুষ্টির প্রহারে তারে মারে হলধর মল্ল নামে আইল বীর পর্ব্বত সমান। পদাঘাতে কৃষ্ণ তাকে কৈল দুইখান ॥ দুরন্ত তোসল্ল তবে আইল মারিবার। পায়ের ঠেলায় তারে মারিল গোপাল ॥ চানুর মুষ্টিক কূটসল্ল তোসল্লর। এসব পড়িল যদি রণের ভিতর ॥ যতেক আছিল বীর মল্লের প্রধান। চৌদিগে পলায়ে গেল রাখিয়া পরাণ ॥ তবে কৃষ্ণ ডাকিয়া আনিল শিশুগণে। রঙ্গভূমিমধ্যখানে নন্দের নন্দনে ॥ রামকৃষ্ণ দুই ভাই বিহরয়ে রঙ্গে। চরণে নূপুর বাজে গোপ শিশু সঙ্গে ॥ তূর্য্য ভেরী বীরঢাক দুন্দুভি বাজনে। নানা রঙ্গে নাচে শিশু দেখিতে শোভনে আনন্দিত সর্ব্ব লোক করে জয় জয়। আশীর্ব্বাদ করে বিপ্র প্রসন্ন হৃদয় ॥ সাধু২ করিয়া বাখানে দেবগণে। কংসরাজা ব্যাকুলে চিন্তে মনে মনে ॥ উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়া বলে কংসরাজ। হেথা হৈতে ঘুচাহ বাজনা নাহি কাজ ॥ দুষ্ট বসুদেব লয়্যা শীঘ্র করি মার। বাদ্য বাজন শব্দ সব দূর কর ॥ উগ্রসেন পিতা লৈয়া মার ঝট করি। নিরবধি থাকে সে যে রিপু লক্ষকরি ॥ এই রূপে আজ্ঞা করে কংস দুরাচার। লাফ দিয়া মঞ্চে কৃষ্ণ উঠিলা তাহার ॥ লাফ দিয়া কৃষ্ণ যেন বিজুলি সঞ্চারে। কেহ না বুঝিল গেল কোন পরকারে ॥ গোবিন্দ দেখিয়া কংস মঞ্চের উপরে। থাবা দিয়া কৃষ্ণ তার কেশ মুষ্টি ধরে ॥ নিলায়ে গরুড় যেন ধরে ফণিধর। সেই মত কেশ ধরে দিয়া বামকর ॥ সেই রূপে ঠেলিয়া ফেলিল ভূমিতলে। আ পনে পড়িল প্রভু তাহার উপরে ॥ পদ্মনাভ প্রভু সে যে বিশ্বের আশ্রয়। নিরাধার নিরালম্ব অক্ষয় অব্যয় ॥ পড়িতেই মৈল কংস জীবন ছাড়িয়া। ভূমিতে মরিল তবু নির্জ্জাস করিয়া ॥ কংস রাজ পড়িল যে সর্ব্ব লোক দেখে। হাহাকার শব্দ উঠিল চারি দিগে। শয়ন ভোজন পান করিতে মর্জ্জন। সতত দেখিল কংস প্রভু নারায়ণ। সতত আছিল তার উদ্বিগ্ন চিত্ত। যথা যায় চক্র

পাণি দেখে, চমকিত। যোগেন্দ্র দুর্লভ গতি সেকারণে পায়। কৃষ্ণরূপ হৈল কংস চিন্তিয়া সদায় ॥ শকুন্য গ্রথিল আদি অষ্ট সহোদর। আছিল কংসের ভাই মহা ভয়ঙ্কর ॥ মরিবার তরে আসি দিল দরশন। গদার প্রহারে মারে রোহিণীনন্দন ॥ আকাশ মণ্ডলে বাজে দুন্দুভি বাজন। ব্রহ্মা আদি দেবে করে পুষ্প বরিষণ ॥ গন্ধর্ব্ব কিন্নর গায় নাচে বিদ্যাধরী। উঠিল মঙ্গলধ্বনি ত্রিজগত ভরি ॥

বীরগণের মরণ শুনিয়া বীরনারী। ভূমিতে পড়িল আসি হইয়া ব্যাকুলী ॥ শিরে কর হানে কেশ ফেলায় ছিঁড়িয়া। বিলাপ করিয়া কান্দে ভূমিতে পড়িয়া ॥ কংসের মরণ দেখি কংসের বনিতা কংস কোলে করি কান্দে সতী পতিব্রতা ॥ সবার জীবন তুমি অনাথবৎসল। তোমা বিনা শূন্য আজি মথুরানগর ॥ কোথা গেল উৎসব মঙ্গল নৃত্য গীত। এক তোমা বিনে সব দেখি বিপরীত ॥ উঠিয়া বলিয়া দেহ আমি প্রিয় নারী। কি লাগি ছাড়িয়া যাহ হেন রাজপুরী ॥ সেই ভুজদণ্ড মুখ সেই বক্ষঃস্থল। তিলেকে কোথাতে গেল সে রূপ সকল ॥ সেই নাক মুখ বক্ষ সেই দন্তপাতি। সেই ভ্যাজিল নাট এখন অন্য মতি ॥ অকারণে লোক তুমি দণ্ড নিরন্তরে। পর অপরাধে অন্তে এই ফল ধরে ॥ গোব্রাহ্মণ হিংসিলে হিংসিলে দেবগণ। নিজ বন্ধু বান্ধব হিংসিলে অকারণ ॥ থাকুক এসব কথা আর পরমাদ। নিরবধি কর তুমি কৃষ্ণ সনে বাদ ॥ যেই প্রভু সৃজে পালে বিশ্ব চরাচর। সবার রক্ষিত পিতা সবার ঈশ্বর ॥ নাহি আদি অন্ত যাঁর মৃত্যু উৎপত্তি। তাতে অপরাধ তুমি হেন সে কুমতি ॥ এ দীনবৎসল হরি করুণার সীমা আশ্বাসিয়া রাখিল প্রভু যত বীর রামা ॥ প্রবোধিল সবাকে কহি তত্ত্বধর্ম্ম। পরলোক উচিত করাহ সর্ব্বকর্ম্ম ॥ পিতা মাতার বন্ধন করিয়া বিমোচন। দুই ভাই কৈল তাঁর চরণ বন্দন ॥ বীর শিরে মণি শ্রীগদাধর জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥

পুত্রের স্বভাব দেখি জনক জননী। সাক্ষাতে দেখিল এই প্রভু চক্রপাণি ॥ তত্ত্ব জানি সম্ভ্রমে না কৈল আলিঙ্গন। বিনয় বচনে কিছু কৈল সম্ভাষণ ॥ বসুদেব দৈবকীর দেখি তত্ত্বজ্ঞান। নিজ মায়া বিস্তারিলা প্রভু ভগবান ॥ নিকটে দাণ্ডায়ে তবে দুই সহোদর। শুন

মাতা শুন পিতা যে কহি উত্তর॥ আমি সব পুত্র হৈয়া জন্মিনু বিফল। আমার কারণে দুঃখ পাইলে নিরন্তর॥ পুত্রমুখ কিছু না করিলে আমা সনে। না জানিলে পুত্রসুখ লালন পালনে॥ বৃথা জন্ম হয় তবে বিফল জীবন। মায়ে বাপে না কৈল যে পোষণ পালন॥ এতেক বচন বলি রাম দামোদর। নিজ পুরে মাতা পিতা স্থাপিল সকল॥ রামকৃষ্ণ দুই পুত্র করি অবলম্ব। খণ্ডিল সকল দুঃখ বাড়িল আনন্দ॥ তা-সবার সব দুঃখ হৈল বিমোচন। সব মনোরথ সিদ্ধি হৈল সেইক্ষণ॥ বৃদ্ধগণ যুবা হৈল মহা বীর্য্যবল। নর লোক সুকুমার দেখি মনোহর॥ শ্রীমুখ সতত যে করায় নিরীক্ষণ। কেবল আনন্দময় হৈল সর্ব্বজন॥ তবে রামকৃষ্ণ গেল নন্দ বিদ্যমানে। ভুজ আলিঙ্গন দিয়া কৈল সম্ভাষণে॥ কি কথা কহিব বাপ তোমার নিয়ড়। পুষিয়া পালিয়া তুমি কৈলে এত বড়॥ তুমি সে আমার পিতা যশোদা জননী। তোমা সবা বিনা আমি কিছুই না জানি॥ পুত্রেরে অধিক প্রীত কৈলে সর্ব্বক্ষণ। সেই মাতা সেই পিতা যে করে পালন॥ বন্ধুগণ না পারিল পুষিতে পালিতে তোমার মন্দিরে সুখে আছিল গোপতে॥ তুমি যত করিয়াছ পিরীতি পালন। পুত্রের অধিক স্নেহ কৈলে সর্ব্বক্ষণ॥ কোটিযুগে শুধিতে না পারি তব ধার। ইবে আজ্ঞা দেহ দোষ ক্ষমিবে আমার॥ বন্ধুগণ দেখ হেথা কত দিন বসি। তা-সবার পিরীতি করিয়া হেথা আসি। গোপগণ লৈয়া তুমি চল নিজ ঘরে। সতত দেখিহ তুমি আপন নিয়ড়ে॥ নন্দে সন্তোষিল কিছু বিনয় বচনে। বহু রত্ন ধন দিল বিবিধ ভূষণে॥ নানা ধাতুপাত্র সোণা রূপার কলসী। শকট ভরিয়া কত দিল রাশি২॥ কোল দিয়া কৈল পাছে চরণ বন্দন। সন্তোষ করিয়া পাঠাইল গোপগণ॥ উপরোধে নন্দ তবে চলিলা গোকুলে। অঙ্গপূর্ণ হৈল সব নয়নের জলে॥ রামকৃষ্ণ রহে তবে মথুরা মণ্ডলে। যদুবংশ যুবা হৈল আনন্দসাগরে॥ বসুদেব বিচারিয়া করি শুভক্ষণ। পুরোহিত আদি যত আনিল ব্রাহ্মণ॥ বসুদেব মহামতি কৃষ্ণজন্মদিনে। দশ সহস্র ধেনু দান মানিয়াছিল মনে॥ সাক্ষাতে আনিয়া ধেনু দিলতো ব্রাহ্মণে। আর যত দান দিল না হয় গণনে॥ হেনমতে কৈল দ্বিজ কুলোচিত কর্ম্ম।

শিখাইল মুনিগণ নিজ কুলধর্ম্ম ॥ যাহা হৈতে সকল বিদ্যার উৎপত্তি। সর্ব্বজ্ঞশেখর যার ভার্য্যা সরস্বতী ॥ লক্ষ্মী পরিচারী যার ব্রহ্মাদি কিঙ্কর ॥ জ্ঞানময় শুদ্ধরূপ জগত ঈশ্বর ॥ হেন প্রভু মায়ায় ধরিলা নরবেশ। আন হৈতে নয় জ্ঞান তত্ত্ব উপদেশ ॥ দ্বিজকুলে ধর্ম্ম আছে বিপ্র বিদ্যালই। পড়িব ব্রাহ্মণ বেদ গুরু ঘরে যাই ॥ যেই নিত্যকর্ম্ম আমি স্থাপিব সংসারে। এত মনে-ভাবি কৃষ্ণ গেলা গুরু ঘরে ॥ সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত নামে সান্দিপনি। অবন্তিনগরে ঘর দ্বিজকুলমণি ॥ তার ঘরে গিয়া প্রভু হৈলা উপনীত। আরম্ভিল গুরুসেবা যেমত উচিত ॥ শিক্ষাগুরু ভগবান সর্ব্ব তত্ত্ব জানে। আমি সে করিলে কর্ম্ম করিবেক আনে ॥ সর্ব্ব লোকপিতা রামকৃষ্ণ যদুরায়। আপনে করিয়া কর্ম্ম সংসারে বুঝায় ॥ শিষ্যের দেখিয়া গুরু ভকতি নিতান্ত। তুষ্ট হৈয়া ব্রাহ্মণ পড়ায় সর্ব্ব শাস্ত্র ॥ একবার সবে দ্বিজ করায় উচ্চার। শুনিলেই হয় মাত্র দুহার সঞ্চার ॥ সাঙ্গোপাঙ্গ চারি বেদ ব্রাহ্মণে পড়ায়। ধনুর্ব্বেদ যুদ্ধবেদ বিবিধ উপায় ॥ তন্ত্র মন্ত্র ধ্যান শাস্ত্র ন্যায় অলঙ্কার। সাংখ্য পাতঞ্জল আদি যত শাস্ত্র আর ॥ একবার দ্বিজ মাত্রদেই উপদেশ। শুনিলেই শিক্ষা করে রাম হৃষীকেশ ॥ পড়ায় ব্রাহ্মণ শাস্ত্র পরম সন্তোষে। পড়িল চৌষট্টি বিদ্যা চৌষট্টি দিবসে সর্ব্ব শাস্ত্র পড়ি তবে রাম দামোদর। দক্ষিণা দিবারে গেল গুরু বরাবর ॥ কি দিব দক্ষিণা গুরু কহ বিদ্যমানে। গুরুর কৃপায় শিষ্য পায় পরিত্রাণে ॥ দিতে কিছু অশক্ত না দেখি দোঁহাকার যে চাহিব তাহা পাব বুঝি অঙ্গীকার ॥ এতেক চিন্তিয়া বিপ্র গে ভার্য্যা স্থানে। কহিল সকল কথা ভার্য্যা বিদ্যমানে ॥ ব্রাহ্ম চতুরা বড় কহিল মন্ত্রণা। আমি যাহা বলি তাহা মাগিও দক্ষিণা সমুদ্রে ডুবিয়া মৈল আমার কুমার। তাহা আনি দেহ সেই দক্ষিণা আমার ॥ গুরুর বচন শুনি রাম দামোদর। রথের উপরে চ চলিলা সত্বর ॥ সিন্ধুতীরে গিয়া তবে হৈল উপসন্ন। পাদ্য অর্ঘ্য লয়্যা সিন্ধু আইল তখন ॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল দিব্য উপহার মহামূল্য মণি দিল দিব্য আলিঙ্কার ॥ করযোড় করি সিন্ধু নিকট দাণ্ডায়। গুরুপুত্র আনি দেহ বলে যদুরায় ॥ সিন্ধু বলে আমি নাহি হরি যে কুমার। এই জলে আছে এক দৈত্য দুরাচার

শঙ্খরূপ ধরে সে যে নামে পাঞ্চজন্য। সেই সে হরিল শিশু কহিল কারণ্য॥ সমুদ্রের বচন শুনিয়া হৃষীকেশ। সেইক্ষণে সিন্ধুজলে করিলা প্রবেশ॥ শঙ্খাসুর মারিয়া ফেলিল সেই জলে। চাহিয়া না পাইল শিশু তাহার উদরে॥ সেই শঙ্খ লইয়া হরি উঠিলা উপরে। রথে চড়ি যমপুরী চলিলা সত্বরে॥ যমপুরে উত্তরদিগে নাম সঞ্জ-মণি। তাহার নিকটে কৈল পাঞ্চজন্য ধ্বনি॥ পাঞ্চজন্য শবদ বুঝিল অনুমানে॥ সভাসদে ধর্ম্মরাজ উঠিলা আপনে। ত্বরিতে চলিয়া গেল প্রভুর গোচরে॥ শিরে কর ধরিয়া পড়িল ভূমিপরে। নমোঃ জয় জয় ত্রিজগত নাথ। পুন উঠে পুন পড়ে করে দণ্ডপাত॥ পদযুগ পূজিয়া বিবিধ উপহারে। প্রণত কন্দর হয়্যা বলে যোড় করে॥ লীলা নর অবতার সুরাসুর রাজ। আজ্ঞা দেহ আমা হৈতে হয় কোন কায॥ প্রভু কহে গুরুপুত্র আনি দেহ ঝটে। গুরু নির্ব্বন্ধ হেতু আসেছি নিকটে॥ আমার আজ্ঞার [illegible] লঙ্ঘন। শীঘ্র আন গুরুপুত্র করিয়া যতন॥ আজ্ঞা শিরে ধরি যম আনিল সত্বরে। রামকৃষ্ণ গেলা তবে গুরুর গোচরে॥ পুত্র সম-র্পিয়া বলদেব দামোদর। আর কি দক্ষিণা দিব কহ দ্বিজবর॥ তুষ্ট হৈয়া বিপ্র বলে না মাগিব আর। পূর্ণ মনোরথ বাপু করিলে আমার॥ তুমি সবে যে রূপ করিলা গুরুভক্তি। ত্রিভুবনে করে হেন কাহার সকতি॥ যে তোমার গুরু আর তুমি শিষ্য যার। ত্রিভুবনে কার ভয় নাহিক তাহার॥ জগতে নির্ম্মল কীর্ত্তি রহিল তোমার। চিরজীবী হৈয়া বাছা লহ যশঃ ভার॥ নিজ ঘরে চল বাপু না কর বিলম্ব। তোমা দেখি যদুকুলে বাড়ুক আনন্দ॥ গুরুর বচনে কৃষ্ণ বলরাম সাথে। নিজ পুরে প্রবেশিল চড়ি নিজ রথে॥ আনন্দিত যদুকুল দেখি দুই ভাই। ঘরে ঘরে মধুপুরে আনন্দ বাধাই॥ এইমতে নানা কর্ম্ম করে যদুরায়। আপনে আপন গুরু জগতে বুঝায়॥ এইমতে বিহরে তবে প্রভু দেবরাজ। কাহাকে পাঠাব গোকুলে চিন্তে হেন কাম॥ যদুকুল প্রিয়সখা কৃষ্ণের দয়িত বৃহস্পতির শিষ্য মহা বুদ্ধি সুললিত॥ সর্ব্ব লোক প্রিয় কৃষ্ণের ভকত প্রধান। ডাক দিয়া উদ্ধবে আনিল ভগবান॥ হাতে হাত ধরি তবে বলেন শ্রীহরি। চল তুমি উদ্ধব গোকুলে শীঘ্র করি॥ জনক জননী আছে বিরহে দুঃখিতা। মধুর বচনে তার করিবে

পিরীতা ॥ গোপী সব আছে তাহে বিরহে দুঃখিনী। জীবার কারণে জীয়ে খায় অন্ন পানি॥ কহিও আমার কথা তা-সবার স্থানে। খণ্ডাইহ দুঃখ তুমি সন্দেহ বচনে॥ আমা বিনে গোপী কিছু না জানয়ে আন। সতত আমারে মন ধরিয়ে পরাণ॥ পতি সুত না সেবে না করে গৃহ কর্ম্ম। আমা লাগি ত্যজিলেক সর্ব্ব কুল-ধর্ম্ম॥ আমি প্রাণ আমি পতি আত্মবন্ধু ধন। আমাতে সকল গোপী কৈল আরোপণ॥ যে যে লোক ধর্ম্ম ত্যজে আমার নিমিত্তে। আমি তার সর্ব্ব সিদ্ধি করি ভালমতে॥ আমার বিরহে তারা সতত ব্যাকুলা। স্মঙরিং মোরে সতত বিহ্বলা॥ জীয়ে বা না জীয়ে গোপী দেবেধরে প্রাণ। শান্ত করি গোপীর করিহ সমাধান॥ শুকদেব বলে তবে শুন নরপতি। এতেক বচন যদি বলিল শ্রীপতি॥ আজ্ঞা শিরে ধরিয়া উদ্ধব মতিমান। রথে চড়ি ব্রজপুরে করিল পয়ান॥ দিনমণি অস্ত গেল দিন অবশেষে। হেনকালে গিয়া কৈল গোকুলে প্রবেশে। শুক্রবর্ণ মত্ত বৃষগণ করে নাদ। হাম্বারব করিয়া সুরভি ছাড়ে ডাক। ক্ষীরভরে খসিয়া পড়য়ে পয়োধর। উর্দ্ধমুখে করে ধেনু বাছুর হাঁকার॥ এ দিগে ওদিগে বৎস পুচ্ছ তুলি ধায়। গোপীগণ চৌদিগে প্রভুর গুণ গায়॥ গো দোহন শব্দ শুনিয়া সুললিত। দিব্য বেশ গোপ গোপীগণ আনন্দিত॥ গোব্রাহ্মণ পিতৃ দেব অর্চ্চন বন্দন। হোমকর্ম্ম সূর্য্য পূ পতির সেবন॥ প্রতি ঘরে ধূপ দীপ সুগন্ধি পূরিত। বিচিত্র লক্ষি পূর মন্দির মণ্ডিত॥ কুসুমিত বন বৃক্ষ সর্ব্বত্রে পূরিত। বিবি বিহগ ভৃঙ্গকুল সুনাদিত॥ বিলসিত জল নদ নদী সরোবরে। কা কারণ্ডব জলচর কোলাহলে॥ দিব্য গন্ধ পদ্মবন পরম সুগন্ধ। হৃষ্ট পুষ্ট সর্ব্ব লোক দেখিতে আনন্দ॥ সুখময় স্থল সেই আশ্চর্য্যে লীলা। হেন কে আছয়ে তার করিব মহিমা॥ উঠিয়া উদ্ধব য গেলা গোপকুলে। পরম আনন্দে নন্দ পূজিলা সাদরে॥ ভ ভাবে পূজে নন্দ কৃষ্ণবুদ্ধি করি। বিচিত্র মন্দিরে নিল ভুজ যু ধরি॥ বসাইল তাহাকে যে বিচিত্র আসনে। মিষ্ট অন্ন পান দি করাইল ভোজনে॥ দিব্য পালঙ্কেতে লয়্যা করাইল শয়ন। মুখ বাস দিয়া কৈল পাদ সম্বাহন॥ পাদ সম্বাহন নন্দ করয়ে আপনে পুছিতে লাগিল তবে মধুর বচনে॥ যদুকুল নন্দন উদ্ধব মহাভাগে

কুশল জিজ্ঞাসা কিছু করিলা তাহাকে॥ বসুদেব প্রিয়সখা আছেন কুশলে। সপুত্র বান্ধবে কিবা আছে নিরাকুলে॥ এই বড় ভাগ্য পাপ কংস গেল ক্ষয়। সাধুজন হিংসিলে তার কিছুই না রয়॥ কদাচিত কৃষ্ণ কি স্মওরে মাতা পিতা। কিবা গোপ শিশুগণ আভীর বনিতা॥ ধেনু বৃন্দাবন কিবা গোকুলনগর। তরু গিরি কভু কি স্মওরে বংশীধর॥ বন্ধুগণ দেখিতে আসিব কদাচিত। কবে আর সে মুখ দেখিব সুললিত॥ দাবাগ্নি করিয়া পান গোকুল রাখিল। ঝড় বরিষণে গিরি পর্ব্বত ধরিল॥ বৃষাসুর মারিয়া রাখিল এগোকুল। কালিনাগ দমিয়া তাহাকে কৈল দূর॥ এইরূপে কত দৈত্য করিয়া সংহার। কত রূপে গোকুল রাখিল বারেবার॥ কি কহিব অদভুত তার বীর্য্যবল। কোন পাপে আমা সব বঞ্চিত সকল॥ স্মওরিতে তাহার বল বীর্য্যের মহিমা। সে রূপ লাবণ্য সুখ কটাক্ষ ভঙ্গিমা॥ সে মধুর হাসি তার মধুর ভাষণ। পাসরিলা নিজ কর্ম্ম গোকুলের জন॥ বিস্মরিলে কৃষ্ণ নহে মোর বিস্মরণ। পুনঃ২ সেই গুণ হয়ত স্মরণ॥ অঙ্গনে২ সেই চরণ ভূষণ। সেই বৃন্দাবন গিরি সেই শিশুগণ॥ এসব দেখিতে মন হয় কৃষ্ণময়। কৃষ্ণ বিনে আন কিছু মনে নাহি লয়॥ হেন বুঝি রামকৃষ্ণ দুই সহোদর। সুরকর্ম্ম সাধিতে মনুষ্য কলেবর॥ গর্গের বচন আছে ইহাতে প্রমাণ। প্রভাব দেখিয়া আর করি অনুমান॥ কংস হেন অসুর মারিল অবহেলে। দশ সহস্র মত্তহস্তীর বল ধরে কুবলয় গজ মারে তাহার সমান। যেন সিংহ মৃগ মারে নহে বস্তু জ্ঞান॥ তিলতাল মহাসুরে ভাঙ্গি ধনুখণ্ড। গজরাজ হেন যেন ভাঙ্গে ইক্ষুদণ্ড॥ সপ্ত দিন এক হস্তে ধরে মহাগিরি। প্রলম্ব ধেনুক বক মারে লীলা করি॥ তৃণাবর্ত্ত আদি যত দৈত্য দুরাচার। এ সকল দৈত্য কৈল লীলায় সংহার॥ সুরাসুর যার ভয়ে কম্পিত সদয়। হেন সব দৈত্য কৃষ্ণ বধিলা লীলায়॥ এই রূপে নন্দ কৃষ্ণ স্মওরি২। ক্রন্দন করয়ে নন্দ কৃষ্ণে মন ধরি॥ আঁখিভরি পড়ে নীর কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। ধরিতে না পারে অঙ্গ প্রেমরস ভরে॥ এই রূপে পুত্রগুণ করিতে বর্ণনা। কান্দিতে যশোদা রাণী পাসরে আপনা॥ প্রেমভরে পয়োধরে খসি পড়ে ক্ষীর। নয়নের জল পড়ি তিতিল শরীর॥ দেখিয়া দুহার কৃষ্ণপ্রেম অনুরাগ। প্রেমা-

অঙ্গে পুরিল উদ্ধব মহাভাগ॥ ধন্য২ বলি তবে করয়ে বাখান। প্রবোধ উত্তর দিল উদ্ধব মতিমান॥ অখিল জগত গুরু প্রভু নারায়ণ। তাহাতে এমত কেনে চিত্র আরোপণ॥ বলদেবে জানি বিশ্ব উৎপত্তির স্থান। পুরুষ পুরাণ কৃষ্ণ বিশ্ব উপাদান॥ সর্ব্বভুতে ব্যাপিয়াত জগতের ভিন্ন। জ্ঞানময় পুরুষ পুরাণ গুণ হীন॥ মরণ সময় যার চরণ যুগলে। তিলেক ধরিয়া চিত্র ত্যজে কলেবরে॥ কর্ম্মবন্ধ জগত করিয়া বিমোচন। কৃষ্ণময় হয় তার বৈকুণ্ঠে গমন॥ হেন প্রভু নারায়ণ সর্ব্বভুত পতি। জগত কারণ মায়া অমূল্য মুরতি॥ তাহাতে নিতান্ত ভক্তি দেখিনু তোমার। পুণ্যফল অবশেষ কি কহিব আর॥ আসিবে গোবিন্দ হেথা পরিহর খেদ। তারি সঙ্গে কভু তোমার নহিবে বিচ্ছেদ॥ কংস বধি যে করিল রঙ্গভুমি মাঝে। অবশ্য আসিব কৃষ্ণ গোকুল সমাঝে॥ সত্যবাদী প্রভু সত্য করিব সে বাণী। এ বোল বুঝিয়া আর খেদ কর জানি॥ হৃদয়ে চিন্তিয়া চাহ দেখিছ গোপালে। সবার হৃদয়ে কৃষ্ণ থাকে সর্ব্বকালে॥ অন্তর্যামী ভগবান সর্ব্বভুতে বাস। হৃদয়কমলে কৃষ্ণ চিন্তিলে প্রকাশ॥ কাষ্ঠের ভিতরে যেন থাকে হুতাশন। মথিলে বেকত হয় জানিবে তখন॥ উত্তম অধম তার সকলি সমান। সর্ব্বত্রেতে সম তেঁহো সর্ব্বত্র সমান॥ পিতা মাতা নাহি তার নাহি সুত দার। নিজ পর নাহি তার জনম সংহার॥ সত্বগুণে সৃষ্টি পালে বিষ্ণু অবতার। তমোগুণে রুদ্র রূপে করয়ে সংসার॥ কর্ত্তা নহে কর্ম্ম করে অজ হয়্যা জন্ম। জগতে বুঝিতে পারে কেবা তার মর্ম্ম॥ প্রভুর অভিন্ন সব কেহ কিছু নহে। অভিমানে কর্ত্তা ভোক্তা আপনাকে কহে॥ ভাওরি ফিরিলে যেন ফিরয়ে ধরণী। এইরূপে ভ্রমে জীব আপনা না জানি॥ সে প্রভু তোমার পুত্র নহে কোন কালে। জগতের পুত্র তিহোঁ বন্ধু সহোদরে॥ জগতের পিতা মাতা সবার ঈশ্বর। কাট পতঙ্গ আদি যত জীবচর॥ ছোট বড় তৃণ গিরি কেহ নহে আন। যত দেখি সত্তা নহে সত্য ভগবান এ বোল বুঝিয়া তুমি স্থির কর চিত। চিন্তিলেই হেথা কৃষ্ণ দেখিবে নিশ্চিত॥ এইরূপে নন্দ গোপ কৃষ্ণ অনুচরে। রজনী বঞ্চিলা দুহে কৃষ্ণকথা শুনে॥ গোপী সব উঠিয়া রজনী অবশেষে। প্রদীপ জালিয়া কৈল মন্দিরে প্রবেশে॥ বাস্তু পূজা করে গোপী প্রতি

ঘরে২। দধি মন্থন করে গোপী হেন অবসরে॥ মণিময় কুণ্ডল শ্রবণে বিরাজিত। ভুজযুগে কঙ্কণ কিঙ্কিণী সুললিত॥ দীপ্ত মণি অলঙ্কারে শোভে কলেবর। দধি মথে ব্রজনারী প্রতি ঘরে ঘর॥ কমলনয়ন গুণ গায় উচ্চৈঃস্বরে। দধি মন্থনের ধ্বনি শুনি কোলা-হলে॥ শবদে শবদ মিলি উঠিল গগণে। দশ দিগ পাপ হরে যাহার শ্রবণে॥ দধি মথে ব্রজনারী গায় কৃষ্ণগুণ। রজনী প্রভাত হৈল উদিত অরুণ॥ দেখিল সুবর্ণ রথ নন্দের দুয়ারে। দুই চারি সখী মেলি অনুমান করে॥ এই রথ কার কেবা আইল নন্দ ঘরে। সেইবা অক্রূর হয় কংস অনুচরে॥ গোপীর জীবন কৃষ্ণ যে নিল হরিয়া। কি কায সাধিতে ইবে গোপীগণ দিয়া॥ এই রূপে গোপী সব মেলি কহে কথা। নিত্য ক্রিয়া করিয়া উদ্ধব আইল তথা॥ ধীর শিরোমণি শ্রীগদাধর জ্ঞান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধু-রস গান॥

আজানুলম্বিত ভুজ রাজীবলোচন। প্রফুল্ল কমলানন হসিত বদন॥ শ্যাম কলেবর পীত কটিতটে বাস। গণ্ডযুগ মণিময় কুণ্ডল বিলাস॥ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মহাপুরুষ লক্ষণ। উদ্ধব দেখিয়া গোপী চিন্তে মনেমন॥ এ কোন পুরুষ কৃষ্ণ সম বেশ ধরে। কোথা হৈতে কোথা যায় কিবা নাম ধরে॥ এ বোল বলিয়া গোপী বেড়ে চারি পাশে। কোন২ গোপী যায়্যা নিকটে জিজ্ঞাসে॥ কিঞ্চিৎ লজ্জিত মুখ অবলম্ব হই। সলজ্জ মধুর ভাব ভুরুভঙ্গে চাই॥ কনক আসনে যদি উদ্ধব বসিলা। মধুর বচনে কিছু কহিতে লাগিলা॥ তোমা ভালে জানি পুরবর্ত্তী অনুচর। তোমাকে পাঠায়ে দিল গোকুল নগর॥ পিতা মাতা বন্ধুগণ করিতে পিরীতি। ব্রজপুরে পাঠাইল মধুপুরপতি॥ পিতা মাতা যদি তার না থাকিব মনে। তবে হেন বুঝি কিছু নাহিক স্মরণে॥ স্নেহ অনুবন্ধ কেহ জগতে না ছাড়ে। মনে যদি হয় সেহ ছাড়িতে না পারে॥ অন্য সনে অন্যের মৈত্রতা বিড়ম্বন। নিজ কর্ম্ম অবধি তাহার প্রয়োজন॥ রতিসুখ করিয়া পুরুষ নারী ত্যজে। মধুরস না পীয়া ভ্রমর পুষ্প ভজে॥ নির্দ্ধন পুরুষ হৈলে বাসে নারী ছাড়ে। দুর্ব্বল নৃপতি দেখি প্রজা পরিহরে বিদ্যা পড়ি শিষ্য ত্যজে গুরু সন্নিধানে। ফল না থাকিলে বৃক্ষ ত্যজে পক্ষগণে॥ অতিথি ভোজন করি গৃহস্থ ছাড়ি যায়। রতি

ভোগ করি জার হাড়িয়া পলায় ॥ এ সব পিরীতি নিজ কার্য্য সাধিবার। প্রয়োজন হৈলে কিছু কার্য্য নাহি আর ॥ এই রূপে কহে গোপী উদ্ধবের আগে। কহিতে২ স্তব্ধ হৈল অনুরাগে ॥ দেহ মন বচন গোবিন্দে সমর্পণ। লজ্জা পরিহরি তবে করেন ক্রন্দন ॥ মুক্তকণ্ঠ হৈয়া গোপী কৃষ্ণগুণ গায়। সওরি২ গোপী কান্দে উভরায় ॥ কোন গোপী ক্রোধ করি উদ্ধব গোচরে। ভ্রমর কল্পিয়া দুঃখ স্থলে কিছু বলে ॥ সতিনের কুচতট বিলোলিত মানে। তাহার কুঙ্কুম তোর নখ লোম জানে ॥ পরশ না কর ভৃঙ্গ চরণ আমার। যদুকুল বিলম্বিত এ দূত যাহার ॥ শুনহে ভ্রমর তুমি কিতবের মিত ভালত কহিলে তুমি দূত সুচরিত ॥ পুরনারী প্রসাদ করুক পুররাজে। তার কথা না কহিবে গোপীর সমাঝে ॥ স্বকৃত অধরমধু করাইয়া পান। ত্যজি গেল কৃষ্ণ যেন আমা বিদ্যমান ॥ কি রূপে কমলাদেবী পদযুগ সেবে। এমন বঞ্চকে বা বাড়াই অনুরাগে ॥ হেন বুঝি তাহার উত্তম যশ শুনি। ভুলিল কমলাদেবী তত্ত্ব নাহি জানি ॥ বনচরি আমি সব নাহি গৃহপুরি। তার গুণ কেনবা গাই উচ্চ করি ॥ পুরপতি কথা পুরনারী পাছে কয়। তোর ঠাঞি মোর বঞ্চিত না হয় ॥ অঞ্জনের প্রিয় তার নপুংসক সখা। আমা বিদ্যমানে তার না কহিও কথা ॥ ভ্রমরা বোল যদি এত দোষ জান। তবে কেন ভজিলে তাহার কথা শুন ॥ স্বর্গ মর্ত্য পাতালে এমত নারী আছে। তাহার কটাক্ষ হাসি লাবণ্য বিলাসে ॥ সে রূপ দেখিলে যেবা নহে বিমোহিতা। কি দোষ আমার যার কমলা বনিতা ॥ পায়ে না পড়িহ ভৃঙ্গ না ধর চরণে। বিনয় পণ্ডিত সে যে কপট ভাল জানে। তুমি সব তাহার দূত জানিস চাতুরি। তাহার কপটে গোপী ভাণ্ডিতে না পারি। পতি সুত গৃহ কুল যার লাগি ত্যজে। কেন সে ত্যজিয়া যায় সুহৃদ না বুঝে ॥ এতেক জানিল তার মূর্খ ব্যবহার। ধর্ম্মাধর্ম্ম তার কিছু নাহিক বিচার ॥ বিনা অপরাধে বালি বিন্ধি কেন মারে। সূর্য্যবংশে জনমিয়া ব্যাধের কর্ম্ম করে ॥ স্ত্রী লাগিয়া বনেং বেড়ায় ভ্রমিয়া। সূর্পণখার নাক কান কেলায় কাটিয়া ॥ বলিরাজা ছিল ত্রিভুবনের ঈশ্বর। তার পূজা লয়্যা তার হরয়ে সকল ॥ পাতালে বান্ধিয়া তাকে থুইল নাগপাশে। কাকে বলি খাইয়া যেন সেই [illegible]। নাশে

কালা রূপে কালা অন্তর কালিয়া। তা-সনে পিরীতি করে নির্লজ্জ হইয়া॥ তবে তার কথা খানি ছাড়নে না যায়। না দেখিয়ে আমি সব তাহার উপায়॥ যদি বল তার কথা না কহিও আর। স্ত্রী হইয়া কেমনেতে পারি ছাড়িবার॥ স্বকৃত যাহার গুণ শুনি ধীরগণে। সুত দারা গৃহসুখ ত্যজে সেইক্ষণে॥ পক্ষ যেন ভ্রমিং ভিক্ষা মাগি খায়। স্ত্রী জাতি আমি সব কি আছে উপায়॥ কু-টিলের বচন মানিনু সত্য করি। কুনিসে রগীতে যেন মৃগী মরে ভুলি॥ তবে তার কথা ছাড়ি আর কথা কহ। কিছু যদি চাহ তুমি তাহা মাগি লহ॥ সত্য কি আসিব হেথা নন্দেরনন্দন। কিবা তথা লয়্যা যাবে এই গোপীগণ॥ কিবা মধুপুরে হরি আ-ছেন কুশলে। পিতা মাতা বন্ধুগণ কভু কি স্মওরে॥ কিঙ্করীগণের কথা শুনিবেন চিত্তে। শ্রীভুজ করে আর তুলি দিব মাথে॥ ভৃঙ্গ লক্ষকরি গোপী উদ্ধবেরে বলে। এইরূপে নানা বাণী বলে নানা ছলে॥ উদ্ধবে দেখিয়া ভক্তিরস মহোদয়। গোপীগণে শান্তিয়া সে বলে মহাশয়॥ আসিব গোপাল গোপী চিত্ত স্থির কর। নি-কটে দেখিবে হরি খেদ পরিহর॥ অহো ধন্য গোপী তুমি জগত পুজিতা। সাধিলে সকল সিদ্ধি ত্রৈলোক্য বন্দিতা॥ গোবিন্দ চরণে যার চিত্ত আরোপণ। কি তার কহিব ভাগ্য সফল জীবন॥ দান ব্রত তপ জপ যজ্ঞ আদি করি। কোটিং জন্ম যদি সাধিবারে পারি তবে সে এমন ভক্তি সাধিতে না পারি। হেন ভক্তি তুমি সব সা-ধিলে স্থির করি॥ মুনির দুর্লভ ভক্তি দেখিনু তোমার। ভাগ্য তুমি ত্যজিলে বান্ধব পরিবার॥ অহো ভাগ্য পতি সুত ত্যজিলে সকল। কুল শীল ত্যজিয়ে ভজিলে দামোদর॥ পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণে কৈলে সর্ব্ব সমর্পণ। ভাগ্যে তোমাসবা সনে হৈল দরশন॥ এত অনুগ্রহ হৈল কৃষ্ণের বিরহে। তেকারণে দরশন তোমা সবা সহে॥ শুন গোপী কৃষ্ণের সন্দেশ সুখময়। যে কহিয়ে আমাকে পাঠাইল দয়াময়॥ সর্ব্ব ভাবে নাহি হয় আমার বিচ্ছেদ। বিচারিয়া চাহ গোপী পরিহর খেদ॥ পঞ্চভুতে ব্যাপিত সব চরাচর। অন্তর বাহিরে যেন আছে নিরন্তর॥ এইরূপে তুমি সব জানিহ নিশ্চয়। সর্ব্ব জীবে বসি আমি সর্ব্ব জীবময়॥ আপনি আপন সৃষ্টি করিয়ে

সংহার। আপনাকে আপনি পালি যে সর্ব্বকাল॥ এইমতে আছে আমার মায়া অনুভাব। ব্রহ্মাদি বুঝিতে নারে অনন্ত প্রভাব॥ জ্ঞানময় জীব নিত্য শুদ্ধ সুখময়। নাহি হানি, লাভ তার নাহি অতিশয়॥ সুখময় দুঃখ তার মনের বিলাস। জ্ঞান হইলে সে সব অবিদ্যা হয় নাশ॥ মিথ্যা হেন জানি যেন জাগিলে স্বপন। এই রূপে বিচারিলে টুটয়ে ভরম॥ সকল ইন্দ্রিয় যদি বান্ধিল যতনে। নিত্য শুদ্ধ জীব তবে জানিয়ে তখনে॥ এই অর্থ সর্ব্ব বেদে কহে সর্ব্ব শাস্ত্রে। সাংখ্যযোগ কহে তবে এই তত্ত্ব মাত্রে॥ ত্যাগ তপ দয়া সত্য এই মাত্র সাধি। নদ নদী গতি যেন সমুদ্র অবধি॥ যরে আছি আমি তার কহিব কারণ। আমারে ধেয়াল যেন করে সর্ব্বক্ষণ॥ যার প্রিয় পতি থাকে অতি দূর দেশে। সদত নারীর চিত্ত পতিদেহে বৈসে॥ নিকটে থাকিলে তার হয় অনাদর। বিশেষে নারীর চিত্ত সহজে চঞ্চল॥ এই সে কারণে আমি দূর দেশে বৈসি। সদত থাকয়ে চিত্ত আমাতে প্রবেশি॥ আমা লাগি লোক-ধর্ম্ম সকল ত্যজিলে। চিত্ত বিত্ত সকল আমাতে নিয়োজিলে॥ আমার চরিত্র কর সদত ধেয়ান। আমা বিনে চিত্তে কিছু না ভাবিহ আন॥ আমাকে পাইল তার নহিল কোন সিদ্ধি। এ বোল বুঝিয় আমা চিত্ত নিরবধি। এতেক বচন প্রভু কহিল সাক্ষাতে। তুমি সব বুঝিয়া সন্তোষ কর চিতে॥ কৃষ্ণের বচন শুনি উদ্ধবের মুখে শুনিয়া গোপীর চিত্ত পূরিল সন্তোষে॥ এসব বচন শুনি ব্রজবধূ গণে। কহিতে লাগিলা কিছু হরষিত মনে॥ এই ভাগ্য কংসবে সবংশে কৈল নাশ। রিপু সংহারিয়া কৈল যদুকুলে বাস॥ স- মনোরথ সিদ্ধি কৈল বন্ধুগণে। কুশলে থাকুন কৃষ্ণ বন্ধুগোষ্ঠী সনে এক কথা কহিয়ে উদ্ধব মহাভাগ। পুরবধূগণে কৃষ্ণ করে অনুরাগ বিদগধ শিরোমণি রসিক নাগর। মোহিব নারীর চিত্ত কাম্য কর বড়॥ পিরীতি বাড়ায় কি নগর নারীগণে। তারা সব পিরীতি করয়ে কোন মনে॥ সজল মধুর হাস লীলা নিরীক্ষণে। আমি সব গোবিন্দ ভজিল অনুক্ষণে॥ বিবিধ লাবণ্য তারা জানে পুর নারী। রতিরসকলা গুরু শ্রীবনমালী॥ দুহার পিরীতি লাগি দুহার বন্ধন। আর কি গোকুলে হরি আসিব এখন॥ পুরনারী সমাজে বসিয়া কোন কালে। গোষ্ঠী মধ্যে নানাবিধ কথা অনুসারে।

কভু কি স্মঙরে প্রভু ব্রজপুর নারী। কবে আর সে মুখ দেখিব আঁখিভরি॥ সে সব রজনী কিবা হয় স্মঙরণে। কুন্দকুসুম চাঁদ চারু বৃন্দাবনে॥ কিঙ্কিণী কঙ্কণ মণি নূপুর বাজন। মধুর বেণুর রব মধুর ভাসন॥ রমণী সমাঝে যাতে কৈল রাসকেলি। সে সব রহস্য কি স্মঙরে বনমালী॥ আর কি আসিব হেথা সে নন্দ-নন্দন। দেখা দিয়া গোপীগণের রাখিব জীবন॥ কেনে আর হেথাতে আসিবে বনোমালী। রাজ্যপদ পাইল পুরী নিপাতন করি॥ বন্ধুগণ সঙ্গে হৈল একত্রে মিলন। বিভা করি আনিব কৃষ্ণ রাজকন্যাগণ॥ গোপনারী আমি সব বসি বনে২। কি কাম এখানে আর আমা সবা সনে॥ আন নারী করি তার কিবা বস্তু জ্ঞান। লক্ষ্মীপতি আসনেই পূর্ণভগবান॥ কহিল পিঙ্গলা বেশ্যা তাহাকে স্মঙরি। তবু তার আশাখানি ছাড়িতে না পারি॥ নৈ-রাশ পরম সুখ আশা দুঃখময়। পিঙ্গলা বেশ্যার বাণী সেই সত্য হয়॥ তাহা জানি তবু তার ছাড়িতে নারি আশা। না পাসরি তাহার তিলেক গুণভাষা॥ ভজিতে কমলাদেবী ইচ্ছাও না করে তবু লক্ষ্মীদেবী তার সঙ্গ নাহি ছাড়ে॥ হেন কৃষ্ণ গোপী পাসরিত কোন মনে। সেই যমুনার জল সেই বৃন্দাবনে॥ সেই ধেনুবৎস সেই শিশু বিদ্যমানে। সেই গোবর্দ্ধন গিরি মুকুলিরসানে॥ পুনঃ২ নন্দঘোষ করয়ে স্মরণে। বিস্মরিলে কৃষ্ণ পুনঃ নহে বিস্মরণে॥ সেই পদকমল দেখিয়ে পাদতলে। পাসরিলে অনুরাগ দশ গুণ বাড়ে॥ হে কৃষ্ণ হে রমানাথ দুঃখ বিমোচন। হে গোবিন্দ ব্রজ-নাথ দুরিত খণ্ডন॥ মজিল গোকুল কৃষ্ণ এ শোকসাগরে। বারেক উদ্ধার প্রভু নিজ পরিকরে॥ এইরূপ বিলাপ করিয়া ব্রজনারী। রহিল ক্ষণেক গোপী চিত্ত স্থির করি॥ কৃষ্ণের সন্দেশ শুনি চিত্ত সমাধিল। কৃষ্ণবুদ্ধি করিয়া উদ্ধবে পূজা কৈল॥ পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া তাকে পূজিল বিধানে। কুশল জিজ্ঞাসা করে মধুর বচনে॥ এই রূপে প্রতি দিন প্রত্যুষ বিহানে। উদ্ধবের সঙ্গে বসি রহে গোপী-গণে॥ কৃষ্ণকথা কহিয়া গোঙায় রাত্রি দিনে। কৃষ্ণ বিনে আর কিছু চিত্তে নাহি জানে॥ দেখিয়া গোপীর প্রেম ভকতি উদয়। দেহধর্ম্ম পাসরিল উদ্ধব মহাশয়॥ দেখিয়া গোকুলবাসীর প্রেমের তরঙ্গ। তিলে২ উদ্ধবের বাড়য়ে আনন্দ॥ রাত্র দিন উদ্ধব গোবিন্দ

গুণ গায়। নিরবধি গোকুলের আনন্দ বাড়ায়॥ যত দিন উদ্ধব আছিল ব্রজকুলে। ক্ষণ মাত্র গোপ গোপী মানিল সকলে॥ দেখিয়া গোকুলে কৃষ্ণ প্রেমের প্রকাশ। আজি কালি করিয়া বঞ্চিলা চারি মাস॥ গিরিতট উপবন চাহিতে২। আনন্দে লইয়া বেড়ায় দেখিতে২॥ বিমল যমুনা তট কুসুমিত বন। তরু গিরি নদ নদী দেখি সুশোভন॥ বনে২ দেখিয়া প্রভুর পদ চিহ্ন। না বুঝিল উদ্ধব কিছুই রাত্রি দিন॥ গোপ গোপী ব্যাকুল দেখিয়া কৃষ্ণ রসে। উদ্ধবের মনে কিছু রহিল প্রকাশে॥ এইরূপে চারি মাস বঞ্চিল গোকুলে। মথুরা যাইতে ত্বরা হইল তাহারে॥ চলিবার বেলে উদ্ধব বলে কোন বাণী। ধন্য গোপকুল ধন্য গোকুলরমণী॥ তুমি সব ক্ষিতিতলে সফল জন্মিলে। এমত একান্ত ভক্তি গোবিন্দ লভিলে মুনি যারে বাঞ্ছা করে পায়্যা ভবভয়। হেন ভক্তি গোপীগণে দেখিল উদয়॥ আমি সব বাঞ্ছা করি যারে নিরন্তর। ভক্তি শূন্য জন্ম যদি ব্রহ্মার বিফল॥ বনে বৈসে গোপজাতি গোয়ালার নারী। ভক্তিযোগে ইহা সবার কি অধিকার ধরি॥ কিবা এইরূপে কৃপা করয়ে ঈশ্বরে। না জানিয়া যেবা ভজে তাহাকে উদ্ধারে॥ না জানিয়া করে যদি ঔষধ ভক্ষণ। তবু তার রোগ যেন হয় নিবারণ॥ বস্তুর শকতি কার্য্য অপেক্ষা না করে। ভজিলেই মাত্র কৃপা করয়ে ঈশ্বরে॥ করিয়া নিতান্ত ভক্তি ভজয়ে সদায়। লক্ষ্মী হঞা এমত প্রসাদ নাহি পায়॥ পদ্মগন্ধা সুরবধূ কি বলিব তারে। এমত প্রসাদ কভু লভিতে না পারে॥ রাস উৎসবে ভুজদণ্ড কণ্ঠে ধরি কৃষ্ণ লয়্যা কৈল রাস রসময় কেলি॥ যেমত প্রসাদ কৃষ্ণ কৈল গোপীগণে। এমত প্রসাদ নাহি লভে ত্রিভুবনে॥ বৃন্দাবনে যত আছে তরুলতাগণে। গোপীর চরণ-ধূলী করয়ে সেবন॥ তৃণ এক হয়্যা মোর জন্ম হকু তাতে। পদরজ গোপীর লভিব কোন মতে॥ সুজন বান্ধব সব কুলধর্ম্ম ছাড়ি। ভজিল মুকুন্দ পদ দৃঢ় ভক্তি করি॥ যে পথের অন্ত নাহি পায় শ্রুতিগণে। হেন কৃষ্ণপদ গোপী ভজিল কেমনে॥ কমলা পূজিত পদ ব্রহ্মাদি বন্দন। মহা যোগেশ্বর যার করয়ে চিন্তন॥ হেন চরণারবিন্দ কুচে আরোপিয়া। ছাড়িল বিরহ তাপ হৃদয়ে ভাবিয়া॥ বন্দো ব্রজনারী-পদরেণু নিরন্তর। ভক্তি শূন্য জন্ম যদি ব্রহ্মার বিফল॥ গোপীগণে আজ্ঞা মাগি কৈল

অনুমতি। নন্দ যশোদার ঠাঞি করিয়া মিনতি॥ গোপগণে সম্ভাষিয়া মাগিল বিদায়। রথে চড়ি উদ্ধব চলিল মথুরায়॥ পাছে পাছে চলিল গোকুলপুরনারী। নানা রত্ন দিয়া তবে আকুর্ব্বাদ করি॥ নন্দ আদি গোপগণ কর যোড় করে। কান্দিতেং কিছু বলে উচ্চৈঃস্বরে॥ চিত্ত বিত্ত রহু কৃষ্ণ চরণযুগলে। কৃষ্ণ বিনে চিত্তে যেন আন নাহি ধরে॥ প্রণাম করিতে যেন রহে কলেবর। বাণী যেন কৃষ্ণগুণ কহে নিরন্তর॥ কর্ম্মবন্ধে যথা তথা হয়ত উৎপত্তি। জনমেং যেন হয় কৃষ্ণেরতি॥ প্রভুর ইচ্ছায় জন্ম হকু যথা তথা। কভু যেন নাহি ছাড়ি কৃষ্ণগুণকথা॥ এইরূপে গোপগণ কৃষ্ণে ধরি আশা। উদ্ধবে পাঠায়ে দিল করিয়ে সম্ভাষা॥ উদ্ধব মথুরা আসি কৃষ্ণ সম্ভাষিল। প্রণাম করিয়া সব কথা নিবেদিল॥ বসুদেব বলরাম বন্দিল চরণ। রাজ বিদ্যমানে লৈয়া দিল উপায়ন॥ উদ্ধব সংবাদ কথা বুদ্ধি অনুসারে। কহিল প্রবন্ধ বন্ধ বুঝিবার তরে॥ ভক্তি-রস গুরু শ্রীল গদাধর জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥

শুকদেব বলে রাজা ভকত প্রধান। আর অদভুত কহি কর অবধান॥ সর্ব্বজ্ঞ শেখর প্রভু সর্ব্ব তত্ত্ব জানে। সর্ব্ব ভুত আত্মা পরিপূর্ণ ভগবানে॥ কুব্জীর পিরীতি করিতে আছে মন। তেকা-রণে তার গৃহে করিলা গমন॥ কামানলে দগ্ধ কুবজীর কলেবর। তেকারণে গেলা প্রভু কুবজীর ঘর॥ আত্মবর্গ যদুগণ উদ্ধব সংহতি। কুবজীর ঘর গেলা প্রভু যদুপতি॥ দিব্য পরিচ্ছদ ঘর বিচিত্র নি-র্ম্মাণ। বহুবিধ বসন ভুষণ অন্ন পান॥ বিচিত্র পতাকা ধ্বজ মুকু-তার ঝারা। বিলোলিত তোরণ বিচিত্র বনমালা॥ ধুপ দীপ সুগ-ন্ধিত কুসুমে ভুষিত। দিব্য সিংহাসন হেম মণি বিরাজিত॥ দিব্য পুর মন্দির প্রাচীর থরে থর। উত্তরিলা গিয়া কৃষ্ণ কুবজীর ঘর॥ কৃষ্ণ আগমন শুনি উঠিলা সংভ্রমে। ত্বরিতে চলিয়া গেলা কৃষ্ণ বিদ্যমানে॥ চারি পাশে সখীগণ মধ্যে দিব্য নারী। প্রণাম করিয়া কহে যোড় হস্ত করি॥ দিব্য উপহার দিয়া পুজিল বিধানে। আনন্দে পুজিলা কৃষ্ণ সবল বাহনে॥ উদ্ধব পুজিয়া দিল বসিতে আসন। একেং পুজিল সকল সঙ্গীগণ॥ তবে কৃষ্ণ কৈল তার ম-ন্দিরে প্রবেশ। নর লীলা করে প্রভু ধরি নরবেশ॥ দিব্য সিংহা-সনে তবে বসিলা শ্রীহরি। চন্দনে লেপিল অঙ্গ সুমার্জ্জন করি॥

সুগন্ধি কুসুমমালা বসন ভূষণ। কর্পূর তাম্বূল দিয়া করিল আরাধন॥ সলজ্জ মধুর ভুরু কটাক্ষ বিলাস। কিঞ্চিৎ মধুর পুট মন্দ মধু হাস॥ কামভাব প্রকটিয়া নিকটে দাণ্ডায়। করে ধরি কুবজী আনিল যদুরায়॥ রমিয়া রমায় প্রভু কুবজীর মন। সভে পুণ্য লেশ তার গন্ধ আরোপণ॥ তাহা লাগি কুবজী রমিলা রমাকান্ত। বুঝয়ে ভকত সব আপনে নিতান্ত॥ বাহুপাশে করিয়া গোবিন্দ আলিঙ্গন। কুবজীর সর্ব্ব পাপ হৈল বিমোচন॥ আনন্দ মূরতি সুখময় শ্রীনিবাস। রমিয়া পূরায় কুবজীর অভিলাষ॥ যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁরে না পায় ধেয়ানে। হেন কৃষ্ণ লভিল কুবজী গন্ধ দানে॥ কর যুড়ি কুবজী প্রভুর আগে বলে। দিনকতো থাক প্রভু না ছাড়িও মোরে॥ হাসিয়া গোবিন্দ তাকে দিল কাম বর। নিজ পুরে চলি গেলা প্রভু সুরেশ্বর॥ দুঃখে আরাধিলে যাকে নহে আরাধনে হেন কৃষ্ণ আরাধিল বিবিধ বিধানে॥ বর মাগি লয় যে কুবুদ্ধি মূঢ়জন। কুমতি লভিয়া লয় আপন বন্ধন॥ অক্রূরের ঘরে তবে [illegible] ভগবান। উদ্ধব করিয়া সঙ্গে ভাই বলরাম॥ কার্য্য সাধিব [illegible] আছে মনে। [illegible] সন্তোষ পাইল প্রভু দরশনে॥ সেই [illegible] গেলা অক্রূরের ঘরে। কৃষ্ণকে দেখিয়া অক্রূর [illegible] প্রণাম করিয়া কৈল প্রেম আলিঙ্গন। পরম সন্তোষ পাইল মুদিত বদন॥ বলদেব মাধব উদ্ধব তিনজন। অক্রূর করিল দুই চরণ বন্দন॥ অতিথি বিধানে তবে পূজিলা অক্রূর। আনন্দে প্রণতি স্তুতি করিলা প্রচুর॥ দিব্য সিংহাসনে বসাইল তিনজনে। সুবাসিত জলে কৈল পাদ প্রক্ষালনে॥ পীত পট্ট অম্বর বিবিধ অলঙ্কার। ধুপ দীপ চন্দন বিবিধ উপহার॥ বহুবিধ বিধানে পূজিল মহামতি। ভূমিতে পড়িয়া কৈল দণ্ড পরণতি॥ তুলিয়া ধরিয়া শিরে চরণকমল। তবে আরোপিল লয়্যা বুকের উপর॥ হৃদয়ে চরণ ধরি বলে কোন বাণী। পাপ কংস মরিল বড় ভাগ্য করি মানি॥ যদুকুল উদ্ধারিলে তুমি ভগবান। দুরন্ত দুঃসহ দুঃখ কৈলে বিমোচন॥ দুই ভাই তোমরা সাক্ষাৎ ভগবান। জগত কারণ দুই পুরুষ পুরাণ॥ তোমা বিনে কিছু আর নাহি ত্রিভুবনে। কার্য্য কারণ নাই তোমা সবা বিনে॥ আপনে আপন তুমি সৃজ নানা করি। সর্ব্বত্রেতে ব্যাপিয়াছ নানা মূর্ত্তি ধরি॥ যত দেখি যত

শুনি জীব চরাচর। না জানিয়া নানা রূপ কয়য়ে সকল ॥ এক২ পঞ্চভূত দেখি যেন নানা। বিবিধ শরীরে করি বিবিধ কল্পনা॥ বিচারিলে পঞ্চভূত বিনা নাহি আন। নানা রূপ করিয়ে সকল ভগবান॥ তুমি সে কেবল আত্মা স্বতন্ত্র বিহার। জীব রূপে কর তুমি সকল সঞ্চার॥ এক হৈয়া কর তুমি নানা পরকাশ। তোমা বিনে আর যত মনের বিলাস॥ রজঃগুণে সৃষ্টি তুমি সত্বগুণে পাল। তমোগুণ ধরি তুমি জগত সংহার॥ তমোগুণে বদ্ধ তুমি নহ জ্ঞান-ময়। কর্ম্ম কর কর্ম্ম ফলে বন্ধন না হয়॥ জীবের বন্ধন মোক্ষ সেহ সত্য নহে। অজ নিরঞ্জন জীব সর্ব্ব লোকে কহে॥ তোমার বন্ধন মোক্ষ এ কোন বিচার। স্বকৃত শ্রবণে যার খণ্ডয়ে সংসার॥ তবে মূর্ত্তি ধর তার কহিব কারণ। বেদপথ ধর্ম্ম হয় যখনে লঙ্ঘন॥ তখন প্রকট তুমি কর পরকাশ। ধর্ম্মপথ স্থাপিয়া পাষণ্ড কর নাশ এখন হরিতে চাহ পৃথিবীর ভার। বসুদেব ঘরে আসি কৈলে অবতার॥ রাজবেশ ধরিয়া অসুরগণ বৈসে। সসৈন্য তা-সবা তুমি বধিবে সবংশে॥ জগতে নির্ম্মল যশ করিলে বিস্তার। এই সে কা-রণ তুমি কৈলে অবতার॥ আজি ধন্য হৈল মোর এ ঘর বসতি। তুমি প্রবেশিলে যাতে ত্রিজগতপতি॥ ত্রিজগত পবিত্র যাহার পাদজলে। হেন প্রভু প্রবেশ করিলে মোর ঘরে॥ হেন কে পণ্ডিত আছে তোমা পরিহরি। অন্য দেব শরণ লইল দৃঢ়করি॥ ভকতের প্রিয় তুমি জগত সুহৃদ। সত্যবাদী প্রভু তুমি নিত্য সুপণ্ডিত॥ ভজিলেই মাত্র তুমি দেহ সর্ব্বকাম। ভকতের তরে তুমি কর আত্ম দান॥ তথাপি তোমার তাতে নাহি অপচয়। তোমা ছাড়ি প-ণ্ডিত আন নাহি লয়॥ এই ভাগ্য প্রভু মুঞি দেখিল তোমারে। তত্ব গতি না লয় না জানে যোগেশ্বরে॥ হেন প্রভু সনে হৈল মোর দরশন। কৃপা করি খণ্ড মোর মায়ার বন্ধন॥ এত স্তুতি কৈল যদি অক্রূর সুধীর। হাসিয়া কি বলে কৃষ্ণ বচন গভীর॥ তুমি গুরু পিতৃব্য আমি বন্ধুজন। আমি সব পুত্র হই করিবে পালন॥ পো-ষন পালন তুমি করিহ সর্ব্বথা। তুমি পুণ্যবন্ত কভু না হয় অন্যথা॥ তুমি সব বিশেষে জগত পূজিত। সাধুজনে তোমা সব সেবয়ে নিশ্চিত॥ পুণ্য তীর্থ দেবতা বৈষ্ণব আরাধন। অবশ্য এ সব সেবা করে সাধুজন॥ জলময় যত তীর্থ আছে ক্ষিতিতলে। ধাতু শিলা-

ময় যত দেবমূর্ত্তি ধরে ॥ এসব পবিত্র কিছু করে চিরকালে। দেখি-লেই মাত্র সাধুজন ত্রাণ করে ॥ পরম বৈষ্ণব তুমি পরম পূজিত। বিশেষে আমার তুমি পরম সুহৃদ ॥ একখানি কথা তুমি সাধিবারে চাহ। পাণ্ডু পুত্র দেখিতে হস্তিনাপুর যাহ। পঞ্চ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির আদি করি। পরম দুঃখিত তারা শিশুকাল ধরি। বাপের বিয়োগ তারা হৈল শিশুকালে। ধৃতরাষ্ট্র তা-সবা আনিল নিজ স্থলে ॥ তথাই থাকেন তারা লোক মুখে শুনি। 'দুঃখ বড় পাল তারা মনে অনুমানি ॥ অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র কুপুত্র অধীন। পালিতে না পারে প্রজা বৃদ্ধ মতি হীন ॥ ভাল মন্দ আপনে জানিয়া আইস তুমি। তবে আমি কুশল করিব তত্ত্ব জানি ॥ এতেক বচন প্রভু বলিল অক্রূরে। সঘনে চলিয়া তবে গেল নিজ পুরে ॥ শ্রীযুত গদাধর ধীর শিরোমণি। শ্রীভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী ॥

শুকমুনি বলে রাজা কহিব তোমারে। অক্রূর মিলিল গিয়া হস্তিনানগরে ॥ ধৃতরাষ্ট্র সনে গিয়া কৈল দরশন। দ্রোণ ভীষ্ম বিদুর ভেটিল জনে জন ॥ দুঃশাসন ভরদ্বাজ কর্ণ দুর্য্যোধন। দ্রোণ পুত্র পাণ্ডু পুত্র ভাই পঞ্চজন ॥ কুন্তী আদি যত আছে ভাই বন্ধু গণ। সবারে ভেটিল গিয়া গান্ধিনী নন্দন ॥ তারা সব জিজ্ঞাসিল মধুর বচনে। পুছিল সকল বার্ত্তা করি সম্ভাষণে ॥ অক্রূর তবে তা-সবার পুছিল কুশল। অন্যান্য সবার সুখে পূরিল অন্তর ॥ নিজ পুত্রে পাণ্ডু পুত্রে কেমন ব্যবহার। অক্রূর রহিল তত্ত্ব জানিতে তাহার ॥ কুন্তী বিদুরের সঙ্গে হৈল দরশন। তারা দুহে কহিল সকল বিবরণ ॥ পাণ্ডবের বুদ্ধি বল তেজঃ বীর্য্য দেখি। ধৃতরাষ্ট্র রাজা বড় মনে হয় দুঃখি ॥ প্রজা অনুরাগ শুনি না হয় সন্তোষ। তবে তার কহিল যতেক আর দোষ ॥ বিষলাড়ু খাওয়াইল মারি-বার তরে। ভীমকে বান্ধিয়া লৈয়া ফেলাইল জলে ॥ অগ্নিতে যাইয়া তবে থুইল যৌঘরে। এইরূপে কত কত কৈল কত ছলে ॥ ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্য্যোধনে দুরাচারে। মারিয়া পিরীতি করে নানা পরকারে কুন্তী বলে আরে ভাই শুনহ অক্রূর। আমার দুঃখের কথা কহিব প্রচুর ॥ আঁখি ভরি পড়ে নীর গদগদ বাণী। কান্দিয়া কহিল কুন্তী দুঃখের কাহিনী ॥ জন্ম হৈতে কহিল আপন বিবরণ। তবে অক্রূ-রের ঠাঞি কি বলে বচন ॥ বাপ মায়ে কভু কি করয়ে আচরণ।

বসুদেব আদি যত আছে ভাইগণ ॥ ভাতৃবধূ যত আছে ভগিনী সকলে। কেহ কি জিজ্ঞাসা মোর করে কোন কালে ॥ ভ্রাতৃপুত্র আছে মোর কৃষ্ণ বলরাম। ভকতবৎসল তারা পুরুষ পুরাণ ॥ অনন্ত ধরণীধর আছে বলরাম। বসুদেব দুই পুত্র জগত প্রধান ॥ কবে রামকৃষ্ণ মোরে সান্ত্বিব আসিয়া। শত্রুগণ মাঝে আছি ব্যাকুল হইয়া ॥ ব্যাঘ্রের ভিতরে যেন থাকয়ে হরিণী। সেই রূপে রহিয়াছি আমি অভাগিনী ॥ পঞ্চগুটী বালক আছে পিতৃ হীন হৈয়া। না জানি কৃষ্ণের হব কোন কালে দয়া ॥ কৃষ্ণ২ জগত পালন যোগেশ্বর। জগতের আত্মাপতি জগত ঈশ্বর ॥ কৃষ্ণ২ গোবিন্দ উদ্ধার একবার। তুয়া পদযুগ বিনে গতি নাহি আর ॥ অপবর্গ পদদাতা সে দুই চরণ। ভবভয় জন্ম মৃত্যু সব বিনাশন ॥ নমো নমো নমো কৃষ্ণ শুদ্ধ সত্ত্বময়। নমো যোগেশ্বর যোগানন্দ যোগময় ॥ মুনি বলে শুন রাজা অবধান করি। কুন্তী গুণের কথা কহিতে না পারি ॥ তোমার প্রপিতামহী কুন্তী মহাসতি। কৃষ্ণগুণ সঙরিয়া কান্দে দিবা রাতি ॥ কুন্তীর ক্রন্দনে কান্দে অক্রূর বিদুর। রাত্রি দিন কান্দয়ে শবদ নহে দূর ॥ কত দিন থাকিয়া অক্রূর মহাশয়। সান্ত্বিয়া কুন্তীরে তবে বলিলা বিনয় ॥ মথুরা চলিব বলি বিচারিল মনে। বলিল নিষ্ঠুর বাণী ধৃতরাষ্ট্র স্থানে ॥ ধৃতরাষ্ট্র রাজা আছে সভাতে বসিয়া। শুনে কিছু বলিল অক্রূর সম্ভাষিয়া ॥ শুন২ ধৃতরাষ্ট্র অম্বিকা তনয়। বিচিত্র বীর্য্যের পুত্র তুমি মহাশয় ॥ কুরুকুলে যশ তুমি স্থাপিলে নির্ম্মল। ধর্ম্মে প্রজা পালিয়ে শাসিলে ক্ষিতিতল ॥ পাণ্ডুরাজা আছিল তোমার জ্যেষ্ঠ ভাই। দৈব যোগে হৈল তার পরলোকে ঠাই। তবে রাজ্য প্রশংসি তোমার অধিকার। হেন কর যশ যেন রহে চিরকাল ॥ আপনার পুত্র তুমি দেখ যেন মনে। পাণ্ডবের পুত্রকে দেখিবে তেন মনে ॥ যদিবা ইহাতে তুমি করিবে অন্যথা। লোক ভরি অপযশ রহিবে সর্ব্বথা ॥ অন্তকালে নরকে তোমার হৈব স্থান। এ বোল বুঝিয়া তুমি হও সাবধান ॥ চিরকাল কেহ হেথা কভু না রহিবে। অবশ্য দেহের সঙ্গে বিচ্ছেদ হইবে ॥ ধন পুত্র কলত্রের কি কহিব কথা। এসব সকল মিথ্যা জানিহ সর্ব্বথা ॥ একা হৈয়া আইসে জীব একা

হৈয়া যায়। একা হৈয়া পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ পায়॥ অধর্ম করিয়া চিত্ত যে করে সঞ্চিত। অন্য হরি লয় তায় সে হয় বঞ্চিত॥ পুত্র মিত্র বন্ধুগণে সব ধন খায়। অধর্ম করিয়া জীব অধোগতি যায়॥ অধর্ম করিয়া করে ধন উপার্জন। আপন বলিয়া পোষে পুত্র দারাগণ॥ ধন না থাকিলে সে যে ত্যজে বন্ধুগণ। বৃথা পাপ করে যত তাহার কারণ॥ আপনে নরক ভোগ করে কুপণ্ডিত। বৃথা পরিশ্রম করে সে হয় বঞ্চিত॥ এসব নিশ্চয় তুমি জান মায়াময়। স্বপ্নেতে জাগিলে যেন কিছু সত্য নয়॥ এ বোল বুঝিয়া রাজা স্থির চিত্ত হৈয়া। সমান করিবা তুমি সবারে দেখিয়া॥ ধৃতরাষ্ট্র বলে সত্য কহিলে সকল। তথাপি আমার চিত্ত সতত চঞ্চল॥ তুমি যত কহিলে সকল সত্য হয়। কি করিব মোর চিত্ত একই না লয়॥ ঈশ্বরের ইচ্ছা কভু না হয় খণ্ডন। সেই প্রভু যদুবংশে লভিলা জনম॥ হরিতে পৃথিবীর ভার তাঁর অবতার। তাঁর ইচ্ছা খণ্ডিতে বা শকতি কাহার॥ যাহার মায়ার পথ বুঝনে না যায়। মায়ায় ব্রহ্মাণ্ড কোটি সৃজয়ে লীলায়॥ জগতে প্রবেশ করে করিয়া সৃজন। নানা জীব নানা পথে করে নিয়োজন॥ তাঁহার চরণে মোর বহু নমস্কার। অচিন্ত্য মহিমাসিন্ধু দুর্বোধ যাহার॥ এতেক বচন যদি বলিল নৃপতি। তার চিত্ত বুঝিল অক্রূর মহামতি॥ একে একে বোলাইল সব বন্ধুগণে। কহিল সকল কথা কৃষ্ণ বিদ্যমানে॥ ধীর শিরোমণি শ্রীল গদাধর জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥

শুকমুনি বলে রাজা পরীক্ষিত শুনে। সেই কথা কহি লোক শুন সাবধানে॥ জরাসন্ধ দুই কন্যা পরম রূপসী। অস্তি প্রাপ্তি নাম দুই কংসের মহিষী॥ স্বামীর মরণে তারা শোকাকুল হৈয়া। বাপের সাক্ষাতে গিয়া কহিল কান্দিয়া॥ জরাসন্ধ রাজা শুনি কংসের মরণ। চমকি উঠিল ক্রোধে অরুণ লোচন॥ প্রতিজ্ঞা করিয়া আজি সভার ভিতরে। অ-যাদব করিব সকল ক্ষিতিতলে॥ রিপুদলে রুধিব সকল মধুপুরি। কোলাহল শবদ উঠিল পুর ভরি॥ ভয়েতে ব্যাকুল লোক করে হাহাকার। রিপুদল দেখিয়া লাগিল চমৎকার॥ তবে প্রভু চিন্তিতে লাগিল মনে মনে। অবতার হই আমি এই সে কারণে॥ জিনিয়া নৃপতিগণ নিজ বল করি মহা

সৈন্য সাজিয়া বেড়িল মধুপুরী॥ না মারিব জরাসন্ধ আছে প্রয়োজন। আনিব অনেক সৈন্য করিয়া সাজন॥ এই মত অসুর রাজ পৃথিবীর ভার। এক্ষণে করিব সব সৈন্যের সংহার॥ হেন কালে দুই রথ হৈল উপসন্ন। নাম্বিল আকাশ হৈতে সূর্য্যের কিরণ॥ দিব্য পরিচ্ছদ দিব্য বসনে ভূষিত। দিব্য২ ঘোড়া সব সারথি সহিত॥ শঙ্খ চক্র আদি যত দিব্য অস্ত্রগণ। রহিল প্রভুর আগে দেখে সর্ব্বজন॥ তাহা দেখি হৃষীকেশ বলয়ে বচন। শুন২ বলভদ্র রোহিণী নন্দন॥ এই রথে চড় তুমি এই অস্ত্র ধর। রিপু সৈন্য নিপাতিয়া মথুরা উদ্ধার॥ আমি সব জন্মিলাম এই সে কারণে। দুষ্ট বিনাশিয়া ধর্ম্ম করিব স্থাপনে॥ তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা করিয়া সংহার। প্রথমে খণ্ডাই কিছু পৃথিবীর ভার॥ এইরূপে দুই ভাই করিয়া মন্ত্রণা। অঙ্গের কাঁচলি কৈল দিব্য অস্ত্র সেনা॥ দিব্য রথে চড়ি গেলা পুরের বাহিরে। নিজ অস্ত্র দুই ভাই ধরি নিজ করে॥ অলপ বাহিনী সঙ্গে রহিলা দুয়ারে। শঙ্খনাদ কৈল কৃষ্ণ শবদ বিশালে॥ সকল সৈন্যের কৈল হৃদয় বিদার। রহিলেন দুই ভাই মত্ত সিংহ সার॥ তবে রাজা জরাসন্ধ ডাক দিয়া বলে। শুনরে পুরুষাধম কৃষ্ণ বলি তোরে॥ তোর সঙ্গে মোর যুদ্ধ এত বড় লাজ। ছাওাল জিনিয়া বা সাধিব কোন কাজ॥ গোপতে থাকিস তুই বড় মন্দ বুদ্ধি। কপটে যুঝহ তুমি আরে বন্ধু বধি॥ যদি যুদ্ধ করিবারে তোর আছে মন। স্থির হৈয়া মোর সঙ্গে করসিয়া রণ॥ মোর অস্ত্রে কাটা গিয়া স্বর্গ বাসে চল। যদি বা পারিস তবে মোর প্রাণ হর॥ হাসিয়া শ্রীহরি তবে কি বলে বচন। শূর হৈয়া না কহে কেহ আপন বিক্রম॥ আপনারে আপনি বড়াই দেখাইস। এ কথা কহিয়া তুই কি সুখ পাইস॥ তোহর বচনে আমি না করিব রোষ। নিকটে মারিব তোরে না লইব দোষ॥ তবে জরাসন্ধ শুনি কৃষ্ণের উত্তর। সসৈন্যে বেড়িল কৃষ্ণ রণের ভিতর॥ রামকৃষ্ণ বেড়িলেক সবল বাহনে। সূর্য্য যেন আচ্ছাদিল মেঘ পরশনে॥ কোটি২ গজ বাজি রথ পত্তি সেনা। কেহ২ নিজ পর না চেনে আপনা॥ পুর নারীগণ উঠে অট্টালিকাপরে। বৃক্ষের উপরে কেহ উঠিলা মন্দিরে॥ শোকে বিষাদিত হৈলা পুরনারী তায়। কোথা রামকৃষ্ণ আছে দেখিতে না পায়॥ গরুড়ধ্বজ আছুল কৃষ্ণের রথখান। তালধ্বজ

বলরামের রথ অনুগামী। রথচিহ্ন দেখি সবে রথ পানে চায়।
তা দেখিয়া পুরনারী কান্দে উভরায়॥ দারুণ মগধরাজ বড় পর-
চণ্ড। কাটিয়া গোবিন্দ দৈত্যে কৈল খণ্ড২॥ শিলিমুখ খরতর বাণ
বরিষণ। বিন্ধিয়া কৃষ্ণের দল কৈল নিপাতন॥ সুর সিদ্ধ পূজিত
প্রভুর যত সেনা। রিপু সৈন্য আসিয়া তাহাতে দিল হানা॥ নিজ
গণ দুঃখ দেখি করুণাসাগর। তুলিলা শারঙ্গ ধনু দিয়া বাম কর॥
চোখ২ চারি বাণ ধনুকে যোড়য়। দেখিতে না পারে কেহ চতু-
র্দ্দিগে যায়॥ যুড়িয়া মারয়ে বাণ চৌদিগে সঞ্চরে। অলক্ষিত
গতি কেহ দেখিতে না পারে॥ এইরূপে কৈল কৃষ্ণ বাণ বরিষণ।
রিপুদল বিদারিয়া কৈল নিপাতন॥ কোটি২ হস্তী ঘোড়া কাটা
গেল বাণে। কোটি২ রথ কাটি কৈল খানে খানে॥ কার হাত পদ
কাটি কার নাক কাণ। কেহ রথ ত্যজি গেল রাখিয়া পরাণ॥
কার মাথা কাটা গেল উঠিল আকাশে। রক্তের নদীর মাঝে কার দেহ
ভাসে॥ রক্তের নদী বহিল স্রোত খরধারে। তরঙ্গ কল্লোল দেখি
মহা ভয়ঙ্করে॥ ভুজদণ্ড হৈল সাপ নদীর ভিতরে। গজ দেহে
বালিচর হৈল থরে২॥ নরমুণ্ড কুম্ভ হৈল নদীর ভিতরে। কর পদে
মৎস্য যেন করে ধড়ফড়ে॥ হয় যত দেহে হৈল কুম্ভির কোমল।
ধনুক তরঙ্গ মহা বহে উতরোল॥ কেশ লোম হৈল যত নদীর
শেহালা। বায়ুর আবর্ত্তে নদী হৈল ভয়ঙ্করা॥ এই মত কত নদী
বহিল রুধিরে। শত শত বহে নদী রণের ভিতরে॥ যে রূপে কেশব
কৈল সৈন্য নিপাতন। বলরাম সেই রূপে কৈল বিনাশন॥ রিপু
সৈন্য নিপাতিল প্রবল প্রহারে। বধিল সকল সৈন্য দুই সহোদরে।
জরাসন্ধ মহা সৈন্য অপার সাগরে। দুরন্ত গভীর নীর মহা ভয়
ঙ্করে॥ লীলাময়ে কৈল সৈন্য সাগর সংহার। প্রভুর কেবল খেলা
সমর বিহার॥ ত্রিভুবনে উৎপত্তি স্থিতি প্রলয়। যে প্রভুর ইচ্ছায়
এ সব রীতি হয়॥ এ কোন বিচিত্র শত্রু করিতে বিনাশ। তথাপি
বর্ণনা করি সমর প্রকাশ॥ পড়িল সকল সৈন্য রণের ভিতরে।
সবে জরাসন্ধ মাত্র জীয়ে একেশ্বরে॥ অস্ত্র শস্ত্র নাহি আর নাহি
রথ ঘোড়া। ভূমিতে রহিল যেন পর্ব্বতের চূড়া॥ সিংহে যেন সিংহ ধরে
যেন বিক্রম করিয়া। বলরাম জরাসন্ধে আনিল ধরিয়া॥ নাগপাশ
দিয়া কৈল চরণ বন্ধন। নিবারিয়া কৃষ্ণ তারে কৈল বিমোচন॥

তবে জরাসন্ধ রাজা পায়ে অপমান। চলিলা লজ্জিত হৈয়া রাখিয়া পরাণ॥ পথে রহি জরাসন্ধ কৈল সংকল্পনা। করিব দুষ্কর তপ শিব আরাধনা॥ পথে আসি রাজা সব কৈল নিবারণ। কেন মহারাজা তুমি চিন্ত অকারণ॥ জয় পরাজয় ধর্ম্ম যুদ্ধের প্রহার। তাহাতে না করে বুদ্ধি মানে অহঙ্কার॥ জয় পরাজয় ধর্ম্ম অদৃষ্ট আধীন। অদৃষ্ট মানিয়া রহে যে হয় প্রবীণ॥ জগত জিনিলে তুমি নিজ ভুজবলে। অক্ষত্রিয় বংশে আজি অপমান হৈলে॥ যখন অদৃষ্ট ভাল হৈব শুভকাল। এই যুদ্ধ তখন জিনিবে মহীপাল॥ চিত্ত স্থির কর রাজা প্রবোধ বচনে। নিজ পুরে গেলা রাজা দুঃখ পায়ে মনে॥ রিপুকুল গভীর সাগর পার করি। নিজজন উদ্ধারিয়া আনিল শ্রীহরি॥ পুর পরবেশ কৈল ত্রিভুবন রায়। সুত মাগধ ভাটে যশ নানা গায়॥ পুরাণ তণ্ডুল ফল লাজ বরিষণ। বিবিধ মঙ্গল যশ গায় পুরজন॥ শঙ্খ দুন্দুভি বাজে বিবিধ মঙ্গল। বীণা বাঁশী মৃদঙ্গ বাজন কোলাহল॥ সুগন্ধ চন্দন ছড়া প্রতি পথে পথে। হৃষ্ট পুষ্ট রহে লোক পূর্ণ মনোরথে। পতাকা তোরণধ্বজ পুর অলঙ্কৃত। ব্রাহ্মণেতে বেদ ঘোষে শবদে পূরিত॥ প্রেমসুখ পথে রহি পুরজন যায়। অঙ্কুর অক্ষত নানা চৌদিগে ছড়ায়॥ পুরনারীগণ করে খই বরিষণ। পুর পরবেশ কৈল দেবকীনন্দন॥ বীরগণ জিনিয়া আনিল মহা ধন। অনন্ত ভুবন ধন রাজ অভরণ॥ অশেষ সম্পদ দাতা প্রভু ভগবান। সকল আনিয়া দিল রাম বিদ্যমান॥ উগ্রসেন রাজাকে সকল সমর্পিয়া। পুর পরবেশ কৈল লোক সম্ভাষিয়া॥ শুন রাজা পরীক্ষিত অপরূপ বাণী। কোন কর্ম্ম জরাসন্ধ কৈল নৃপমণি॥ তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা করিয়া সাজন। প্রথমে যে রূপে আসি কৈল মহা রণ॥ সেই রূপে মথুরা বেড়িল দুরাচার। যুঝিল কৃষ্ণের সনে সপ্তদশ বার॥ ভুরুভঙ্গে কৈলা হরি বৈরি বিনাশন। লজ্জে জরাসন্ধ যায় রাখিয়া জীবন॥ অষ্টাদশ বার আসি কৈলা পরবেশ। চতুরঙ্গ সৈন্য কৈল সাজন বিশেষ॥ হেন কালে কাল যবন দুরাচার। তিন কোটি ম্লেচ্ছ বল যার অধিকার॥ নারদের বচনে যবন দুরাশয়। মথুরা বেড়িল আসি প্রভাত সময়॥ [illegible] কহিল যাইয়া শুন মহারাজ। আসি কিছু তোমারে সাধিবারে [illegible]॥ ত্রিভুবনে আছি কেহ তোমা [illegible]

যদুকুলে আছে বৈরি বলবান॥ নবঘনশ্যাম রূপ পুরুষ লক্ষণ। শ্রীবৎস কৌস্তুভগণে কমল লোচন॥ আজানুলম্বিত চারু ভুজ বিরাজিত। পীতবাস পরিধান ভূষণে ভূষিত॥ সেই মহা বৈরি আছে বিক্রমে বিশাল। তার সনে যুঝ গিয়া না কর বিচার॥ এ বোল শুনিয়া কাল যবন নৃপতি। তিন কোটি ম্লেচ্ছবল সাজিল কুমতি॥ মথুরা বেড়িয়া রহে গড়ের বাহিরে। বলভদ্র লৈয়া প্রভু কোন যুক্তি করে॥ এক্ষণে ফলিল যদুকুলে পরমাদ। যবনে বেড়িল আসি মথুরা সমাজ॥ কালি বা পরশ্ব আসিবে জরাসন্ধ। তবে কোন উপায় করিব নৃপবৃন্দ॥ যবনের সনে যুদ্ধ করিতে থাকিব। জরাসন্ধ বেড়িয়া সকল হরি লব॥ এতেকে দেখিল যদুকুলের সং-হার। এ বোল বুঝিয়া করি রাখিতে প্রকার॥ দুর্গম বিষম গড় নির্ম্মাণ করিয়া। তাহার ভিতর সব বন্ধুগণে থুয়া॥ তবে কাল যবন মারিব পরকারে। মন্ত্রণা করিয়া প্রভু চলিলা সত্বরে॥ সমুদ্র ভিতরে গড় দ্বাদশ যোজন। তার মধ্যে পুরি নির্ম্মিল বিচক্ষণ॥ বিশ্বকর্ম্মা আনি কৈল অদ্ভুত আলয়। শ্রুতি বাণী অগোচর কহনে না যায়॥ রাজপথ উপপথ বিবিধ সঞ্চার। বিবিধ প্রাচির ঘর সকল দুয়ার॥ আকাশে পরশে হেম মন্দির শেখরে। স্ফটিক অট্টালি উচ্চতর থরে২॥ মরকত নিরমিত বিবিধ লক্ষণ। কল্পতরু কল্পলতা বন উপবন॥ বড় বড় ঘোড়াশাল আওারি২। রজত নির্ম্মিত তাহে কোঠা সারি সারি॥ মণিময় রতন শিখর বিলসিত। তাহার উপরে হেমকুম্ভ বিরাজিত॥ মরকত স্থল বিনির্ম্মিত ক্ষিতি তল। দেবতা মন্দির বিরাজিত থরে থর॥ রাজপুর বিরাজি মন্দির স্থানে স্থান। ব্রহ্মা আদি দেব অগোচর নিরমাণ॥ সুধর্ম্ম পাঠায়্যা দিল দেব পুরন্দর। পারিজাত সুরতরু প্রভুর গোচর। দিব্য২ ঘোড়া দিল বরুণে সাজিয়া। শ্বেতবর্ণ শ্যাম কর্ণ ভূষণে ভূষিয়া॥ ধন পাঠাইয়া দিল অষ্ট মহা নিধি। লোক পাল সব দিল যার যেং সিদ্ধি॥ যে কিছু সম্পদ প্রভু দিয়াছিল যারে। তারা২ আনি দিল প্রভুর গোচরে॥ তবে কোন কর্ম্ম কৈল প্রভু ভগবান। সকল মথুরার লোক আনি বিদ্যমান॥ যোগবলে থুইল লইয়া দ্বারকা ভিতরে। আসিয়া মথুরাপুরে কোন যুক্তি করে॥ অস্ত্র নাহি ধরে চারি ভুজ বিরাজিত। পদ্মমালা গলে দোলে শ্রীবৎস লাঞ্ছিত॥

পুরের বাহির হৈয়া দিল এক রড়। হেন অদভুত কর্ম্ম করে যোগেশ্বর॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুর ভাষণ। সুখে যেন ভাগবত শুনে সর্ব্বজন॥

তবে কাল যবন চলিল অনুমানে। পূর্ণচন্দ্র সম মহা পুরুষ লক্ষণে॥ শ্রীবৎস লক্ষণ উরে কৌস্তুভ ভূষণ। মুদিত বদন শত পত্র বিলোচন॥ আজানুলম্বিত চারু ভুজ বিরাজিত। মকর কুণ্ডল কর্ণে গণ্ড বিলসিত॥ এই বাসুদেব বিনে নহে আন জন। নারদ কহিল যত দেখিল লক্ষণ॥ অস্ত্র নাহি ধরে কৃষ্ণ পায়ে চলি যায়। আমার তরাসে প্রাণ লইয়া পলায়॥ মুঞি অস্ত্র না ধরিমু না চড়িমু রথে। ধায়্যা গিয়া এক্ষণে ধরিমু এইমতে॥ এতেক বলিয়া কাল যবন সত্বরে। পাছে২ ধায় কৃষ্ণ ধরিতে না পারে॥ হাতে২ পায়২ আপনা দেখায়। যোগেন্দ্র দুর্লভ কৃষ্ণ ধরিতে না পায়॥ না পালাহ আরে কৃষ্ণ নহেত উচিত। যদুকুলে জনমিয়া কর বিপরীত॥ এইরূপে গালি দিয়া পাছে২ ধায়। হত পুণ্য দুরাচার ধরিতে না পায়॥ প্রবেশ করিল কৃষ্ণ পর্ব্বত গহ্বরে। এক দিগে লুকাইয়া রহিল অন্ধকারে॥ যবন প্রবেশ কৈল গুহার ভিতরে। দেখিল পুরুষ এক খট্টার উপরে॥ দুঃখ দিয়া আমারে আনিল এত দূরে। সুখে সুতিয়াছ তুমি খট্টার উপরে॥ এতেক বলিয়া ম্লেচ্ছরাজ দুরাচার। দৃঢ় করি দিল এক চরণ প্রহার॥ জাগিয়া উঠিল তবে পুরুষ প্রবর। আঁখি মেলি চারি পাশে চাহে ঘোরতর॥ সম্মুখে দেখিল দুষ্ট এ কাল যবন। দৃষ্টি মাত্র হৈল তার ক্রোধ উপসন॥ ক্রোধানল জনমিল নয়ন যুগলে। ভস্ম হৈয়া উঠি গেল যবন কলেবরে॥ তবে রাজা জিজ্ঞাসিল ভাবিয়া বিস্ময়। কি নাম পুরুষ সেই কাহার তনয়॥ কোন বল বীর্য্য ধরে দহিতে যবনে। পর্ব্বত গহ্বরে কেন আছিলা শয়নে॥ বিশেষ কহিবে মুনি শুনিব সকল। তবে ব্যাস সুত কহে শুন নৃপবর॥ সূর্য্যবংশে জনমিলা মান্ধাতা কুমার। মুচকুন্দ নাম তার ধর্ম্ম অবতার॥ ধৃতিব্রত সত্যব্রত ব্রহ্মণ্য শেখর। আছিলা নৃপতি এই পৃথিবী ভিতর॥ ইন্দ্র আদি সুরগণে আসিয়া সাধিল। অসুর জিনিতে রাজা সুরপুরে গেল॥ চিরকাল গেল তবে করিতে সংগ্রাম। ক্রোধাবেশে না জানিল রাজা বলবান॥ সেনাপতি কার্ত্তিক লভিয়া সুরগণে। রাজাকে রাখিল রক্ষ করি

নিবারণে।। রহহ মুচকুন্দ না কর সংগ্রাম। ক্রোধাবেশে না জানিল রাজা বলবান।। রহহ মুচকুন্দ না কর সংগ্রাম। যুদ্ধ ত্যজি কর তুমি ক্ষণেক বিশ্রাম।। সুরগণে পালিত করিত এত কাল। রাজ্য পাই সুখ ভোগ নহিল তোমার।। পাত্র মিত্র বন্ধুগণ মন্ত্রী সুত দার। তারা কেহ নাহি কালে করিল সংহার।। কালরূপী ভগবান সবার ঈশ্বর। দেবের শকতি নাই কালের উপর।। কালে সৃজে কালে পালে কালে করে নাশ। কালের অধীন জীব কালেতে বিনাশ।। পশু রাখে পশু পালে ইচ্ছা যদি করে। কেহ রাখে কেহ যেন ইচ্ছায় সংহারে।। এই রূপে ক্রীড়া করে কাল মহেশ্বর। যাকে মারে যাকে রাখে যার যেন ফল।। কালের উপরে কোন দেবের শকতি। বুঝিয়া না কর খেদ শুন মহামতি।। বর মাগ রাজা তুমি মুক্তিপদ বিনে। মুক্তি দিতে পারে সবে এক নারায়ণ।। সুরগ[illegible] বচন শুনিয়া নরেশ্বর। দেবগণ সাক্ষাতে মাগিল এই বর।। সু[illegible] নিদ্রা যাই যেন চির পরিশ্রমে। এই বর সবে আমি মাগিব এক[illegible] তবে সুরগণ সেই নিদ্রাবর দিয়া। কহিল রাজাকে তবে সন্তে[illegible] করিয়া।। সুখে শুয়া থাক তুমি পর্ব্বত গহ্বরে। কোন মূঢ়[illegible] যদি জাগায় তোমারে।। তুমি সে দেখিলে মাত্র হৈব ভস্মসা[illegible] মহা ভাগবত তুমি কহিনু সাক্ষাতে।। মুচকুন্দ রাজা এই বিচা[illegible] মনে। অবতার করিব আপনে নারায়ণে।। কত কাল রহি ক[illegible] করিয়া শয়ন। যাবত প্রভুর সনে না হয় দরশন।। মহা ভাগ[illegible]ত রাজা মনে যুক্তি করি। শয়ন করিয়া রহে এই মনে ধরি।। [illegible] তের ইচ্ছা প্রভু করিতে পালন। আপনেত গেল প্রভু তাহার [illegible] রণ।। ভস্ম হৈয়া গেল যদি ম্লেচ্ছকুলনাথে। আপনে রহিল [illegible] রাজার সাক্ষাতে।। সজলজলদ তনু পীতবাস ধরে। শ্রীবৎস লক্ষ[illegible] উরে বনমালা দোলে।। চারু চতুর্ভুজ গলে কৌস্তুভ ভূষণ। মকর কুণ্ডল দোলে রাজীবলোচন।। প্রসন্ন বদন চন্দ্র কোটি পরকাশ। বৈজয়ন্তীমালা দোলে বদন বিলাস।। মত্ত মহা সিংহ যেন বিক্রমের সীমা। অতুল লাবণ্য ধাম ভ্রুভঙ্গ ভঙ্গিমা।। অঙ্গ-তেজে দশ দিগ হৈল পরসন্ন। তবে রাজা জিজ্ঞাসিল হইয়া প্রসন্ন।। মহা তেজ দেখি রাজা সঙ্কোচ হৃদয়। ধীরে ধীরে কহে কিছু করিয়া বিনয়।। হেথা কেনে আইলে তুমি কি নাম তোমার। যে[illegible]

মহাবনে কেন তোমার সঞ্চার ॥ পদ্মপত্র সমতুল্য দুখানি চরণ ।
কণ্টক নির্জ্জন বনে হাঁটো কি কারণ ॥ তেজস্বির তেজ যেন দেখি
কলেবর । কিবা চন্দ্র সূর্য্য কিবা বহ্নি পুরন্দর ॥ ত্রিদেব দেবের
প্রধান হেন দেখি । সাক্ষাৎ ঈশ্বর যেন এই মনে লখি ॥ করিলে সক-
ল গিরি গুহা অন্ধকার । চন্দ্র সূর্য্য জিনি তেজ প্রকাশ তোমার ॥
জন্ম কর্ম্ম নাম যদি কহ মহাশয় । কৃপা করি প্রভু মোরে দেহ পরি-
চয় ॥ ইক্ষ্বাকু নৃপতি কুলে আমার উৎপত্তি । মুচকুন্দ নাম আমার
জগতে খেয়াতি ॥ যুবনাশ্ব পৌত্র আমি মান্ধাতৃ তনয় । যোগ্য যদি
হইতবে দিবে পরিচয় ॥ চিরকাল জাগরণে মুদিয়া আছিনু তেকা-
রণে এত কাল নিদ্রা গিয়াছিনু । কেবা আসি মোরে জাগাইল এত
কালে । সেই ভস্ম হৈল মোর নয়ন অনলে ॥ কেন অবশেষে তুমি
দিলে দরশন । তেজস্পুঞ্জ ধর তুমি পুরুষ লক্ষণ ॥ সহিতে না পারি
সুশ্রী তেজের প্রতাপ । দৃষ্টিতে না পারে । যদি তোমার সাক্ষাত ॥
এতেক বচন শুনি প্রভু গদাধর । হাসিয়া রাজার তরে দিলেন
উত্তর ॥ মেঘনাদ গভীর মধুরতর বাণী । কহিতে লাগিলা তবে
প্রভু চক্রপাণি ॥ জন্ম কর্ম্ম নামের আমার অন্ত নাই । আমিহ
কহিতে তার অন্ত নাহি পাই ॥ পৃথিবীর রেণু যদি গণিবারে
পারে । এত বড় কেহ যদি থাকয়ে সংসারে ॥ তথাপি গণিতে নারে
গুণনাম জন্ম । কত অবতারে আমি কৈনু কত কর্ম্ম ॥ সৃষ্টি স্থিতি
প্রলয়ে থাকিয়া সর্ব্বকাল । কত নাম গুণ কর্ম্ম জনম আমার ॥
সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা আদি রিপু উৎপন্ন । সেব তাহার কিবা জানিব
কখন ॥ সংপ্রতি আমার জন্ম শুন নরেশ্বর । ব্রহ্মাদি দেবে স্তুতি
করিলা বিস্তর ॥ পৃথিবীর হরিতে ভার বসুদেব ঘরে । জনম লভিনু
আমি পূর্ণ যদুকুলে ॥ বাসুদেব বলি লোকে বলে তেকারণ । এই
রূপে নানা রূপ ধরিয়ে এখন ॥ কালনেমি কংস হৈয়া জনমিয়া
ছিল । কংস আদি অসুর বিস্তর নিপাতিল ॥ তোমার নয়ন তেজে
পুড়িল যবন । অনুগ্রহ কারণে আমার আগমন ॥ পূর্ব্বকালে প্রচুর
করিলে আরাধন । ভক্তবৎসল আমি আইনু তেকারণ ॥ বর
মাগ মহারাজা যত ইচ্ছা কর । সর্ব্ব বর দিব আমি বিস্ময় না কর ॥

আমার প্রণাম জন দুঃখ নাহি পায়। বর মাগ নরেশ্বর যত্র মনে লয়॥ এ বোল শুনিয়া মুচকুন্দ নৃপবর। পূর্ব্ব বাক্য সঙরিল অন্তর ভিতর॥ জানিল সাক্ষাতে সেই প্রভু ভগবান। স্তুতি করে নরদেব মহা মতিমান॥ বিমোহিত সর্ব্ব লোক মায়াতে তোমার। না ভজে পাদারবিন্দ চিন্তয়ে অসার॥ সুখ হেতু গৃহ বাস করে মূঢ় জনে। সুখ লেশ নাহি তাতে দুঃখ মাত্র বিনে॥ স্ত্রীগণ মধ্যে নবে পুরুষ পুরাণ। বঞ্চিত মায়ায় লোক মূঢ় অজ্ঞেয়ান॥ কোটি২ জন্ম যদি পুণ্য সুসঞ্চিত। দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লভে কথঞ্চিত॥ তাতে অবিকল অঙ্গ পায়ে মূঢ়জনে। না ভজে পাদারবিন্দ অসত্য ধেয়ানে॥ গৃহ অন্ধ কূপে পড়ি মরয়ে কুমতি। তৃণ লোভে কূপে যেন পড়ে পশু জাতি॥ আত্মক অন্যের কাষ বুঝি বড় অজ্ঞ। কত কাল ধরি কৈনু বৃথা অনুবন্ধ॥ যার অভিমানে মোর বৃথা গেল কাল। রাজ্য পদে সম্পদে বাড়িল অহঙ্কার॥ এ মোর পৃথিবী সুত বৃথা পরিজন। এই সবে সদত চিন্তিনু অকারণ॥ যেন ঘট গৃহ কুম্ভ নব কলেবর। তাতে রাজা হৈল গর্ব্ব কৈনু এত বড়॥ তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথ চতুরঙ্গ সেনা। সাজিয়া বেড়াও কারে না কৈনু গণনা॥ এই সব চিন্তিয়ে না কৈনু অবধান। বিবিধ বাসনা লোভে হরিল গেয়ান॥ বিষয়ে লম্পট হয়্যা তোমা পাসরিনু। অসত্য ধেয়ানে নাথ আপনা বঞ্চিনু॥ তুমি কালরূপী আছ সদত জাগিয়া। তিলেকে ফেলাবে তুমি সংহার করিয়া॥ কনক নির্ম্মিত রথে পুরবে চড়িনু। মত্ত মাতঙ্গ স্কন্ধে চড়িয়া বসিনু॥ নর দেহ নাম হেন ধরি কলেবর। অন্তকালে হৈব কিবা ক্রিমি ভস্ম মল॥ দশ দিগ জিনিয়া বসিনু রাজাসনে। রাজচক্রবর্ত্তী হয়্যা বসিনু আসনে॥ সংগ্রাম করিতে কার না রাখিলাম বল। নারী ক্রীড়া মৃগী হৈনু ঘরের ভিতর॥ যদি বল যজ্ঞ দান পুণ্য তপ কর। শুভ কর্ম্ম করি তুমি স্বর্গবাসে চল॥ তার কথা নিবেদিব চরণে তোমার। স্বর্গ বাস হইলেহ না ঘুচে অহঙ্কার॥ নানা কর্ম্ম করে লোক বিবিধ যতনে। মহা তপ করিবারে শরীর শোষণে॥ স্বর্গ ভোগ করে তবে ভোগের কারণে। তুর্দৈব সাহার করে দিব্য সমর্পণে॥ তবে যদি স্বর্গ বাস হয় পুণ্য বসে। স্বর্গসুখ ভোগ তারা করে নানা রসে॥ তবে ইন্দ্র হইতে

চেষ্টা বাড়ে আরবার। সুখ নাহি দুঃখময় জানিনু সংসার॥ যখন
যাহার হয় ভ্রম বিমোচন। তখনে তাহার হয় সাধু সমাগম॥
সাধু সঙ্গ মাত্র যার হয় যেই দিনে। তোমার চরণে মতি হয় সেই
ক্ষণে॥ এই অনুগ্রহ মোরে কৈলে দয়াময়। রাজ্য পদ গেল মোর
ভাগ্যের উদয়॥ অখণ্ড পৃথিবীপতি ভক্ত রাজাগণ। পরিচর্য্য করি
করে একান্ত ভজন॥ বন প্রবেশ তারা করিবার তরে। যে রাজ্য
ত্যজিতে বাঞ্ছা করে নিরন্তরে॥ হেন রাজ্যপদ মোর গেল ভাগ্য
বশে। এতেকে জানিল কৃপা করিলে বিশেষে॥ বর মাগিবারে নাথ
যে তুমি বলিলে। বুঝিতে ভক্তের চিত্ত পরীক্ষা করিলে॥ তোমার
পদারবিন্দ সেবা পরিহরি। আর বর নাহি মাগে প্রকৃত আদরি॥
হেন কোন পণ্ডিত আছয়ে ত্রিভুবনে। কৈবল্য সম্পদ দাতা করি
আরাধনে॥ আপনার বন্ধন মাগিয়া নেব দায়। হেন কোন আছে
নাথ জগতে বর্ত্তয়ে॥ ত্যজিয়া সকল বন্ধ আপন বন্ধন। তোমার
চরণে নাথ লইনু শরণ॥ চির দিন ধরি মুঞি দুঃখে জরজর। নানা
অনুতাপে মোর দহে কলেবর॥ কদাচিত শান্তি মোর নহিল হৃদয়।
ছয় রিপু দহে তারা তুষ্ট নাহি হয়॥ অভয় পদারবিন্দ শোক
বিবর্জ্জিত। শুদ্ধ সত্যময় সকল ত্রিগুণে বর্জ্জিত॥ জানিয়া লইনু
শরণ চরণে তোমার। এ ভব যন্ত্রণা যেন নহে আরবার॥ শুনিয়া
ভক্তের বাণী প্রভু দয়াময়। তুষ্ট হৈয়া বলে হরি শুন মহাশয়॥
ওহে সার্ব্বভৌম তুমি মহা নরপতি। বর লোভে তোমার চঞ্চল
নহে মতি॥ বর লোভে ভ্রমাইয়া করিনু সাবধান। বরে না ভুলিলে
তুমি মহা মতিমান॥ ভকতের কামে চিত্ত ধরিতে না পারে।
একান্ত ভকতি করি রহে নিরন্তরে॥ যোগ তপে বশ যার হৈয়া
থাকে মন। আমার ভকতি কর্ম্ম হয় পরায়ণ॥ সকাম বাসনা
থাকে চিত্তের ভিতরে। কাম ভোগে অবশ্য তাহার মন হরে॥
সুখে রাজ্য কর তুমি পৃথ্বী পর্য্যটন। আমার বচনে চিত্ত কর
আরোপণ॥ আমাতে রহিল তোমার সুদৃঢ় ভকতি। তপ করি-
বারে তুমি চল মহামতি॥ রাজধর্ম্মে থাকি যত মৃগয়া করিলে।
পশু বধ করি দেব পিতৃ যজ্ঞ কৈলে॥ তপ করি কর তুমি দুরীত
নাশন। তবে আর জন্মে হবে উত্তম ব্রাহ্মণ॥ সর্ব্বভূত হিত করি

ভজিবে আমারে। তবে তুমি আমাকে পাইবে অন্তকালে॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী। ভক্তি ভাবে শুন লোক প্রেমতরঙ্গিণী॥

তবে মুচকুন্দ রাজা আজ্ঞা শিরে ধরি। প্রদক্ষিণ হৈয়া দণ্ড পরণাম করি॥ পর্ব্বত গহ্বর হৈতে হইলা বাহির। ছোট২ সর্ব্ব জীব দেখিল সংসার॥ কলিযুগ হৈল হেন বুঝি অনুমানে। চলিলা উত্তর মুখে বদরিকা আশ্রমে॥ গন্ধমাদন নরনারায়ণ স্থানে। তথা গিয়া কৃষ্ণ আরাধিল মতিমানে॥ শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া তপ কৈল নিরন্তর। সর্ব্ব সঙ্গ ত্যজিয়া ভজিল গদাধর॥ সহিল বিস্তর রাজা শীত বাত ক্লেশ। কৃষ্ণ আরাধিয়া কৈল কৃষ্ণে পরবেশ॥ পুনরপি মথুরা আসিয়া নারায়ণ। তিন কোটি ম্লেচ্ছবল কৈল নিপাতন॥ যতেক সৈন্যের ধন বলদে চালায়্যা। ভরি সবে দিল ধন বিস্তর করিয়া॥ ধন লৈয়া চলে কৃষ্ণ দ্বারকামণ্ডলে। জরাসন্ধ রাজা আইল হেন অবসরে॥ তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা করিয়া সাজন। তাহা দেখি কোন বুদ্ধি করে নারায়ণ॥ নর লীলা জগতে করিব পরচারে ত্যজিলা সকল ধন দুই সহোদরে॥ রড় দিয়া দুই ভাই সত্বরে পলায়। পদ্মপত্র কোমল চরণে বনে ধায়॥ মহা ভয়যুক্ত যেন সহজে নির্ভয়। তা দেখিয়া জরাসন্ধ হাসে মহাশয়॥ পাছে২ ধাইল রাজা সব সৈন্য লৈয়া। বিস্তর প্রহর পথ গেল খেদাড়িয়া॥ তবে কৃষ্ণ কৈল মহা গিরি আরোহণ। প্রবর্ষণ নাম তার ঘোর দরশন॥ মেঘ বরিষণ তাতে হয় নিরন্তর। একাদশ যোজন পর্ব্বত উচ্চতর॥ তবে জরাসন্ধ রাজা কোন কর্ম্ম করে। আগুণ ভেজায়্যা দিল চারি দিগ পোড়ে॥ চৌদিগে কাষ্ঠের গড় বান্ধিল বন্ধনে। পোড়ায় পর্ব্বত রাজা বিষম সন্ধানে॥ তবে রামকৃষ্ণ দোঁহে বিক্রমে বিশাল। ঝাঁপ দিয়া ভূমিতলে পড়িল সকাল॥ না জানিল জরাসন্ধ গেল নিজ পুরে। জরাসন্ধ বলে তারা পুড়িল অনলে॥ সৈন্য লৈয়া নিজ পুরে গেলা দুরাচার। এক্ষণে কহিব রাজা দ্বারকা বিহার॥ আছিল রেবত নামে এক নরপতি। তার কন্যা জনমিল মহা রূপবন্তী॥ পূর্ব্ব মন্বন্তরে কন্যা হইল উৎপত্তি। রেবতী তাহার নাম লক্ষ্মী মূর্ত্তিবন্তী॥ কন্যা লৈয়া গেল রাজা ব্রহ্মার গোচর। আ-

গিল কন্যার তরে দিব্য এক বর ॥ আজ্ঞা দিল ব্রহ্মা তুমি থাক কত কাল। ক্ষিতিতলে হৈব অনন্তের অবতার ॥ বলরাম নাম হৈব পুরুষ পুরাণ। তাঁহারে করিহ তুমি কন্যা সংপ্রদান ॥ তবে কন্যা লৈয়া রাজা গেলা নিজ পুর। বলভদ্র অবতার হৈল ক্ষিতি পর ॥ কন্যা আনি দিল বলরাম বিদ্যমানে। শুভ দিন শুভক্ষণে কৈল কন্যা দানে ॥ জন্মিলা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ভীষ্মক দুহিতা। অখিল লাবণ্য ধাম গুণশীল যুতা ॥ রাক্ষস বিবাহে হরি কৈল পরিণয়। এত বড় অদভুত কহ মহাশয় ॥ শাল্য জরাসন্ধ আদি নৃপগণ জিনি। কেমতে আনিল দেবী দেব চক্রপাণি ॥ কৃষ্ণকথা পুণ্যময়ী সর্ব্ব পাপ হরা। শ্রবণ মঙ্গল যেন অমৃতের ধারা ॥ তৃপ্ত কাহার হয় কৃষ্ণকথা পানে। শুনিতেহ হয় নিত্যই নূতনে ॥ তবে শুকমুনি কহে শুন নরেশ্বর। আছিল ভীষ্মক রাজা বিদর্ভনগর ॥ পঞ্চ পুত্র হৈল তার মহা বলবান। রুক্মী জ্যেষ্ঠ রুক্মবাহু রুক্মরথ নাম ॥ রুক্মকেশ রুক্মমালি রুক্মিণী ভগিনী। সাক্ষাতে কমলা দেবী সাক্ষাৎ জননী ॥ কৃষ্ণের মহিমা যশ গুণরূপ বল। আসিয়া সকল লোক কহে নিরন্তর ॥ নারদের মুখে কৃষ্ণ রূপগুণ শুনি। সেই সেতো যোগ্য বর মাগিল রুক্মিণী ॥ রুক্মিণীর গুণ শীল শুনি রূপ তার। কৃষ্ণহো সাদৃশি ভার্য্যা কৈল অঙ্গীকার ॥ ভীষ্মক রাজার পাত্র মিত্র বন্ধুগণ। সবেই ইচ্ছিল বর দেবকীনন্দন ॥ কৃষ্ণের বিদ্বেষী রুক্মী করিয়া খণ্ডনা। শিশুপালে দিব ভগ্নী করিল মন্ত্রণা ॥ তা শুনিয়া মনে দুঃখ ভাবিলা সুন্দরী। কহিয়ে উপায় তবে কোন যুক্তি করি ॥ আত্ম এক বন্ধু দ্বিজ আনিলা ডাকিয়া। আপন অক্ষরে দেবী পত্র নিরমিয়া ॥ দ্বারকা পাঠায়া দিল তুরিতে ব্রাহ্মণ। বিপ্রগিয়া উত্তরিলা দ্বারকা ভুবন ॥ দাণ্ডায়ে রহিল বিপ্র পুরীর দুয়ারে। দ্বারি পাঠাইয়া দিল প্রভুর গোচরে ॥ আজ্ঞা পায়া বিপ্র কৈল পুর পরবেশ। হেম সিংহাসনে গিয়া দেখে হৃষীকেশ ॥ ব্রাহ্মণ দেখিয়া দেব ব্রহ্মণ্য শেখর। হেন সিংহাসন হৈতে নামিলা সত্বর ॥ ব্রাহ্মণে ধরিয়া নৈল নিজ নিজাসনে। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বিপ্রে পূজিল বিধানে ॥ দিবা অন্নপান দিয়া করাইল ভোজন। আপনে করয়ে হরি পাদ সম্বাহন ॥ তবে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিল শুন দ্বিজবর। মিত্রাকুলে আছ তুমি সর্ব্বত্রে কুশল ॥ নিজ ধর্ম্ম আছে কি তোমার ভাল মতে। নিজ ধর্ম্ম পথে আছ কুট-

য় সহিতে ॥ যেন তেন মতে বিপ্র তুষ্ট হঞা থাকে। দুঃখ শোক দূর করি নিজ ধর্ম্ম রাখে ॥ সেইলে ব্রাহ্মণ তার সর্ব্ব সিদ্ধি হয়। অসন্তুষ্ট বিপ্রের সন্তোষ কভু নয় ॥ অসন্তুষ্ট হৈলে নয় ইন্দ্র পদে সুখ। তুষ্ট হৈলে দরিদ্রের নহে কোন দুঃখ॥ নিজ লাভে তুষ্ট সর্ব্বভূত হিতময়। অহঙ্কারে বিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ সত্বময় ॥ নিরন্তর তাকে আমি করি নমস্কার। কহ বিপ্র রাজারাতো কুশল তোমার ॥ রাজার প্রধান ধর্ম্ম প্রজার পালন। সেই সে আমার প্রিয় শুনহে ব্রাহ্মণ ॥ কোন কর্ম্মে আইলে দুর্গ করিয়া লংঘন। গুহ্য যদি নহি তবে কহিবে কারণ ॥ আজ্ঞা কর কোন কার্য্য করিব তোমার। তবে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ লাগিল কহিবার ॥ হের দেখ রুক্মিণীর পত্র পত্র খান। শুন দেব দেব কিছু কর অবধান ॥ ভুবন সুন্দর পদ্মপত্র বিলোচন। সতত তোমার গুণ কহে সর্ব্বজন ॥ সর্ব্ব পাপ হরে যার কেবল শ্রবণে। হেন গুণ নিতি২ শুনি নিজ কানে ॥ শুনিয়া রূপের কথা নিরুপম ধামে। অখিল জীবের লাভ হয় দরশনে ॥ তোমাতে অর্পিত চিত্ত কৈল পরবেশ। লজ্জা পরিহরি ধৈর্য্য ছাড়িল বিশেষ ॥ স্ত্রী হইয়া তুমি কেন লজ্জা পরিহর। হেন যদি বল নাথ অবধান কর ॥ হেন কোন নারী আছে কুলশীলবতী। সকল লাবণ্য ধাম তুমি হেন পতি ॥ না বরিব তোমারে রাখিয়া নিজ মান। হেন নারী নাহি দেখি শুন ভগবান ॥ তোমাকে না জানিনু তুমি অখিল লোকপাল। আত্ম সমর্পণ কৈনু চরণে তোমার ॥ বুঝিয়া করিবে নাথ যে হয় উচিত। আপনে সকল দান পরম পণ্ডিত ॥ পুরুষ সিংহের ভাগ আমি এক নারী। শিশুপাল জানি মোরে লয়্যা যায় হরি ॥ জম্বুকে সিংহের ভাগ যেন লৈয়া যায়। বুঝিয়া করহ নাথ যে হয় উপায় ॥ যত পুণ্য কৈনু নাথ জন্ম জন্মান্তরে। দান ব্রত তপ জপ নানা পরকারে। দেব গুরু আরাধন ব্রাহ্মণ সেবন। চরণার বৃন্দে সব কৈল সমর্পণ ॥ যজ্ঞ আরাধিয়া থাকিক চরণে তোমার। আপনি আসিয়া নাথ নিবে একবার ॥ তুমি পাণিগ্রহণ করিবে মহাশয়। দুষ্ট নৃপগণ যেন সন্নিকট নয় ॥ কালি হইবে বিবাহের আছে সমাগম। শীঘ্র তুমি আইস সৈন্য করিয়া সাজন ॥ গোপনে আসিবে তুমি দেখিবার ছলে। বিপক্ষ না পারে যেন লংঘি লইবারে ॥ শিশুপাল জরাসন্ধ বাণে বিদারিয়া। আঁখির নিমিষে মোরে লয়্যা যাও হরিয়া ॥

রাক্ষসি বিবাহে মোরে করি পরিণয়। ইহাতে তোমার প্রভু দোষ নাহি হয়॥ যদি বল কন্যা তুমি থাক অন্তঃপুরে। বন্ধুগণে আবরিয়া থাকিব তোমারে॥ কিরূপে এসব হয়ে কার্য্যের ঘটনা। তাতে এক আছে নাথ উত্তম মন্ত্রণা॥ কুলদেব যাত্রা আছে তার পূর্ব্ব দিনে। পুরের বাহির মাঠে তাহার গমনে॥ দুর্গাদেবী আরাধিব কুলের বিধানে। অবশ্য যাইব আমি বাহির উদ্যানে॥ তখনে হরিয়া তুমি লহ অলক্ষিতে। সকল গোচর নাথ তোমার সাক্ষাতে যার পাদপদ্ম নাথ মহা মহা জনে। বঞ্চিয়ে পার্ব্বতী পতি আদি গোপীগণে॥ হেন প্রভু চরণ পরশ আশা ত্যজে। সে কোন উত্তম নারী যদি আন ভজে॥ যদি নাথ তোমার চরণ কৃপা লয়। ব্রত করি শরীর শুধিব অতিশয়॥ শতেক জনম ধরি ত্যজিব জীবন। যাবত পদার বিন্দ না হয় দরশন॥ এই নিবেদন কৈনু অভয় চরণে। যে হয় উচিত নাথ করিবে পালনে॥ শ্রী ভাগবত আচার্য্যের মধুরস ভাষা। শ্রীকৃষ্ণ গুণ শুন ভাই কৃষ্ণে ধর আশা॥

শুক মুনি কহে রাজা শুন পরীক্ষিত। লক্ষ্মী নারায়ণ পুণ্য চরিত্র পবিত্র॥ রুক্মিণীর পত্র যদি পড়াইল ব্রাহ্মণে। শুনিয়া কি বলে তবে দেব জনার্দ্দনে॥ হাতে২ ব্রাহ্মণের ধরিয়া শ্রীহরি। হাসিয়া উত্তর তবে দিলা বনমালী॥ আমার তাহাতে চিত্ত নিদ্রা নাহি যাই তাহার চিন্তায় আমি সন্তোষ না পাই॥ কন্যা দিতে অঙ্গীকার কৈল বন্ধুগণে। রুক্মী দ্বেষ করি তাহা কৈল নিবারণে॥ আনিব রুক্মিণী আমি নৃপগণ জিনি। দারুক আনিয়া আজ্ঞা দিলা চক্রপাণি॥ ঝটি করি রথ আন করিয়া সাজন। সাজিল দারুক রথ গরুড় লাঞ্ছন॥ মেঘ পুষ্প বলাহক শৈবক সুগ্রীব। চারি ঘোড়া অতি বেগ অতি সুবলিত॥ আনিল সাজায়া রথ দারুক সারথি। করযোড় করিয়া দাণ্ডায় মহামতি॥ ব্রাহ্মণে তুলিয়া রথে আনিলা শ্রীহরি। রাতারাতি আইল কৃষ্ণ বিদর্ভ নগরি॥ সে রাজা কৌণ্ডিন্য পতি পুত্র বশ হয়্যা। কন্যা দিব শিশুপালে নিশ্চয় করিয়া॥ বিবাহ মঙ্গল কর্ম্ম করয়ে আপনে। ধ্বজ পতাকা করে পুরির নির্ম্মাণে॥ রাজপথ পুরপথ করিয়া সাজন। সর্ব্বত্রে করয়ে দধি চন্দন সেচন॥ বিচিত্র তোরণে পুর কৈল অলঙ্কৃত। চন্দ্রে২ কৈল বিতান মণ্ডিত॥ গন্ধ মাল্য আভরণ বিরাজ বসন। দিব্য বেশ ধরে যত নরনারী গণ

বিচিত্র মন্দির পুর সুধুপ ধুপিত। দেব পিতৃ অর্চন বিধান নিরমিত॥ বিবিধ ব্রাহ্মণগণ করাইল ভোজন। শুভকালে কৈল স্বস্তি মঙ্গল বচন॥ শীতল সুগন্ধি জলে করাইল স্নান। কৌতুক মঙ্গল কৈল অঙ্গ নিরমাণ॥ বিচিত্র বসন যুগ পরাইল অঙ্গে। ভ্রমিয়া আনিল কন্যা দিব্য মহা রঙ্গে॥ বেদ মন্ত্রে মধুরাখ্যা কৈল দ্বিজগণে। পুরোহিতে গ্রহ যজ্ঞ কৈল হুতাশনে॥ দ্বিজগণে দিল রাজা রজত বসন। গুড় মিশ্রিত কৈল হিরণ্য ভুষণ॥ তবে ভীষ্মক রাজা সর্ব্ব ধর্ম্ম জানে বিবিধ দক্ষিণা দিল দিব্য ধেনু গণে॥ এইরূপে দমোঘোষ শিশুপালে আনি। সকল মঙ্গল কৈল সর্ব্ব তত্ত্ব জানি॥ দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনি কৈল স্বস্ত্যয়ণ। পুজিল ব্রাহ্মণ গণে দিয়া বহু ধন॥ মদমত্ত গজ ঘোড়া পবন সঞ্চার। কাঞ্চন নির্ম্মিত রথে কৈল পাটোয়ার॥ চতুরঙ্গ বলে করি সেনার সাজন। বিবিধ মঙ্গল গতি বিবিধ বাজন চলিল কৌণ্ডিন্য পুরি রাজা চেদি পতি। পাত্র মিত্র পুরোহিত চলিলা সংহতি॥ সাজিয়া ভীষ্মক রাজা গেলা কত দূর। পুজিয়া আনিল দমঘোষ নৃপবর॥ থুয়্যা ছিলা দিব্য পুরি করিয়া নির্ম্মাণ। তাতে লৈয়া তাহাকে রহিতে দিল স্থান॥ শাল্ব জরাসন্ধ দন্তবক্র আদি করি। শিশুপাল পক্ষ যত নৃপতি কেশরি॥ সকল সাজিয়া আইল চতুরঙ্গ সেনা। কদাচিত আসি কৃষ্ণ রণে দেই হানা॥ সবে মেলি তার সঙ্গে করিব সংগ্রাম। হারিয়া পলাবে কৃষ্ণ রাখিয়া পরাণ॥ এইরূপে নিশ্চয় করিয়া নৃপগণে। আসিয়া কৌণ্ডিন্য পুরি রহে সাবধানে॥ বলভদ্র শুনিল বিপক্ষ নৃপগণে। সাজিয়া চলিলা তবে বিরোধ কারণে॥ একেশ্বর গেলা কৃষ্ণ কন্যা হরিবারে। পাছে জানি তাতে কোন পরমাদ ফলে॥ মহা সৈন্য সাজিয়া ঠাকুর হলধর। ত্বরিতে চলিয়া গেলা বিদর্ভ নগর॥ বৈদর্ভী ভীষ্মক সুতা চিন্তে মনে মনে। হয় বা না হয় হেথা কৃষ্ণ আগমনে॥ এতক্ষণ নহিল কৃষ্ণের আগমন। না জানি কি আছে মোর অদৃষ্টে লিখন॥ সবে এক দিন আছে বিবাহ অবধি। অরবিন্দ লোচন না আইল গুণ নিধি॥ না জানি কি আছে মোর বিধির লিখন। ব্রাহ্মণ পাঠাইনু সেহো আইল এতক্ষণ॥ কিবা মোর কুৎসিত শুনিল কার স্থানে। উদ্যম করিয়া না আইল সেকারণে॥ মোর পাণিগ্রহণ করিয়া অল্প জ্ঞান। উদ্যম করিয়া নাহি আইল ভগবান॥ বিধি মোরে বাম প্রতিকূল মহেশ্বর

বিমুখ পার্ব্বতীদেবীনা আইলা যদুবর॥ এইরূপেচিন্তিতে রহিলনিরন্তর। নিবারিতেনাপারি আঁখির পড়ে জল॥ সময় বুঝিয়া দুইপুছিল নয়ান। না রহে আঁখির নীর নহে সমাধান॥ বাম নেত্র বাম ভুজ বাম উরুভাগ। হেনকালে স্ফুরিত বাড়িল অনুরাগ॥ হেনকালে ব্রাহ্মণ পাঠাইল ভগবান। সত্বরে আইল দ্বিজ দেবী বিদ্যমান॥ প্রসন্ন বদন বিপ্র দেখিয়া রুক্মিণী। লক্ষণে জানিল কার্য্য সিদ্ধি অনুমানি॥ কহিল ব্রাহ্মণ দেবে দৈবকীনন্দন। হেথাতে আসিয়া তিঁহো হৈল উপসন্ন॥ কহিল তোমারে সত্য বচন বিশেষ। অবশ্য তোমারে হরি লব হৃষীকেশ॥ এ বোল শুনিয়া দেবী হরষিত চিতা। আনন্দে পূরিল তনু ভীষ্মকদুহিতা॥ ব্রাহ্মণের যজ্ঞ দ্রব্য দিতে নাহি আর। কেবল-রুক্মিণীদেবী কৈল নমস্কার॥ উৎসব দেখিতে রাম কৃষ্ণ আগমন। শুনিয়া বিদর্ভ রাজা হরষিত মন॥ নৃত্য গীত বাদ্য ঘোর বিবিধ মঙ্গলে। চলিলা বিদর্ভপতি কৃষ্ণ আগুসারে॥ পুরিতে কল্পিত ছিল দিব্য মহা পুরি। তাহাতে আনিয়া কৃষ্ণে থুইল ভক্তি করি॥ রামকৃষ্ণ বসাইল দিব্য সিংহাসনে। পূজিল সকল সৈন্য বিবিধ বিধানে॥ যত নৃপগণ আইল বিদর্ভনগরে। যার যেন যজ্ঞ পূজা কৈল নরেশ্বরে॥ কৃষ্ণ আগমন যদি শুনি পুরজনে। আসিয়া দেখিল কৃষ্ণ আনন্দনয়নে॥ এই সে রুক্মিণীর যোগ্য সমোচিত পতি। ইহার সেই সে যোগ্য ভার্য্যা গুণবতী॥ আমি সব যত পুণ্য কৈল জন্মান্তরে। সকল অর্পিল দেব চরণ কমলে॥ তুষ্ট হৈয়া বর দেন দেব মহেশ্বর। রুক্মিণীর পতি যেন হন যদুবর॥ এইরূপে পুরজনে কহে স্থানে স্থানে। কৃষ্ণমুখ দেখে লোক নিশ্চল লোচনে॥ হেনকালে আইলা কন্যা পুরের বাহিরে। মহা ভাটগণ বেড়ি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥ চলিলা অম্বিকা পুরি সুললিত গতি। পূজিতে পার্ব্বতী দেবী করিয়া ভকতি॥ মুকুন্দ পদারবিন্দ হৃদয়ে ধেয়ায়। অপরূপ গতি ভঙ্গে ধীরে ধীরে যায়॥ যৌবনবতি ধরে দেবী দ্বিজপত্নীগণে। চৌদিগে বেষ্টিত দ্বিজ সখী পরিজনে॥ রাজভটে মহা শূর বিক্রমে বিশাল। অস্ত্র তুলি যায় তারা দিয়া পাট সার॥ [illegible] ভেরী মৃদঙ্গ বাজন [illegible] দিব্য বেশ

বিস্তা দেবসৃষ্টি ঋষিসৃষ্টি যে যে রূপ হৈল। একে একে শুকদেব সকল কহিল ॥ দিতিগর্ভে হৈল যত দৈত্য ভয়ঙ্কর। হিরণ্যকশিপু হৈল শুনিত্যর ঈশ্বর ॥ রম্ভা নামে দৈত্য ছিল তাহার কুমারী। করাধু হৈহোর নাম পরম সুন্দরী ॥ হিরণ্যকশিপু তারে কৈল পরিণয়। বন হার উদরে চারি জন্মিল তনয় ॥ কনিষ্ঠ প্রহ্লাদ নাম ভকল চিন্তান। প্রহ্লাদের পুত্র বিরচন বলবান ॥ তার পুত্র বলিরাজা সে পুত্র বান। যার সহ উষা হেতু হইল সংগ্রাম ॥ এইরূপে কহিল কহিল সৃষ্টিকথা। যেরূপে অসুর সৃষ্টি হৈল যথা তথা ॥ তবে রাজা জিজ্ঞাসিল শুকের গোচর। জগতে কৃষ্ণের কেহ নাহি ভিন্ন পর ॥ কুগুবে কেন বৈরিভাব অসুরের সনে। অসুর নাশেন কেন দেবের প্রত্যারণে ॥ সবার হৃদয়ে বৈসে প্রভু হৃষীকেশ। কি কারণে অসুর বানিবে করে দ্বেষ ॥ কহ গুরু মুনীশ্বর ইহার কারণ। চিত্তেরসংশয় অন্ধার কর নিবারণ ॥ রাজার বচন শুনি শুক মহামুনি। সাধু২ বাদ সকরি রাজারে বাখানি ॥ প্রণাম করিয়া মুনি কৃষ্ণের চরণে। কৃষ্ণ লীলা কথা কহে হরষিত মনে ॥ পুরুষ প্রকৃতি পর এক ভগবান। সর্ব ঠাই বৈসে হরি জগত সমান ॥ অসুর দানব সৃষ্টি হয় তমঃগুণে সত্ত্বগুণে সৃষ্টি পালে যত দেবগণে ॥ অসুর দানব করে জগৎবিনাশ তকারণে অসুর বিনাশে শ্রীনিবাস ॥ দেব রক্ষাকরি করে সৃষ্টির পালন। অসুর সংহারে প্রভু দেবের কারণ ॥ আর কথা কহি রাজা শুন সাবধানে। নারদ কহিলা যুধিষ্ঠির বিদ্যমানে ॥ আছিল তো মোর পিতামহ যুধিষ্ঠির। ধর্ম্মের নন্দন তেঁহো নৃপতি সুধীর ॥ রাজ সূয় যজ্ঞ আরম্ভিলা নরেশ্বর। পৃথিবী জিনিয়া ধন আনিলা বিস্তর ॥ দেবঋষি ব্রহ্মঋষি রাজঋষি গণ। আপনি শঙ্কর ব্রহ্মা ব্রহ্মারনন্দন ॥ সবেই কৌতুকে আইলা যজ্ঞ দেখিবারে। আপনে আছেন তথা কৃষ্ণ নিরন্তরে ॥ এক দিন বিস্ময় ভাবিয়া নৃপবরে। জিজ্ঞাসিলা নারদেরে সভার ভিতরে ॥ শুন এক অদভুত মুনি যোগেশ্বর। ভূতভাবি বর্ত্তমান তোমাতে গোচর ॥ জিজ্ঞাসিব যোগেশ্বর তোমার চরণে। শুনিতে তোমার মুখে বাঞ্ছে সুরগণে ॥ এক অদভুত আমি সাক্ষাতে দেখিল। শিশুপাল হেন দ্বেষী কৃষ্ণে প্রবেশিল ॥ পাইতে দুর্লভ যারে একান্ত ভকতে। শিশুপাল হেন পদ পাইল কেমতে ॥ জনম

অবধি সেই কৃষ্ণে করে দ্বেষ। হেন দুষ্ট করে তাঁর চরণে প্রবেশ॥ বেণ নামে এক রাজা পূর্ব্বে আছিল। কৃষ্ণে নিন্দি তবে সে নরকে কেন গেল॥ জন্মাবধি শিশুপাল নিন্দে নারায়ণে। জিহ্বায় নহিল তার কুষ্ঠ কি কারণে॥ সাক্ষাতে পরম ব্রহ্ম এই ভগবান। চরণে প্রবেশ কৈল দেখি বিদ্যমান॥ এসব দেখিয়া চিত্ত হইল আকুল। প্রদীপের শিখা যেন পবনে চঞ্চল॥ কহিবা কারণ তুমি মুনি মহাশয়। তোমার বচনে মোর খণ্ডিবে সংশয়॥ রাজার বচন শুনি মুনি যোগেশ্বর। হাসিয়া রাজারে তবে দিলেন উত্তর॥ অজ্ঞান বিমূঢ় জন তত্ত্ব নাহি জানে। স্তুতি নিন্দা পুরস্কার সমান না মানে আমি মোর বলিয়া শরীরে অহঙ্কার। দেহবধে মানে জীব বধ আপনার॥ শরীর করিয়া যার নাহি অভিমান। স্তুতি নিন্দা হিংসা তার সকলি সমান॥ অখিল জীবের আত্মা প্রভু যদুরায়। দুষ্টেরে তরিয়া দণ্ড দুরিত খণ্ডায়॥ বৈরিভাব করে কিবা ভয়ে ভক্তি করে। কাম্যকরি কিবা তাঁর চরণ স্মঙরে॥ কৃষ্ণেরে ভাবয়ে যেন তেন প্রকারে। নিজ পরবুদ্ধি প্রভু কাহারে না করে॥ বৈরি অনুবন্ধেভাবে দেখি কৃষ্ণময়। মহাভক্ত ভক্তিযোগে যেমত ভাবয়॥ কুমরিকা কীট আনে আর কীট ধরি। মৃত্তিকার গর্ত্তকরি রাখে বন্দি করি॥ দুঃখে কিবা ভয়ে সদা তাহারে স্মঙরে। নিজ রূপ ছাড়িয়া তাহার রূপ ধরে॥ বৈরিভাবে নিরন্তর যদি চিন্তে হরি। কৃষ্ণে গতি পায় ক্রোধে কৃষ্ণে মন ধরি॥ কাম ক্রোধ ভয়ে চিত্ত গোবিন্দে ধরিয়া। দেখহ সকলে গেল সংসার তরিয়া॥ কামে গোপী ভয়ে কংস বৈরি শিশুপাল। যদুবংশ সম্বন্ধ মানিল চিরকাল॥ তুমি সবে প্রেমে সদা ভজহ শ্রীহরি। প্রেমভক্তি মধ্যে ভাব তাহাকে আদরি॥ ভক্তেভক্তি সুখ সুধাপান সর্ব্বদায়। বৈরিভাবে কৃষ্ণ চিন্তি মুক্তিপদ পায়॥ যে কহিলে কৃষ্ণের নাহিক নিজ পর। তাহার কারণ এই বুঝ নরেশ্বর ভক্তির সাদৃশ মুক্তি না করি গণন। দিলেহ না লয় মুক্তি শুদ্ধভক্তজন যে সে মতে কৃষ্ণচিন্তা মহা তেজময়। নামের আভাসে মহাপাপী মুক্ত হয়॥ যেন তেন প্রকারেতে কৃষ্ণে ধরি মন। সেইক্ষণে ঘুচে তার সংসার বন্ধন॥ শিশুপাল দন্তবক্র দুই ভাই তারা। বিষ্ণুপারি

ষদ পূর্ব্বে এবে দেখিপায়্যা ॥ পূর্ব্বে জয় বিজয় যে বৈকুণ্ঠদুয়ারি। ব্রহ্ম শাপে তাঁরা দোহে অসুর রূপ ধরি ॥ তবে রাজা যুধিষ্ঠির ভাবিয় হৃদয়। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলা করিয়া বিনয় ॥ সকল বৈকুণ্ঠবাসী লীল কলেবর। আনন্দ মূরতি ধরে ভকতশেখর ॥ তাদোহারে ব্রহ্মশাপ হৈল কি প্রকারে। কহ মুনি ইহাতে বিস্ময় হৈল মোরে ॥ এতেক শুনিয়া তবে ব্রহ্মার নন্দন। কহিল রাজারে তবে তাহার কারণ ॥ ব্রহ্মার কুমার চারি সনকাদি করি। এক দিন গেল তারা বৈকুণ্ঠ নগরি ॥ পঞ্চ বৎসরের তারা শিশু দিগম্বর। প্রবেশ করিল তারা বৈকুণ্ঠ নগর ॥ দুয়ারে রোধন করি রাখিল দুয়ারি। মুনিগণ শাপিল তাহারে ক্রোধ করি ॥ হেন দুষ্ট হেথায় থাকিতে না জুরায়। অধো গতি অসুর জনম যেন পায় ॥ তবে দোহে কাতরে করিল নিবেদন কৃষ্ণে পাব কি উপায়ে কহ তপোধন ॥ মহাভক্ত তোমরা কৃষ্ণের প্রিয়তম। কুবুদ্ধিতে দ্বার মোরা করিল রোধন ॥ তার শাস্তি পাই লাম যাইতে অধোতে। কৃষ্ণপদ তৎকাল পাইব কোন মতে ॥ কৃষ্ণ পদ দিতেহ তোমরা অধিকারী। কৃপাকর কৃষ্ণ যেন কভু না পাসরি স্তবে তুষ্ট হয়ে তবে ব্রহ্মার কুমার। কহিলেন যেমতে হইবে প্রতি কার ॥ তিন জন্ম ধরিয়া অসুর কলেবর। তবেত উদ্ধার হবে পারি ষদবর ॥ বৈরিভাবে কৃষ্ণরূপ ভাবিয়া সদায়। কৃষ্ণবধ্য হয়ে শীঘ্র আসিবে হেথায় ॥ সেই দুই পারিষদ প্রথম জনমে। হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ নামে ॥ দ্বিতীয় জনমে কৈল লঙ্কা নিজধাম। ধরিল রাবণ আর কুম্ভকর্ণ নাম ॥ জয় হৈল শিশুপাল তৃতীয় জনমে। বি জয় হইল বীর দন্তবক্র নামে ॥ শ্রীহরি করিয়া নরসিংহ অবতার। হিরণ্যকশিপু দৈত্যে করিলা সংহার ॥ বরাহ শরীর ধরি প্রভু গদ ধর। হিরণ্যাক্ষে বধ কৈলা পাতাল ভিতর ॥ রামরূপে বধিলা রাবণ কুম্ভকর্ণ। শিশুপাল দন্তবক্র বধিলা এখন ॥ হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদ জন্মিল। তাহার নির্ম্মল যশে পৃথিবী পুরিল ॥ হিরণ্যকশিপু বহু মত পরকারে। মারিতে নারিল সেই কৃষ্ণভক্তবরে ॥ শান্তদান্ত হিত সর্ব্বভূতে দয়াবান। হৃদয়ে বৈসয়ে তার প্রভু ভগবান ॥ সে পুত্র মারিতে রাজা নারে কোন মতে। সকল উপায় ব্যর্থ কৈল কৃষ্ণভক্তে ॥ এবোল শুনিয়া তবে রাজা যুধিষ্ঠির। পুছিলা মুনির

পদে বিনয় সুধীর ॥ পিতা হয়ে পুত্রে কেন মারিতে ইচ্ছিল। কোন পুণ্যে প্রহ্লাদের ভক্তি জনমিল ॥ রাজার বচন শুনি কহে যোগেশ্বর। সাবধানে শুন রাজা হইয়া তৎপর ॥ হিরণ্যাক্ষ বধ যদি কৈলা গদাধর। হিরণ্যকশিপু দৈত্য জ্বালিল অন্তর ॥ আকাশে তুলিয়া হাত ঘুরায় ত্রিশূল। দশনে দশন চাপি করে দন্তরোল ॥ ঊর্দ্ধমুখে ভ্রুকুটি কুটিল নেত্র করে। সর্ব্ব জনে শুনে হেন কহে উচ্চৈঃ স্বরে ॥ আরে২ হয়গ্রীব ত্রিশূল অসুর। কৃত্তবাহু ত্রিলোচন নমুচি শম্বর ॥ আমার বচন তোরা শুন সাবধানে। আজ্ঞা কৈল এইকর্ম্ম করিবে যতনে ॥ অজ্ঞজাতি দেবগণ কপট প্রখর। কপটে মারিল মোর ভাই সহোদর ॥ বড়ই চতুর কৃষ্ণ নানা মায়া জানে। গোপনে সবার চিত্তে থাকে সাবধানে ॥ কপটে ধরিয়া হরি বরাহ শরীর। মারিল আমার ভাই বলে মহাবীর ॥ হৃদয় বিন্ধিব আজি ত্রিশূলে তাহারে। ভ্রাতার তর্পণ তার করিব রুধিরে ॥ সকল দেবের মূল সেই নারায়ণ। তাহারে মারিলে মরে সব দেবগণ ॥ সকলের মূল কৃষ্ণে করিব নিধন। কাটাগাছের ডাল যেন না জীয়ে কখন ॥ ধরণী মণ্ডলে শীঘ্রগতি আগুসার। জপ যজ্ঞ ভঙ্গকরি গো ব্রাহ্মণ মার ॥ যে যে দেশে গিয়া বিপ্র স্বধর্ম্ম আচরে। সেই দেশ পোড়াইয়া কর ছার খারে ॥ ধার্ম্মিক যাজ্ঞিক যত ধর্ম্ম পরায়ণ। এসব মারিলে বাতে মরে নারায়ণ ॥ রাজার বচন তবে শুনি দৈত্যগণে। আসিয়া পৃথিবী তলে করে পর্য্যটনে ॥ গো ব্রাহ্মণ মারয়ে পোড়ায় পুর গ্রাম। ভাঙ্গিয়া প্রাচীর ঘর কৈল খান খান ॥ কাটিয়া ফেলিল বৃক্ষ ভাঙ্গিল নগর। লোটয়ে পোড়য়ে লোক বিনাশে সত্বর ॥ স্বর্গে মর্ত্ত্যে বৈসে যত আলয় পোড়ায়। স্বস্থান ছাড়িয়া সবে ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥ দেব গণ আত্মরূপ করিয়া গোপতে। পৃথিবী ভ্রময়ে তারা হই অলক্ষিতে হিরণ্যকশিপু রাজা চিন্তে মনে মন। পরলোক ধর্ম্ম ভাল না কৈল বিধান ॥ বন্ধুগণ দিতি মাতা সবে ব্যাকুলিতা। সবাকে প্রবোধ দেন কহি তত্ত্বকথা ॥ না ভাবিহ শোক মাতা শুন বন্ধুগণ। পুত্র দার সংযোগ জানিহ অকারণ ॥ জলছত্রে লোক যেন মিলে এক ঠাঞি। পশ্চাতে কে কোথা চলে উদ্দেশ না পাই ॥ এইমত পুত্র দার জানিহ সংযোগ। না বুঝিয়া অকারণ করে দুঃখ শোক ॥ নিত্যনির

জন জীব শুদ্ধ সত্ত্বময়। মায়ায় শরীর ধরে মায়ায় ত্যজয়॥ তরুগণ কাঁপে যেন জলের কম্পনে।পৃথিবী কাঁপয়ে যেন আখির ভ্রমে এই রূপ মায়ায় আক্রান্ত মন যার। মনের ভ্রমে দেখে জীবের সংহার॥ সংযোগ বিযোগ যত জনম বিনাশ। এ সব জানিহ মাতা কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥ করিয়া বিবিধ কর্ম্ম বিবিধ প্রকারে। সুখ দুঃখ শোক মোহ পায় বারে বারে॥ কহিব তোমারে মাতা পুরব কথন। যম রাজা কহিলা যে প্রবোধ বচন॥ আছিল সুরঙ্গ রাজা উসীন নগরে। রিপুগণে সে রাজারে মারিল সমরে॥ আছিল যতেক তার পুত্র মিত্রগণ। রাজারে বেড়িয়া তারা করয়ে ক্রন্দন॥ নারীগণ নানা রূপে করয়ে বিলাপ। শিরে কর হানিয়া করয়ে উরে ঘাত॥ বিবিধ বিলাপ করি করয়ে রোদনে। রাজার শরীর তারা রাখিল যতনে॥ পোড়াইতে না দিল রাজার কলেবর। রজনী প্রবেশ কৈল গেল দিবাকর॥ আপনি বালক হয়ে যম ধর্ম্মরাজ। আসিয়া রহিল সেই নারীর সমাজ॥ তুমি সবে আমা হৈতে বয়সে আগল। তোমা সবা হৈতে আমার বুদ্ধি অপ্রবল॥ দেখিয়া শুনিয়া শোক কর অকারণ। যথা হৈতে আইসে সে তথাই গমন॥ জনক জননী মোর মৈল বিদ্যমানে। কেবল সে মিথ্যা শোক না করি যে মনে॥ ব্যাঘ্রে নাহি খায় মোরে হস্তিতে না মারে। লুকাইয়া রাখে কেহ কন্দর ভিতরে॥ জগত সৃজিয়ে প্রভু পালে সবাকারে। আপন ইচ্ছায় প্রভু জনম যে করে॥ প্রভু যে করিবে তাহা কে করিবে আন। এ বোল বুঝিয়া চিত্ত কর সমাধান॥ দৈবে যাহা রাখে তাহা পথে না হারায়। দেবে না রাখিলে বস্তু ঘরে না সহয়॥ অনাথ বালক হয় যদি বৈসে বনে। সেই বনে বাঁচে যদি রাখে নারায়ণে॥ বন্ধুজন রাখে যত্নে ঘরের ভিতরে। প্রভু যদি নাহি রাখে মরে সেই ঘরে॥ কর্ম্মফলে একে হৈতে একের জনম। দৈবযোগে এক হৈতে একের মরণ॥ শরীরে শরীর এ যে শরীরে মরয়। জীবের তাহাতে কিছু নাহি অপচয়॥ কাষ্ঠ হৈতে যেন ভিন্ন দেখিয়া অনল। এই রূপে ভিন্ন জীব ভিন্ন কলেবর॥ সজ্ঞানে না শুনে কিছু না করে উত্তর। ভূমিতে পড়িয়া আছে মরা কলেবর॥ কাহার কারণে শোকে হয়েছ বিকল। শয়ন স্বপনে যেন সে মিথ্যা সকল॥ আর

এক কথা কহি স্থির কর চিত। অরণ্য দেখিল এক ব্যাধ আচম্বিত ॥ বিপিনে পাতিয়া জাল নানা পক্ষ মারে। দেখিল কুলিঙ্গ দুই সেই ব্যাধবরে ॥ আস্তেব্যস্তে পাতিল বিষম জাল দড়ী। সেই ফাঁদে কুলিঙ্গ পড়িল আসি উড়ি ॥ তা দেখি কুলিঙ্গ ব্যাকুল চিত্ত হই। ভূমিতে পড়িয়া কান্দে মহাশোক পাই ॥ কে নিল ঘরণী মোর সতী পতিব্রতা। কার সহে বঞ্চিব কহিব পূতকথা ॥ কি মোর শরীরে কার্য্য কিসের জীবনে। হেন নারী মরে যার সেবা জীবে কেনে ॥ বাসাতে রহিল মোর শিশু পক্ষগণ। কেমতে করিব তার পোষণ পালন ॥ মায়ের বিলম্ব তারা চাহে একদৃষ্টে। দুর্গত বালক তারা পাখা নাহি উঠে ॥ এই রূপে কান্দে পক্ষ দুঃখিত অন্তর। দুষ্ট ব্যাধ মারিল বিন্ধিয়া ধনুঃশর ॥ মায়াচ্ছন্ন হয়ে পক্ষ মরিল আপনে। বাসাতে মরিল শিশু পক্ষ ভক্ষ হীনে ॥ এইরূপে সকল অনিত্য করি জ্ঞান। বুঝি বিচারিয়া চিত্ত কর অনুমান ॥ এতেক বচন বলি যম অধিকারী। প্রবোধিয়া নিজ পুরে গেল ত্বরা করি ॥ মন্ত্রিগণে নারীগণ করিয়া বিচার। শোকে সাম্য হৈয়া দেহ করিলা সৎকার ॥ জীব কার শত্রু মিত্র নাহি ভিন্ন পর। সর্ব্বত্র সমান জীব অজর অমর ॥ শুনহ জননি শুন যত বন্ধুগণ। তত্ত্বে চিত্ত ধরি শোক ত্যজ সর্ব্বজন ॥ পুত্রের বচন শুনি দৈত্যমাতা দিতি। শোক পরিহরি তত্ত্বে দৃঢ় কৈল মতি ॥ হিরণ্যকশিপু দৈত্য পূর্ব্ব ভকত স্বভাবে। কহিলেন তত্ত্ব কৃষ্ণ নিজ প্রভু ভাবে ॥ পরে কৃষ্ণে দ্বেষ ভাব অসুর স্বভাবে। আপনেই ঘটে আসি কহে শত্রুভাবে ॥ তবে রাজা কৈল চিত্তে এই অনুমান। অজর অমর হৈব মহাবলবান ॥ এক ছত্রে হব তিন ভুবনের রাজা। মো বহি না করে যেন আর কার পূজা ॥ সঙ্কল্প করিয়া এই মহা দৈত্যেশ্বর। তপস্যা করিতে গেলা অরণ্য ভিতর ॥ মন্দার পর্ব্বত গুহায় পরবেশ করি। নিরবধি নিরালম্ব ঊর্দ্ধ্ববাহু করি ॥ বামপদ অঙ্গুল পরশি ক্ষিতিপর। উত্তান নয়নে তপ করে নিরন্তর ॥ হেন উগ্র তপ নাহি দেখিয়া ভুবনে। ব্রহ্মাণ্ড কাটিয়া উঠিলা হুতাশনে ॥ তিন লোক দহে হেন প্রচণ্ড অনল। সিন্ধু আদি তরু গিরি ক্ষোভিত সকল ॥ সপ্ত স্বর্গ সহিত কাঁপিল ভূমিতল। খসিয়া পড়িল সব নক্ষত্র মণ্ডল ॥ দশ দিগ জ্বলিল কাঁপিল ত্রিভুবন। ভয়ে

দেবগণে লৈল ব্রহ্মার শরণ॥ নিবেদিলা দেবগণ ব্রহ্মার চরণে। ত্রিলোক দহিল দৈত্য তপ হুতাশনে॥ যাবৎ সকল লোক নাশ নাহি হয়। তাবৎ রাখিতে লোক করহ উপায়॥ বুঝিয়া দিবেন বর সঙ্কল্প তাহার। তিন লোক অগোচর নাহিক তোমার॥ তবু আমি সবে করি চরণে গোচর। বিচার করিয়া পাছে বুঝিবে অন্তর যে ভাবে তপে ব্রহ্মা জগত সৃজিল। সবার উপরে সত্য লোক বাস কৈল॥ আপনে ঈশ্বর হয়ে ঠাকুরালি করি। চৌদ্দ ভুবনে হব এক দণ্ডধারী॥ যত কাল ব্রহ্মা মোরে প্রসন্ন না হয়। তত কাল করি তপ করিল নিশ্চয়॥ আন ধর্ম্ম স্থাপিব করিব আন রঙ্গ। প্রলয়েতে নহে যেন মোর আজ্ঞা ভঙ্গ॥ শুনিলাম এই তার সঙ্কল্প নিশ্চয়। আপনি বুঝিয়া কর যে যুকতি হয়॥ দেবের বচন শুনি কমল আস ন। আশ্বাসিল চিন্তা না করিহ দেবগণ॥ তার অভিমত রক্ষা দেবের মঙ্গল। বুঝি বর দিব দেব যাহ নিজ স্থল॥ আপনি চলিয়া ব্রহ্মা গেলা তার স্থানে। যথা তপ করে দৈত্য সে তীর্থ আশ্রমে॥ বল্মী ক পিপীড়া মাংস খায় কলেবর। হাতের উপরে মাত্র বল্মীকাদি কর। তাহার উপরে ঘাস বাঁস মহা ঝাড়। রক্ত মাংস নাহি সবে আছে মাত্র হাড়॥ ব্রহ্মা কহে হেন তপ না দেখি সংসারে। বল্মীক পিপীড়া তোমার খাইল কলেবরে॥ অস্থির ভিতর প্রাণ রহিল প্রবেশি। হেন তপ করে হেন না দেখি তপস্বী॥ শতেক বৎ সর তুমি আছ নিরাহারে। হেন মত তপস্যা করিতে সাধ্য পারে॥ তুষ্ট হৈল বর মাগ দিতির নন্দনে। যে বর মাগিবে তাহা দিব এইক্ষণে॥ এতেক বলিয়া ব্রহ্মা কমুণ্ডলু জলে। অভিষেক কৈল সেই টীকর যে স্থানে॥ সে জল পরশে দৈত্য উঠিলা সত্বরে। নতি স্তুতি কাকুতি করয়ে যোড়করে॥ নয়নে আনন্দ ধারা পুলক শরীরে ব্রহ্মারে সাক্ষাৎ দেখি আনন্দ অন্তরে। বর মাগে দৈত্যরাজ গদ বাণী। যে বর মাগিয়ে তাহা শুন পদ্মযোনি॥ তোমার সৃজিত যত সব চরাচর। তাহাতেই কর মোরে অজর অমর॥ দিবস রজ নী কালে কি ঘর বাহিরে। অস্ত্র শস্ত্রে নাহি মরি কি ভুমি অম্বরে॥ নরেন্দ্রাদি নাগ সুরাসুর কি কিন্নরে। মোর মৃত্যু নহে যেন ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥ ত্রিভুবনে রাজা করি করহ স্থাপন। আমা সম যোদ্ধা যেন

নহে কোন জন ॥ দৈত্যের বচন শুনি ব্রহ্মা সুরেশ্বর। তার তুষ্ট হেতু দিলা যে মাগিলা বর ॥ এতেক বলিয়া ব্রহ্মা চড়ি হংসরথে। স্বস্থানে গমন কৈলা অন্তরীক্ষ পথে ॥ দৈত্য মনে বুঝিল যে হৈলাম অমর। ত্রিভুবনে আর কারে নাহি করি ডর ॥ বর পায়ে দৈত্যরাজ বলিলেন বাণী। সেনাপতি সবে আনে ত্রিভুবন জিনি ॥ সুরাসুর পতি আর গন্ধর্ব্ব কিন্নর। ভূচর খেচর যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর ॥ সকল জিনিয়া বশ কৈল ত্রিভুবন। চন্দ্র সূর্য্য ইন্দ্র জিনি জিনিলা পবন ॥ কুবের বরুণ আদি জিনি লোকপাল। ত্রিভুবনে এক রাজা বিক্রমে বিশাল ॥ বিশ্বকর্ম্মে আনি নির্ম্মাইল দিব্য পুরী। ত্রৈলোক্য মধ্যেতে হৈল এক দণ্ডধারী ॥ বিদ্যুৎ সোপান ঘরে মরকত-স্থলে। স্ফটিক নির্ম্মিত স্তম্ভ সূর্য্য সম জ্বলে ॥ বিচিত্র বিশাল পদ্ম-রাগ সিংহাসন। পয়ফেণ তুল্য শয্যা স্বর্গ বিভূষণ ॥ বহু মূল্য হেমমণি হেম সভাসদ। একত্রে করিল ত্রিভুবনের সম্পদ ॥ বাজন নূপুর পায় সুরবধূগণে। ললিত লাবণ্য রূপ রতন ভূষণে ॥ হিরণ্য কশিপু রাজা ত্রিভুবন জিনি। আসনে বসিলা যেন দীপ্ত দিনমণি ॥ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বশ কৈল ত্রিভুবন। সুরাসুর করে যার চরণ বন্দন বিবিধ সম্ভার দ্রব্য দিয়া সুরগণে। চকিত নয়নে করে শশাঙ্কে বন্দনে ॥ তম্বুরে নারদ গীত গায় সুললিতে। সিদ্ধ ঋষিগণে স্তুতি করে চমকিতে ॥ দেবের নাচনী নাচে দেখিতে সুন্দর। বিবিধ বাজন সদা বাজে মনোহর ॥ নানা যজ্ঞ ক্রীয়াদি ব্রাহ্মণগণ যজে। নানা ধর্ম্ম কর্ম্ম করি সর্ব্বলোক পূজে ॥ সপ্ত দ্বীপ ধরণী শঙ্কায় শস্য ফলে। নানা অদভুত হৈল আকাশ মণ্ডলে ॥ সপ্ত সিন্ধু আসি ভয়ে রতন যোগায়। রাজার ভুক্তিতা সর্ব্বে করয়ে সদায় ॥ নানা ফল ফুল আনি দেয় দ্রুমগণে। পর্ব্বত পুরায় পূর মানিক রতনে ॥ বাসুকী তক্ষক আদি ফণধরগণে। দিব্য রত্ন মণি দেয় সশঙ্কিত মনে ॥ হিরণ্যকশিপু ত্রিভুবনে এক রাজা। সুরাসুর মুনিগণে নিত্য করে পূজা ॥ এই রূপে দৈত্য কৈল রাজ্য অধিকার। দুঃখ শোক চিন্তা মনে সতত সবার ॥ ইন্দ্র আদি দেব গিয়া কৃষ্ণ আরাধিল। বহুবিধ প্রণাম বিবিধ স্তুতি কৈল ॥ সঙ্গোপনে করে কৃষ্ণ পদ আরাধনা। অন্তরীক্ষ বাণী হৈল আকাশ ঘোষণা ॥ শুনহ দেবতাগণ

ভয় পরিহর। হিরণ্যকশিপু করি ভয় নাহি কর॥ জানিয়াছি সর্ব্ব পীড়া করে দুরাচার। তৎকাল তাহারে আমি করিব সংহার॥ মরণ অপেক্ষা তার আছে অল্প কাল। ভক্ত দ্বেষ হেতু মৃত্যু হইব তৎকাল॥ বেদ ধর্ম্ম নিন্দা করে ব্রাহ্মণেরে হিংসে। নিকটে মারিব ভক্ত হিংসাতে সবংশে॥ আমার ভকত পুত্র হইব তাহার। প্রহ্লাদ তাহার নাম বিদিত সংসার॥ আমাতে ভকতি পুত্রে দেখি দৈত্যপতি। মারিতে করিব চেষ্টা অনেক শকতি॥ মোর ভক্ত তার কভু নাহিক মরণ। তৎকাল করিব ভক্তদ্বেষীর নিধন॥ সুখে গুরু বচন শুনিয়া দেবগণ। আনন্দে রহিলা সবে আপন ভবন॥ জনমিল তার পুত্র প্রহ্লাদ কুমার। সত্য শুদ্ধ জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্ম অবতার॥ শান্ত দান্ত সর্ব্বভুত প্রিয় হিতকর। পিতৃ তুল্য স্নেহ দীন জনের উপর॥ দাস তুল্য মহাজন চরণ বন্দনে। ভ্রাতৃ তুল্য সম্ভাষণা ইষ্ট নিষ্ঠ জনে॥ গুরু সেবে সেই কৃষ্ণ করিয়া ভাবনা। কৃষ্ণ নাম সার এই উপাসনা॥ জিত কাম জিত ক্রোধ ছিন্ন মোহজাল। দৈত্য গৃহে জনমিল ভকত ভূপাল॥ যার যশঃ করি মহাজনে গুণ গায়। গণিতে মহিমা তাঁর অন্ত নাহি পায়॥ সুরাসুর একত্রে যাহার গুণ গান। উপমা না দেখি যার গুণের সমান॥ একান্ত ভকতি যার গোবিন্দ চরণে। বাল্যক্রীড়া ছাড়ি কৃষ্ণে চিন্তে সদা মনে॥ জড় উনমত্ত যেন ভুত অধিষ্ঠান। কি রূপে কোথাতে থাকে নাহি অবধান॥ শয়ন ভোজন পান পর্য্যটন কালে। কিছুই না জানে মাত্র সদাই বিহ্বলে॥ ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে অজ্ঞান হৃদয়। ক্ষণে উনমত্তবৎ ডাকে অতিশয়॥ কৃষ্ণানন্দে ভোর ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায়। কৃষ্ণভাবগ্রস্থি চিত্ত আন নাহি ভায়॥ ক্ষণে ক্ষণে ধ্যানে করয়ে আলিঙ্গন। স্তব্ধ হয়ে রহে ক্ষণে বাহ্য বিস্মরণ॥ নয়নে আনন্দ ধারা পুলকিত অঙ্গ। তিল মাত্র নাহি কৃষ্ণ ধ্যান স্মৃতি ভঙ্গ হেন পুত্র মহাভাগবত গুণনিধি। হিরণ্যকশিপু তারে হিংসিলা কুবুদ্ধি॥ ভক্তিরস গুরু শ্রীল গদাধর যান। ভাগবত আচার্য্যের মধু রস গান॥

তবে যুধিষ্ঠির রাজা ধর্ম্মের তনয়। একথা শুনিয়া চিত্তে ভাবিল বিস্ময়॥ হেন অদভুত নাহি শুনি কোন কালে। পিতা কেবা কোথা

প্রাণে মারয়ে ছাওয়ালে ॥ পুত্র দোষ পায়ে মাত্র করয়ে তাণ্ডব। নীতশিক্ষা দিয়া পুত্রে বুঝায়েন সব ॥ সাধুপুত্র প্রহ্লাদ কেবল গুণ ময় । পিতা কেন ভাবে মনে মারিব নিশ্চয় ॥ কহ মুনি নারদ ইহার তত্বকথা। শুনিয়া আনন্দ দেহ ভক্তগুণ গাথা ॥ রাজার বচন শুনি ব্রহ্মার তনয় । পরম হরিষে তার বৃত্তান্ত কহয় ॥ দৈত্যগুরু শুক্র গেলা যজ্ঞ করিবারে । ষণ্ডামার্ক দুই পুত্র রাখি নিজ ঘরে ॥ দৈত্যরাজ তাসবারে কৈল নিয়োজিত । পড়াহ প্রহ্লাদ পুত্রে কর সুপণ্ডিত ॥ রাজাজ্ঞায় প্রহ্লাদেরে লয়ে গেল ঘরে। রাজপুত্রে যতনে পড়ায় নিরন্তরে ॥ যে যে পাঠ পড়াইলা তারা দুই জনে । পড়য়ে প্রহ্লাদ মাত্র নাহি লয় মনে ॥ বৃথা কাল যায় মাত্র সদা এই জ্ঞান। নানা ভাব দেখে তাহে কুমন্ত্র সন্ধান ॥ এক দিন দৈত্যরাজ পুত্রে ডাকি আনে। কহ বাপু কি পাঠ পড়িলে গুরুস্থানে ॥ শুন পিতা কহি পাঠ তোমা বিদ্যমানে। বিচার করিয়া আমি বুঝিলাম জ্ঞানে অন্ধকার ঘরে আত্মা পতন কারণে । অসত্য ছাড়িয়া মাত্র পরম যতনে ॥ গৃহেতে আকুল চিত্ত অসত্য ধেয়ানে। গৃহ চাহি গোবিন্দ ভজিব মতিমানে ॥ এই সে উত্তম পাঠ বুঝিল বিচারে । গৃহ সঙ্গ ছাড়িয়া ভজিব দামোদরে ॥ পুত্রের বচন দৈত্য শুনি নিজ কানে। ক্রোধে পুনঃ সমর্পয় গুরুপুত্র স্থানে ॥ কহে কৃষ্ণ বৈরি মোর তার চটচর । গোপনে কপট বেশে থাকে সর্ব্বতর ॥ বালক শিক্ষায়্যা তারা মন্দবুদ্ধি করে। ইথে সাবধানে পুত্রে রাখ লয়ে ঘরে ॥ করে ধরি গুরুপুত্র শিশু ঘরে আনে। স্নেহকরি কহে কিছু বিনয় বচনে ॥ শুনরে প্রহ্লাদ তোর বাঞ্ছিয়ে কল্যাণ । মিথ্যা না কহিও বাপু গুরু বিদ্যমান ॥ কেহ বুঝি মতিভেদ করায় তোমারে। কিবা নিজবুদ্ধে কহ কহিবা আমারে ॥ দৈত্যসুত বলে গুরু মোর বাক্য ধর। তুমি মোরে হেন বুদ্ধি অকারণে কর॥ যাহার মায়ায় করে ভিন্ন পরমতি সে দেব চরণে মোর রহুক ভকতি ॥ শত্রু মিত্র নিজ পর মায়ায় করায় । পশুবুদ্ধি নর তাহা বিচারি না পায় ॥ তোর মোর ভিন্ন পর করে অগেয়ানে । এক জীব নানা ভেদ সর্ব্বত্র সমানে ॥ ব্রহ্মা আদি দেব যার মায়ায় মোহিত । সে দেব চরণ বিনা নাহি মোর

চিত ।। এতেক বচন শুনি শুক্রের তনয়। ক্রোধকরি বালকে ভৎ র্সিলা অতিশয় ।। আরে কহে আন বেত্র করিব প্রহার। হেন মন্দ বুদ্ধি হৈল আমি গুরু যার ।। এক কৃষ্ণ বিনা বেটা নাহি জান আর। দৈত্যকুলে জনমিল হেন কুলাঙ্গার ।। মোর অপযশ বেটা করিলি বিস্তর। শত্রুপক্ষ হয়ে কথা কহ নিরন্তর ।। যে তোর পিতার ভয়ে স্বস্থান ছাড়িয়া। পলায়ে রহিল কোথা প্রাণ বাঁচাইয়া ।। সে কৃষ্ণ শরণে তোর কি কার্য্য আসিবে। মোর বাক্য ধর যদি প্রাণ বাঁচাইবে ।। এতেক তর্জন করি ভৎসিল অপার। শ্রমকরি বালকে পড়ায় আরবার ।। মোক্ষধর্ম্ম ছাড়ি কাম অর্থ রাজনীত। ন্যায় দণ্ড ব্যবহার তর্ক আদি শ্রুতি ।। সকল পড়ায়ে বলে ফিরে গেল চিত। শিষ্য লয়ে গুরু গেলা রাজসন্নিহিত ।। বাপের চরণে শিশু করিল প্রণাম পুত্র কোলে করি রাজা হরষিত মন ।। বদনে চুম্বন কৈল পুত্র লয়ে কোলে। অতিস্নেহ করি তবে দৈত্যরাজ বলে ।। কহ২ আরে বৎস কুলের নন্দন। গুরুস্থানে কৈলে বাপু কি বিদ্যা পঠন ।। এতেক শুনিয়া তবে দৈত্যের তনয়। শুন রাজা কহি মোর মনের নিশ্চয় ।। শ্রবণ কীর্ত্তন হরি চরণ সেবন। শরণ অর্চ্চন পদকমল বন্দন ।। দাস্যভাবে সখ্যভাবে আত্ম নিবেদন। এই নববিধ হয় ভক্তির লক্ষণ ।। এইমতে হরিভক্তি করে যে যে জনে। সেই সে উত্তম পাঠ পড়িল যতনে ।। পুত্রের বচন শুনি দৈত্যের ঈশ্বর। কম্পিত অধর ওষ্ঠ জ্বলিল অন্তর ।। আরে২ দ্বিজবর কি কর্ম্ম করিলি। অসার পড়ায়ে মোর পুত্র নষ্ট কৈলি ।। রিপুপক্ষ হয়ে সবে করে স্তুতিবাদ। কুপাঠ পড়ায়ে তুই করিলি প্রমাদ ।। রাজার বচন শুনি শুক্রের নন্দন। করযোড়ে কহে কিছু বিনয় বচন ।। শুন শুন মহারাজ ক্রোধ পরিহর। গুরুর বচন নাহি মিথ্যা বুদ্ধিকর ।। আমি যাহা পড়াইনু তাহা না বাখানে। আপনার চিত্তে তাহা বুঝ অনুমানে ।। শুনরে ছাওয়াল দৈত্য বলে আরবার। কে তোর হৃদয়ে কৈল কুমতি সঞ্চার ।। একোল শুনিয়া দৈত্য দিলেন উত্তর। কহি যে সবার সার শুন দৈত্যেশ্বর ।। জিতেন্দ্রিয় নহে সে সব অগেয়ান। পুত্র দার সম্পদ সদত যার ধ্যান ।। চর্ব্বিত চর্ব্বণ করে কেবল বিষয়। কোনকালে তার চিত্তে কৃষ্ণেতে না হয় ।। গুরুমুখে না শুনিলে আপনে না জানে। সাধুসঙ্গ না করে

অজ্ঞান মতিহীনে ॥ যাগ যজ্ঞ ধর্ম্ম কর্ম্ম কেবল বৃথায় । ভবপথে গতায়াত দুঃখ যত পায় ॥ হেন দুরাশয় কুপণ্ডিত গুরু যার। কভু নাহি ছুটে ভববন্ধন তাহার ॥ অজ্ঞানের কাছে যেন অজ্ঞান গোড়ায় পথ না চিনিয়া অন্ধ কুপথে পড়য় ॥ এইরূপে তারা গুরু শিষ্য দুহে মরে। কৃষ্ণ না ভজিয়া মরে এঘোর সংসারে ॥ যাবৎ ভকত পদরজ নাহি ভজে । তাবৎ সংসার কূপে পড়ি জীব মজে ॥ ভক্তি যোগ করে যদি ভকত সেবন । তবে তার নহে আর এভব বন্ধন ॥ যত পড়াইলা তব গুরুর নন্দন । তাহে নাহি হয় ভববন্ধ বিমোচন ॥ প্রহ্লাদ কহিল যদি এসব বচন। দৈত্যরাজ শরীরে জলিল হুতাশন কোলে হৈতে পুত্র ঠেলি ফেলে ভূমিতলে। উচ্চশব্দে দৈত্যরাজ ডাক দিয়া বলে ॥ মারহ পুত্রেরে তোরা বিলম্ব না কর । পুত্রছলে শত্রু মোর ঘরের ভিতর ॥ ইহার খুল্লতাতে মারে কৃষ্ণ দুরাচার। তারে স্তুতিকরে বেটা দাস বুঝি তার ॥ শরীরেতে ব্যাধি জন্মে শত্রু করি জানি । বনের ঔষধে কেন হিতকরি মানি ॥ নিজ অঙ্গ কাটি যদি প্রাণে হানি দেখি । নিজ প্রাণ রক্ষা হেতু বন্ধুকে উপেক্ষি ॥ দুষ্ট পুত্র মিত্রাদিকে কভু নাহি রাখি ॥ দুষ্ট নষ্ট হৈলে তবে সবে থাকি সুখী ॥ আমার আজ্ঞায় শত্রুপুত্র তোরা মার । বিলম্ব না কর এই মন্ত্রণা মাত্র সার ॥ এবোল শুনিয়া যত দৈত্য ঘোরতর। বিকটদশন মুখ মহাভয়ঙ্কর ॥ বিশাল ত্রিশূল হস্তে বিশাল লোচন। মার মার করিয়া বেড়িল দৈত্যগণ ॥ ধর২ শবদ উঠিল ঘনেঘন । প্রহ্লাদের অঙ্গে শূল কৈল বরিষণ ॥ গোবিন্দে ধরিয়া মন রহিল কুমার। জল ধারা বর্ষে হেন ত্রিশূল প্রহার ॥ আর নানা অস্ত্র তাতে মরমে বিন্ধিল। কৃষ্ণ ধ্যানে বাহ্য হীন কিছু না জানিল ॥ প্রহ্লাদে দেখিয়া রাজা ভয় পায় মনে। উপায় চিন্তিয়ে শিশু মারিব কেমনে ॥ এক শূলাঘাতে মরে মহাবীরবর । হেন শূল বর্ষে তাতে হয়ত অমর ॥ মত্তগজ প্রহারিল তাহে রক্ষা পায়। শৈলাকার সর্পে দংশিলেও না মরয় ॥ জলে ডুবাইল বান্ধি তাহে না মরিল। মহা প্রজ্জলিত অগ্নি তাহে রক্ষা পাইল ॥ গর্ত্তে ফেলি দুয়ার রোধনে নাহি মরে। বিষ পানে উপবাস করায় তাহারে ॥ এতেক প্রকারে শিশু নহিল নিধন ভয় পায়ে দৈত্যরাজ চিন্তে মনে মন ॥ অনুভব কৈল পুত্র অজর

অমর। এতেক প্রহারে তার রহে কলেবর ॥ অক্ষয় অব্যয় দেহ ধ্বংস নাহি যার। বুঝি মোর বধ হেতু হইল কুমার ॥ আকুল হইয়া দৈত্য চিন্তে হেটমাথে। ষণ্ডামার্ক সমুখেতে কহে যোড়হাতে ॥ কটাক্ষে জিনিলে তুমি এতিন ভুবন। ভয়ে সুরপতি তব তেজিল সদন ॥ ধনুক টঙ্কারে যার কাঁপে ত্রিভুবন। হেন বীর হয়ে তুমি চিন্ত কি কারণ ॥ বালকের দোষ গুণ না করি বিচার। মনে ভয় পায়ে পাছে পলায় কুমার ॥ নাগপাশে রাখ শিশু করিয়া বন্ধন। যাবৎ শুক্রের নহে হেথা আগমন ॥ বুদ্ধি হৈলে এবালক কুবুদ্ধি তেজিবে। উপদেশ দিয়া শুক্র ধর্ম্ম বুঝাইবে ॥ গুরুপুত্র বচন শুনিয়া দৈত্যপতি। মনে দৃঢ় কৈল এই উত্তম যুকতি ॥ বান্ধিয়া বালক তবে লয়ে যাও ঘরে। পড়াইহ যতনে যদ্যপি মন ফিরে ॥ রাজার বচন শুনি তারা দুই জনে। ঘরে আনি বালকে পড়ান সাবধানে ॥ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তর্ক রাজনীত। শুনিয়া বালক পাঠে না করে পিরিত ॥ ডাক দিয়া আনে যত দৈত্যের তনয়। কহিতে লাগিলা শিশু করিয়া বিনয় শুন২ দৈত্যসুত হিত উপদেশ। কহি সর্ব্ব সার ধর্ম্ম করিয়া বিশেষ ॥ তুমি সবে প্রিয়সখা বান্ধব আমার। তেকারণে ভক্তিধর্ম্ম কহি সর্ব্ব সার ॥ গুরু যাহা পড়াইলা না ভায় আমারে। তত্ব পরিহরি গুরু পড়ান অসারে ॥ কত২ মরি গেল দেখ বিদ্যমান। অসার পড়িয়া মাত্র আয়ুর হরণ ॥ তত্ব ছাড়ি গুরু যত অনিত্য বুঝায়। উত্তমজনের তাহা মনে নাহি ভায় ॥ অন্ধের পাছেতে যদি যায় অন্ধজন। অন্ধ কূপে পড়ে দোহে হয় অচেতন ॥ কেহ কার নহে শত্রু মিত্র নিজ পর। মায়া বিমোহিত সব দুর্ম্মতি পামর ॥ দুর্লভ মনুষ্য জন্ম অধ্রুব মানিয়া। শিশুকাল হৈতে কৃষ্ণ ভজিব জানিয়া ॥ কৃষ্ণ সে সবার বন্ধু প্রীয় ইষ্টধন। সর্ব্ব ধর্ম্ম সার কৃষ্ণ চরণ ভজন ॥ যদি বল সুখভোগ তেজিব কেমনে। দুঃখে কৃষ্ণ ভজিলে বা কোন প্রয়োজনে ॥ দেহ ধর্ম্ম সুখ দুঃখ মিলে সর্ব্ব ঠাই। যেন সুখ তেন দুঃখ অযতনে পাই ॥ অনিত্য সুখেতে ভুলি মিছে কাল যায়। না ভজিয়া কৃষ্ণ দুঃখসাগরে পড়য় ॥ কৃষ্ণ বিনা ভবদুঃখ কে করে মোচন। বিচারিয়া আপনে বুঝহ বন্ধুগণ ॥ যাবৎ শরীর নাহি পড়ে অকারণে। তাবৎ সর্ব্বদা কৃষ্ণ করহ ভজনে ॥ মুলে মাত্র পরমায়ু শতেক বৎসর। নিদ্রার

অর্দ্ধেক আয়ু গত কলেবর ॥ শিশুকালে অগেয়ানে যায় কত আর। শেষে বৃদ্ধ শক্তিহীন বিশরর্য তার ॥ তার মধ্যে যেই থাকে যৌবন সময়। কাম ক্রোধ মদ দম্ভ বাড়ে অতিশয় ॥ যদি বল যৌবনে বিষয় ভোগকরি। সকল ছাড়িয়া পাছে ভজিব শ্রীহরি ॥ এদেহ অণেক ভঙ্গ না হয় প্রত্যয়। জ্ঞানারম্ভে কৃষ্ণে মন ধরিব নিশ্চয় ॥ হেন কে পুরুষ আছে জগত ভিতরে। বিষয় লম্পট চিত্ত ফিরাইতে পারে ॥ শরীর অধীন প্রাণ দুর্লভ সবার। হেন প্রাণ ধনে বেচে কিনে বাণী যার ॥ প্রাণ বিক্রী করি হয় ধনের কিঙ্কর। সে ধন কারণে প্রাণ লয় যে তস্কর ॥ হেন ধন বিষয়েতে যার মন বাড়ে। মরে মাত্র ধন তেজি জীয়ন্তে না ছাড়ে ॥ মধুর মানয়ে দারা পুত্র সম্ভাষণ। বন্ধু মিত্র সম্ভাষণ সর্ব্বদা শরণ ॥ বৃদ্ধ পিতা মাতা মোর এশিশু তনয়। এবোল বলিতে প্রেম বাড়ে অতিশয় ॥ দিব্য ঘর পুর মোর আছে বহু ধন। কোথায় রাখিব কেবা করিবে রক্ষণ ॥ মোর২ বলে সেই পুত্রাদি সম্পদ। দৈবযোগে নষ্ট হৈলে হয় মৃতবৎ ॥ এইমতে সুখ দুঃখ সদত অন্তরে। অহিকের সুখ বিনা চেষ্টা নাহি করে ॥ মায়া মোহে ইন্দ্রিয় অজিত যেই জন। স্ত্রীসঙ্গের সুখে কুসঙ্গেতে সদা মন। কুটুম্ব ভরণে নিজ পরমায়ু যায়। কামে মত্ত হয়ে তাহা ফিরিয়া না চায় ॥ পরধন হরে করে পর অপকার। নানা পাপে কলত্র পালয়ে আপনার ॥ কুটুম্ব ভরণে হয় আকুল হৃদয়। বিষয় বাসনা চিত্তে বাড়ে অতিশয় ॥ এইমত মূঢ়জন মজয়ে সংসারে। কামে বিমোহিত হয়ে ছাড়িতে না পারে ॥ তেকারণে কহি শুন দৈত্যশিশুগণ। হিত করি ধর সবে আমার বচন ॥ শুন২ ভাইগণ মোর উপদেশ। সকল ছাড়িয়া ভজ প্রভু হৃষীকেশ ॥ কৃষ্ণনাম লইতে না করিহ আলস্য। তাঁর ভক্তে ভক্তিকরি সঙ্গে কর বাস ॥ চরাচর স্থাবর জঙ্গমে ভগবান। তৃণ তরু স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্বত্রে সমান ॥ অচিন্ত্য অনন্ত মূর্ত্তি আনন্দ স্বরূপ। এক কৃষ্ণ মত ভেদে দেখি বহু রূপ ॥ এতত্ত্ব জানিয়া সর্ব্ব জীবে দয়াকর। ছাড়িয়া অসুর ভাব কৃষ্ণে মন ধর ॥ কিবা নাহি লভে তুষ্ট হৈলে নারায়ণ। প্রভুর সন্তোষ হেতু ভকত সেবন ॥ গুরু আর ভকতেতে এক রূপ করি। কৃষ্ণে মন কর তার সমান আচরি আত্ম সমর্পণ কর শ্রীগুরু চরণে। ভকত ভজিয়া ভক্তি সাধ জনার্দ্দনে

পূর্ব্বেতে নারদ গেলা বদরিকাশ্রমে। যথায় করেন তপ নরনারায়ণে ॥ নারদ পাইল তথা যেই তত্ত্বজ্ঞান। কহিল আমারে তাহা মুনি মতিমান ॥ আমি তোমা সবারে কহিল শুদ্ধচিত্তে। এই জাগবত সুক্ষ্মজ্ঞান ভক্তিতত্ত্বে ॥ এতেক বচন শুনি দৈত্যপুত্রগণে। পুছিল বিনয় করি প্রহ্লাদের স্থানে ॥ কহিলে প্রহ্লাদ তুমি অপূর্ব্বকাহিনী যণ্ডামার্ক গুরু সবে এই মাত্র জানি ॥ নারদের সহ তব কোথা দরশন। কহত প্রহ্লাদ এই শুনিব কারণ ॥ দৈত্যপুত্র বচন শুনিয়া শিশুবর। হৃদয়ে সন্তোষ পায়ে দিলেন উত্তর ॥ আমার জনক গেলা তপ করিবারে। পিপীড়া বল্মীক তার জন্মিল শরীরে ॥ ইন্দ্র আদি দেবগণ পায়ে অবসর। উদ্যোগ করিয়া আইল করিতে সমর ॥ চতুরঙ্গ দল বল দেখি ভয়ঙ্কর। চৌদিগে বেড়িল আসি অসুরনগর ॥ ধন পুত্র কলত্র তেজিয়া ভৃত্যগণ। ভয় পায়ে পলাইল লইয়া জীবন ॥ লুটি পোড়াইল যত অসুর নগর। আমার জননী লয়ে গেল পুরন্দর ভয়ে কম্পমানা মাতা করয়ে ক্রন্দন। ইন্দ্রসহ নারদের পথে দরশন ॥ মুনি বলে ছাড় ইন্দ্র এই পরনারী। ভাল পুরন্দর তুমি দেব অধিকারী ॥ ইন্দ্র বলে শুন মুনি করি নিবেদন। ইহার উদরে আছে পুত্র এক জন ॥ যাবৎ প্রসব নাহি হয় মোর ঘরে। দৈত্যবধূ তাবৎ থাকিবে মোর পুরে ॥ নারদ বলেন ইন্দ্র বচন ধরিবে। ইহারগর্ভের পুত্র মারিতে নারিবে ॥ মহাভাগবত সেই ভকত প্রধান। শত্রু মিত্র নাহি তার সর্ব্বত্রে সমান ॥ গোবিন্দ চরণে মাত্র আছে দৃঢ় মন। তাহারে মারয়ে হেন আছে কোন জন ॥ নারদ বচন শুনি তবে শচীপতি। মুনি প্রদক্ষিণ করি করিলা প্রণতি ॥ জননীরে দিয়া ইন্দ্র গেলা নিজপুরে। নারদ আনিল তারে আপন মন্দিরে ॥ আশ্বাস করিয়া আজ্ঞা দিলা মুনিবর। সুখে হেথা থাক কিছু না করিহ ডর ॥ তপকরি তব পতি যাবৎ না আইসে। তাবৎ থাকহ তুমি এই গৃহ বাসে ॥ এবোল শুনিয়া মাতা সতী কুলবতী। নারদের পরিচর্য্যা করেন ভকতি ॥ মাগিয়া লইলা বর নারদ চরণে। তখন প্রসব হব ইচ্ছিব যখনে ॥ বর দিয়া মুনি তারে দিলা তত্ত্বজ্ঞান। আমারকারণে কৃপা কৈলা মতিমান ॥ মোর মাতা সেই তত্ত্ব বিস্মিত হইল। মুনির কৃপায় আমি হৃদয়ে ধরিল ॥ সেই তত্ত্বজ্ঞান আমি কহি সবা স্থানে।

শিশুবলি অল্পজ্ঞান না করিহ মনে ॥ শোক মোহ জরা ব্যাধি জনম মরণ। এসব শরীরযোগে হয়ত উৎপন্ন ॥ এক জীব নিত্য নিরঞ্জন জ্ঞানময়। অবিকার সুপ্রকাশ ব্যাপক আশ্রয় ॥ হেন গুণনিধি জীব আপনা পাসরে। মুই মোর বলে দেহ গেহ অহঙ্কারে ॥ দেহ গেহ অহঙ্কার তেজিয়া সকল। হৃদয়ে চিন্তিলে তত্ত্ব পায় নিরমল ॥ ত্রিগুণ জনিত দেহ পঞ্চ তত্ত্বময়। তাহা হৈতে ভিন্ন জীব এক নিত্যময় ॥ অনিত্য শরীরে মাত্র করিয়া ভাবনা। সেই দেহে ব্রহ্মতত্ত্ব করি উপাসনা ॥ অল্পে অল্পে সর্ব্বেন্দ্রিয় করিব রোধন। তবে খণ্ডাইতে পারি এ ভব বন্ধন ॥ জীবের সংসার দেখি অজ্ঞান কারণ। মিথ্যা হেন জানি যেন জাগিলে স্বপন ॥ অগেয়ানে ভ্রমে জীব এ ভব সংসারে। জ্ঞান হৈলে ভববন্ধ মহাদুঃখে তরে ॥ এ বোল বুঝিয়া ভাই করহ উপায়। যাহা হৈতে এ ঘোর সংসার দুঃখ যায় ॥ কতবা উপায় আছে তরিতে সংসার। সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্তি উপায়ের সার ॥ যাহা হৈতে ভক্তি হয় শ্রীকৃষ্ণ চরণে। তাহা সে সাধিব জীব পরম যতনে ॥ গুরু সেবা গুরুপদে সর্ব্ব সমর্পণ। সাধু সঙ্গ করি করে কৃষ্ণ আরাধন ॥ হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন গুণগান। শ্রীহরি চরণ ধ্যান স্তুতি পরণাম ॥ কৃষ্ণের অচ্যুত মূর্ত্তি করি নিরমাণে। পরিচর্য্যা করিয়া পুজিব মনবনে ॥ সর্ব্ব ভূতে দেখিব আছেন নারায়ণ। কৃষ্ণ বুদ্ধে সবারে করিব সম্ভাষণ ॥ এই রূপে হয় যদি ভকতি উদয়। কৃষ্ণের চরণে রতি বাড়ে অতিশয় ॥ গোবিন্দের লীলা কেলি নাম গুণ শুনি। সর্ব্বাঙ্গ পুলক হয় গদ গদ বাণী ॥ উচ্চৈঃস্বরে ডাকে নাচে ক্ষণে গুণ গায়। ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে চরণ ধেয়ায় ॥ ক্ষণে ভাবগ্রস্ত হয়ে উঠে উনমত্ত। ক্ষণে লোক চরণে করয়ে দণ্ডবত ॥ হে গোবিন্দ হে মাধব ডাকে উচ্চৈঃস্বরে। চিন্তিতে প্রভুর লীলা আপনা পাসরে ॥ হেন রূপ হয় যার ভকতি উদয়। কর্ম্মবন্ধ ছাড়ি তার খণ্ডে ভবভয় গোবিন্দ ভজিতে কেহ না কর আলস্য। ভক্ত সঙ্গ বিনা না ঘুচয়ে কর্ম্মফাঁস ॥ কৃষ্ণ সে সবার পতি পিতা সখা ধন। হরি বিনা বিষয় সে রয়ে অকারণ ॥ অনিত্য এ দেহ গেহ সুত বৃত্তি দার। রাজ্যভোগ আদি যত এ মহী ভাণ্ডার ॥ স্বর্গবাসে দেবদেহ ধরে কর্ম্মফলে। বিচারিয়া দেখ সব তড়িত চঞ্চলে ॥ এবোল বুঝিয়া সবে শ্রীহরিচরণ

সর্ব্ব উৎকর্ষ তার চরণ চিন্তন ॥ সুখ উপদান হবে দুঃখ বিমোচন।
কর্ম্মজ যে গৃহীলোক এই সে কারণ ॥ কর্ম্ম হৈতে কিছু মাত্র নাহি
সুখ লেশ। কর্ম্ম প্রবর্ত্তনে গর্ভ যন্ত্রণাদি ক্লেশ ॥ ফলভোগ করি তেহ
বিবিধ উৎপাত। অবশেষে হয় পুনঃ মরণ প্রমাদ ॥ কর্ম্মফল অধ্রুব
অধ্রুব কলেবর। ইহার কারণে কর্ম্ম ত্যজে বিজ্ঞবর ॥ কিবা রাজ-
রাজেশ্বর কি তার কিঙ্কর। ভক্তি না জানিয়া ভবে ভ্রমে বার বার ॥
কুকুরে ভক্ষিবা কিবা দহিবে অনলে। অহঙ্কারে দেহ গেহ মোর২
বলে ॥ কর্ম্মফলে মিলে দেহ দারা পুত্র ধন। পশুবিত্ত গজ বাজী বি
বিধ বাহন ॥ প্রদীপের শিখা যেন পবনে চঞ্চল। কর্ম্ম করিবারে
মন সতত বিকল ॥ জনম অবধি আর মৃত্যু আদি করি। দুঃখ বিনা
সুখ কিছু বুঝিতে না পারি ॥ শুন দৈত্য শিশুগণ আমার বচন।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ শ্রীহরি চরণ ॥ সেই সে আমার প্রভু হিত গতি
পতি। সে হরি চরণ ভজ ছাড়িয়া দুর্ম্মতি ॥ দেব অসুর আদি কিন্নর
বানর। যে কৃষ্ণ ভজয়ে সেই শুদ্ধ কলেবর ॥ দেব দ্বিজ হয় মহামুনি
দেহ ধরে। দান ব্রত তপ যজ্ঞ নানা কর্ম্ম করে ॥ তবু কৃষ্ণ সন্তো
ষিতে না হয় শকতি। সব বিড়ম্বন মাত্র সবে এক ভক্তি ॥ ভকতি ক
রিয়া যেবা ভজে দয়াময়। আপনাকে দিয়া কৃষ্ণ তার বশ হয় ॥ শুন
দৈত্য সুত সবে মোর নিবেদন। সর্ব্ব ভাবে লহ সবে গোবিন্দ শরণ
দৈত্য দানবাদি যক্ষ রাক্ষস কিন্নর। খগ মৃগ পশু জাতি পতিত
পামর ॥ যে ভজিল তারে কৃপা কৈল দয়াময়। তোমরা সকলে কর
তাঁহারে আশ্রয় ॥ এতেক বচন শুনি দৈত্যসুতগণে। তত্ত্ব উপদেশ
সবে ধরিল যতনে ॥ দৈত্যগুরু উপদেশ না কৈল আদর। সবে জানা
ইলা গুরু রাজার গোচর ॥ শুন ভূপ অপরূপ প্রহ্লাদের রীতি।
দৈত্যসুতে যুথে২ হইয়া মিলিত ॥ পাঠ ছাড়ি ভিন্ন বাটী কি কহয়।
সবে শুন হরিধ্বনি উচ্চৈস্বরে জয় ॥ হেন রূপে দৈত্যসুতে করিল
পাগল। এথাকারে আনি তারে জিজ্ঞাস সকল ॥ আমি আর তা
সবার উপদেষ্টা নহি। এথা আনি তত্ত্ব জানি যে করহ সেহি ॥
হিরণ্যকশিপু শুনি গুরুর বচন। প্রকোপে জ্বলিল যেন দীপ্ত হুতা-
শন ॥ দুষ্ট দৈত্য পাঠায়ে বালক বান্ধি আনে। যোড়হস্তে প্রহ্লাদ
দাণ্ডায় বিদ্যমানে ॥ সবারে দারুণ কোপে বলে খরতর। রসাতলে

গেলি বেটা শুনরে পামর ॥ কুলের অধম তুই দুষ্ট দুরাচার। এখন মারিলে তোরে কে রাখিবে আর ॥ আমার ক্রোধেতে কাঁপে এ তিন ভুবন। পুত্র হয়ে কি সাহসে লংঘিস বচন ॥ কার বলে আরে বেটা না বাসহ ডর। হের দেখ কাটিয়া পাঠাব যমঘর ॥ আরে বেটা তুই যার করিস বড়াই। যে করিব মনে আছে যদি লাগ পাই বাপের বচন শুনি দিলেন উত্তর। করযোড়ে শিশুবর প্রণতকন্দর ॥ কি তোমার কি আমার বল কৃষ্ণ বিনে। স্থাবর জঙ্গম যত আছে ত্রিভুবনে ॥ হরি সে সবার বল সবার শকতি। যাঁর বলে সৃষ্টি করে ব্রহ্মা প্রজাপতি। শিব যার বলে করে ত্রিলোক সংহার। আপনে আপন বলে পালরে সংসার ॥ হরি বিনা জগতে বলিতে নাহি আন ছাড়ি নিজ অহঙ্কার কর অবধান ॥ দেহের ভিতরে ছয় রিপু বল বান। বাহিরে যে ভাবে শত্রু সেইত অজ্ঞান ॥ জিনিলে ঘরের রিপু নাহি শত্রুভয়। আপনি বিচারি মনে দেখ মহাশয় ॥ কার শত্রু মিত্র যাত্র নহে অন্যজন। আপনার শত্রু মিত্র আপনার মন ॥ কৃষ্ণ যাহা করে তাহা কে পারে খণ্ডিতে। কৃষ্ণ যাহা না করে সে কে পারে রাখিতে ॥ হিরণ্যকশিপু বলে আরে দুরাচার। মোর আগে তারে বড় বল বার বার ॥ আরে বেটা আমা বিনা কে আছে ঈশ্বর। জগতের গতি পতি আমি দণ্ডধর ॥ আমি তোর শির কাটি রাখুক ঈশ্বরে। এবোল বলিয়া দৈত্য উঠিল সত্বরে ॥ সর্ব্ব ঠাই কৃষ্ণ আছে কহিলি নিশ্চয়। কহ এই স্তম্ভে কৃষ্ণ আছে কিবা নয় ॥ প্রহ্লাদ কহেন জীবাজীব যেই হয়। সর্ব্বত্রে আছেন কৃষ্ণ সর্ব্ব শক্তিময় ॥ এবোল শুনিয়া ক্রোধে কম্পিত শরীর। কহে স্তম্ভ হৈতে কেন না হয় বাহির ॥ ক্রোধে হুহুঙ্কারে দৈত্য ডাকিল নিষ্ঠুর। মুটকি মারিয়া দৈত্য স্তম্ভ কৈল চুর ॥ স্তম্ভ হৈতে শবদ উঠিল ঘোরতর। চমকিয়া ত্রিভুবন কাঁপে থরেথর ॥ ব্রহ্মাণ্ডের খোলা কাটি হৈল দুই খান। ব্রহ্মা আদি দেবগণ ভয়ে কম্পমান ॥ শবদ শুনিয়া দৈত্য চৌদিগে নেহারে। কে করিল হেন শব্দ ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ॥ হিরণ্যকশিপু ভবে চিন্তে মনেং। প্রহ্লাদ কহিল সত্য বুঝি অনুমানে ॥ সর্ব্বত্রে বৈসয়ে হরি বুঝায় আপনে। সত্যকরিজানাইল ভৃত্যের বচনে ॥ মনেং এই চিন্তা করিল অসুরে। স্তম্ভ হৈতে প্রকাশ হইলা গদাধরে ॥ দীপ্তদিন

কর জিনি দুই নেত্রবর। ভ্রুকুটি কুটিল মুখ দেখি ভয়ঙ্কর করাল ॥ কেশরজাল জ্বলন্ত অনল। ছটাছটি বিলোলিত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ॥ বিকট দশন জিহ্বা ধরে যেন ক্ষুর। পর্ব্বত কন্দর কর্ণ গর্জ্জন নিষ্ঠুর ॥ সিংহ মুখ ভয়ঙ্কর খর নখজাল। গিরিগুহা জিনি নাসা বয়ান বিশাল ॥ আকাশ মণ্ডল জিনি শরীর বিস্তার। তনুরুহ বিললিত জলদ সঞ্চার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি দৈত্য মহাবলি। খড়্গ হস্তে রহিলা সম্মুখে চর্ম্ম ধরি ॥ পতঙ্গ উড়িয়া যেন পড়ে হুতাশনে। আসিয়া দাণ্ডায় দৈত্য প্রভু বিদ্যমানে ॥ ত্রিভুবনে নাহি মাত্র হেন বীরবর। হেন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তে না বাসিল ডর ॥ যে মূর্ত্তি দর্শনে ব্রহ্মা আদি দেবগণ। ভয়ে অতি দূরে রহি করিলা স্তবন ॥ যাহার হুঙ্কারে ব্রহ্মাণ্ড ফাটি যায়। ত্রিভুবনে হেন নাহি সম্মুখে দাণ্ডায় ॥ বিক্রম করিয়া দৈত্য রহিল গোচর। টানিয়া আনিলা তারে প্রভু গদাধর ॥ হস্তে হৈতে গিয়া দন্তে দাণ্ডায় অন্তরে। ভয় পায়ে গেল তবে মেঘের ভিতরে ॥ তবে অট্ট২ হাসি প্রভু নরহরি। ত্বরায় আনিল হেলে বামকরে ধরি ॥ উরতের উপরে রাখিয়া দৈত্যেশ্বরে। নখাঘাতে বিদারিল তার বক্ষ বরে ॥ জুহ্বা বিস্তারিয়া তার কৈল রক্তপান। নখে অঙ্গ বিদারিয়া কৈল খান খান ॥ মারিলা অনেক দৈত্য নখের প্রহারে। দৈত্যগণ মারিয়া ডাকিলা উচ্চৈঃস্বরে ॥ ছটাছটি মেঘগণ পড়িল ভাঙ্গিয়া। আকাশের তারাগণ পড়িল খসিয়া ॥ নাকের নিশ্বাসে হৈল বিকল সাগর। সিংহনাদে কাঁপে দশদিকের কুঞ্জর ॥ পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল। গাত্রবায়ে কাঁপে তরু গিরি কুলাচল ॥ মহা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দৈত্য বধকরি। রাজাসনে আপনে বসিলা নরহরি ॥ সুরবধূগণে কৈল পুষ্প বরিষণ। আকাশে বাজিল শঙ্খ দুন্দুভি বাজন ॥ গন্ধর্ব্ব কিন্নরে গায় নাচে বিদ্যাধরী। ব্রহ্মা আদি স্তুতিকরে করযোড় করি দূরে থাকি দেবগণ করয়ে স্তবন। ভয় পায়ে নিকটে না আইসে কোন জন ॥ ব্রহ্মা ভব স্তুতি কৈলা বিবিধ বিধানে। ইন্দ্র আদি স্তব কৈলা দেবঋষি গণে ॥ পিতৃগণ সিদ্ধগণ যত বিদ্যাধর। নাগলোক স্তুতিকরে হইয়া কাতর ॥ মনু প্রজাপতি আর গন্ধর্ব্ব কিন্নর। গুহ্যক চারণগণ যক্ষক খেচর ॥ বৈকুণ্ঠের পারিষদ করযোড় করি। নারদ করয়ে স্তুতি ভকতি বিস্তারি ॥ ব্রহ্মা আদি যাইতে নারিল সন্নিকটে

পাঠাইয়া দিলা লক্ষ্মী পড়িয়া শঙ্কটে ॥ লক্ষ্মীদেবী ভয়ে যদি নিকটে না গেলা। প্রহ্লাদ যাইবে ব্রহ্মা যুক্তি নির্দ্ধারিলা ॥ তুমি যদি যাহ বাপু প্রভু বিদ্যমান। তবে শান্ত হয় প্রভু হেন লয় মন ॥ ব্রহ্মার বচন শুনি দৈত্যের তনয়। করযোড়ে মহানন্দে চলে মহাশয় ॥ দণ্ড প্রায় প্রণমিয়া পড়িল চরণে। শিরে কর দিয়া প্রভু তুলিলা অা পনে ॥ করস্পর্শে প্রভু তারে কৈলা শক্তি দান। স্তুতিকরে দৈত্য সুত মহা মতিমান ॥ প্রেমে গদ২ বাণী অঙ্গ পুলকিত। নৃসিংহচরণে শিশু আরোপিল চিত ॥ ব্রহ্মা আদি দেব সেবে পদ করি সার। না পারে বুঝিতে তবু চরিত্র যাহার ॥ যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যার না বুঝে মরম। তাঁর স্তুতি কি করিব দৈত্যকুলাধম ॥ বুদ্ধি বল তপ যোগে শ্রুতিকুল জন। ভক্তি বিনা নহে কৃষ্ণ কৃপার ভাজন ॥ গুণহীন পশু জাতি গজেন্দ্র আছিল। ভকত জানিয়া প্রভু তারে উদ্ধারিল ॥ ভক্তি হীন দ্বিজ সর্ব্ব গুণে অলংকৃত। তাহা হৈতে ভকত চণ্ডাল সুপুজিত। ধন জন বচন গোবিন্দে আরোপণ। সবংশে পবিত্র তারে করে নারায়ণ ॥ পরিপূর্ণ ভগবান স্বতন্ত্র বিহার। না মাগে কাহার পূজা ভক্তি পুরস্কার ॥ প্রভুকে পূজিলে তারে পূজে ত্রিভুবনে। মুখেরভূষণ যেন দেখয়ে দর্পণে ॥ কেবল ভরসা মোর তব শ্রীচরণ। বুদ্ধিহীন কিবা জানি করিব স্তবন ॥ নীচ পামর আদি প্রভুগুণ গাই। এই ভরসায় কিছু বলিবারে চাই ॥ ব্রহ্মা ভব ইন্দ্র আদি পুরাণ কিঙ্কর। চিরকাল ধরি তারা চিন্তে নিরন্তর ॥ এসবার কৈলা মহাভয় নিবারণ ক্রোধ ছাড়ি শান্তমূর্ত্তি ধর নারায়ণ ॥ দন্ত মুখ তোমার বিকট ভয় ঙ্কর। এরূপ দেখিতে মোর কিছু নাহি ডর ॥ এঘোর সংসার মায়া দেখি বড় ভয়। যাহে বদ্ধ হৈলে কোটিকল্পে মুক্ত নয় ॥ কর্ম্মকরি ভোগ হেতু জন্ম মৃত্যু হয়। কর্ম্মাবৃত হয়ে জীব সংসারে ভ্রময় ॥ তোমার দুস্তর মায়া কে তরিতে পারে। তুমি যারে কৃপাকর নিজ জন তারে ॥ ভক্তির বিরোধী এই রাজ্যাদি বিষয়। ইথে হৈতে উদ্ধা রহ হইয়া সদয় ॥ ব্রহ্মা সুর আদি ভব সভার ভিতরে। তোমার মহিমা কথা হয় নিরন্তরে ॥ সেই সব গুণ যেন নিরন্তর গাঙ। ভকত সমাজে যেন আনন্দে বেড়াও ॥ এই দয়াকর মোরে প্রভু নরহরি। তিলেকে তোমার গুণ যেন না পাসরি ॥ এই রূপে কত মতে কৈল

স্তুতিবাদ। নরসিংহ তুষ্ট হয়ে করিল প্রসাদ ॥ বর মাগ দৈত্যপুত্র যত ইচ্ছা মনে। আমি তুষ্ট যারে সে দুর্লভ ত্রিভুবনে ॥ হাসিয়া প্রহ্লাদ তবে দিলেন উত্তর। বর দিয়া ভাণ্ড তুমি আপন কিঙ্কর ॥ অধম সেবক সেবাকরে কাম্যকরি। নিজ সুখে সুখি সেই বুঝিয়ে বিচারি আমি বর না মাগিব তোমার চরণে। বর দিয়া বঞ্চনা না করিহ আপনে ॥ অকাম ভকত আমি তুমি দয়াময়। তুমি প্রভু আমি দাস এই সে নিশ্চয় ॥ বরে কিন্তু আমার নাহিক প্রয়োজন। সেবকের সেবা বিনা আর কর্ম্ম কোন ॥ তুমি পূর্ণব্রহ্ম আমি অকাম কিঙ্কর। বর দিয়া মোরে কেন ভাণ্ড প্রভুবর ॥ যদি বর দিবে হেন নিশ্চয় তোমার। মোর চিত্তে নহে যেন কাম অহঙ্কার ॥ শ্রীনারদ গুরু মোর কৈল উপদেশ। সেই উপদেশ মন্ত্র জপ সবিশেষ ॥ আর এক বর দেহ মহা মহেশ্বর। পিতা মোর তোমারে নিন্দিল নিরন্তর তোমার ভকত আমি তনয় তাহার। তেকারণে কৈল মোরে নানা তিরস্কার ॥ ভকতের দ্বেষ আর তোমার নিন্দন। মহা অপরাধ এই শাস্ত্র নিরূপণ ॥ তোমার চরণে মোর সবে এই বর। তাঁর অপরাধ সব ক্ষম গদাধর ॥ এবোল শুনিয়া কহে প্রভু নারায়ণ। তুমি ক্ষমা কৈলা যদি পাইল মোচন ॥ আমারে নিন্দয়ে যে আমার নাম ধরি। সুকৃতি জন্ময়ে তাহে পাপ নাহি ধরি ॥ যাহে অপরাধ ভারি নরক নিস্তন। সাবধানে শুন বৎস আমার বচন ॥ সুখে পরিত্রাণ পাইল জনক তোমার। ত্রিকোটি তোমার কুল হইল উদ্ধার ॥ যে বংশে জন্মিলা তুমি ভকত প্রধান। সবংশে তাহার কুল পাইল পরিত্রাণ ॥ যার বংশে হয় ভক্ত জনের উৎপতি। হীন পামর কিম্বা দুষ্ট পাপমতি ॥ পবিত্র সকল কুল সবংশে উদ্ধার। আনুষঙ্গে আর কত জীবের নিস্তার ॥ তোমার বধের হেতু জনক তোমার। কত২ প্রহার করিল বারেবার ॥ মারিতে নারিয়ে পাছে আপনি মরিল। তথাপি তোমার চিত্তে দয়া উপজিল ॥ শুদ্ধভক্ত জনের স্বভাব এই হয়। ভক্তের হিত চিন্তা করয়ে সদায় ॥ মোর ভক্তে নিন্দা হিংসা করয়ে যে জন। অবশ্য তাহারে আমি করি বিনাশন ॥ রাজ্যভোগ কর তুমি এক মন্বন্তর। তাহে মোর পদে চিত্ত নহিবে বিস্মর ॥ সর্ব্বমতে কর তুমি আমার শরণ। পাপ পুণ্য দুই কর্ম্ম করিহ খণ্ডন ॥ ত্রিলোকে

নির্ম্মল যশ হইল স্থাপন। আমার ভকত বলি ঘোষে ত্রিভুবন॥ অন্ত কালে তেজি কর্ম্মবন্ধ কলেবর। পাইবে আমারে তুমি রাজ্য ভোগান্তর॥ তোমার আমায় যেবা করিবে শরণ। খণ্ডিবে দুরিত তার ভব বিমোচন॥ অগ্নিকার্য্য করহ পিতার প্রেতকর্ম্মে। রাজাসনে বসি প্রজা পালিহ সধর্ম্মে॥ তবে নিকটস্থ হৈলা ব্রহ্মাদি দেবতা। দেবগণ সহ স্তুতি কৈলা লোকপিতা॥ সেই স্তুতি বিস্তারি কি করিব বাখানে। দেবের সাক্ষাতে প্রভু হৈলা অন্তর্দ্ধানে॥ বিস্ময় ভাবিয়া দেব সকল রহিল। দৈত্যেশ্বর করি দেব প্রহ্লাদে স্থাপিল॥ প্রহ্লাদ পূজিল দেব আদি মহেশ্বর। নিজ স্থানে দেব সব চলিলা সত্বর॥ সেই পারিষদ দুই দিতির নন্দন। অবতার করি দুই বধিলা এখন॥ সেই দুই দৈত্য পরে রাক্ষস মূরতি। কুম্ভকর্ণ দশানন জগতে খেয়াতি। রাম অবতারে হরি দোহারে বধিলা। সেই দুই দন্তবক্র শিশুপাল হৈলা॥ বৈরি অনুবন্ধ করি দেবকী নন্দন। আবির্ভাবে চলি গেলা বৈকুণ্ঠভুবন॥ কহিল তোমারে রাজা ধর্ম্মের নন্দন। ঐরি ভাব করি দৈত্যগণ বিমোচন॥ নরসিংহ অবতার হরিগুণ গাথা। প্রহ্লাদ চরিত্র মহাভাগবত কথা॥ ধন্য পুণ্য পাপহর পরম আখ্যান। কহিলে শুনিলে হয় সর্ব্বত্রে কল্যাণ॥ এই সব তত্ত্বকথা ভক্ত মুখোদিত। শুনি ভক্তগণ হয় আনন্দে পুর্ণিত॥ তত্ত্বে চিত্ত রাখিয়া দণ্ডহ সাধুসনে। সর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে॥ শ্রীল গদাধর পাদপদ্ম গতি যার। ভাগবত কৈল ভাগবত সুপ্রচার॥

তবে শ্রীনারদ মুনি যুধিষ্ঠির স্থানে। কহিতে লাগিলা বড় আনন্দিত মনে॥ তুমি সবে ধন্য জন পরম পাবন। যার প্রিয়তম পুর্ণ ব্রহ্ম সনাতন॥ যারে তুমি বল ভাই বান্ধব আমার। সারথি বলিয়া পার্থ করে অহঙ্কার॥ সেই পুর্ণব্রহ্ম হরি ধরি নরবেশ। ব্রহ্মা ভব আদি যার না জানে বিশেষ॥ এই হরি পুর্ব্বেতে হরিতে ক্ষিতিভার ত্রিপুরা মারিয়া কৈলা যশ চমৎকার॥ শঙ্কর দেবের কৈলা শঙ্কট মোচন। সাক্ষাতে তোমার ঘরে প্রভু নারায়ণ॥ এবোল শুনিয়া যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিলা। কিরূপে ত্রিপুর বধ কিরূপে হইলা॥ নারদ বলেন রাজা শুন সাবধানে। যেরূপে ত্রিপুর বধ কৈলা নারায়ণে॥ দেবাসুরে যুদ্ধ যবে পৃথিবীতে হৈল। অসুর হারিয়া তাহে রসাতলে

গেল ।। ময়দানবের গিয়া লইল শরণ । ত্রিপুর নির্ম্মাইয়া ময় দিলা সেইক্ষণ ।। একখান পুর তার লোহার নির্ম্মাণ । কনক রজতে আর পুরী দুইখান ।। তিনখান পুরী তবে একত্র করিয়া । বেড়ায় অসুর গণ তাহাতে চড়িয়া ।। যে দেশ চাপিয়া পড়ে তিনখান পুর । পড়িলেই সেই দেশ ভাঙ্গি হয় চূর ।। এইরূপে করে তারা সর্ব্বত্রে বিনাশ দেবগণ মেলি গেল শঙ্করেরপাশ ।। আরাধিয়া শঙ্কর আনিল দেবগণে শঙ্করের যুদ্ধ হৈল ত্রিপুরের সনে ।। শঙ্কর যুড়িয়া বাণ ধনুক সন্ধানে মারিল অসুরগণ বাণ বরিষণে ।। মহাযোগময় তারা প্রকারে সৃজিল যোগবলে দৈত্যগণ পাতালে পশিল ।। রসকূপে রাখি ময় অসুরে জীয়ায় । মনে দুঃখ পায়ে শিব না দেখে উপায় ।। হেনকালে এই হরি দেবকী নন্দন । ধেনুরূপ আপনে ধরিলা নারায়ণ ।। বৎসরূপ ধরি তবে আপনে শ্রীহরি । রসকূপ পান কৈলা ধেনুরূপ ধরি ।। তবে শিব সন্ধান পুরিয়া আরবার । ত্রিপুর অসুর মারি করিলা সংহার ।। ত্রিপুর বধিয়া শিব হৈলা ত্রিপুরারি । শঙ্করের যশ হৈল ত্রিজগৎভরি ।। দুন্দুভী বাজন বাজে আকাশ মণ্ডলে । গন্ধর্ব্ব কিন্নর পুষ্প বর্ষে কুতূহলে ।। ইন্দ্র আদি দেব স্তুতি কৈল বিদ্যমান । ত্রিপুর বধিয়া শিব গেলা নিজ স্থান ।। এইরূপ লীলাকরি করে যত কর্ম্ম । কহিতে শকতি কার কে বুঝিবে মর্ম্ম ।। কৃষ্ণের মহিমা কিছু কহিল উদ্দেশ । আর কিছু জিজ্ঞাসহ জানিতে বিশেষ ।। ভক্তিরস গুরু শ্রীল গদাধর জান । ভাগবতাচার্য্যের মধুর রস পান ।।

তবে রাজা যুধিষ্ঠির করি যোড় কর । বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম জিজ্ঞাসিল তারপর ।। মহাভাগবত তুমি ব্রহ্মার নন্দন । লোক নিস্তারণ হেতু কর পর্য্যটন ।। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মোরে কহ মহাশয় । শুনিলে তোমার মুখে খণ্ডিব সংশয় ।। এ বোল শুনিয়া তবে মুনি তপোধন । কহিব তোমারে রাজা কর অবধান ।। ধর্ম্মের নন্দন নর নারায়ণ নামে । আকল্প করেন তপ বদরিকা আশ্রমে ।। তারা দুই জনে ধর্ম্ম কহিল আমারে । সে ধর্ম্ম কহিব রাজা তোমার গোচরে ।। সর্ব্ব ভূতময় হরি ধর্ম্মের কারণ । ধর্ম্মময় এক ভগবান নারায়ণ ।। সত্য শৌচ দয়া তপ ক্ষমা সম দম । শান্তি তুষ্টি ব্রহ্মচর্য্য ইন্দ্রিয় সংযম ।। স্মরণ বন্দন দাস্য আত্ম নিবেদন । সদা মন রাখি তাহে করহ

ভজন ॥ এসব ধর্ম্মের সর্ব্ব ধর্ম্ম অধিকারী। যাহা হৈতে তুষ্ট হয় দয়া ময় হরি ॥ যজন যাজন বেদ করি অধ্যয়ন । বেদ পড়াইব ভিক্ষা দিয়া বিপ্রগণ ॥ সন্ধ্যা কর্ম্ম করি কৃষ্ণ পূজিব ত্রিকাল। ব্রাহ্মণের এই কর্ম্ম শুনহ ভূপাল ॥ ক্ষত্রির জাতির ধর্ম্ম সংগ্রাম কুশল। রিপু গণ জিনিয়া শাসিব ক্ষিতিতল ॥ বৃত্তি দিয়া ব্রাহ্মণ স্থাপিব অধি কারে। ধর্ম্মে প্রজা পালিব দণ্ডিব দুষ্টাচারে। বৈশ্য ধন বাড়াইব হয়ে বাণিজ্যার। কৃষিকর্ম্ম গো রক্ষণ ধার উপধার ॥ সঞ্চয় করিব ধন তুষিব ব্রাহ্মণে । দেব দ্বিজ পূজিব ভজিব সাধুজনে ॥ শূদ্র কুলে জনমিয়া ব্রাহ্মণ সেবন । চিত্ত বৃত্তি সমর্পিব ব্রাহ্মণ চরণ ॥ দৈবযোগে ধন বৃদ্ধি হয় যার যার। ধনমদে মোহ পায়্যা বাড়ে অহ ঙ্কার ॥ বিপ্রাদি তুষিব ধন উৎপত্তি হইলে ; দাস হয়ে সেবিব বিপ্র তেজি মায়াজালে ॥ সর্ব্ব তত্ত্বময় কৃষ্ণ এই তত্ত্ব জানে। সে কৃষ্ণের দেহ করি ব্রাহ্মণেরে মানে ॥ দ্বিজ সেবা শূদ্রকুলে ধর্ম্ম নির্দ্ধা রণ। পুনশ্চ কহি যে বর্ণ ধর্ম্মের কারণ॥ শান্ত দান্ত জ্ঞান দয়া দ্বিজের লক্ষণ। সম দম তপ শৌচ অচ্যুত সেবন ॥ সত্য ধৈর্য্য তেজ বীর্য্য ত্যাগ শুদ্ধ ময়। বিপ্র তুষ্ট হেতু সদা করিব বিনয় ॥ দান যজ্ঞ এই সদা ক্ষত্রিয় লক্ষণ। বৈশ্যের লক্ষণ পুনঃ কহি যে এখন ॥ দাস্য ভাবে দ্বিজ সেবা মান পরিহরি। অকপটে ব্রাহ্মণ তুষিব দান করি ॥ সত্য শৌচ থাকিব তেজিব দুষ্ট ধর্ম্ম। মনেতে কল্পনা করি না করিব কর্ম্ম ॥ নারী কুলধর্ম্ম পতি সন্তোষণ বাণী। পতি বন্ধুগণ সেবে যথা যোগ্য জানি ॥ পতিব্রতা ধর্ম্ম তার সদত ধারণ। পতি সুখ হেতু দেহ মার্জ্জন ভূষণ ॥ পবিত্র শরীরে যাবে পতি সম্ভা ষণে। বিনয় করিব প্রেম সন্তোষ বচনে ॥ ক্রোধ লোভ ছাড়িব থাকিব সত্য দয়া; প্রভু ভাবে পতি সেবা ত্যজি মিথ্যা মায়া ॥ বর্ণসঙ্করের নিজ নিজ ধর্ম্ম আছে। নিজ বৃত্তি জীবীকাতে যে যাহা করিছে ॥ অন্ত্যজ চণ্ডাল কিবা শবর পামর। আপনার নিজ বৃত্তি করে নিরন্তর ॥ নীচকুলে জন্মিয়া অভাগ্যবান জন। গুরু উপদেশ পায়্যা ভজে নারায়ণ ॥ নিজ কুবৃত্তিতে থাকি যে ভজে মুরারি। সেই মুক্ত হইব পাছে সর্ব্ব পরিহরি ॥ তবে রাজা কহি শুন আশ্রম আচার। ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম শুন ধর্ম্মের কুমার ॥ ব্রহ্মচারী গুরুকুলে

সর্ব্বত্র বসিব। চিত্ত সমাধান করি গুরু আরাধিব ॥ হাস্য ভাবে নীচবৎ করিব ব্যাভার। সন্ধ্যা কর্ম্ম বলি কর্ম্ম ত্রিকালাদি আর ॥ গুরু আজ্ঞা লয়ে বেদ করিব পঠন। পাঠ বিশ্রামেতে করি চরণ বন্দন ॥ দণ্ড কমুণ্ডলু জটা চর্ম্ম পরিধান। দুর্ব্বাসনা যত চিত্তে করি সমাধান ॥ প্রাতঃকালে ভিক্ষা করি ভিক্ষা পর্য্যটন। আসিয়া করিব ভিক্ষা গুরুতে অর্পণ ॥ গুরু আজ্ঞা কৈলে মাত্র করিব ভোজন দৈবযোগে আজ্ঞা বিনা উপবাস হন ॥ স্ত্রীসঙ্গ না করিব আর স্ত্রী সঙ্গীর সঙ্গ। তাতে হয় ব্রহ্মচর্য্য মহাব্রত ভঙ্গ ॥ সকল ইন্দ্রিয় গণ মহা বলবান। হরিতে যোগীর মন নাহি বস্তুজ্ঞান ॥ মর্দ্দন মার্জ্জন জলে না করি আপনার। না করিব শরীরে পিরিতি ব্যবহার ॥ গুরু দার নিকটে না রহিব কোন কালে। জানিবে যে নারীজাতি জলন্ত অনলে ॥ পুরুষ জানিহ ঘৃত কলসী সমান। বিপরীত সঙ্গ না করিবে মতিমান ॥ কন্যা যদি হয় তবু রহে দূরে দূরে। সাধু জন স্ত্রীসঙ্গ নিকট পরিহরে ॥ ব্রহ্মচর্য্য ব্রহ্মচারী গুরু আরাধিব। পড়িয়া সকল বেদ আনন্দে রহিব ॥ গুরুকে সর্ব্বস্ব দিয়া আজ্ঞা মাগি লবে। সন্যাস করিয়া কিবা স্থানান্তরে যাবে ॥ সকল ছাড়িয়া কিবা বনে প্রবেশিব। একান্ত ভকতি করি গুরু আরাধিব ॥ সর্ব্ব ভুতে বৈসে হরি এই শুদ্ধজ্ঞান। বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম কহি শুন মতিমান ॥ বাণপ্রস্থ কৃষি ফল ছাড়িব ভোজন। স্কন্ধমূল ফল খায়্যা রাখিব জীবন ॥ কুশকাষ্ঠ সমিদ্ধি আনিব আহরিয়া। নিত্য নিত্য পঞ্চযজ্ঞ করিব চিন্তিয়া ॥ সন্ধ্যাকর্ম্ম অগ্নিকর্ম্ম করিব ত্রিকাল। কেশ লোম ধরিব পরিব বৃক্ষছাল ॥ দণ্ড কমুণ্ডলু করে কৌপীন বসন। একেশ্বর নিরপেক্ষে করে পর্য্যটন ॥ শান্ত দান্ত সর্ব্বভুতে হিত দয়াপর। নারায়ণ পরায়ণ শুদ্ধ কলেবর ॥ চরাচর জীবে হবে ঈশ্বর ভাবনা। মনেহ না করিব বিষয় দুর্ব্বাসনা ॥ বদ্ধ মুক্ত আপনাকে দেখিব গিয়ানে। মায়াময় জগত দেখিব নিরমাণে ॥ অসত শাস্ত্রের না যাইব সন্নিধানে। মনে কভু কল্পনাদি না করিব মনে ॥ তেজিব বিবাদ তর্ক ন্যায় দরশন। কভু না করিব বহু শাস্ত্র অভ্যাসন ॥ বহু শিষ্য করিয়া না পড়াইব বেদ। কার সহ কারো না করিব মতি ভেদ ॥ সকল সঙ্কল্পে মাত্র তত্ত্বে মন দিব। সম চিত্ত শান্ত হয়ে

শ্রীহরি ভজিব ॥ বাল্যময় চরিত্র নির্ম্মল নির্ব্বিকার। জড় উনমত্ত বৎ ভ্রমিব সংসার ॥ কহিব তোমারে পুরাতন ইতিহাস। অজগর মুনি আর প্রহ্লাদ সম্ভাষ ॥ কাবেরী নদীর তীরে এক যোগেশ্বর। সত্যগিরি গহ্বরে থাকেন নিরন্তর ॥ ধূলায় ধুসর তনু থাকেন শয়নে একক্বালে প্রহ্লাদ চলিলা পর্য্যটনে ॥ লোকতত্ত্ব জানিতে লোকের অধিপতি। চলিলা অনেক সৈন্য করিয়া সংহতি ॥ কাবেরী নদীর তীরে হইলা উৎপন্ন। অজগর মুনিসহ তথা দরশন ॥ প্রহ্লাদ দে খিয়া মহাপুরুষ লক্ষণ। প্রণাম করিয়া কৈল চরণ বন্দন ॥ প্রহ্লাদ পুছিলা তাঁরে ভকত প্রধান। স্থূল কলেবর তুমি মহা ভাগ্যবান ॥ ধন নাহি তোমার উদ্যোগ নাহি কর। স্থূল কলেবর তুমি কোন যোগেশ্বর ॥ শয়ন করিয়া থাক না কর আহার। পুষ্টস্নিগ্ধ দেখি তো মার শান্ত কলেবর ॥ কহ আমি যোগ্য যদি হই যোগেশ্বর। অজগর মুনি তবে দিলেন উত্তর ॥ শুন দৈত্যেশ্বর তুমি ভকত প্রধান। কহিব সকল কথা তোমা বিদ্যমান ॥ যাহার হৃদয়ে বৈসে প্রভু নারায়ণ। বহু ভাগ্য তার সহ হয় দরশন ॥ নানা যোনি ভ্রমিলাম বহু কর্ম্ম করি। এদেহ সকল আমি বুঝিল বিচারি ॥ নরদেহ জ্ঞান বিনা নরক দুয়ার। সাধিতে পারিলে এই দেহে প্রতিকার ॥ সুখ হেতু কর্ম্মকরি সবে দুঃখসার। কর্ম্মকরি নানা দুঃখ পাই বারেবার ॥ এবে আমি কর্ম্ম ত্যজি শুদ্ধ কলেবর। আনন্দ সাগরে আমি ভাসি নিরন্তর ॥ বিষয় সন্ধান আমি মনেতে না করি। শয়ন করিয়া থাকি তত্ত্বে মন ধরি ॥ তত্ত্ব বিস্মরিয়া লোক ভ্রময়ে সংসারে। অসত্য সকল হেন না করি বিচারে ॥ রাজভয় চোরভয় শত্রু মিত্র ভয়। নিদ্রা নাহি যায় ধনি সতত চিন্তয় ॥ শোক মোহ ভয় ক্রোধ রাগ পরিশ্রম। ধনেতে ধনির সদা হয় মতিভ্রম ॥ এই মনে বিচারি তেজিল ধন আশা। সর্প মধুকর দেখি বাড়িল ভরসা ॥ দুই গুরু আমার পুন্নাগ মধুকর। তাহা দোহা স্থানে তত্ত্ব শিখিল সত্বর ॥ নানা পুষ্প হৈতে মধুকর মধু আনে। তাহাকে মারিয়া মধু লয় অন্য জনে ॥ এতেক বুঝিয়া ধন না করি সঞ্চয়। সর্প হৈতে যে শিখিল শুন মহাশয় ॥ মহাসর্প তুষ্টরূপে থাকে সর্ব্বক্ষণ। আহার করিয়া চিন্তা না করে কখন

অপোরা বিস্তর দৈবযোগে যাহা পায়। কুতুহলে সর্পরাজ রহি তাহা খায় ॥ পর গৃহে রহি সর্প না চিন্তে আহার। সর্প হৈতে শিখিল এসব ধর্ম্মাচার ॥ দৈবযোগে যে মিলয় করিয়া ভক্ষণ। তৃণপত্রোপরে ক্ষণে করিয়ে শয়ন ॥ কাঁকর পাতরে কেহ শয়ন করায়। দিব্যগন্ধ দিয়া কেহ বসন পিন্ধায় ॥ হরিষ বিষাদ আমি কখন না করি। অদৃষ্ট মানিয়া থাকি কৃষ্ণে মন ধরি ॥ মিষ্ট অন্নপানে কেহ ভোজন করায়। বিস্তর ভৎসয়ে কেহ তাড়য়ে সদায় ॥ রথে চড়াইয়া কেহ চামর ঢুলায়। ধূলা ভস্ম দিয়া কেহ অঙ্গ আচ্ছাদয় ॥ তাহাতে না করি আমি মান অভিমান। অদৃষ্ট মানিয়া আমি করি সমাধান ॥ ভকতি হউক এইবাঞ্ছি সবাকার। শ্রীহরি ভজিয়া যেন ভবে হয় পার কহিল তোমারে রাজা মনের কথন। আর কি কহিব কহ ধর্ম্মের নন্দন ॥ যার গুরু গদাধর ধীর শিরোমণি। ভাগবতাচার্য্যের প্রেম তরঙ্গিণী ॥

পয়ার। ভক্তিরত হয়ে তবে রাজা যুধিষ্ঠির। প্রেমে গদ্গদ বাণী পুলক শরীর ॥ নারদের চরণে করিয়া নমস্কার। আর কিছু জিজ্ঞাসিলা ধর্ম্মের কুমার ॥ আমি সবে হইলাম মূঢ় গৃহবাসী। ইহাতে কেমনে মুঞি তরিব পাপরাশি ॥ কহ যোগেশ্বর হব কিরূপে উদ্ধার কহিতে লাগিলা তবে ব্রহ্মার কুমার ॥ গৃহে থাকি করিব সতত শুভ কর্ম্ম। গোপীনাথ চরণে সঁপিব সর্ব্ব ধর্ম্ম ॥ হরিকথা সর্ব্বক্ষণ শুনিব শ্রবণে। ভকত জনের সঙ্গ করিব যতনে ॥ চিত্ত নিরমল শুদ্ধ ভকত সঙ্গতি। সুত দার গেহ দেহে না কর পিরিতি ॥ প্রয়োজন অবধি যে সুত দার সঙ্গ। অন্তরে বৈরাগ্য সদা না হইব ভঙ্গ ॥ গৃহে থাকি তত্ত্ব জ্ঞান মায়াতীত লোক। পুত্রাদি মরিলে তাহে নাহি করে শোক ॥ যেই ইচ্ছাকরে মাতা পিতা সুত দার। সেইদ্রব্য দিয়া চিত্ত সন্তোষে সবার ॥ অন্তরে বৈরাগ্য তার কেহ নাহি বুঝে। পরম গোপন করি গোপীনাথে ভজে ॥ দেখিব সকল লোক আপন সমান। কীট পশু কাহারে না করি ভিন্নজ্ঞান ॥ যখন যে হয় দৈবযোগে উপসন্ন। সর্ব্ব জীবে বিভোজিয়া করিব ভোজন ॥ ঈশ্বর নির্ম্মিত সব জানিব সংসার কেবল কলত্র বিত্ত বলয়ে আমার ॥ আপনার দেহ যে আপন করি কয়। এই সব ভেদবুদ্ধে সংসারে ভ্রময় ॥ প্রাণ অন্তে ক্রমি ভস্ম হয়

কলেবর ॥ মন মধ্যে কারে না করিব নিজ পর ॥ যদি ধন হয় সব জীব সন্তোষিব। হেও তেজি দেব পিতৃ যজ্ঞাদি করিব॥ সর্ব্ব দেহে আছে হরি করিব ভাবনা। এই চিত্তে করিয়া করিব উপাসনা॥ গৃহে রহি শুভকর্ম্ম করিব যে জন। কৃষ্ণে সমর্পিব আর জীব সন্তোষণ॥ শুভযোগ শুভতিথি শুভকাল পায়্যা। যজ্ঞাদি করয়ে কৃষ্ণ সন্তোষ লাগিয়া॥ পুণ্যদেশ পুণ্যতিথি পুণ্যতীর্থ জলে। তথা গিয়া পুণ্যকর্ম্ম করয়ে সকলে॥ সেই পুণ্যদেশ যথা থাকে সাধুজন। যথা তথা কৃষ্ণ মূর্ত্তি করয়ে স্থাপন॥ নানা অবতার হরি কৈল যে যে দেশে। সর্ব্ব তীর্থসহ তথা সর্ব্ব দেব বৈসে॥ সে দেশ ভ্রমণে হয় পরম কল্যাণ। ভকত জনের হয় যথা উপাদান॥ গঙ্গা আদি মহাতীর্থ প্রভাসপুষ্কর কুরুক্ষেত্র প্রয়াগ নৈমিষ তীর্থবর॥ পুলহ আশ্রম, আর গয়া দ্বারাবতী। বারাণশী মধুপম্পা আর সরস্বতী॥ নারায়ণ ক্ষেত্রবৃন্দ কি কহিতে পারি। সেই সব পুণ্যভূমি যথা বৈসে হরি॥ মূর্ত্তিরূপে যথা হরি করেন বিহার। ভকত জন্যর হয় তথা অবতার॥ সেই সব পুণ্যভূমি জানিহ বিশেষে। যত২ ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় সেই দেশে॥ সর্ব্ব সারাৎসার পত্তি কহিল তোমারে। সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বপূজ্য প্রভু গদাধরে কৃষ্ণ তুষ্ট হৈলে তুষ্ট সব চরাচর। এই তত্ত্ব জানিয়া পূজিব দামোদর॥ পাত্র মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হয়ত ব্রাহ্মণ। তাহাতে অধিক সেই হরি পরায়ণ॥ ত্রেতাযুগে মুক্ত করি মহামুনিগণে। মুক্ত অবতারে হরি ভজিল তখনে॥ সেই মূর্ত্তি সেবাকরি ভজে নারায়ণ। জীব অহিংসক হয়ে করে প্রয়োজন॥ স্কন্ধবিধি তার কিছু করিয়ে বিস্তারে। কাম ক্রোধ লোভ মোহ জিনিব প্রকারে॥ নারদ কহেন সার শুন নরেশ্বর। কহিল যতেক ধর্ম্ম তোমার গোচর॥ গুরু উপদেশ বিনা কিছু সিদ্ধ নয়। গুরু উপদেশ মাত্র ঘুচয়ে সংশয়॥ তবে চিত্ত সমাধিয়া হবে শুদ্ধভক্তি। এবোল বুঝিয়া গুরুভজে মহামতি॥ গুরুরূপে জ্ঞান দাতা প্রভু ভগবান। চিত্তে না করিব গুরু মানুষ গেয়ান॥ গুরুতে যাবৎ যার থাকে নরবুদ্ধি। তাবৎ না হয় তার কোন কর্ম্ম সিদ্ধি॥ যেই গুরু সেই হরি দেখ বিদ্যমান। গুরুতে করহ শুদ্ধভক্তি দিব্য জ্ঞান॥ আমার পূরুব কথা শুন মতিমান। পূর্ব্বে আছিলাম আমি গন্ধর্ব্ব প্রধান উপবর্হ নাম রাজা আছিব আমার। দেবের সমাজে

গাই হরিগুণ সার ।। এককালে যজ্ঞ আরম্ভিলা প্রজাপতি । সকল গন্ধর্ব্বগণ করিয়া সংহতি ।। তথায় চলিনু আমি গান করিবারে। হরিগুণ গানকরি ব্রহ্মার গোচরে ।। দেবের নৃত্যকী তথা দিব্য নৃত্য করে। তিলেক আমার চিত্ত তাহাতে সঞ্চারে ।। তালভঙ্গ হৈল মোর সেই অবসরে। ক্রোধকরি প্রজাপতি শাপিল আমারে ।। যাও বেটা তুই সে হইস শূদ্রজাতি । তাঁর শাপে ক্ষিতিতলে হইল উৎপত্তি ।। দ্বিজঘরে হইলাম দাসীর তনয় । আচম্বিতে আসি তথা চারি মহাশয় ।। কৃপাকরি তাঁরা মোরে দিলা উপদেশ। তাহার প্রসাদে আমি ভজি হৃষীকেশ ।। মহাজন উপাসনা উচ্ছিষ্ট ভোজনে। ব্রহ্মারকুমার আমি হই তেকারণে ।। গুরু না ভজিলে নাহি হয় পরিত্রাণ। এতেক বুঝিয়া গুরু ভজে মতিমান ।। কৃষ্ণে সমর্পিয়া দেহ নিজ ধর্ম্ম করে। গৃহস্ত সংসার দুঃখ তরিবারে পারে ।। তুমি ধন্য পুণ্য রাজা গুণের নিধান । সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তব সন্নিধান ।। তাঁর সনে কর তুমি শয়ন ভোজন। ব্রহ্মা ভব আদি যাঁরে করয়ে ধেয়ান ।। তোমার নিকটে রহে হেন ভগবান। ইহা বিনা ভাগ্য আর কিবা আছে আন। তুমি মহাপুরুষ কেবল ধর্ম্মময়। তোমার প্রসাদে লোক তরিবসংশয় এতেক বচন কহি ব্রহ্মার নন্দন। অন্তর্ধান হইয়া চলিলা ততক্ষণ ।। নারদের বচন শুনিয়া যুধিষ্ঠির। আনন্দে মজিলা রাজা পুলক শরীর কৃষ্ণের মহিমা শুনি আনন্দ হৃদয়। সর্ব্বদা সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম দয়াময় ।। শ্রীগদাধর গুরুধীর শিরোমণি। ভাগবতাচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী ।।

ষষ্ঠস্কন্ধ সমাপ্তঃ।

পয়ার। এতেক বচন শুনি রাজা পরীক্ষিত। আর কিছু জিজ্ঞাসিলা হয়ে হরষিত ।। স্বয়ংভুব বংশ যে কহিলা পূর্ব্বাপর। চৌদ্দমন্বন্তর কথা কহ যোগেশ্বর ।। যথা২ অবতার করিলা শ্রীহরি। যেং কর্ম্ম করিলেন যত অবতরী ।। সে সব কহিবে মোরে যদি কর দয়া। তোমার প্রসাদে যেন তরি ভবমায়া ।। তবে শুকমুনি তারে দিলেন উত্তর। কহিব তোমারে যতং মন্বন্তর ।। ছয় মনু বহি গেলা কল্পের ভিতর। স্বয়ংভুব মনু তাহে প্রধান সবার ।। আকুতি তাহার কন্যা আছিলা সুন্দরী। তার গর্ভে অবতার করিলা শ্রীহরি ।। স্বয়ংভুব মনু

ছিলা সবার প্রধান। স্তবে স্তব করি আরাধিলা ভগবান॥ ক্ষুধায় আকুল হয়ে যত দেবগণে। চৌদিগে বেড়িল দৈত্য ভক্ষিবার মনে॥ তবে যজ্ঞরূপে হরি করি অবতার। সেই ক্ষণে কৈলা সব দৈত্যের সংহার॥ দ্বিতীয় আছিল স্বারচিরি মন্বন্তর। বৈরোচন নামে ইন্দ্র রাজা পুরন্দর॥ তৃতীয় আছিল মনু উত্তম আখ্যানে। সত্যজিতনাম দেব সত্য দেবগণে॥ সত্যজিত সেন নাম বিধর্ম্মকুমার। মারিয়া অসুরগণ করিলা সংহার॥ চতুর্থে তামস মনু পুণ্য কলেবর। প্রীয় ব্রত সুত তারা দুই সহোদর॥ সত্যকরি নামে ধৃতি হৈল সুরগণে। ঋষভ ইন্দ্রের নাম আছিল তখনে॥ হরিমেধ নামে ছিল এক নরেশ্বর। হরি নামে অবতার কৈলা তার ঘর। হরি অবতার কৈলা গজেন্দ্রমোক্ষণ। শুন রাজা তার কথা কহিব এখন॥ আছিলা ত্রিকূট নামে এক গিরিবর। চৌদিগে বেষ্টিত তার ক্ষীরোদ সাগর॥ অযুত যোজন সেই উচ্চ পরিসর। তিন গোটা শৃঙ্গ তার দেখিতে সুন্দর॥ রজত কাঞ্চন তার দুইটা শেখর। রতনের এক শৃঙ্গ অতি মনোহর আর শতশৃঙ্গ তার নানা মণিময়। ক্ষীরোদ সাগরে দীপ্ত করে অতিশয়॥ ফল ফুল লম্বিত বিবিধ তরুজাল। কলরব ভ্রমর ঝঙ্কারে সর্ব্বকাল॥ বিবিধ বিহঙ্গ কুল শবদ ঝঙ্কার। সুর সিদ্ধ বিদ্যাধর করয়ে বিহার॥ হেমময় মণিশিলা তরল বিমলে। গুহা মধ্যে ক্রীড়া করে দেবতা সকলে॥ চারিভিতে মণিময় বালুকা সুন্দর। নানা পুষ্প বিকসিত অতি মনোহর॥ সুরবধূ কেলিকরে সলিল সুগন্ধ। ললিত লহরি বাত বহে মন্দ২॥ রঙ্গণ চম্পক বক পলাশ পিয়াল। সালক বিদার তাল তমাল হিন্তাল॥ অশোক পুন্নাগ জম্বু বদরী খর্জ্জুর। মধুর সদৃশ নারিকেল বীজপুর॥ অশ্বত্থ কদম্ব পারিজাত দেবদারু। বহুবিধ বৃক্ষ তাহে পর্ব্বত সুচারু॥ চিত্রকূট নাম সেই পর্ব্বত বিস্তার তাহে আছে দিব্য এক সরোবর আর॥ কুমুদ কহ্লার শ্বেত রক্ত নীলোৎপল। তরল বিমল জল কনক কমল॥ জলচর বিহার শবদ উতরোল। মকর কুম্ভীরে জল তরঙ্গ কল্লোল॥ যার গন্ধে দশদিক হয় আমোদিত। হেন সরোবর অতি দেখিতে শোভিত॥ এক গজ তাহাতে আছয়ে মহাবল। তার পদভরে গিরি করে টলমল॥ গন্ধ মাত্র যার ভয়ে পলায় কেশরী। ভয়েতে মহীষ ব্যাঘ্র বন পরিহরি

এক দিন গজ জলক্রীড়া করিবারে। করিণীগণেরে লয়ে সেই সরো বরে ॥ শুণ্ডে জল তুলিয়া করয়ে মহারোল। তার ভরে গিরিরাজ করে টলমল ॥ করীবর চলি গেল করিণীর সঙ্গে। জলের ভিতরে সবে ক্রীড়াকরে রঙ্গে ॥ প্রবেশ করিল গিয়া জলের ভিতরে। কনক কুমুদ গন্ধে আমোদিত করে ॥ জলক্রীড়া করে গজ উথালিয়া জল। ভাঙ্গিয়া কমল বন ভুঞ্জিলা মৃণাল ॥ ঠেলাঠেলি ফেলাফেলি করে গজ সনে। সরোবর জল হৈল কর্দ্দম সমানে ॥ শুণ্ডে জল ছিটাছিটি করে গজরাজ। মহারঙ্গে করীবর করিণী সমাজ ॥ হেনকালে এক নক্র মহা বলবান। গজেন্দ্রের পদে ধরি দিল এক টান ॥ বিক্রম করিয়া গজ ছাড়াইতে নারে। উঠিতে নারিয়া গজ ছটফট করে ॥ করিণী করিছ চেষ্টা উপায় তাহার। টানাটানি করি না পারিল তুলিবার অনেক যতন কৈল যতেক শকতি। কোনমতে তুলিতে নারিল গজ পতি ॥ দুঃখিত হইয়া সবে যায় চারিভিতে। জলের ভিতর গজ রহে সইমতে ॥ মহানক্র মহাগজ দুহে সম বলে। সহস্র বৎসর যুদ্ধকরে থাকি জলে ॥ কেহ কারে না পারিল সম দুই বলী। দুই জনে টানা টানি করে ঠেলাঠেলি ॥ এইরূপে নিরাহার সহস্র বৎসর। গজের টুটিল বল হইল কাতর ॥ পদ ছাড়াইতে আর নাহিক শকতি। না পারিল উপরে উঠিতে গজপতি ॥ একে অতিক্ষুধা তাহে যুদ্ধ পরি শ্রম। দিনে২ করীবর হৈল অবসন্ন ॥ শঙ্কটে পড়িয়া গজ চিন্তে মনে মন। এবন্ধন মুক্তকরে কে আছে এমন ॥ ভববন্ধ মুক্ত হয় যাহার স্মরণে। ইথে উদ্ধারিতে না পারিব হরি বিনে ॥ হরির চরণে আমি লইনু শরণ। ভববন্ধ মুক্ত যাতে একোন বন্ধন ॥ পুরুব যোগেতে করী যে মন্ত্র জপিল। ভাগ্যক্রমে সেই মন্ত্র স্মরণ হইল ॥ সেই মন্ত্র গজেন্দ্র জপিল সাবধানে। বহুবিধ স্তুতি কৈল বিবিধ বিধানে ॥ জগৎ নিবাস হরি বৈকুণ্ঠে থাকিয়া। গজেন্দ্রের স্তুতি বাণী অন্তরে জানিয়া ॥ সঙ্গে পারিষদগণ গরুড় বাহন। আকাশ মণ্ডলে আসি দিলা দরশন ॥ কোটিসূর্য্য সম তেজ চক্রধরি করে। অন্তরিক্ষ রহি লেন গরুড় উপরে ॥ গজরাজ সম্মুখে দেখিয়া নারায়ণ। চমকিত হয়ে গজ করয়ে স্তবন ॥ নমোং নমঃ নারায়ণ ভগবান। অখিল জগৎ গুরু পুরুষ প্রধান ॥ এইরূপে স্তবকরি বিবিধ বিধানে। কমল

তুলিয়া শুণ্ডে পূজিলা চরণে ॥ কাতর দেখিয়া হরি করুণা সাগর গরুড়ের পৃষ্ঠ হৈতে নাম্বিয়া সত্বর ॥ গরুড়ের পৃষ্ঠ হৈতে বিলম্ববুঝিয়া শীঘ্র আসি চক্রে নক্র কেলিল কাটিয়া ॥ দুন্দুভি বাজনা বাজে জয়২ রোল। সিদ্ধ বিদ্যাধর স্তব করয়ে সকল ॥ চক্রে কাটা গেল যদি দুরন্ত কুম্ভীর। দিব্যরূপ ধরে নক্র গন্ধর্ব্ব শরীর ॥ পূরুব জনমে হুহু গন্ধর্ব্ব আছিল। দেবল মুনির শাপে নক্ররূপ হৈল ॥ চক্রে মুক্ত হইয়া গন্ধর্ব্ব রূপ ধরি। হরি প্রণমিয়া রহে করযোড় করি ॥ প্রভুর নির্ম্মল যশ গায় উচ্চৈঃস্বরে। প্রদক্ষিণ করিয়া চলিলা নিজপুরে ॥ আজ্ঞা শিরে ধরিয়া গন্ধর্ব্বরাজ গেল। দেবাসুরগণ দেখি বিস্ময় হইল ॥ গজরাজ কহে শুন প্রভু নারায়ণ। ভকত বৎসল তুমি শ্রীমধুসূদন ॥ তোমার প্রসাদে মোর হৈল প্রতিকার। আজি সে খণ্ডিল মোর ভববন্ধ ঘোর নক্রবন্ধ ভববন্ধ হইতে মোচন। করিলা আপন গুণে প্রভু নারায়ণ ॥ তবে গজরাজ দিব্য কলেবর ধরে। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে চারি করে ॥ পূরবে আছিল গজ দ্রাবিড় ঈশ্বর। ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে রাজা পুণ্য কলেবর ॥ হরিপরায়ণ রাজা ভকত প্রধান। সদত গোবিন্দপদ করয়ে ধেয়ান ॥ চির পরিধান শিরে ধরে জটাভার। কুলাচলগিরি তটে নিত্য বাস তার ॥ রাজ্য পরিহরি করে তপস্বীর বেশ। তীর্থ স্নান করি রাজা পুজে হৃষীকেশ ॥ এক দিন কৃষ্ণপূজা করে নরপতি হেনকালে অগস্ত্য মিলিলা আসি তথি ॥ শিষ্যগণ সহ মুনি তথা আগমন। উঠিয়া না কৈল রাজা মুনি সম্ভাষণ ॥ কৃষ্ণপূজা ছাড়ি না করিব অন্য চিত। এই ভাবি রাজা না উঠিলা সচকিত ॥ অসম্মান দেখি ক্রোধ কৈল মুনিবর। কি গৌরবে কৈল বেটা দ্বিজে অনাদর ॥ আপনে বৈষ্ণব জ্ঞানে এত গর্ব্ব করে। আমারে দেখিয়া না উঠিল অহঙ্কারে ॥ মদে মত্ত হৈল যেন গজরূপ ধরে। আর যেন হেন গর্ব্ব কভু নাহি করে ॥ আপনে বৈষ্ণব ভাবি করয়ে বড়াই। অবশ্যইহার সমুচিত শাস্তি চাই ॥ এতেক বলিয়া মুনি অগস্ত্য চলিলা। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা তবে মনে ভয় পাইলা ॥ কুঞ্জর শরীর তবে মুনি শাপে ধরে। আপনে আসিয়া হরি গজেন্দ্র উদ্ধারে ॥ পূর্ব্বের ভকতি তার হইল স্মরণ। গজদেহ মুক্ত হয়ে পায় পরিত্রাণ ॥ এইরূপে করুণা করিলা প্রভু হরি। নিজ পারিষদ করি দিলা নিজ পুরী ॥ মহত না আদরে

তার কি কব কথন। কারে অনাদর না করিবে বিজ্ঞজন ॥ কহিল তোমারে রাজা কৃষ্ণের চরিত। গজেন্দ্রমোক্ষণ কথা পরম পবিত্র ॥ শুনিলে মঙ্গল সর্ব দুরিত খণ্ডন। শ্রীযশ করুণ কলিমল বিনাশন ॥ কহে শুনে যেই জন প্রভাত সময়। সর্ব পাপে মুক্ত হয় খণ্ডে ভব ভয় ॥ মোর গুরু গদাধর ধীর শিরোমণি। ভাগবতাচার্য্যের প্রেম তরঙ্গিণী ॥

পয়ার। গজেন্দ্রমোক্ষণ কথা কহিল তোমারে। আর কিছু কহিব পঞ্চম মন্বন্তরে ॥ পঞ্চমে রৈবত মনু ইন্দ্রকান্তি নামে। ভূতবর নামে দেবগণ স্বর্গধামে ॥ আছিলা বৈকুণ্ঠ নামে সমুদ্র বনিতা। তার গর্ভে উপজিল সর্বলোক পিতা ॥ ধরিলা বৈকুণ্ঠ নাম প্রভু ভগবান। লক্ষ্মীর ইচ্ছায় কৈল বৈকুণ্ঠ নির্ম্মাণ ॥ পৃথিবী করিয়া ধুলা গণি ধুলা করি। তবুত প্রভুর গুণ গণিতে না পারি ॥ আছিল চাক্ষুষ মনু ষষ্ঠ মন্বন্তরে। মন্ত্রদ্রোহ নামে ইন্দ্র দেবের ঈশ্বরে ॥ অষ্ট নামে সুরগণ আছিল তখন। অজিত প্রভুর নাম বিদিত ভুবন ॥ বৈরবের বনিতা সম্ভুতী নামে জানি। তার গর্ভে অবতার কৈলা চক্রপাণি ॥ ধরিলা অজিত নাম প্রভু নারায়ণ। দেবের কারণ কৈলা সমুদ্রমন্থন ॥ কূর্ম্ম রূপে পুনঃ হরি ধরিয়া মন্দার। অমৃত পিয়ায়ে দেবে করিল অমর ॥ ক্ষীরোদ মন্থন কথা শুন সাবধানে। অদভুত কর্ম্ম তথা কৈলা নারায়ণে ॥ অসুর জিনিল সুরে করিয়া সমর। ইন্দ্র আদি দেব হৈল চিন্তিত অন্তর ॥ মন্ত্রণা করিয়া দেব ব্রহ্মা বিদ্যমানে। অসুরের প্রভাব কহিল তাঁর স্থানে ॥ দেবগণ দুর্ব্বল দেখিয়া পদ্মাসন। মনে দুঃখ ভাবি কৈলা কৃষ্ণের স্মরণ ॥ আমি আর শিবাদি তোমরা দেবগণ। সকলে মিলিয়া চিন্তাকর নারায়ণ ॥ যাঁর আজ্ঞা ধরি কর্ম্ম করে সর্ব জন। সকলে শরণ লহ তাঁহার চরণ ॥ কেবা তাঁর বধ্যাবধ্য কেবা বন্ধুজন। কেবা তাঁর শত্রু মিত্র এতিন ভুবন ॥ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করয়ে ইচ্ছা মনে। সত্ব রজঃ তমোগুণ ধরেণ আপনে ॥ জগতের গুরু তেঁহো ভকত বৎসল। চিন্তিলেই তাঁর পদ করিব কুশল ॥ এতবলি ব্রহ্মা যত দেব সম্বোধিলা। নির্ম্মল কীর্ত্তন করি গোবিন্দে স্তবিলা ॥ অব্য অন্ত সকল অনন্ত অধিকার। মন বাক্য জানিতে না পারে তত্ত্ব যার ॥ সে দেব চরণে মোর সতত প্রণাম। জানি কৃপা করহ দয়াল তব

নাম ॥ জীব মায়াপাশে বন্ধি সব চরাচর। সে হরি নির্গুণ ব্রহ্ম প্রকৃতির পর ॥ যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যার অন্ত নাহি জানে। যার মুখে জনমিল দ্বিজ হুতাশনে ॥ চন্দ্র সূর্য্য জনমিল নয়নে যাহার। শ্রবণে জন্মিল দশ দিকপাল আর ॥ আমি উপজিল যার শ্রীনাভিকমলে। নিরন্তর বৈসে লক্ষ্মী যার বক্ষস্থলে ॥ বাহুযুগে জন্মিল যাহার ক্ষত্রি জাতি। উরুযুগ হৈতে যার বৈশ্যের উৎপত্তি ॥ শূদ্রজাতি জনমিল চরণ যুগলে। শিরে যার জনমিল আকাশ মণ্ডলে ॥ স্তনে ধর্ম্ম পৃষ্ঠে যার জন্মিলা অধর্ম্ম। যার হাস্য হৈতে হৈল অপ্সরার জন্ম ॥ ভ্রুযুগে ক্রোধ লোভ জন্মিল অধরে। কাল জনমিল যার কটাক্ষ ভিতরে ॥ প্রাণ হৈতে প্রাণবলে শক্তির জনন। নারায়ণ করে হেন অদ্ভুত করণ তাঁর পদকমলে রহুক নমস্কার। যাহা হৈতে প্রপন্ন জনের প্রতিকার নমোঽ নমঃ নারায়ণ ভগবান। প্রপন্ন জনের প্রভু কর পরিত্রাণ ॥ এত স্তুতি কৈল যদি দেবের দেবতা। দরশন দিলা প্রভু সর্ব্ব লোক পিতা ॥ নবঘন শ্যাম তনু রাজীবলোচন। তপত কাঞ্চন জিনি সু পীত বসন ॥ মহামণিময় হার মুকুট কেয়ূর। অরুণ কমলপদে রঞ্জিত নূপুর ॥ বিনোদ অলকাবলি ললিত কপোলে। কৌস্তুভ ভূষণ গলে বনমালা দোলে ॥ কুণ্ডল কঙ্কণ হার ভূষণে ভূষিত। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ভুজ বিরাজিত ॥ হেন অপরূপ মূর্ত্তি দেখি সুরগণে। প্রণাম করিয়া স্তুতি করে হর্ষমনে ॥ জয়২ নমোঃ হরি নমঃ নারায়ণ। নমো রামকৃষ্ণ বিষ্ণু শ্রীমধুসূদন ॥ দেবের কেবল গতি তুমি ভগবান। প্রপন্ন তারণ প্রভু কর পরিত্রাণ ॥ এবোল শুনিয়া বলে প্রভু দয়াময় শুন দেবগণ সবে না কর সংশয় ॥ আমার বচন সবে শুন সাবধানে অসুরগণেরে গিয়া করহ সন্ধানে ॥ এখন দৈত্যের সহ করহ মিলন। শুভদিন হৈলে যুদ্ধে জিনিহ তখন ॥ অসময়ে বৈরি করি পিরিতি বন্দন। সময় পাইয়া জিনি করিয়া সন্ধান ॥ অসুরগণেরসহ করিয়া পিরিতি। সমুদ্র মন্থন হেতু করহ যুকতি ॥ পৃথিবীর ঔষধ আনহ যত্নকরি। ক্ষীরোদের জল মধ্যে ফেলহ বিথারি ॥ মন্দার আনিয়া কর মথনের নড়ি। বাসুকি আনিয়া কর বন্ধনের দড়ি ॥ সুরা সুর মিলি কর সমুদ্র মন্থনে। দেবের সহায় আমি করিব যতনে

আমার বচন দেব শুন সাবধানে। দম্ভ ত্যজি শীঘ্র কর সমুদ্রমন্থনে। কালকূট বিষ তাহে হবে উপাদানে। তুমি সবে তাহে ভয় না করিহ মনে॥ ইচ্ছা কৈলা মহাপ্রভু করিতে বিহার। আপনে হইব প্রভু কূর্ম্ম অবতার॥ তেকারণে কৈল দেবে নানা উপদেশ। অন্তর্ধান হয়ে তবে গেলা হৃষীকেশ॥ প্রণাম করিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজ স্থানে। তবে সুরগণ গেল বলি বিদ্যমানে॥ বলিরাজা পুরুষ দয়াল ক্ষমাশীল। বিনয় বচন কহি দেব সম্ভোষিল॥ তবে দেব পুরন্দর পিরিতি বচনে বলিলেন বলির সন্তোষ যাহে মনে॥ যত কিছু আপনে কহিলা ভগবান। সে সব কহিল ইন্দ্র বলি বিদ্যমান॥ বলিরাজা শুনিয়া সন্তোষ পাইল মনে। স্বীকার করিল তবে দেব বিদ্যমানে॥ দৃঢ়মনে যুকতি করিয়া দেবাসুরে। সকলে মিলিয়া গেলা গিরি আনিবারে॥ তুলিয়া মন্দার সবে দিয়া বাহুবলে। অনেক প্রকার করি তুলিলা সকলে॥ মহানাদ করিয়া পর্ব্বত বহি আনে। বহিতে হইল তার দেবাসুরগণে॥ হাতে মাথে হৈতে গিরি ফেলে ভূমিপর। কত শত দেবাসুর তাহে হৈল চূর॥ তার মধ্যে কত জন না মৈল পরাণে। হস্ত পদ ভাঙ্গে কার ভাঙ্গে নাক কানে॥ দেবাসুর দুর্গতি দেখিয়া নারায়ণ। গরুড় বাহনে আসি দিলা দরশন॥ আপনি চাহিলা যদি অমৃত নয়নে। দেবাসুর বাঁচিয়া উঠিল সেইক্ষণে॥ অবহেলে বামকরে তুলিয়া মন্দার। স্থাপিলেন হরি লয়ে গরুড় উপর॥ সুরাসুরগণ লয়ে চলিলা সত্বরে। গরুড় মন্দার ফেলে ক্ষীরোদ সাগরে॥ আজ্ঞা দিলা নারায়ণ গরুড় চলিলা। আসিয়া ক্ষীরোদ তীরে সকলে রহিলা॥ বাসুকিরে আনে গিয়া করিয়া আশ্বাস। তোমারে অমৃত ভাগ দিব সুনির্যাস॥ বেড়িয়া পর্ব্বত মাঝে বাঞ্ছিল যতনে। সুরাসুর করে সবে সমুদ্র মন্থনে॥ আপনে ধরিলা হরি বাসুকির শিরে। সকল দেবতাগণ সেইদিগে ধরে॥ তাহা দেখি দৈত্যগণ বলিলেন বাণী। কপট দেবতাগণ আমি সবে জানি॥ লাঙ্গুড় ধরিব মোরা ধর তোরা শিরে তুমি সব ভাল বুঝ না বুঝে অসুরে॥ সাপের লাঙ্গুড় নাহি হোয় বুধজনে। মোরা সবে জ্ঞানহীন ভাবিয়াছ মনে॥ এতেক বচন যদি বলিলা অসুরে। দেবগণ লয়ে হরি লাঙ্গুড়েতে ধরে॥ তবে দেবাসুরগণ মিলে দিল টান। অমৃতের লোভে করে ক্ষীরোদ মন্থন॥ পর্ব্বত

রাখিতে কিছু নাহিল আধার। পাতালে নাম্বিছে গিরি নারে রাখিবার॥ সুরাসুর মেলি যত্ন বহুমতে কৈল। না পারিল রাখিতে পর্ব্বত তল গেল॥ মনোদুঃখে দেবাসুর বসিলা সকল। শিরে হাত দিয়া কান্দে না দেখি অচল॥ দেখিয়া শ্রীহরি তবে চিন্তিলা প্রকার। সেই হেতু হইলেন কূর্ম্ম অবতার॥ প্রবেশ করিলা হরি পাতাল ভিতর। ভৃষ্ঠের উপর করি তুলিলা মন্দার॥ তবে দেবাসুরগণে টানিয়া আনন্দে। ক্ষীরোদ মন্থন পুনঃ করিলা নির্ব্বন্ধে॥ পৃষ্ঠের উপরে হরি ধরিলা মন্দার। সুরাসুরে মথে নির্ব্বিরোধে সিন্ধুবর॥ লক্ষপ্রহরের পথ পর্ব্বত বিস্তার। পৃষ্ঠের উপরে ফিরে বদরী আকার॥ সুরাসুর বাসুকিরে ধরি দেয় টান। দৈত্য নিগ্রহিতে মনে কৈলা ভগবান॥ বিষবৃষ্টি করিয়া অসুর বলহরে। দেববল বাড়াইতে সুধাবৃষ্টি করে॥ পর্ব্বত উপরে হরি আর মূর্ত্তি ধরি। ধরিয়া সহস্র ভুজ বিহরে শ্রীহরি ব্রহ্মা ভব আদি স্তুতি করেন কৌতুকে। পুষ্পবৃষ্টি জয়ধ্বনি হৈল তিন লোকে॥ সহস্র বদন সে ফণির বিষানলে। পুড়িয়া অসুরগণ হৈলা হীন বলে॥ বিষজ্বালে হতবল দেখি সুরগণ। মেঘ আনি উপরে করায় বরিষণ॥ পবন আনিয়া স্নিগ্ধ কৈল মন্দবায়। দেবরক্ষা হেতু হরি করেন উপায়॥ মথন করিছে সিন্ধু হয়ে কুতূহল। আচম্বিতে প্রথমে উঠিল হলাহল॥ মকর কচ্ছপ মৎস্য নানা চরাচর। আকুল হইয়া ভ্রমে সমুদ্র ভিতর॥ উছলিয়া উঠে বিষ জ্বলন্ত অনল। সহিতে নারিয়া ভঙ্গ দিলেন সকল॥ বিষানল ছটাছটি দেখি ভয়ঙ্কর। ভয় পায়ে সুরাসুর পলায় সকল॥ কিছু অল্প দূরেতে রহিলা গদাধর। মথনের ভঙ্গ দেখি ভাবিলা অন্তর॥ চিন্তিলেন যথা গেলে হয় প্রতিকার। শিব বিনা ইথে রাখে হেন নাহি আর॥ কৈলাস পর্ব্বতে সবে গেলেন চলিয়া। সিদ্ধঋষিগণ আছে শঙ্করে বেড়িয়া॥ হেনকালে সুরাসুর হইল উৎপন্ন। প্রণাম করিয়া কৈল শিব সম্ভাষণ॥ তুমি মহাযোগেশ্বর সর্ব্ব শক্তিধর। বিষ পানকরি ত্রিভুবন রক্ষাকর॥ ব্রহ্মাদি দেবতা স্তুতি করিল বিস্তর। তবে দেবী সহ যুক্তি করেন শঙ্কর॥ দেখ দুর্গা এ অতি বিষম উপস্থিত। কালকূট বিষে সৃষ্টি নাশে আচম্বিত॥ দেবাসুর কাতর দেখিয়া সর্ব্বজন। পরহিতে দেহ গেহ ত্যজে বুধগণ॥ বজ্র হেতু দেহ দান পরহিতে করে। কৃপাকরি হরি তারে

আপনে উদ্ধারে ॥ প্রভু অভিমত এই ত্রিলোকেরহিতে। তাহা কর গেতে যুক্তি হয় সর্ব্বমতে ॥ দেব দ্বিজ ভক্তহিত যে সদা করয়। তারে হরি করুণা করয়ে সুনিশ্চয় ॥ বৈষ্ণব বান্ধব মোর বৈষ্ণব জীবন। বৈষ্ণব অধিক প্রায় নাহি ত্রিভুবন ॥ শুন দুর্গা মহাদেবী আমার বচন। আমা হৈতে হয় যদি ত্রিলোক রক্ষণ ॥ ইথে আমি অবশ্য করিব বিষপান। প্রাণ ত্যজি আপনে করিব পরিত্রাণ ॥ পার্ব্বতী জানেন শিব মহামহেশ্বর। বিষপান অল্প কার্য্য কিবা তাঁর ডর ॥ দেবী অনুমতি দিল মহিমা জানিয়া। ক্ষীরোদের তীরে গেলা শঙ্কর চলিয়া ॥ একাকি ক্ষীরোদ তীরে কেবল শঙ্কর। দেবাসুর রহে দূরে পায়ে অতিডর ॥ সমুদ্রেতে বিষ দীপ্ত অগ্নি হেন জলে। ত্রিলোক দাহন করিবারে পারে হেলে ॥ অঞ্জলি করিয়া বিষ করে তুলি নিলা অবহেলে মহেশ্বর বিষপান কৈলা ॥ নিজ যোগ ধ্যানে বাহ্য হইলা রহিত। কতক্ষণে মহাদেব পাইলা সম্বিত ॥ নীলকণ্ঠ হৈলা শিব বিষ পান করি। চমৎকার সবাকার ত্রিজগৎ ভরি ॥ হেন অদভুত কর্ম্ম কৈলা মহেশ্বর। সাধু২ প্রশংসা করয়ে সুরাসুর ॥ অঞ্জলির মধ্যদিয়া যে বিষ পড়িল। সর্প পীপিলিকাদিতে তাহাই ভক্ষিল ॥ তবে আর বার যদি মথিলা সাগর। হরিধ্বনি নামে বর্ণ উঠে তারপর ॥ ঋষি গণে নৈল তাহা যজ্ঞ করিবারে। মথিতে লাগিলা তবে ক্ষীরোদ সাগরে ॥ উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব হৈল উপাদান। ঐরাবত নামে গজ উঠিল সুঠাম ॥ উঠিল কৌস্তুভমণি কৃষ্ণের ভূষণ। পরে পারিজাত পুষ্প হইল উৎপন্ন ॥ জন্মিল অপ্সরাগণ দেবের রমণী। লক্ষ্মীদেবী উঠিলেন হরিপ্রিয়মণি ॥ রত্নাসন আনি তবে দিলা পুরন্দর। মূর্ত্তি ধরি নদীগণ আইলা সত্বর ॥ হেমঘটে লক্ষ্মী অভিষেক করে নদী অভিষেক দ্রব্য যত দিল সুর সিদ্ধি ॥ পঞ্চগব্য আনি দিলা কামধেনু গণে। ঋষিগণে অভিষেক করেন বিধানে ॥ গন্ধর্ব্ব কিন্নর গায় নাচে বিদ্যাধরী। পুষ্প বরিষণ করে যত দেবনারী ॥ অষ্টদিকে দেবহস্তী রহে চারি পাশে। অভিষেক করে তারা সুবর্ণ কলসে ॥ শঙ্খ মৃদ ঙ্গাদি বাদ্য দুন্দুভী বাজন। অভিষেক করে লক্ষ্মী দেবঋষিগণ ॥ পীত বাসযুগ আনি দিলেন সাগর। বৈজয়ন্তী মালা আনি দিলা জলেশ্বর সরস্বতী আনি দিলা হার মনোহর। কমল আনিয়া ব্রহ্মা দিলা লক্ষ্মী

কর ॥ উজ্জ্বল কুণ্ডলযুগ দিলা নাগগণে। দেবগণ মেলি দিল বিচিত্র ভূষণে ॥ উৎপল কমল উজ্জ্বল বনমালা। ধরিয়া দক্ষিণ করে চলিলা কমলা ॥ চরণে সিঞ্চিত মণি নূপুর রঞ্জিত। ধীরে২ চলে অতি গতি সুললিত ॥ আপনার যোগ্য পতি বরিব আপনে। কোথা মোর প্রাণনাথ হেরয়ে নয়নে ॥ ব্রহ্মারে দেখিলা দেবী নানা গুণ আছে। না জীবে বিস্তরকাল হৃদয়েজানিছে ॥ মোরপ্রভু এনহে তেজিল প্রজাপতি। শিব সন্নিধানে তবে গেলা লক্ষ্মীসতী ॥ হর চিরজীবী মাত্র সর্ব্বগুণধরে। ভস্মধূলী বিভূষিত ব্যাঘ্রছালপরে ॥ প্রেত ভূতগণ লয়ে করয়ে বিহার। আমার প্রভুর নহে হেন ব্যবহার ॥ ইন্দ্র আদি দেবগণ তেজিয়া সম্মুখে। মোর প্রভু কোথা চাহি দেখেন প্রত্যক্ষে ॥ এই মতে উপেক্ষিয়া সব দেবগণ। গেলা যথা নিজ পতি প্রভু নারায়ণ ॥ সদানন্দ সুখময় সর্ব্ব সুখধাম। অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি এক ভগবান ॥ আপনার প্রাণপতি চিনিয়া কমলা। তুলিয়া প্রভুর গলে দিলা দিব্য মালা ॥ বক্ষস্থলে লক্ষ্মীরে ধরিলা নারায়ণ। জয় জয় শবদ উঠিল ত্রিভুবন ॥ মৃদঙ্গ দুন্দুভী বাজে শঙ্খের বাজন। সুরবধূগণ কৈল পুষ্প বরিষণ ॥ গন্ধর্ব্ব কিন্নর করে সুমধুর গান। দেবের নাচনী নাচে প্রভু বিদ্যমান ॥ ব্রহ্মা আদি দেব কৈল পুষ্প বরিষণ। আনন্দ হইলা সবে এতিন ভুবন ॥ আরবার মথনে বারুণি উপজিল। অসুর দানবে তাহা কাড়িয়া লইল ॥ তবে উপজিল এক পুরুষ প্রধান। কম্বুকণ্ঠ মনোহর নবঘনশ্যাম ॥ কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ড বিচিত্র ভূষণ। কুঞ্চিত কুন্তল জাল ললিত বসন ॥ অমৃতকলস কক্ষে নাম ধন্বন্তরি। জনমিলা বিষ্ণু অংশে অবতার করি ॥ অমৃত কলস কাড়ি নিল দৈত্যগণ। বিবাদ ভাবিয়া চিন্তে চিন্তে দেবগণ ॥ দেবগণ সন্তোষিতে প্রভু হৃষীকেশ। মায়ায় সৃজিলা হরি উপায় বিশেষ ॥ অগ্রে কুম্ভ আমি আনি বলে এক জনে। তোর পূর্ব্বে আনি আমি বলে অন্যে২ ॥ কেহ বলে দেবের ইহাতে ভাগ আছে। এইরূপে দেবাসুরে কোন্দল করিছে ॥ জড়াজড়ি কাড়াকাড়ি দৈত্যের ভিতরে। অসুরে বঞ্চিতে প্রভু চিন্তিলা অন্তরে ॥ স্ত্রীরূপ আপনে ধরিলা হেনকালে। মোহিনীর মূর্ত্তি দেখি দৈত্য পড়ে ঢুলে ॥ নীল উৎপল শ্যাম সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী। নবীন যৌবন পীনস্তনী মনোহারী ॥ বিলোল অলকাবলি ললিত কপোলে। বিকচ মুকুতাদাম

হার গলে দোলে ।। বলিত কিঙ্কিণীজাল কটি বিলোলিত। কেয়ূর কঙ্কণ মণিভূষণে ভূষিত।। মৃদুস্মিত হরষিত কটাক্ষ বিলাস। দৈত্য গণ বিমোহিনী কামের প্রকাশ ।। দেখ দেখ অদ্ভুত রূপের মহিমা। ত্রিভুবনে দিতে নারি এরূপের সীমা।। কোথা হৈতে কোথা যাহ কি নাম তোমার। কি কার্য্যে বেড়াও তুমি বনিতা কাহার।। দৈবযোগে যদ্যপি তোমার আগমন। অমৃত কলস তুমি করহ বণ্টন।। এতেক বচন শুনি মেলি দেবাসুরে। অমৃত কলস দিলা মোহিনীর করে ।। জ্ঞাতির কলহ তুমি করহ ভঞ্জন। সমভাগ করি কর সুধা পরিশন।। এবোল বলিলা যদি দেবতা অসুর। হাসিয়া মোহিনী তবে দিলেন উত্তর।। তুমি সব কিসে কর আমারে প্রতীত। স্ত্রীজাতি বিশ্বাস কভু না করে পণ্ডিত।। ঘরেতে বাঘিনী হেন জানিয়ে স্ত্রীজাতি। আমারে প্রত্যয় কর একোন যুকতি।। উপহাস্য বচন বলিলা প্রভু হরি। দৈত্য গণ মিলিয়া হাসিলা উচ্চকরি ।। সুরাসুর মিলিয়া করিল উপহাস। পরদিন স্নানকরি পরে দিব্যবাস ।। দেব দ্বিজ পূজাকরি করে কোন কর্ম্ম। নিত্যকর্ম্ম সমাধিলা যার যেই ধর্ম্ম।। সংযম করিয়া সবে হৈল উপসন্ন। হাসিয়া মোহিনী তবে বলয়ে বচন।। একদিক হইয়া বৈস দেব সবে। আর একদিকে সব অসুর বসিবে।। একেং করি আমি সুধা পরিশন। ভাল মন্দ কেহ যদি না বল বচন।। তবে বিভোজিয়া সুধা দিব সুরাসুরে। ভালমন্দ কিছু যদি না বলহ মোরে।। এবোল শুনিল যত সুরাসুরগণে। ভাল বলি দুই ভাগ বসিলা আসনে।। মহা বিশারদ হরি নানা মায়া জানে। অসুরে মোহিব হরি হেন আছে মনে। প্রথমে দেবতাগণে বিভোজিয়া দিল। অমরগণেরে দিতে সব ফুরাইল।। কলস উবুড় করি দেখান মোহিনী। বাঁটিতে আটিবে সুধা এই মনে জানি।। সকল অসুর হৈল রূপ দেখি ধন্দ। মোহিত হইয়া সবে বলিল ভাল মন্দ।। দেবেরে মোহিনী যবে অমৃত বাঁটিলা। তারমধ্যে গুপ্তে এক অসুর বসিলা।। দেবরূপ ধরি মধ্যে রাহু প্রবেশিল। দেবের ভিতরে বসি সুধা পান কৈল।। চন্দ্র সূর্য্য কহি দিল কৃষ্ণ বিদ্যমানে। ততক্ষণে চক্রে মাথা কাটে নারায়ণে।। অমৃত পরশে স্কন্ধ হইল অমর। কেতু রূপ ধরি রহে আকাশ উপর।। রাহু রূপে দেহ ধরে দেবের সমাজে। তবে অস্ত্ররূপ তেজি প্রভু দ্বিজরাজে ।। চন্দ্র সূর্য্য

সন্ধানে রাহুর স্কন্ধচ্ছেদ। অদ্যাপিহ তুহারে গ্রাসয়ে সেই ভেদ॥ অতএব কার নিন্দা কি মন্দ সন্ধান। ভেদ কৈলে তার শাস্তি নহিবে এড়ান॥ সমদুঃখে দেবাসুর সমুদ্র মথিল। অসুর বঞ্চিত হৈল হিংসা কর্ম্মফল॥ কৃষ্ণ না ভজিলে নহে কাহার কল্যাণ। এবোল বুঝিয়া কৃষ্ণ ভজে মতিমান॥ সর্ব্বকাল দৈত্যগণ দেবে করে দ্বেষ। তেকারণে কপটে মোহিলা হৃষীকেশ॥ দেব দ্বিজ ভক্তদ্বেষ যেজন করিবে। কৃষ্ণ হেন নামামৃত তারে উপেক্ষিবে॥ সমুদ্র মন্থন কথা কেশব চরিত্র। শ্রবণে দুরিত হরে হয়ত পবিত্র॥ শ্রীল গদাধর মহাধীর শিরোমণি। রঘুনাথ পণ্ডিতের প্রেমতরঙ্গিণী॥

পয়ার। সুধাপান করাইয়া দেবতারগণে। অন্তর্ধান হৈলা হরি গরুড়বাহনে॥ দেবের সম্পদ দেখি কুপিল অসুর। চতুরঙ্গ সেনালয়ে গেলা সুরপুর॥ দেবাসুরে সমর বাজিল ঘোরতর। পরম দারুণ রণ মহাভয়ঙ্কর॥ রথে রথে গজে গজে তুরঙ্গে তুরঙ্গে। পাইকে পাইকে যুদ্ধ নাহি কার ভঙ্গে॥ উটের উপরে কেহ মৃগ আরোহণে। শূকর বানরে চড়ি করে আগমনে। বলদে মহীষে চড়ি দৈত্য সেনাপতি। নানা মত বাহনে চড়িয়া কৈলা গতি॥ শকুনি শৃগালে কেহ কুকুরেতে চড়ি। শশক মূষিকে চড়ি করে রড়ারড়ি॥ গর্দ্দভ উপরে চড়ি করে আগুসার। গণ্ডারি ভালূকে কেহ কেহ কৃষ্ণসার॥ কেহ ছাগপৃষ্ঠে কেহ মেষ আরোহণ। কাঁকলাস স্কন্ধে কেহ জলচরগণ॥ কত কোটি সৈন্য আইল কতেক প্রকারে। দেবের সহিত যায় যুদ্ধ করিবারে॥ কোটি কোটি ছত্রবানা পতাকা তোমর। কোটি কোটি বাদ্যভাণ্ড বাজে ভয়ঙ্কর॥ সাজিয়া অসুর সেনা বিবিধ বিধানে। বলিরাজা চলে তবে হরষিত মনে॥ বৈয়ানস নামে রথ ময়ের নির্ম্মাণ। ত্রিভুবনে নাহি রথ তাহার সমান॥ না চাকিলে চাকা যেন না দেখিলে দেখি। সম্মুখেতে থাকিলেও রথ নাহি লখি॥ যাহা মনে করে রথে মিলয়ে সত্বর। যত ইচ্ছা করে রথ বাড়ে তদন্তর॥ হেন মহারথে চড়ি বলি বলবান। চৌদিকে বেড়িল আসি দৈত্যের প্রধান॥ নমুচি সম্বর বাণ রিপুর্ত্তি নামে। কালমুখ অজমুখ ভুত সন্তাপনে॥ শকুনি প্রহেতি আদি অরিষ্ট কুণ্ডল। নানামত রণে কত বনিব সকল॥ শুম্ভ নিশুম্ভ ময় যত যত জন। হয়গ্রীব শঙ্খশিরা বজ্র দরশন॥ তারক মারক

আর চক্রলোচন। প্রত্যক্ষেতে কত নাম না জানি গণন ॥ কিরাত কবচগণে কোটি কোটি সেনা। বেড়িয়া ইন্দ্রেরপুরী দৈত্য দিল হানা ঐরাবত চড়িয়া আইলা পুরন্দর। সাজিয়া দেবতাগণ আইল সত্বর ॥ কুবের বরুণ যম লয়ে নিজ গণ। কোটি কোটি দেব আইলা করিয়া সাজন ॥ আপনে শ্রীহরি আর ব্রহ্মা মহেশ্বর। স্বগণে দেবতা যুদ্ধে আইলা সত্বর ॥ গালাগালি বলাবলি বাজিল সমর। দেবাসুরে মহা যুদ্ধ অতি ঘোরতর ॥ তারকে কার্ত্তিকে তবে বাজিল সমর। দেবাসুর মহাযুদ্ধ পৃথিবী ভিতর ॥ কালনাশ সঙ্গে হৈল যমের সংগ্রাম। বিশ্ব কর্ম্মা ময়সহ যুদ্ধ অবিশ্রাম ॥ বলি পুরন্দর যুদ্ধ অতি ঘোরতর। না হয় না হবে যুদ্ধ বিষম সমর ॥ বরুণের সঙ্গে তবে যুঝিল প্রখর। বিরোচন সহ সূর্য্য যুঝে বহুতর ॥ দ্বাদস সূর্য্যের সহ দ্বাদশ অরুণ। মহা ভয়ঙ্কর ঘোর গর্জ্জন নিষ্ঠুর ॥ নমুচির সহ যুদ্ধ করিল শ্রীহরি। বায়ু চন্দ্রে মহাযুদ্ধ বিস্তারিতে নারি ॥ পবন দেবের সহ প্রণম যুঝিল। দুর্গা সহ শুম্ভ নিশুম্ভ যুদ্ধ হৈল ॥ শঙ্করের সহ যুঝে কুম্ভ বীর বর। কর্দ্দমের সহ যুঝে উৎকল বিস্মর ॥ ব্রহ্মার কুমার সহ যুঝিল ইন্ধন। মন্ত্রীগণ সহ যুদ্ধ করয়ে উৎকল ॥ শুক্র বৃহস্পতি যুদ্ধ হৈল ভয়ঙ্কর। নরকের সহযুদ্ধ কৈলশনৈশ্চর ॥ বায়ু ঊনপঞ্চাশেতে একত্র হইল। কিরাত কবচগণ সহ যুদ্ধ কৈল ॥ কালকেও সহ যুঝে অষ্টবসু গণ। বিশ্বেশ্বর সহ হৈল পৌলস্ত্যের রণ ॥ ক্রোধবসা রুদ্রগণে বাজিল সমর। এইরূপে যুদ্ধ হৈল মহাভয়ঙ্কর ॥ খড়্গে খড়্গে কাটাকাটি বা বারষণ। ঝলকেং খড়্গে উঠে হুতাশন ॥ মুষল মুদ্গার শক্তি গদার প্রহার। ভল্ল ভল্লিপাল পাশ পরিঘ তোমর ॥ অস্ত্রে অস্ত্রে কাটাকাটি রণের ভিতর। কতবা অসুর দৈত্য কতেক অমর ॥ রণধূলা উছলিয়া পূরিল ধরণী। ঘোরতর হয়ে আচ্ছাদিল দিনমণি ॥ রক্তেতে ভিজিল ধূলা কর্দ্দম হইল। কাটাহস্তী রথ অশ্বে পৃথিবী ঢাকিল ॥ বলি পুর ন্দর যুদ্ধবাজিল তুমুল। নাহি হয়না হইর যুদ্ধসমতুল ॥ দশবাণ এড়ে বলি ইন্দ্রের উপরে। তিনশত এড়ে বাণ গজের উপরে ॥ চারি ঘোড়া বিন্ধিবারে মারে চারি বাণ। ইন্দ্র তাহা বাণে কাটি কৈলা খানং ॥ অন্তরিক্ষে বাণে বাণ কাটিয়া সত্বর। কাটিয়া সকল বাণ হাসে পুর ন্দর ॥ ইন্দ্রের দেখিয়া হাস্য দৈত্য কোপে জ্বলে। শক্তিপাট হাতে

লৈল জ্বলন্ত অনলে ॥ হাতে থাকিতেই শক্তি কাটে পুরন্দর। তবে আর লৈল দৈত্য ত্রিশূল তোমর ॥ দুই অস্ত্র হাতে লৈতে কাটে শচী পতি। তবে দৈত্য সৃজে মায়া অন্তরিক্ষ গতি ॥ গাছ পাথর পড়ে সব দেবের উপর। বড় বড় পর্ব্বত দেখিতে ভয়ঙ্কর ॥ মুখে অগ্নি বরিষয়ে দুর্জয় ফণাধর। সিংহ ব্যাঘ্র মহাগজ বিকট শূকর ॥ লাঙ্গট বিকট মুখ যক্ষ রাক্ষসী। দুই হাতে ফেলে তারা ভস্ম রাশি রাশি ॥ অঙ্গার বরিষে ঘোর মেঘের গর্জ্জন। তাহা দেখি প্রলয় মানিল দেব গণ ॥ ভয়পায়ে দেব রহে কৃষ্ণধ্যান করি। সেইক্ষণে দরশন দিলেন শ্রীহরি ॥ নবঘনশ্যাম তনু গরুড় বাহন। পীতবাস পরিধান রাজীব লোচন ॥ চারি ভুজে শঙ্খ চক্র আদি অস্ত্র ধরে। কিরীট কুণ্ডল হার বনমালা গলে ॥ ঘুচিল সকল মায়া প্রভু দরশনে। জাগিলে স্বপন যেন মিথ্যা করি মানে ॥ মনেতে স্মরিলে কৃপা করেন শ্রীনিবাস। শ্রীহরি শরণে মহা বিপদ বিনাশ ॥ তবে কালনেমী দৈত্য সমরে প্রখর। শূলপাট তুলিয়া ফিরায় ভয়ঙ্কর ॥ ফেলিয়া মারিল শূল গরুড়ের শিরে। লীলায় ধরিলা হরি দিয়া বামকরে ॥ সেই শূলে কাল নেমী বিন্ধিয়া মারিল। মালী সুমালী দোঁহে যুঝিতে আইল ॥ চক্রে মাথা কাটিয়া করিলা দুইখান। তবে যুঝিবারে আইল দৈত্য মাল্য বান ॥ মারিল গদার বাড়ি গরুড় উপরে। চক্রে শির কাটিলেন প্রভু গদাধরে ॥ কৃষ্ণের কৃপায় দেব পাইল প্রতিকার। সাজিয়া আইলা দৈত্য পুনঃ যুঝিবার ॥ বলি বধিবারে বজ্র নিল পুরন্দর। হাহাকার ধ্বনি উঠে রণের ভিতর ॥ ইন্দ্র বলে বলি তোর মৃত্যু মোর ঠাঞি। নানা মায়া জান ইথে করহ বড়াই ॥ মায়া বিশারদ তুমি মায়া ভাল জান। মায়ায় জিনিবে তুমি মনে হেন মান ॥ বজ্রে মাথা কাটিব দেখুক সুরাসুর। এতেক বলিয়া বজ্র নিল পুরন্দর ॥ বলি বলে কর তুমি মিথ্যা অহঙ্কার। আপনা প্রশংসা কর এনহে বিচার ॥ ক্ষণে হারি ক্ষণে জিনি সময়ানুসারে। হরিষ বিষাদ তাহে পণ্ডিত না করে॥ জয় পরাজয় কার নাহিক নিশ্চয়। মান অপমান তাহা বিজ্ঞে না ভাবয় ॥ মূর্খ তুমি মদে মত্ত কর অহঙ্কার। অদৃষ্ট অধীন লোক না হিক বিচার ॥ ইন্দ্রেরে ভৎর্সিয়া তবে বলি মহাসুর। আকর্ণ পূরিয়া

বাণ এড়িল নিষ্ঠুর ॥ সেই বাণ ব্যর্থ কৈল দেব পুরন্দর । নিঃক্ষেপ করিল বজ্র বলির উপর ॥ ভূমিতে পড়িল বলি পর্ব্বত আকার । জম্ভ নামে সেনাপতি হৈল আগুসার ॥ রহ ওরে ইন্দ্র না যাইহ পলাইয়া শুধিব রাজার ধার তোর শির দিয়া ॥ এবোল বলিয়া জম্ভ গদা লয়ে হাতে । মারিল গদার বাড়ি গজেন্দ্রের মাথে ॥ পর্ব্বত প্রমাণ গজ রহে ভূমে পড়ি । ইন্দ্ররক্ষা মারে পুন সেই গদাবাড়ি ॥ দশশত ঘোড়ায় যুড়িয়া রথখান । মাতলী সারথি আনি দিল বিদ্যমান ॥ প্রশংসিয়া দেবেশ্বর ত্রিশূল লয়ে করে । মারিল ত্রিশূল কেলি মাতলী উপরে ॥ ধৈর্য্য হৈল মাতলী সহিয়া সেই ব্যথা । বজ্রে ইন্দ্র কাটি পাড়ে সে জম্ভের মাথা ॥ আপনে কহিল গিয়া শ্রীনারদ মুনি । জম্ভ কাটা গেল তার বন্ধুগণ শুনি ॥ জম্ভের বান্ধব পাক নমুচি সকল । তারা আসি দেবগণে অধিক ভৎসিল ॥ তবে ক্রোধ করি তারা খর তর বাণে । বিন্ধিল ইন্দ্রের অঙ্গ মর্ম্ম যেই স্থানে ॥ শত২ ঘোড়ার বিন্ধিল মর্ম্মস্থান । ইন্দ্রের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ জীয়ে মরে ইন্দ্র না বুঝিয়া দেবগণে । রণের ভিতর ইন্দ্র রহি কতক্ষণ ॥ বাহির হইল যেন দীপ্ত হুতাশন । জয় জয় শবদ করয়ে দেবগণ ॥ তবে সুর পতি যুক্তি করে মনে মনে । দৈত্যের নিধন না দেখিয়ে বজ্র বিনে সন্ধান পুরিয়া বজ্র এড়ে শচীপতি । দুই গণ্ড কাটিয়া আনিল শীঘ্র গতি ॥ পড়িল সকল পাক রণের ভিতর । দেখিয়া নমুচি দৈত্য জানিল অন্তর ॥ শূলপাট তুলি নিল পর্ব্বত প্রমাণ । সোণার নির্ম্মিত শূল দেখি খরশান ॥ সিংহনাদ করি দৈত ধাইল সত্বরে । ফেলিয়া মারিল শূল ইন্দ্রের উপরে ॥ পড়িল ইন্দ্রের শিরে শূল পরচণ্ড । দেব রাজ কাটে শূল করি খণ্ডখণ্ড ॥ কাটা গেল শূলপাট তিল পরমাণ । তবে বজ্র তুলি নিল ইন্দ্র বলবান ॥ মারিল নির্ঘাত বজ্র নমুচির শিরে বজ্রে না টুটিল শির চিন্তে পুরন্দরে ॥ এই বজ্রে কোটি কোটি পর্ব্বত কাটিল । হেন বজ্র নমুচির শিরে ব্যর্থ হৈল ॥ বৃত্র হেন মহাবীর এই বজ্রে কাটে । আমি যদি বজ্র এড়ি ত্রিলোক না আঁটে ॥ না মারিল বজ্র কেন এই অল্প কাযে । চিন্তিত হইল ইন্দ্র বজ্রব্যর্থ লাজে ॥ অন্ত রিক্ষবাণী হৈল শুনে সুরেশ্বরে । নাকর বিষাদ ইন্দ্র কহিল তোমারে শুক্রগুরু মন্ত্রবলে না মরে অসুর । বজ্রে না মরিল দৈত্য চিন্তা কর

দুর ॥ উপায় করিয়া তুমি বধ দুরাচার। দৈববাণী শুনি ইন্দ্র চিন্তিল প্রকার ॥ নহে সুক্ষ্ম নহে অস্ত্র দেখি জলফেণা। হৃদয়ে ভাবিয়া ইন্দ্র দঢ়ায় আপনা ॥ ফেণা দিয়া নমুচির শির কাটি আনে। জয়২ বলিয়া উঠিল দেবগণে ॥ দেখিলা অসুরগণ নাশ হয়ে যায়। আপনে চিন্তিয়া ব্রহ্মা নারদে পাঠায় ॥ ব্রহ্মার নন্দন বলে শুন দেবগণ। তুমি সব এখন না কর আর রণ ॥ নারায়ণ কৃপায় অমৃত পান কৈলা। নিজ ভুজবলে সব অসুর জিনিলা ॥ এখন না কর রণ আমার বচনে। এবোল শুনিয়া রণ ছাড়ে দেবগণে ॥ তবে সব দেবগণ গেলা নিজ পুরে। ডাক দিয়া অসুর আনিল যোগেশ্বরে ॥ তেঁহ বলে বলি লয়ে যাহ সবে ঝাট। অস্তগিরি লয়ে যাহ শুক্রের নিকট ॥ এবোল বলিয়া মুনি কৈলা অন্তর্দ্ধান। বলিরে লইয়া গেল শুক্র বিদ্যমান ॥ মৃতসঞ্চারিণী বিদ্যা করিল স্মরণ। বলি জীয়াইলা শুক্র মহা তপোধন ॥ এই রূপে যুদ্ধ হৈল পৃথিবী ভিতরে। দেবাসুর সংগ্রাম কহিল নৃপবরে ॥ আর কথা কহি রাজা কর অবধান। যেরূপে মোহিলা শিব প্রভু ভগবান ॥ আপনে মোহিনী মূর্ত্তি ধরি গদাধর। অসুর মোহিলা হেন জানিলা শঙ্কর ॥ বৃষ আরোহণ করি সঙ্গে নিজগণে। পার্ব্বতী সহিত গেলা যথা নারায়ণে ॥ ত্রিলোকের আদি অন্ত তুমি অভ্যন্তর। জগৎ অসত্য তুমি সত্য গদাধর ॥ যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র ভজে চরণ তোমার। ভকতি করিয়া হয় ভবসিন্ধু পার ॥ পূর্ণব্রহ্ম তুমি নিত্য অজঃ নির্ব্বিকার। আনন্দ স্বরূপ নিরানন্দ নিরাধার ॥ এক নিরঞ্জন হয়ে নানা ভেদ ধর। মূর্ত্তিভেদে উৎপত্তি প্রলয় তুমি কর ॥ একই কনক নানা ভুষণের ছলে। কনক কুণ্ডল হার আদি ভিন্ন বলে ॥ কেহ ব্রহ্মা বলে কেহ পুরুষ পুরাণ। কেহ ধর্ম্ম বলে কেহ বলে ভগবান ॥ আমি ব্রহ্মা সনকাদি না জানি তোমারে। সবে তব মায়া বিমোহিত নিরন্তরে অচিন্ত্য স্বরূপ তুমি প্রকৃতির পর। আমি সব মায়া বিলম্বিত চরাচর ॥ আপনে সৃজহ পাল আপনে সংহার। তোমা বিনা জগতে বলিতে নাহি আর ॥ নানা অবতার তুমি কর নানা রূপে। আপনে মোহিনী বেশ ধরিলা স্বরূপে ॥ অসুর মোহিতে তুমি স্ত্রীবেশ ধরিল সে বেশ দেখিতে মোর ইচ্ছা বড় হৈল ॥ হাসিয়া কেশব তবে বলিলেন বাণী। অসুর মোহিতে বেশ ধরিল মোহিনী ॥ সে রূপ দেখিবে

যদি কর অন্তর্দ্ধান। দেখিতে মুনির মন হয় উচাটন॥ একথা বলিয়া কৃষ্ণ হৈলা অন্তর্দ্ধান। তবে শিব উপবন দেখে বিদ্যমান॥ তন্মধ্যে মন্থর গতি দেবী মহোজ্জলা। চলিত ললিত চারু নিতম্ব মেখলা॥ নিরীক্ষণ কৈলা হর আপাদ পর্য্যন্ত। মধুস্মিত বিনিন্দিত মুক্তা সম দন্ত॥ কুচযুগ চঞ্চল অঞ্চলে হারজাল। ললিত মিলিত পারিজাত বন মাল॥ পীনস্তন ক্ষীণ সিংহ জিনি মধ্যদেশ। ঠমক চলন গতি মন্থর বিশেষ॥ মন্দ২ পবনে চলিত কুচবাস। মদন মোহন মন্দ মধুস্মিত হাস॥ পরম রমণী রূপ দেখিয়া শঙ্কর। কামে বিমোহিত শিব অঙ্গ জর জর॥ কোথা বৃষ কোথা দেবী কোথা নিজগণ। আপনা পাসরে শিব কামে অচেতন॥ লাজ মান হরিল বিহ্বল মহেশ্বর। ধরিতে২ নারে ধায় নিরন্তর॥ বনের ভিতর দেবী রহে লুকাইয়া। চাহিয়া বেড়ায় শিব ব্যাকুল হইয়া॥ লাগ পায়ে কেশপাশ ধরিলা যতনে। বাহুযুগ বেড়িয়া দিলেন আলিঙ্গনে॥ বাহুবন্ধ খসাইয়া পলায় শীঘ্র গতি। এদিগে ওদিগে ধায় মোহন মূরতি॥ কেশ বেশ খসিল বসন পরিধান। বনে বনে রমণী বেড়ায় স্থানে স্থান॥ পাছে পাছে ধায় শিব ধরিতে না পারে। খসিয়া পড়িল বীর্য্য ভূমির উপরে॥ শঙ্করের বীর্য্য খসি যথায় পড়িল। সেই সেই স্থান হেমময় ভূমি হৈল॥ বীর্য্যপাত হৈল যদি চিন্তে মহেশ্বরে। বিষম দেবের মায়া কে বুঝিতে পারে॥ অনন্ত মহিমা হরি নানা মায়া ধরে। কৃষ্ণের মহিমা কেবা বুঝিবে সংসারে॥ ছাড়িয়া মোহিনী বেশ দেব দামোদর। নিজ রূপ ধরে তবে হরের গোচর॥ সন্তোষিয়া বলে হরি না কর বিষাদ। আমার বিষম মায়া বড় পরমাদ॥ আমার প্রভাব আমি দেখানু তোমারে। নহিব তোমারে আর মায়া কোন কালে॥ এতেক বলিয়া হরি শঙ্করে তুষিল। প্রণাম করিয়া শিব স্বগণে চলিল॥ পথে দেবী সনে কথা কহে মহেশ্বর। দেখিলে পার্ব্বতী কৃষ্ণমায়া এতবড়॥ আমি যোগেশ্বর হয়ে পাইল এত লাজ। আমারে মোহিল হরি এতবড় কায এই সে কৃষ্ণের কথা পূর্ব্বেতে শুনিলে। সেই নারায়ণ তুমি সাক্ষাতে দেখিলে॥ সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম পুরুষ পুরাণ। সকল জীবের গতি এক ভগবান॥ কহিল তোমারে রাজা অপূর্ব্ব কাহিনী। কপটে মোহিনী বেশ ধরে চক্রপাণি॥ অসুর মোহিয়া দেবে কৈল পরিত্রাণ। সে হরি

চরণে মোর রহুক প্রণাম॥ ভক্তিরস গুরু শ্রীল গদাধর জান। ভাগবতাচার্য্যের মধুর রস গান॥

অথ বামন চরিত্র।

পয়ার। তবে মন্বন্তর কথা কহিব এখনে। মহাভাগবত তুমি শুন সাবধানে॥ এখনে সপ্তম মনু বৈবস্বত নাম। সূর্য্যের তনয় তেঁহ মনুর প্রধান॥ আদিত্য দেবের নাম ইন্দ্র পুরন্দর। আপনে বামন নাম ধরিলা ঈশ্বর॥ চতুর্দ্দশ মন্বন্তর কহিল বিস্তারে। যে২ কর্ম্ম কৈল হরি যে যে অবতারে॥ মনুবংশ মন্বন্তর কাল পরিমাণ। কি কথা কহিব আর কহ মতিমান॥ মুনির বচন শুনি রাজা জিজ্ঞাসিল। বামন মূরতি হরি কি কারণে কৈল॥ পাতালে ছলিয়া বলি নিলা নারায়ণে। তিনপদ ভূমি কৃষ্ণ মাগিলা কি কারণে॥ এবড কৌতুক গুরু জানিবারে চাই। আপনে ঈশ্বর হয়ে মাগে আন ঠাঞি॥ তবে শুকমুনি বলে শুন নরেশ্বর। অদভুত কথা কহি তোমার গোচর॥ ইন্দ্র আদি দেবগণ অসুরে জিনিল। হারিয়া অসুরগণ নানা দেশে গেল॥ বলিরাজে জীয়াইল শুক্র পুরোহিতে। তবে বলি গুরু আরাধিল নানামতে॥ তবে শুক্র বেদবিজ্ঞ আনিয়া ব্রাহ্মণে। বিশ্বজিত নামে যজ্ঞ করাইলা আপনে॥ মহা অভিষেক করাইলা দৈত্যেশ্বরে দিব্যরথ উপজিল যজ্ঞের অনলে॥ দিব্য রথদিব্য ঘোড়া দিব্যশরাসন নানাবিধ অস্ত্রে রথ করিলসাজন॥ উঠিল আগুণ হৈতে অগ্নিরসমান সিংহধ্বজ অক্ষয় কবচ দিব্য বাণ॥ ব্রহ্মা আনি দিলা মালা অমল কমলে। আশীর্ব্বাদ কৈল যত ব্রাহ্মণমণ্ডলে॥ গুরু দ্বিজ প্রদক্ষিণ করি সাতবার। দণ্ডবত হয়ে বলি কৈল নমস্কার॥ অঙ্গেতে পরিল বলি দিব্য অভরণ। দিব্যরথে বলিরাজা কৈল আরোহণ॥ দিব্য খড়্গবাণ ধরে অস্ত্র খরতর। তবে বলি রাজা চলে করিতে সমর॥ সম বল সম বীর্য্য সম শক্তিধর। মহারথি সেনাপতি লয়ে দৈত্যেশ্বর॥ চলিলা দেবের সনে করিতে সমর। বেড়িল ইন্দ্রেরপুরী স্বর্গের উপর॥ কনক কপাট যাহে স্ফটিক দুয়ার। অযুত অযুত রত্ন বিবিধ সঞ্চার॥ বিদ্যুৎ আকার দিব্য মণিময়স্থল। স্ফটিক নির্ম্মিত স্থল দেখি সরোবর॥ কুমুদ কমল নানা উৎপলফুল। জলচর কোলাহল শবদে আকুল॥ কুমুদিনী নলিনী যাহাতে ক্রীডাকরে। সুরবধূগণ পুণ্যজলেতে বিহরে॥ ঋষি,

খ মঙ্গল গীত বিবিধ বাজন। বহুবিধ সুরবধূ বিবিধ নাচন॥ খলদুষ্ট দ্বিজদ্রোহি পাপী দুরাচার। এসব জনের তাহে নাহিক সঞ্চার॥ পুণ্যকর্ম্ম ধর্ম্মশীল যজ্ঞ দানকরে। শুভকর্ম্ম করি তথা যাইবারেপারে হেন সুরপুরী গিয়া বেড়ে দৈত্যগণ। ভয় পায়ে ইন্দ্র গেলা গুরু বিদ্যমান॥ কহ বৃহস্পতি গুরু বিষম ঘটিল। কি কারণে এত বড় অসুরে বাড়িল॥ ত্রৈলোক্য দাহনশক্তি বলিরাজা ধরে। তাহার সহিত যুঝি কেমন প্রকারে॥ তবে বৃহস্পতি বলে শুন পুরন্দর। গুরু আরাধিয়া বলি ধরে মহাবল॥ কাহার শকতি তারে জিনিবারে পারি। এখনে পলায়ে যাহ তেজি সুরপুরী॥ যখন তোমার ইন্দ্র হবে শুভকাল। তখন হইবে সব দৈত্যের নিধন॥ এবোল শুনিয়া যত দেবগণ মিলি চৌদিগে পলায়ে গেল সুরপুর ছাড়ি॥ তবে বলি প্রবেশিয়া ব্রহ্মস্বর্গ পুরে। ত্রৈলোক্য জিনিয়া নিল নিজ অধিকারে॥ ত্রিভুবনে রাজা যদি হৈলা দৈত্যেশ্বর। শুক্র পুরোহিত গেল রাজার গোচর॥ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইল ব্রাহ্মণে। এক ছত্রে অধিকার কৈল ত্রিভুবনে॥ নরবেশ ধরিয়া বেড়ায় দেবগণে। দেখিয়া পুত্রের দুঃখচিন্তে মনেং॥ পুত্রশোকে ব্যাকুলিত অদিতি রহিল। হেনকালে কশ্যপের আগমন হৈল॥ সমাধি করিয়া উঠি আইলা প্রজাপতি। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তবে পুজিলা অদিতি॥ আসনে বসিয়া মুনি অদিতি দেখিল। অদিতির দুঃখ দেখি কশ্যপ পুছিল॥ কহ দেবী তোমার কিসের অকুশল মলিন বদন কেন দেখি কলেবর॥ কিবা ধর্ম্মলোকে তুমি কৈলে অপরাধ। কিবা দৈবযোগে কিছু কৈলে পরমাদ॥ জলপাত্র দিয়া কিবা অতিথি পূজিলে। কিবা ব্যাকুল গৃহকর্ম্মে হয়ে ছিলে॥ যার ঘরে অতিথি বিমুখ হয়ে চলে। জাম্বুকীর বাসা যেন জানিহ বিফলে॥ কিবা কাল পায়ে না পূজিলা হুতাশন। কিবা যজ্ঞকালে তুমি নাহি কৈলে হোম॥ কিবা দ্বিজকুলে তুমি কৈলে অবজ্ঞান। কিবা পুত্রদুঃখে তুমি পাও অপমান॥ কহং দেবী দুঃখ কারণ তোমার। জানিয়া করিব আমি দুঃখ প্রতিকার॥ কশ্যপের বাক্য শুনি দেবের জননী। কহিল সকলকথা করি যোড়পাণি॥ তুমি হেনপতিযার যজ্ঞ ধর্ম্মময়। কোন কালে কভু তার দুঃখ শোক নয়॥ দৈবযোগে দুঃখ শোকে আমিত ব্যাকুলি। দৈবযোগে বলি জিনি নিল সুরপুরী॥ নরবেশ ধরি আছে

মোর পুত্রগণ। রিপুভয়ে আছে তারা লুকায়ে জীবন॥ মোর পুত্র গণে পায় বলি অধিকার। টুটুক অসুরগণে দর্প অহঙ্কার॥ হেনকর্ম্ম আজি তুমি কর যোগেশ্বর। শুনিয়া কশ্যপ মুনি দিলেন উত্তর॥ হরি হরি কৃষ্ণমায়া বুঝনে না যায়। মায়াপাশে চরাচর জগৎ ভ্রমায়॥ কেবা কার পতি পুত্র কেবা কার মাতা। অনিত্য সংসার মধ্যে বন্ধন বিধাতা॥ মল মূত্রে শরীর কেবল অচেতন। প্রকৃতিরপর অজঃ প্রভু নিরঞ্জন॥ কার শোক কার মোহ কার নিজ পর। অবিদ্যা কল্পিত জীব বন্ধন সকল॥ সর্ব্ব ভাবে কর তুমি গোবিন্দ সেবন। হরি সে করিবে সব দুঃখ বিমোচন॥ হরি সে জগৎ গুরু জগৎ নিবাস। হরি সে পূরাতে পারে মন অভিলাষ॥ এবোল বুঝিয়া হরিপূজ সাবধানে অশেষ বাঞ্ছিত ফল দিবে নারায়ণে॥ কৃষ্ণ আরাধন বিধি শুন সাব ধানে। পূর্ব্বে শুনিলাম আমি ব্রহ্মার সদনে॥ যখন আমারে ব্রহ্মা পুত্রবর দিল। পয়ব্রত নামে ব্রত আমারে কহিল॥ ফাল্গুণ মাসের শুক্লপক্ষে আরম্ভিব। এই ব্রত করিয়া গোবিন্দ আরাধিব॥ বরাহ দন্তের মাটী আনিয়া যতনে। পূর্ব্বমুখ করি বৈসে অঙ্গ বিলেপনে॥ মজ্জন করিয়া তবে পুজি দামোদরে। জলে স্থলে পুজি কিবা গুরুর শরীরে॥ ধরণি মণ্ডলে কিবা পুজিব অনলে। দিব্য স্তুতিকরি তবে প্রভুর গোচরে॥ পাদ্য অর্ঘ্য আচমন গন্ধপুষ্প দেই। দিব্য গন্ধজলে প্রভু মজ্জন করাই॥ দিব্যধুপ দীপ দিয়া দিব্য উপহার। দিব্যমাল্য বস্ত্র দিব্য নানা অলঙ্কার॥ দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্রে পুজিব শ্রীহরি। সঙ্গুড় পায়স দিয়া হোমকর্ম্ম করি॥ মূলমন্ত্রে করি উপহার নিবেদন। আচ মন দিয়া করি তাম্বূল অর্পণ॥ মূলমন্ত্র জপি একশত অষ্টবার। প্রভু প্রদক্ষিণ করি করি নমস্কার॥ দিব্যবস্ত্র সহ স্তুতি আজ্ঞা শিরে নিব। যজ্ঞ অবশেষ দিয়া ভোজন করিব॥ এইরূপে রজনী বঞ্চিব ব্রতকরি রাত্রি শেষে উঠিব গোবিন্দ চিত্তে ধরি॥ স্নানকরি নিত্যকর্ম্ম করি সমাধান। প্রতি দিন কেশবে করাইব ক্ষীরপান॥ পূর্ব্বের বিধানে হরি করিবে অর্চ্চন। নিতি নিতি হোমকর্ম্ম ব্রাহ্মণ ভোজন॥ আরম্ভ করিব শুক্ল প্রতিপৎ দিনে। ত্রয়োদশী দিনে ব্রত করি সমাধানে॥ ব্রহ্মচর্য্য করিয়া শয়ন ভূমিতলে। ত্রিকাল মজ্জন করি পুজ দামো দরে॥ দুষ্টজন আলাপ বর্জ্জিব সুখভোগ। বৈষ্ণব জনের সঙ্গে করিব

সংযোগ ।। ব্রত সমাধিব শুক্ল দ্বাদশীর দিনে। পঞ্চগব্যে অভিষেক করি নারায়ণে ।। মহাপূজা করি তুমি শাঠ্য পরিহরি। সগুড়পায়সে হোম মূলমন্ত্রে করি ।। বহুবিধ উপহার বিবিধ রতন। পরমপিরিতি করি করিবে পুজন ।। উৎসব করিয়া ব্রত করি সমাপনে। তবে গুরু পুজাকরি বস্ত্র অভরণে ।। ব্রাহ্মণে সন্তোষ করি দিব নানা ধন। বহুবিধ অন্নপান করাবে ভোজন ।। গুরুরে দক্ষিণা দিবে বসন ভুষণ। অন্নপানে পুজিবে পতিত হীনজন ।। সর্ব্ব জীবে সন্তোষিবে করিয়া পিরিতি। জীব সন্তোষিলে তুষ্ট হয় প্রাণপতি ।। নৃত্য গীত স্তুতিবাদ করিবে বিস্তর। ব্রত সমাধিবে করি বিবিধ মঙ্গল ।। বন্ধুগণ সঙ্গে পাছে করিব ভোজন ।। কহিল তোমারে ব্রত কৃষ্ণ আরাধন। যাহা হৈতে তুষ্ট হয় প্রভু ভগবান ।। সর্ব্ব কর্ম্ম সমাপিয়া কৃষ্ণের চরণে। শুদ্ধভাবে কর তুমি কৃষ্ণ আরাধনে ।। কৃষ্ণ আরাধিল যদি সব গুণ নিধি। তবে হেনজানি তার সব হৈলসিদ্ধি ।। কশ্যপের বচন শুনিয়া সুরমাতা। তরে পয়ব্রত কৈলা হয়ে হরষিতা ।। কায় মন বাক্যেতে গোবিন্দে চিত্ত ধরি। ভক্তিভাব করি তবে ভজিলা শ্রীহরি ।। ত্রয়োদশী দিনে ব্রত কৈলা সমাধান। ব্রত সাঙ্গ দিনে দেখা দিলা ভগবান নব জলধর তনু পীত বসন। শঙ্খ চক্রধর হরি রাজীব লোচন ।। সাক্ষাতে দেখিয়া হরি দেবের জননী। প্রেমভাবে পুলকিত গদ গদ বাণী ।। ভূমিতে পড়িয়া কৈল দণ্ডবত নতি। করযোড় করিয়া করেন নানা স্তুতি ।। তীর্থ পদ তীর্থে দুর শ্রবণ মঙ্গল। অচ্যুত পুরুষ যজ্ঞ প্রণত বৎসল ।। গোবিন্দ কেশব হৃষীকেশ দামোদর। জয় জগন্নাথ দেব জয় গদাধর ।। জয় কৃষ্ণ নমোঽ জয় শ্রীনিবাস। অতুল সম্পদ পদ বিশ্ব পরকাশ ।। তুমি তুস্ট হৈলে সর্ব্ব সিদ্ধ উপাদান। রিপুজয় হৈতে তাহে কোন বস্তুজ্ঞান ।। অদিতির বচন শুনিয়া চক্রপাণি। হৃদয়ে বুঝিয়া তারে বলেন আপনি ।। তোমার চিত্তের দুঃখ আমি জানি ভালে। ইন্দ্র আদি দেবগণ জিনিল অসুরে ।। বলে হরে নিল তারা স্বর্গ অধিকার। স্থানভ্রষ্ট হয়ে পুত্র বেড়ায় তোমার ।। এইপুত্র দুঃখে তুমি হইয়া ব্যাকুলি। আমা আরাধিলে তুমি নানা দুঃখকরি ভকতি প্রণতি করি ভজিলে আমারে। আমার ভজন কভু নহিবে বিফলে ।। সতী পতিব্রতা তুমি কশ্যপ বনিতা। দেবের জননী তুমি

পরম পণ্ডিতা ।। জনম লভিব আমি তোমার উদরে । স্থাপিব তোমার পুত্র নিজ অধিকারে ।। শীঘ্রগতি চল তুমি পতি সন্নিধান। কশ্যপে চিন্তিহ তুমি আমার সমান ।। এইরূপে চিন্তিয়া পুজহ প্রজাপতি। বিনয় বচনে তাঁরে করিহ ভকতি ।। তবে জনমিব আমি তোমার উদরে। ভকত বৎসল নাম ধরিব সকলে ।। এতেক বলিয়া হরি হৈলা অন্তর্দ্ধান। অদিতি চলিয়া গেলা কশ্যপের স্থান ।। লভিয়া দুর্লভ বর মনে আনন্দিতা। ভক্তিভাবে পতিসেবা কৈলা পতিব্রতা। সমাধি করিয়া তবে কশ্যপ বুঝিল। সাক্ষাৎ হইয়া হরি অবতার কৈল ।। অদিতির গর্ভে হরি কৈলা অবতারে। জানিয়া বিরিঞ্চি গেলা স্তুতি করিবারে ।। বহুবিধ স্তুতি ভক্তি করিয়া প্রণতি। আপন ভবনে তবে গেলা প্রজাপতি ।। শুভকালে শুভদিনে শুভ যোগ তিথি। হেন কালে জনম লভিলা প্রাণপতি ।। আজানুলম্বিত চারুভুজ বিরাজিত। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ভুজ বিলসিত ।। পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন বিলোল মুকুতা দাম শ্রীবৎসলাঞ্ছন ।। মকর কুণ্ডল চারু গণ্ড বিলোলিত। মঞ্জীর রঞ্জিত চারু চরণ সিঞ্চিত ।। মণিময় ভূষণ বিলোল বনমাল। নিজ তেজে নিবারিল গৃহ অন্ধকার ।। দশদিক প্রকাশ বিমল জলাশয়। ত্রিজগত হরষিত হৈল অতিশয় ।। ছয়ঋতু বিদ্যমান হৈলা এককালে। পূরিল পৃথিবীতল আনন্দ মঙ্গলে ।। স্থাবর জঙ্গম আদি অন্তরে হরিষ। আকাশ মণ্ডলে কৈল দুন্দুভি বরিষ ।। দুন্দুভি কাহাল শঙ্খ বাজিল বিস্তর। প্রভুর মঙ্গল যশ গায় বিদ্যাধর ।। দেবগণ মুনিগণ করিল স্তবন। গন্ধর্ব্ব কিন্নরে করে কৌতুকে নাচন ।। শ্রবণানক্ষত্র যুক্ত ত্রয়োদশী দিনে। প্রকাশ হইলা হরি অদিতি ভবনে ।। দেখিয়া অদিতি দেবী হৈলা আনন্দিতা। পুত্রভাবে জনমিলা ত্রিভুবন পিতা কশ্যপ দেখিয়া পুত্রে করিল প্রণতি। করযোড় করি স্তুতি কৈলা প্রজাপতি ।। বাপ মায়ে বিদ্যমানে প্রভু যোগেশ্বরে। নিজ রূপ ত্যজিয়া বামন রূপধরে ।। অদ্ভুত বামন রূপ দেখি মুনিগণ। হরষিত হয়ে কৈল বিবিধস্তবন ।। কশ্যপ পুত্রের গলে যজ্ঞসূত্র দিল। আপনে আসিয়া সূর্য্য গায়ত্রী পড়াইল ।। বৃহস্পতি গলে দিল কুশের মেখলা। বসিবারে কৃষ্ণসার দিলা বসুন্ধরা ।। দণ্ড কমণ্ডলু আনি দিল শশধর।

কপিল বসন দিল আকাশমণ্ডল ॥ অন্তরীক্ষে ছত্র দিল মালা সরস্বতী আনিয়া ভিক্ষার পাত্র দিলা ধনপতি ॥ নানা দ্রব্য আনি দিল নানা মুনিগণ। হেনকালে মনে যুক্তি চিন্তেন বামন ॥ অশ্বমেধ যজ্ঞকরে বলি দৈত্যরাজ। চলিয়া বামন গেলা বলির সমাজ ॥ ভগুবৎস নামে তীর্থ নর্ম্মদার তীরে। শুক্রগুরু লয়ে তথা বলি যজ্ঞকরে ॥ তথা গিয়া উত্তরিলা অদ্ভুত বামন। নিজতেজ জলে যেন দীপ্তহুতাশন ॥ বামন দেখিয়া লোকে লাগে চমৎকার। সভাসহ বলিরাজা উঠিলা সত্বর ॥ কিবা চন্দ্র সূর্য্য কিবা দীপ্ত হুতাশন। বামনেরে দেখিয়া মোহিত সর্ব্ব জন ॥ কপটে বামন বেশ ছত্রধরে মাথে। মৃগছাল পরে দণ্ডকমণ্ডলু হাতে ॥ অদভুত খর্ব্ববটু দেখি উপসন্ন। কুণ্ডহৈতে উঠিল যজ্ঞের হুতাশন ॥ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ উঠিলা সত্বরে। সভাসহ ত্বরিত উঠিলা দৈত্যেশ্বরে ॥ মনোহর রূপ দেখি দ্বিজশিশু বেশ। সবার হৃদয়ে হৈল আনন্দ বিশেষ ॥ ত্বরিবে আসিয়া বলি কৈল সম্ভাষণে। আগতসাগত বলি বিনয় বচনে ॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা পূজিয়া সত্বরে। হেম সিংহাসনে রাজা বসায় সাদরে ॥ চরণকমল পাখালিয়া পুণ্যজলে। অবশেষ ধরে জল শিরের উপরে ॥ ভকতি করিয়া যাহা হর ধরে মাথে। ব্রহ্মা আদি দেব যাহা বাঞ্ছে ধ্যানপথে ॥ মহাভাগবত বলি ধর্ম্ম কলেবর। হেন পুণ্যজল ধরে শিরের উপর ॥ জয়২ বলি রাজা করয়ে প্রণাম। করযোড়ে পূজে বলি মহা সাবধান ॥ আজি সেসফল মোর জীবন জনম। আজি সে উদ্ধার হৈল মোর পিতৃগণ ॥ আজি সে সফল মোর যজ্ঞ পরিবার। আজি সে জানিলু হৈল বংশেরউদ্ধার ধন্যদ্বিজ ধন্য যজ্ঞ ধন্য ক্ষিতিতল। যাহাতে পড়িল হেন চরণকমল আজ্ঞাকর দ্বিজবর কি দিব তোমারে। হস্তী ঘোড়া রথ আদি মোর অধিকারে ॥ ত্রিভুবন চাহ যদি তাহা দিতে পারি। যাহা তুমি মাগ তাহা অন্যথা না করি ॥ এবোল বুঝিয়া আজ্ঞাকর দ্বিজবর। সফল করহ মোর এই যজ্ঞবর ॥ বলির বচন শুনি প্রভু হৃষীকেশ। হাসিয়া উত্তর দিলা ছলে দ্বিজবেশ ॥ ধন্য২ রাজা তুমি ধন্য কুলে জন্ম। ধর্ম্ম যুত সত্যযুত তোমার বচন ॥ কুলবৃদ্ধ পিতামহ প্রহলাদ তোমার। শুক্র হেন মুনিরাজ পুরোহিত যার ॥ এবংশে জনমে নাহি কপট কৃপণ। কেহ কভু নাহি বলে অসত্য বচন ॥ প্রতিজ্ঞা করিয়া কেহ

না দিল ব্রাহ্মণে। হেন জন নাহি হয় এবংশে উৎপন্নে ॥ এই বংশে উপজিল হিরণ্যাক্ষ বীর। যার যুদ্ধে ত্রিভুবনে কেহ নহে স্থির ॥ যখন বরাহ রূপে পৃথ্বী উদ্ধারিল। অনেক যতনে তারে কেশব মারিল ॥ শুনিয়া ভ্রাতার বধ মহা দৈত্যেশ্বর। হিরণ্যকশিপু ক্রোধে জ্বলিল অন্তর ॥ বিষ্ণু মারিবারে দৈত্য চলে ত্বরাত্বরি। অন্বেষিয়া বুলে তাঁরে শূলহাতে করি ॥ ত্রিভুবনে চাহি দৈত্য বৈকুণ্ঠে উঠিল। মহাদৈত্য দেখি বিষ্ণু সংভ্রমে চিন্তিল ॥ লুকায়ে বেড়ান বিষ্ণু বৈকুণ্ঠ উপরে। যথা২ বিষ্ণু তথা ধায়ে গিয়া ধরে ॥ পলায়ে রহিতে স্থান না দেখিয়া হরি। তারগর্ভে প্রবেশিলা সূক্ষ্মরূপ ধরি ॥ নাসিকা বিবরে হরি করিলা প্রবেশ। কোথায় রহিলা হরি না পায় উদ্দেশ ॥ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল চাহিল ত্রিভুবন। দশদিক চাহিয়া না পায় দর শন ॥ তবে দৈত্য বলে আমি চাহিল বিচারি। যবে যায়ে তবে কেন না দেখিল হরি ॥ হরষিত হয়ে দৈত্য আইলেন ঘরে। তাহাকে মারিলা নরসিংহ অবতারে ॥ আছিল তোমার বাপ বিরোচন নামে। তার ঠাই ভিক্ষা মাগি নিল দেবগণে ॥ দ্বিজবেশ ধরি দেবে মাগিল জীবন। আপনার প্রাণ দিয়া তুষিলা ব্রাহ্মণ ॥ হেন পুণ্যবংশে তুমি জনম লভিলা। আপনার কুলধর্ম্ম আপনে রাখিলা ॥ মাগিব অলপ কিছু তোমা বিদ্যমান। সবে তিনপদ ভূমি মোরে দেহ দান ॥ তিন পদ ভূমি দেহ চরণে ধরিয়া। তপ করিবারে চাহি তাহাতে বসিয়া প্রয়োজন বুঝিয়া ব্রাহ্মণে লবে দান। অধিক না লয় যদি বলি মতি মান ॥ তুমি সব দিতে পার ত্রিভুবনপতি। আমি সবে মাগিব ত্রিপদ বসুমতি ॥ এতেক শুনিয়া বলি প্রভুর বচন। করযোড়ে বলে কিছু করি নিবেদন ॥ শিশুবুদ্ধি দ্বিজ তুমি সহজে ছাওয়াল। মাগ যদি পারি আমি পৃথিবী দিবার ॥ তিনপদ ভূমি মাগ ভাল ঠাকুরালি। দাতা পায়ে মাগি যাহা নহে দুঃখ ভারি ॥ হাসিয়া বামন তবে দিল এউত্তর। ভাল কথা কহ তুমি বলি দৈত্যেশ্বর ॥ যদি তিনপদ ভূমে সন্তোষ নহিব। তবে ত্রিভুবন দিলে কামনা পুরিব ॥ পৃথু গয় আদি রাজা পুর্ব্বেতে আছিল। সপ্তদ্বীপ যার রাজ্য অধিকার হৈল ॥ তবু তাহে সান্তনা নহিল রাজ্যপায়ে। হেনসব রাজা গেল পৃথিবীছাড়িয়ে সন্তোষ থাকিলে চিত্তে অল্পেতেই আটে। অসন্তোষ চিত্ত যার ত্রিভু

বন না আটে ॥ প্রয়োজন অধিক মাগিলে কোন কাযে। এবোল বুঝিয়া আজ্ঞাকর মহারাজে॥ হাসিয়া উত্তর দিল বলি দৈত্যেশ্বর। যে তোমার বাঞ্ছা তাহা লহ দ্বিজবর॥ এবোল বলিয়া জলপাত্র নিল করে। তিনপদ ভূমি তবে দিলা বামনেরে॥

ত্রিপদী। বলির বচন শুনি, দৈত্যগুরু শুক্রমুনি, কহিল বলির বিদ্যমান। কশ্যপের পুত্র হই, অদিতির গর্ভে যাই, আপনি জন্মিলা নারায়ণ॥ দেবকার্য্য সাধিবারে, ছলে দ্বিজবেশ ধরে, যজ্ঞে আসি হৈলা উপসন্ন। কপটে সকল লবে, ইন্দ্রে অধিকার দিবে, এই বিষ্ণু কপটে বামন॥ তুমি না জানিয়া মর্ম্ম, কৈলে অতি মন্দকর্ম্ম, দান দিতে কৈলে অঙ্গীকার। এইক্ষণে ত্রিভুবন, তিনপদে নারায়ণ,যুড়িয়া লইবে অধিকার॥ এক পদে ক্ষিতিতল, আর পদে সুরপুর, যুড়িয়া ধরিব মহাকায়। এক পদে নাহি স্থিতি কি হবে তাহার গতি, কেন তার না চিন্ত উপায়॥ দিতে অঙ্গীকার কৈলে,যদি দিতে নাপারিলে তবে দেখি নরক তোমার। তুমি দৈত্য মূর্খ অতি, না বুঝ ধর্ম্মের গতি, বৃথা তুমি কৈলে অঙ্গীকার॥ আছিলা ঋচক মুনি, তার মুখে হেন শুনি, দোষ নাই অসত্য বচনে। পরিবাদ স্ত্রীকুলে, বিবাহসঙ্কট কালে, মিথ্যা বাক্য ব্রাহ্মণ কারণে। আমার বচন ধর,ব্যর্থ অঙ্গীকার কর, কিছু তুমি না দিও ব্রাহ্মণে॥ গুরুর বচন শুনি, বলিরাজা মনে গণি, কহে কিছু বিনয় বচনে॥ গুরু মুখে যত কহে, সে সব অন্যথা নহে, গৃহস্থ কুলের ধর্ম্মবাণী। জনমিয়া মহাবংশে, ভাণ্ডিব কপট অংশে, এই বড় অপরাধ মানি॥ হেন কহে বসুমতি, অসত্য নরের গতি, মহাপাপ অসত্য বচনে। সকল বহিতে পারি, অসত্য বহিতে নারি, এই বড় ভয় মোর মনে॥ অসত্য ধরণী ধন, বন্ধু পরিবারগণ, অসত্য শরীর সুত দারে। শিবি আদি নরপতি, আছিল নির্ম্মল মতি প্রাণ দিয়া কৈল উপকারে॥ তবে তিনপদ ভূমি, মাগিলেন দ্বিজমণি তাহে মুই কৈনু অঙ্গীকারে। অসত্য বচন বলি, ভাণ্ডিব কপট করি, ধিক ধিক জনম আমারে॥ মহা নরপতিগণ, পৃথিবী ছাড়িয়া গেল, তার যশ রহিল সংসারে। যদি দ্বিজ মাগে আর, ত্রিভুবন অঙ্গীকার তাহা দিতে মোর অঙ্গীকার॥ তুমি সব মুনিগণ, যজ্ঞকরি আরাধন, কর যার উদ্দেশে ধেয়ানে। সেই যদি নারায়ণ, মোর ভাগ্যে উপসন্ন

তবে মোর সফল জীবনে ।। বলির বচন শুনি, দৈত্যগুরু শুক্র মুনি, শাপ দিল বলি দৈত্যেশ্বরে। লংঘিলি আমার বাণী, আপনে পণ্ডিত মানি, শ্রীভ্রষ্ট হইবে এককালে ।। তবু বলি দৈত্যপতি, নহিল অসত্য মতি, জল দিল ব্রাহ্মণ চরণে। বৃন্দাবতী তার নারী, কনককলস ভরি জল আনি দিলা ততক্ষণে ।। চরণ পাখালি বলি, পদজল শিরে ধরি, অভিষেক কৈল বন্ধুগণে । দেবগণে স্তুতি কৈল, পুষ্প বরিষণ হৈল, দিব্যবাদ্য বাজিল গগনে ।। সিদ্ধ বিদ্যাধর যত, গন্ধর্ব্ব গাইল গীত, নৃত্যকরে দেবের নাচনি। ধন্য রাজা বলি হৈল, বিশ্বনাথে দান দিল ত্রিভুবনে জয় জয় বাণী ।। তবে প্রভু হৃষীকেশ, কপটে বামন বেশ, ত্রিভুবন যুড়িল শরীরে । আকাশ পৃথিবীতল, নদ নদী সাগর, সব হৈল দেহের ভিতরে ।। বিশ্বম্ভর মূর্ত্তিধরি, বিশ্ব নিজ দেহ করি, বিশ্ব নাথ রহিলা আপনে। বলি অদভুত দেখি, তরাসে মুদিল আঁখি, চম কিত হৈল সুরগণে ।। এক পদে সপ্তদ্বীপ, যুড়িলা পৃথিবীতল, আর পদে গগণমণ্ডল। তৃতীয় চরণখানি, কোথা রাখে চক্রপাণি, ত্রিভুবনে নাহি হেন স্থল ।। চন্দ্র সূর্য্য পুরন্দর, ভব আদি সুরবর, সনকাদিমহা যোগেশ্বর । নন্দ সুনন্দ আদি, পারিষদগণ আসি, স্তুতিকরে শিরে ধরি কর।। বেদ বেদান্ত যত, তর্ক ন্যায় ইতিহাস, যোগ শাস্ত্র পুরাণ সংহিতা। তারা মূর্ত্তিমান হই, প্রভুর নিকটে রই, গায় যশ প্রভুগুণ গাথা ।। কেহ করে স্তুতিবাদ, কেহ করে দণ্ডবত, কেহ পূজে নানা উপহারে। কেহ পুষ্প বরিষণ, কেহ নৃত্য পরায়ণ, কেহ করে আনন্দ মঙ্গলে।। সপ্ত ভূতল ভেদি, শ্রীপদ উঠিলা যদি, সত্যলোকে হৈল উপ সন্ন। ধূপ দীপ উপহার, বহুবিধ পরকার, ব্রহ্মা কৈল চরণ অর্চ্চন ।। নিজ ধর্ম্ম দূরকরি, ব্রহ্মা কমণ্ডলু ভরি, পাখালিল প্রভুর চরণ। জয়২ স্তুতিবাণী, চৌদিগে মঙ্গল ধ্বনি, নৃত্য গীত বিবিধ রাজন ।। ভল্লূকের অধিপতি,পাতালে যাহার স্থিতি, জাম্বুবান উঠিলা তখনে। অবতার কৈলা হরি,ভেরী ঘোস পরচারি,প্রেমে কৈল তিন প্রদক্ষিণে ।। প্রভুর চরিত্র বুঝি, অসুর দানবে সাজি, অস্ত্রশস্ত্র ধরি ঘোরতর। কৃষ্ণ পারি ষদগণে, অসুর জিনিল রণে, দৈত্যবল গেল রসাতল ।। হেনকালে বলি জানি, বান্ধিল গরুড় আনি, দশদিক হৈল হাহাকার। উচ্চস্বরে বলে হরি, শুন শুন আরে বলি, স্থান দিতে কর পরকার ।। তিনপদ

দিলে তুমি, তুইপদ পাই আমি, আর পদ রাখি কোন স্থানে। দিতে অঙ্গীকার কৈলে, যদি দিতে না পারিলে, নরক দেখিয়ে বিদ্যমানে॥ ব্রাহ্মণেরে দিয়ে বাণী, পাছে কর চাতুরালী, তার গতি নাহি কোন কালে। ইহলোকে সর্ব্বনাশ, মরিলে নরকে বাস, তার কভু নাহিক উদ্ধারে॥ বলি বলে প্রভু শুন, তুমি যদি ইহা জান, ব্যর্থ হৈল মোর অঙ্গীকার। সত্য হকু মোর বাণী, তুমি বীর শিরোমণি, শিরে দেহ চরণ তোমার॥ বিদগ্ধশেখর তুমি, বিচারে জানিনু আমি, প্রভুর বচন নহে আন। মোর মাথে পদধর, অঙ্গীকার সত্যাক্ষর, ভাল সত্য বাদী ভগবান॥ নরকে না হয় বাস, কিবা কার্য্য পদনাশ, বন্ধনেহ মোর নাই ভয়। ইহাতে অধিক আর, কর যদি অপকার, তবু যেন সত্যভঙ্গ নয়॥ তুমি প্রভু কল্পতরু, দৈত্যের পরমগুরু, মদভঙ্গ কৈলা কৃপাকরি। ভববন্ধ অন্ধকার, মোর যেন নহে আর, এই দণ্ড দেহ শ্রীহরি॥ যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁর, পদ সেবে নিরন্তর, করিয়া সংসার হয় পার। হেন মহা মহেশ্বরে, আপনে বান্ধিলে যারে, তার ভাগ্য কি কহিব আর॥ আমার বাপের বাপ, প্রহ্লাদাদি তব দাস, হৈরি ভাব বাপের দেখিয়া। গৃহ ধন সুত দার, তেজি বন্ধু পরিবার, রহে তুই চরণ ভজিয়া॥ তুমি প্রভু চক্রপাণি, বিদগ্ধশেখরমণি, মোর জন্ম দেখ সেই বংশে। রাজ্যপদ দূরকরি, মোর গর্ব্ব পরিহরি, তেকারণে বন্ধি নাগপাশে॥ হেনকালে দৈত্যেশ্বর, প্রহ্লাদ ভকতবর, আসিয়া দেখিলা নারায়ণে। পারিষদগণ যত, দিব্যরূপ অদভুত, রাজ্য পাসরিলা দরশনে॥ প্রেমে গদগদ অঙ্গ, পুলকেতে স্বরভঙ্গ, নয়নে আনন্দ বহে জল। নমো নমঃ জয় জয়, কৃপালু করুণাময়, দিনবন্ধু ভকত বৎসল॥ অখিল ভুবনপতি, সকল লোকের গতি, নমো নমঃ জগত ঈশ্বর। কোন তপ কৈল বলি, কৃপা কৈলা বনমালী, হরিলে সে মদ অহঙ্কার॥ বান্ধিয়া বন্ধনপাশে, ভববন্ধ কৈলা নাশে, ধন্যকুলে জনম আমার। হেনকালে বৃন্দাবলী, ভয়ে অতি ব্যাকুলি, করযোড়ি শিরের উপর॥ লাজে হেটমাথা হই, প্রভুর নিকটে রই, বলে কিছু বিনয় উত্তর। আপনার কৃপাভাণ্ড, জগত সৃজিলে তুমি, অন্যে তাহে করে অধিকার॥ নিলজ্জ তুর্বুদ্ধি জন, বিধি করে বিড়ম্বন, কোন দায় করে অহঙ্কার। স্বাস্থ্য নাহি সাম্যচলে, ব্যর্থ অধিকার করে, ত্রিভুবন সনে

কিবা দায় । ভাল তুমি মায়া কর, কপটে সেবক ভাণ্ড, ঠাকুরালী করিতে যুরায় ॥ হেনকালে ব্রহ্মা আসি, মনে কিছু ভয়বাসি, বলে কিছু বিনয় বচনে। ধন্য মোর কুলশীল,ধন্য বলি জনমিল, ধন্যবংশ হৈল যাহা সনে ॥ ব্রহ্মা যাহা নাহি লভে, যে পদ না পায় শিবে, লক্ষ্মী যার করয়ে সন্ধানে । জগৎ বন্দিত গুণ, কর যার বন্দন, বলি শিরে সে পদ ভূষণে ॥ ব্রহ্মা ব্রহ্মপদ পাইল, শিবের শিবত্ব হৈল, যার পদকমল ধেয়ানে । কুযোনি অসুর খল, তারে কৃপা এত বড়, তুয়া লীলা কে কহিবে আনে ॥ সবার হৃদয়ে বাস,সমভাবে পরকাশ তবু ধর বিষম স্বভাবে । ভকত আপন কর, না ভজিলে পরিহর,যেন সুরতরু অনুভাবে ॥ এতেক বচন বলি, দণ্ড পরণাম করি, আজ্ঞাধরি শিরের উপরে । ভূতলে প্রবেশ কৈল, বলি আসি সম্ভাষিল, শুক্রদেব বলে গদাধরে ॥ শুন শুন ভৃগুবর, আমার বচন ধর, যজ্ঞছিদ্র কর সমাধানে : সকল ব্রাহ্মণ মেলি, যজ্ঞ পরিপূর্ণকরি,শিষ্যকর্ম্ম কর সমাধানে ॥ শুক্র বলে শুনহ, তুমি যাহে উপসন্ন, তার ছিদ্র নাহি কোন কালে। তন্ত্রে মন্ত্রে দ্রব্য যত,দেশ কাল ছিদ্রগত,সর্ব্ব দোষ তব নামে হরে ॥ তথাপি তোমার বাণী, পাছে ব্যর্থ হয় জানি, আজ্ঞা শিরে করিব পালনে । এতেক বচন বলি, যজ্ঞ সমাধান করি, পূর্ণা দিলা যত মুনিগণে ॥ দেবগণ মুনি মেলি, মহা অভিষেক করি, তবে নাম উপেন্দ্র ধরিল । সব দেবগণ মেলি, দিবা দেবরথে তুলি, প্রভু লয়ে সুরপুরে গেল ॥ ইন্দ্র নিজ অধিকারে, দেব নিজ ঘরে ঘরে, হরিষে রহিলা পুরন্দরে । অপরূপ লীলাকরি, ক্রীড়াকরে বনমালী, কহিল বামন অবতারে ॥ পৃথিবীরে ধূলা করি, যদি গণিবারে পারি, তবু গুণ গণন না যায় । যার পদনখ জলে, জগৎ পবিত্র করে, তার গুণ অন্ত কেবা পায় ॥ দিব্য অবতার লীলা, বামন বিক্রম খেলা, শুনিলে সকল পাপহরে। ভাগবত আচার্য্যের, মধুরস প্রকাশের, ভাষামতে রচে গদাধরে ॥

অথ মৎস্য অবতার।

পয়ার। রাম কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।যে নাম জপিয়া হৈল শঙ্কর বৈরাগী ॥ তবে রাজা জিজ্ঞাসিল শুকদেব স্থানে। মৎস্য অবতার হরি হৈলা কি কারণে ॥ আপনে ঈশ্বর হয়ে মৎস্য কলেবর

ইহার মহিমা শুক কহিবে সকল ।। রাজার বচন শুনি শুক মুনিবর। মৎস্য অবতার কথা কহে মনোহর ।। দুষ্ট বিনাশন সাধু করিব পা-লনে। নানা রূপ ধরি হরি ইহার কারণে ।। অনন্তশয়নে হরি প্রলয় সাগরে। নিদ্রাছলে করি হরি কৌতুকে বিহরে ।। প্রভুমুখ হৈতে চারি বেদ নিঃসরিল। হয়গ্রীব নামে দৈত্য বেদ হরি নিল ।। তেকারণে ধরে হরি মীন কলেবর। মৎস্য অবতার কথা শুন নরেশ্বর ।। সত্য ব্রত নামে এক আছিল নৃপতি। জল পানকরি তপকরে মহামতি ।। কৃতমালা নদীতীরে করিয়া মজ্জন। পুণ্যজল দিয়া রাজা করয়ে তর্পণ ।। একটী সফরী মৎস্য অঞ্জলি ভিতরে। দেখিয়া অঞ্জলি রাজা তেজিল সত্বরে ।। মিনতি করিয়া তবে বলয়ে সফরী। ক্ষুদ্রমৎস্যবলি আমা কেন পরিহরি ।। বড়মৎস্যে ধরি খায় এই সে কারণে। জাতি ভয়ে নিল আমি তোমার শরণে ।। তুমি মোরে না ছাড়িহ শুনহ রাজন। শরণাগতেরে তুমি ত্যজ কিকারণ ।। এতেক বচন যদি বলিল সফরী। কলসী ভিতরে মৎস্য রাখে কৃপাকরি ।। কৃপায় সফরী তবে আনিলা মন্দিরে। ক্ষণেকে কলসী সহ পুরিল শরীরে ।। দুঃখ ভাবি মৎস্য বলে শুন নরেশ্বর। থাকিতে না পারি আমি ইহার ভিতর ।। বড় হেন বুঝিয়া আমারে দেহ ঠাই। তাহার ভিতরে আমি আনন্দে বেড়াই ।। তবে মৎস্য রাখে লয়ে কূপের ভিতরে। ক্ষণেকে সকল কূপ যুড়িল শরীরে ।। ইহার ভিতরে আমি রহিতে না পারি। বড় হেন জলাশয় দেহ ত্বরাকরি ।। অলপ দেখিয়া মোরে কর অল্পজ্ঞান বড় হেন বুঝিয়া আমারে দেহ স্থান ।। তবে মৎস্য রাখে রাজা এক সরোবরে। যুড়িল সকল জল তিলের ভিতরে ।। তবে মৎস্য বলে রাজা অবধান কর। অগাধ সলিল মাঝে আমা লয়ে ধর ।। এবোল শুনিয়া রাজা অগাধ সলিলে। অনেক যতনে লয়ে রাখিল তাহারে। যত২ জলে সে রাখিল বারে২। তিলেকে সকল যুড়ি ধরে কলেবরে ।। তবে ক্রোধকরি রাজা ফেলিল সাগরে। বিনয় করিয়া মৎস্য নৃপবরে বলে ।। না ফেল না ফেল রাজা সাগরের জলে। বড়মৎস্য ধরি আজি খাইবে আমারে ।। বড় জলচর ভয়ে লইনু শরণ। মহারাজা হয়ে তুমি তেজ কি কারণ ।। এতেক বচন যদি বলিলা সফরী। চিত্তের ভিতরে রাজা অনুমান করি ।। নাহি দেখি নাহি শুনি অপরূপ মীন

কভু নাহি দেখি হেন জলচর চিহ্ন ॥ এক দিনে বাড় তুমি শতেক যোজন। অনুমানে বুঝি যে সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥ অনুগ্রহ করিতে এ রূপ তুমি ধর। মৎস্যরূপ ধরি তুমি অবতার কর ॥ মনোহর অনন্ত পুরুষ ভগবান। নানা মূর্ত্তি ধরি কর লোক পরিত্রাণ ॥ ভক্তজনের তুমি বন্ধু হিতকারী। তেকারণে কৃপাকর মৎস্য রূপ ধরি ॥ নমো দেব জয় জয় নমঃ নারায়ণ। মৎস্য রূপ ধর তুমি একোন কারণ ॥ সত্যব্রত বচন শুনিয়া হৃষীকেশ। অবতার কারণ কহিল মৎস্যবেশ সপ্ত দিবসে হৈব প্রলয় সাগর। ত্রিভুবন চরাচর মজিব সকল ॥ ভাসিয়া আসিব নৌকা প্রলয়সলিলে। ঔষধি লইবে তুমি তাহার উপরে সপ্ত ঋষি লয়ে তুমি আপনি উঠিহ। তাহার উপরে উঠি আনন্দে বিহর ॥ তখনে আসিব আমি মহামৎস্য বেশে। কাঁটাতে বান্ধিহ নৌকা মহা নাগপাশে ॥ পর্ব্বতের শৃঙ্গে যেন কণ্টক বিষাণ। তাহাতে বান্ধিয়া নৌকা করিহ বিহার ॥ আমার মহিমা দিব্য গাইব মুনিগণে। নৌকার উপরে সেই শুনহ বচনে ॥ এতেক বলিয়া মৎস্য হৈল অন্তর্দ্ধান। বিস্ময় ভাবিয়া রাজা রহে মতিমান ॥ কৃতমালা নদীতীরে কুশের আসনে। তাহাতে বসিয়া রাজা চিন্তে মনে২ ॥ হেনকালে শুনে রাজা জল উতরোল। প্রলয় সাগর জল তরঙ্গ কল্লোল ॥ মহামেঘ বরিষণ ঘোর অন্ধকার। বাড়িল সাগর জল পর্ব্বত আকার ॥ ভয় পায়ে রাজা কিছু চিন্তে মনে২নে। হেনকালে দিব্য নৌকা দিলা দরশনে ॥ পৃথিবীর ঔষধ যতেক মুনিগণ। নৌকাতে তুলিয়া রাজা কৈলা আরোহণ ॥ মুনিগণ বলে রাজা না করিহ ভয় ভক্তিভাব করিয়া চিন্তহ দয়াময় ॥ সেই সে করিতে পারে সঙ্কট মোচন। হেনকালে মৎস্যরূপ দিল দরশন ॥ দশলক্ষ প্রহর যোজন পরিসর। পর্ব্বত আকার শৃঙ্গ পৃষ্ঠের উপর ॥ হেমময় কলেবর অতি মনোহর। তরঙ্গ কল্লোলে মৎস্য করে ঝলমল। আজ্ঞা পায়ে সত্যব্রত নাগপাশে ধরি। কাঁটায় বান্ধিলা নৌকা দৃঢতর করি ॥ তবে সত্যব্রত রাজা করিয়া প্রণতি। বিবিধ প্রণাম কৈল বহুবিধ স্তুতি ॥ এত স্তুতি কৈল যদি নৃপতি প্রধান। তুষ্ট হয়ে বলে মৎস্যরূপী ভগবান ॥ পুরাণ সংহিতা সাংখ্যযোগ তত্ত্বকথা ॥ কহিল সকল ধর্ম্মসর্ব্ব

লোকপিতা।। হেন অপরূপ ক্রীড়া কৈলা মৎস্যবেশে। ঋষিগণ তত্ত্ব জ্ঞান কৈল উপদেশে ।। এইরূপে জলনিধি প্রলয় সময়। বেদ উদ্ধারিতে ইচ্ছা কৈলা দয়াময় ।। হয়গ্রীব দৈত্যে মারি বেদ উদ্ধারিলা। ব্রহ্মার সদনে প্রভু বেদ সমর্পিলা ।। সেই সত্যব্রত রাজা আছিলা তখনে। বৈবস্বত নামে মনু হয়েছে একক্ষণে ।। মৎস্যাবতারের কথা যেই জন শুনে। সর্ব্ব পাপহরে সুখ বাড়ে দিনে দিনে ।। আদি অবতার কথা ধন্য পাপহর। সর্ব্ব সিদ্ধ হয় তার সর্ব্বত্রে মঙ্গল ।। ভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী। মৎস্য অবতার কথা প্রেমতরঙ্গিণী ।।

অথ ইলা রাজার বংশ চরিত্র।

পয়ার। তবে রাজা পরীক্ষিত সুবুদ্ধি শেখর। আর কথা জিজ্ঞাসিলা মুনির গোচর ।। সত্যব্রত রাজা ছিল ভকত প্রধান। মৎস্য অবতারে প্রভু দিলা তত্ত্বজ্ঞান ।। বৈবস্বত মনু তবে সূর্য্যের নিলয়। বৈবস্বত মনু তবে হৈলা মহাশয় ।। বৈবস্বত বংশে যত হইলা উৎপত্তি। হয়েছে হইবে আর যতেক নৃপতি ।। সূর্য্যবংশ কথা রাজা শুন সাবধানে। পূর্ব্বেতে আছিল রাজা এক ভগবানে। প্রলয়ে না ছিল কিছু এরূপ রচনা। চন্দ্র সূর্য্য সুরাসুর ব্রহ্মাদি কল্পনা।। জগত সৃজিতে প্রভু যখন ইচ্ছিলা। তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে ব্রহ্মা উপজিলা ।। ব্রহ্মার মানসপুত্র জন্মিলা মরীচি। মরীচির তনয় কশ্যপ প্রজাপতি অদিতির গর্ভে সূর্য্য কশ্যপ তনয়। সূর্য্যপুত্র শ্রদ্ধাদেব হৈলা মহাশয় ।। শ্রাদ্ধ নামে তার পত্নী পরম রূপসী। দশ পুত্র হৈল তার মহাগুণ রাশি ।। পূরুবে না ছিল শ্রদ্ধাদেবের সন্ততি। পুত্রকামে বশিষ্ঠে সেবিল মহামতি ।। দ্বিজগণ লইয়া বশিষ্ঠ যজ্ঞ কৈল। হোতার নিকটে তবে শ্রদ্ধাদেবী গেল ।। একখানি কন্যা মোর হয় যেন মতে হেন কর্ম্ম কর হোতা মাগিল গোপতে ।। তবে হোতা কৈল যজ্ঞ কন্যার কারণে। শ্রদ্ধার জন্মিল কন্যা খানি ইলা নামে ।। কন্যা দেখি শ্রদ্ধাদেব ভাবিল বিষাদ। বশিষ্ঠের আগে কহে যোড়করি হাত তুমি সব মহাযোগেশ্বর মুনিরাজ। বিপরীত হয় কেন তোমার সমাজ ।। পুত্রকামে যজ্ঞকরি কন্যা উপাদান। এসব চরিত্র নহে তব বিদ্যমান।। রাজার বচন শুনি বশিষ্ঠ কহিল। তোমার কপট দোষে কন্যা উপজিল ।। তবু তুমি না চিন্তিহ সূর্য্যের নন্দনে। এই কন্যা

খানি পুত্র করিবে আপনে ।। তবে ইলা কন্যা হৈল প্রত্যুম্নকুমার। প্রত্যুম্ন রাজার পুরে করেন বিহার ।। এক দিন বনে গেলা মৃগয়া করিতে। দিব্য অশ্ব আরোহণ বহু সৈন্য সাথে ।। দিব্য ধনু হাতে করি দিব্য অস্ত্র ধরে । চলিলা উত্তরদিগে মৃগ অনুসারে ।। সুমেরু নিকটে আছে কার্ত্তিকের বন। তার সন্নিধানে গিয়া হৈলা উপসন্ন ।। প্রবেশ করিল গিয়া কার্ত্তিকের বনে। সেইক্ষণে স্ত্রীবেশ হৈল সৈন্যসনে ।। সবে সবাকারে চাহি চিন্তে মনে মনে। কেন পরবেশ হৈল হেন দুষ্ট বনে ।। তবে রাজা জিজ্ঞাসিল শুকদেব স্থানে। পুরুষ তাহাতে নাই কিসের কারণে ।। মুনি বলে শুন রাজা কহিব তোমারে। পার্ব্বতীর সনে ক্রীড়া করে মহেশ্বরে ।। দেবী দিগম্বরা হয় শিব বিবসন। হেন কালে গেলা তথা মহাঋষিগণ ।। তাসবা দেখিয়া লজ্জা পাইলা মহে শ্বরী। বাস পরিধান লাজে কৈলা ত্বরাকরি ।। ঋষিগণ লাজ পায়্যা কৈল হেটমাথা। অস্তব্যস্তে বাহুড়িল না রহিল তথা ।। সেই মনে গেলা নরনারায়ণ স্থানে। লাজ পায়ে মহেশ্বরী চিন্তে মনে২ ।। আজি হৈতে এই বনে যদি কেহ আইসে। ছাড়িয়া পুরুষ বেশ হবে নারী-বেশে ।। সেই দিন হৈতে কেহ না যায় তাহাতে। প্রত্যুম্ন প্রবেশ গিয়া কৈল আচম্বিতে ।। স্বগণে নারীর বেশ প্রত্যুম্ন ধরিল। চন্দ্রের তনয় বুধ হেনকালে গেল ।। রতিকেলি কৈল তারা দুহার মিলনে। তাহাতে জন্মিল পুত্র পুররবা নামে ।। প্রত্যুম্ন চলিয়া তবে গেলা নিজ পুরে। কহিল সকল কথা বশিষ্ঠ গোচরে ।। প্রত্যুম্নে দেখিয়া মুনি চিন্তে মনে মনে। আপনে চলিয়া গেলা শঙ্করের স্থানে ।। স্তুতি ভক্তি করি শিব কৈল আরাধনে। শঙ্কর আদরে কৈল মুনি সম্ভাষণে ।। প্রত্যুম্নের তরে বর বশিষ্ঠ মাগিল। হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে শিব বর দিল ।। অসত্য না হবে কভু আমার বচন। প্রত্যুম্নকে বর দিব তোমার কারণ ।। এক মাস নারী হবে আর মাসে নর। এইরূপে প্রত্যুম্নেক শিব দিলা বর বশিষ্ঠ আসিয়া তবে প্রত্যুম্নে কহিল। তপ করিবারে মুনি তপোবনে গেল ।। রাজা হয়ে রাজ্য করে প্রত্যুম্ন কুমারে। পৃথিবী শাসিয়া কৈল নিজ অধিকারে ।। এক মাস কৈল রাজ্য পুরুষ রূপ ধরি। আর মাসে স্ত্রীবেশেতে রহে অন্তঃপুরী ।। এইরূপে কৈল রাজা পৃথিবী পালন। রাজা দেখি প্রজার সন্তোষ নহে মন ।। তিন পুত্র হৈল তার মহাবল

বান। কনিষ্ঠ বিমল গয় উকেল প্রধান ॥ দক্ষিণ দেশের রাজা হৈল তিন জনে। তবে পুররবা পুত্রে ডাক দিয়া আনে ॥ পুররবা প্রজি দিল নিজ অধিকারে। আপনে চলিলা তবে তপ করিবারে ॥ রাজ্য পরিহরি বনে প্রত্যুম্ন চলিল। পুররবা রাজা তবে কোন কর্ম্ম কৈল ॥ পুত্রকামে তপ কৈল শতেক বৎসর। যমুনার ভিতর আরাধি মহেশ্বর ॥ বর পায়ে রাজা যদি নিজ দেশে আইল। মুনিগণ লয়ে রাজ্য তারে করাইল ॥ দশ পুত্র হৈল তার ইক্ষ্বাকু প্রধান। কহিল সবার জন্ম কর্ম্ম গুণ নাম ॥ যার বংশে যে যে রাজা হইল উৎপত্তি। যার যত ধর্ম্ম কর্ম্ম যতেক শকতি ॥ দশ পুত্র মধ্যে হৈল ভকত কুমার। তারপুত্র অম্বরীষ বিদিত সংসার ॥ পরম বৈষ্ণব রাজা ধর্ম্ম অবতার ব্রহ্মশাপে পরাভব নহিল যাহার ॥ যেরূপে খণ্ডিল তার ব্রহ্মশাপ ভয়। তার কথা কহি রাজা শুন মহাশয় ॥ অম্বরীষ মহারাজ অতুল শকতি। ভুজবলে শাসিলা সকল বসুমতি ॥ সপ্তদ্বীপ পৃথিবীতে এক দণ্ডধর। অতুল বৈভব সম নাহিক যাহার ॥ হেন রাজ্যসম্পদে তার নহে বস্তুজ্ঞান। সকল দেখেন যেন স্বপন সমান ॥ কৃষ্ণ বৈষ্ণবের সেবা কৈল নিরন্তর। জগৎ দেখয়ে যেন লোষ্ট্র ও প্রস্তর ॥ কৃষ্ণপদে নিজ মন কৈল নিয়োজন। হরিগুণ বিনে আর না কহে বচন ॥ কর যুগে করে গৃহমার্জন লেপনে। হরিকথা বিনে আর না শুনে শ্রবণে ॥ দুইচক্ষে দেখে সদা মুকুন্দমন্দিরে। ভকত জনের সঙ্গে পরশে শরীরে গোবিন্দ চরণে শ্রীতুলসী আঘ্রাণ। তাহা বিনা নাসিকায় না সেবিল আন ॥ মুকুন্দ নৈবেদ্য অন্ন পান উপহার। তাহা বিনা জুহ্বায় না সেবিলেন আর ॥ পদযুগে কৈল হরিক্ষেত্রে পর্য্যটনে। নিরবধি করে শিরে চরণ বন্দনে ॥ গন্ধমাল্য রাজ্য বেশ দাসভাবে পরে। সুখ ভোগ হেতু কিছু বিলাপ না করে ॥ নিরবধি কৃষ্ণকথা শুনে মহামতি কভু আনচিন্তা না করিল নরপতি ॥ তবু তার দণ্ডভঙ্গ নহিল সংসারে একচক্রে ক্ষিতিতল শাসিল সকলে ॥ বিপ্র বৈষ্ণবের আজ্ঞা লয়ে নিজ মাথে। তবে কর্ম্ম সাধি রাজা হয় সাবহিতে ॥ রাজসূয় অশ্বমেধবহু যজ্ঞ করি। বিবিধ দক্ষিণা দিয়া ভজিল শ্রীহরি ॥ বশিষ্ঠ গৌতম আদি মুনিগণে আনি। নানা যজ্ঞ করিয়া ভজিলা চক্রপাণি ॥ বহুবিধ ধন জন বিবিধ সম্ভার। বহুবিধ অন্নপান দিব্য উপহার ॥ দিব্য বেশ

বসন ভূষণ অলঙ্কার ॥ যার যজ্ঞে নর নারী গন্ধর্ব্ব আকার। কেবা সুর কেবা নর এক না চিনিল। যার যজ্ঞে দেবগণ স্বর্গ পাসরিল ॥ হরিগুণ চরিত্র অমৃত পানকরি। আনন্দে রহিলা সুর স্বর্গ পরিহরি ॥ হেন মহাযজ্ঞ রাজা কৈল কত শতে। কত মহামহা দান কৈল নানা মতে ॥ কত কোটি মহারথ কত কোটি ঘোড়া। কোটি২ গজ যেন পর্ব্বতের চূড়া ॥ পশু রত্ন সুত দার অনন্ত ভাণ্ডার। এসব দেখিল যেন বিদ্যুৎ আকার ॥ হেন ভাগবত অম্বরীষ নরেশ্বরে। চক্র যারে পাঠাইয়া দিলা গদাধরে ॥ নিরবধি বিষ্ণুচক্র যারে রক্ষা করে। তাহার মহিমা কেবা কহিবারে পারে ॥ তার সম গুণশীল আছিল মহিষী। তার সনে ব্রত আরম্ভিলা একাদশী ॥ এক সম্বৎসর যদি ব্রত পুর্ণ হৈল। কার্ত্তিক মাসে একাদশী আসিয়া মিলিল ॥ ত্রিরাত্রি করিয়া রাজা দ্বাদশীর দিনে। মহারাজা অভিষেক কৈল নারায়ণে ॥ গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ বিবিধ সম্ভার। বহুবিধ দিব্যবাস দিব্য অলঙ্কার ॥ দিব্য পরিচ্ছদ করি পূজিলা শ্রীহরি। ব্রাহ্মণ পূজিল তবে কৃষ্ণে মন ধরি ॥ রত্নের খুর শৃঙ্গ কনকে রচিত। ছয় অর্ব্বুদ ধেনু দিল ভূষণে ভূষিত ॥ ভকত ব্রাহ্মণগণ বিচার করিয়া। তারঘরে দিল রাজা আপনেপাঠাইয়া ॥ দিব্য অন্ন দিয়া রাজা করাইল ভোজনে। পারণ করিতে আজ্ঞা মাগিল ব্রাহ্মণে ॥ হেনকালে দুর্ব্বাসা মুনির আগমন। দেখি সসংভ্রমে রাজা উঠিলা তখন ॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা পূজিলা বিধানে ॥ চরণ ধরিয়া রাজা কৈল নিবেদনে ॥ কৃপা যদি কর গোসাই করহ পারণ। রাজার বচন শুনি না কৈল লংঘন ॥ স্নান করিবারে গেল যমুনার জলে। স্নানকরি মহামুনি নিত্যকর্ম্ম করে ॥ হেনকালে দ্বাদশীর ক্ষণ বহি যায়। ব্রাহ্মণের সঙ্গে রাজা বিচার করয় ॥ কোন কর্ম্ম কৈলে আমি না পড়ি শঙ্কটে। বিচারিয়া দ্বিজগণ কহ অকপটে দ্বিজগণ বলে তুমি কর জলপান। ব্রতভঙ্গ নাহি ব্রাহ্মণ অবজ্ঞান ॥ ভক্ষণের মধ্যে জলপান নাহি লিখি। এই সনাতন ধর্ম্ম বেদ বিপ্র সাক্ষী ॥ এবোল শুনিয়া রাজা কৈল জলপান। মুনির বিলম্বে রাজা রহে সাবধান ॥ হেনকালে দুর্ব্বাসা মুনির আগমন। আগুসরি কৈল রাজা চরণ বন্দন ॥ রাজার করণ মুনি বুঝিয়া গেয়ানে। প্রকোপে জলিল মুনি দীপ্ত হুতাশনে ॥ একেত দুর্ব্বাসা মুনি তাহে উপবাসী।

জগত দহিতে পারে যার তেজরাশি ॥ অতিথি বিধানে মোরে করি নিমন্ত্রণ। আমারে না দিয়া অগ্রে করিল ভোজন ॥ ধন রাজ্যম্পদে তোর এত অহঙ্কার। ভাল মন্দ না বুঝিস আরে দুরাচার ॥ বিষ্ণুভক্ত আপনারে বলাও সংসারে। গুরু দ্বিজ না মানিস এই অহঙ্কারে ॥ আজি সে সবংশে তোর করিব সংহার। এবোল বলিয়া জটা ছিণ্ডে আপনার ॥ সেই অগ্নি দিয়া মুনি কির্ত্তে নির্ম্মাইল। প্রলয় অনল যেন খাইতে আইল ॥ তবু অম্বরীষ রাজা না চিন্তিল মনে। বিষ্ণু চক্রে পুড়ে কির্ত্তে মরিল তখনে ॥ ত্রৈলোক্য দাহন শক্তি অতি ভয়ঙ্কর। পলায়ে দুর্ব্বাসা মুনি চলিল সত্বর ॥ সুমেরু পর্ব্বত আদি যত গিরি দরি। দশদিক আকাশ ভ্রমিল সুরপুরী ॥ সপ্তদ্বীপ সপ্তসিন্ধু সপ্ত রসাতল। কোথাও না দেখে মুনি নিস্তারের স্থল ॥ যথাং যায় চক্র দেখে সেই স্থানে। ব্রহ্মলোক গেল তবে ব্রহ্মার সদনে ॥ ভয়ে কম্পমান মুনি কৈল নিবেদন। বিষ্ণুচক্র হৈতে মোরে করহ রক্ষণ। ব্রহ্মা বলে শুন মুনি কহি তত্ত্বকথা। প্রভু যে করিব তাহা না হবে অন্যথা ॥ ক্রীড়াকালে করে প্রভু জগত নির্ম্মাণ। প্রলয় সময়ে অন্ত করে ভগবান ॥ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজয়ে ভুরুভঙ্গে। আপনি সংহার করে আপনার অঙ্গে ॥ আমি আদি শশি সূর্য্য সুরেশ শঙ্কর। যার আজ্ঞা শিরেধরি বহি নিরন্তর ॥ তাঁর কালচক্র এই সংহারমূরতি ইহা নিবারিতে পারি কাহার শকতি ॥ ইহা শুনি শিবলোকে চলিল সত্বরে। শরণ মাগিল মুনি শিবের গোচরে ॥ শিব বলে শুন মুনি আমার বচন। প্রভুর উপরে প্রভু আছে কোন জন ॥ আমি ভবমহেশ্বর ব্রহ্মলোক পিতা। জগতের গতি পতি বিধাতার ধাতা ॥ সনক নারদ আদি মুনি যোগেশ্বর। যার মায়াপাশে বদ্ধ এভব সংসার ॥ বুঝিতে না পারি যার মায়া বলবতি। তাঁর নিজ তেজ চক্র অতুল শকতি ॥ সর্ব্বভাবে লহ গিয়া শ্রীহরি শরণ। হরি সে করিতে পারে চক্র নিবারণ ॥ শিবের বচনে মুনি দুর্ব্বাসা চলিল। বৈকুণ্ঠ উপরে তবে ত্বরিতে উঠিল ॥ ভয়ে কম্পমান মুনি দেখিয়া তরাস। কমলার সঙ্গে যথা বৈসে শ্রীনিবাস ॥ হানাথং বলি পড়িল চরণে। পরিত্রাণ কর প্রভু লইনু শরণে ॥ মোর অপরাধ প্রভু ক্ষম এইবার। না জানি করিনু এই কর্ম্ম দুষ্টাচার ॥ তোমার ভকত জনে কৈল অপরাধ। এই

যার ক্ষম প্রভু সর্ব্ব লোকনাথ ।। যার নাম শুনিয়া পাতকী লোক তরে। শরণ লইনু তুয়া চরণকমলে ।। মুনির বচন শুনি পুরুষপুরাণ আপনার তত্ত্বকথা কহে ভগবান ।। ভকতের বন্ধু আমি ভকত অধীন ভকত জনের সঙ্গে মোর নাহি ভিন্ন।। হৃদয় হরিয়া মোর নিল ভক্ত জনে। আপনে ঈশ্বর নহে সাধুজনসনে ।। আশ্চর্য্য দেখহ মমবৈকুণ্ঠ সম্পত্তি। বৈকুণ্ঠ সহিত বড় নহে অষ্টসিদ্ধি ।। সুত রত্ন গৃহ দার প্রাণ বন্ধু ধন। সকল তেজিল যেবা আমার কারণ।। ইহলোক পরলোক সর্ব্ব ধর্ম্ম তেজি। শরণ লইল মোর পদযুগ ভজি ।। মোর মন নাহি লয় তেজিতে তাহারে । হৃদয়ে বান্ধিয়া মোরে তিলেক না ছাড়ে ।। ভকতি করিয়া মোরে রাখে বশকরি। স্বামী বশকরে যেন কুলবতী নারী ।। চতুর্ব্বিধ মোক্ষ মোর ভজনের ফল। দিলেও না লয় মুক্তি ভকত সকল।। আমার সেবায় তুষ্ট অন্তর বাহিরে। মুক্তিপদে বস্তু জ্ঞান নাহিক যাহারে ।। ভকত হৃদয়ে মুঞিঃ থাকি সর্ব্বক্ষণ। সদত হৃদয়ে মোরে ধরে সাধু জন ।। তাহা বিনা আমি কিছু না জানিয়ে আন । আমা বিনে তার চিত্তে নাহি আন ভান।। এবোল বুঝিয়া মুনি চল তুমি ঝাট। শীঘ্র চলি যাহ তুমি রাজার নিকট ।। অপরাধ ক্ষমাহ বিনয় বাক্য বলি। বিনয়ে সকল কর্ম্ম সাধিবারে পারি ।। শুনিয়া দুর্ব্বাসা মুনি প্রভুর বচনে। চক্রভয়ে গেল মুনি ত্বরিত গমনে ।। অম্বরীষ চরণ ধরিয়া দুই হাতে। লোটায়ে দুর্ব্বাসা মুনি পড়িলা ভূমিতে ।। লাজে ভয়ে ব্যাকুলিত রাজা অম্বরীষ। দেখিয়া মুনির দুঃখ হৈলা বিমরিষ ।। তবে অম্বরীষ রাজা কোন কর্ম্ম করে। নানা স্তুতি করি চক্রে সাধিল সত্বরে ।। তুমি সব সত্যধর্ম্ম তুমি যজ্ঞময়। কোটি২ কর তুমি ব্রহ্মাণ্ড প্রলয় ।। মোর যত পুণ্য তপ আছে যজ্ঞ দানে। সকল তেজিল মুই ব্রাহ্মণ কারণে ।। সেই পুণ্যে ব্রাহ্মণের হবু প্রতিকার । ব্রাহ্মণের অপরাধ ক্ষম একবার ।। কৃপা যদি থাকে মোরে বিপ্ররক্ষা কর। ক্ষমিয়া সকল দোষ ব্রাহ্মণ উদ্ধার ।। শুনিয়া সে সুদর্শন অম্বরীষ স্তুতি। সান্ত হৈল সুদর্শন অতুল শকতি ।। সঙ্কট তরিয়া মুনি শুদ্ধ হৈল মনে। আশীর্ব্বাদ করি তবে বলয়ে বচনে ।। আজি সে দেখিল হরিভক্তের মহিমা। ব্রহ্মা আদি দেব যার দিতে নারে সীমা অপরাধে ক্ষমাকরে করি সাধু জনে। ভকত মহিমা ত্রিভুবনে নাহি

জানে ।। যার নাম শ্রবণে পাতকী লোক তরে। তাহার ভকত তত্ত্ব কে জানিতে পারে ।। অনুগ্রহ কৈলে রাজা তুমি দয়াময়। ক্ষমিয়া সকল দোষ খণ্ডালে সংশয় ।। তবে রাজা দুর্ব্বাসার ধরিয়া চরণ। প্রসন্ন করায়ে তারে করায় ভোজন ।। সন্তোষ হইয়া বিপ্র শিরে দিয়া হাত। মনের সহিত তারে কৈল আশীর্ব্বাদ। তোমার প্রসাদে কৃষ্ণ দেখিল সাক্ষাৎ। ভকত জনের তত্ত্ব জানিল বিদিত ।। তোমা আলাপনে দরশন পরশন। খণ্ডিল সকল মোর দোষ অভিমান ।। এতেক বচন বলি দুর্ব্বাসা চলিল। এইরূপে গেল কাল বৎসর পূরিল ।। বৎসরেক ছিল রাজা করি জলপান। পারণ করিতে তবে লইলা বিধান দিব্য অন্ন পান দিয়া ভুঞ্জায়ে ব্রাহ্মণে। দ্বিজ অবশেষ [illegible] করিলা পারণে ।। এইরূপ নানা গুণধরে মতিমান। অম্বরীষ রাজা ছিল ভকত প্রধান ।। শ্রবণ কীর্ত্তন সেবা চরণ বন্দন। দান যজ্ঞ করিয়া ভজিলা নারায়ণ ।। তিনপুত্র হৈল তার মহা বলবান। বিভাগ করিয়া তিনে দিলেন সমান ।। বনে গেলা অম্বরীষ সকল ছাড়িয়া। বৈকুণ্ঠে গেলেন রাজা কৃষ্ণ আরাধিয়া ।। ধন্য পুণ্য পাপহর অম্বরীষ কথা। কৃষ্ণগুণ শ্রবণ কীর্ত্তন গুণ গাঁথা ।। যেবা কহে যেবা শুনে এপুণ্য চরিত্র। পুণ্য কর পাপহর পরম পবিত্র ।। সর্ব্ব পাপ হরে তার বিষ্ণু লোকে গতি ভাগবত আচার্য্যের মধুর ভারতি ।।

পয়ার। অম্বরীষ ঘরে তিন পুত্র জনমিল। বিরূপ প্রধান পুত্র তাহার আছিল ।। বিরূপের পুত্র হৈল প্রসদশ্ব নাম। তার পুত্র অতিরথ মহা বলবান ।। অতিরথ রাজার গৃহে পুত্র না জন্মিল। অঙ্গিরা মুনিরে তবে নিবেদন কৈল ।। আপরে অঙ্গিরা কৈল গর্ভের ধারণে। ইক্ষ্বাকু করিব শ্রদ্ধা পায়ে শুভক্ষণে ।। ডাকিয়া আনিল তবে বিকুখি কুমার। মাংস আনি দেহ তুমি বিলম্ব না কর ।। চলিলা বিকুখি তবে ত্বরিত গমনে। মারিয়া অনেক মৃগ আনিল যতনে ।। বনে গিয়া বি বিকুখি অনেক দুঃখ পাইল। একটী সজারু তার আপনি ভক্ষিল ।। সকল আনিয়া দিল রাজ বিদ্যমানে। বশিষ্ঠ তাহার তত্ত্ব জানিলেন ধ্যানে ।। কেমনে করিব যজ্ঞ দুষ্টমাংস দিয়া। অবশেষে মাংস দিব বালকে আনিয়া ।। এবোল শুনিয়া রাজা মহাক্রোধ হৈল। দেশে হৈতে বিকুখিকে বাহির করিল ।। পিতা যদি ত্যজিল বিকুখি পাইল

রাজ। পুণ্যতীর্থে গেল তবে ভকত সমাজ ।। ভক্তি উপদেশ পাইল বৈষ্ণবের স্থানে। পুণ্যতীর্থে বিকুখি রহিল সেই মনে ।। সসারু থাইল নাম সসাধু থুইল। জগতে সসাধু নাম পরচার হৈল ।। ইক্ষাকু আছিল রাজা চিরকাল ধরি । অন্তকালে তনু তেজি গেলা বিষ্ণুপুরী ।। সসাধু আসিয়া রাজা হৈলা ক্ষিতিতলে। সপ্তদ্বীপ ক্ষিতিতল শাসিলা বাহুবলে ।। পুরঞ্জয় নামে রাজা জন্মিল তাহার। কুকুৎস তাহারনাম বিদিত সংসার ।। দেব আর দানবে বাজিল মহারণ। সহায় করিয়া তারে নিল দেবগণ ।। কৃষ্ণের চরণে তারে করিয়া সহায়। সুরগণে যুদ্ধ করে করিয়া উপায় ।। যুদ্ধকালে পুরঞ্জয় কি বলে বচন। আমার বচন শুন যত দেবগণ ।। আমার বাহন যদি হয় শচিপতি। তবে সে বুঝিতে পারি দৈত্যের সংহতি ।। ইন্দ্র বলে হব আমি তোমার বাহন । চড়িয়া আমার স্কন্ধে কর তুমি রণ ।। তবে ইন্দ্রস্কন্ধে চড়ি রাজা পুরঞ্জয়। বিষ্ণুতেজে তার বল হৈল অতিশয় ।। বেড়িল অসুর পুরী লয়ে সুরগণে। বিন্ধিল সকল দৈত্য চোখ চোখ বাণে ।। বাণাঘাতে দৈত্যগণে করে খান খান। কত দৈত্য পলাইল লইয়া পরাণ জিনিয়া দৈত্যের পুরী দিল পুরন্দরে। এই সে কারণে ইন্দ্র বাহনাজ রে ।। ইন্দ্রস্কন্ধে চড়ি দৈত্য করিল সংগ্রাম। তেকারণে কুৎসব বলয় তার নাম ।। তিন নামে পুরঞ্জয় বিদিত সংসারে। জনমিল তারঘরে অনেনা কুমারে ।। অনেনার পুত্র হৈল পৃথু মহাবল। বিশ্বগন্ধি তার পুত্র পুণ্য কলেবর ।। চন্দ্র নামে তার পুত্র মহা ধনুর্দ্ধর। যৌবনাশ্ব তার পুত্র নৃপতি শেখর ।। শ্রব নামে তার পুত্র মহা বলবান। সেই সে শ্রবস্তিপুরী করিল নির্ম্মাণ। তার পুত্র বৃহদ্রুত বিদিত সংসারে। কুলবয় নামে পুত্র জন্মিল তাহার ।। উত্তঙ্ক মুনির পুত্র কবি বারতরে। ধনু নামে অসুর মারিল বাহুবলে ।। একাশীসহস্র পুত্র করিয়া সংহতি ধনু সহ মহারণ কৈল মহামতি ।। তার মুখানলেতে পুড়িল পুত্রগণ। অবশেষ রহিল তাহার তিন জন ।। দৃঢ়াশ্ব পিনাশ্ব ভদ্রাশ্ব নাম যার। তিন পুত্র তার রণে পাইল প্রতিকার ।। দৃঢ়াশ্বের তনয় হজাত তার নাম। তার পুত্র নিকুম্ভ আছিল বলবান ।। বহিনাশ্ব নামে তার পুত্র মহাকার। ক্রতাশ্ব তনয় হৈল বিদিত সংসার ।। তার পুত্র সেনজিত

হইল উৎপত্তি। যৌবনাশ্ব তার পুত্র মহা নরপতি ॥ যৌবনাশ্ব নৃপ তির না ছিল সন্ততি। একশত ভার্য্যা তার মহা গুণবতী ॥ ঋষিগণে আসি করে যজ্ঞ পুত্রকামে। নিশিকালে রাজা গেল সেই যজ্ঞস্থলে ॥ মন্ত্রজলে পূর্ণঘট দেখি বিদ্যমান। তৃষ্ণায় আকুল রাজা করে জলপান নিদ্রা হৈতে ঋষিগণ উঠিলা সত্বরে। কলসে নাহিক জল পুছিলা রাজারে ॥ রাজা বলে মুনিগণ কর অবধান। না জানিয়া আমি সে করিল জলপান ॥ ঋষিগণ চিন্তিয়া গণিল মনে মনে। দৈব নির্ব্বন্ধন কেবা করিবখণ্ডনে ॥ ঈশ্বরনির্ব্বন্ধ কেবা করিব খণ্ডন। অদৃষ্টমানিয়া মনে গেলা মুনিগণ ॥ উদর ভেদিয়া তার গর্ভ নিকসিল। দেবে বর দিল রাজা পরাণে না মৈল। ভূমিতে পড়িয়া শিশু কান্দিতে লাগিল অমৃত অঙ্গুলী দিয়া চন্দ্র জিয়াইল ॥ ধরিল মান্ধাতা নাম দেব পুর ন্দরে। পুত্র লয়ে যৌবনাশ্ব রাজ্যভোগ করে ॥ তপ যোগ করিয়া সে ভজিল শ্রীহরি। তনু তেজি যৌবনাশ্ব গেলা বিষ্ণুপুরী ॥ তবে রাজ্য-পদ পাইল মান্ধাতা কুমার। সপ্তদ্বীপ পৃথিবীতে যার অধিকার ॥ যার নামে দৈত্যগণ হৈল তরাসিত। ত্রয়দস্যু তার নাম জগতে বি দিত ॥ মান্ধাতার সম আর নাহি হয় রাজা। স্বর্গে থাকি দেবগণ যার করে পূজা ॥ যাবৎ প্রকাশ করে শশী দিনকর। যতেক প্রমাণ আছে ধরণী মণ্ডল ॥ যার নিজ অধিকার তাবৎ প্রমাণ। এক চক্রে পৃথিবী শাসিল বলবান ॥ চক্রবর্ত্তি রাজা হৈল এক দণ্ডধর। ত্রয়দস্যু নাম যার জিনিয়া সকল ॥ শত শত যজ্ঞ কৈল কোটি কোটি দান নানা কর্ম্ম করিয়া ভজিল ভগবান ॥ সর্ব্ব যজ্ঞ শান্তশীল সর্ব্ব ধর্ম্মময়। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব পূজা কৈল অতিশয় ॥ কাল দেশ দ্রব্য মন্ত্র করিয়া সম্ভার। এসব মান্ধাতা হৈতে হইল প্রচার ॥

অথ সৌভরী উপাখ্যান।

পয়ার। মান্ধাতার তিন পুত্র হৈল বলবান। পুরুকুত অম্বরীষ মুচকুন্দ নাম ॥ পঞ্চাশ দুহিতা উপজিল তার ঘরে। তার কথা কহি রাজা তোমার গোচরে ॥ আছিল সৌভরী মুনি জলের ভিতর। জল মধ্যে তপ তেঁহ করে নিরন্তর ॥ মীনরাজ ক্রীড়াকরে জলের ভিতর। পুত্র পৌত্র লয়ে জলে কররে বিহার ॥ তা দেখিয়া শ্রদ্ধা হৈল সৌভ রীর মনে। মৎস্য প্রায় হয়ে আছি জলের ভিতরে ॥ এইরূপে কত

দিন বিনোদ করিয়া। পাছে তপ করিব সকল সম্বরিয়া॥ এ বোল মুনি উপরে উঠিল। হৃদয়ে চিন্তিয়া মুনি কোন যুক্তি কৈল॥ দেখিয়া বিকৃতি মায়া দুর্গত আকার। কেহত না দিব কন্যা করিয়া বিচার॥ মান্ধাতার ঘরে আছে পঞ্চাশ দুহিতা। মাগিলেহ দিব এক কন্যা মহাদাতা॥ এবোল বলিয়া মুনি গেলা তার স্থানে। পূজিল মান্ধাতা রাজা অতিথি বিধানে॥ মুনি বলে শুন রাজা বচন আমার। সূর্য্য বংশে তুমি রাজা ধর্ম্ম অবতার॥ এক খানি কন্যা দেহ মাগিল তোমারে। এবোল শুনিয়া রাজা মনে যুক্তি করে॥ নখ দন্ত গলিত কুঞ্চিত সব অঙ্গ। দেখিলে হইব সব লোকে মনভঙ্গ॥ দেখিয়া বিকৃতি রূপ হৃদয়ে বিষাদ। যদি বা না দিব কন্যা এড়ু প্রমাদ। অন্তরে চিন্তিয়া রাজা দৃঢ় কৈল মনে। করযোড়ে বলে রাজা বিনয় বচনে॥ কন্যাগণে আপনে করিব স্বয়ম্বর। এবোল বুঝিয়া আজ্ঞা কর যোগেশ্বর॥ আপনে চলিয়া যাহ কন্যা অন্তঃপুরে। যার ইচ্ছা হয় সেই বরিবে তোমারে॥ এবোল বলিয়া সঙ্গে দিল পুরজন। প্রবেশ করিল লয়ে কন্যার ভবন॥ হেনকালে যোগেশ্বর কোন যুক্তি করে। কাম কোটি জিনিয়া সুন্দর মূর্ত্তি ধরে॥ কন্যাপুরে যেই মাত্র করিল প্রবেশ, কন্যাগণে গালাগালি বাজিল বিশেষ॥ কেহ বলে মোর যোগ্য এই বর হয়ে। কেহ বলে আমি সে বরিল মহাশয়ে॥ কেহ বলে আমি আগে কৈল স্বয়ম্বর। কেহ বলে তোর যোগ্য নহে এই বর॥ এইরূপ কন্যাগণে বাজিল কোন্দল। ত্বরিতে চলিয়া গেল যথা নৃপবর॥ অদ্ভুত যোগবল দেখি বিদ্যমান। সংশয় পড়িয়া রাজা চিন্তে মনে মন কন্যাগণের হৃদয় বুঝিয়া অনুমানে। পঞ্চাশ দুহিতা বিভা দিল মুনি সনে॥ কন্যাগণ লয়ে মুনি গেল তপোবনে। বিশ্বকর্ম্মে ডাক দিয়া আনে বিদ্যমানে॥ হেম মণি বিবিধ বিচিত্র স্থানে স্থানে। রতনে রচিত পুরী কাঞ্চন নির্ম্মাণে॥ যার পুরী সম নহে ইন্দ্রের ভুবন। নির্ম্মাইয়া পঞ্চাশ পুরী দিল ততক্ষণ॥ কুবের আনিয়া দিল বহুবিধ ধন। বহুবিধ অন্নপান বসন ভূষণ॥ পঞ্চাশ দুহিতা মুনি রাখে ভিন্ন করে। যোগবলে আপনে পঞ্চাশ রূপ ধরে॥ দিব্য বেশ পরে হেম মণি অলঙ্কার। ভার্য্যাগণ লয়ে মুনি করেন বিহার॥ সুগন্ধি কুসুম বন ভৃঙ্গ বিরাজিত। শুকপিক বিবিধ বিহঙ্গ সুনাদিত॥ তরলবিমল

জল দেখি সরোবর। কুমুদ কমল ফুল শ্বেত নীলোৎপল ॥ হংস কল রব জলচর উতরোল। সুবলিত নদনদী তরঙ্গ কল্লোল॥ নানারূপে নানা ক্রীড়া করে স্থানে স্থানে। এইরূপে ক্রীড়াকরে লয়ে নারীগণে মান্ধাতা রাজার মনে দুঃখ নিরন্তর । কন্যা দেখিবারে বনে গেলা নরেশ্বর ॥ সঙ্গে কিছু নিল সৈন্য না নিল সংহতি। তবে তপোবনে উত্তরিলা নরপতি ॥ দিব্য পুরী দেখে রাজা বনের ভিতরে। রহিলা দাণ্ডায়ে রাজা পুরীর দুয়ারে ॥ দ্বারী পাঠাইল রাজা মুনিবর স্থানে ত্বরিতে আসিয়া মুনি কৈল সম্ভাষণে॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা পুজিল বিধানে। পুরীর ভিতরে নৃপে আনে সেইক্ষণে॥ রতনে নির্ম্মিতঘর মণিসিংহাসনে। তাহাতে বসায়ে নৃপে তুষিল বিধানে ॥ কহিল সকল কথা রাজার দুহিতা। সকলে কহিল আসি আপনার কথা॥ আমার নিকট মুনি তিলেক না ছাড়ে। ভগিনী জনের কিছু জিজ্ঞাসা না করে॥ মুনির প্রসাদে সর্ব্বসুখে আনন্দিতা। ভগিনীগণের দুঃখে কেবল দুঃখিতা॥ কন্যার বচন তবে শুনি নরপতি। তথায় আছিল রাজা একদিন রাত্রি॥ রাত্রি শেষে গেল আর পুরীর দুয়ারে। দুয়ারী জানায় গিয়া মুনির গোচরে ॥ শুনিয়া সৌভরী রাজা কৈল সম্ভাষণ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈল সাগত বচন॥ পুরীর ভিতরে নিল রাজমুনি শ্বর। দিব্য গন্ধবাস দিয়া পুজিল বিস্তর ॥ বসিতে আসন দিল রতন মন্দিরে । দিব্য অন্ন পান দিল বিবিধ প্রকারে॥ তবে রাজা ডাক দিয়া কন্যারে পুছিল। সেইরূপ কথা সেই কন্যায় কহিল ॥ এইরূপে পুরে পুরে গেল দিনে দিনে । দেখিল সকল পুরে পুরুষ সমানে ॥ সেইরূপ কৈল মুনি রাজারে সম্ভাষা । প্রতি পুরে পুরে কন্যা করিল জিজ্ঞাসা ॥ প্রতি কন্যা সেইরূপ দিলেন উত্তর। বিস্ময় ভাবিয়া মনে রহে নরেশ্বর॥ সপ্তদ্বীপ পৃথিবী যাহার অধিকার । খণ্ডিল চিত্তের তার জরা অহঙ্কার॥ বিদায় হইয়া রাজা নিজপুরে আসি। কহিল সকল কথা রাজাসনে বসি ॥ পাত্র মিত্র পুরজনে শুনিয়া বিস্মিত। কহিতে কহিতে রাজা হৈল বিমোহিত॥ এইরূপে করে মুনি বিবিধ বিহার। সুখভোগ করিয়া রহিল চিরকাল ॥ সন্তোষ না পায় মনে চিত্তে মুনিরাজ। চিত্ত নিবারিতে নারে বাড়ে অনুরাগ ॥ মুনি হয়ে কৈল আমি স্ত্রীসঙ্গ বিলাস। মীন সঙ্গে কৈল আমি আপন বিলাস॥

তপ জপ তত্ত্বজ্ঞান নিয়ম আচার। কুসঙ্গে সকল ধর্ম্ম খণ্ডিল আমার স্ত্রীসঙ্গ না করে এই হেতু সাধুজনে ॥ সর্ব্ব ধর্ম্মহরে স্ত্রীসঙ্গ দরশনে ॥ মৎস্য সঙ্গ দরশন হৈল আচম্বিত। তাহা দেখি আমি হইলাম বিমোহিত ॥ প্রথমে আছিল সবে আমি একেশ্বর। পঞ্চাশ বনিতা সঙ্গে হইল তৎপর ॥ পাঁচসহস্র সুত কত পরিবার। তবুত নহিল চিত্তে সন্তোষ আমার ॥ চিত্ত সমাধিয়া মুনি তেজিল সকল। তপ করিবারে মুনি গেলা তদন্তর ॥ তীব্রতপ করিয়া ভজিলা নারায়ণ। নিজ অঙ্গে যোগবলে জ্বালি হুতাশন ॥ শরীর পোড়ায়ে মুনি গেলা দিব্যগতি। পঞ্চাশ বনিতা তার আছিল সংহতি ॥ তারা প্রবেশিলা সেই দীপ্ত হুতাশনে। পতিসনে দিব্যগতি পাইল নারায়ণে ॥ সৌভরী মুনির কিছু কহিল চরিত্র। মান্ধাতার বংশাবলি শুন পরীক্ষিত ॥ ধীর শিরোমণি শ্রীল গদাধর জান। ভাগবতাচার্য্যের মধুর রসগান ॥

রাজা হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান।

পয়ার। মান্ধাতার তিন পুত্র বংশের প্রধান। পুরুকুৎস অম্বরীষ মুচকুন্দ নাম ॥ জ্যেষ্ঠপুত্র পাইল রাজ্যের অধিকার। সপ্তদ্বীপে দণ্ড ভঙ্গ নহিল যাহার ॥ বিবাহ করিল সেই নর্ম্মদা নাগিনী। নাগগণে আনি দিল আপন ভগিনী ॥ নর্ম্মদা নাগিনী তারে নিল রসাতলে। গন্ধর্ব্বের সঙ্গে তথা বাজিল সংগ্রামে ॥ মারিয়া গন্ধর্ব্ব নাগে কৈলা পরিত্রাণ। তবে নিজ রাজ্যে উত্তরিলা বলবান ॥ তাহার তনয় হৈল ত্রিদস্যতা নামে। তারপুত্র অনারণ্য মারিল রাবণে ॥ দুর্জ্জনতা তার পুত্র বিদিত সংসারে। তার ঘরে উপজিল ভুবন কুমারে ॥ জনমিল তারপুত্র ত্রিবন্ধন নামে। ত্রিশঙ্ক তাহারপুত্র বিদিত ভুবনে ॥ ত্রিশঙ্ক চণ্ডালত্ব ব্রহ্মশাপে হইল। অধোমুখ হয়ে সেই আকাশে রহিল ॥ তার পুত্র হরিশ্চন্দ্র জগতে বিদিত। তার গুণ কহি কিছু শুন পরী হরিশ্চন্দ্র রাজা যদি হৈল ক্ষিতিতলে। সপ্তদ্বীপ পৃথিবী শাসিল বাহু বলে ॥ মহাযজ্ঞ মহাদান কৈল কত শতে। হরিশ্চন্দ্র গুণ কথা কে পারে কহিতে ॥ সর্ব্বস্ব দক্ষিণা যজ্ঞ রাজসূয় করি। স্ত্রীপুত্র বিক্রয় নিল দুঃখ পরিহরি ॥ আপনা বিকায়ে রাজা দিলেন দক্ষিণা। বিশ্বামিত্র কৈল তারে কপট ভণ্ডনা ॥ পরীক্ষা করিয়া দিল অন্তরিক্ষ গতি কামগতি দিব্যরথ পাইল নরপতি ॥ পুত্র দার পরিজন লয়ে দিব্য

রথে। অদ্যাপিহ ভ্রমে রাজা অন্তরিক্ষ পথে ॥ কত শত পুণ্য গুণ চরিত্র তাহার। হরিশ্চন্দ্র মহারাজা ধর্ম্ম অবতার॥ তাহার জন্মিল রুহিদাস নামে সুত। চম্প নামে তার পুত্র অতি অদভুত ॥ রাজ্য অধিকার তার নিল রিপুগণে। ভার্য্যা লয়ে বাহুক পলায়ে গেল বনে বৃদ্ধ হয়ে মৈল রাজা সেই তপোবনে। তার ভার্য্যা প্রবেশ করিল হুতাশনে॥ ঊর্ব্বমুনি আসিয়া করিল নিবারণ। না কর প্রবেশ মাতা কহিব কারণ॥ গর্ভবতী নারী অনুমরণ না করে। চক্রবর্ত্তি রাজা আছে তোমার উদরে॥ মুনির বচনে রাণী চিত্ত স্থির করে। পরলোক কর্ম্ম কৈল বিধি অনুসারে॥ রিপুগণে তার গর্ভে দিয়াছিল গর। সাগরের সনে জনমিল পুত্রবর ॥ তেকারণে মুনি নামে ধরিল সাগর। সগর সমান রাজা নাহি মহিতল॥ তালজঙ্ঘ যবন হৈহয় অধিকারী বশিষ্ঠের শরণ লইল সব বৈরি॥ খেদাড়িয়া তুলে লয় গুরুবিদ্যমানে বশিষ্ঠ সাধিয়া তার কৈল নিবারণে॥ দাড়ি চুল ছিণ্ডিয়া করিল ছার খার। সব রিপুগণ কৈল বিকৃতি আকার॥ তবে রাজাসনে সেই বসিল সগর। ভুজবলে শাসিল সকল ক্ষিতিতল॥ ঊর্ব্বমুনি আসিয়া দিলেন উপদেশ। নানা যজ্ঞ করিয়া ভজিলা হৃষীকেশ॥ সুমতী কেশিনী দুই সগরের নারী। সুমতির পুত্র জনমিল মহাবলি॥ ষাটি সহস্র পুত্র সগর যে নাদে। ঘোড়া রাখিবারে গেল বাপের বচনে॥ হরিয় যজ্ঞের ঘোড়া নিল পুরন্দরে। কপিল নিকটে ঘোড়া রাখিল সত্বরে॥ সগর কুমারগণ লোকমুখে শুনি। শতেক প্রহর পথ খুদিল মেদিনী॥ কপিলের শাপে ভস্ম হৈল পুত্রগণে। বাড়িল সাগর কীর্ত্তি তাহার কারণে॥ কেশিনীর পুত্র যেই অসমঞ্জ নামে। তার পুত্র জনমিলা নাম অংশুমানে॥ পিতামহ আজ্ঞা দিল অশ্ব আনিবারে। তবে অংশুমান গিয়া পাতাল ভিতরে॥ কপিল মুনিরে তবে নানা স্তুতি কৈল। তুষ্ট হয়ে মুনিবর তারে বর দিল॥ অশ্ব লয়ে দেহ পিতামহ বিদ্যমানে। হের দেখ ভস্ম হয়ে আছে পিতৃগণে॥ গঙ্গাজলে এসব হইবে পরিত্রাণ। অশ্ব লয়ে তুমি শীঘ্র চল অংশুমান॥ প্রণামকরিয়া অশ্ব আনিলা সত্বরে। ঘোড়া পায়ে যজ্ঞসাঙ্গ কৈল নরেশ্বরে॥ অংশুমানে রাজ্য দিয়া রাজা গেলা বনে। বিষ্ণুলোকে গেল রাজা ভজি নারায়ণে॥ চিরকাল ধরি তপ কৈল অংশুমান। গঙ্গা আনিবারেনা

পারিল মতিমান ॥ ধীর শিরোমণি শ্রীল গদাধর জ্ঞান। ভাগবতাচার্য্যের মধুর রস গান ॥

অথ ভগীরথ উপাখ্যান।

পয়ার। তার পুত্র জনমিল দিলীপ কুমার। তার পুত্র ভগীরথ বিদিত সংসার ॥ ভগীরথ তপকরি গঙ্গা আরাধিল। দ্রবময়ী গঙ্গা দেবী ভুতলে আনিল ॥ ভস্ম হয়ে পিতৃগণ যথায় আছিল। পতিত পাবনী গঙ্গা তথায় চলিল ॥ গঙ্গা জল ভস্ম পরশিল যেইক্ষণে। সেই ক্ষণে স্বর্গবাস কৈল পিতৃগণে ॥ একোন অদভুত বলিতে কেবা পারে পাতকী নিস্তার যার নাম মাত্র ধরে ॥ হেন প্রভু চরণে গঙ্গার উৎপত্তি। পাতকী তরিব তায় একোন শকতি ॥ দূরে থাকি বলে যদি গঙ্গা গঙ্গা বাণী। দুরিত হরেণ গঙ্গা ভব বিমোচনী ॥ ভগীরথ পুত্র জনমিল শ্রুতবান। নাভি নামে তার পুত্র বিদিত ভুবন ॥ সিন্ধুদ্বীপ নামে তার পুত্র জনমিল। তার পুত্র অশ্বভানু পৃথিবী শাসিল ॥ জনমিল সুতর্পণ তনয় তাহার। সৌদাস তাহার পুত্র বিদিত সংসার ॥ বশিষ্ঠের শাপে তার রাক্ষসত্ব হৈল। গঙ্গাজল পরশনে পবিত্র হইল দ্বিজপত্নী শাপ তারে দিল ক্রোধকরি। স্ত্রীসঙ্গ না কৈল সেই শাপ দিন ধরি ॥ তেকারণে পুত্র তার পুর্ব্বেতে না ছিল। বশিষ্ঠ আসিয়া তার পুত্র জন্মাইল ॥ শতেক বৎসর পুত্র আছিলা উদরে। মাতা তার গর্ভ আর ধরিতে না পারে ॥ পাতরে উদর আনি পুত্র নিকসিল। তেকারণে পুত্রের অশ্মক নাম হৈল ॥ মুলক তাহার পুত্র হইল উৎপতি। তার পুত্র দশরথ নামে নরপতি ॥ তার পুত্র মহারাজ ঐতবিত নামে। তার পুত্র বিশ্বসহ বিদিত ভুবনে ॥ খট্টাঙ্গ তনয় তার চক্রবর্ত্তি রাজা। ইন্দ্র আদি দেবগণ কৈল যার পূজা ॥ সুরগণে নিল তারে যুদ্ধ করিবারে। জিনিয়া অসুর দেবে রাখিলা সমরে ॥ বর মাগিবারে আজ্ঞা দিল সুরগণে। জিজ্ঞাসিলা মহারাজা বিবুদ সদনে ॥ আগে কহ মোর কত পরমাযু আছে। বুঝিয়া লইব বর যত মনে আছে ॥ কহিলেন দেবগণ করিয়া বিচার। সবে এক মুহুর্ত্ত আছে জীবন তোমার ॥ তবে রাজা বলে আমি মাগি এইবর। ইহার ভিতরে যেন ভজি দামোদর ॥ দেবগণ মিলি তারে সেই বর দিল। তবে সেইক্ষণে রাজা শ্রীহরি ভজিল ॥ সর্ব্ব ভাবে কৈল রাজা

শ্রীহরি ভজন। বিষ্ণুপদে প্রবেশিল ছুটিল বন্ধন॥ তিলেক ভজিয়া রাজা গেল ভব তরি॥ সর্ব্বকাল ভজে তারে কি কহিতে পারি॥ খট্টাঙ্গের পুত্র হৈল দিব্যবাহু নামে। তার পুত্র রঘুরাজা বিদিত ভুবনে॥ রঘুর তনয় অজ জগতে বিদিত। তার পুত্র দশরথ ভুবনে পুজিত॥

অথ রাম অবতার।

পয়ার। রাজঘরে পূর্ণব্রহ্ম রাম অবতার। রাবণ বধিয়া কৈলা সীতার উদ্ধার॥ একব্রহ্ম চারি অংশ ধরে চারি নাম। শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত প্রধান॥ আর অংশে শত্রুঘ্ন মহা ধনুর্দ্ধর। রামায়ণে রামগুণ কহিল বিস্তর॥ তাঁর গুণকথা কিছু কহিব সংক্ষেপে। যেং কর্ম্ম নারায়ণ কৈলা যেং রূপে॥ বিশ্বামিত্র নিল প্রভু যজ্ঞ করিবারে তারকা রাক্ষসী পথে প্রথমে সংহারে॥ মারীচ সুবাহু আদি মারি নিশাচর। বিশ্বামিত্র যজ্ঞরক্ষা করিলা তৎপর॥ জনকের ঘরে তবে গেলেন শ্রীরাম। তিনশত বীরে তবে আনে ধনুখান॥ বাম হাতে ধনুক ধরিয়া দিল চড়া। ভাঙ্গিলা শিবের ধনু করি অবলীলা॥ নির্ম্মাৎ শবদ তার উঠিল নিষ্ঠুর। নর নাগ ব্যাপিল কাঁপিল সুরাসুর॥ তবে সীতাদেবী বিভা কৈলা নারায়ণ। পরশুরামের সঙ্গে পথে দরশন॥ নিঃক্ষত্রিয় পৃথ্বী কৈল তিনসাত বার। তার দর্প হরিয়া রোধিলা স্বর্গ দ্বার॥ রাজ্য তেজি গেলা প্রভু বাপের বচনে। জানকী লক্ষ্মণ সঙ্গে ভ্রমিলেন বনে॥ খর দূষণেরে কাটে রাক্ষস প্রধান। সূর্পণখা রাক্ষসীর কাটে নাক কান॥ একেলা ধানুকী রাম এক ধনুঃ শর। চৌদ্দ সহস্র আর কাটে নিশাচর॥ শুনিয়া রাবণ রাজা জ্বলিল অন্তরে। মায়ামৃগী মারীচে পাঠায় ছলিবারে॥ আসিয়া কনক মৃগী দিল দরশনে। মৃগী অনুসারে গেলা সীতার বচনে॥ তপস্বীর বেশে সীতা হরিলরাবণ। মারীচ মারিয়া রাম মিলিলা তখন॥ সীতা না দেখিয়া রাম শোকে অচেতন। শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রমে বনেবন॥ শোকছলে প্রভু রাম জগতে বুঝায়। স্ত্রীসঙ্গে সব লোক এত দুঃখ পায়॥ সুগ্রীবের সঙ্গে তথা করিলা মিতালি। বিন্ধিয়া মারিলা তবে বালি মহা বলি॥ সুগ্রীবের সঙ্গে করি কটকসঞ্চয়। সীতার উদ্দেশ কৈল পবন তনয়॥ লঙ্কাতে পাঠান হনুমান মহাবল। শতেক যোজন পথ

ডিঙ্গাল সাগর। সাজিয়া রামের সেনা চলিলা সত্বর॥ শঙ্কর বিরিঞ্চি যার ধেয়ায় চরণ। সিন্ধুতীরে হেন প্রভু দিলা দরশন॥ ক্রোধেরাম চাহিলা ঈষৎ ভ্রুভঙ্গে। খুভিল সাগর তবে থরহরি অঙ্গে॥ তরাসিল কুম্ভীর মকর মীনচয়। মূর্ত্তিমান হয়ে সিন্ধু দিলা পরিচয়॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দুই পুজিলা চরণ। করযোড় করি সিন্ধু কি বলে বচন॥ জড়বুদ্ধি জলাশয় কি বলিতে পারে। প্রকৃতি পুরুষ তুমি মহা মহেশ্বরে॥ জাঙ্গাল বান্ধিয়া তুমি সুখে হও পার। পর্ব্বত আনিতে তবে চলিল বানর॥ নল নীল আদি তবে বানর প্রধান। অঙ্গদ কুমদ গয় গবাক্ষ হনুমান॥ পর্ব্বত আনিয়া কৈল সাগর বন্ধন। কপিগণ লয়ে পার হৈলা নারায়ণ॥ সুমেরু পর্ব্বতে রাম বসিয়া আপনে। বিভীষণ আসি তথা লইল শরণে॥ চৌদিগে বেড়িল সব বানর কটকে। চিন্তিত রাবণ রাজা পড়িয়া শঙ্কটে॥ কুম্ভ নিকুম্ভ অতিকায় কুম্ভকর্ণ। নরান্তক দেবান্তক ধুম্রাক্ষ অকম্পন॥ প্রহস্ত দুর্ম্মুখ মেঘনাদ আদি করি। কোটি কোটি রাক্ষসের সৈন্য অধিকারী॥ চতুরঙ্গ সেনা সাজি রণে আগুয়ান। বানর রাক্ষসে রণ বাজিল সংগ্রাম॥ সুগ্রীব লক্ষ্মণ হনুমান নল নীল। যত যত সেনাপতি রণে মহাবীর॥ গাছ পাথর লয়ে গদা মুষল মুদ্গরে। মারিল রাক্ষস সব আচড় কামড়ে॥ যতং সেনাপতি পড়িল সমরে। ইন্দ্রজিত কাটা গেল রণের ভিতরে॥ শুনিয়া রাবণ রাজা ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত। খাটেহৈতে লাফ দিয়া পড়ে আচম্বিত॥ চড়িয়া পুষ্পক রথে ধাইল সত্বরে। দিব্যরথ পাঠাইয়া দিলা পুরন্দরে॥ রাম রাবণেতে তবে বাজিল সংগ্রাম। হাসিয়া কি বলে তবে পুরুষ পুরাণ॥ আরেরে রাবণ তুই দুষ্ট দুরাচার। পুরুষ অধম তুই কুলের অঙ্গার॥ বৃথা তুই এতেক করিস অহঙ্কার। এখনে পাঠাব তোরে যমের দুয়ার॥ এতেক বলিয়া রাম পুরুষ পুরাণ। বামহাতে তুলিলা গাণ্ডীব ধনুখান॥ ধনুকে যুড়িয়া রাম অর্দ্ধচন্দ্রবাণ লীলায় ছাড়িল রাম ধনুক প্রধান॥ দশমুণ্ড কাটিয়া করিলা খানং। পড়িল রাবণ রাজা পর্ব্বত সমান॥ জয় জয় শবদ উঠিল ত্রিভুবনে। পতি লয়ে বিলাপ করয়ে নারীগণে॥ বিভীষণে রাজা করি লঙ্কাতে স্থাপিল। জানকী রাঘবে তবে দরশন হৈল॥ সীতা লয়ে গেলা রাম

রথ আরোহণে। হনূমান সুগ্রীব চলিলা বিভীষণে ॥ কোটিং চলিলা বানর সেনাপতি। রথে চড়ি যায় রাম ত্রিভুবনপতি ॥ সুরগণ কৈলা দিব্য পুষ্প বরিষণ ॥ আকাশ মণ্ডলে বাজে দুন্দুভী বাজন ॥ দেবগণ ব্রহ্মা আদি কৈল স্তুতিবাদ। চলিলা অযোধ্যাপুরী ত্রিদশের নাথ ॥ রাম আগমন কথা ভরত শুনিল। পাদুকা ধরিয়া শিরে আনন্দে চলিল ॥ বিবিধ সাজন সেনা বিবিধ বাজন। কোটি কোটি ছত্র ধ্বজ চামর সাজন ॥ অঞ্জলি উপরে দুই পাদুকা ধরিয়া। তবে সে প্রণাম কৈল চরণে পড়িয়া ॥ দুই হাতে তুলি রাম দিলা আলিঙ্গন। নয়ন আনন্দ জলে করাইল মাজ্জন ॥ প্রণাম করিল গুরু বৃদ্ধ দ্বিজগণে। তুষিলা সকল লোক বিনয় বচনে ॥ রাম দরশনে লোকের বাড়িল আনন্দ। বাহ্য পাসরিল লোক প্রেম অনুবন্ধ ॥ পুরাণ আতব কৈল পুষ্প বরিষণে। বসন ঢুলায় নাচে সব পুরজনে ॥ ভরত পাদুকা লয় শিরের উপরে। বিভীষণ সুগ্রীব রামেরে ছত্র ধরে ॥ শত্রুঘ্ন রামের ধরিল ধনুর্ব্বাণ। অঙ্গদ ধরিল খড়্গ রামের যোগান ॥ সীতাদেবী কমণ্ডলু লয়ে বামকরে। জাম্বুবান রামের কবচ শিরেধরে ॥ চড়িয়া পুষ্পকরথে ঠাকুর শ্রীরাম। অযোধ্যা প্রবেশ কৈলা পুরুষ পুরাণ ॥ প্রবেশ করিয়া নিজ পুরে ভগবান। মায়ের চরণে রাম করিলপ্রণাম বিমাতার চরণে করিয়া নমস্কার। একে একে পুরজনে কৈল সমাদর উদার চরিত্র রাম গুণের নিদান। ভকতবৎসল প্রভু পুরুষ পুরাণ ॥ নানাতীর্থ জল চারি সাগরের পানী। যতন করিয়া সব মুনিগণে আনি ॥ মহারাজ অভিষেক করিয়া যতনে। রাজরাজেশ্বর করি বসাইলা সিংহাসনে ॥ ধর্ম্মে প্রজা পালিয়া শাসিলা বসুমতি। সর্ব্ব জন আনন্দে রহিলা দিবা রাত্রি ॥ দুঃখ শোক জরা ব্যাধি অকাল মরণ। বলিতে না ছিল কিছু দুঃখের কথন ॥ আনন্দে পূরিত লোক রহে সর্ব্বকালে। সর্ব্বসুখে ছিল সবে রাম অবতারে ॥ নানা যজ্ঞ দানকরি বিবিধ বিধানে। আপনে আপনা রাম কৈলা আরাধনে ॥ অন্ন দান ভূমিদান বসন ভূষণ। বিবিধ দক্ষিণা দিয়া পূজিলা ব্রাহ্মণ ॥ দুষ্টজন দমন সুজন পরিত্রাণ। এইরূপে রাজ্যপদ করিলা শ্রীরাম ॥ আপনে বুঝিতে রাম লোকের চরিত্র। রজনী সময়ে রাম বুলে চারিভিত ॥ নগরে নগরে রাম ভ্রময়ে ত্বরিত। এক বাণী কুৎসিত শুনিলা আচ

স্মিত ॥ জানকী নহিস তুই আমি নহি রাম । রাম হেন হয়ে যেন কৈলা কুৎসা কাম ॥ রাবণ হরিল সীতা রাম তারে আনে । রাম হেন আমাকে দেখিস অনুমানে ॥ এসব বচন রাম শুনি নিজ কানে । লোক অপবাদ ভয় মানিলেন মনে ॥ তবে রাম বনবাসে জানকী পাঠায়ে । আপনে করিয়া কর্ম্ম লোকেরে বুঝায়ে ॥ বাল্মীকআশ্রমে দেবী থাকি কতকাল । লব কুশ নামে দুই জন্মিল কুমার ॥ মুনিবিদ্যা মানে দুই পুত্র সমর্পিয়া । পাতালে পশিলা দেবী ধরণী ভেদিয়া ॥ সীতার গমন শুনি রাম নৃপবর । হৃদয়ে ভাবিয়া শোক কান্দিলা বিস্তর ॥ স্ত্রী আর পুরুষ সঙ্গ দুঃখ মাত্র সার । লোক বুঝাইতে করেন এতেক প্রকার ॥ ত্রিদশসহস্র বর্ষ করি পরিমাণ । ব্রহ্মচর্য্য করি রাজ্য পালিলা শ্রীরাম ॥ ভকত হৃদয়ে পদযুগ আরোপিয়া । বৈকুণ্ঠে চলিলা প্রভু পৃথিবী তেজিয়া ॥ রামের অতুল যশ বিদিত সংসারে । লীলায় শরীর ধরি কৈলা অবতারে ॥ যে রাম দেখিল আসি ছিল সন্নিধানে রামের চরিত্র যেবা শুনিল শ্রবণে ॥ সকল অযোধ্যাবাসী নিল নিজ ধাম । গুণের নিদান হেন দয়ানিধি রাম ॥ শ্রীরাম চরিত্র যেবা শুনে সাবধানে । সর্ব্ব পাপ হরে তার দুঃখ বিমোচনে ॥ শ্রীরাম চরিত্র শুন সুধাধিক বাণী । শ্রীভাগবতাচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী ॥

অথ সূর্য্যবংশ উপাখ্যান ।

পয়ার । দশ পুত্র অথিনির সাত পুত্র তার । তার পুত্র নলনামে হৈল নৃপবর ॥ তার পুত্র জনমিল পুণ্ডরিক নামে । ক্ষেমধ তাহার পুত্র নৃপতি প্রধানে ॥ দেবলিক তার পুত্র নৃপতি সুধীর । অবিকত তার পুত্র হৈল মহাবীর ॥ পারিপাত্র তার পুত্র মহা মহেশ্বর । জনমিল তার পুত্র নামে বনচর ॥ তার পুত্র অর্ক তার পুত্র বজ্র নামে । সুগণ তনয় তার মহা অনুপামে ॥ তার পুত্র জনমিল তিরি নরপতি তাহার হিরণ্যনাভ নামেতে সন্ততি ॥ হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্পনাভ হৈল । ধ্রুব সন্নিধানে তার পুত্র জনমিল ॥ সুদন তনয় তার অগ্নি, বস্ত্র নামে । শীঘ্র নাম তার পুত্র মহাবলবানে ॥ মরুত তনয় তার মহা যোগেশ্বর । যোগবলে রাখে যে আপন কলেবর ॥ আছিলা কলাপ নামে অবিদিত রূপে । কলিযুগ পর্য্যন্ত থাকিব সেই ধ্রুবে ॥ সত্যযুগে সূর্য্যবংশ করিব বিস্তার । পদ্মসুত নামে তার জন্মিল কুমার

সিন্ধু নামে তার পুত্র নাম অকর্ষণ। মহাদ্যান নামে তার হইলনন্দন তার পুত্র বিশ্ববাহু নামে নরপতি। তাহার প্রেষেণজিত পুত্র মহা মতি॥ তারপুত্র আছিল তক্ষক নাম ধরে। বৃহদ্দন্ত নামে তার পুত্র মহাবলে॥ মারিল তোমার পুত্র সমর ভিতরে। কহিল ইক্ষাকুবংশ নৃপতি বিস্তারে॥বৃহদ্দন্ত পুত্র জম্মে বৃহদ্ধেতু নাম। জনমিল তারপুত্র প্রতিকাশ্ব নাম॥ সুপ্রতি তাহার পুত্র হৈল নরেশ্বর। মেরুদেব তার পুত্র পুণ্য কলেবর॥ সুলভ তাহার পুত্র হৈল নরপতি। কন্দরতনয় তার হইল উৎপত্তি॥ অন্তরীক্ষ তার পুত্র সুতপা তনয়। মিত্রজিত তার পুত্র হইল তনয়॥ বৃহদ্রজ তার পুত্র হৈল বক্রি নাম। জনমিল তার পুত্র ক্রতঞ্জয় নাম॥ সঞ্জয় তনয় তার হৈল মহাবল। সাক্ষ্য নামে তার পুত্র মহা কলেবর॥ সিদ্ধুত তনয় তার হৈল নরপতি। জন্মিল তাহার পুত্র নান্দন মহামতি॥ জন্মিল তাহার পুত্র প্রেষেণ জিত নামে। তাহার তনয় হৈল ক্ষুদ্রতব নামে॥ ক্ষুদ্রর তনয় হৈল কুবলয় নামে। কুবলয়ের তনয় সুরথ মতিমানে॥ সুনিত তনয়তার হৈল নরেশ্বর। সুমিত্রান্ত সূর্য্যবংশ কহিল সকল॥

অথ নিমিবংশ উপাখ্যান।

পয়ার। নিমি নামে রাজা হৈল ইক্ষাকু তনয়। মহাযজ্ঞ আর ম্ভিল নিমি মহাশয়॥ যজ্ঞ করিবারে নিমি বশিষ্ঠে বরিল। শুনিয়া বশিষ্ঠ মুনি তাহারে কহিল॥ প্রথমে বরিল মোরে ইন্দ্র নরপতি। তার যজ্ঞ করিয়া আসিব শীঘ্রগতি॥ প্রতীত না গেল রাজা মুনির বচনে। চিন্তিল জীবন ধন স্বপন সমানে॥ ব্রাহ্মণ আনিয়া যজ্ঞকৈল সমাধানে। বশিষ্ঠ আসিয়া ক্রোধ কৈল দৃঢ়মনে॥ গুরু অপমান তুই কৈলি অহঙ্কারে। এইক্ষণে তোমার পড়ুক কলেবরে॥ গুরুশাপে দেহপাত হৈল সেইক্ষণে। নিমি রাজা গেল তবে সাগর ভুবনে॥ দ্বিজগণে কৈল তার যজ্ঞসমাপনে। আসিয়া যজ্ঞের ভাগ নিল দেব গণে॥ দ্বিজগণে তার দেহ রাখিল যতনে। নিবেদন কৈল তবে দেব গণ স্থানে॥ নিমিরাজে জিয়াইল দেবগণ মেলি। তবে নিমিরাজা বলে করযোড় করি॥ মোর কাজ নাই আর শরীর বন্ধনে। এই বর মাগি সব দেবের চরণে॥ দেবগণ মেলি তবে দিলা এই বর। জন্মিল তাহার পুত্র মহা ধনুর্দ্ধর॥ জনমিল মথনে মথন নাম হৈল। বিদেহ

কারণে নাম বিদেহ ধরিল ।। জনমিল দেখিয়া জনক হৈল নাম ।
মিথিলা নগর তেঁহো কৈল নিরমাণ ।। তার পুত্র উদবেশ্ব নামে নর
পতি । নদীবদ্ধ তার পুত্র হৈল মহামতি ।। সুকেত তনয় তার পুত্র
দেবরাত । তারপুত্র বৃহদ্রজ হয় সুবিখ্যাত ।। তারপুত্র সুধৃত আছিল
নরেশ্বর । ধৃতকেতু পুত্র তার মহা ধনুর্দ্ধর ।। হর্য্যস্য তনয় তার পুত্র
মরু নাম । প্রতিচক তার পুত্র মহা বলবান ।। তার পুত্র আছিল বি
ধৃত মহাবীর । ক্রতচক তারপুত্র নামে দেবতির ।। বিধৃতির পুত্র জন
মিল মহাধৃতি । ধৃতিরতি তার পুত্র আছিলা নৃপতি ।। মহারমা পূর্ণ
রমা ক্রশরমা নাম । ক্রশরমা পুত্র তার শিবধ্বজ নাম ।। যজ্ঞ করি
বারে ভূমি চসিলা নৃপতি । লাঙ্গলে উঠিলা দেবী সীতা রূপবতী ।।
শিবধ্বজ নাম তার হৈল তেকারণে । সীতাদেবী লাঙ্গলে উঠিলা ভূমি
সনে ।। শিবধ্বজ পুত্র হৈল কুশধ্বজ নামে । ধর্ম্মধ্বজ পুত্র তার হৈলা
বলবানে ।। তার পুত্র মিত্রধ্বজ নামে নরপতি । খণ্ডিল তনয় তার
হৈল মহামতি ।। তারপুত্র জনমিল বীরভদ্র নাম । শতদ্যুম্ন পুত্রতার
মহা বলবান ।। মহাযুদ্ধ হৈল যাহে সুরাসুর ক্ষয় । সেই সে তাহার
কালযবন মহাশয় ।। সুতি নামে তার পুত্র হৈল নরপতি । তারপুত্র
সনদ্বাজ নামে মহামতি ।। উদ্ধকেত পুত্র তার মহা ধনুর্দ্ধর । পুরজিত
পুত্র তার পুণ্য কলেবর ।। তারপুত্র জনমিল অরিষ্টমি নাম । শ্রুতাশ্ব
তনয় তার নৃপতি প্রধান ।। চিত্ররথ তার পুত্র মহা নরেশ্বর । ক্ষেমা
নামে পুত্র তার পুণ্য কলেবর ।। তার পুত্র মায়ারথ নৃপতি প্রধান ।
সত্যরথ পুত্র তার মহা বলবান ।। উপাসন্ত পুত্র তার মহা নরপতি ।
উপগুপ্ত পুত্র তার রাজা মহামতি ।। তার পুত্র বসুনন্দ সুবিখ্যাত
নামে । প্রভার তনয় তার নৃপতি প্রধানে ।। শ্রুত নামে তার পুত্র
তার পুত্র ময় । বিজয় তনয় তার রিতি মহাশয় ।। রিতিপুত্র সুনক
শাসিল বসুমতি । ধৃতিহোত্র তার পুত্র তার পুত্র ধৃতি ।। বাহুলাস্য
তার পুত্র নামে নরেশ্বর । ক্বতি নামে তার পুত্র পুণ্য কলেবর ।।
নিমিবংশে জনমিল যত নরপতি । ধর্ম্ম পরায়ণ সবে দানে দৃঢমতি
একান্ত ভকতি করি ভজিল শ্রীহরি । অন্তকালে তনু তেজি গেলা বিষ্ণু
পুরী ।। তবে রাজা শুন তুমি যে কহিব আর । সাবধানে শুন চন্দ্র

বংশ অবতার ॥ গদাধর গুরু মহাধীর শিরোমণি। ভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী ॥

চন্দ্রবংশ উপাখ্যান।

পয়ার। প্রলয় সাগরে হরি অনন্তশয়নে। জনমিল চন্দ্রের তনয় বুধ নামে ॥ বুধের জনম কহি শুন পরীক্ষিত। বৃহস্পতি আছিলা দেবের পুরোহিত ॥ তারা নামে তার পত্নী পরম সুন্দরী। আনিলা হরিয়া তারে চন্দ্র অধিকারী ॥ বৃহস্পতি গেলা তবে চন্দ্র বিদ্যমানে মাগিল আপন ভার্য্যা অনেক যতনে ॥ তবু তারা না ছাড়িয়া দিলা শশধর। তারার কারণে তবে বাজিল সমর ॥ বাজিল তাহার সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম। আর যুদ্ধ নাহি হয় তাহার সমান ॥ তবে বৃহস্পতি গেলা ব্রহ্মার সদনে। এসব দুঃখের কথা কৈল নিবেদনে ॥ আপনি আসিয়া ব্রহ্মা ভৎসিল বিস্তর। তারাকে ছাড়িয়া তবে দিল শশধর ॥ ক্রুদ্ধ হৈল তারাকে দেখিয়া গর্ভবতি। বিস্তর ভৎসিয়া গালি দিলা বৃহস্পতি ॥ ছাড় গর্ভ আরেরে পাপিনী এইক্ষণে। গর্ভ প্রসবিল তবে পতির বচনে ॥ গর্ভ প্রসবিল হেন গৌর কলেবর। বৃহস্পতি চন্দ্রে তবে বাজিল সমর ॥ বৃহস্পতি বলে তোর পুত্র কোনদায়। চন্দ্র বলে হেন বোল বলিতে না জুয়ায় ॥ আপনার পুত্র বল নাহি বাস লাজ আমার তনয় নিতে হেন আছে সাধ ॥ দেবগণে ঋষিগণে তারাকে পুছিল। লাজে পড়ি তারা কিছু উত্তর না দিল ॥ উত্তর না দিলি কেনে আরেরে পাপিনী। সত্যকরি বল মিথ্যা না বলিহ বাণী ॥ কাহার তনয় তুমি কহ সত্যকরি। উত্তর না দিল কিছু তারাত সুন্দরী ॥ তবে ব্রহ্মা ডাকিয়া তারাকে আনিল। পিরিতি বচনে ব্রহ্মা তারারে পুছিল ॥ লাজে হেটমাতা করি বলে ধীরে ধীরে। চন্দ্রের তনয় দেব কহিল তোমারে ॥ তবে ব্রহ্মা বুধ নাম রাখিল তাহার। বরিয়া আনিল চন্দ্র আপন কুমার ॥ তারা লয়ে বৃহস্পতি গেলা নিজ ঘরে। ব্রহ্মা আদি দেব গেলা নিজ নিজ ঘরে ॥ পুররবা জনমিল বুধেরতনয় ইলার উদরে জনমিল মহাশয় ॥ তার রূপ গুণ শুনি উর্ব্বশী সুন্দরী। মিত্র বরুণের শাপে নারীরূপ ধরি ॥ পুররবা ভজিল ইন্দ্রের বিদ্যাধরী। না কহিল কিছু কথা সেসব বিস্তারি ॥ ছয়পুত্র জনমিল উর্ব্বশী উদরে। অশ্বশ্র তাশ্বত নাম জ্যেষ্ঠপুত্র ধরে ॥ রজবিজয় সত্য তাহার

প্রধান । বিজয় বংশের কথা কহিব এখন ।। জন্মিল কাঞ্চন নামে তাহার তনয় । হোত্রক তাহার পুত্র হৈল মহাশয় ।। হোত্রকের পুত্র জহ্নু বিদিত ভুবন । গণ্ডুষ করিয়া যেই গঙ্গা কৈল পান । জহ্নুর তনয় পুরু পুরুষ প্রধান । বালক তনয় তার মহা বলবান ।। অজয় তনয় তার ক্রসুতার সুত । তার পুত্র কুশাম্বুজ মহা বলযুত ।। বন্দ নামে তার পুত্র নাম ক্রশনাভ । গাধী নামে পুত্র তার হৈল মহাভাগ ।। তার কন্যা জনমিল সত্যবতী নামে । আসিয়া ঋচক মুনি মাগিলা আপনে ।। দেখিয়া কুৎসিত বর গাধী নরেশ্বর । ঋচকের তরে তবে দিলেন উত্তর ।। সহস্রেক ঘোড়া শুক্লবর্ণে শ্যামবর্ণ । যদি আনি দিতে তুমি পার তপোধন ।। তবে তুমি সত্যবতী কন্যা বিভাকর । একথা বুঝিয়া মুনি শীঘ্রকরি চল ।। চিন্তিয়া ঋচক মুনি বিচারিল মনে । মাগিল সহস্র ঘোড়া বরুণের স্থানে ।। সেইরূপ ঘোড়া আনি দিল জল চরে । ঘোড়া আনি দিল মুনি রাজার গোচরে ।। তবে রাজা কন্যা বিভা দিল শুভক্ষণে । সত্যবতী লয়ে মুনি গেলা উপবনে ।। অপুত্রক গাধীরাজা পুত্র নাহি হয় । ডাক দিয়া আনিল ঋচক মহাশয় ।। পুত্র কামনায় মুনিবরে আরাধিল । পুত্রের কারণে মুনি যজ্ঞ আরম্ভিল ।। দুই মন্ত্রে দুই চরু সাধিয়া বিধানে । স্নান করিবারে মুনি চলিলা আপনে ।। হেনকালে সত্যবতী কোন কর্ম্ম করে । আপনার চরু দিলা জননীর তরে ।। শ্রেষ্ঠচরু আপনার বুঝি অনুমানে । প্রেমভাবে দিল চরু মায়ের কারণে ।। আপনে মায়ের চরু করিলা ভক্ষণ । হেনকালে মহামুনি কৈলা আগমন ।। দেখিয়া দোহার কর্ম্ম মুনি যোগেশ্বর । ডাক দিয়া ভার্য্যা আনি ভৎসিলা বিস্তর ।। কি কারণে দুষ্টকর্ম্ম কৈলে এতবড় । জন্মিবে তোমার পুত্র মহাভয়ঙ্কর।।শান্ত দান্ত ব্রাহ্মণ হইবে তোর ভাই । দেব নিয়োজিত কার শকতি এড়াই ।। এবোল শুনিয়া কন্যা ভয় পায়ে মনে । পতিরে প্রসন্ন কৈল ধরিয়া চরণে ।। ভয়ঙ্কর পুত্র মোর নহুক উদরে । এবোল শুনিয়া বর দিলা যোগেশ্বরে । ভয়ঙ্কর পৌত্র হবে কুমার ব্রাহ্মণ ।। জামদগ্ন্য পুত্র তবে হৈল উপসন্ন ।। ঋচকের পুত্র জামদগ্ন্য তপোধনে । সত্যবতী গর্ভে জন্ম লভিলা আপনে ।। জামদগ্ন্য বিভা কৈল রেণুকা সুন্দরী । তার পাঁচপুত্র জনমিল মহাবলি ।। কনিষ্ঠ পরশুরাম বিষ্ণু অবতার । নিঃক্ষত্রিয় কৈল ক্ষিতি

তিনসাতবার ॥ যেরূপে ক্ষত্রিয় নাশ কৈল মহাবীর। তার কথা কহি শুন নৃপতি সুধীর ॥ হৈহয়বংশে রাজা কার্ত্তবীর্য্য নামে। দত্তা নারায়ণ তেঁহো কৈল আরাধনে ॥ তুষ্ট হয়ে দিলা বর সহস্রেক কর। রিপুঞ্জয় অব্যাহত গতি চরাচর ॥ অণিমাদি অষ্টসিদ্ধ অষ্টসূর্য্যগতি। নারায়ণপ্রসাদে লভিল প্রাণপতি ॥ বলদর্পে মহাগর্ব্ব বাড়িলতাহার দিব্য নারীগণ লয়ে করয়ে বিহার ॥ প্রভাতে উঠিয়া রাজা নর্ম্মদার জলে। দিব্য নারীগণ লয়ে জলক্রীড়া করে ॥ হাতে আচ্ছাদিয়া জল যখন রহায়। উজানের নদী জল দুকুলে ভাসায় ॥ তাহাতে শঙ্কর পুজে লঙ্কার রাবণ। দিব্য উপহারে সেবা করে আরাধন ॥ ফল ফুল গেল তার জলেতে ভাসিয়া। ক্রোধ করি যুদ্ধ কৈল রাবণ আসিয়া ॥ বান্ধিয়া রাবণে লয়ে রাখে কারাগারে। আসিয়া পৌলস্ত্যমুনি রাবণ উদ্ধারে ॥ এক দিন মৃগয়া করিতে গেলা বনে। উত্তরিলা জামদগ্ন্য মুনির সদনে ॥ সসৈন্যে পূজিলা মুনি অতিথিবিধানে। দিব্য অন্নপান দিয়া করাইল ভোজনে ॥ রাজ অভরণ দিল বসন ভূষণ। রাজপুরী রাজঘর রাজসিংহাসন ॥ হরিধ্যান ধেনু তার যোগবল ধরে। প্রসবিয়া দিল সব রাজ উপহারে ॥ অতুল সম্পদ তার দেখিয়া নৃপতি। মনে মনে চিন্তে রাজা কেমন যুকতি ॥ হরিধ্যান ধেনু রাজা নিল নিজপুরে। শুনিয়া পরশুরাম জ্বলিলা অন্তরে ॥ ধাইয়া পরশু হাতে মহা ধনুর্দ্ধর। পাছে রাম ধায় যেন দীপ্ত দিনকর ॥ পুর পরবেশ রাজা করে হেনকালে। উত্তরিলা ভৃগুবর পুরের দুয়ারে ॥ বাজিল তুমুল রণ অর্জ্জুনের সনে। কার্ত্তবীর্য্য যুদ্ধ কৈল সবল বাহনে ॥ শত অক্ষৌহিণী সেনা রণে ভয়ঙ্কর। কাটিল সকল সেনা একা ভৃগুবর ॥ কোটি কোটি রথ ঘোড়া পবন সঞ্চার। কোটি কোটি মহাগজ পর্ব্বত আকার ॥ কোটি কোটি মহাবীর বলেতে প্রচণ্ড। কাটিয়া রামের বাণে কৈল খণ্ডখণ্ড ॥ কাটা গেল সব সৈন্য রণের ভিতরে। রক্তেতে বহিল নদী শতশত ধারে ॥ দেখিয়া অর্জ্জুন রাজা সৈন্যের বিনাশ। ক্রোধ করি ধাইল যেন সূর্য্যের প্রকাশ ॥ পাঁচ শত হাতে পাঁচ শত শরাসন। পাঁচশত হাতে শর দীপ্ত হুতাশন ॥ পাঁচশত বাণ রাজা যোড়ে একেবারে। তবে মাথা কাটিয়া ফেলিয়া ভূমিতলে ॥ কার্ত্তবীর্য্য কাটা গেল রণের ভিতরে। অযুত তনয় তার পলায় সত্বরে ॥

কার্ত্তবীর্য্য হেন বীরে কাটিলা লীলায়। সবৎস আনিয়া ধেনু বাপেরে যোগায়॥ অর্জ্জুনে কাটিয়া রাম রাখে চমৎকার। ত্রিভুবনে রহিল রামের যশভার॥ জামদগ্ন্য বলে তবে শুন বৎস রাম। অকারণে কৈলে তুমি এই দুষ্যকাম॥ সর্ব্ব দেবময় রাজা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। ব্রাহ্মণের যুদ্ধকর্ম্ম উচিত না হয়॥ ক্ষমা সার ব্রাহ্মণের নহিব বিচার। ক্ষমায় সকল ধর্ম্ম পারি সাধিবার॥ ক্ষমা কৈলে তুষ্ট হয় প্রভু ভগবান। উচিত না হয় দ্বিজকুলে অভিমান॥ গুরু দ্বিজবধ সম রাজবধ করি। তীর্থপর্য্যটনে বাপু চল শীঘ্রকরি॥ তীর্থসেবা কর তুমি হরি গুরু ভজ। রাজবধ পাপ তুমি এইমতে ত্যজ॥ বাপের বচন শুনি রাম মহাবল। তীর্থ করিবারে তবে চলিলা সত্বর॥ কার্ত্তবীর্য্যেরকথা শুনিয়া বরুণ। মুনির সাক্ষাতে আসি কহিল বরুণ॥ স্থাবর জঙ্গম আদি গণিত ক্ষিতিতল। না কর না কর মুনি ক্ষমহ সকল॥ আপনার স্থানে গেলা বরুণ সাগর। হেনকালে চলিলা সে মুনির কুমার॥ বাপের আজ্ঞায় করি তীর্থপর্য্যটন। বৎসর পুরিল রাম কৈল আগমন। রেণুকা রামের মাতা পতিসেবা করে। এক দিন গেলা তেঁহো জলের বিহারে॥ দেখিল গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ নামে। দেবীগণ লয়ে ক্রীড়া করে দেবগণে॥ রেণুকা তাহাতে ক্ষণেক দিল চিত্ত। হোমকালমুনির রহিল আচম্বিত॥ সঙরিয়া পাছে ভয়ে হৈলা সচকিতা। জল ভরি শীঘ্র লয়ে গেলা রামমাতা॥ জলঘট রাখি মাতা ভয়েতে ব্যাকুলি। রহিল মুনির আগে যোড়হাত করি॥ দেখিয়া পত্নীর মুনি দুষ্ট ব্যবহার। পুত্রগণ নিকটে দেখিল আপনার॥ আজ্ঞা দিল শির কাটি ফেলাহ সত্বরে। বাপের বচনে কেহ না পারিল ডরে॥ বুঝিয়া বাপের চিত্ত রাম ভৃগুবর। দাণ্ডায় বাপের আগে যুড়ি দুইকর॥ পিতৃআজ্ঞা দিল রাম বিলম্ব না করে। সপুত্রে মায়ের মাথা শীঘ্র কাটি পাড়ে॥ বাপের বচনে রাম না কৈল বিলম্ব। কাটিয়া মায়ের মাথা কৈল দুই খণ্ড॥ ভাইগণ কাটিল বাপের বিদ্যমানে। সুখ দুঃখ কিছুই নহিল তার মনে॥ পুত্রের প্রভাব দেখি মুনি যোগেশ্বর। বরমাগ বরমাগ রাম ভৃগুবর॥ তোমা সম গুরুভক্তি লোক পরচার। করিলা শঙ্কট কর্ম্ম অতি চমৎকার॥ বরমাগ যে যে বর ইচ্ছা নরপতি। সেই বর

দিব আমি তপের শকতি ॥ রাম বলে সবে আমি চাহি এই বর। জিউক আমার মাতা সহ ভ্রাতৃবর ॥ তাসবে বধিল হেন নহে অও রণে। এই বর মাগি পিতা তোমার চরণে ॥ তুষ্ট হয়ে জামদগ্ন্য দিলা সেই বর। সেইক্ষণে জিল মাতা ভাই সহোদর ॥ এইরূপে বৈসে রাম পিতার আশ্রমে। ভাইগণে লয়ে বনে গেলা এক দিনে ॥ অর্জুনের তনয় অযুত দুরাচার। নিরবধি চিন্তিল রামের অপকার ॥ শোকেতে ব্যাকুল তারা পিতার মরণে। হেনকালে পশিল মুনির তপোবনে ॥ কাটিয়া মুনির শির নিল আচম্বিতে। রেণুকা রামের মাতা লাগিলা কান্দিতে ॥ রাম রাম বলিয়া কান্দিল উর্দ্ধঃস্বরে। মায়ের ক্রন্দন রাম শুনি হেনকালে ॥ ত্বরিতে আসিয়া দেখে বাপের মরণ। দুঃখ শোকে ভাইগণ হৈল অচেতন ॥ ভাইগণে সমর্পিয়া বাপের শরীর। পরশু ধরিয়া রাম ধায় মহাবীর ॥ বিক্রমের সীমা রাম বলে পরচণ্ড। কাটিয়া সকল রিপু করে খণ্ডং ॥ রিপু শির দিয়া মহাপর্ব্বত প্রমাণ। ক্ষত্রিয় রুধিরে শত শত নদী হৈল ॥ মহা ধনুর্দ্ধর রাম বিষ্ণু অবতার। নিঃক্ষত্রিয় কৈলা পৃথ্বী তিন সাত বার ॥ সেমন্ত পঞ্চক নামে ক্ষত্রিবধ কৈল। মহা পুণ্যতীর্থ করি জগৎস্থাপিল আনিয়া বাপের মাথা যুড়িয়া শরীরে। বাপেরে জীয়ায় রাম নিজ যোগবলে ॥ ক্ষত্রিয় মারিয়া বশ কৈল ক্ষিতিতল। শতশত যজ্ঞ কৈল পৃথিবী ভিতর ॥ আপনা আপনি রাম পুজিলা বিধানে। সসৈন্যে পৃথিবী দান কৈল দ্বিজগণে ॥ পুরুব পুরাণ রাম কমললোচন। বিক্রমে কেশরী রাম রিপু বিনাশন ॥ প্রচণ্ড কোদণ্ড ধরে দুরন্ত কুঠার। ক্ষত্রিয় বধিলা হরি রাম অবতার ॥ ক্ষত্রিয় বধিয়া রহে মহেন্দ্রপর্ব্বতে গন্ধর্ব্ব কিন্নরে স্তুতি করয়ে সাক্ষাতে ॥ কলিযুগ খণ্ডিলে দিবেন দরশনে। বেদ শাস্ত্র পরচার করিব আপনে ॥ কহিল পরশুরাম চরিত্র ব্যাখ্যান। সর্ব্ব ভুতপতি রাম পুরুষ পুরাণ ॥ গাধী নৃপতির কন্যা নামে সত্যবতী। নির্ণয় তাহার বংশ যাতে ভৃগুপতি ॥

বিশ্বামিত্র উপাখ্যান।

পয়ার। জনমিলা মহাতেজা গাধির কুমার। বিশ্বামিত্র নাম যার বিদিত সংসার ॥ তপের প্রতাপে বিপ্র হৈল মহাশয়। তার ঘরে জনমিল যতেক তনয় ॥ বিশ্বামিত্রের বংশ বিস্তার এই মতে।

বিস্তার করিয়া তাহা না পারি কহিতে ॥ বুধের কুমার হৈল পুররবা নাম। তার ছয় পুত্র জনমিল বলবান ॥ জ্যেষ্ঠপুত্র অস্ত নামেপুত্রের প্রধান। তার বংশ কহি রাজা শুন মতিমান ॥ জনমিল তার পুত্র পাঁচ মহামতি। সবার প্রধান তার নহুস নৃপতি ॥ তার সম রাজা না হইল ক্ষিতিতলে। তাহার প্রসাদে স্বর্গ পাইল পুরন্দরে ॥ দেবাসুরে যুদ্ধ কৈল দেবের ভবনে। দেবে যুদ্ধ হারিল জিনিল দৈত্যগণে ॥ রজি রাজা ভজিয়া আনিল পুরন্দরে। জিনিল অসুর বল নিজ বাহু বলে ॥ অসুর মারিয়া ইন্দ্রে দিল ত্রিভুবন। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব তবে কৈল সমর্পণ ॥ রজি রাজা না লইল ইন্দ্র অধিকার। এই রূপে রাজ্যভোগ কৈল চিরকাল ॥ তবে রাজা তনু তেজি গেল বিষ্ণুপুরী। পাঁচশত পুত্র তার হৈল মহাবলি ॥ ধরিয়া বাপের নাম ইন্দ্র অধিকারে। দেবগণ সহ তারা স্বর্গভোগ করে ॥ এই রূপে স্বর্গভোগ করি কত-কাল। বৃহস্পতি তবে তার চিন্তে পরকার ॥ যজ্ঞ করি তাসবার করি মতি ভঙ্গ। ধর্ম্ম অর্থ তেজি রাজা চলিলা কুসঙ্গ ॥ তবে ইন্দ্র পাঁচশত বধিল কুমার। দেবগণ লয়ে সুখে করে অধিকার ॥ এই রূপে হৈল রাজ বংশের বিনাশ। নহুষের বংশ কিছু করিল প্রকাশ ॥

যজাতি উপাখ্যান।

পয়ার। নহুষের ছয় পুত্র বিদিত সংসারে। যতি আর যজাতি শৃঞ্জিত নাম ধরে ॥ যজাতি বিজাতি আর কৃতবল নাম। নহুষের ছয় পুত্র আছিলা প্রধান ॥ জ্যেষ্ঠ পুত্র যজাতি যাতে হরি পরায়ণ বাপে রাজ্য দিল তাহে না পাতিল মনঃ ॥ নহুষ আছিল রাজা স্বর্গ অধিকারে। দ্বিজ শাপে হৈল তেঁহ সর্প কলেবরে ॥ যজাতি করয়ে তবে রাজ্যের পালন। চারি দিগে স্থাপিল কনিষ্ঠ ভাইগণ ॥ শুক্রের দুহিতা তেঁহো কৈল পরিণয়। মহাসুখে রাজ্যভোগ করে মহাশয় ॥ এবোল শুনিয়া রাজা হইল বিস্ময়। কেনে দ্বিজকন্যা রাজা কৈল পরিণয় ॥ শুকমুনি বলে রাজা কহিব কারণে। যে রূপে সম্বন্ধ হৈল ব্রাহ্মণের সনে ॥ বৃষপর্ব্ব রাজা নামে দৈত্য অধিকারী। আছিলা সর্ম্মিষ্ঠা নামে তাহার কুমারী ॥ এক দিন গেল কন্যা স্নান করিবারে। সখিগণ লয়্যা সঙ্গে নিজ পরিবারে ॥ দেবজানি নামে

কন্যা শুক্রের আছিল। সখী তাবে দুই জনে কৌতুকে চলিল॥ তীরের উপরে পরিধান বাস থুয়ে। জলকেলী কৈল তারা বিবসন হয়ে বহু ভাঁতি বহু বিধ বিবিধ খেলনে। জলকেলী করে তারা হরষিত মনে॥ হেনকালে শিবদেব কৈল আগমন। পার্ব্বতীর সনে তিহোঁ বৃষ আরোহণ॥ শিব দেখি সত্বরে উঠিল যত নারী। যার যেই বসন পরিলা ত্বরা করি॥ না জানিয়া সর্ম্মিষ্ঠে কৈল কোন কাম। দেবজানির বস্ত্র কৈল অঙ্গে পরিধান॥ তবে দেবজানি ক্রোধে জলিল অন্তরে। ক্রোধ করি দিল গালি কম্পিত অন্তরে॥ দেখ দেখ আরে রে পাপিনী উনমতি। দাসী জাতি তুই ছার কি তোর শকতি॥ কেন বেটী করিস এতেক অহঙ্কার। আমার বসনে তোর কোন অধিকার॥ সহজে ব্রাহ্মণের দাসী হয় শূদ্রজাতি। করিব বিপ্রের সেবা সবে দিন রাতি॥ ব্রাহ্মণের অবশেষ করিব আহার। কুকুরের মনে যেন পিণ্ডে অধিকার॥ তপোবলে রাখে সৃষ্টি ব্রাহ্মণ শকতি। ব্রাহ্মণ প্রসাদে সৃষ্টি করে প্রজাপতি॥ দ্বিজ মুখে বেদ পথ ধর্ম্ম পরচার। ইন্দ্র আদি দেবে যার করে পুরস্কার॥ আপনে প্রণাম যারে করে নারায়ণ। হেন দ্বিজকুলে বেটী তোর অপমান॥ ভৃগুবংশজাত আমি শুক্র হেন পিতা। শূদ্রের অধম তুই অসুর দুহিতা তুই ছার কৈলি মোর এত তিরস্কার। করিমু ইহার শাস্তি রহ কথো কাল॥ এবোল শুনিয়া বলে সর্ম্মিষ্ঠা কুমারী। আরে দ্বিচারিণী কেন হেন দিলি গালি॥ সহজে ব্রাহ্মণ জাতি ভিক্ষা মাগি খায়। কুকুরের সম গৃহস্থের মুখ চায়॥ যার ভাত খায়ে তুই জিয় এতকাল আমি মন্দ বলিতে তোমার অহঙ্কার॥ আমি শাস্তি করিতে রাখিব কার বাপে। প্রতিফল কর তোর দেখুক সর্ব্বলোকে॥ এই রূপে সর্ম্মিষ্ঠা ভৎসিয়া বিস্তর। তুলিয়া ফেলিল তাকে কূপের ভিতর সর্ম্মিষ্ঠা চলিয়া তবে গেলা নিজ পুরে। যজাতি মিলিল তবে হেন অবসরে॥ মৃগয়া করিতে তিহোঁ ভ্রমে বনে বনে। তথা উত্তরিল গিয়া জলের কারণে॥ বিবস্ত্রা কন্যা দেখি জলের ভিতরে। কৃপায়ে তুলিল তারে ধরি নিজ করে॥ দেবজানি বলে তবে শুন নরেশ্বর। পাণিগ্রহণ কৈলে তুমি দিয়া নিজ কর॥ তোমা বিনে পতি আর নহিব আমার। এবোল বুঝিয়া তুমি করহ বেভার॥ বিধির ঘটনা

কেবা করিব খণ্ডন। দৈববোগে তোমা সনে হৈল দরশন॥ এবোল বুঝিয়া রাজা ভাবিল বিস্ময়। নিজপুরে চলি গেলা চিন্তিত হৃদয়॥ তবে দেবজানি গেলা আপন ভবনে। কহিল সকল কথা বাপ বিদ্য মানে॥ এবোল শুনিয়া শুক্র বিস্মিত হৃদয়। অসুর গণেরে ক্রোধ কৈল অতিশয়॥ অসুর গণের আমি হই পুরোহিত। আমাকে করয়ে এত বড় অনুচিত॥ এ বোল বলিয়া কন্যা লৈয়া ক্রোধ মনে। তেজিয়া অসুর পুরী চলিলা তখনে॥ বৃষপর্ব্ব শুনি তবে এসব কা-হিনী। চরণে ধরিয়া গিয়া রাখে শুক্রমুনি॥ শুক্র বলে কভু আমি ক্রোধ নাহি করি। কন্যার বচন আমি ছাড়িতে না পারি॥ কন্যারে সন্তুষ্ট তুমি কর সাবধানে। তবে সে রহিতে পারি কন্যার বচনে॥ তবে বৃষপর্ব্ব রাজা কোন কর্ম্ম করে। দেবজানি চরণ ধরিল দুই করে দেবজানি বলে রাজা কহিব তোমারে। বাপে আমা বিভা লয়ে দিব যেই ঘরে॥ তোমার সর্ম্মিষ্ঠা কন্যা মোর দাসী হয়ে। করিব আমার সেবা সখীগণ লয়ে॥ তবে সে রহিতে পারি কহিল নিশ্চয় চিন্তিয়া ভাবিয়া তুমি বুঝহ হৃদয়॥ তার বাক্যে দৈত্যরাজ কৈল অঙ্গীকার। তবে শুক্র বাহুড়িয়া আইল আর বার॥ আনিল যজাতি রাজা করি শুভক্ষণে। দেবজানী বিভা দিল যজাতির সনে॥ সর্ম্মিষ্ঠা কুমারী তার দিলা দাসী করি। তবে শুক্রমুনি কহে বোল দুই চারি সর্ম্মিষ্ঠাকে কভু তুমি না নিবে শয়নে। আমার কন্যার তিহোঁ করিব পালনে॥ আপনার রাজ্যে রাজা চলিলা আপনে। অঙ্গীকার কৈল রাজা মুনির বচনে॥ এই রূপে দেবজানী আছে কতকাল। কথো দিন বই দুই জন্মিল সন্তান॥ সর্ম্মিষ্ঠা রাজার স্থানে কৈল নিবেদন। ভজিল তোমারে আমি সত্যের কারণ॥ তবে রাজা যজাতি চিন্তিয়ে মনে মনে। শুক্রের বচন চিত্তে করিয়ে সঙ্করণে॥ স্ত্রীজাতি ভজিলে ছাড়িতে না জুয়ায়। শুক্রের বচনে হবে কেমন উপায়॥ অদৃষ্ট মানিয়া তার পালিল বচন। তিন পুত্র তার গর্ভে হৈল উপসন্ন॥ যদু আর ঊর্ব্বসু নভিল দেবজানী। সর্ম্মিষ্ঠার কহিব যত পুত্রের কা-হিনী॥ দ্রুর্য্য অনুরূপা নামে তিন পুত্র হৈল। তা দেখিয়া দেবজানী মনে ক্রোধ কৈল॥ ক্রোধ করি গেল দেবী বাপের মন্দিরে। তার পাছে যজাতি চলিল ধীরে২॥ বিস্তর সাধিল তারে করিয়া বিনয়।

চরণে ধরিল তবু নহিল সদয়॥ সেই রূপে গেল দেবী বাপ বিদ্য-মানে। ক্রোধে শুক্র জ্বলে তবে কন্যার বচনে॥ ধিক ধিক আরে রাজা পুরুষ অধম। এত বড় স্ত্রীজিত তুই দুষ্ট জন॥ তোর দেহে করু গিয়া জরা পরবেশ। তিলেকে হররে যেন দিব্য রূপ বেশ॥ তবে রাজা যযাতি চিন্তিয়া মনে মনে। শুক্রমুনি সাধিল সে বিনয় বচনে॥ তৃপ্ত নাহি হয় মোর কামভোগ করি। তোমার দুহিতার প্রেম ছাড়িতে না পারি॥ আন দেহে করি যেন জরা আরোপণ। এই আজ্ঞা দেহ মোরে হইয়া প্রসন্ন॥ তবে এই বর তারে দিল মুনি বর। দেবজানী লয়া রাজা গেল নিজ ঘর॥ জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু তারে ডাক দিয়া আনে। কহিল সকল কথা পুত্র বিদ্যমানে॥ মোর জরা লয়ে তুমি রহ কথোকাল। তোমার যৌবন দেহ ভোগ করিবার॥ এবোল শুনিয়া যদু বলে কোন বাণী। কারে বলি সুখ দুঃখ একই না জানি॥ কামভোগ না করিয়া রহিব কেমনে। না পারি জরা অঙ্গে করিতে ধারণে॥ তবে রুজ উর্ব্বসু আনিল দয্য অনু। তা'সবারে সকল কহিল ধর্ম্মতনু॥ তারা সবে একে একে দিলেন উত্তর। কেন হেন বাণী তুমি বল নরেশ্বর॥ সুখভোগ না করিব যৌবন সময়ে। জরা লয়ে থাকিতে কাহার মন লয়ে॥ আমি সব না পারিব পালিতে বচন। তবে রাজা চিন্তিয়া রহিল কতক্ষণ॥ ডাক দিয়া পুরু নামে আনিল তনয়। সবার কনিষ্ঠ তেঁহ বুদ্ধি অতিশয়॥ আমার বচন বৎস করহ পালনে। তুমি জানি কর কর্ম্ম জ্যেষ্ঠের সমানে॥ জরা লয়ে তুমি বাপু রহ চিরকাল। তোমার যৌবন লয়ে করিব বিহার॥ এবোল শুনিয়া তবে পুত্র মহামতি। কহিল বাপের আগে করিয়া মিনতি॥ পুত্র সনে সবে এই দেখি প্রয়োজন। এক মন চিত্তে পালে বাপের বচন॥ চিন্তিতেই করে কর্ম্ম জানিব মধ্যম। অসন্তোষ করে কর্ম্ম জানিব অধম॥ বলিলেহ না করে কেবল মূত্র মল। এবোল বলিয়া পুরু পাতিল দুই কর॥ জরা লয়ে বাপের চলিল নিজ ঘর। তবে রাজা সুখভোগ করে চিরকাল॥ সপ্তদ্বীপ শাসিয়া স্থাপিল অধিকার॥ নানা যজ্ঞ করিয়া ভজিল শ্রীহরি। যোগেন্দ্র বন্দিত পদ নিজ চিত্তে ধরি॥ নানা রূপে সুখভোগ কৈল নিরন্তর। তবু তার সন্তোষ নহিল কলেবর॥ তবে রাজা দেখিল

আপন দুরাচার। আপনার চিত্তে কৈল আপনি বিচার॥ দেবজানী ডাকিয়া আনিল সন্নিধানে। ছলে কিছু কহিল আপন বিদ্যমানে॥ শুন দেবজানী এক অপরূপ কথা। কহিব তোমার আগে না করিহ ব্যথা॥ এক মহা ছাগল বেড়ায় বনে বনে। ছাগলির সনে হৈল কূপে দরশনে॥ ছাগলি উদ্ধারিতে ছাগ নানা যুক্তি করে। অনেক যতন করি তুলিল তাহারে॥ ছাগ দেখি ছাগলির হৈল অভিলাষ। তার সঙ্গে চিরকাল কৈল গৃহবাস॥ আর যত ছাগল লইয়া ছাগ রাজ। নিরন্তর ক্রীড়া করে ছাগলি সমাজ॥ দৈবযোগে এক ছাগি আছিল প্রধানা। কামভোগে হেথা আসি হৈল ভজমানা॥ তার সনে ছাগরাজ কৈল অভিভোগ। বড় ছাগি তাহা দেখি কৈল বড় ক্রোধ॥ দুষ্ট হেন নিজ পতি দেখিয়া তখনে। দুঃখ পায়্যা ছাগ ছাড়ি গেল নিজ স্থানে॥ লম্বা দাড়ি স্থূলবলবান বৃদ্ধছাগ। ছাড়িতে না পারি সে ছাগির অনুরাগ॥ বক বক বক বক শবদ করিয়া। পাছে পাছে যায় তার চরণে জড়ায়া॥ তবু কৃপা না করিল ছাগী দ্বিচারিণী। চরণে ঠেলিয়া পতি ফেলিল আপনি॥ পূর্ব্বে আছিল ছাগী এক দ্বিজ ঘরে। কহিল সকল কথা তাহার গোচরে॥ ছাগির বচন শুনি দ্বিজ ক্রোধ কৈল। কাটিল ছাগের অণ্ড বলহীন হৈল॥ তবে ছাগ ব্রাহ্মণ সন্তান পায়ে ধরি। উপায় করিয়া তবে বিপ্র রক্ষা করি॥ তবে শেষে ছাগী লৈয়া আইল আরবার। তার সনে সুখ ভোগ করি চিরকাল॥ তবু তার সুখভোগে নহিল সন্তোষ। সেই রূপে দুষ্ট জনু আমি অতি দোষ॥ আপনা না জানি আমি হৈয়া বিমোহিত। তোমার পিরিতি রসে সহজে বঞ্চিত॥ পৃথিবীর ধন ধান্য কনক রতন। পৃথিবীর যত নারী কুঞ্জর বাহন॥ সকল একত্র করি করি উপভোগ। তবু না দেখিয়ে আমি চিত্তের সন্তোষ॥ কামভোগ অভিলাষ না যায় খণ্ডন। ঘৃত দিলে তায় যেন বাড়ে হুতাশন॥ যাবত গোবিন্দ পদে নাহি যায় মতি। যাবত সকল জীবে না হয় পিরিতি॥ আমি মায়া পাশে যেন বঞ্চিত হৈলকাল। দন্ত কেশ গলে অঙ্গ গলয়ে সকল॥ বুদ্ধি বল টুটে মায়া বাড়ে নিরন্তর। জননী ভগিনী কিবা দুহিতার সঙ্গ। পণ্ডিতের তার সনে হয় মতি ভঙ্গ॥ এত সুখ ভোগ করি এতেক বৎসর। তবু মোর অভি

লাষ বাড়ে নিরন্তর ॥ ছাড়িব সকল সুখ ভোগ অভিলাষ। ভজিব গোবিন্দ পদ হৈব হরিদাস ॥ তেজিব সকল দেহ গেহ অহঙ্কার। বনে গিয়া এক মনে ভজিব দামোদর ॥ দেবজানী প্রবোধিল এত পরকারে। পুরু পুত্র রাজা কৈল নিজ অধিকারে ॥ দুর্য্যনামে পুত্র রাজা কৈল পূর্ব্বদিগে। জয়ু পুত্র চাপিল দক্ষিণ ভূমিভাগে॥ উর্ব্বসুরে দিল রাজ্য পশ্চিম সকল। অনু পুত্রে পাইল রাজ্য যতেক উত্তর ॥ চারি পুত্র স্থাপিল পুরুর বশ করি। চলিল যজাতি রাজা সব পরি হরি ॥ পুরুকে যৌবন দিল নিজ জরা লই। চলিলা যজাতি রাজা অবধুত হই ॥ ভক্তি ভাবে হরিপদ করিয়া চিন্তন। চলিলা বৈকুণ্ঠে রাজা টুটিল বন্ধন ॥ দেবজানী শুনিয়া এতেক রাজবাণী। বুঝিল সকল কথা চিত্তে অনুমানি ॥ স্বপন সমান হেন জানিল সংসার। তিলেকে ছাড়িল দেহ গেহ অহঙ্কার ॥ কৃষ্ণে মন নিযোজিল তেজিল জীবন। বিষ্ণুপদে প্রবেশিল টুটিল বন্ধন ॥ তবে রাজা পুরুবংশ কহিল বিস্তার। সেই পুরুবংশে বাপু জনম তোমার ॥ যে বংশে ভরত রাজা হৈল উপাদান। যার মাতা মহাসতী শকুন্তলা নাম ॥ সুযতু যাহারগীত জগতে পুজিত। ভরত নৃপতি সহ জগতে বিদিত বিষ্ণু অংশে অবতার শুদ্ধ সত্বময়। বিক্রম কেশরী রাজা প্রসন্ন হৃদয় ॥ পর্ব্বত সমান স্থির সমুদ্র গম্ভীর। সূর্য্য সম প্রতাপ প্রসন্ন যেন নীর ॥ ভরত রাজার যশঃ গায় ত্রিভুবনে। যার বংশে রন্তিদেব হৈল উপাদানে ॥

রন্তিদেব উপাখ্যান।

পয়ার। রন্তিদেব চরিত্র কহিব পুণ্য কথা। রন্তিদেব সমান ভুবনে নাহি দাতা ॥ সপ্তদ্বীপ ক্ষিতিতল রাজ্য অধিকার। তবে তার অবশেষ না রহে আহার ॥ যত যত ধন দ্রব্য হয় উপসন্ন। কিছু তার অবশেষ না করে রক্ষণ ॥ অষ্ট দিন অবধি কঠোর তপ করি। সবংশে রহিল রাজা উপবাস করি ॥ দিনে দিনে অবশেষ না রহে আহার। এই সে কারণে কিছু না করে আহার ॥ পারনা দিবসে তার মেলি বন্ধুগণে। ঘৃত দুগ্ধ পরমান্ন আনিল যতনে ॥ ভোজন করিতে রাজা হৈল উপসন্ন। হেনকালে আইল এক ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ ॥ আদরে পুজিয়া রাজা ভোজন করাই। পারণা করিব তবে

বন্ধুগণ লই ।। হেনকালে আইল এক দুর্গতত্রসয়ে। গণসহ অন্ন মোরে দেহএইক্ষণে।।বডদুঃখ পাইল তার কাতর বচনে ।অবশেষ অন্ন দিয়া করাইল ভোজনে ।। ভোজন করিয়া শূদ্র যায় কত দূর । ডাকিয়া ব লিল এক চণ্ডাল নিষ্ঠুর ।। অতিশয় ক্ষুধায় শরীর মোর দহে । দুঃখি কুটুম্বগণ আছে মোর সহে ।। তোমার সাক্ষাতে মুই হৈল উপসন্নে । গণসহ অন্ন মোরে দেহ এইক্ষণে ।। দুঃখবাণী শুনি রাজা বড দুঃখ পা ইল। যত কিছু আছিল সকল তারে দিল ।। এক জন পিয়ে হেন অব শেষ জল । সবে এই রহিল সে রাজার গোচর ।। হেনকালে আইল এক দুঃখিত চামার । জল দিয়া রাখ রাজা জীবন আমার ।। করুণা বচনে দুঃখ পাইল অতিশয় । সেই জল দিয়া তারে প্রসন্ন হৃদয় ।। তবে রাজা নিবেদিল কৃষ্ণের চরণে । সকল সম্পদ মোর নাহি প্রয়ো জনে ।। অষ্টসিদ্ধ অষ্টনিধি নহুক আমার । মোক্ষপদ নাহি মাগ চর ণে তোমার ।। এই বর মাগি সবে তোমার চরণে । সর্ব্ব লোক সুখী হউক এই জল পানে ।। এবোল বলিয়া রাজা রহিল ধেয়ানে । ইন্দ্র আদি দেবগণ দিলা দরশনে ।। ইন্দ্র আদি আসি সবে নানা মায়া করি । তোমা পরীক্ষিল রাজা নানা মূর্ত্তি ধরি ।। তবে রাজা দেবগণে করি নমস্কার । করযোড করিয়া করিল পরিহার ।। কৃষ্ণে আরোপিত চিত্ত কৈল দৃঢমতে । হেন রন্তিদেব রাজা আছিল জগতে ।। সেই পুরু বংশে রাজা দ্রুপদ উৎপতি । দ্রৌপদী যাহার কন্যা নামে গুণবতী ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি যার পুত্র বলবান । হেন রাজা দ্রুপদ যাতে তুমি উপা দান ।। কৃপাচার্য্য হৈল তাহে মহাধনুর্দ্ধর । হেনপুরুবংশ বাপু মহিমা সাগর ।। এই বংশে শিশুপাল হৈল উপসন্ন । এই বংশে জরাসন্ধ রাজার জনম ।। এই বংশে জনমিল শান্তনুনৃপতি । একচক্রে শাসিল সকল বসুমতি ।। গঙ্গাদেবী পত্নী যার পতিত পাবনী । ভীষ্ম হেন পুত্র যার নরলোকমণি ।। যার পত্নী সত্যবতী দাসের দুহিতা । চিত্রা ঙ্গদ বিচিত্রবীর্য্যের জন্ম যথা ।। সেই সত্যবতী গর্ভে জনমিলা ব্যাস । যাহা হৈতে জগতে সকল পরকাশ ।। চিত্রাঙ্গদ পুত্র তার মৈল কত কালে । বিচিত্রবীর্য্যের কথা কহিব তোমারে ।। বিচিত্রবীর্য্যের দুই আছিল বনিতা । অম্বা অম্বালিকা কাশীরাজার দুহিতা ।। তাসবার

সঙ্গে বহু করিল ভ্রমণ। বক্ষাকাস হয়ে তেঁহ হৈল তেকারণ॥ সত্য বতী কারণে ব্যাসের আগমন। ব্যাসদেব তিন পুত্র কৈল উপসন্ন॥ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু আর বিদুর সুধীর। তিন পুত্র ক্ষিতিতলে হৈল মহা বীর॥ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র হৈল মহাবল। গান্ধারী উদরে শত পুত্র ধনুর্দ্ধর॥ জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্য্যোধন বিদিত সংসার। জনমিয়া যতকর্ম্ম করে দুরাচার॥ মৃগয়া করিতে পাণ্ডু ব্রাহ্মণে শাপিল। তেকারণে স্ত্রীসম্ভাষণ বিবর্জ্জিল॥ ধর্ম্ম হৈতে জনমিল রাজা যুধিষ্ঠির। পবন জনম দিল ভীম মহাবীর॥ ইন্দ্র হৈতে অর্জুন বীরের উপাদান। তিনপুত্র কুন্তী গর্ভে মহা বলবান॥ সহদেব নকুল বীর মাদ্রীগর্ভে হৈল। অশ্বিনী কুমার আসি দোঁহে জন্ম দিল॥ অর্জ্জুনের পুত্র হৈল সুভদ্রা উদরে। অভিমন্যু নাম তার বিদিত সংসারে॥ তার পুত্র তুমি বাপু পুরুষ রতন। উত্তরার গর্ভে তুমি লভিলে জনম। অশ্বথামা ব্রহ্মঅস্ত্র মারিল উদরে। চক্র অস্ত্র কাটিয়া রাখিলা গদাধরে॥ জনমেজয় আদি করি তনয় তোমার। সর্পযজ্ঞ করি সর্প করিল সংহার॥ পুরুবংশ পুত্রের সে কিবা আদি অন্ত। কহিল সংক্ষেপে কিছু শকতিপর্য্যন্ত॥ ভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী। যার গুরু গদাধর ধীর শিরোমণি॥

ইতি শ্রীভাগবতে নবমস্কন্ধ সংপূর্ণং।

অথ দশমস্কন্ধারম্ভ।

নমো নমো গুরুর চরণে নমস্কার। মুনীন্দ্র বন্দিত পদ নীল কলেবর॥ শুক মুনির চরণে মোহর পরণাম। যাহার কৃপায় ভাগবত উপাদান॥ দেব দ্বিজ চরণে করিয়া পরণতি। কৃষ্ণ গুণ অপার রচিব যথামতি॥ নমো নারায়ণের চরণে পরণাম। ব্রহ্মাণ্ড প্রলয় স্থিতি প্রলয় নিদান॥ পুরুষ পুরাণ হরি অনাদি নিধন। লীলা অবতারে করে ভকত তারণ॥ চরণ পঙ্কজে নাথ করিয়া প্রণাম। কথা ছলে ভাগবত করিব বাখান॥

মল্লার।

জয়২ জগত নিবাস হৃষিকেশ। জয়২ ভকতকুল মলীন নিদেশ॥

জয় জয় মুনীন্দ্র মানস সুখানন্দ। জয় জয় কমলা লালিত পদদ্বন্দ্ব ।। জয় জয় গুণনিধি প্রসন্ন হৃদয়। জয় জয় ভকতবৎসল রসময় ।। জয় জয় যদুকুল কমল ভাস্কর। জয় রিপুদলন কেশরী কুঞ্জর ।। জয় জয় মহাভয় দুরিতভঞ্জন। জয় জয় প্রচণ্ড পাষণ্ড খণ্ডন ।। জয় জয় অসুর কুঞ্জর মহাসিংহ। জয় জয় ব্রজবধুর সরোরুহ ভঙ্গ ।। জয়২ যোগেন্দ্র মানস পরমহংস। জয় জয় ভক্তকুল পবিত্রম বংশ ।। জয় জয় জগত পাবন গুণধাম। জয় জয় শ্রুতি বাণী অগোচর নাম ।। জয়২ বিলাস পুরুষ লক্ষ্মীকান্ত। জয় জয় ভক্তকুল বৎসল নিতান্ত ।। জয় জয় দিব্য মৎস্য আদি অবতার। জয় মহাকূর্ম্ম ক্ষীরজলধি বিহার ।। জয় যজ্ঞ অবতার বরাহ মূরতি। জয় নরসিংহ দিব্য অনন্ত শকতি ।। জয়দিব্য পরাক্রম অদ্ভুত বামন। জয় ভৃগুপতি ক্ষত্রিকুল বিনাশন ।। জয়২ রঘুনাথ রাম অবতার। জয় হলধর রাম বিপক্ষ বিদার ।। জয় বুদ্ধ অবতার অসুর মোহন। জয় কল্কীরূপে ম্লেচ্ছকুল বিনাশন ।। জয় পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ বিচিত্র বিহার। জয় জগন্নাথ নীলাচলে অবতার ।। জয় শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র চৈতন্য মূরতি। প্রেমভক্তি দাতা প্রভু অগতিরগতি ।। তবে কহি শুন লোক কৃষ্ণের চরিত্র। অশেষ দুরিত হরে পরমপবিত্র পরীক্ষিত মহারাজ ভকত প্রধান। শুকের সাক্ষাতে জিজ্ঞাসিল মতি মান ।। চন্দ্রবংশ সূর্য্যবংশ কহিলে সকল। দুই বংশে জন্মিল যতেক মহীপাল ।। তাসবার অদভুত কহিলে চরিত্র। তাহে যদুবংশ হরি করিলা পবিত্র ।। সেই যদুবংশে হরি করি অবতার। কোনরূপে কৈল কর্ম্ম আনন্দবিহার ।। জগতের আত্মা প্রভু এক ভগবান। যাঁহা হৈতে হৈল মহারস উপাদান ।। হেন প্রভু কি কারণে ধরে নরবেশ। তাঁর গুণ কর্ম্ম কিছু কহিবে বিশেষ ।। কৃষ্ণকথা সম সুখ নাহি মুক্তিপদে। তেকারণে ভক্তি লোক কহে উচ্চনাদে ।। ভক্তিপদ পাইতে যার বি শেষ যতন। তারা সব কৃষ্ণকথা গায় অনুক্ষণ ।। পরম ঔষধ এই ভব নিবারণ। সদত কীর্ত্তন করে ভবভীত জন ।। হরিকথা গুণ নাম শ্রুতি মনোহর। বিষয়লম্পট জনে শুনে নিরন্তর ।। কৃষ্ণকথা শ্রবণে যাহার নাহি মতি। কেবল না শুনে অচেতন আত্মঘাতি ।। যুধিষ্ঠির আদি মোর পিতামহগণ। কৃষ্ণকথা শ্রোত্রে তার কৈল আরোহণে ।। কুরু সৈন্য গভীর সাগর ভয়ঙ্কর। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ আদি ঘোরতর ।।

বৎসপাদ নৌকা করি তরিলা সমরে । হেনরূপে কৈলা হরি বংশের উদ্ধারে ॥ বংশ হেতু রক্ষা মোর এই কলেবর। অশ্বথামা ব্রহ্ম অস্ত্রে পুড়িল সকল ॥ শরণ লইল মাতা প্রভুর চরণে। চক্রে অস্ত্র কাটি প্রভু রাখিল আপনে ॥ কালরূপে সেই প্রভু করিয়া সংহার। অন্তর্যামী রূপে করে ভকত উদ্ধার। মায়ায় মানুষরূপে করেন বিহার ॥ তাঁর গুণ কথা কহ করিয়া বিস্তার ॥ হেন শুনি রোহিণীর পুত্র বলরাম। কিরূপে দৈবকী গর্ভে হৈল উপাদান ॥ এক রূপ দুই গর্ভে কি রূপে প্রবেশে। কহিবে এসব তুমি কৌতুক বিশেষে ॥ কেনবা জন্মিলা হরি দৈবকী উদরে । কেমন করিয়া গিয়া রহিলা গোকুলে ॥ কিবা কর্ম্ম কৈল কৃষ্ণ গোকুলে থাকিয়া। কোন কর্ম্ম কৈল তবে মধুপুরী গিয়া ॥ সাক্ষাতে মাতুল বধ কৈলা কি কারণে । প্রভুর নিন্দিত কর্ম্ম কোন প্রয়োজনে ॥ নরলীলা প্রকাশিলা কতেক দিবস। যদুকুলে কোন কর্ম্ম করিলা প্রকাশ ॥ কত রাজকন্যা হৈল প্রভুর রমণী। আর যত২কর্ম্ম কৈলা চক্রপাণি ॥ সকল কহিবে গুরু করিয়া বিস্তার। মহা যোগেশ্বর মোর কর প্রতিকার ॥ সাত দিন রাত্রি আমি না খাইল জল। তথাচ ক্ষুধায় মোর না পীড়ে কলেবর ॥ তোমার বদন সরোরুহ বিগলিত পান করাহ হরিকথা সুললিত ॥ এই কথা কহে সূত নৈমিষঅরণ্যে। সৌনকাদি মুনিগণ শুনে এক মনে ॥ শুক যোগেশ্বর শুনি রাজার বচন। কহিব কৃষ্ণের গুণ হয়ে সাবধান ॥ সাধু সাধু করি তারে করিল বাখান । কহিতে আরম্ভ কৈলা ভকত প্রধান ॥ ভাল ভাল নিশ্চয় করিলে নরপতি। গোবিন্দ কথায় তুমি কৈলে দৃঢমতি ॥ কৃষ্ণকথা প্রশ্ন ফল কহিব তোমারে। জিজ্ঞাসা করিলে মাত্র সর্ব্ব পাপ হরে ॥ কংস জরাসন্ধ্য আদি নৃপ রূপ ধরি । দৈত্যগণে ব্যাপিলেক বসুধা নগরি ॥ তাসবার ভয়ে বসু করিয়া ক্রন্দন । পৃথিবী লইলা গিয়া ব্রহ্মার শরণ ॥

ছন্দান্তর। সুরাসুর দম্ভি, যত দৈত্যগণ, নিকর দুরন্ত দারুণে। সেসব ক্ষিতিপতি হলে, জনম লভিল ইবে, ক্ষিতিতল সংহারকারণে দেব চতুরাননে, ধনী করে নিবেদনে, গোরূপ ধরিয়া ধরিণী । গো রূপ ধরণী, ক্ষীণতনু দুঃখিনী, তিল এক কর অবধানি ॥ অসুরের ভার ভর, সহিতে না পারি আর, পরবেশি রহিমু পাতালে। এবোল

শুনিয়া দেব, ত্রৈলোক্য ধরণীধর, উদ্ধারিতে কর পরকারে ॥ নাহি তপ নাহি জপ, গো ব্রাহ্মণ হুতাশন, নাহি কার আশ্রম আচার। সর্ব্ব কর্ম্ম বিনাশিল, তিন লোক আচ্ছাদিল, নাহি বেদ বিধি পরচার কংস জরাসন্ধ্য আদি, তার পরাক্রম দেখি, পদভর সহন না যায়। কহেন সব ধরণী, এ সব করুণা বাণী, শুনি ব্রহ্মা চিন্তিল উপায় ॥

খর্ব্বছন্দ। ইন্দ্র আদি দেবগণ করিয়া সংহতি। চলিলা চতুরানন সঙ্গে বসুমতী ॥ চলিলা কমলাসন সঙ্গে মহেশ্বর। ক্ষীরজলনিধি যথা প্রভু গদাধর ॥ বেদমন্ত্রে স্তুতি কৈল যত দেবগণে। সমাধি করিয়া ব্রহ্মা রহিল ধেয়ানে ॥ শুনিলা আকাশবাণী গগণমণ্ডলে। সমাধি ভাঙ্গিয়া ব্রহ্মা বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥ শুন শুন দেবগণ ঈশ্বরের বাণী। আপনে কহিলা যত প্রভু চক্রপাণি ॥ পৃথিবীর দুঃখ প্রভু জানেন আপনে। পুরুবে কহিলা প্রভু তার সমাধানে ॥ তুমি সব জন্ম লহ গিয়া যদুবংশে। সবেই জনম গিয়া নিজ নিজ অংশে ॥ বসুদেব ঘরে গিয়া দৈবকী উদরে। অবতার করিব প্রভু আপনে ক্ষিতিতলে দিব্য মূর্ত্তি আছে যত দেবতা সুন্দরী। জনম লহুক গিয়া নররূপ ধরি অনন্ত ধরণীধর সহস্র বদন। প্রথমে আসিয়া তেঁহ লভিবে জনম ॥ বিষ্ণুমায়া ভগবতী জগত মোহিনী। আপনেই আজ্ঞা তাঁরে দিলা চক্রপাণি ॥ কার্য্য সাধিবারে তিঁহ জন্মিব আপনে। এবোল বুঝিয়া দেব চলে নিজ স্থানে ॥ পৃথিবী পাঠায়া দিলা করিয়া আশ্বাস। তবে ব্রহ্মা চলিলা আপন নিজ বাস ॥ সুরসেন নামে ব্রহ্মা মধুপুর বাসি। রাজধানী নাম তার সেই হেতু ঘুষি ॥ যে মথুরাপুরে কৃষ্ণ নিত্য সন্নিধান। তাহাতে আছিল এক বসুদেব নাম ॥ উগ্রসেন নামে এক আছিলা নৃপতি। তার ভাই আছিল দেবক মহামতি ॥ দেবক দৈবকী নাম কন্যার বিবাহে। ডাকিয়াত বসুদেব আনিল উৎসাহে ॥ বসুদেব আনিয়া পূজিলা মতিমান। বিধি অনুসারে তারে দিলা কন্যা দান ॥ বহুমূল্য ধন দিলা যৌতুক নিমিত্তে। কন্যা বর তুলি তবে দিল দিব্যরথে ॥ চারি শত মত্তগজ কাঞ্চনে ভুষিত। সাজিয়ে রথের আগে কৈল নিযোজিত ॥ অষ্টাদশ শত রথ কাঞ্চনে নির্ম্মাণ। পঞ্চদশ শত ঘোড়া দিলা আগুয়ান ॥ দুইশত দাসী দিলা ভুষণে ভুষিয়া। কন্যা সমর্পণ কৈল বিনয় করিয়া ॥ শঙ্খ ভেরী দুন্দু

ভী মৃদঙ্গ কাহাল। দেববাদ্য নরবাদ্য বাজে সুমঙ্গল॥ উগ্রসেন সুত সুর রাজা কংস নামে। রথের সারথি হয়ে চলিলা আপনে॥ ধরিল ঘোড়ার বাগ ভগিনী সদয়। অন্তরীক্ষে বাণী হৈল হেনই সময়॥ যাহারে বহিস আরে অবোধ শেখর। তার গর্ভে হবে তোর মরণ নিশ্চল॥ ইহার অষ্টম গর্ভে তোমার মরণ। না বুঝিয়া কুমতি বহিস অকারণ॥ এবোল শুনিয়া কংস কুলের অঙ্গার। খলমতি মহাপাপ ক্রূর দুরাচার॥ তীক্ষ্ণখড়্গ হাতে ধরি উঠিলা সত্বরে। লাফ দিয়া ধরে গিয়া ভগিনীর চুলে॥ ভয়ে বসুদেব দেখি কংসের ব্যবহার। নির্লজ্জ পাপীষ্ঠ কংস পাপ দুরাচার॥ প্রকাশিত মুখপদ্ম অন্তরে দুঃখিত। বসুদেব বলে তবে সময় উচিত॥ তোমা হৈতে যশ বিস্তারিত ভোজবংশে। বীরগণ নিরবধি তোমারে প্রশংসে॥ তুমি কংস মহাবল পৃথিবী বিখ্যাত। তুমি কেন হেন কর্ম্ম করিবে সাক্ষাৎ॥ একেত ভগিনী আর তাহাতে স্ত্রীবধ। বিবাহ উৎসব তাহে হেন অপযশ॥ যদি বল আপনার মরণ খণ্ডাই। কোন মতে কার কভু মৃত্যু না এড়াই॥ শরীরের সনে মৃত্যু জনমে সবার॥ এখনে মরুক কিম্বা থাকি কতকাল॥ অবশ্য মরণ ধ্রুব কভু নহে আন। এবোল শুনিয়া ক্রোধ ছাড় মতিমান॥ এদেহ ছাড়িলে যার না হয় শরীর। হেন না বলিহ তুমি শুন মহাবীর॥ অন্য দেহ পায়ে জীব পুর্ব্ব দেহ ছাড়ে। অদৃষ্ট অধীন জীব অদৃষ্টে সঞ্চারে॥ এক পদ ছাড়ি যেন আর পদ তুলি। জোঁকে তৃণ ছাড়ি যেন আর তৃণ ধরি॥ জাগিতেই যেহ রূপ হয় দরশন। ইন্দ্রপদ সুখভোগ শুনয়ে শ্রবণ॥ শয়ন করিয়া যেই করয়ে ধেয়ান। স্বপনেই সেইরূপ দেখে বিদ্যমান॥ আপনেই ইন্দ্র হয় আপনেই রাজা। আপনার পুর্ব্বদেহ পাসরে সে প্রজা॥ যেদেহ চিন্তিয়া মন করয়ে আশ্রয়। সেই দেহ জীবের জনম গিয়া হয়॥ উত্তম অধম দেহ অদৃষ্ট প্রধান। অদৃষ্ট যে করে সেই কভু নহে আন এক চন্দ্র এক সূর্য্য প্রকাশ স্বরূপ। জল ভেদে সেই যেন দেখে নানা রূপ॥ বায়ু বেগে তরু যেন চলন কম্পন। বিচারিলে যত কিছু দেখি যেন ভ্রম॥ এই রূপে নিত্য জীব অজর অমর। ঈশ্বরের অংশ জীব ঈশ্বর কিঙ্কর॥ মায়া বিরচিত দেহ করি অনুরাগ। দেহে ধর্ম্মে আপ না পাসরে মহাভাগ॥ যে পুনঃ পণ্ডিত সেই করিব বিচার। জানিয়া

জা করে কভু পর উপকার ॥ পর হিংসা করে যেবা কুশল কারণে। সেই হিংসা ভয় তার অবশ্য জনমে ॥ এ তোমার কনিষ্ঠা ভাগিনী অচেতনা। ইহাকে না মার তুমি শিশু বুদ্ধি হীনা ॥ সাম ভেদে বসুদেব কৈল এত স্তুতি। তবু সে সদয় নহে কংস পাপমতি ॥ তবে বসুদেব তার বুঝিয়া হৃদয়। মনে মনে যুকতি চিন্তিল মহাশয় অশুভ চিন্তিতে করি কালের হরণে। উপায় দেখিয়ে সবে এই সে এক্ষণে ॥ যখন আসিয়া মৃত্যু হয় উপসন্ন। বুদ্ধি বলে নিবারিব করিয়া যতন ॥ তবু মৃত্যুপদ যদি খণ্ডিতে না পারি। তবে আর আপনার দোষ নাহি ধরি ॥ যত পুত্র দৈবকীর হয় উপসন্ন। সকল করিব লৈয়া কংস সমর্পণ ॥ এ বোল বলিয়া করি দৈবকীর রক্ষা। সংপ্রতি এখন করি মরণ প্রতীক্ষা ॥ পুত্র জনমিব যদি ইহার উদরে। তার হস্তে মৃত্যু যদি থাকয়ে কংসেরে ॥ অবশ্য মারিব কংস মোর পুত্র বরে। বিধাতার গতি কেবা বুঝিবারে পারে ॥ সংপ্রতি এখন করি মৃত্যু নিবারণ। কোন মতে অবশ্য হবে কংসের মরণ ॥ আগুণ লাগিলে যেন পোড়ে কাষ্ঠচয়। দৈবযোগে তার মধ্যে কোন কাষ্ঠ রয় ॥ নিকটে থাকিলে ঘর ঘর গিয়া পোড়ে। অদৃষ্টে যাহার যেন তেন ফল ধরে ॥ এই রূপ শরীরের সংযোগ বিচ্ছেদ। অদৃষ্ট কারণ বিনা কিছু নাহি ভেদ ॥ এইরূপে বিমরিষ করিয়া হৃদয়। বলিতে লাগিলা বসুদেব মহাশয় ॥ দৈবকীর কেশ বন্ধ দিলেক ছাড়িয়া। বসুদেব ঘরে গেল কংস প্রশংসিয়া ॥ কত কাল রহি তবে দৈবকী উদরে। ছয় পুত্র জনমিল বৎসরে বৎসরে ॥ সপ্তমেতে এক কন্যা হৈল উপাদান। প্রথম পুত্রের হৈল কীর্ত্তিবন্ত নাম ॥ ভয়যুত বসুদেব সত্যের বচনে। পুত্র সমর্পিল লয়ে কংস বিদ্যমানে ॥ সাধু জনার নাহি দুঃখ এ ঘোর সংসারে। অধর্ম্মের অপেক্ষা পণ্ডিত নাহি করে ॥ কোন দুষ্ট জনে করে এ সব কুকর্ম্ম। ভকত না করে কভু অসত্য অধর্ম্ম ॥ তার সত্য ধর্ম্ম দেখি কংস যুবরাজ। কহিল বিনয় করি মনে পায়ে লাজ ॥ ইহাতে আমার নাহিক কোন ভয়। ঘরে লয়ে যাহ তুমি আপন তনয় ॥ অষ্টম গর্ভের পুত্র হৈবে তোমার। তাহা হতে মৃত্যুভয় আছয়ে আমার ॥ পুত্র লয়ে বসুদেব তখন। প্রতীত নহিল তবু দুষ্টের বচনে ॥ হেনকালে

আসিয়া নারদ তপোধন। কহিল কংসের তরে মন্ত্রণা বচন ॥ নন্দ আদি গোপ যত গোকুলে বসতি। সপুত্র বান্ধবে তার যতেক যুবতী যদুকুলে তোমার যতেক বন্ধু আছে। বসুদেব আদি যত মথুরায় বৈসে ॥ যতেক দৈবকী আদি যদুকুলনারী। সকল দেবতা জন্ম বুঝ অনুসারি ॥ জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব তোমার যত ভৃত্য। এ সব দেবতা আমি কহিল নিশ্চিত ॥ হরিতে পৃথিবী ভার দেবের মন্ত্রণা। বুঝিয়া উপায় তার করহ গণনা ॥ এতেক কহিয়া মুনি হৈলা অন্তর্দ্ধান। কোন যুক্তি করে তবে কংস বলবান ॥ দৈবকীর গর্ভে হৈবে বিষ্ণু অবতার। সেই সে করিবে মোর অবশ্য সংহার ॥ পূরুবে আছিনু আমি নামে কালনেমী। সংগ্রামে বধিল মোরে ঐ চক্রপাণি ॥ এখন কপট বেশ দৈবকী উদরে। জনম লভিল মোরে মারিবার তরে ॥ এতেক জানিয়া কংস কোন কর্ম্ম করে। বান্ধিল নিগূঢ়ে বসুদেব দৈবকীরে ॥ যত পুত্র জনমিল বৎসরে বৎসরে। বিষ্ণু শঙ্কা করিয়া মারিল একেবারে ॥ খল রাজা কংস যত করয়ে দুর্ণীত। বন্ধু বধ করে সেহ এ কোন চরিত ॥ পিতা মাতা বন্ধু মিত্র ভাই সহোদরে। রাজ্য লোভে রাজা তবে এ সব সংহারে ॥ উগ্রসেন পিতা লৈয়া নিগূঢ়ে বান্ধিল। আপনে সে তৃপ্ত হয়ে রাজ্য ভোগ কৈল ॥ মহাভাগবত লোক সুখে যেন বুঝে। কথা ছলে কহি আমি বুঝিবার কাজে ॥ বুধজনে করি আমি এই পরিহার। দোষ ক্ষমা করি মোরে করহ বিচার ॥ যেন তেন মতে কৃষ্ণকথা অবসরি। দিবস গোঙাই মাত্র এই মনে ধরি ॥ চিত্ত দিয়া শুন লোক কৃষ্ণ গুণবাণী। শ্রীভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিনী ॥

প্রলম্ব চানূর বক তৃণাবর্ত্ত নাম। অঘাসুর মুষ্টিক অরিষ্ট বলবান দ্বিবিদ ধেনুক আর পুতনা রাক্ষসী। যতেক অসুর আর মহাবলী কেশী ॥ বাণ আদি করি আর যত নরেশ্বর। এ সব সংহতি করি কংস বীরবর ॥ জরাসন্ধ সংহতি করিয়া দুষ্টমতি। যদুকুল হিংসন করয়ে নিরবধি ॥ তার ভয়ে যদুকুল গিয়া নানা দেশে। পলায়ে রহিল গিয়া অকিঞ্চন বেশে ॥ তার সেবা করিয়া রহিল কত জন। হেন রূপ কৈল যদুকুলের হিংসন ॥ ছয় পুত্র দৈবকীর করিল বিনাশ সপ্তমে অনন্ত আসি কৈল গর্ভে বাস ॥ কেবল বৈষ্ণব ধর্ম্ম সহস্রবদন

দৈবকীর গর্ভে আসি হৈল উপসন্ন॥ কংসভয়ে দৈবকীর হৈল বিম রিষ। জানিল ঈশ্বর পুত্র বড়ই হরিষ॥ জগতের আত্মা তুমি পূর্ণ ভগবান। হেন বস্তু নাহি যাতে নাহি অবধান॥ যদুকুলে কংসভয়ে জানেন আপনে। যোগমায়া পাঠাইয়া দিলা নারায়ণে॥ চণ্ডী মহা মায়া তুমি নন্দের গোকুলে। গোপ গোপী গোধন মণ্ডিত নিরন্তরে বসুদেবভার্য্যা তিঁহো আছেন রোহিণী। কংসভয়ে অলক্ষিতে আছে একাকিনী॥দৈবকীর গর্ভ তুমি রোহিণী উদরে। থোয় নিয়া কেহ যেন লখিতে না পারে॥ তবে আমি পূর্ণ রূপে দৈবকী উদরে। জনম ল ভিব গিয়া বসুদেব ঘরে॥ নন্দেরঘরণী আছে যশোদা সুন্দরী। তথা গিয়া জন্ম তুমি দিব্য মূর্ত্তি ধরি॥ নানা যজ্ঞ বলিদান দিয়া উপহার নরলোকে মহাপূজা করিব তোমার॥ সর্ব্ব লোকে দিবে তুমি সর্ব্ব কাম বর। সর্ব্ব লোকে তোমারে পুজিবে নিরন্তর॥ কুমুদা চণ্ডীকা দুর্গা বিজয়া বৈষ্ণবী। নারায়ণী ভদ্রকালী শারদা মাধবী॥ এ সব বিশেষ নাম ধরিব তোমার। জগতে রহিব দিব্য পূজা সর্ব্ব কাল॥ গর্ভ আকর্ষণ করি আনিবে আপনে। সঙ্কর্ষণ নাম তার হৈব তেকা রণে॥ মনোরম দেখি লোকে বলিব বলরাম। বলভদ্র নাম হৈব দেখি বলবান॥ এই রূপে আজ্ঞা যদি দিলা নারায়ণে। শিরে আজ্ঞা ধরি দেবী চলিলা আপনে॥ দৈবকীর গর্ভ আনি রোহিণী উদরে। মহামায়া থুইল লয়ে মহাযোগবলে॥ দৈবকীর গর্ভপাত হৈল হেন জানি। সর্ব্ব লোকে এই কথা হৈল জানাজানি॥জগতের আত্মা তুমি পূর্ণ ভগবান। সতত ভকত জন কর পরিত্রাণ॥ সর্ব্বশক্তি লই তবে প্রভু হৃষীকেশ। অনেক আনন্দ মনে কৈল পরবেশ॥ বসুদেব পর ম বৈষ্ণব ধামধারী। সূর্য্য সম তেজঃ কেহ সহিতে না পারি॥ হেন কালে তবে বসুদেব মহাভাগ। দেখিল দৈবকী মুখ করি অনুরাগ॥ সর্ব্বশক্তিযুত ধাম আনন্দ মঙ্গল। অখণ্ড অচ্যুত পরিপূর্ণ মহাবল॥ বসুদেব আরোপিল দৈবকীর মনে। ধরিল দৈবকী ধাম চিত্ত সমা ধানে॥ পূর্ব্বদিগে দেখি যেন পূর্ণ শশধর। ধরিল দেবকী ধাম মনে র ভিতর॥ জগত নিবাস তার নিবাস স্বরূপ। প্রকাশ না কৈল তবু দৈবকীর রূপ॥ কংসের মন্দিরে দেবী আছিলা বন্ধনে। প্রকাশ না

হৈল তেজ তাহার কারণে।। প্রদীপের শিখা যেন কুম্ভের ভিতরে। মূর্খ মুখে শুদ্ধবাণী যেন না নিঃস্বরে।। কংস আসি দৈবকীরে দেখি আচম্বিত। চিন্তিতে লাগিলা কংস মনে পায়ে ভীত।। এমন দেবকী রূপ কভু নাহি দেখি। বিষ্ণু আসি অবতার মনে হেন লখি।। দৈব কীর অঙ্গের তেজ সহনে না যায়। এখন করিব আমি কেমন উপায় প্রয়োজন কারণে বিক্রম নাহি ছাড়ি। যাহা হৈতে অপযশঃ রহে লোক ভরি।। একেত স্ত্রীজাতি আর তাহে গর্ভবতী। তাহাতে ভ-গিনী বধ হবে কোন গতি।। বল বীর্য্য পরমায়ু হরয়ে সকল। জীয় ন্তেই মৃত্যু তার জনম বিফল।। এই রূপে সংশয় ভাবিয়া মনে২। চিত্ত নিবারিয়া কংস রহিল আপনে।। কখন আসিব হরি কি হবে প্রকার। নিরবধি চিন্তে কংস মৃত্যু প্রতিকার।। মজ্জন ভোজন পান করিতে শয়ন। কৃষ্ণময় জগত দেখয়ে অনুক্ষণ।। গোবিন্দ ধেয়ান করি রহে নিরন্তর। চিন্তিতে চৌদিগে কংস দেখে গদাধর।। তবে নারদাদি সনক আদি মুনিগণে। ইন্দ্র আদি দেবগণ সবল বা-হনে।। আপনে আসিয়া ব্রহ্মা হর পুরন্দর। স্তুতি করে নারায়ণে গর্ভের ভিতর।। সত্যব্রত ব্রহ্ম তুমি সত্য সর্ব্বকাল। সত্যে তোমা পায় জীব সত্যের আধার।। সত্য আরোপিত সত্য আছয়ে তো-মাতে। তুমি সে সত্যের সত্য জানিব সাক্ষাতে।। সত্যময় প্রভু তুমি ক্ষিতি সত্য ব্রহ্ম। আমরা হইলাম তুই চরণে প্রপন্ন।। সংসার বৃ-ক্ষের এক প্রকৃতি আশ্রয়। পাপ পুণ্য তুই গুটি ফল মাত্র হয়।। সত্ত্ব রজ তমঃগুণ তিন গুটি মূল। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারি সমতুল।। পঞ্চভূত বিরচিত পঞ্চ পরকার। শোক মোহ আধিব্যাধি ক্ষুধা মাত্র সার।। রস রক্ত মাংস আদি সাত ধাতু ছিল। অষ্টপ্রকৃতি আর অষ্ট গুটি ডাল।। নবগুটি গর্ভে হয় সঞ্চার ব্যাভার। এইরূপ কহি আদি বৃক্ষের বিস্তার।। দশ গুটি ইন্দ্রিয় বৃক্ষের দশ পাত। সবে তুই গুটি হংস পক্ষ আছে তাত।। আব্রহ্ম পর্য্যন্ত ভব আদি বৃক্ষ বলি। সহস্র প্রমাণে বেদ এই অধিকারী।। হেন ভববৃক্ষ তোমা হইতে উৎপত্তি। তোমাতে প্রলয় তার তোমাতেই স্থিতি।। তুমি সে পালন তার কর সর্ব্বকাল। তোমা বিনা সত্য কিছু না হয় সংসার।। তুমি সৃজ তুমি পাল তোমাতে প্রলয়। মায়া বিমোহিত লোক নানা মত হয়।।

তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর। এক প্রভু ধর তুমি নানা কলেবর ॥ বুধজনে তুমি সর্ব্বসত্য হেন জানে। অসত্য মানয়ে সত্য মোহিত যে জনে ॥ জ্ঞানময় আত্মা তুমি দিব্যরূপ ধর। দিব্য অবতার করি ভকত উদ্ধার ॥ জগত মঙ্গল রূপ ধর সত্যময়। সাধুজন পরিত্রাণ যাহা হৈতে হয় ॥ খল নিবারণ হেতু কর অবতার। যোগীগণে যেরূপ চিন্তিয়া হয় পার ॥ যতঃ ভাগবত আছয়ে প্রধান। চিন্তয়ে তোমার শুদ্ধ সত্যময় ধাম ॥ সমাধি করিয়া চিত্তে করি নিরূপণ। তোমার চরণ নৌকা করিয়া চিন্তন ॥ গুরুজন উপদেশ বৎসপদ করি লীলায় চলিল তারা ভবসিন্ধু তরি ॥ আপনে তরিয়া ভবসিন্ধু ভয়ঙ্কর। লোক পরিত্রাণ হেতু চিন্তিল বিস্তর ॥ লোকের বৎসল হেতু পরম দয়াল। তোমার চরণে ভক্তি করিয়া বিস্তার ॥ চরণপঙ্কজরূপ জগতে স্থাপিয়া। মহাজন সব গেল সংসার তরিয়া ॥ দেবদেব দয়াশীল কমললোচন। ভক্তিহীন জনে জন্ম বিফল জীবন ॥ তোমার চরণে ভক্তি ছৈল যেই জনে। যোগ সাধি আপনাকে মুক্তি হেন মানে ॥ ভুঞ্জিয়া পরম পদ পুনঃ দুঃখে আরোহণ। তাহা হৈতে হয় তার পুনঃ নিপতন ॥ তোমার পদারবিন্দে যেহয় বঞ্চিত। শুদ্ধবুদ্ধি নহে তার ভক্তিহীন চিত ॥ মুক্তিপদ পায়ে সেই পড়ে আরবার। ভক্তিভাবে নহে যেবা ভবসিন্ধু পার ॥ হে মাধব তুমি হও জগৎ নিবাস। ভকতজনের কভু না হয় বিনাশ ॥ প্রেম অনুবন্ধ করি তোমার চরণে। যথা তথা রহুক থাকুক যেন মনে ॥ তব চরণারবিন্দ ধরি দৃঢ়করি। স্বচ্ছন্দে ভ্রমুক গিয়া ভব পরিহরি ॥ তুমি রক্ষাকর যদি নাহি তার নাশ। হেন তুমি ভকতবৎসল শ্রীনিবাস ॥ যদ্যপি কেবল আত্মা তুমি জ্ঞানময়। তথাপি ভকতজন পালন সদয় ॥ বিশুদ্ধ পরম ধাম দিব্যমূর্ত্তি ধর। জীব পরিত্রাণ হেতু নানা মায়া কর ॥ দেবযজ্ঞ ধর্ম্মযজ্ঞ যোগ তপ করি। সেরূপ ভজিয়া জীব যায় ভবতরি ॥ এই সে কারণে মূর্ত্তি কর আবির্ভাব। কপট পরমানন্দ অচিন্ত্য প্রভাব ॥ যদি না করিতে তুমি মূর্ত্তি পরকাশ। কে তোমা জানিত তবে সর্ব্বভূতবাস ॥ কাহার নহিত তবে ঈশ্বর গেয়ান। আছেন ঈশ্বর সবে এই অনুমান ॥ কাহার নহিত তবে অজ্ঞান বিচ্ছেদ। কার না ঘুচিত তবে ভববন্ধ খেদ ॥ এখন তোমার দিব্য অবতার ভজি। সুখে লোক তরিব সংসার দুঃখ ত্যাজি

গুণকর্ম্ম জন্ম তুমি ধর নানা মতে। তবু নাম রূপ তব নারি নিরূপিতে॥ অনন্ত তোমার নাম গুণ অবতার। নিরূপিতে পারে হেন শকতি কাহার॥ মন বচনের প্রভু তুমি অগোচর। সর্ব্ব লোক সাক্ষী তুমি মহা মহেশ্বর॥ কদাচিত করে কেহ পথ অনুমান। হেন মহা প্রভু তুমি পূর্ণ ভগবান॥ সবে চরণারবিন্দে পরিচর্য্যা করি। এই সে উপায় ভব তরিবারে পারি॥ শুনিব স্মরিব নাম করিব কীর্ত্তন। জগত মঙ্গলরূপ করিব চিন্তন॥ পরিচর্য্যা কর্ম্ম করে ভক্তিযুত হয়্যা সেই সে যাইব ঘোর সংসার তরিয়া॥ আপনে ঈশ্বর হয়ে লভিলে জনম। এতদিনে হইল যে ভূভার খণ্ডন॥ এই ভাগ্য তোমার দেখিব পাদপদ্ম। মহাভাগবত মত্ত মধুব্রত সম্ম॥ চরণ পঙ্কজ সুশোভিত ক্ষিতিতলে। দেখিব পদারবিন্দ গগণমণ্ডলে॥ আপনে ঈশ্বর তুমি অজ নিরঞ্জন। লোক পরিত্রাণ হেতু লভিবে জনম॥ যেন আমা সবার দেখিতে ভাগ্য হয়। এত বলি দেবগণ গেলা নিজালয়॥ যবে প্রভু প্রকাশ করিতে ইচ্ছা কৈল। সর্ব্ব সুমঙ্গল আসি একত্র মিলিল॥ রাশি গ্রহ তারাগণ সকল প্রসন্ন। প্রসন্ন সকল দিক পরম শোভন॥ ভাদ্রমাস অসিত অষ্টমী শুভ দিনে। দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি রোহিণী লক্ষণে॥ হেনকালে যদুবর করিলা প্রকাশ। কত কোটি চাঁদ যেন উজ্জ্বল আকাশ॥ হরষিতে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণে। হরিল সকল তাপ ধরণীমণ্ডলে॥ অদভুত রূপ ধরে দৈবকীনন্দন। জনক জননী দেখি উল্লাসিত মন॥ জলধর শ্যাম তনু কৌস্তুভ ভূষণ। পীতবাস পরিধান শ্রীবৎসলাঞ্ছন॥ আজানুলম্বিত চারি সুভুজ বিশাল। প্রসর হৃদয়ে শোভে বৈজয়ন্তীমাল॥ সুমুখ সুন্দরবর সুচারু কপোলে। কিরীট কুণ্ডলযুগ বনমালা গলে॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ভুজ বিরাজিত। সজ্জিত নূপুর পদযুগে বিভূষিত॥ কটিসূত্র ব্রহ্মসূত্র হার মনোহর। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর চারু বয়ান মণ্ডল॥ হেন অদভুত শিশু দেখি মহাশয়। বসুদেব চমকিত হৈল অতিশয়॥ নারায়ণ পুত্র দেখি প্রসন্ন বদন। পুলকিত কলেবর সর্ব্বাঙ্গ কম্পন॥ কৃষ্ণ অবতার দেখি ভরিল উৎসবে অযুত গো দান মনে কৈল বসুদেবে॥ ভূমেতে পড়িয়া কৈল দণ্ড পরণাম। করযোড় করে স্তুতি করে মতিমান॥ পুত্রের প্রভাব দেখি ভয় পরিহরি। প্রণত কন্দরে চিত্ত নিরূপণ করি॥ জানিনু

বিদিত তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। পরম পুরুষ তুমি প্রকৃতির পর।। সর্ব্ব বুদ্ধি সাক্ষী তুমি আনন্দ স্বরূপ। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান তুমি পূর্ণব্রহ্মরূপ।। অতুল শকতি তুমি পুরুষ পুরাণ। মায়ায় আপনি কর বিশ্ব নির্ম্মাণ।। দেখিয়া পুত্রের মহাপুরুষ লক্ষণ। বিস্ময় দৈবকী দেবী করয়ে স্তবন।। নিরুপম নিরাকার বেকত রহিত। ব্রহ্মজ্যোতি নির্গুণ নিরাকার বিলাসিত।। সূক্ষ্মমাত্র নির্ব্বিশেষ নিরীহ স্বরূপ। সেই সে সাক্ষাৎ জ্ঞান প্রকাশ স্বরূপ।। যখন সকল হয় ব্রহ্মাণ্ডের নাশ। কারণে প্রবেশ করে প্রপঞ্চ বিনাশ।। কারণ প্রবেশ করে প্রকৃতি ভিতরে। প্রকৃতি প্রবেশ গিয়া করে মহেশ্বরে।। ব্রহ্মার পর্য্যন্ত হয় ব্রহ্ম পরবেশ। তখনেই তুমি মাত্র থাক অবশেষ।। যদিবা বলিবা কালে করয়ে সংহার। কাল রূপে আছে এক শকতি তোমার।। সেইকালে করে সৃষ্টি পালন প্রলয়। সেইকাল তোমার সে লীলা মাত্র হয়।। মৃত্যুভয়ে ব্যাকুল হয়ে বুলে যত কাল। পলাইলে কোথা ভয়ে না পায় নিস্তার।। যে জন পদারবিন্দে করিব আশ্রয়। সুখে লোক থাকিব খণ্ডিব ভবভয়।। উগ্রসেন সুত কংস দুরন্ত নিষ্ঠুর। তার ভয়ে আমি সব অতি যে ব্যাকুল।। ভকত বৎসল নাম করিয়া সফল। তীর্থজন পরিত্রাণ কর প্রাণেশ্বর।। এইরূপ যোগেন্দ্র তোমা চিন্তিয়া ধেয়ানে। চর্ম্মচক্ষে সেরূপ দেখিল বিদ্যমানে।। প্রত্যক্ষ না কর এই রূপ নারায়ণে। ধ্যান গম্য রূপ প্রভু কর সম্বরণে।। মোর ঘরে কৃষ্ণ আসি কৈল অবতার। না জানে পাপীষ্ঠ খল কংস দুরাচার।। নারী জাতি চিত্ত মোর সহজে চঞ্চল। তোমার লাগিয়া মোর বড় লাগে ডর।। শংখ চক্র গদা পদ্ম ধ্বজ বিরাজিত। এই রূপ প্রভু তুমি না কর বিদিত।। যে প্রভু প্রলয়ে ধরে বিশ্ব চরাচর। অখিল ব্রহ্মাণ্ড যার গর্ভের ভিতর।। সে প্রভু আসিয়া মোর গর্ভে উপসন্ন। মনুষ্য জাতির এত বড় বিড়ম্বন।। দৈবকীর বচন শুনিয়া চক্রপাণি। কহিতে লাগিয়া তবে পূরুব কাহিনী।। সায়ম্ভুব মন্বন্তর আছিল যখনে। তখনে আছিলা তুমি প্রশ্নিগর্ভ নামে।। আছিলা সুতপা নামে এই মহামতি। অপত্য সৃজিতে আজ্ঞা দিলা প্রজাপতি।। সকল ইন্দ্রিয়গণ করিয়া রোধন। দুই জনে করিলে আমার আরাধন।। পরম দুষ্কর তপ কৈলে নিরন্তর। শীত বাত ঘর্ম্ম তপ সহিলে

সকল॥ বৃক্ষের গলিত পত্র করিয়া আহার। বায়ু রোধন করি রহিলে চিরকাল॥ তপ করি কৈলে নিজ চিত্ত নিরমল। ভক্তিভাবে আমাকে পুজিলা নিরন্তর॥ দেবমানে দ্বাদশ সহস্র বৎসর। এই রূপে মহাতপ কৈলে নিরন্তর॥ তবে আমি তুষ্ট হয়ে দিল দরশন। তুমি সব এই রূপ দেখিলে তখন॥ আমি যদি বলিল মাগিয়া লহ বর। পুত্রবর মাগিলে আমার সমসর॥ তোমা দোঁহাকারে কৈলে মায়াতে মোহিত। মুক্তিপদ না মাঙ্গিলে নহিলে বঞ্চিত॥ মুক্তিপদ নহে পুত্র প্রেম সুখময়। মায়াতে মোহিত না করিলে অতিশয়॥ তবে আমি তখনি চিন্তিল মনে মনে। আমার সদৃশ কেহ নাহি ত্রিভুবনে॥ পুত্র হয়ে আমি গিয়া জন্মিব আপনে। পৃশ্নিগর্ভ নাম হৈল তাহার কারণে॥ তবে আর জনমে কশ্যপ প্রজাপতি। হৈয়াছিল এই বসুদেব মহামতি॥ অদিতি তোমার নাম দেবের জননী ধরিয়া বামন নাম পুত্র হৈল আমি॥ এখন পৃথিবী ভার করিতে হরণ। সৃষ্টির পালন হেতু দুষ্টের বারণ॥ তোমার উদরে আমি লভিল জনম। সেই পূর্বরূপে আমি দিল দরশন॥ নরবেশে লুকিব মানুষ গেয়ান। তেকারণে এই রূপ দেখাল্যাম বিদ্যমান॥ ব্রহ্মভাব আমা সতত চিন্তিহ। পুত্রভাব করিয়া পিরীতি করিহ॥ অবশ্য পরম গতি পাবে দুইজনে। অবধান কর তুমি আমার বচনে॥ গোকুলে আমারে লয়ে থোও শীঘ্র করি। এখানে আনিয়া রাখ নন্দের কুমারী॥ এতেক কহিয়া হরি হৈলা নিশবদ। মায়াতে হইলা কৃষ্ণ সহজ বালক॥ তবে বসুদেব নিজপুত্র লৈয়া কোলে। অলপে২ গেল পুরীর দুয়ারে॥ হেনকালে কোন কর্ম্ম কৈল মহামায়া। ফেলিল প্রহরীগণ নিদ্রাতে ব্যাপিয়া॥ বজ্র২ লোহার কপাট দৃঢতর। যতেক লোহার খিল লোহার শিকল॥ খণ্ড খণ্ড হয়ে সব মিলিল বিদার। রবির কিরণে যেন ঘোচে অন্ধকার॥ মন্দ মন্দ গগণে বরিষে মেঘগণে। বাসুকী আসিয়া ফণা ধরিলা আপনে॥ তরঙ্গ কল্লোল জল গভীর যমুনা। পথ ছাড়ি দিলা নদী ভয়ে কম্পমানা॥ তবে বসুদেব গেলা নন্দের গোকুলে। নিদ্রায় আছেন গোপ প্রতি ঘরে ঘরে॥ নন্দঘরে গিয়া তবে কৈল পরবেশ। যশোদা সদনে লৈয়া থুইল হৃষীকেশ॥ যশোদার কন্যা খানি তুলি লৈল কোলে। পুন

রূপি সেই রূপে গেলা মধুপুরে ॥ কন্যা সমর্পিল লৈয়া দৈবকী সদনে
লোহার নিগূঢ় দিল আপন চরণে ॥ তবে বসুদেব রহে করিয়া শয়ন
না জানে যশোদা দেবী এত বিবরণ ॥ জন্মিল অপত্য এই সেই ভাল
জানে। কিবা পুত্র কিবা কন্যা নাহি সে গেয়ানে ॥ একেতে প্রসব
দুঃখ পেয়েছে বেদনা। তাতে মহামায়া দেবী করিল অচেতনা ॥
শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী। গীত বন্ধে কহি কৃষ্ণ প্রেম
তরঙ্গিণী ॥

মুনি বলে শুন রাজা বিচিত্র কথন। কহিব এখন রাজা যে যে
বিবরণ ॥ সেই রূপে কপাট লাগিল থরে থরে। লোহার শিকল খিল
লাগিল দুয়ারে ॥ ছাওয়ালের ক্রন্দন শুনিয়া ত্বরাত্বরি। জাগিয়া
উঠিলা সব দুয়ারি প্রহরী॥ ত্বরিতে জানাইল লয়ে কংস বিদ্যমানে।
চমকিত হয়ে কংস উঠিলা ততক্ষণে ॥ না জানি কি হইবে মোহর
প্রতীকার। জনম লভিল মোরে করিতে সংহার ॥ পড়িতে উঠিতে
যার চিন্তায় ব্যাকুল। খসিল মাথার কেশ ধায় উতরোল ॥ ধায়ে
গিয়া পরবেশ কৈল সেই ঘরে। দেখিয়া দৈবকী দেবী কাকুতি সে
করে ॥ শুন শুন আরে ভাই কংস মহাশয়। এবার মোহরে তুমি
হওত সদয় ॥ না মারিহ কন্যা খানি মোরে দেহ দান। মারিলেতো
হয় পুত্র আগুণি সমান ॥ না মারিহ কন্যা খানি করি নিবেদন।
কন্যা বধ করি কি তোমার প্রয়োজন ॥ যে কৈলে সে কৈলে মোর
তাহে নাহি ব্যথা। গর্ভ শেষ কন্যা খানি কর মোর রক্ষা ॥ এতেক
মিনতি বাণী দৈবকী বলিল। তথাপি পাপীষ্ঠ কংস সদয় না হৈল ॥
দৈবকীরে বিস্তর ভৎর্সিয়া দুরাচার। টান দিয়া হাতে হৈতে লইল
ছাওয়াল ॥ দুই হাতে ধরিয়া আনিল যত্ন করি। শিলার উপরে লয়ে
আছাড়িতে তুলি ॥ হাতে হৈতে খসিয়া কন্যা করিল গমন। আকা
শ মণ্ডলে গিয়া কৈল আরোহণ ॥ দিব্য মূর্ত্তি হৈলা তথা ত্রিদশের
মাতা। অষ্টভুজে অষ্ট অস্ত্র ভুষণে ভুষিতা ॥ অসুরের বুকে দেবী
হানিলেক ঘা। শিরে আরোহণ করি দিলা দুই পা ॥ গন্ধর্ব্ব কিন্নর
যোগী সিদ্ধ মুনিগণে। নৃত্য গীত স্তুতি করে পুষ্প বরিষণে ॥ কৌতু-
কে পুজিল বলি উপহার লয়্যা। ডাকিয়া বলিল তবে দেবী মহামায়া
শুন শুন আরে দুষ্ট খল মহামতি। আমাকে মারিতে মিথ্যা করিস

যুকতি ॥ আমাকে হিংসিয়া তোর কোন প্রয়োজন। তোমাকে বধিবে তার হইল জনম ॥ দুঃখিত প্রজার হিংসা না করিহ বৃথা। তোর শত্রু জনমিল আজি যথা তথা ॥ এতেক বলিয়া ভগবতী মহামায়া। নিজ স্থানে গেলা দেবী নিজ রূপ হয়্যা ॥ দেবীর বচন কংস শুনিয়া শ্রবণে। মরণ বিখ্যাত হৈয়া চিন্তে মনে মনে ॥ বসুদেব দৈবকীর ছাড়িল বন্ধন। স্তুতি করি বলে কিছু বিনয় বচন ॥ শুন হে ভগিনীপতি শুনহ ভগিনি। কিবা গতি হৈবে মোর কিছুই না জানি ॥ কেবল রাক্ষস মুই বড় দুরাচার। ব্যর্থ যত পুত্র বধ করিল তোমার ॥ নির্লজ্জ নির্দ্দয় মুই কৈল হেন কর্ম্ম। জ্ঞাতি বন্ধু ছাড়িল ছাড়িল লোক ধর্ম্ম ॥ জিয়ন্তেই মরা মুই পাপী ব্রহ্মঘাতী। মরিলে না জানি মোর হৈবে কোন গতি ॥ থাকুক মানুষ দেবে বলে মিথ্যা বাণী। এত অপকর্ম্ম হৈল দৈববাণী শুনি ॥ না করিহ শোক তুমি পুত্রের কারণে। করয়ে সকল লোক অদৃষ্ট ভোজনে ॥ অদৃষ্ট অধীন জীব অদৃষ্ট মিলয়ে। অদৃষ্টেতে পুনঃ আর বিচ্ছেদ করয়ে ॥ মাটীর নির্ম্মিত পাত্র নানা পরকার। কত হয় কত যায় মাটী মাত্র সার ॥ মাটীর না হয় যেন উৎপত্তি বিনাশ। না হয় না মরে মাটী নিত্য পরকাশ ॥ শরীরের হয় সবে উৎপত্তি প্রলয়। ইহা না বুঝিয়া হয় মতি বিপর্য্যয় ॥ আপনার দেখে সবে জনম মরণ। সেই সে কারণে করে সংসার ভ্রমণ ॥ এতেক বুঝিয়া তুমি ভগিপতি বর। পুত্রের কারণে আর শোক নাহি কর ॥ তা সবার ছিল যেই অদৃষ্টে লিখন। মোর বা আছিল লেখা পাপের কারণ ॥ যার যেন অদৃষ্ট তার তেন ফল। এবোল বুঝিয়া দোষ ক্ষমিবে সকল ॥ সে মোরে মারিলে মুই মারিব তাহারে। যাবৎ এ সব বুদ্ধি হৃদয়ে সঞ্চারে ॥ তাবৎ তাহার বধ্য অবশ্য সম্বন্ধ। বসুদেব তোমাকে গোচর ভাল মন্দ ॥ এতেক বচন বলি পড়িলা চরণে। কান্দিতে লাগিলা কংস ভয় পায়ে মনে ॥ বসুদেব দেখিয়া কংসের দুঃখ শোক। দোঁহে মেলি দিল তাকে সন্তোষ প্রবোধ ॥ ভাল তুমি মহারাজ কহিলে সকল। অভিমানে বুদ্ধি ভেদ হয় নিরন্তর ॥ এক দেহ করে আর দেহের বিনাশ। দুঃখ শোক আদি যত মনের বিনাশ ॥ জীবের তাহাতে কত দুঃখ শোক ধরি। অজ্ঞান জনেতে শত্রু মিত্র ভেদ করি ॥ শুনহ মহারাজ শোক

পরিহর। সন্তোষ হইয়া তুমি নিজ ঘরে চল ।। তবে কংস প্রবেশিল নিজ অন্তঃপুরে। জাগিয়া পোহায় নিশি পালঙ্ক উপরে ।। রজনী প্রভাত হৈল প্রত্যুষ বিহান। মন্ত্রীগণে ডাকিয়া আনিল বিদ্যমান ।। আদি হৈতে সর্ব্ব কথা মন্ত্রীগণে কহি। চিন্তিতে লাগিল কংস হেট মাথা হই ।। তবে যত সেনাপতি আছিল তাহার। বিরোধ করিয়া কিছু লাগিল বলিবার ।। কোন ছার প্রয়োজনে এত চিন্তা কর। তুমি কংস হৈয়া আপন বিক্রম পাসর ।। রিপু জনমিল যদি এই সত্য হয়। তাহা করি অতিশয় নাহি কিছু ভয় ।। আজি বা জন্মিল দশ দিবস অন্তরে। মারিব সকল শিশু প্রতি ঘরে ঘরে ।। হেন ছার কাযে তুমি কর বিমরিষ। বাহু বলে জিনিলে সকল দশ দিশ ।। যদি বল দেবগণ আসিব সাজিয়া। বস্তু জ্ঞান না করিহ দেবতা বলিয়া ।। ইচ্ছা করি যখন ধনুকে দেহ চাড়া। দেবলোক তখন সংভ্রমে পড়ে নাড়া ।। না জানি কি হয় আজি দেবের সমাজে। ধনুক টঙ্কার দিল কংস মহারাজে ।। তুমি রাজা যদি কর শবদ নিঃস্বন। পলায় সকল লোক রাখিয়া জীবন ।। কেহ কর যুড়িয়া করয়ে কাকুর্ব্বাদ। কেহ অস্ত্র ফেলিয়া করয়ে দণ্ডবত ।। কেহ কেশ বন্ধ কেহ কাছা মুকুলায়। না মার না মার বলি তরাসে পলায় ।। রথি হৈয়া রথ ছাড়য়ে সংগ্রাম। অস্ত্র তেজি ভয়ে কেহ করয়ে প্রণাম ।। তুমি সে বীরের ধর্ম্ম জান সর্ব্বকাল। আমরা কি কব আর সাক্ষাতে তোমার ।। কি করিব দেবগণ তারা ভয়াকুল। দর্প করিবার কালে সবে তারা সুর ।। বিষ্ণু করি তিলেক না কারহ বস্তু জ্ঞান। সর্ব্বক্রেতে গুপ্ত থাকে নহে বিদ্যমান ।। শিব কি করিতে পারে অরণ্যে বসতি। কি করিতে পারে অল্পবল শচীপতি ।। কি করিতে পারে ব্রহ্মা সতত ধেয়ানে। তপ ছাড়ি তাহার নাহিক অবধানে ।। এবোল বুঝিয়া উপেক্ষিতে না জুয়ায়। শত্রু উদ্ধারিতে তবু করিব উপায় ।। আজ্ঞা দেহ আমি সব কিঙ্কর তোমার। আমি সব রিপুকুল করিব সংহার ।। অঙ্গে ব্যাধি হয় যদি প্রথম সময়। না ঘুচালে সেইব্যাধি বাড়ে অতিশয় ।। পাছে যেন সেই ব্যাধি নারি ঘুচাইতে। শত্রুবল বাড়ে তেন না পারি জি-নিতে ।। সকল দেবের মূল বিষ্ণু যার নাম। সত্য ব্রহ্ম যথা তথা তার উপাদান ।। গো ব্রাহ্মণ তপ যজ্ঞ দান যথা। এ সব ধর্ম্মের

মূল বিষ্ণু রহে তথা ।। ব্রহ্মা আদি যজ্ঞশীল তপস্বী ব্রাহ্মণ। হবিধ্যা নী যত গাবী আছে ঋষিগণ ।। এসব মারিব যার যথা পাই লাগ। তবে বিষ্ণু মারিব তাহাতে কোন বাদ ।। গো ব্রাহ্মণ তপ যজ্ঞ বিষ্ণুর শরীর। বিষ্ণু মারিবারে এই বুদ্ধি কর স্থির ।। সেই বিষ্ণু অ সুর হিংসয়ে নিরন্তর। সকল দেবের মূল দেবের ঈশ্বর ।। সেই সে উপায় বিষ্ণু মারিবারে পারি। সবেই মিলিয়া চল গো ব্রাহ্মণ মারি পাপ মতি কংস তার পাপে দৃঢ়মতি। কুমন্ত্রী মন্ত্রণা তবে দভাইল মতি ।। দুষ্ট দৈত্য যত যত করিয়া পিরিতি। চৌদিগে পাঠায়ে দিল দুষ্ট সেনাপতি ।। পাপমতি তারা সব দুষ্টমতি খল। গো ব্রা-হ্মণ সাধুজন হিংসে নিরন্তর ।। পরমার্থ ধর্ম্ম যার লোক বেদ যশঃ। ইহলোক পরলোক সকল সম্পদ ।। এসব সকল লোক হয় একবারে। সেই সে বৈষ্ণব গো ব্রাহ্মণ হিংসা করে ।। কংসের সকল নাশ হৈব হেন আছে। দেব দ্বিজ হিংসা করি মরিবেক পাছে ।। কৃষ্ণগুণ সমু দিত অসুর মন্ত্রণা। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুর রচনা ।।

শুকমুনি বলে রাজা শুন পরীক্ষিত। পুত্র জনমিল নন্দ হৈল আ নন্দিত ।। ডাকিয়া আনিল দ্বিজে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ। স্নান করাইয়া অঙ্গে পরাইল আভরণ ।। যত কর্ম্ম কৈল বিষ্ণু করিয়া শরণ। যথা বিধি করিল দেব পিতৃ আরাধন ।। দশ লক্ষ দিল ধেনু কাঞ্চনে ভূ-ষিয়া। তিলের নির্ম্মিত সাত পর্ব্বত করিয়া ।। কাঞ্চন নির্ম্মিত সব মণিতে খচিত। কাঞ্চন বসনে কৈল পর্ব্বত বেষ্টিত।। সাত তিল পর্ব্বত ব্রাহ্মণে দিল দান। বসন ভূষণ দিল বিবিধ অন্ন পান ।। দান হৈতে হয় সর্ব্ব পাপ বিমোচন। তত্ত্বজ্ঞান হৈলে হয় চিত্তে সে প্রসন্ন নানা দ্রব্য দিল নন্দ বহুবিধ দান। সহজে পণ্ডিত নন্দ মহা মতিমান বিবিধ মঙ্গল বাণী পড়িল ব্রাহ্মণে। উচ্চৈস্বরে ভট্টিম পড়িল ভাট গণে ।। গায়নে মধুর গীত নৃত্যকী নাচয়। বাজয়ে বিবিধ বাদ্য দুন্দুভি বাজয় ।। ঘরে ঘরে ঘরে সর্ব্ব মঙ্গলে মঙ্গল। চন্দনে লেপন কৈল কুঙ্কুম সেচন ।। বিচিত্র পতাকা ধ্বজ পল্লব তোরণ। পূর্ণঘট সারি সারি রম্ভা আরোপণ।। মত্ত রস বৎসগণে ধবল বরণে। তৈল হরিদ্রায়ে কৈল অঙ্গ বিলেপনে ।। নন্দ ঘরে পুত্র হৈল শুনি গোপী গণে। অঙ্গ বিভূষিত কৈল বিবিধ ভূষণে ।। বিচিত্র কাচলি পরি বি চিত্র বসনে। বিচিত্র বরিহা ধাতু মণ্ডিত কাঞ্চনে ।। বহুমূল্য বহু ধন

উপহার লয়ে। চলিল সকল লোক আনন্দিত হয়ে॥ যশোদার পুত্র হৈল গোপীগণে শুনি। নানা আভরণ কৈল অঙ্গের সাজনি॥ নবীন কুঙ্কুম কুচে পঙ্কজ ভূষিয়া। বিচিত্র বিবিধ ধাতু অঙ্গে নিরমিয়া॥ ত্বরিতে চলিলা গোপী লোলিত কুন্তলা। পথশ্রমে কটি ভর গমন মন্থরা॥ বিলোলিত মণিহার গণ্ড বিভূষণা। কেশ পাশ বিগলিত কুসুম বরিষণা॥ চঞ্চল কুণ্ডল হার পয়োধর শোভা। কঙ্কণ কিঙ্কিণী জ্যোতি বিজুরির আভা॥ পথ শোভা করিয়া রমণীগণ চলে। তড়িত সঞ্চরে যেন আকাশ মণ্ডলে॥ উত্তরিলা গিয়া যদি নন্দের মন্দিরে। শিরে হাত দিয়া গোপী আশীর্ব্বাদ করে॥ চির জীবী হও বাপু সতত কল্যাণ। ধান্য দূর্ব্বা দিয়া গোপী কৈলা সন্নিধান॥ তৈল জল হরিদ্রায়ে কৈল সেচন। দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু কৈল বরিষণ॥ কৃষ্ণের মহিমা গোপী গায় উচ্চৈস্বরে। বিচিত্র বাজন বাজে নন্দের মন্দিরে॥ কৃষ্ণ আসি নন্দ ঘরে হৈল উপসন্ন। আনন্দে কৃষ্ণের গুণ গায় গোপীগণ॥ দধি দুগ্ধ ঢালাঢালি ননী ফেলাফেলি। আনন্দ সাগরে পড়ি ভাসয়ে গোয়ালি॥ নন্দঘোষ মহা বোদ্ধা কোন কর্ম্ম করে। পূজিল সকল লোক বস্ত্র অলঙ্কারে॥ নৃত্যক বাদ্যক ভাট নানা গুণিগণ। একে একে পূজিল সকল যে যেমন॥ পূজিল রোহিণী দেবী ভূষণে ভূষিয়া। উৎসব করয়ে দেবী আনন্দিত হৈয়া॥ অষ্ট সূর্য্য অষ্ট সিদ্ধি অষ্ট মহানিধি। গোকুলে মিলিল গিয়া সে দিন অবধি॥ আপনে আসিয়া তথা রহিলা শ্রীবাস। সাক্ষাতে লক্ষ্মীর ক্রীড়া ভূমি পরকাস॥ গোকুলে রক্ষণগণ করি নিযোজিত। মধুপুরে নন্দঘোষ চলিল ত্বরিত॥ কংসের বৎসর কর দিব সেই দিনে। মথুরা চলিলা নন্দ তাহার কারণে॥ কংসের বৎসর কর করিয়া শোধন। আপনার নিজ পুরে করে আগমন॥ হেন কালে নন্দ গেল বসুদেব ঘরে। নন্দ দেখি বসুদেব উঠিলা সত্বরে॥ দুই ভাই সন্তোষে করিলা কোলাকুলি॥ আসনে বসিলা দুহে হাতা হাতি করি॥ রামকৃষ্ণ দুই পুত্র চিত্তে আরোপিয়া। বসুদেব বলে কিছু বিনয় করিয়া॥ এই মহাভাগ্য নন্দ দেখিল তোমারে। পুত্র জনমিল তোমার হেন বৃদ্ধকালে॥ পুনরপি জন্ম যেন লভিলে আপনে। হেন কালে পুত্র মুখ হৈল দরশনে॥ স্ববন্ধু বান্ধবে তুমি আছ নিরাকুলে। তুমি সব তার কর পোষণ পালনে॥ পিতা করি

তোমারে বলয়ে অনুক্ষণ। তুমিত তাহাকে দেখ পুত্রের সমান ।। ধর্ম্ম অর্থ কাম সবে এই প্রয়োজন। তাহা দিয়া সন্তোষ করি যে বন্ধুগণ ।। তাহা সনে বন্ধু গোষ্ঠীর নাহিক পিরিতি। কিবা যশঃ ধন তার এঘর বসতি ।। নন্দঘোষ বলে বলে ভাই শুন মহাশয়। মারিল পাপিষ্ঠ কংস তোমার তনয় ।। যেবা এক খানি কন্যা হৈল অবশেষে। অন্ত রীক্ষে গেল সেহ অদৃষ্টের বশে ।। শুভাশুভ দুঃখ সুখ অদৃষ্ট কারণ। অদৃষ্ট বুঝিয়া স্থির হয় বুধ জন ।। বসুদেব বলে নন্দ শুন হে বচন। বিস্তর কথার কিছু নাহি প্রয়োজন ।। রাজার বৎসর কর দিলে একেবারে। কি কায হেথাতে আজি চলি যাহ ঘরে ।। গোকুলে উৎ পাত হৈবে হেন মনে জানি। না কর বিলম্ব নন্দ শুন তত্ত্ববাণী ।। বসুদেবের বচন শুনিয়া গোগনে। নন্দঘোষ সনে কৈল শকট আরো হণে ।। বসুদেব সন্তোষিয়া কৈল পরণাম। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ।।

ধানসি।

শুক বলে শুন রাজা কহি সাবধানে। নন্দঘোষ চলিলা চিন্তিতে মনে মনে ।। বসুদেব বচন কভু অসত্য না হয়। কিবা উৎপাত দেখি ব্রজকুলে হয় ।। পুতনা পাঠায়্যা তবে দিলা কংসাসুরে। উঠিলা রাক্ষসী গিয়া নন্দের গোকুলে ।। হরিগুণ সংকীর্ত্তন হয় যেই স্থানে। সেই স্থানে উৎপাত করে দুষ্টগণে ।। হেন প্রভু নারায়ণ সাক্ষাতে শ্রীহরি। রাক্ষসীর প্রাণে তাকে কি করিতে পারি ।। পাপিনী পুতনা সে যে নানা মায়া জানে। মায়ায় যুবতী বেশ ধরিলা আপনে ।। কেশপাশে বিনিহিত ফুল মণিমালা। পৃথু শ্রোণি কুচভর গমন মন্থরা ।। ক্ষীণ কটিতট পট্টবাস পরিধানা। কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ড মুদিত বদনা ।। ভ্রুভঙ্গে সুবিলাসিত যেন মনোহরা। বিলোল অলকাবলি কুঞ্চিত কুন্তলা ।। অলস বিলস গতি কমল দুলায়। চকিত চপল দৃষ্টি নন্দপুরে যায় ।। লক্ষ্মীদেবী যায় যেন পতি দরশনে। মুদিত নয়নে যেন কিছু নাহি জানে ।। আচ্ছাদিয়া আছে প্রভু নিজ তেজঃবল। অনল থাকয়ে যেন ভস্মের ভিতর ।। অন্তর্যামি সেই প্রভু সভার তত্ত্ব জানে কিবা অগোচর আছে তার বিদ্যমানে ।। পুতনা রাক্ষসী যে বালক ঘাতিনী। জানেন তাহার তত্ত্ব প্রভু চক্রপাণি ।। মনে জানি তাহার সে করিব সংহার। আছে প্রভু শিশু বেশ করিয়া বিস্তার ।। এত বিব

রূপ নাহি জানে নিশাচরী। বালক তুলিয়া গিয়া লৈল কোলে করি॥ না জানিয়া শিশু যেন কালসর্প ধরে। কালান্তক যম যেন তুলি লৈল কোলে॥ তার রূপ তেজঃ দেখি অতি মনোহর। প্রকাশিত চাঁদ যেন বদন সুন্দর॥ যশোদা রোহিণী কিছু না পারে বলিতে। চিত্রের পুতলী যেন লাগিলা চাহিতে॥ কোন কর্ম্ম করে তবে পুত না পাপিনী। শিশুমুখে স্তন তবে দিল ব্যভিচারিণী॥ দুই হস্তে স্তন ধরি প্রভু ভগবান। চুম্বক ধরিয়া তবে দিল এক টান॥ দীর্ঘ রাও কাড়ে তবে রাক্ষসী পুতনা। ছায়ান থুইতে চাহে হয়ে অচেতনা॥ কি করে২ যশোদা বালক তোমার। চুমুক যুড়িলে প্রাণ যায়ত আমার॥ স্তন সনে প্রাণ তার পিয়েত শ্রীহরি। ছাড় ছাড় বলিয়া পাড়িল প্রাণ ছাড়ি॥ দুই আখি উলটিল আছাড়িল পা। আত্মনাদ করিয়া ছাড়িল দীর্ঘ রা॥ পড়িল পুতনা পথ ছয় ক্রোশ যুড়িয়া। গোকুলের গাছপালা ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥ পড়িল পুতনা তবে শবদ উঠিল। নদ নদী তরু গিরি ধরণী কাঁপিল॥ গ্রহগণ সঙ্গে কাঁপে আকাশ মণ্ডল। দশ দিগ পাতাল কাঁপিল জল স্থল॥ বজ্রপাত হৈলে যেন লোকে চমৎকার। ভ্রমিয়া পড়িল লোক দেখি অন্ধকার॥ হেন রূপে পড়িল পুতনা নিশাচরী। প্রাণ ছাড়ি গেলা তবে নিজ রূপ ধরি॥ দ্বাদশ দণ্ডের পথ পৃথিবী যুড়িয়া। পুতনার কলেবর রহিল পড়িয়া॥ পর্ব্বতের গুহা যেন নাসিকা বিবর। দুই গুটা স্তন যেন পর্ব্বত শিখর॥ লাঙ্গলের ঈশ যেন বিকট দশন। অন্ধকূপ দুই যেন গভীর লোচন॥ শুকান পুখরী যেন উদর গভীর। মহামহিষর যেন উদরে শরীর॥ নদীর তটেতে যেন বাহার বিস্তার। হাত পাও দেখি যেন দীর্ঘল জাঙ্গাল॥ গোপ গোপী দেখিয়া পুতনা কলেবর। কাঁপিয়া উঠিল অঙ্গ তরাসে বিকল॥ খেলায় বালক তার বুকের উপরে। ধায়ে গিয়া গোপীগণ আনিলা সত্বরে॥ যশোদা রোহিণী আদি যত গোপী মেলি। রক্ষা বান্ধে বালকের শিরে হাত ধরি॥ গোপুচ্ছ ভ্রমায় কেহ অঙ্গের উপরে। গোমূত্রে করায় স্নান বালকের শিরে॥ গোধূলি গোমূত্রে অঙ্গ করায় মার্জ্জন। দ্বাদশ অঙ্গের রক্ষা করে গোপীগণ॥ হস্ত পদ পাখালিয়া আচমন করি। রক্ষা বান্ধে গোপীগণে নানা মন্ত্র পড়ি॥ অজ নারায়ণ রক্ষা করুন চরণে। অচ্যুত করুন জংঘা উরুর রক্ষণে॥ কটিতট জঠর রক্ষুক হয়গ্রীবে।

হৃদয় রক্ষণ তোমার করুন কেশবে ॥ ঈশ্বরে করুন রক্ষা বিষ্ণু ভুজ যুগে। ভুরুযুগে তোমার রক্ষুণ শ্রীমুখে ॥ ঈশ্বরে রক্ষুক শিরে আগে চক্রধর। দুই পাশে খড়্গধনু রক্ষু নিরন্তর ॥ পাছে গদাধর তোমা করুন রক্ষণ। সর্ব্বত্রে করুন রক্ষা শ্রীমধুসূদন ॥ কোলে সঙ্কর্ষণ রক্ষা করুন তোমারে। উপরে উপেন্দ্র দেব রাক্ষুণ সর্ব্বকালে ॥ ত্রিবিক্রম ক্ষিতি তলে করুন রক্ষণ। সর্ব্বত্রে করুন রক্ষা প্রভু নারায়ণ ॥ শ্বেতদ্বীপ পতি মানে চিত্তে যোগেশ্বর। পৃশ্নিগর্ভ বুদ্ধি রক্ষা করুন নিরন্তর ॥ ক্রীড়াকালে গোবিন্দ করুন রক্ষণ। শয়নে মাধব দেব রক্ষু সর্ব্বক্ষণ বসিতে শ্রীপতিদেব বৈকুণ্ঠে গমনে। সর্ব্ব যজ্ঞপতি রক্ষা করুন ভোজনে ॥ প্রেত ভূত আদি যত ডাকিনী যোগিনী। পিশাচ পূতনা আদি বালক ঘাতিনী ॥ যক্ষ রক্ষ আদি যত দুষ্ট গ্রহগণ। পিহারিষ বাণ গ্রহ লোক সন্তাপন ॥ শ্রীকৃষ্ণ স্মরণে যার এসব বিনাশ। সর্ব্বত্রে করুন রক্ষা প্রভু শ্রীনিবাস ॥ এই রূপে গোপীগণ করেন রক্ষণ। মায়ে শিশু কোলে করি পিয়াইল স্তন ॥ নন্দ আদি গোপগণ আইল হেনকালে। বিস্ময় পড়িল তার দেখি কলেবরে ॥ বসুদেব যে কহিল নহিল অন্যথা। মহামুনি বসুদেব জানিল সর্ব্বথা ॥ তবে তার কলেবর কুঠারে কাটিয়া। দূরে লয়ে কাষ্ঠ দিয়া ফেলিল পোড়ায়্যা ॥ পুড়িতে সুগন্ধি গন্ধ দেহের উঠিল। তার গন্ধে সর্ব্ব লোক বিস্ময় মানিল ॥ স্তনপান কৈল যবে প্রভু নারায়ণে। অশেষ পাতক ধ্বংস হৈল তেকারণে ॥ পূতনা রাক্ষসী সে যে রুধির ভোজনী। বালক ঘাতিনী সে যে ঘোর দরশনী ॥ মারিবার তরে কৃষ্ণে দিল বিষস্তন। মুক্তিপদ পাইল সেজে প্রভুর কারণ ॥ শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া যে প্রভু নারায়ণে। প্রিয় বস্তু যে কিছু করয়ে সমর্পণে ॥ তাহার কি ফল হয় কহিতে না পারি। তাহাকে পিয়ায় স্তন যশোদা সুন্দরী ॥ ভক্তজন করে যারে হৃদয়ে চিন্তনে। ব্রহ্মা আদি দেব করে যাহার স্মরণে ॥ হেন পদ কমলে যাহার অঙ্গ বেড়ি। স্তনপান করে প্রভু শিশুরূপ ধরি ॥ কে কহিতে পারে তার ভাগ্যের মহিমা। অজ ভব আদি যার দিতে নারে সীমা ॥ যে ধেনুর ক্ষীর পান করিব মুরারি। যে যে গোপী স্তন দিল কৃষ্ণ কোলে করি ॥ প্রভু যার পিরিতে করিল স্তনপানে। শঙ্কর বিরিঞ্চি তার মহিমা না জানে ॥ পূতনা রাক্ষসী যার পায় মোক্ষগতি। কহিব তাহার তত্ত্ব কাহার

প্রকৃতি ॥ অখিল জগত গুরু মোক্ষফল দাতা। পূর্ণ ব্রহ্মসনাতন সর্ব্ব লোক পিতা ॥ ব্রহ্মাদি বন্দিত ঐ দেবকীনন্দন। পুত্র ভাব তাহাকে করিল গোপীগণ ॥ তবে কেন তা সবার থাকিব ভব ভয়। না করিহ রাজা তুমি ইহাতে সংশয় ॥ পূতনা পড়িল নন্দ আদি দেবগণে। গোকুলে আসিয়া জিজ্ঞাসিল লোক স্থানে ॥ গোপ গোপী কহিল তাহার বিবরণ। শুনিয়া বিস্মিত হৈল যত গোপীগণ ॥ পুত্র লয়ে নন্দঘোষ শিরে দিয়া হাত। চুম্বন করিয়া মুখে কৈল আশীর্ব্বাদ ॥ পূতনা মোক্ষণ কথা ভক্তিভাব করি। যে জন শুনয়ে শ্রীকৃষ্ণ মনঃ ধরি ॥ অন্তে গতি হয় তার গোবিন্দ চরণে। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুর রচনে ॥

অদ্ভুত কথা শুনি রাজা বিষ্ণুরাত। নিবেদন করে কিছু মুনির সাক্ষাৎ ॥ যে যে অবতারে হরি যে যে কর্ম্ম করে। কিন্তু রম্য মনোজ্ঞ যে কহিবে আমারে ॥ যা শুনিলে মনোগত ভ্রম দূর হয়। বিষয়ে বৈরাগ্য হয় নির্ম্মল আশয় ॥ ভক্তজনে সখ্যভাব সখ্য নারায়ণে। হেন হরি চরিত্র গুরু কহ এক মনে ॥ যদি ইচ্ছা কর তবে কহ যোগেশ্বর। কহ হরি চরিত্র শ্রবণ মনোহর ॥ সংপ্রতি গোপন বালা কহিবে চরিত্র। যাহার শ্রবণে সর্ব্বলোক আনন্দিত ॥ রাজার বচন শুনি শুক যোগেশ্বর। কৃষ্ণকেলী কথা কহে শ্রবণ মঙ্গল ॥ অঙ্গের চালন শিশু কৈল এক দিনে। কৌতুকে উৎসব কৈল গোপ গোপী গণে ॥ জন্ম নক্ষত্র তাতেআছে সেইদিনে। গোপগোপী আসিয়া মিলিল সেইক্ষণে ॥ বিবিধ বাজন গীত বিবিধ মঙ্গল। দ্বিজগণে বেদ পাঠ করিল বিস্তর ॥ মহা অভিষেক কৈল আনিয়া ব্রাহ্মণ। বিবিধ বিধানে কৈল শান্তি স্বস্ত্যয়ন ॥ গন্ধ মাল্য ধেনু ধন বসন ভূষিয়া। দ্বিজগণে পাঠাইল সন্তোষ করিয়া ॥ তবে পুত্র কোলে করি যশোদা সুন্দরী। নিদ্রা করাইল শিশু অঙ্গে দিয়া তালি ॥ শয্যার উপরে শিশু করায়ে শয়ন। বসন ভূষণে পূজে গোপ গোপীগণ ॥ পুত্র মহোৎসবে দেবী আনন্দিত মনে। লোক পূজা করিতে নাহিক অবধানে ॥ স্তন নাহি পিয়ে শিশু যুড়িল ক্রন্দন। কান্দিতেং দুই তুলিল চরণ ॥ শকটের তলে আছে শয়ন করিয়া। ভাঙ্গিল শকটখান চরণে ঠেলিয়া ॥ নবদল চরণকমল দুইখানি। শকটে ঠেকিল গিয়া তাহার ঠেলনি ॥ উলটিয়া পড়িল শকট হৈল চুর। শিশু হয়ে কে করিতে

পারে এত দূর ॥ ভাঙ্গিয়া পড়িল দধি দুধের কলস। ভূমিতে পড়িয়া যায় বিবিধ গোরস ॥ হেন অদ্ভুত দেখি যত গোপনারী। বিস্ময় পড়িল গোপ নন্দ আদি করি ॥ উলটিয়া শকট পড়িল কি কারণে। ভূমিতে পড়িয়া কেন হৈল খানখানে ॥ কেহ বুঝিবারে নারে ইহার কারণ। নিকটে আছিল যত কহে শিশুগণ ॥ পায়ে ঠেলি এই শিশু শকট ফেলিল। বালকের বাক্যে কেহ প্রতীতি না গেল ॥ এমত বিক্রম শিশু গোপ নাহি জানে। প্রতীত না কৈল কেহ শিশুর বচনে ॥ সাক্ষাতে পরম ব্রহ্ম প্রভু ভগবান। শিশুবাক্যে গোপীগণ না করে প্রমাণ ॥ ছায়াল কান্দিতে আছে শয্যার উপরে। ধায়্যা গিয়া যশোদা তুলি লৈল কোলে ॥ পুনরপি বিপ্র আনি কৈল স্বস্ত্যয়ন শান্তি স্বস্ত্যয়ন করি পিয়াইল স্তন ॥ তবে যত গোয়ালা আছিল বলিয়ার। সেই রূপে শকট স্থাপিল আরবার ॥ ধান্য দুর্ব্বা দিয়া তবে শকট পূজিল। ব্রাহ্মণ আনিয়া তবে শান্তি যজ্ঞ কৈল ॥ পরম সুবুদ্ধি নন্দ সহজে পণ্ডিত। দেব দ্বিজ পূজা কৈল হয়ে হরষিত ॥ দিব্য অন্নপান দিয়া পূজিল ব্রাহ্মণ। ধন ধেনু আদি দিল বসন ভূষণ বিপ্রমুখে পুত্রকে করায়ে আশীর্ব্বাদ। রক্ষা করে বিপ্রগণে শিরে দিয়া হাত ॥ এইরূপে উৎসব করিয়া নন্দরায়। সব গোপ গোপী গণে তুষিয়া পাঠায় ॥ শকট ভঞ্জন কথা কহিল সুন্দর। আর অদ্‌ভুত কহি শুন নরেশ্বর ॥ এক দিন পুণ্যবতী যশোদা সুন্দরী। লালন পালন করে পুত্র কোলে করি ॥ বহিতে না পারে শিশু বড় হৈল ভর। ভূমিতে ছায়াল কেলে মনে পায়ে ডর ॥ ঈশ্বর খেয়াইয়া মনে গৃহ কর্ম্ম করে। তৃণাবর্ত্ত দৈত্য আইল হেন অবসরে। কংসের আদেশে দৈত্য গোকুলে আসিয়া। চক্রবাত রূপে লৈল ছায়াল হরিয়া মহাবাত উৎপাতে গোকুল উড়ায়। ধূলায় অন্ধকার কেহ দেখিতে না পায় ॥ পুরাইল দশ দিগ শবদ নিষ্ঠুর। ধূলা অন্ধকারে সব পুরিল গোকুল ॥ কেবা কোথা আছে কেহ কিছুই না জানে। পুত্র না দেখিয়া দেবী হরিল গেয়ানে ॥ করুণা করিয়া কান্দে ভূমেতে পড়িয়া। গাই যেন হাম্বালায় বাছুর হারায়্যা ॥ ক্রন্দন শুনিয়া সব গোপীগণ আইল। শিশু না দেখিয়া তারা কান্দিতে লাগিল ॥ আঁখি ভরি পড়ে নীর আকুল হৃদয়। দুঃখ শোকে গোপীগণ কান্দে অতিশয় ॥ তৃণাবর্ত্ত মহাদৈত্য কোন কর্ম্ম করে। ছায়াল তুলিয়া

হৈল আকাশ মণ্ডলে ॥ বহিতে না পারে শিশু পর্ব্বতের ন্যায়। মনে ভয় পায়ে দৈত্য করে ধড়ফড় ॥ যাবৎ পরাণ নাহি যায় দুরাচার। দুই হাতে গলা চাপি ধরিল তাহার ॥ হাত পা আছাড়য়ে করে ছটফট। মুখে না আইসে বাণী দেখিতে বিকট ॥ দুই আঁখি উলটিল হরিল চেতন। ভূমিতে পড়িয়া দৈত্য ছাড়িল জীবন ॥ পড়িল আকাশ হৈতে শিলার উপরে। খণ্ড খণ্ড হৈল তার সর্ব্ব কলেবরে ॥ শিলাতে পড়িয়া দৈত্য হৈল অস্থি চূর। শঙ্করের বাণে যেন পড়িল ত্রিপুর ॥ গোপ গোপীগণ কান্দে আকুল হৃদয়। হেনকালে দৈত্য দেখি বড় পাইল ভয় ॥ খেলায় ছাওয়াল তার বুকের উপর। ঈষৎ মধুর হাস দেখি যে সুন্দর ॥ নামিবারে চাহে শিশু ভয় নাহি মনে ধায়ে গিয়া ধরে শিশু গোপ গোপীগণে ॥ সব দুঃখ দূরে গেল দেখি যদুবর। গোকুল ভরিয়া কৈল আনন্দ মঙ্গল ॥ নন্দ আদি গোপগণ হৈয়া আনন্দিত। নষ্ট হৈল হেন পুত্র মিলে আচম্বিত ॥ নিজ পাপে হিংসকের হয়ত প্রলয়। শুদ্ধভাবে সাধুজন তরে ভবভয় ॥ আমি নব কোন পুণ্য কৈল উপদান। সাক্ষাতে পুজিল কিবা পুরুষ পুরাণ কিবা সর্ব্বভূতে দয়া কৈল শুদ্ধ চিত্তে। কোন ভাগ্যে মৃতপুত্র মিলিল সাক্ষাতে ॥ অদ্ভুত দেখিয়া নন্দ চিন্তে মনে মনে। বসুদেব বচন কহিল বিদ্যমানে ॥ কত দিন পরে আর নন্দের নন্দনে। যে কর্ম্ম করিল রাজা শুন সাবধানে ॥ পুত্র কোলে করিয়া যশোদা এক দিনে স্তন পিয়াইল দেবী আনন্দিত মনে ॥ মধুর অঙ্গের করে লালন পালন। হস্ত দিয়া করে দেবী শ্রীমুখ মার্জ্জন ॥ হেনকালে মুখে হাই তুলিল ছাওয়ালে। ত্রিভুবন দেখে দেবী মুখের ভিতরে ॥ দশ দিগ গ্রহগণ আকাশ মণ্ডল। চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বরুণ সপ্ত সাগর ॥ সপ্ত দ্বীপ গিরি তরু নদ নদী জল। সুরলোক সপ্ত পাতাল দেখি ক্ষিতিতল ॥ ব্রহ্মাদিপর্য্যন্ত যত স্থাবরজঙ্গম। পুত্রমুখে যশোদা দেখিল ত্রিভুবন ॥ পুত্র মুখে জগত দেখিয়া ব্রজেশ্বরী। কাঁপিয়া উঠিল অঙ্গ ধরিতে না পারি ॥ দুই আঁখি বুজিয়া রহিল সেই মনে। হেন অদ্ভুত লীলা করে নারায়ণে ॥ কৃষ্ণগুণ শুন ভাই কৃষ্ণে ধর আশা। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস ভাষা ॥

পয়ার। শুক মহামুনি বলে শুন নরেশ্বর। আর অদভুত কহি

শ্রুতি মনোহর ॥ যদুকুলে পুরোহিত গর্গ মুনি নামে। আজ্ঞা দিলা তাঁরে বসুদেব মতিমানে ॥ গর্গমুনি গেলা তবে নন্দের গোকুলে। দেখিয়া উঠিলা নন্দ পরম আদরে ॥ পাদ্য অর্ঘ্য গন্ধ পুষ্প নানা উপহারে। বিষ্ণু বুদ্ধি করি তাকে পূজিলা সাদরে ॥ আসনে বসায়ে মুনি বিনয় বচনে। করযোড় করি নন্দ বলে সাবধানে ॥ মহাজন আগমনে এই প্রয়োজন। দুর্গত গৃহীর মাত্র করে বিমোচন ॥ আপনেও তুমি পুণ্য হরি পরায়ণ। লোক পরিত্রাণ হেতু তোমার গমন তুমি মহাপুরুষ দুর্গত হিতকারী। তাহার কারণে তুমি আইলে দয়া করি ॥ তুমি মহাপণ্ডিত কেবল বুদ্ধিমতি। তোমা হৈতে জ্যোতিষ শাস্ত্রের উৎপত্তি ॥ যাহা হৈতে ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান। হেন মহাশাস্ত্র তোমা হৈতে উপাদান ॥ কেবল জ্যোতিষঃ শাস্ত্রে তুমিত প্রধান। সর্ব্বশাস্ত্রে নাহি কেহ তোমার সমান ॥ দুইটী বালক আছে নাম নাহি ধরি। তুমি নাম করণ তার কর কৃপাকরি ॥ যদি বল নহি আমি কুল পুরোহিত। জন্মিলেই দ্বিজ গুরু জগত বিদিত। এ বোল বুঝিয়া কর পুত্রে সংস্কার। তবে গর্গমুনি দিল উত্তর তাহার আমি সে হইয়ে যদুকুল পুরোহিত। সর্ব্বত্রে বিখ্যাত আমি জগতে বিদিত ॥ আমি যদি করি পুত্রের নাম করণ। বলিব পাপীষ্ঠ কংস না বুঝি কারণ ॥ দেবকীর পুত্র বলি জানিব নিশ্চয়। তবে তুমি কি বুদ্ধি করিবে মহাশয় ॥ বসুদেব সনে আছে তোমার মিতালি দেবকীর অষ্টম গর্ভে কভু নাহি নারী ॥ কন্যা সে কহিল শত্রু জন্মিল তোমার। এত কুমন্ত্রণা যদি করে দুরাচার ॥ আসিয়া মারয়ে যদি এইত তনয়। তবে নন্দ দেখি বড় বিষম সংশয় ॥ নন্দ বলে নাহি কার পুরে পরবেশ। নিজ লোক জানে মাত্র ইহার উদ্দেশ ॥ ঘরের ভিতর কর্ম্ম কর অলক্ষিতে। নর নামে কেহ যেন না পারে লখিতে ॥ নন্দের বচন শুনি গর্গ মহাশয়। বিধি অনুসারে সজ্জ করিল তথায় ॥ তবে মুনি বলে শুন নামের বিধান। রাখিব যাহার যেন অনুরূপ নাম ॥ রোহিণীর পুত্রের নাম শুন বিদ্যমান। মনো রম দেখিয়া সে বলিব বলরাম ॥ বলরাম হৈব দেখি বলেতে প্রখর আর এক নাম ইহার হইবে সুন্দর ॥ যদুবংশে বাড়াইব অন্যান্য পিরীতি। ভিন্নভাব করাইব খণ্ডাইব সংপ্রতি ॥ সঙ্কর্ষণ নাম হৈবে এই সে কারণে। তোমার পুত্রের নাম কহিব এক্ষণে ॥ এই বালক

যুগে যুগে করে অবতার। নানা নাম নানা বর্ণ আছিল ইহার॥ সত্যযুগে শুক্লবর্ণে অবতার কৈল। ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ ধরিয়া জন্মিল এখন দ্বাপর যুগে কৃষ্ণবর্ণ ধরে। পীত বরণ এই সে ধরিবে কলি কালে॥ যুগধর্ম্ম নিজ নাম করিব প্রচার। যদুবংশে করিবে চৈতন্য অবতার॥ পূর্ব্বে আছিল এক বসুদেব নামে। তাঁর পুত্র হৈয়া এই জন্মিলা তখনে॥ একারণে আর এক বাসুদেব নাম। না করিহ ইহারে মানুষ হেন জ্ঞান॥ কত নাম কত গুণ কত কব ধর্ম্ম। হেন কেহ নাহি ইহার জানে নিজ কর্ম্ম॥ এইপুত্রে ব্রজকুল করিবে কল্যাণ যত সব বিপদে করিবে পরিত্রাণ॥ ইহার প্রসাদে ভূমি থাকিবে স্বচ্ছন্দ। গোপ গোপীগণে এই বাড়াবে আনন্দ॥ দস্যুভয় পূর্ব্বে আছিল ক্ষিতিতলে। দস্যুজনে সাধুলোক রহিতে না পারে॥ এই শিশু বল বীর্য্য বাড়ায় তখনে। তবে দস্যু জিনি সুখে রহে সাধু জনে॥ ইহাতে সন্তোষ যার বাড়িবে পিরীতি। সর্ব্বসুখ হৈবে তার খণ্ডিবে দুর্গতি॥ রিপুভয় নাহিব খণ্ডিব ভবভয়। জানিহ সাক্ষাত বিষ্ণু তোমার তনয়। মহাগুণ মহাশয় মহাং ভাগ। দেখিবে ইহার যত অতুল প্রতাপ॥ এতে কেহ জানিহ সাক্ষাৎ নারায়ণ। এ শিশু রাখিহ নন্দ করিয়া যতন॥ এতেক বলিয়া গর্গ গেলা মধুপুরে। আনন্দিত হয়ে নন্দ রহিলা গোকুলে॥ হেন রূপে গেল যদি রহি কত দিন। দুই ভাই হৈল কিছু চলিতে প্রবীণ॥ দুই হাতে দুই জানু ভূমিতে পাতিয়া। হাটিতে শিখিল কিছু হামাগুড়ি দিয়া॥ থরতর হাত পা তুলিয়া ফেলায়। থাবা থাবি দিয়া ব্রজ কর্দ্দমে খেলায়॥ কঙ্কণ কিঙ্কিণী রুনু ঘন রোল। শবদ শুনিয়া বাড়ে আনন্দ কল্লোল ভিন্ন জন দেখিয়া মনের হয় ভয়। ত্বরাত্বরি মায়ের নিকটে গিয়া রয়॥ যশোদা রোহিণী তবে পুত্র লয়ে কোলে। বুকের উপর তুলি শ্রীমুখ নেহালে॥ প্রেমভাবে দোঁহার শরীর নহে স্থির। পয়োধর ঝরয়ে নয়নে বহে নীর॥ পঙ্ক বিনে পীত অঙ্গে অতি মনোহর। পূর্ণিমার চাঁদ জিনি বয়ান সুন্দর॥ স্তন পিয়াইতে মুখ করে নিরীক্ষণ। মন্দ মধুর হাসি নবীন দশন॥ আনন্দ সাগরে ভাসে নটবর অঙ্গ। রহিতে না পারে দোঁহে বাড়য়ে আনন্দ॥ যখন বালক লীলা করে বনমালী। এ দিগে ও দিগে ধায় বৎসপুচ্ছ ধরি॥ ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণে দোঁহে ধাই। দেখিয়া গোপিনীগণ হাসি গড়ি যাই

বড়ং মহিষ বৃষের শৃঙ্গ ধরে। বনের ভিতর যায় জলে গিয়া পড়ে॥ সাপ ধরিবারে যায় জ্বলন্ত আগুনি। তখন আনিতে নারে দোঁহার জননী॥ চপল চঞ্চল বেশ মধুর মুরতি। রাখিতে পারে মাতা করিয়া শকতি॥ নিজ গৃহকর্ম্ম মাতা না পারে করিতে। মনে ভয় দুঃখ পায় না পারে ধরিতে॥ কত দিন পরে যত ব্রজশিশু সঙ্গে। করয়ে বিবিধ কেলী আনন্দিত রঙ্গে॥ নানা মনোহর লীলা করে যদুরায়। গোপ গোপীর চিত্তেতে আনন্দ বাড়ায়॥ কৃষ্ণের চঞ্চল লীলা দেখি গোপীগণে। যশোদার স্থানে গিয়া করে নিবেদনে॥ শুনহ যশোদা রাণি কৃষ্ণের ব্যেভার। ছড়াইয়া ফেলায় দধি দুগ্ধের পসার॥ বাছরী মেলিয়া শিশু তখনি পিয়ায়ে। ক্রোধ করি মারি যদি হাসিয়া বোলয়ে॥ ঘরে ঘরে দধি দুগ্ধ চুরি করি খায়। হাতে না পাইলে তার করয়ে উপয়ে॥ খাইতে না পারে যদি বালকে ভুঞ্জায়। নহে বা দধির ভাণ্ডভাঙ্গিয়া ফেলায়॥ যদি কিছুনা পায় ঘরেকরে অহঙ্কার পোড়ায়ে ফেলিব আজি এ ঘর দুয়ার॥ ধায়ে এসে তবে শিশু মারিবার তরে। হাতে না পায় যদি তার বুদ্ধি করে॥ পীঁড়ার উপর তবে উখলি তুলিয়া। সব দুগ্ধ দধি ফেলে তাহাতে উঠিয়া॥ শূন্য ভাণ্ড দধির উপরে ভাণ্ড ধরি। শীকাতে তুলিয়া দধি তাহে উচ্চ করি যে ভাণ্ডে গোরস থাকে তার তত্ত্ব জানে। ছেদ করি দধি দুগ্ধ ফেলায় তখনে॥ অন্ধকার ঘরে জ্বলে পায়ের রতন। ভাঙ্গিয়া ফেলায় দধি দুগ্ধের ভাজন॥ যদি বল তুমি সব থাকহ দুয়ারে। ঘরে গিয়া শিশু যেন প্রবেশ না করে॥ গৃহকর্ম্মে আমি সব থাকি যে যখনে। তখনে সে যায় শিশু জানিবে কেমনে॥ লেপিয়া পুছিয়া করি স্থান পরিষ্কার। দেব পিতৃ পূজা যজ্ঞ ব্রত করিবার॥ তাহার উপর বসি মল মূত্র ছাড়ে। আছয়ে এখন ভাল রাও নাহি কাড়ে॥ হেট মাথে রহে কৃষ্ণ সভয় নয়নে। ব্রজবাসী কহে তথা রাণী বিদ্যমানে॥ অ মুখ করি রহে সমুখ নেহালি। পাছে ক্রোধ আর যদি করে বনমালী শুনিয়া পুত্রের কথা হাসে নন্দরাণী। ভাল মন্দ কিছুই না বলে এক বাণী॥ নানা লীলা করি হরি পিরীতি বাড়ায়। ব্রজকুলে গোপ গোপী আনন্দে ভাসায়॥ এক দিন রামকৃষ্ণ ব্রজশিশু সঙ্গে। বহুবিধ বাল্যকেলী করে নানা রঙ্গে॥ বালকে জানায় গিয়া যশোদা গোচরে। মৃত্তিকা ভক্ষয়ে আজি তোমার ছাওালে॥ মারে গিয়া

ছাওালে ধরিল নন্দরাণী। ভৎসিয়া বলয়ে কিছু হিত হেন বাণী॥ কেন বা মৃত্তিকা ভক্ষিলা অগেয়ানে। মিছা নাহি বলিব তোমার শিশুগণে॥ সভয় নয়নে শিশুর বদন নেহারে। ক্রোধ করি মাঁরে আজি মায়ে জানি মারে॥ মাটী নাই খাই আমি শুন গো জননি। এসব বালক যত বলে মিছা বাণী॥ ছাওালের বাক্য যদি সত্য করি বল। সাক্ষাতেহ এই মোর বদন নেহাল॥ মায়ে বলে দেখি বাপু মেল মুখখানি। এ বোল শুনিয়া মুখ মেলে চক্রপাণি॥ সাক্ষাতে ঈশ্বর লীলা নর কলেবর। ব্রহ্মাণ্ড দেখায় হরি মুখের ভিতর॥ সপ্ত দ্বীপ সপ্ত সিন্ধু সাগর জঙ্গম। নদ নদী পর্ব্বত পাতাল তরুগণ॥ চন্দ্র সূর্য্য পবন বরুণ হুতাশন। জ্যোতিষমণ্ডল জল তেজঃ গ্রহগণ॥ দশ দিগ আকাশমণ্ডল সুরপুরী। সকল ইন্দ্রিয়গণ মনঃ আদি করি॥ সত্য রজঃ তমঃ তিন গুণ মূর্ত্তিমান। অষ্ট যোগ অষ্ট সিদ্ধি দেখি মূর্ত্তিমান॥ কাল কর্ম্ম সভার অদৃষ্ট আদি করি। এ সব সকল আছে নিজ মূর্ত্তি ধরি॥ মূর্ত্তিমান বেদ তন্ত্র মন্ত্র অষ্ট নিধি। তপ জপ যজ্ঞ ব্রত দান পুণ্য করি॥ এসব সকল রহে মূর্ত্তিমান হৈয়া। তথাতে আছেন কৃষ্ণ আপনে বসিয়া॥ আপনাকে দেখে রাণী আছেন তথায়। চিন্তিতে লাগিল রাণী মনে পায়ে ভয়॥ স্বপন দেখিল কিবা হৈল দেবমায়া। কিবা মোর বুদ্ধিভ্রম হৈল না বুঝিয়া॥ ছাওা লের কিবা সহজযোগ সিদ্ধি। আচম্বিতে কিবা মোর ভ্রম হৈল বুদ্ধি॥ বুদ্ধি মন বচনে না জানি তত্ত্ব যার। জগত সৃজয়ে যেবা করয়ে সংহার॥ যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁর তত্ত্ব নাহি জানে। শরণ লইনু মুই সে দেব চরণে॥ এ মোর বসতি বাস পতি পুত্র ধন। মোর গোপী মোর গোপ মোর পরিজন॥ যাহার মায়ায় মোর এ সব কুমতি। সেই প্রভু নারায়ণ সবে মোর গতি॥ এই রূপে তত্ত্ব যদি জানিল জননী। বিষ্ণুমায়া বিস্তারিল প্রভু চক্রপাণি॥ তত্ত্বজ্ঞান ধ্বংস তার হৈল সেই ক্ষণে। পুত্র প্রেমে ব্রজেশ্বরী বাহ্য নাহি জানে॥ পুত্র কোলে করি দেবী পিয়াইল স্তন। বুকের উপরে নিয়া দিল আলিঙ্গন॥ নয়নে আনন্দ জল পুলকিত অঙ্গ। আনন্দ সাগরে হৈল প্রেমের তরঙ্গ॥ চারি বেদ সাঙ্খ্য আদি যার গুণ গায়। সনকাদি মুনি যাঁরে ধেয়ানে ধেয়ায়॥ ব্রহ্মা শঙ্কর যাঁর কমলা কিঙ্করী। পুত্র হেন ভাব তারে করে ব্রজেশ্বরী॥ রাজা জিজ্ঞাসিল তবে মুনি বিদ্যমানে

কোন তপ নন্দঘোস কৈল কোন স্থানে।। যশোদা বা কোন তপ কৈল মহোদয়।। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পতি যাহার তনয়। নন্দ যশোদার যশঃ গায় ত্রিভুবনে। মহাযোগেশ্বর যাঁর করয়ে কীর্ত্তনে।। কহ দেখি তা সবার পুণ্যের কারণ। মুনি বলে শুন রাজা তার বিবরণ।। এই নন্দ ঘোষের আছিল দ্রোণ নাম। অষ্টবসু মাঝে ছিল সবার প্রধান।। ধরা নামে ভার্য্যা এই যশোদা আছিল। গোপ রূপে জন্মিবারে ব্রহ্মা আজ্ঞা দিল।। তবে দ্রোণ ব্রহ্মাকে বলিল স্তুতি বাণী। জনম লভিব গিয়া গোপ রূপে আমি।। নিতান্ত ভকতি যেন হয় নারায়ণে। অপার সংসার তরি যাহার কারণে।। তুষ্ট ব্রহ্ম তারে দিল সেই বর। সেই দ্রোণ জনমিল হয়ে ব্রজেশ্বর। ধরিয়া যশোদা নাম জনমিল ধরা। হরিভক্তি জন্মিল দুরন্ত দুঃখ হরা।। ভক্তিরস গুরু শ্রীগদাধর যান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান।

পয়ার। এক দিন কোন কর্ম্ম করে ব্রজেশ্বরী। নানা কর্ম্ম দাসীগণে নিযোজিত করি।। দধিমথে আপন পুত্রের গুণ গায়। যে যে বাল্য চরিত্র করয়ে যদুরায়।। পট্টবাস পরিধান পৃথুকটিতটা। দিম ছিত কিঙ্কিণী কঙ্কণ মণিছটা।। বিললিত কুচপট সঘন কম্পন। রজ্জ করিসন ভুজে চলত কঙ্কণ।। শ্রম অপযুত মুখ চলত কুণ্ডলা। বিললিত কবরি মালতি জাতিমালা।। দধি মথে ব্রজনারী বাছে দিয়া টান। উচ্চৈঃস্বরে করয়ে পুত্রের যশগান।। হেনকালে আসি তথা ছাওয়াল শ্রীহরি। দুই ভুজ দিয়া ধরে মথনের নড়ি।। দণ্ডধরি করে দধি মথন নিষেধ। মায়ের আনন্দ বাড়ে নাহি কিছু খেদ।। কোলেতে করিয়া মাতা পীয়াইল স্তন। মন্দ মধুস্মিত মুখ করে নিরীক্ষণ।। বালকের তৃপ্ত না হইল স্তনপানে। উথলিয়া পড়ে দুগ্ধ ওথা আর স্থানে।। ছাওয়াল তেজিয়া রাণী চলিলা ত্বরিতে। তার লাগি ক্রোধ হৈল বালকের চিত্তে।। কম্পিত অধরপুট দংশিয়া দশনে। অঙ্গুলি তর্জ্জন করি ঢুলায় নয়নে।। শীলার উপরে চড়ি ঘরের ভিতরে। ভাণ্ড ভাঙ্গি দধি খায় প্রভু সুরেশ্বরে।। ভূমেতে ফেলিয়া দুগ্ধ যশোদা সুন্দরী। ঘরেতে প্রবেশ গিয়া কৈল ত্বরাকরি।। দেখিয়া পুত্রের কর্ম্ম হাসে ব্রজরাণী। এখনে আছিল কোথা গেল যদুমণি।। শিকার উপরে আছে সাজ ননী সর। উথলি উঠিয়া হরি ফেলায় সকল।। চুরিকরি খায় ননী বান্দর ভুঞ্জায়। তরাসে মায়ের দিক উলটিয়া চায়।। চাহিতে বেড়ায়

মাতা দেখিতে শ্রীহরি। ফেলায় দুগ্ধের সর খাইতে না পারি ॥ নড়ি হাতে করি মাতা ধীরে ধীরে যায় । নড়ি দেখি শিশু হরি সত্বরে পলায় ॥ দ্রুতগতি যায় মাতা ধরিতে না পারে। মারণের ভয়ে হরি পলায় সত্বরে ॥ বহু জন্ম তপকরি মহাযোগীগণে। চিত্ত প্রকাশিয়া যারে না পায় ধেয়ানে ॥ শ্রুতিগণ রহে যার পথ অনুসারী। হেন প্রভু ধায়্যা লয়ে যায় ব্রজেশ্বরী ॥ পাছে২ ধায় দেবী গমন মন্থরা। কেশ পাশ কুটিল কুসুম বিবসনা ॥ ধায়্যা শিশু ধরে দেবী কত দূর যাই । আখি কচালয় শিশু মনে ভয় পাই ॥ অপরাধ ভয়ে শিশু করয়ে রোদন । না সরে মুখের বাণী বিহ্বল লোচন ॥ দুই হাতে ছাওয়ালে ধরিয়া দৃঢ়মনে। তর্জন গর্জন করে বিস্তর ভৎসনে ॥ মনে সঙ্কোচিত পাছে পায় যত ডর। এত বলি হাতের বাড়ি ফেলিল সত্বর মনে২ তবে গোপী কোন কর্ম্ম করে । দামদড়ি দিয়া আজি বান্ধিব উহারে ॥ আদি অন্ত নাহি যার নাহি পরাপর। জগতের আদি অন্ত বাহ্য অভ্যন্তর ॥ হেন কৃষ্ণে পুত্রবুদ্ধি মানে গোপনারী। তখনে বান্ধিল তারে দিয়া দামদড়ি ॥ অপরাধ ভয়ে শিশু না কহে বচন। দাম দড়ি দিয়া করে কোমরে বন্ধন ॥ বান্ধিতে না আটে দুই অঙ্গুলি সোসর। আর দড়ি দিয়া তবে জড়ায় সত্বর ॥ দুই দামে নাহি আটে অঙ্গুলি প্রমাণ । আর দড়ি দিয়া করে বান্ধিতে সন্ধান ॥ সেই দড়ি ছুটিল বান্ধিতে না জুয়ায়। সকল ঘরের দড়ি আনিয়া যোগায় ॥ বিস্ময় ভাবিয়া দেবী করয়ে বন্ধন । দেখিয়া বিস্ময় ভাবে যত গোপীগণ ॥ শ্রমজলে তিতিল সকল কলেবর । খসিল বসন বেশ খসিল কবর ॥ দেখিয়া মায়ের শ্রম প্রভু কৃপাময় । আপনার বন্ধন প্রভু আপনে সে লয় ॥ ভকতের বশ আমি ভকত অধীন। ভকতের সহ মোর নহে কিছু ভিন্ন ॥ আমার মায়াতে বন্ধি এতিন ভুবন। ভক্তের ইচ্ছাতে লই আপনে বন্ধন ॥ আপনে ভকত বশ জগতে বুঝায় । ব্রহ্মা ভব আদি যার অন্ত নাহি পায় ॥ এমত প্রসাদ নাই লভে প্রজাপতি। শিব যাহা নাহি লভে লক্ষ্মী পুণ্যবতী ॥ হেন রূপ প্রসাদ লভিল গোপনারী। কে আর বান্ধিতে পারে দিয়া দামদড়ি ॥ সেইরূপ বন্ধনে রহিলা যদুমণি। গৃহকর্ম্মে রহে গিয়া নন্দের ঘরণী ॥ দুইবৃক্ষ দেখি হরি পর্ব্বত আকার। যমলার্জ্জুন নাম কুবের কুমার ॥ জগত বিখ্যাত তারা দুই সহোদর । শাপে হইয়াছে তারা দুই বৃক্ষবর ॥

নারদের শাপে দুই বৃক্ষরূপ ধরি। সমুখে দেখিল তবে প্রভুত শ্রীহরি
কৃষ্ণকথা শুন ভাই কৃষ্ণেশ্বর আশা। ভাগবতাচার্য্যের মধুরস ভাষা॥

পয়ার। তবে রাজা জিজ্ঞাসিল হইয়া বিস্মিত। এক অদভুত শুন গুরু সুপণ্ডিত॥ কোন কর্ম্ম কৈল তারা ভাই দুইজনে। নারদ করিল ক্রোধ কিসের কারণে॥ শত্রু মিত্র নাহি তার নাহি পরাপর। তবে কেন তার ক্রোধ হৈল এত বড়॥ আপনে নারদ মুনি হেন শাপ দিল। কুবের কুমার হয়ে বৃক্ষযোনি পাইল॥ শুক মুনি বলে তবে রাজার বচনে। আদি হৈতে কহি তার যত বিবরণে॥ কুবের তনয় তারা রুদ্র অনুচর। আজ্ঞা দিলা দোঁহাকারে দেব মহেশ্বর॥ তোমরা রাখিয়া থাক এই তপোবন। এই বন রক্ষণ আমার আরাধন॥ শিবের আজ্ঞায় তারা থাকে সেই বনে। নিরবধি ক্রীড়াকরে তারা দুই জনে॥ শঙ্করের ক্রীড়াবন কৈলাস নিকটে। নানা উপবন সেই গিরি সন্নিকটে॥ বারুণী মদিরা পানকরে নিরন্তর। ঘূর্ণিত লোচন সদা মত্ত কলেবর॥ দিব্য নারীগণ সঙ্গে কুসুমিত বনে। নিরবধি ক্রীড়া করে তারা দুইজনে॥ একদিন গঙ্গাজলে পরবেশ করি। ক্রীড়াকরে দুই ভাই লয়ে দিব্যনারী॥ মহামত্ত গজ যেন করিণীর সঙ্গে। জল কেলি করে দুই ভাই নানা রঙ্গে॥ দৈবযোগে পৃথিবী করিয়া পর্য্যটন। হেনকালে নারদের তথা আগমন॥ নারদে দেখিয়া যত বিবসনা নারী। বসন পরিল তারা শাপ শঙ্কাকরি॥ তারা দোঁহে না কৈল বসন পরিধান। মহামদে অন্ধ তারা নাহি অবধান॥ কুবের কুমার হয়ে শিব অনুচর। করিয়া মদিরা পান মত্ত এত বড়॥ যে জন শ্রীমদে মত্ত হয় মূঢ়মতি। সে জন উত্তম নহে হয় অধোগতি॥ বিদ্যামদ কুলমদ ধনমদ হয়। তাহা হৈতে এত বড় বুদ্ধিভ্রম নয়॥ এই মনে শ্রীমদে বুদ্ধি হয় নাশ। কেবল কুমতি হয় কুসঙ্গে প্রকাশ। স্ত্রীসঙ্গ দ্যূতক্রীড়া হয় পান দোষ। এইত প্রকারে তার হয় মতি ধ্বংস॥ শ্রীমদ হইয়া নানা পশু বধ করে। দেব পিতৃযজ্ঞ স্থানে দেই অহঙ্কারে॥ অনিত্য শরীর মানে অজর অমর। অন্তকালে হয় কৃমি কীটভস্ম মল॥ শ্রীমদ হইলে হয় মত্ত কলেবর। সাবধান নহিলে নরকে পতিত বর্ব্বর॥ ইহার লাগিয়া যে পরের প্রাণ হরে। সে কিছু নাজানে তত্ত্ব অধোগতি চলে। পরাধীন আপনে আপন নাহি চিনে। কোথা ভক্ষ্য করে কোথা অন্ন দিয়া কিনে॥ কিবা বাপ

মায়ের অধীন কতকাল। কিবা বনজন্তু জনে করয়ে সংহার ।। আগুনে পুড়িয়া কিবা ভস্ম হয়ে যায়। কিবা কাগে কুক্কুর শৃগালে ধরি খায় ।। সর্ব্বকাল কলেবর পরের অধীন। আপন করিয়া তাহা মানে মতি হীন ।। জন্তু বধ করে জীব দেহের কারণে। কুপণ্ডিত সঙ্গ দোষে মরম না জানে ।। ইহাতে দেখিয়ে আমি এইত উপায়। এ দুহার মদ ভঙ্গ করিতে জুয়ায় ।। যে জন ইন্দ্রিমদে অন্ধ হয় সর্ব্ব ক্ষণ। দরিদ্রতা করি তার পরম অঞ্জন ।। দরিদ্র সকল দেখে আপন সমান। দরিদ্র লোকের নাহি কিছু অভিমান ।। সে জন আশিষা থাকে কণ্টকের বাধা। সে রূপ অভিমানে জানি বিফল সর্ব্বথা । দুঃখ পাইয়া থাকিলে পরের দুঃখ জানে। সেই জনে কভু নহে সুখী জনে ।। দরিদ্র হইলে সে ছিটিয়ে অহঙ্কার। দরিদ্র জনের হয় সব ব্যবহার ।। উপবাস আদি যত তার হয় দুঃখ। সেই পায় হয় তার পরকালে সুখ ।। দরিদ্রের কলেবর ক্ষুধাতে শুকায়। তার কিছু নাহি লাগে অন্ন মাত্র চায় ।। সকল ইন্দ্রিয় গণ ছুটি নিবেদে। হিংসা হেন জ্ঞান তার নাহি রহে মনে ।। দরিদ্র জনের হয় সাধু সমাগম। সাধু সঙ্গে অশেষ বাসনা বিমোচন ।। তবে তার সেই হৈতে খণ্ডে ভববন্ধ। এই দোষে মুক্তিপদ হয় সুপ্রবন্ধ। অতএব না চাহে ধন পণ্ডিত আকার। কুপণ্ডিত হয়্যা ধার বৃথা যায় কাল ।। ধন পুত্র কলত্র সে করয়ে উপেক্ষা। ধনিক হইয়া কার না করে উ-পেক্ষা ।। ধন অহঙ্কার হৈতে হবে পরকাল। তাজ কষ্মে ধন যদি না কহে যেভাই ।। কুবের কুমার হয়্যা শিবের কিঙ্কর। বারুণী মদি রাপান করে নিরন্তর ।। আপনাকে না জানে আপনি বিবসন। স্ত্রীমদে হয় এত বড় মতিচ্ছন্ন ।। এত বড গর্ব্ব যদি দেখিল দোঁহার বৃক্ষ হৈয়া গোকুলে থাকুক চিরকাল ।। দেবমানে এক শত বৎসর অন্তরে। কৃষ্ণ পরশিব দুই বৃক্ষ কলেবর ।। তোকে অনুগ্রহ প্রভু অ-বশ্য করিব। বাল্যলীলা করি দুই বৃক্ষ উদ্ধারিব ।। তবে দিব্য কলে বর হইবে দুই জনে। জমল অর্জ্জুন বৃক্ষ হৈল সেইক্ষণে ।। ভক্তের প্রধান মুনি ব্রহ্মার নন্দন। তার বাক্য পালিল সে দেব নারায়ণ ।। ধিরে লিয়ে গেলা সেই বৃক্ষ সন্নিধানে। উখলি টানিয়া প্রভু করিলা বন্ধনে ।। দুই বৃক্ষ মধ্যে প্রবেশিলেন শ্রীহরি। লাগিল পাথালি

ইহয়া দুগাছে উখলি ॥ কিঞ্চিত লাগিল মাত্র উখলি ঠেকনে। দুই গাছ উপাড়িল সমূল বন্ধনে ॥ মহাকম্প উপজিল শবদ প্রচণ্ড। [illegible] পড়িয়া বৃক্ষ হৈল খণ্ড খণ্ড ॥ দুই বৃক্ষ হৈতে দুই পুরুষ প্র- [illegible] যেন অনল সমান ॥ দশ দিগ প্রকাশিল [illegible] নিন্দিত রূপ মহা সিদ্ধি রাজে ॥ অখিল ভুবন [illegible] শ্রীহরি। দণ্ড পরণাম কৈল ভূমিতলে পড়ি ॥ প্রণত [illegible] হৈয়া শিরে যুড়ি কর। স্তুতি করে দুই মহাপুরুষ সুন্দর ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগী পুরুষ পুরাণ। পরিপূর্ণ ব্রহ্ম তুমি পূর্ণ ভগবান। নমো নমো জগন্নাথ পরম কল্যাণ। নমস্তে বাসুদেব বিশ্ব মঙ্গল নিদান ॥ অবধান কর যদি প্রভু নারায়ণ। তোমার চরণে কিছু করি নিবেদন ॥ দেব ঋষি নারদ তোমার অনুচর। আমি দুই ভাই দুই তোমার কিঙ্কর ॥ তাঁর অনুগ্রহে তোমা সনে দরশন। বিনা সাধু কৃপায় নহে দুঃখ বিমোচন ॥ বাণিগুণ কথা কহে সদত তো- মার। [illegible] কর্ণে না শুনিব আর ॥ নিরবধি কথা যেন [illegible] মন যেন সঙরে তোমাকে নিরন্তরে ॥ মস্তকে প্র- ণাম করে [illegible] চরণে। দুই চক্ষু রহে যেন সাধু দরশনে ॥ সাধু জন কেবল তোমার কলেবর। ভক্তের হৃদয়ে তুমি থাক নিরন্তর ॥ এইরূপ স্তুতি কৈল দুই সহোদরে। হাসিয়া উত্তর দিল গোবিন্দ ঈশ্বরে ॥ পূর্ণব্রহ্ম ভগবান উখলি বন্ধনে। সম্ভাষিল তা সবারে মধুর বচনে ॥ পূর্ব্বেই জানিয়া আমি তব বিবরণ। সুঁপিল নারদ মুনি [illegible] কারণ ॥ অনুগ্রহ করি মুনি সুঁপিল তোমারে। শ্রীমদ ধ্বংস করি [illegible] প্রতিকারে ॥ সাধুজন সমুচিত হরি পরায়ণ। আমা দরশনে কার না রহে বন্ধন ॥ সূর্য্য দরশনে যেন চক্ষুর প্রকাশ। সেই রূপ [illegible] তার ভববন্ধ নাশ ॥ যাহ দুই ভাই তুমি আপন বসতি। আমাতে লভিবে তুমি একান্ত ভকতি ॥ এ বোল শুনিয়া দুই কুবের কুমার। পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ কৈল নমস্কার ॥ আজ্ঞা শিরে ধরিয়া চরণে রাখি মন। চলিল উত্তর দিগে কুবের ভবন ॥ ভক্তি রস গুরু শ্রীন গদাধর জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধু রস গান ॥

পয়ার। শুকমুনি বলে শুন নৃপবর। উপাড়িল দুই বৃক্ষ মহা ভয়ঙ্কর ॥ নন্দ আদি গোপগণ শবদ শুনিয়া। ত্বরাত্বরি গেল

তথা প্রমাদ গণিয়া ॥ জমল অর্জ্জুন দুই বৃক্ষ পড়িয়াছে। ভ্রমিতে লাগিল সবে বেড়ি তার কাছে ॥ কি কারণে পড়িল গাছ না জানি কারণ। চৌদিগে বেড়িয়া গোপ করয়ে ভ্রমণ ॥ দুই বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িল কি কারণে। এত বড় উৎপাত কৈল কোন জনে ॥ চিন্তিতে লাগিল গোপ না বুঝিয়া মর্ম্ম। শিশুগণ বলে তোমার বালকের কর্ম্ম ॥ আগে যায় কানাই উখলি টানে পাছে। টেড়ি হৈয়া উখলি লাগিল দুই গাছে ॥ ভাঙ্গিয়া পড়িল বৃক্ষ হৈয়া দুই পাশ। মাঝে আছে শিশু তার না পায় তরাস ॥ দুই গাছ হৈতে দুই পুরুষ উঠিয়া। স্তুতি করি গেল তারা অন্তরীক্ষ হয়্যা ॥ প্রত্যয় না গেল কেহ শিশুর বচনে। কেহ কেহ সন্দেহ ভাবিল নিজ মনে ॥ কটিতটে দাম দড়ি উখলি বন্ধনে। তাহা গুঁড়ি দিয়া মরে পাঁচায় নয়নে ॥ নন্দঘোষ পুত্র দেখি কাঁদিতে লাগিল। বন্ধন খসায়ে নন্দ পুত্র কোলে নিল ॥ জমল অর্জ্জুন ভঙ্গ গোপালের চরিত্র। কহিল তোমারে রাজা পরম পবিত্র ॥ এখন কহিব আর নানা বাল্য কেলী। সাবধানে শুন রাজা কৃষ্ণে মন ধরি ॥ কোনখানে গোপী মেলি দিয়া কর তালি। নাচ নাচ বলিয়া নাচায় বনমালী ॥ কোন গোপী বলে বাপু গাও দেখি গীত। কিছুই না জানে তবু গায় সুললিত ॥ কাষ্ঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায়। পূর্ণব্রহ্ম লৈয়া গোপী আনন্দে খেলায় ॥ কেহ বলে ছেঁরে বাপু আন পিঁড়িখান। কেহ বলে আন দেখি পাদুকা উপান ॥ ততক্ষণে তার বোলে বড় বেগে যায়। তুলিতে পড়িতে শিশু আনিয়া যোগায় ॥ কেহ বলে বড় করি বাহুতে দেহ টান। মালসাট দিয়া বাপু হও আগুয়ান ॥ যে যে কর্ম্ম বলে গোপী সে সে কর্ম্ম করে। ভক্তের অধীন প্রভু শিশু লীলা করে ॥ ভক্তের অধীন হৈয়া ভকতে বুঝায়। ভকত অধীন প্রভু আপনা দেখায় ॥ শিশু লীলা করে প্রভু আপনে অন্তঃপুরে। ব্রজপুরে আনন্দে বেড়ায় নিরন্তরে ॥ ফল লয়ে আইল এক ফলের পসারি। ফল কেব বলি ডাকে কিন উচ্চকরি ॥ সর্ব্ব ফলদাতা প্রভু ফলের কারণে। ধান্য লয়ে সত্বরে চলিল ততক্ষণে ॥ ধান্য দিয়া শিশু পাতিলেন দুই কর। ফল দেহ বলিয়া মাগিল গদাধর ॥ ফল বিক্রয়ী দেখি আনন্দিত চিত্তে। অঞ্জলি পুরিয়া ফল দিল দুই হাতে ॥ রতনে পুরিল তার ফলের পসার। এই রূপে করে প্রভু বালক বিহার ॥ যমুনার

জলে শিশু করে শিশু লীলা। ব্রজ শিশু সঙ্গে প্রভু করে নানা খেলা
খেলা রসে রহিল গোবিন্দ হলধর। কত ডাক দেই শিশু নাহি এসে
ঘর॥ যশোদা পাঠায়ে দিল রোহিণী সুন্দরী। যমুনার কূলে গিয়া
দেখে বনমালী॥ শিশুগণ লয়ে কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে। শিশু খেলা
খেলে প্রভু নানা রস রঙ্গে॥ আইস আইস ওরে বাছা বিলম্ব না
কর। মায়ে ডাক পাড়ে কেন বচন না ধর॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রাণেশ্বর
কমললোচন। কোলে করি আইস বাপু পিয়াসিয়া স্তন॥ অন্ন আসি
খাও কৃষ্ণ না খেলাহ খেলা। খেলারসে না জান বিস্তর হৈল বেলা॥
অরে রাম রোহিণীসুত কুলের নন্দন। প্রভাত সময় তুমি করিছ
ভোজন। শ্রম বড় হৈল বাপু না খেলাহ খেলা। কৃষ্ণ লয়ে সঙ্গে আ-
ইস সাঙ্গ শিশু লীলা॥ চল রে ছাওয়াল সব বাহু ঘরাঘরি। ধুলায়
ধূসর তোর রাম বনমালী॥ শীঘ্রগতি আইস বাপু করাই মার্জ্জন।
জনম নক্ষত্র আজি আছয়ে কারণ॥ স্নান করি গোদানে করিত দ্বিজ
গণে। কুঙ্কুমকে ভোজন করাও অন্ন পানে॥ দেখ দেখ তোমা
সঙ্গের শিশুগণ। মায়ে করিয়াছে অঙ্গ মার্জ্জন ভোজন॥ বসন
ভূষণ সব করিয়া কাজল। খেলিছ ছাওয়াল সঙ্গে নাহি লয় মন॥
পাছে খেলাইও বাপু স্নানদান করি। ভোজন করিয়া আইস দিব
বেশ ধরি॥ তবে তুমি খেলাইও যত ইচ্ছা কর। আমার বচনে
আইস বিলম্ব না কর॥ সকল না থাকে যদি প্রভু হৃষীকেশ। দেখিয়া
যশোদা দেবী শিশু লীলা বেশ॥ তবে পুত্রে আনিয়া ধরিয়া দুই
করে। রামকৃষ্ণ ধরি দেবী লয়ে গেল পুরে॥ পুত্র মহোৎসব কৈল
পরম আনন্দে। এই রূপে লীলা প্রভু করে নানা রঙ্গে॥ এক দিন
বৃদ্ধ গোপ একত্র হইয়া। মন্ত্রণা করয়ে গোপ নিভৃতে বসিয়া॥ বৃদ্ধ
এক গোপ তাতে উপানন্দ নাম। বয়েসে গেয়ানে সে সবার প্রধা-
ন॥ দেশ কাল তত্ত্ব তিঁহো জানেন সকল। সুবুদ্ধি শেখর রাম
কৃষ্ণে হিত পর॥ কহিতে লাগিলা তিঁহো মহা মতিমান। আমার
বচন শুন কর অবধান॥ নানা মত উৎপাত মেলে বারেবার।
মহাবনে রহিতে উচিত নহে আর॥ গোকুলের রক্ষা চাহ রামকৃষ্ণে
হিত। এথাতে রহিতে আর না হয় উচিত॥ পুতনা রাক্ষসী আইল
মারিতে ছাওয়াল। তাহাতে কেবল কৈল ঈশ্বর উদ্ধার॥ ভাগ্য না
পড়িল শিশু উপরে সকট। ঈশ্বর কৃপায় সেহ এড়াল সঙ্কট॥ চক্র

বাতে নিল শিশু আকাশে তুলিয়া। শীলার উপরে লয়ে ফেলে ক-ছাড়িয়া॥ ভাগ্যে তাতে কৈল রক্ষা অষ্টলোকপাল। রক্ষ ঝড়ে ছাওয়াল নামেন ভালে ভাল॥ এই মতে কত কত পড়ে উৎপাত। কেবল ঈশ্বর কৃপা করেন সাক্ষাৎ॥ যাবৎ প্রমাদ হেথা আর নাহি ঘটে। তাবৎ ছাওয়াল লইয়া চলি যাহ ঝাটে॥ বৃন্দাবন নামে আছে নবীন কানন। বহু বিধ ফল ফুল বিবিধ শোভন॥ নব তৃণ উপবন সুশীতল জল। পুণ্য গিরি নদনদী পুণ সরোবর॥ আজি চলি যাই তথা হেন লয় মনে। গোধন চলুক আজ্ঞা দেহ গোপ গণে॥ সকট আনুক ঝাট সুসজ্জ করিয়া। সব বন্ধু বান্ধবে চল সকটে চড়িয়া॥ কহিল কুশল মন্ত্র যদি আজ্ঞা ধর। ঝাট করি চল সবে বিলম্ব না কর॥ এ বোল শুনিয়া যত গোপগণ মিলি। উপনন্দে বাখানিল সাধু সাধু বলি॥ দিব্য পরিচ্ছদে কৈল সকট সাজনি। নানা অস্ত্র শস্ত্রে কৈল অঙ্গের কাচনি॥ বৃদ্ধ বাল্য নারীগণ সকটে তুলিয়া। চলিল গোয়ালা সব গোধন চালায়্যা॥ যত যত গোয়ালা আছিল বলিয়ার। ধনুঃ শর লয়ে তারা হৈল আগুসার॥ ভুবাঘোষ নামে গোপ চারি পাশে ফিরে। কেহ সিঙ্গাস্বরে কেহ বীর দর্প করে॥ বিবিধ আনন্দ করি গোপগণ বায়ে। কোলাহল শবদ করি বীরগণ ধায়ে॥ গোপীগণ বিবিধ ভূষণ বাস পরি। কৃষ্ণগুণ গায় গোপিনী রথে চড়ি॥ মধুকণ্ঠী গোপনারী সুধারস গায়। যশোদা রোহিণী শুনি মহা সুখ পায়॥ যশোদা রোহিণী এক সকটে চড়িয়া। দীপ্ত করে দুই পুত্র রামকৃষ্ণ লয়্যা॥ বৃন্দাবনে গিয়া গোপ করে পরবেশ। জন্মিল সবার চিত্তে আনন্দ বিশেষ॥ ব্রজকুল নিরমল করিয়া মন্ত্রণা। অর্দ্ধচন্দ্রাকার কৈল পুরীর রচনা॥ এই রূপে গোপ গণ রহিল আনন্দে। রামকৃষ্ণ খেলায় বালক গণ সঙ্গে॥ যমুনা পুলিন বৃন্দাবন তরু গিরি। দেখিয়া সন্তোষ পাইল রাম বনমালী॥ মুনি বলে শুন রাজা অপূর্ব্ব কাহিনী। শিশু লয়ে বাল্য ক্রীড়া করে যদুমণি॥ বহুবিধ বাল্য ক্রীড়া করে দিনে দিনে। এই রূপে পিরিতি বাড়ায় অনুক্ষণে॥ নিজ কলেবর সাজ করে হৃষীকেশ। বাছরি চরাতে পারে ধরে হেন বেশ॥ নিকটে যমুনা তট বন উপবন। ব্রজ শিশু সঙ্গে বৎস্য রাখে নারায়ণ॥ বিবিধ রতনমণি বিভূষিত অঙ্গ। সম বেশ সুমধুর শিশুগণ সঙ্গ॥ পীতবাস পরিধান কাঁধে

সিঙ্গা বেত্র। রচন পাঁচনি করে শিরে উড়ে নেত্র॥ নানা ক্রীড়া পরিচ্ছেদ করিয়া সাজন। বৎস রাখি বারে কৃষ্ণ সঙ্গে শিশুগণ॥ ক্ষণে বেণু বাজায়ে বালকগণ মেলি। ফেলাফেলি করিয়া ক্ষেপণি খেলা খেলি॥ চরণে চরণে ক্ষণে করে ফেলাফেলি। অঙ্গে অঙ্গে ক্ষণে প্রভু করে ঠেলাঠেলি॥ বৃষ রূপ ধরিয়া বৃষের ছাড়ে ডাক। দুহে২ যুঝাযুঝি বাড়ে অনুরাগ॥ যত জীব জন্তু বৈসে বন উপবনে। ডাক দিয়া আনে প্রভু প্রতি জনে জনে॥ বেণু রব শুনিয়া সকল জন্তু মেলি। সেই গতি লীলা করে তার সঙ্গে খেলি॥ এই রূপে বাছুর চরায় তার সঙ্গে। নানা শিশু লয়ে প্রভু খেলে নানা রঙ্গে॥ হেন কালে এক দৈত্য বৎস রূপ ধরি। বৎস রূপে প্রবেশিল বৎসের ভিতরি॥ সকল জানেন প্রভু সর্ব্বজ্ঞ শেখর। বলরামের তরে দেখাইল গদাধর॥ ধিরে ধিরে তাহার কাছে গেলেন শ্রীহরি। বাম হাত দিয়া তবে দুই পায়ে ধরি॥ আকাশে তুলিয়া ভ্রমাইল তিন বার। সেই মতে জীবন ছাড়িল দুরাচার। পাক দিয়া ফেলাইল কপীর্থ উপরে॥ তাহার শরীর পর্ব্বত অঙ্গ ভরে॥ সাধু সাধু বলিয়া রাখালে শিশুগণে। দেখিয়া বিস্ময় পাইল ভয় হৈল মনে॥ তুষ্ট হয়ে দেবে কৈল পুষ্প বরিষণ। আকাশে বাজিল শঙ্খ দুন্দুভি বাজন॥ এই রূপে নানা লীলা করে যদুরায়। বৎস পাল লয়া কৃষ্ণ বাছুরি চরায়॥ সর্ব্ব লোক পালক সকল লোক গতি। গোপ পুরে বাছুর চরায় সুরপতি। প্রভাত সময়ে হরি খায় দধি ভাত। বাছুরি চরায় বনে ত্রিভুবননাথ॥ শিশু সঙ্গে বাছুর চরায় এক দিনে। কালিন্দি নিকটে তরু কুসুমিত বনে॥ চালাইয়া আনিল বৎস্য গোপ সন্নিধানে। বৎসগণে দিয়া পানী কৈল জল পানে॥ এক গোটা মহাপ্রাণী পর্ব্বত আকার দেখিয়া লাগিলা শিশুগণে চমৎকার। বকাসুর নাম তার বকরূপ ধরে। আসিয়া গোবিন্দ জনে মারিল সত্বরে॥ তা দেখিয়া সব শিশু হৈল অচেতন। প্রাণ বিনে যেন রূপ ইন্দ্রিয় দেহ মন॥ ত্রিজগত গুরু প্রভু ত্রিজগত পিতা। গোপরূপ ধরে প্রভু সর্ব্ব ফলদাতা॥ আগুন হয়ে লাগিল প্রভু বকের শরীরে। গিলিতে না পারে বক ধড়ফড় করে॥ বকাসুর তালুমূল দহিল অন্তরে। পুড়িয়া মরয়ে বক গিলিতে না পারে॥ অস্তেব্যস্তে উগরিয়া ফেলিল গোপাল। দুই ঠোঁট মেলিয়া আইসে গিলিবার॥ দুই হাত দিয়া প্রভু দুই ঠোঁট ধরি। বিদারিয়া

দুইখান কৈলা লীলাকরি ।। সাধুজন গতি প্রভু খল নিবারণ। বকদ্ধণ দুষ্ট দৈত্য কৈলা সংহারণ ।। বিমানে থাকিয়া দেখে সুর সিদ্ধগণে। জয় জয় শবদ উঠিল ত্রিভুবনে ।। পারিজাত কুসুম নন্দন বনমালা। কৃষ্ণের উপরে কৈল পুষ্পবৃষ্টি ধারা ।। অনেক দুন্দুভী শঙ্খ বিবিধ বাজন। বিবিধ স্তবন কৈল সুর মুনিগণ। বকাসুর পেটে হৈতে নিক লিল হরি। বর্ত্তিয়া উঠিল শিশু ভয় পরিহরি ।। প্রাণ আইলে দেহে যেন অসন চেতন। সেইরূপ কৃষ্ণ পায়ে জীয়ে শিশুগণ ।। আলিঙ্গন দিয়া শিশু শ্রীমুখ নেহারে। চৌদিগে বেড়িয়া জয় জয় শব্দ করে ।। কৃষ্ণ লয়ে ব্রজপুরে চলিল সত্বর। গোপগণে শিশুগণ কহিল সকল ।। বিস্ময় ভাবিল গোপ গোপীগণে শুনি। ব্রজপুরে সকলে পড়িল জানা জানি ।। সব লোক দেখিতে আইল দামোদরে। আনন্দ উৎসব হৈল পুরীর ভিতরে ।। দেখ দেখ অদ্ভুত শিশুর প্রভাব। কত শত মৃত্যু আসি হয় বিঘ্নপাত ।। নিজ নিজ পাপে তারা সবে মারে যায়। পুণ্য ফল বশে শিশু সর্ব্বত্রে এড়ায় ।। ঘোরতর দৈত্য সব আইসে মারি বারে। অগ্নির ভিতর যেন পতঙ্গেতে পড়ে ।। অসত্য নহিল কিছু গর্গের বচন। গর্গ যে বলিল সেই দেখিল লক্ষণ।। জন্মিল কেবল মহা পুরুষ সাক্ষাৎ। মহাপুরুষের কভু নহিব উৎপাত ।। নন্দ আদি গোপ গণ এই কথা কয়। নিরবধি পরম আনন্দে সবে রয় ।। ভাগবতাচা র্য্যের মধুরস গান। কৃষ্ণকথা শুন ভাই হয়ে সাবধান ।। ৮

ত্রিপদী। এক দিন কৈল মনে, ভোজন করিব বনে, গাত্রোত্থান প্রত্যূষ বিহানে। শিঙ্গারব করে হরি, গোপ শিশুগণ মেলি, চলি গেল বৎস লয়ে বনে ।। লক্ষ লক্ষ শিশুগণ, সমবেশ বিভূষণ, সিঙ্গা বেণু বিশান করিয়া। সংখ্যেক নাহি টুটি, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি, চলে শিশু বৎসগণ লয়্যা ।। কৃষ্ণ বৎস রাখে যত, ব্রহ্মাদি লিখিবে কত, লিখিতে কে পারে তার অন্ত। বৎস যত যুথকরি, একত্রে সকল মিলি, বৎস রাখে করিয়া আনন্দ ।। বিবিধ বালকলীলা, বহুবিধ শিশু খেলা, বহু ভাতি খেলে শিশুগণে। পুরান কুসুম ফল, বনধাতু নবদল করে শিশু অঙ্গের ভূষণে ।। কেহ সিকা করে চুরি, কেহ ফেলে দূর করি, পুনঃ দেই হাসিয়া হাসিয়া। কৃষ্ণ যদি থাকে দূরে, ধায়্যা গিয়া শিশু চলে, ধায়্যা আইসে কৃষ্ণ দরশিয়া ।। মুই সে সবার আগে, পর শিলে তুমি পিছে, এইরূপে আনন্দে বিহরে। কেহ সিঙ্গা বেণু পূরে,

কেহ ভূসন্দর্ব্ব করে, কোকিল শবদ কেহ করে ॥ কেহ তার দেখি ছায়া, তার সঙ্গে যায় ধায়্যা, হংস দেখি হংসের গমন। কেহ হয় বক বত, কেহ তার ধ্যান বত, কেহ ধরে ময়ূরে পেখম ॥ বানরের লেজ ধরি, কেহ করে টানাটানি, বানরে টানিয়া তোলে গাছে। বানর আকার ধরে, সেরূপ ভ্রুকুটি করে, লাফেং যায় তার কাছে ॥ ভেকের আকার ধরি, যমুনার জলে পড়ি, শবদ করয়ে উচ্চকরি। তার প্রতিধ্বনি শুনি, বলে শিশু নানা বাণী, ধর মার বলি দেয় গালি ॥ জন্ম কোটি কোটি ধরি, নানা পুণ্যপুঞ্জ করি, কৃষ্ণলয়ে খেলে শিশুগণে। দেখি ব্রহ্মজ্ঞানী সব, ব্রহ্মসুখ অনুভব, সাক্ষাতে যাহার দরশনে ॥ ভক্তগণ প্রেমসুখে, ইষ্ট গুরু দেবরূপে, সাক্ষাতে দেখয়ে মূর্ত্তিমানে। মায়াভীত করে লোকে, কেবল মানুষ রূপে, দেখি হরি আনন্দ বিধানে ॥ লক্ষকোটি জন্ম ধরি, চিত্ত নিরোধন করি, তপ যোগ সমাধি করিয়া। যার এক পদধূলী, না পায় যোগেন্দ্র মুনি, খেলে শিশু হেন কৃষ্ণ লয়্যা ॥ কি ভাগ্য বর্ণিব তার, কৃষ্ণ হেন সখা যার, ধন্য ব্রজবাসী গোপগণ। এইরূপে শিশু মেলি, বিবিধ কৌতুক খেলি, দৈত্য আসি দিল দরশন ॥ তার নাম অঘাসুর, দুষ্টদৈত্য ঘোরতর, কৃষ্ণলীলা দেখিতে না পারে। সুরগণ সুরপুরে, চমকিত যার ডরে, নিরন্তর ছিদ্র অনুসারে ॥ কংসের আদেশ পায়ে, অঘাসুর আইল ধায়ে, আজি কৃষ্ণ বধিব সগণে। পুতনা ভগিনী মোর, জ্যেষ্ঠভাই বকাসুর, এই কৃষ্ণ মারিল আপনে ॥ ভাই ভগিনীর ধার, শোধিবার পরকার, বৎস শিশু মারিব তিন জনে। তর্পণ করিব যদি সাধিব সকল সিদ্ধি, ব্রজবাসী মরিব তখনে ॥ পুত্রগত প্রাণ যার, পুত্র দেহ প্রাণ তার, পুত্র বিনে না রহে জীবন। বৎস শিশু সনে হরি, যদি মারিবারে পারি, তবে সে মরিব গোপগণ ॥ এই মনে যুক্তি করি, সর্প কলেবর ধরি, যোজনেক দীঘল বিস্তার। প্রহরেক পথ যুড়ি, পরে মুখখান মেলি, যেন মহা পর্ব্বত আকার ॥ জিহ্বা গোটা পথে মেলি, ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ি, যেন খর পবন সঞ্চার। না করে নিশ্বাস শ্বাসে, সকল বালক ত্রাসে, বিপরীত সর্পের আকার ॥ দেখি গোপ শিশুগণে, অপরূপ বৃন্দাবনে, দৃষ্টান্ত করিয়া কথা কহে। কহ দেখি মিত্রগণ, গিলবারে করে মনঃ, কিবা এক মহাপ্রাণী রহে ॥ এমখান দেখি যেন, রবি যেন দেখি হেন, কিবা তুলি রহে ঠোঁটখান

ভূমিতলে দেখি যেন, আর এক ঠোঁট হেন, হয় নয় কর অনুমান ॥
দন্ত সব দেখি যেন, পর্ব্বতের শৃঙ্গ হেন, ভিতরে দেখিয়ে অন্ধকার।
খরতর বহে বাত, যেন ঘনশ্বাস তাত, দেখি যেন জন্তু দুরাচার ॥
যদি মোরা সবে মেলি, ভিতরে প্রবেশ করি, তবে যদি করয়ে গরাস
তবু ভয় না করিব, এইপথ দিয়া যাব, বকবত হয় যেন নাশ ॥ এতেক
বচন বলি, দিয়া ঘন করতালি, হাসি কৃষ্ণ মুখ নিরখিয়া। নিজ বৎস
গণ লয়ে, প্রবেশ করিল গিয়ে, কেহ না বুঝিল তার মায়া ॥ না জা-
নিয়া শিশুগণে, সত্য কৈল মিথ্যা জানে, চিন্তে প্রভু এই মনে মনে।
বৎস শিশু না মারিব, দৈত্যের সংহার হব, কেন বুদ্ধি করিব এখনে।
রাজার সাক্ষাতে কয়, শুকদেব মহাশয়, শুন রাজা শিশুর কাহিনী।
অসুরে ভাবিল বুদ্ধি, না জানে প্রভুর সুদ্ধি, নিজ মৃত্যু বুঝিল আপনি
অঘাসুর মহাবলি, কৃষ্ণের বিলম্ব করি, না গিলিল করিয়া ধেয়ান।
কৃষ্ণ পরবেশ কৈল, উদর ভিতর গেল, তবে সে বুঝিল মুখখান ॥
সকলে অভয় দাতা, অখিল জগত পিতা, সবিস্ময় ভাবিলা শ্রীহরি।
দৈত্যের হরিব প্রাণ, বৎস বালক পরিত্রাণ, দুই কর্ম্ম কোন বুদ্ধে
করি ॥ অশেষ করুণাসিন্ধু, অখিল জগতবন্ধু, দৈত্যমুখে কৈল, পর
বেশ। রহিয়া মেঘের আড়ে, দেবগণ চাহে ডরে, করে হাহা শবদ
বিশেষ ॥ হাসে দুষ্ট দৈত্যগণে, ব্যাকুলিত সাধুজনে, ত্রিভুবনে হৈল
হাহাকার। জানিয়া করিব চূর, মনে ভাবে অঘাসুর, মুখান বুজিল
দুরাচার ॥ প্রভু কোন কর্ম্ম করে, আড়েতে লাগিল গলে, নিরোধিল
এদশ দুয়ার। নড়িতে চড়িতে নারে, ছটফট করি মরে, উলটিল নয়ন
বিশাল ॥ সকল শরীর পূরি, পবন রোধিলা হরি, ব্রহ্মরন্ধ্র কাটিয়া
উঠিল। কৃপাদৃষ্টি করি হরি, মৃতবৎস শিশু তুলি, সেই পথে বাহিরে
আনিল ॥ শ্রীহরি বাহির হৈল, কৃষ্ণদেহে প্রবেশিল, তিনলোক দেখিল
সাক্ষাতে। আনন্দিত সুরগণ, কৈল পুষ্প বরিষণ, স্তুতি ভক্তি কৈল
প্রণিপাতে ॥ সুরবধুগণ নাচে, বিবিধ বাজন বাজে, গন্ধর্ব্ব কিন্নরে
গায় গীত। ব্রাহ্মণে মঙ্গল পড়ে, স্তবকে স্তবন করে, ত্রিভুবনে হৈল
আনন্দিত ॥ গীত বাদ্য স্তুতি শুনি, ব্রহ্মলোকে গেল ধ্বনি, ব্রহ্মা
শুনি আইলা সেইক্ষণে। আকাশ মণ্ডলে থাকি, প্রভুর মহিমা দেখি,
বিস্ময় ভাবিল মনে মনে ॥ শুন রাজা পরীক্ষিত, বৃন্দাবন সুরচিত,

গর্ত্ত কৈল সর্প কলেবর। শুকায়ে রহিল বনে, ক্রীড়াকরে শিশুগণে, চিরদিন তাহার ভিতর ॥ এসব কুমার কালে, কৈল শিশু দামোদরে পৌগণ্ডে কহিল শিশুগণে। অঘাসুর বধ করি, বৎস শিশু রক্ষা করি, আজি হরি আনিল এখনে ॥ একোন চরিত্র কথা, অখিল জগৎপিতা, শিশুবেশ পুরুষ পুরাণ। অঘাসুর দুষ্ট হয়ে, কৃষ্ণপদে প্রবেশিয়ে, কৃষ্ণসাথ পায় বিদ্যমান ॥ যার অঙ্গে মুক্তি করি, হৃদয়ের মধ্যেধরি সেহ মৈল করিয়া চিন্তনে। মহা ভাগবত সব, নহিল পরম পদ, হেন প্রভু যথা বিদ্যমানে ॥ রাজা বিষ্ণুরাত শুনি, পরম বিস্ময় গণি, জিজ্ঞাসিল মুনির চরণে। কুমার কালের কর্ম্ম, না জানিল কোন ধর্ম্ম, পৌগণ্ডে কহিল শিশুগণে ॥ এত বড় কুতূহল, কহ মোরে যোগেশ্বর, বিষ্ণুমায়া হরি না বুঝান। আমি সব নরাধম, তবু হৈল ধন্যোত্তম, হরিকথামৃত করি পান ॥ রাজার বচন শুনি, বাহ্য পাসরিলা মুনি, আনন্দে পূরিল কলেবর। ক্ষণে অবধান করি, চাহিলা নয়ন মেলি, তবে দিল রাজারে উত্তর। অঘাসুর বিনাশন, বৎস শিশু বিমোচন, গোপালে চরিত্র পুণ্যকথা। ভাগবতাচার্য্য কহে, শুনিলে দুরিত দহে, পরম মঙ্গল গুণগাথা ॥

পয়ার। সাধু মহাভাগবত ধন্য নরেশ্বর। নিরমল মতি তুমি ভকতশেখর ॥ নিরবধি হরিকথা শুন সাবধানে। তবু বল বল তুমি কহ অনুক্ষণে ॥ শান্ত জন যেবা হয় চিত্তে ধরে সার। শ্রুতি বাণী চিত্তে তার পদগত যার ॥ কৃষ্ণকথা নব নব করে অনুক্ষণ। কৃষ্ণকথা শুনে যেন স্ত্রীজাতীয় জন ॥ গুহ্যকথা শুন রাজা কহি সবে হিতে। প্রিয়শিষ্যে গুহ্যকথা কহিবে গোপতে ॥ কহিব পরম গুহ্য শুন সাবধানে। অপরূপ নাট্যলীলা কৈলা নারায়ণে ॥ অঘাসুর মুখ হৈতে বৎস শিশুগণ। বাহির করিলা যদি নন্দের নন্দন ॥ যমুনা পুলিনে তবে গেলা সেইক্ষণে। হাসিয়া বলেন তবে মধুর বচনে ॥ দেখ দেখ ভাই সব রম্য নদীতীর। কমল বালুকা তটে নিরমল নীর ॥ প্রফুল্ল কমল গন্ধে ভ্রমর ঝঙ্কার। জলচর কোলাহল শবদ সঞ্চার ॥ নীর প্রতিধ্বনি বিলম্বিত দ্রুমজাল। হেথায় থাকিয়া আজি করিব বিহার বেলা দুই প্রহর ভোজন করি আগে। পাছে খেলাইব খেলা হেন মনে লাগে ॥ জলপান করি বৎস চরুক সন্তোষে। আজি সব ভোজন করিব ভাল রসে ॥ কৃষ্ণের বচন শুনি গোপশিশু গণে। জল পান

করাই বাছুর দিল বনে ॥ সিকা লয়ে শিশুগণ বসিলা ভুঞ্জিতে। মাঝে কৃষ্ণ বসিয়া সে শিশু চারিভিতে ॥ চৌদিকে বালকগণ রচিলা মণ্ডল। বিকসিত মুখপদ্ম নয়ন কমল ॥ বিবিধ মণ্ডল জাল করিয়া রচন। সমুখে শ্রীমুখ আগে সব শিশুগণ ॥ চৌদিকে কমলদল মাঝে কর্ণিকার। সেইরূপে শোভে ব্রজশিশুপাট আর ॥ কেহ পুষ্পদলে কেহ পল্লব অঙ্কুরে। কেহ নিলা গাছছাল করে উপহারে। কেহ হাসে কেহ তাতে হাসিয়া হাসায়। কেহ কার মুখ দেখি অঙ্গুলে দেখায় ॥ জঠর পটির বেণু শিঙ্গা বেণু কাঁখে। বামহাতে কবল কমল ধরি রাখে ॥ অঙ্গুলির মাঝে ধরয়ে ব্যঞ্জন। মাঝে নন্দসুত চারি পাশে শিশুগণ ॥ হাস্য পরিহাসে প্রভু বালক হাসায়। আকাশমণ্ডলে থাকি সুরগণ চায় ॥ সর্ব্বযজ্ঞ ভোক্তা প্রভু করয়ে ভোজন। বাল্যকেলী করে যজ্ঞপতি নারায়ণ ॥ এইরূপে ভোজন করয়ে শিশুগণে। তৃণলোভে বৎসগণ গেল দূর বনে ॥ ডরাইল শিশুগণ বৎস না দেখিয়া। নিবারিয়া রাখে প্রভু আশ্বাস করিয়া ॥ তুমি সব ভোজন করহ মিত্রগণ। বাছুর আনিয়া আমি দিব এইক্ষণ ॥ এতেক বচন বলি প্রভু দামোদর। বামহাতে সেই রূপ রহিল কবল ॥ গিরিগুহা নিকুঞ্জ তিমির ঘোর বনে। বাছুর চাহিয়া প্রভু বেড়ায় আপনে ॥ এক চক্ষু ভেদ ব্রহ্মা হেন অবসরে। আসিয়া মিলিলা শিশু লীলা দেখিবারে ॥ আপনে ঈশ্বর হয়ে ধরে নববেশ। নানা অদভুত লীলা করে হৃষীকেশ ॥ আজি কিছু অপরূপ দেখিব মহিমা। কোন রূপে করে হরি কেমন ভঙ্গিমা ॥ এদিকে বালক হরি ভাঁদগে বাছুর। অন্তরীক্ষে নিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজপুর ॥ যেই ব্রহ্মা অঘাসুর মোক্ষণ দেখিয়া। পরম বিস্ময় হইল আকাশে থাকিয়া ॥ বাছুর না পায়ে ত্রিভুবন অধিকারী। পালটা পুলিনবনে আইলা ত্বরা করি ॥ এথা আসি শিশুগণ না পাইলা উদ্দেশ। বনে বনে চাহিতে বেড়ায় হৃষীকেশ ॥ হারাইল বাছুর বালক নাহি বনে। সর্ব্বজ্ঞ শেখর প্রভু জানিলা তখনে ॥ মুনি বলে শুন রাজা যে কহিয়ে আর। অন্তরে জানিলা প্রভু দেবতা গোপাল ॥ ব্রহ্মায় সৃজিল মায়া তত্ত্ব জানিবারে। হেন কর্ম্ম করি যেন বুঝিতে না পারে ॥ গোপ গোপীগণে চাহি বাড়াতে পিরীতি সন্তোষ লভিতে চাহে ব্রহ্মা সুরপতি ॥ হেন কর্ম্ম করি আমি কোন পরকারে। বৎস শিশু দুই রূপ হই একেবারে ॥ যে প্রভু লীলায়

করে জগত নির্ম্মাণ। বাছুর বালক রূপ হৈলা ভগবান ॥ যত শিশু যত বৎস যার যেবা বেশ। যার যেন হস্ত পদ যার যেন কেশ ॥ যেবা যত বড় যার বরণ আকার। যার যেন হস্ত পদ শীল বালঙ্কার যার যেন সিঙ্গা বেণু বসন ভূষণ। যার যে স্বভাব ভাব তেমতি লক্ষণ যার যেন আকৃতি প্রকৃতি রতি মতি। যার যেন গুণ নাম বিহরণ গতি ॥ সর্ব্বভূত অন্তর্যামি প্রভু শ্রীনিবাস। সর্ব্ব রূপ ধরি হরি করায় প্রকাশ ॥ বিষ্ণুময় জগত আছয়ে বেদবাণী। সেই যে সাক্ষাতে আইলা চক্রপাণি ॥ আপনে বাছুর বেশ ধরে নারায়ণ। আপনে বালক রূপ করয়ে পালন ॥ আপন আপন লয়ে বিহরে আপনে। আপনাং লয়ে দিন অবসানে ॥ ব্রজপুরে নন্দসুত চলিলা আপনে। শিশু বৎস লয়ে সব আনন্দিত মনে ॥ যার যার বৎসগণ ভিন্ন ভিন্ন করি। নিজ গোষ্ঠে দিল হরি শিশু বেশ ধরি ॥ সেই শিশু সেই লীলা সেই শিশু বেশ। সেই রূপে পরবেশ কৈল হৃষীকেশ ॥ বেণুরব শুনি মাতা উঠিলা সত্বরে। দুই হাতে তুলিয়া বালক লৈল কোলে ॥ দুই বাহু বেড়িয়া নিভরে দিল কোল। পুত্র পরশনে চিত্ত হৈল উতরোল পুত্র মুখে স্তন দিয়া করয়ে পালন। দিব্য অলঙ্কারে অঙ্গ করয়ে ভূষণ। দিব্য অন্নপান দিয়া করায় ভোজন। এই রূপে করে মাতা লালন পালন। দিনেং আনন্দ বাড়ায় নারায়ণ ॥ হাম্বারব শব্দ শুনি আনন্দিত মনে। হম্বা রব করিয়া ডাকিল ধেনুগণে ॥ আপনং বৎস আনিল ডাকিয়া। নির্মঞ্চন কৈল পুত্রে ক্ষীর পিয়াইয়া ॥ মাতৃ ভাব পূর্ব্বমত কৈল গোপীগণে। প্রেমানন্দ বাড়াইল পূর্ণ প্রেম মনে পূর্ব্ব মত কৈল কৃষ্ণ পুত্র ভাবে ভাব। পূরুবে চাহিতে মায়া অধিক প্রভাব ॥ আপনে পালক পাই হৈয়া বনমালী। এই রূপে ক্রীড়া করে বৎসরেক ধরি ॥ এক দিন বলরাম করিয়া সংহতি। বৎস শিশু গণ লয়ে গেলা যদুপতি ॥ পাচ ছয় দিন আছে বৎসর পুরিতে। বেড়ায় যাদব বনে বাছুর রাখিতে ॥ বনে বনে বাছুর চরায় ভগ বান। ফিরে গেলা গোবর্দ্ধন সন্নিধান ॥ পর্ব্বত শিখরে এথা ধেনুগণ চরে। বাছুর দেখিল তারা পর্ব্বতের তলে ॥ বৎস প্রেমে আপনা পাসরে ধেনুগণ। ঊর্দ্ধমুখ ঊর্দ্ধপুচ্ছ উচ্চ বিলোচন ॥ হুঙ্কার শবদ করে আর্ত্ত পূরিয়া। দুর্গপথ তরি যায় দুপদ তুলিয়া ॥ নিজং বৎস লয়ে যত ধেনুগণে। ক্ষীরপান করাইল আনন্দিত মনে ॥ নিহন

পোছন কৈল লালন পালন। সুখময় সাগরে মজ্জিল ধেনুগণ॥ বৃদ্ধ গোপগণে নানা যতন করিয়া। ধেনু রাখিবারে সে নারিল নিবারিয়া॥ কোপ করি কৈল গোপ তর্জ্জন গর্জ্জন। নানা দুঃখে কৈল দুর্গমপথ বিলংঘন॥ আজি এত পরমাদ কৈল শিশুগণে। বৎস লয়ে তোরা হেথা আইলি কি কারণে॥ আজিকার গোরস সকল কৈল নাশ। নিরোধ না মানে ধেনু হয় বড় লাজ॥ গোকুলেতে কলঙ্ক রাখিল শিশুগণে। আজি তার সম শাস্তি করিব ভাল মনে॥ এই মনে গোপগণ তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া। নানা দুঃখ পাইয়া আইল পর্ব্বত লংঘিয়া॥ যেই মাত্র শিশুমুখ হৈল দরশন। সেইক্ষণে হৈল সব ক্রোধ নিবারণ॥ বুকের উপরে তুলি দিল আলিঙ্গন। প্রেমরসে বাহ্য পাসরিল গোপগণ॥ কেবল পরমানন্দ রসময় সঙ্গ। নয়নে আনন্দ জল পুলকিত অঙ্গ॥ প্রেমরসে জড়বৎ নাহি অবধান। পাসরিল গোপগণ নিজ পর জ্ঞান॥ বলরাম দেখি প্রেম সম্পদ উদয়। মনে২ চিন্তিতে লাগিলা মহাশয়॥ স্তন্যপ ছওয়ালে প্রেম বাড়িতে জুয়ায়। এ সব ছাওয়াল সব স্তন নাহি খায়॥ তবে কেন এত বড় দেখি অনুরাগ। বুঝিতে না পারি নারায়ণ অনুভাব॥ ব্রজকুলে উথলিল প্রেমের সাগর। আমার হৃদয়ে প্রেম বাড়ে নিরন্তর॥ কোথা হৈতে আইল মায়া কাহার ঘটনা। কিবা দেবমায়া কিবা অসুর রচনা॥ প্রায় হেন বুঝিয়া মায়া রচিল ঈশ্বরে। অন্যের মায়াতে কেন মোহিব আমারে॥ এতেক বচন বলি প্রভু বলরাম। ধ্যান অবলম্বে মনঃ কৈল প্রণিধান॥ সকল বৈকুণ্ঠময় জ্ঞানচক্ষে দেখি। বলরাম আপনে বুজিল দুই আঁখি॥ শিশুগণ দেব অংশে হৈল উপাদান। অংশে যত বাছুর করিল নিরমাণ॥ এসব বালক সব দেব অংশে রয়। সর্ব্ব রূপ ধরি কৃপা করে মহাশয়॥ এবোল শুনিয়া কৃষ্ণ জানিলা ইঙ্গিতে বলভদ্র সকল বুঝিল ভালমতে॥ এইরূপে যে দিন বৎসর পূর্ণ হৈল। সেই দিন ব্রহ্মা আসি সকল দেখিল॥ যত বৎস যত শিশু পুরুবে আছিল। সকল আসিয়া ব্রহ্মা গোকুলে দেখিল॥ যত বৎস যত শিশু শয্যার উপরে। শয়ন করিয়া আছে উঠিতে না পারে॥ যতেক বালক বৎস লয়ে বনমালী। ক্রীড়া করে নারায়ণ বৎসরেক ধরি॥ এতেক চিন্তিয়া ব্রহ্মা কৈল প্রণিধান। চিরকাল রহে চিত্তে করি সমাধান॥ কিবা সেই সত্য কিবা এই সত্য হয়। কিবা এই মিছা

কিবা সেই মায়াময় ॥ চৌদ্দ ভুবনপতি ব্রহ্মা হেন হৈয়া। তবে কিছু না বুঝিল যার যোগমায়া ॥ নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানময় বিশুদ্ধ মোহন। সে প্রভু মোহিতে ব্রহ্মা কৈল আগমন ॥ প্রভুর মায়ায় ব্রহ্মা আপনি মোহিল। তিমিরে নিহার যেন তিমিরে মজিল ॥ মাহন্তকে অন্য মায়া কি করিতে পারে। দিবস সময়ে যেন যোনিপোকা জ্বলে ॥ তবে ব্রহ্মা সকল বালক বৎস দেখে। সাক্ষাতে পরমব্রহ্ম দেখে একে একে ॥ নবঘন শ্যামতনু পীতবাস ধরে। চারি ভুজে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মকরে ॥ কিরীটকুণ্ডল হরি বনমালা গলে। হৃদয়ে কৌস্তুভমণি করে ঝলমলে ॥ কনক কিঙ্কিণী চারি ভুজে বিরাজিত। সিঞ্চিত মঞ্জির চারু চরণ রঞ্জিত ॥ কটিতটে পীতবাস কনক মেখলা। নব জলধরে যেন চমকে চপলা ॥ রতনঅঙ্গুরীভুজ পল্লবে বিনাশ। অবনীতে নগ নবচাঁদ পরকাশ ॥ আপাদ মস্তকে শোভে তুলসীর মালা। পদনখ বিরাজিত নব চন্দ্রকলা ॥ বিষদ চন্দ্রিকা চারু মন্দ মধুহাস। স্বত্ত্বগুণে যেন বিশ্বপালকে বিনাশ ॥ অরুণীতনয়াপাঙ্গ ভঙ্গিম নিরীক্ষণ রজোগুণে ধরে যেন সৃষ্টিকর্তাগণ ॥ আব্রহ্ম আদি করিয়া ব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত। চরাচর সব জীব হয় মূর্ত্তিমন্ত ॥ নৃত্য গীত বহুবিধ অনেক সম্ভার। নানা ভাবে স্তুতি ভক্তি করে পুরস্কার ॥ অণিমাদি অষ্ট সূর্য্য অষ্ট মহানিধি। দমাদি শতেক বিভূতি সব সিদ্ধি। সাক্ষাতে চব্বিশতত্ত্ব নিজ মূর্ত্তি ধরি। বাল্য কর্ম্ম প্রভাবে সকল অধিকারী ॥ অনন্ত মূরতি ধরি করে উপাসনা। অনন্ত মূরতি করে অনন্ত ভাবনা ॥ স্বস্বজ্ঞান আনন্দ অনন্ত আত্মরূপ। একবস্তু একমূর্ত্তি অনন্ত স্বরূপ ॥ যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যার না জানে মহিমা। তত্ত্বজ্ঞানী জানে যার নাহি দেখে সীমা ॥ হেন পরিপূর্ণব্রহ্ম অনন্ত মূরতি। বৎসশিশু সকল দেখিল প্রজাপতি ॥ কৌতুকে দেখিয়াব্রহ্মাআনন্দেমজল। সকল ইন্দ্রিয়গণ শিথিল হইল ॥ নিঃশব্দ হইয়া রহে ধাম দরশনে। চিত্রের পুতলি যেন মুদিত নয়নে ॥ অতর্ক মহিমা যার প্রকৃতির পর। নিরসন দেখো মুখে প্রমাণ সকল ॥ সুখময় প্রকাশ আনন্দ রসময়। দেখিয়া মোহিত ব্রহ্মা হৈলা অতিশয় ॥ একি২বলি ব্রহ্মা হৈলা অচেতন। তবে কৃপা কৈল প্রভু জগত জীবন ॥ মায়া আচ্ছাদনপাট ব্রহ্মা আচ্ছাদিল কেবল মরিয়া যেন বিরিঞ্চি উঠিল ॥ নয়ন মেলিয়া ব্রহ্মা অনেক যতনে ফিরিয়া চৌদিগে চাহে ঘূর্ণিত নয়নে ॥ সম্মুখে দেখিল ব্রহ্মা সেইবৃন্দা

বন। সর্ব্ব জীব তারণ জীবন তরুগণ ।। বৈরিভাব তেজি যাতে নর মৃগগণে । ক্ষুধা তৃষ্ণা দুঃখ যাহে নাহি কৃষ্ণ বিনে।। সম্মুখে দেখিয়া ব্রহ্মা সেই বৃন্দাবন। গোপশিশু নাট্য যাতে কৈলা নারায়ণ।। অনন্ত পরম ধাম অগাধ গেয়ান । গোকুলে বালক নাট্য করে ভগবান।। বাছুর বালক চায় পূর্ব্ব সন্ধানে। বামহাতে কেবল বেড়ান সেইবনে সেই বেশ সেই রূপ সেই লীলা করে। সেই কৃষ্ণ সনেশ্বরে একেশ্বরে অদভুত নাট্য দেখি ব্রহ্মা সুরেশ্বর। লাফদিয়া রথ হৈতে নামিলা সত্বর দণ্ডবৎ হয়ে ব্রহ্মা পড়ি ক্ষিতিতলে। পদযুগে পরশিল মুকুট শিখরে চরণ পরশি চারি মুকুট শেখরে । অভিষেক কৈল অষ্ট নয়নের জলে।। উঠিলা উঠিয়া পুনঃ পড়িল চরণে। মহিমা জানিয়া পুন উঠে ততক্ষণে।। উঠিয়া উঠিয়া মুছে নয়নের জল। দেখিতে দেখিতে হয় আনন্দে বিহ্বল।। প্রণত কন্দর শিরে যুড়ি দুই কর। সভয় নয়ন চমকিত কলেবর।। সভয় কম্পন গদগদ স্তুতিবাণী। স্তুতিকরে প্রজাপতি মনে অনুমানি।। শ্রীল গদাধর গুরু ধীর শিরোমণি। ভাগবতাচার্য্যের মধুরস বাণী।।

পয়ার। অপরাধ ভয়ে ব্রহ্মা সকম্প শরীর। কৃষ্ণগুণ বর্ণিতে না হয় মতি স্থির ।। সাক্ষাতে যেরূপ ব্রহ্মা দেখে বিদ্যমান। সেইরূপ স্তুতিকরে বুদ্ধি অনুমান।। স্তুতিযোগ্য প্রভু তুমি নবঘনশ্যাম। বিজুরি তর্জন পীতবাস পরিধান।। নবগুঞ্জ অবতংস শ্রবণ ভূষণ। শিখণ্ডি মণ্ডিত কেশ প্রসন্ন বদন ।। আজানুলম্বিত বনমালা বিলোলিত। বেণু বেত্র বিশান কবল বিরাজিত ।। অমল কমল দল সুগল চরণ। নমো নমো নন্দগোপসুত মনোহর।। এই দিব্যরূপ প্রভু আনন্দ বিলাস। মোরে অনুগ্রহ যাতে হৈল পরকাশ।। যে যে রূপ দেখিতে ভকত ইচ্ছা করে । সেই রূপ ধর তুমি নানা অবতারে ।। পঞ্চভুত বিবর্জিত শুদ্ধ স্বত্বময়। তথাপি ইহার তত্ব কেহ না বুঝয়।। মুই ব্রহ্মা হয়ে চিত্ত কর নিরধন। মহিমা জানিতে কিছু নহিনু ভাজন।। কি পুনঃ সাক্ষাতে সুখ অনুভব রূপ। জানিব তোমারে প্রভু পরমস্বরূপ তোমারে জানিলে জীব হয় পরিত্রাণে। সবে তাহে আছে এক উপায় মোহনে।। জ্ঞানযোগ যতনে তেজিয়া দূরকরে। কেবল তোমার কথা কথা শ্রুতিযুগে ধরে।। সাধুমুখ মুখরিত সাধু সন্নিধানে। তনু মন বচনে তোমার কথা শুনে ।। সবে জীয়ে হরিকথা করিয়া শ্রবণ। যথা

তথা থাকি মাত্র করয়ে শরণ ॥ সেই জন সবে প্রভু তোমা মাত্র পায়। তিনলোকে আর কেহ অন্ত নাহি পায় ॥ তোমার ভকত সর্ব্ব কল্যাণ সারিণী। তাহা পরিহরে যেবা তত্ব নাহি জানি ॥ তত্বজ্ঞান হেতু করে নানা উপক্লেশ। সবে তার ক্লেশ মাত্র হয় অবশেষ ॥ ধান্য তেজি তুষ কুটি তণ্ডুলের আশে। তণ্ডুল না পায় আর পায় বড় ক্লেশে ॥ সবে তার পরিশ্রম কিছু নহে আর। তোমা বিনা জ্ঞান যোগে মনে কৈল সার ॥ ভক্তিযোগ বিনা প্রভু নহিব নিস্তার। আর যত পরকাশ সব দুঃখ সার ॥ তুয়া পদে কৈল সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ। তোমার চরিত্র কথা শুনে অনুক্ষণ ॥ তবে তার ভক্তিযোগে লভিল তোমারে। তৎপূর্ণ তত্বজ্ঞান টুটিল সংসারে ॥ তবে তার লভিল পরম পদসুখে। এই সে কারণে ভক্তি করে বুধলোকে ॥ সগুণ নিগুণ দুর্ম্ম নিরাকার ব্রহ্ম। কে নাথ বুঝিবে তোমার মহিমার মর্ম্ম ॥ কদাচিত জানি কিছু নির্গুণ মহিমা। সগুণের গুণ কেবা করিবে গণনা ॥ তথাপি নিগুণতত্ব করি নিরূপণে। ভকতি নির্ম্মল চিত্ত করি বুধজনে অরূপত নিজ অনুভব অধিকার। সবে এইরূপ জানে কিছু জানিবার স্বরূপে কহিল নাথ তত্ব নিরূপণ। হেন কে জগতে নাথ আছে বুধ জন ॥ সগুণের গুণ কেবা করিব গণনা। ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে নাথ নাহি হেন জনা ॥ সপ্তদ্বীপা পৃথ্বীখণ্ডে রেণু যদি গণে। হিমকণা গণিতে না পারে কোন জনে ॥ আকাশের তারা কেবা পারে গণিবারে। গণি বারে তব গুণ শকতি কাহারে ॥ কেবল তোমার মাত্র অনুকম্পা চাহি। তনু মন বচনে চিন্তিতে মাত্র রহি ॥ শুভাশুভ কর্ম্মকাল ভুঞ্জে আপনার। প্রণাম করিতে রহে চরণে তোমার ॥ ভক্তিপদে তার দায় রহিল নিশ্চয়। যখনে করয়ে ইচ্ছা সেই ক্ষণে হয় ॥

ছন্দান্তর।

সঘন কম্পিত অঙ্গ, গদ গদ স্বরভঙ্গ, সভয় নয়নে করযুড়ি। করি নানা কাকুর্ব্বাদ, ব্রহ্মা নিজ অপরাধ, ক্ষমায় চরণ যুগে পড়ি ॥ দেখ দেখ প্রভু মোর, অপরাধ এত বড়, তোমার উপরে মায়া ধরি। আমি হেন মন্দ বুদ্ধি, আপন বৈভব সিদ্ধি, দেখিবারে মনে আশা করি ॥ আগুনের শিখা যেন, আগুণেতে হয় ক্ষীণ, মুই নাথ কি সুখে গোঙায়। পরম পুরুষ তুমি, সর্ব্ব মায়াধর জানি, তাহে মায়া করি বারে চাও ॥ সপ্ত আবরণ যুত, একটী ব্রহ্মাণ্ড ঘট, সপ্ত বিঘত কলে

বর। তাঁহার ভিতরে স্থিতি, আমি এক প্রজাপতি, আমার মহিমা এত বড়॥ এই রূপে কত কত, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘট, গতায়াত করে লোমকূপে। কত হয় কত যায়, কেবা তার অন্ত পায়, কোটিং প্রলয়ের রূপে॥ একপ মহিমা যার, আমি চারি হাতিনার, কত বড় দেহের অন্তর। মুই মন্দ মতিচ্ছন্ন, না জানি তোমার মর্ম্ম, অন্ন অন্ন অশেষ ঈশ্বর॥ জননীর গর্ভস্থলে, ছাওয়াল চরণ তোলে, মাতা কি তাহার দোষ লয়। ভূণস্তম্ভ আদি করি, নাস্তি নাস্তি যেবা বলি, গর্ভের বাহির কেহ নয়॥ এইত ভরসা ধরি, তোমার তনয় করি, ব্রহ্মা পুত্র পেসিদ্ধ তোমার। প্রলয় সাগর জলে, নাভির কমলনালে, অজঃ হয়ে জনম আমার॥ নারায়ণ পুত্রবাণী, যেন আছে বেদবাণী, ইথে মিথ্যা নহে কোন কালে। নারায়ণ সুরপতি, আমি শিশু গোপজাতি, যদি বল কহিব তোমারে॥ তুমি নারায়ণ নাম, অন্তর্যামি ভগবান, তুমি সর্ব্ব জীবের আশ্রয়। তুমি হও প্রবর্ত্তক, সর্ব্ব জীব নিয়োজক, লোক সাক্ষী তুমি সর্ব্বময়॥ এইরূপে নিবেদন, করিলা চতুরানন, প্রসন্ন হইয়া চক্রপাণি। ব্রহ্মা স্তুতি পরবন্ধ, প্রেমরস সুধানন্দ, ভাগবত আচার্য্যের বাণী॥

পয়ার। সেহ নারায়ণ এক মুরতি তোমার। প্রলয় সাগর জলে কৈলে অবতার॥ সেই প্রভু হয় নয় জানিয়া তোমাতে। তোমার মায়ায় মোর ভ্রম হৈল চিতে॥ পুনঃ পুনঃ নিজ মূর্ত্তি করহ প্রকাশ। অনুমানে জানি সব মায়ার নিবাস॥ জগত আশ্রয় নারায়ণ রূপে বর। যদি সত্য স্থিতি যার জলের উপর॥ শতেক বৎসর মুই কমলের নালে। প্রবেশ করিয়া ছিলাম উদর ভিতরে॥ শতেক বৎসর ধরি ভ্রমিনু উদরে। অন্ত না দেখিয়া পুনঃ হইনু বাহিরে॥ সেইনারায়ণ রূপ না দেখিনু আর। এতেকে জানিনু নাথ মায়া যে তোমার॥ তোমার রূপের কভু নাহি পরিচ্ছেদ। মায়ায় দেখাহ তুমি নানা মূর্ত্তি ভেদ॥ এই অবতারে তুমি জন্মিবার তরে। বিশ্ব দেখাইলে তুমি উদর ভিতরে॥ যেরূপ বাহিরে হয় জগত নিবাস। সেইরূপ উদর ভিতরে পরকাশ॥ এই মায়া বিনা নাথ কভু নহে আন। এখনি দেখালে তুমি আমা বিদ্যমান॥ প্রথমে আছিলা এক নন্দের নন্দন। পাছে বলিলে যত শিশু বৎসগণ॥ তবে সেই বৎস শিশু চতুর্ভুজ

রূপে। পাছে দেখাইলে নাথ অনন্ত স্বরূপে ॥ মুঞি আদি করি তৃণ স্তম্ভ পর্য্যন্ত। স্তুতি ভক্তি সেবা করে হয়ে মূর্ত্তিমন্ত ॥ আছে এক ব্রহ্মা মাত্র তোমার বিহার। এসব তোমার মায়া যত চমৎকার ॥ না বল না বল ব্রহ্মা অসত্য বচন। দেখিলে চৈতন্য ঘন রূপ নিরূপণ ॥ না জানিয়া কেন তুমি বলহ কারণ। তার কথা কহ নাথ কর অবধান ॥ অদ্বৈত পরমব্রহ্ম তুমি নারায়ণ। তোমা বিনে যত সব মায়া নিবন্ধন ॥ তুমি আত্মা অনেক অনন্ত মূর্ত্তিধর। নানা মূর্ত্তি বিস্তারিয়া নানা কর্ম্ম কর ॥ তোমার মহিমা যদি জানে কোন লোকে। মায়া করি তুমি তাকে ভাণ্ড নানা পাকে ॥ ভিন্নাভিন্ন নহে নহে কেহ তোমার গোচর। সুর নর মৃগ পশু ঋষি জলধর ॥ নানা মূর্ত্তি ধর তুমি নানা কলেবর। তোমা বিনে অন্য কিছু নহে অভ্যন্তর ॥ সাধু পরিত্রাণ হেতু খল নিবারণ। অবতার হয়ে কর জগত পালন ॥ পরিপূর্ণ ভগবান মহা যোগেশ্বর। নানা মায়া কর তুমি লীলা কলেবর ॥ কেবুঝেতোমারমায়া ত্রিভুবনমাঝে। কিরূপে কেমন লীলা কর কোন কাজে ॥ এতেক জানিল নাথ জগত অসত্য। বিচারিলে তিন মাত্র কিছু নহে সত্য ॥ স্বপন সমান মহাসুখ ভোগময়। তাহে মত্ত হয়ে করে তিমির সঞ্চয় ॥ তুমি নিত্য সুখবোধ অনন্ত বিলাস। তোমার প্রকাশে হয় জগত প্রকাশ ॥ তোমাতে জগত আছে তোমাতে জনম। সত্য হেন জগত দেখিয়ে তেকারণ ॥ তুমি এক আত্মা সত্য পুরুষ পুরাণ। প্রকাশহ নিরঞ্জন তুমি ভগবান ॥ নিত্য সত্য রূপ তুমি নিত্য কর স্থিত। অনন্ত অক্ষয় সত্য উপাধি বর্জ্জিত ॥ শুরু সত্য পূর্ব্ব সিদ্ধি জ্ঞান বিলোচনে। এই রূপে তোমার তনু দেখে যে যে জনে ॥ আত্মা ভেদ বুদ্ধি যার চিত্তে নাহি ধরে। অসত্য সংসার সিন্ধু সেই নাহি তরে ॥ কেবল আপনা করি আত্মা সনে জানে। আর সব শূন্য অভয় আত্মা বিনে ॥ এই রূপে চিন্তিতে অজ্ঞান ধ্বংস হয়। আত্মার বিশেষ সব তত্ত্ব পরিচয় ॥ সর্ব্ব বসু ভ্রমি যেন হয়ে অগেয়ান। সেই ভ্রমচ্যুতে যে জ্ঞান উপাদান ॥ অজ্ঞানে কল্পিত মোক্ষ দ্বন্দ্ব দুই নহে। বন্ধ হেতু থাকিলে বন্ধন সত্য হয়ে ॥ জ্ঞানপথ বিচারিলে অসত্য সংসার। বন্ধ সত্য নহে যদি মোক্ষ পরকার ॥ সূর্য্য বিচারিলে সত্য নহে দিন রাতি। জ্ঞান বিচারিলে হয় বন্ধ মোক্ষ খ্যাতি ॥ তুমি সে পরম মোক্ষ হেন করি

জানে। ধন পুত্র সকল আপন করি মানে ।। শরীর ভিতরে আত্মা বাহিরে বিচারে। অবোধ মূর্খ জন ভ্রমে অসার সংসারে ।। সাধু জন তোমা চিন্তে শরীর ভিতরে । অসত্য কল্পিত যত দূরে পরিহরে ।। অজ্ঞান খণ্ডনে হয় মহা জ্ঞানতত্ত্ব। সব ছাড়ি ভজে তোমা সেই মহা সত্ত্ব ।। তবে সে পদারবিন্দে হয় ভক্তিলেশ। অনুগ্রহ হয় যদি ভক্তে বিশেষ ।। সেই সে তোমার নাথ কিছু তত্ত্ব জানে। চিরদিন চিন্তিলেহ না পায় গেয়ানে ।। এই মোর চিত্তে নাথ রহুক সর্ব্বথা। কীট পতঙ্গ জন্ম হকু যথা তথা ।। এইবা জনমে কিবা জন্ম জন্মান্তরে। মুঞি যদি কেহ হউ ভকত ভিতরে ।। তোমার পদারবিন্দ স্মরি নিরন্তর। এই আজ্ঞা কর মোরে করুণা সাগর ।। ধন্য ব্রজরমণী সুরভী শিশুগণ। পরম হরিষে তুমি পিলে যার স্তন ।। বৎস শিশুরূপে তুমি কৈলে স্তন পান। মধুর মধুর সব অমৃত সমান ।। অদ্যাবধি কেহ করি মহা যজ্ঞ দানে। তৃপ্ত করিতে নারে নানা সন্নিধানে ।। অহোভাগ্য মহা ভাগ্য কি বর্ণিব আর। নন্দপুরে ব্রজনাথ বসতি যাহার ।। যার মিত্র পরিপূর্ণ ব্রহ্মসনাতন। প্রকাশ পরমানন্দ গোকুলবন্দন ।। ইহা সবার ভাগ্য কিবা করিব বর্ণনা । আমি সব ধন্য এই একাদশ জনা ।। ভব আদি আমি সবধন্য সুরগণ। সর্ব্ব দেব থাকি করি তোমার সেবন ।। এসকল সেবক তোমার পায় ধরি । তোমার পদারবিন্দে মধু পান করি ।। এতেকেই আমি সব হৈল ধন্যোত্তম। সর্ব্বভাবে ভজে তোমা ব্রজবাসীগণ ।। ইহা সবার কি কহিব ভাগ্যের সীমা। কি নাথ কহিব তার শকতি বর্ণনা ।। এইনাথ ভাগ্য মোর জন্ম ব্রজকুলে। কিবা বৃন্দাবন গিরিতটে নদীতীরে ।। তৃণ লতা কোন মাত্র হয়ে থাকি ধ্যানে। এখন উদ্দেশ নাহি পায় শ্রুতিগণে ।। কি দিয়া শোধিবে নাথ ইহা সবার ধার । তুমি সর্ব্ব ফলময় জীবের আধার ।। মনে মনে জগত চাহিনু বিচারিয়া। ব্রজবাসীগণ ধার শোধিবে কি দিয়া ।। যদি বল আত্মদান করিব সবারে। সেধন না জান ধন এই পরকারে ।। পূতনা রাক্ষসী সেই বালকঘাতিনী । কেবল ধরিল মাত্র সাধুবেশ খানি ।। সবংশে পাইল তোমায় পুণ্যফলে। ইহা সবার পুণ্য কেহ গণিতে না পারে ।। প্রাণ ধন মন গৃহ সুত বিত্ত দার। তোমার পিরিতে যাহা ভুলিল সংসার ।। অনাথ দেখিয়া এবে তাহার অধীন। তবু তার শুধিবারে না পারিবে ঋণ ।। সেবা অনুরূপ ভৃত্যে দিতে নার ফল। ঋণী

হয়ে তুমি প্রভু রহিলে কেবল ॥ তোমাতে অধিক ফল নাহি ত্রিভুবনে সর্ব্ব ফল দিতে তুমি আত্মফল দানে ॥ পুতনার সনে কিছু নহিল বিশেষ। এতেকে নহিল নাথ তার ঋণ শেষ ॥ যোগীগণে সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়া সন্ন্যাস। তোমাতে লভিতে করে অশেষ প্রয়াস ॥ হেন আত্ম দান তুমি করিলে তাহারে। গৃহবাসীগণ ভক্তি করিবারদ্বারে ॥ হেন যদি বল নাথ কর নিবেদন। ভকত জনের নাহি সংসার বন্ধন ॥ তবেত বন্ধন তার করে তন্ন কর্ম্ম। তাবৎ বন্ধন যেই যজে অন্য কর্ম্ম চরণ কমলে মোহ থাকয়ে যাহার। তাবৎ না হয়ে থাকে সেবক তোমার ॥ তোমার সেবক হয়ে প্রণিপাত করে। সকলি তোমার পদে নিবেদন করে ॥ সর্ব্ব সমর্পণ করি সুখে ভবতরে। লোক বাহ্য কর্ম্ম যদি এক না আচরে ॥ সেই তোমা জানে নাথ জানুক সে জনে। মম কোন প্রয়োজন অধিক কথনে ॥ মম তনু মন বচন শক্তি বল। সকল প্রভুর দৃষ্ট চরণ গোচর ॥ প্রভুর চরণে এক নিবেদন কর। আজ্ঞা কর যদি নাথ নিজ ধাম চল ॥ তুমি সব লোকসাক্ষী জগতের নাথ। জগতের তত্ত্ব গতি তোমাতে সাক্ষাৎ ॥ তুমি সর্ব্ব তত্ত্ব জ্ঞান প্রসন্ন পালন। তোমার চরণে মোর সব সমর্পণ ॥ তত্ত্ব ধর্ম্ম স্থাপ তুমি অসুর সংহারি। অর্ক আদি করিয়া সংপুর্ণ অধিকারী ॥ আকল্প পর্য্যন্ত মোর রক্ষ নমস্কার। এই বর মাগি নাথ চরণে তোমার ॥ নিত্য নিত্য প্রদক্ষিণ করি বারে বারে। পদযুগে সদণ্ড করিব নমস্কারে ॥ আজ্ঞা শিরে ধরিয়া চলিলা নিজ পুরে। সন্তোষিয়া ব্রহ্মারে পাঠাইলা নিজ পুরে ॥ পুরুবের বৎসগণ আনিয়া পুলিনে। যুথে যুথে ভিন্ন করি থুইলা স্থানে স্থানে ॥ এইরূপে পরিপুর্ণ বৎসর হইল। তিলেক সমান হেন বালকে জানিল ॥ কৃষ্ণমায়া বিমোহিত বৎস শিশু গণে। বৎসর মানিল যেন তিলেক সমানে ॥ কৃষ্ণমায়া বিমোহিত সকল পাসরে। জগত মোহিত যার যোগমায়া বলে ॥ এইরূপে সারি সারি মণ্ডল মিলিল। সেইরূপে শিশুগণ করয়ে ভোজন ॥ বাছুর আ-নিয়া কৃষ্ণ দিলা বিদ্যমানে। যুথ যুথ করিয়া স্থাপিলা স্থানে স্থানে ॥ শিশুগণ দেখি কৃষ্ণ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে। আইস আইস ভাই সবে মণ্ডল ভিতরে ॥ তোমা বিনা এক গ্রাস অন্ন নাহি খাই। একদৃষ্টি করিয়া তোমার দিগে চাই ॥ আসিয়া ভোজন কর শিশুগণ লৈয়া। তবে পুনঃ খেলা খেল আনন্দ করিয়া ॥ ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ বালকের মেলে

ভোজন করিয়া পাছু চলিলা গোকুলে ॥ বন মাঝে শুকান সাপের চর্ম্মখান। শিশুগণে দেখাতে চলিলা ভগবান ॥ বরিহা প্রবাল ধাতু মুক্তা বিরাজিত। বিচিত্র বিবিধ বেশ অঙ্গ সুললিত ॥ অধরে মুরলী সিঙ্গা বদন মণ্ডল। ব্রজবধূ নয়ন আনন্দ কলেবর ॥ নাম ধরি২ বৎস ডাকে ঘনরায়। পবিত্র চরিত্র গুণ অনুগত গায় ॥ শুন শুন গোপ গোপী অদ্ভুত কথা। বৎস লয়ে গেলেন সে বৃন্দাবন যথা ॥ আজি এক সর্প দেখি পর্ব্বত আকার। এই নন্দসুত তারে করিল সংহার ॥ আমা সবে উদ্ধারিল দেব নারায়ণে। দেবে স্তুতি পূজা কৈল পুষ্প বরিষণে ॥ ব্রজপুরে শুনিয়া লাগিল চমৎকার। বড় পুণ্যে কৈল অদ্য হেন প্রতিকার ॥ তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা মুনির চরণে। এত বড় অদ্ভুত ঘটিল কেমনে ॥ গোকুলেতে কৃষ্ণপ্রেম কৈল নিরন্তর। পরপুত্রে কৃষ্ণপ্রেম কৈল এত বড় ॥ সদ্গুণ প্রেম নাহি আপন তনয়ে। কহ গুরু এত বড় অদ্ভুত কেন হয়ে ॥ মুনি বলে শুন রাজা কহিব তোমারে। আত্মাকে অধিক প্রেম নাহিক সংসারে ॥ আত্মা দেহে বন্ধে রাখি সুত বিত্ত প্রাণ। আত্মাকে অধিক কেহ নহে প্রীয়মান ॥ আপন আপন আত্মা প্রিয় যত বড়। পুত্র বিত্ত দার নাহি হয় তত বড় ॥ দেহবাদী জীব ধরে দেহ মাত্র জানে। অন্য প্রিয় নহে তার দেহের সমানে ॥ তেজিয়া তাহার আত্মা কেহ আর নয়। জীর্ণ হয়ে যায় অঙ্গ তেজিতে না চায় ॥ গলিত সকল অঙ্গ জীর্ণ হয়ে যায়। তবু তার দুষ্ট আশা তেজিতে না চায় ॥ এতেকে সবার বড় আত্মা প্রিয়তম। সংসারে কাহার প্রিয় নহে আত্মা সম ॥ সকল আত্মার আত্মা সে নন্দনন্দন। সর্ব্ব লোক গতি পতি জীবের জীবন ॥ জগৎ নিস্তার হেতু মায়া নরবেশ। দেহধরি গোকুলেতে ব্রহ্ম পরবেশ ॥ এইরাজা তোমারে কহিল সুনিশ্চয়। এই নন্দসুত কৃষ্ণ প্রভু সর্ব্বময় ॥ স্থাবর জঙ্গম তৃণ সূক্ষ্ম আদি করি। কৃষ্ণ বিনা কোন বস্তু নিরূপিতে নারি ॥ কারণে কারণে প্রকৃতি মহামায়া। যাহার কারণে নন্দসুত পদছায়া মুরারি চরণ নৌকা করিয়া আশ্রয়। মহান্ত একান্ত গতি পূর্ণ যশময় বৎসপদ হয় তার এভব সাগরে। পরম বৈষ্ণব পদে রহে নিরন্তরে ॥ বিপদের পদ তার নহে বিদ্যমান। সর্ব্বত্র সংপূর্ণ পদে রহে সন্নিধান যে তুমি পুছিলে ক্ষিতিপতি মহাশয়। কহিল সকল আমি করিয়া নির্ণয় ॥ অঘাসুর বধ হৈল এক সম্বৎসরে। আর বৎসরে শিশু কহিল

সবারে ।। ব্রহ্মমায়া শিশুবেশ চরিত্র বর্ণন। অঘাসুর বধকথা পুলিন ভোজন ॥ ব্রহ্মস্তুতি নিরূপণ ব্রহ্ম দরশন। ভক্তিভাবে যেবা কহে যে করে শ্রবণ ।। অশেষ সম্পদ তার বাড়ে দিনে দিনে। সর্ব্ব পাপ হরে ভক্তি হয় জনার্দ্দনে ।। ভাগবতাচার্য্যের মধুরস বাণী। সুখে লোক শুন কৃষ্ণ প্রেম তরঙ্গিণী ।।

পয়ার। শুকমুনি বলে রাজা শুন সাবধানে। আর অপরূপ কথা কহিব এখনে ।। পঞ্চ বরিষের ঊর্দ্ধ দশের ভিতর । পৌগণ্ড সময় তারে বলি নরেশ্বর ।। পৌগণ্ড বয়স হরি করিয়া স্বীকার। পৌগণ্ডে করিলা হরি অশেষ বিহার ।। ধেনু চরাইতে যোগ্য হৈল বুদ্ধি বল। শিশুগণ সঙ্গে ধেনু রাখে দামোদর ।। বৃন্দাবন ধন্য করে চরণপরশে রাম কৃষ্ণ ধেনু রাখে ব্রজশিশু বেশে ।। চৌদিগে বালক গণ নিজ গুণ গায় । বলরাম সঙ্গে হরি মুরলী বাজায় ।। গোধন চালায়ে আগে পিছে হৃষীকেশ। কুসুমিত বৃন্দাবনে কৈলা পরবেশ ।। শিশুগণ চরণ নূপুর ঝনঝনি । অলিকুল বিহগ মধুর মৃদুবাণী ।। মহাজন মন যেন নিরমল জল । শতপত্র গন্ধযুত পবন শীতল ।। হেন অদভুত বন দেখি বনমালী। মনে কৈলা হেথা রহি করিব সে কেলী ।। বনে বনে অরুণ পল্লব মনোহর। ফলে ফুলে বিবিধ লম্বিত তরুবর ।। শিরে ফল ফুল ধরি চরণ পরশে। তরুগণ দেখি কৃষ্ণ মনে মনে হাসে ।। আদি পুরুষ হরি অনাদি নিধন । অগ্রজের তরে তবে কি বলেন বচন ।। অহো দেব সুরবর বন্দিত চরণ। ফল ফুল দিয়া পূজা করে তরুগণ। পল্লব শেখরে করে চরণ বন্দনা। তরুজন্ম কৃতপাপ করিতে খণ্ডনা। তোমার নির্ম্মল যশ ভুবন পাবন । এসব ভ্রমরগণ গায় অনুক্ষণ।। ভৃঙ্গদেহে ভকতের পথ ধর্ম্মযজ্ঞে। প্রায় মুনিগণ এই বৃন্দাবন মাঝে।। গূঢরূপে ভৃঙ্গবেশে রহে বনে বনে । নিজ নাথ তোমারে না ছাড়ে একমনে ।। শিশুগণ ভৃত্য কার বিনয় মূরতি । প্রায় নিরীক্ষণে মৃগ বাড়ায় পিরিতি ।। কলরব কোকিল মধুর গায় গীত। ধন্য ব্রজবাসী গণ সংসারে পূজিত ।। ভকত জনার এই সহজই রীতি। কোন দেহে নাহি ছাড়ে ঈশ্বরে পিরিতি ।। ধন্য তৃণ লতা তরু ধন্য মুনিগণ। ধন্য তরু লতা গিরি খগ বৃন্দাবন ।। তোমার চরণধূলী পরশিল শিরে নখ পরশিল কেহ লভিল শরীরে ।। লক্ষ্মী যাঁরে বাঞ্ছা করে সদত মেস্নানে। হেন কর পরশন পায় তরুগণে ।। এইরূপে বৃন্দাবনে রাম

রমাপতি। গোধন চরায় ব্রজে বালক সংহতি ।। মদমত্ত ভৃঙ্গগণ শবদ ঝঙ্কার। অনুগত সঙ্গে গায় পঞ্চম রসাল ।। হংসের শবদ শুনি হংস রবকরে । শিশুগণ নিজ গুণ গায় উচ্চৈঃস্বরে ।। ময়ূরের নৃত্য করি ময়ূর নাচায় । ময়ুর পেখম ধরি বালক হাসায় ।। ক্ষণে শুক শবদ করয়ে অনুকার। কোকিল শবদ ঘন করয়ে রসাল ।। ক্ষণে মেঘশবদ গম্ভীর নাদকরি। দূরে যদি যায় ধেনু ডাকে নাম ধরি ।। দূরে থাকি ধেনু যার নিজ নাম শুনে। ঊর্দ্ধ পুচ্ছে ধায়্যা আইসে কৃষ্ণ বিদ্যমানে ।। চকর ভারই হংস চক্রবাক নাদে। হাসায় বালকগণ বিবিধ শবদে ।। ক্ষণে শিশুর ভয় দেখাই দামোদর। সিংহ ব্যাঘ্র শবদ করয়ে ভয়ঙ্কর ।। ক্ষণে ক্রীড়া পরিশ্রমে বলরাম রায়। শিশু উরে শির দিয়া শুতি নিদ্রা যায় ।। আপনে করয়ে শিশু পাদ সম্বাহনে। বিশ্রাম করয়ে হরি লৈয়া শিশুগণে ।। ক্ষণে নৃত্য করে হরি ক্ষণে গীত গায়। অন্যে অন্যে যুঝে ক্ষণে ক্ষণে ডাকে ঘনরায় ।। হাতাহাতি করি করে মল্ল পরিশ্রম। হাসিয়া হাসায় প্রভু সব শিশুগণ ।। ক্ষণে বাহু যুদ্ধ শ্রম করিতে খণ্ডন। কোমল পল্লব দলে করিয়া শয়ন বালকের উরে শির করিয়া নিধান। বৃক্ষমূলে শয়ন করয়ে ভগবান কোন শিশু করে তাঁর পদ সম্বাহন। কোন ধন্য শিশু করে পবন সেবন ।। কোন ধন্য শিশুগণ গায় মনোহর। প্রেমরসে শিথিল সকল কলেবর ।। এই রূপে নিজ মায়া নিগুঢ় মহিমা। গোপ শিশু রূপে করে বিবিধ ভঙ্গিমা ।। কমলা লালিত পদ কমল মুরারি। ব্রজ শিশু সঙ্গে করে নানা বনকেলী ।। রাম কেশবের সখা শ্রীদাম গোপাল। স্তোককৃষ্ণ আর যত যতেক ছাওাল ।। কহিতে লাগিলা তারা মধুর বচনে। রাম রাম মহাপ্রভু শুন সাবধানে ।। কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবল দুঃখ নিবারণ। ইথে কত দূর আছে মহাতালবন ।। মহাতাল ফল পরিপূরিত সকল। ভূমে তাল পড়িয়াছে কত কত ফল ।। কিন্তু তালবন রাখে ধেনুক অসুরে। নিকট না যায় কেহ দুরন্তের ডরে ।। অতি মহাবল সে দুরন্ত দুরাচার। খরতর রূপ ধরে গর্দ্দভ আকার ।। সম রূপ সম বেশ জ্ঞাতিগণ লয়ে। তালবনে বৈসে মহাজীব জন্তু খায়ে ।। ক্ষিতিতল বেড়িয়া বিস্তর তাল রহে। হের দেখ তালের সুগন্ধ গন্ধ বহে ।। তাল আনি দেহ যদি খাই শিশুগণে। আজ্ঞা যদি দেহ কৃষ্ণ যাই তাল বনে ।। শিশুগণ বচন শুনিয়া বনমালী। হাসিয়া চলিলা

বলভদ্র সঙ্গে করি ।। বলভদ্র তালবনে করিয়া প্রবেশ। দুই হাত বাড়িয়া ধরিল হৃষীকেশ ।। গাছের ঠেলায়ে গাছ কাঁপে থর থর। ভূমিতল ভরিয়া পড়িল তালফল ।। দুড়দুড়ি শবদ উঠিল ক্ষিতি-তলে। শুনিয়া ধেনুক দৈত্য আইল সত্বরে ।। পদ ভরে পৃথিবী করয়ে টলবল। কাঁপিল পর্ব্বত তরু ধরণীমণ্ডল ।। দুই খান পাছা পাও উদ্ধ করি তুলি। মারিল রামের বুকে গাধা রব করি ।। লাথি মারি অপহরি গেল কত দূর। পুনরপি ধাইল দৈত্য গর্জ্জিয়া নিষ্ঠুর ।। উর্দ্ধ করি চরণ তুলিয়া আর বার। রামের হৃদয়ে দৃঢ় করিল প্রহার। দুই পাও ধরি রাম দিয়া বাম হাতে। আকাশে তুলিয়া দৈত্য মা-রিল পাকসাটে ।। ভ্রমিতেই জীবন ছাড়িল দুরাচারে। উড়িয়া মা-রিল পাক তালের উপরে ।। ভাঙ্গিল তালের গাছ কাপে থরহরে। গাছের ঠেলায় দৈত্য কাঁপিল সকলে। নিলা যে ফেলিল দুই গাছের উপরে। মহাতাল শঙ্খচুর হৈল তার ভরে ।। গাছে গাছে ঠেলাঠেলি কাঁপে তালবন। আচম্বিতে হৈল যেন ঝড় বরিষণ ।। অনন্ত ধরণী ধর জগতের পতি। চরাচর আধার সকল লোকগতি ।। এ কোন চরিত্র কর্ম্ম বলিব তাহারে। এই মত কৃষ্ণ কৈল জিনিলা বিহরে ।। ধেনুকের মরণ দেখিয়া বন্ধুগণে। ক্রোধ করি আইল যত আর দৈত্য গণে ।। রাম কৃষ্ণ দুই ভাই কোন কর্ম্ম করে। বাম হাতে সালায় চরণ চাপি ধরে ।। পাক দিয়া ফেলে তাল গাছের উপরে। তালবন পূরিল দৈত্যের কলেবরে ।। দৈত্য দেহে পূরিল সকল ক্ষিতিতল। ভাঙ্গিয়া গাছের মাথা পড়িল সকল ।। দীপ্ত করে ভূমিখান দেখিতে সুন্দর। মহামেঘ পূরে যেন আকাশ মণ্ডল ।। মহা অদভুত কর্ম্ম দেখি সুরগণে। নৃত্য গীত স্তুতি কৈল পুষ্প বরিষণে ।। থাবা থাবি করিয়া তাল শিশুগণে ধরে। তাল খায়ে শিশুগণ আনন্দে বিহরে ।। কৌতুকে সকল লোক চাহিতে বেড়ায়। পশুগণ প্রবেশিয়া নবতৃণ খায় ।। অমল কমল দল বিশাল লোচন। কমলার বন্দিত পুণ্য শ্রবণ কীর্ত্তন ।। অনুগত বালকে চৌদিগে গীত গায়। ব্রজপুরে প্রবেশ করিল যদুরায় ।। সে রজ রঞ্জিত নবকুন্তল উজ্জ্বল। বিচিত্র বিনোদ চূড়া শিরের উপর ।। রুচির কুসুম দাম মন্দ মৃদুহাস। অনুগত শিশু গণ গায় চারি পাশ ।। শিশু মধ্যে পূরে কানু মধুর মুরলী। পথে পথে রহি চাহে আভীরী সুন্দরী ।। মুখপদ্ম মধু পিয়ে নয়ন ভ্রমরে।

দিবস বিচ্ছেদ তাপ ছাড়িল অন্তরে ॥ ব্রজবধূগণ সঙ্গে আনন্দবিলাস সলজ্জ কটাক্ষপাত মন্দ মৃদুহাস ॥ বুঝিয়া রমণীগণের মন বনমালী ব্রজপুরে প্রবেশিলা প্রভুত শ্রীহরি ॥ যশোদা রোহিণী দুই হরষিত মনে। আশীর্ব্বাদ কৈল রাম কৃষ্ণ দরশনে ॥ মঙ্গল মজ্জন করাইলা পুণ্যজলে। দিব্যগন্ধ বিলেপন কৈল কলেবরে ॥ বসন ভূষণ দিল দিব্য আভরণ। দিব্য অন্ন পান দিয়া করাইল ভোজন ॥ লালন পালন কৈল বিবিধ বিধানে। শয়ন করাইল মাতা উত্তম বসনে ॥ এই রূপে আনন্দে বিহরে বনমালী। মায়া নরনারায়ণ শিশুকেলি করি ॥ বৃন্দা বনে বনমালী গেলা এক দিনে। শিশুগণ সঙ্গে করি বলরাম বিনে ॥ ধেনু লয়ে গেলা কৃষ্ণ কালিন্দিরতীরে। তৃষ্ণায় আকুল ধেনু খাইল স[illegible] রে॥ ধায়ে গিয়া শিশুগণ কৈল জলপান। বিষজল পানকরি হরিল চেতন ॥ প্রাণহরি বৎস শিশু পড়িল সকল। দেখিয়া বিকল হৈলা [illegible] যোগেশ্বর ॥ চাহিল সদয় হরি অমৃত নয়নে। গোধন বালক [illegible]য়ে উঠিল তখনে ॥ বিস্ময় বালকগণ মুখামুখি চায়। মরিয়া বাঁ[illegible] কিবা কেমন উপায় ॥ কৃষ্ণ অনুগ্রহ কৈল বুঝি অনুমানে। প্রভু [illegible] কে আর করিব পরিত্রাণে ॥ ভাগবতাচার্য্যের মধুর রস গান। [illegible] লোক কর কৃষ্ণকথা রস পান ॥

পয়ার। কালসর্পে বিভূষিত যমুনার জল। দেখিয়া পাষাণ হর কৈলা যোগেশ্বর ॥ তবে রাজা জিজ্ঞাসিল ভয় পায়ে মনে। জলের ভিতরে [illegible] রহিল কেমনে ॥ সেবা সর্প তথা কেন আছে এত কাল। কহিবে [illegible] মুনি করিয়া বিস্তার ॥ পরিপূর্ণ ভগবান গুণ কর্ম্মহীন। ভকত [illegible] হরি ভকত অধীন ॥ তাঁহার উদার লীলা চরিত্র সকল [illegible] হেন আছয়ে যেবা করে সুধাপান ॥ শুকমুনি বলে রাজা শুন [illegible]গেশ্বর। আছিল বিষম এক হ্রদ ভয়ঙ্কর ॥ যমুনারজল তাহে কালি[illegible] [illegible] বৈসে। উথলিয়া পড়ে জল তার মহাবিষে ॥ তাহার উপরে [illegible] জীব না সঞ্চরে। উড়িয়া যাইতে পক্ষ পড়ে বিসজলে। বিষকণা [illegible]বুত যত দূর চলে। তাবৎ পর্য্যন্ত তার বৃক্ষ নাই কূলে ॥ প্রচণ্ড [illegible] দেখি যমুনার জল। সর্ব্ব অন্তর্যামী হরি জানিলা সকল ॥ দুষ্টের [illegible]মন হেতু কৃষ্ণ অবতারে। লাফ দিয়া উঠে উচ্চ কদম্বের ডালে ॥ দৃঢ় [illegible]রি পীতবাস বান্ধিলা আটিয়া। ঝাপদিল তাহে কৃষ্ণ মালসাটদিয়া

অখিল পুরুষ সারি ঝাপ দিল জলে। ক্ষোভিত হইল নাগ কম্পিত অ স্তরে ॥ ঘনশ্বাসে বিষজ্বালে জলে উঠে নীর। শতধনু পর্য্যন্ত ভুবিল দুই তীর ॥ অনন্ত বিক্রম বল অনন্ত মহিমা। এই কোন অদভুত বিক্রমের সীমা ॥ সর্পহ্রদে করি হরি বিবিধ বিহার। মত্ত করিবর যেন বিক্রমে বিশাল ॥ ঘূর্ণিত ভুজঙ্গ দণ্ড তরঙ্গ ঝঙ্কার। নাগপুরে হৈল বড় উতরোল মার ॥ শবদ শুনিয়া নাগ প্রকোপে জ্বলিল। সসৈন্যে আসিয়া কৃষ্ণে চৌদিগে বেড়িল ॥ মনোহর কলেবর নবঘন শ্যাম। শ্রীবৎসলাঞ্ছন পীতবাস পরিধান ॥ মন্দ মধুস্মিত চারু সুন্দর বদন। পদ্মগর্ভদল কর সুন্দর বরণ ॥ মরমে মরমে নাগ সর্ব্বাঙ্গে দংশিয়া। বেড়িল কৃষ্ণের অঙ্গ নিজ অঙ্গ দিয়া ॥ নাগপাশ বেষ্টিত সকল কলেবর। অচেতন লীলা করি রহে প্রাণেশ্বর ॥ বুঝিয়া সর্পের বল বিক্রমেরসীমা। আপনে আচ্ছাদে প্রভু আপন মহিমা ॥ গোপশিশু অচেতন দেখিয়া শ্রীহরি। অজ্ঞান হইয়া তারা রহে প্রাণ ছাড়ি ॥ চিত্তবিত্ত সব কৃষ্ণে কৈল আরোপণ। গোবিন্দ বান্ধব তার গোবিন্দজীবন হেন কৃষ্ণ বিনে কেমনে গোপ জীয়ে। প্রাণছাড়ি পড়িল দারুণ কম্প ভয়ে ॥ ধেনু বৎস বৃষগণ কান্দিতে লাগিল। কৃষ্ণে দৃষ্টি আরোপিয়া দাণ্ডায়ে রহিল ॥ হেনকালে বিধিমত ত্রিবিধ উৎপাত। ব্রজপুরে উপজিল বড়ই প্রমাদ ॥ তা দেখিয়া নন্দ আদি বৃদ্ধ গোপগণে। ভয়েতে ব্যাকুল হয়ে চিন্তে মনে মনে ॥ আজি কৃষ্ণ বনে গেলা বলরাম ঘরে। নূতন কাননে কিবা পরমাদ ফলে ॥ জীয়ে বা না জীয়ে কৃষ্ণ ..ল বুঝি মনে। নানা উৎপাত বড় দেখি কুলক্ষণে ॥ কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ময় কৃষ্ণ বন্ধুজন। কৃষ্ণবিনা কিছুই না জানে গোপগণ ॥ দুঃখ শোক ব্যাকুলিত চলিল ত্বরিতে। আবাল বনিতা বৃদ্ধ আতুর সহিতে ॥ অন্ধ ..ঞ্জ আদি করি দীনহীন জন। সকল গোকুলবাসী হৈয়া অচেতন ॥ ..নতে প্রবেশ কৈল কৃষ্ণের উদ্দেশে। বলভদ্র সর্ব্ব তত্ত্ব জানিলা বিশেষে ॥ হাসিয়া রহিলা রাম না দিলা উত্তর। কৃষ্ণের মহিমা তিনি জানেন সকল ॥ গোপগণ চাহিয়া বেড়ায় বনে বনে। গোপ গোপী কৃষ্ণপদ চিনিল লক্ষণে ॥ সেইপথ অনুসারে যায় গোপগণ। যমুনার তীরে গিয়া হৈল উপসন্ন ॥ গোপশিশু পড়িয়াছে অচেতন হয়্যা। ধেনু বৎসগণ কান্দে কৃষ্ণমুখ চায়্যা ॥ কালিহ্রদে ভাসে কৃষ্ণ জলের উপরে। কালিনাগ দংশিল সকল কলেবরে ॥ ভুজঙ্গ বেষ্টিত অঙ্গ না

হিক গেয়ান। গোপগণ তাহা দেখি হরিল গেয়ান ॥ গোপীগণ সদত গোবিন্দে ধরি চিত্ত। গোবিন্দ জীবন ধন গোবিন্দ সুত বৃত্ত ॥

পয়ার। মুনি বলে শুন রাজা যে কহিয়ে আর। কৃষ্ণে না দেখিয়া কান্দে সকল গোয়াল ॥ হেন প্রিয়তম কৃষ্ণে দংশিল পন্নগে। স্মঙরি কৃষ্ণের গুণ মনে দুঃখ লাগে ॥ কৃষ্ণ বিনা গোপী শূন্য দেখে ত্রিভুবন হাহাকার রবে সবে করয়ে রোদন ॥ শরীর না ধরে গোপী না রহে জীবন। কৃষ্ণ বিনা দেখে গোপী আপন মরণ ॥ কান্দে ব্রজরমণী যশোদা আর নন্দে। সবে সবাকার গলায় ধরি কান্দে। যশোদা ক রিয়া কোলে কৃষ্ণগুণ কহে। আখি আরোপিয়া গোপী কৃষ্ণমুখ চাহে কৃষ্ণে আরোপিয়া চিত্ত বিত্ত প্রাণ মন। কৃষ্ণ বিনে পরাণে না জীয়ে গোপীগণ ॥ কালিদহে পরবেশি তেজিব জীবন। যতেক গোকুলবাসী প্রবেশিতে মন ॥ বলভদ্র কৃষ্ণের সব অনুভাব জানে। নিবারিয়া গোপীগণ রাখিল যতনে ॥ তবে প্রভু গোকুলনন্দন বনমালী। ক্ষণেক মানুষ জাতি পথ অনুসারি ॥ গোকুল আকুল দেখি যশোদাকুমার। আমা বিনে ব্রজকুলে গতি নাহি আর ॥ আমার কারণে শোক দুঃখে বিমোহিত। নিজ গণ দুঃখ দেখি একোন চরিত ॥ এতেক চিন্তিয়া প্রভু কোন কর্ম্ম করে। লীলায় বাড়ায় প্রভু নিজ কলেবরে ॥ ছিণ্ডিয়া সর্পের অঙ্গ খান খান করে। সন্ধিবন্ধি ছিণ্ডিয়া নাগ রহিল অন্তরে ॥ ঘন শ্বাস ছাড়ে সর্প ছটফট করে। বন্ধন ছাড়িয়া নাগ রহিল অন্তরে নাসারন্ধ্রে বিষজালে আগুণ সঞ্চরে। স্তম্ভিত লোচন যেন তপত অ ঙ্গারে ॥ মুখজালে ঝলমল উল্কা বরিষণ। ক্রোধ করি চাহে নাগ ঘন গরজন ॥ সর্পসহ খেলা খেলে ত্রিজগত নাথ। মন্ত্রগুরু প্রধান সর্পের জানে বাত ॥ কালিনাগ ভ্রমিয়া বেড়ায় চারি পাশে। কালিহ ভ্রময়ে কৃষ্ণ দংশিবার আশে ॥ শতফণা তুলিয়া ভ্রময়ে নিরন্তর। ঘন ঘন ভ্রমণে টুটিল বুদ্ধি বল ॥ রসিক শেখর হরি কোন কর্ম্ম করে। লাফ দিয়া উঠে কালিফণার উপরে ॥ ফণীমণি রতন চরণ পরশনে। বিল সিত নখচাঁদ রাতুল চরণে ॥ সর্ব্ব কলারস গুরু নৃত্য ভাল জানে। ফণাধর ফণে নাচে চরণ সন্ধানে ॥ নৃত্যারম্ভ প্রভুর দেখিয়া সুরগণ। জয় জয় ধ্বনি কৈল পুষ্প বরিষণ ॥ গন্ধর্ব্ব কিন্নর বাদ্য বায় সাবধানে সুমধুর গায় গীত সুরবধূগণে ॥ মৃদঙ্গ পল্লব শঙ্খ দুন্দুভি বাজন। গীত

প্রেমতরঙ্গিণী।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয় মুদীরয়েৎ ॥

নিগমকল্পতরোর্গলিতংফলং, শুকমুখাদমৃত দ্রবসংযুতং।
পিবতভাগবতং রসমালয়ং, মুহুরহো রসিকাভুবিভাবুকাঃ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোপীনাথ দৈবকীনন্দন। বৃন্দাবনচন্দ্র ব্রজরমণী জীবন ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণনাম সার এ দুই অক্ষর। এক কৃষ্ণনামেতে নিষ্পাপ কলেবর ॥ মুখেবাণী থাকিতে না লয় কৃষ্ণনাম। তেঁই লোক ভ্রময়ে সংসার অবিরাম ॥ সুখে ভব তরিতে যাহার চিত্তে লয়। শাস্ত্রে বলে কৃষ্ণনাম মাত্রে হেন হয় ॥ কৃষ্ণনাম বিনে ভাই গতি নাহি আন। কৃষ্ণ না ভজিলে নাহি হয় পরিত্রাণ ॥ কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ শ্রবণ কীর্ত্তন। কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ সেবা চরণবন্দন ॥ কৃষ্ণ বৈষ্ণবের হেতু সর্ব্বধর্ম্ম ত্যজে। কৃষ্ণপদপূজন বৈষ্ণবপদ ভজে ॥ ভক্তিযোগ হয় কৃষ্ণ চরণে যাহার। তবে সুখে ঘোর সংসারেতে পায় পার ॥ এবোল বুঝিয়া ভাই কৃষ্ণে ধর মন। সুখে ভব তরি যাহ ছুটুক বন্ধন ॥ পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীগদাধর নামে যাহার মহিমা ঘোষে এতিন ভুবনে ॥ ক্ষিতিতলে কৃপায় করিল অবতার। অশেষ পাতকী জীব করিতে উদ্ধার ॥ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ কৃষ্ণ চৈতন্য মূরতি। তাঁহার অভিন্ন তেঁহো সহজে শকতি ॥ মোর ইষ্ট গুরু বন্দোঁ দুই চরণ। দেহ মনঃবাক্যমোর তাহে সমর্পণ ॥ তাঁহারচরণে বহু সঙ্গত প্রণতি। কৃষ্ণগুণ পাঁচালি রচিব যথামতি ॥ দ্বিতীয়প্রণাম করো গণেশপ্রবীর। দিব্যকরি শুণ্ডধরে এস্থূলশরীর ॥ যাহারপ্রসাদে সর্ব্বসিদ্ধ অব্যাহতি। সেদেব চরণে রহু সদত প্রণতি ॥ বেদব্যাস চরণেতে করি নমস্কার। যাহার প্রসাদে শ্রীভাগবত প্রচার ॥ সর্ব্ব ধর্ম্ম সার বেদ পুরাণে গোপিত। হেন ভক্তিযোগ ভাগবতে প্রকাশিত ।

[illegible] হৈতে হেন ভাগবত উপাদান। তাঁহার চরণে রঘুনন্দনপ্রণ, দেব দ্বিজচরণ বন্দিয়া গুরুজনে। কথাছলে ভাগবত কহিব পুরাণে [illegible] কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী। শুনিলে গোবিন্দে চিত্ত হয় হেল [illegible] জয়২ মৎস্য ক[illegible] আদি অবতার। জয় কূর্ম্মরূপে ক্ষীরজলধি বিহার॥ জয় রঘুনন্দন যে রাবণসংহার। জয়২ হলধর রাম অবতার॥ জয় বুদ্ধ অবতার অসুরমোহন। জয় কল্কীরূপে ম্লেচ্ছকুল বিনাশন॥ জয় নন্দ[illegible] পূর্ণব্রহ্ম অবতার। শ্রুতি মন অগোচর চরিত্র যাঁহার॥ জয় জয় [illegible] গুরু নাম। জয়২ অখিল মঙ্গল নিজধাম॥ জয় জগন্নাথ নীলাচল অবতার। বিবিধ মঙ্গলধাম চরিত্র বিহার॥ জয়২ গৌরচন্দ্র চৈতন্যবিহার। ভক্তকুল প্রাণনাথ ভক্ত অবতার॥ শ্রীঅদ্বৈত হরিদাস শ্রীনিবাস সঙ্গ। নিত্যানন্দ বলরাম সহ নিত্য রঙ্গ॥ গদাধর প্রাণনাথ ভক্তকুল [illegible]। ভক্তরূপে অবতার ত্রিজগতপতি॥ তবে কহি শুন ভাই তাঁর গুণ [illegible]। [illegible] কলিতে শ্রী[illegible]॥ ধীর শিরোমণি শ্রীগদাধর [illegible]। [illegible]বতাচার্য্যের মধুর[illegible]॥ সত্যপর নিত্যানন্দ করিল চিন্তন। যাহা হৈতে উৎপত্তি প্র[illegible] চরাচর জগত যাহার পরকাশ। সহজে করুণানিধি আনন্দ[illegible]॥ জগতে অতিন্ন [illegible] নাহি সঙ্গ লেশ। কেবল ভক্তিবশ [illegible] পুরুষ প্রকৃতি নিত্যরূপ পরকাশ। সহজে করুণানিধি আনন্দবিলাস॥ ব্রহ্মার আননে হৈল বেদ [illegible]। যে বেদে মোহিত হয় মহামুনি গণ॥ ত্রিগুণজনিত হয় সকল সংসার। মিথ্যা হেন জ্ঞান হয় কৃপায় যাহার॥ নিজ তেজে হৈল সব জগত খণ্ডন। হেন সে পরমানন্দ করিব চিন্তন॥ নারায়ণমুখে ভাগবত উপাদান। স্থাপিল ব্রহ্মারমুখে প্রভু ভগবান॥ কহিল পরমধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবতে। মুক্তিপদ পর্য্যন্ত ক-পট নাহি যাতে। নিরঞ্জন শান্তরূপ যার অধিকারী। হেন মহাধর্ম্ম ভাগবত অবতারী॥ পরমার্থ তত্ত্ববস্তু জানি ভাগবতে। ভববিমোচন হয় যাহা শ্রবণেতে॥ আর নানা শাস্ত্র যদি করিয়ে শ্রবণ। তবুতো বান্ধিতে নারি চিত্তে নারায়ণ॥ শুনিবারে ইচ্ছা যদি ভাগবত করি সেইক্ষণে চিত্তে কৃষ্ণ বান্ধিবারে পারি॥ নিগমকল্পতরু বিগলিতফল শুকমুখে নিপতিত অমৃত রসাল॥ ক্ষিতিতলে নিপতিত ভাগবত নাম। পিয়রে ভাবকভাই রসিক সুজান॥ সর্ব্বধর্ম্ম সারধর্ম্ম মহাভাগবতে। ব্যাসমুনি কহিল চিন্তিয়া লোকহিতে॥ শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস

পুরাণের সার। বেদবিচারিয়া করিলেন উদ্ধার॥ একত্র করিয়া কহিলেন ভাগবতে। সর্ব্ব লোক সুখে পার হবে এইমতে॥ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারি ধর্ম্ম এহি। নানামতে সর্ব্বশাস্ত্র আন নাহি কহি॥ সকল ধর্ম্মের সার কৃষ্ণ আরাধন। মহাভাগবত বলি এই সে কারণ॥ কেবল বৈষ্ণবধর্ম্ম কৃষ্ণগুণ গাথা। মহাভাগবতে না কহিল অন্য কথা॥ কৃষ্ণগুণকথা ভাই শুন সাবধানে। কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী রঘুনাথে ভণে॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ।

উগ্রশ্রবা সূত গেলা নৈমিষ অরণ্যে। ছাব্বিশ সহস্র মুখ্য যেথা মুনিগণে। সৌনক প্রধান তাহে মুনিকুলপতি। সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন মহামতি॥ শুনসূত মহাঘোর কলিকালে আর। হরি বিনে না দেখি যে জীবের নিস্তার॥ সর্ব্ব শাস্ত্র যত পুরাণে নিদিত। তোমা জানে জানি সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত॥ সর্ব্বশাস্ত্র সারধর্ম্ম করিয়া উদ্ধার। যাহা হৈতে ছুটে জীব এ ঘোর সংসার॥ হরিনাম হরিকথা হরিসংকীর্ত্তন। যত অবতার কৈলা নারায়ণ॥ কহিবে সকল তুমি একত্র করিয়া। সুখে যেন তরে জীব গোবিন্দ ভজিয়া॥ সূত মহাপ্রশ্ন শুনি মুনির বচনে। বাহ্য পাসরিল হরিগুণ স্মঙরণে॥ ক্ষণে বাহ্য পায়ে চিত্তে কৈল অনুমতি। গুরুর চরণে কৈল প্রণামে প্রণতি॥ অখিল দেবের সার পুরাণে গোপিত। যাহা হৈতে হৈল ভাগবত প্রকাশিত॥ শুক মহা যোগেশ্বর মুনির প্রধান। তাহার চরণে মুঞি করয়ে প্রণাম॥ জন্মিয়া কহিল শুক মহাযোগেশ্বর। সেইক্ষণে অরণ্যে চলিলা একেশ্বর॥ পুত্রস্নেহে বেদব্যাস পাছে চলি যান। পুত্র২ বলি ডাকে ডাকে ঘন-ঘন॥ যোগবলে বৃক্ষমধ্যে পরবেশ করি। ব্যাসে প্রবোধিলা শুক বৃক্ষরূপ ধরি॥ বৃক্ষরূপে কৈল ব্যাসের মনঃ নিবারণ। তাঁহার চরণ সূত করিল বন্দন॥ কহিতে লাগিল সূত সর্ব্বধর্ম্ম সার। যাহা হৈতে হৈল সর্ব্ব জীবের নিস্তার॥ সেই সে পরমধর্ম্ম সর্ব্ববেদে কহে। যাহা হৈতে হরিচরণেতে ভক্তি রহে॥ হরিভক্তি হৈতে হয় জ্ঞান পরকাশ। ছিণ্ডয়ে সংসার পাশ অবিদ্যা বিনাশ॥ এইমতে কহি কিছু ভকতি বিস্তার। কহিতে লাগিলা ভবে যত অবতার॥ প্রলয়ান্তে নাহি ছিল ত্রিলোক রচনা। চন্দ্র তারকা জ্যোতি ব্রহ্মাদি কল্পনা॥ নিরাধার নিরবলম্ব এক ভগবান। তাঁহা বিনে বলিতে না ছিল কিছু আন॥ তবে বিহরিতে প্রভু যখন ইচ্ছিল। তখন পুরুষ রূপ প্রকাশ হইল॥ আদি

নারায়ণ তেঁহ পুরুষ পুরাণ। তাঁহা হৈতে নানা অবতার উপাদান।। প্রথমে সনক আদি এচারি কুমার। ব্রহ্মচর্য্য করিলেন চারি অবতার।। দ্বিতীয়ে বরাহ রূপ হইল অবতার।। দশনে তুলিয়া কৈল পৃথিবী উদ্ধার।। আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষ তথায় বধিল। জলের উপরে প্রভু পৃথিবী স্থাপিল।। তৃতীয়ে নারদরূপ হই হৃষীকেশ। লওয়াইলা কৃষ্ণ ভক্তি দিয়া উপদেশ।। চতুর্থে ধর্ম্মের ঘরে কৈল অবতার। নরনারায়ণরূপে বিদিত সংসার।। বদরিকাশ্রমে ভক্তে রহি নিরন্তর। আজন্ম পর্য্যন্ত তপ করেন দুস্কর।। পঞ্চমে কপিলদেব হই মুনিবেশ। মায়ে বুঝাইল ভক্তি দিয়া উপদেশ।। দত্তাত্রেয় অবতার মুনিরকুমার। যোগ ধর্ম্ম লওয়াইল ষষ্ঠ অবতার।। সপ্তমে রুচিরসুত হৈলা নারায়ণ। যজ্ঞ রূপে বৈবস্বৎ মনুর রক্ষণ।। অষ্টমে সুমিত্রদেব নাভিরতনয়। জড় ধর্ম্ম জগতে লওয়াইল মহাশয়।। নবমে ধরিয়া প্রভু পৃথু কলেবর। পৃথিবী দুহিয়া কৈল ওষধি সঞ্চার।। ধনুর্ব্বাণ দিয়া কৈল পৃথিবীসমান। পৃথুর সকল যশঃ রহিল ঘোষণ।। মৎস্য অবতার প্রভু দশমে ধরিল। পৃথিবী করিয়া নৌকা বেদ উদ্ধারিল।। মুনি বৈবস্বৎ আর মহাঋষি গণ। নৌকায় তুলিয়া কৈল প্রলয় রক্ষণ।। একাদশে হৈলা প্রভু কূর্ম্ম অবতার। অমৃত মথনে পৃষ্ঠে ধরিল মন্দার।। দ্বাদশে উদয় কৈল ধন্বন্তরি বেশে। বেদ উদ্ধারিতে লইল অমৃতকলসে।। ত্রয়োদশ অবতারে হইলা মোহিনী। নারীবেশে অসুর মোহিলা চক্রপাণি।। চতুর্দ্দশে কৈল নরসিংহ অবতার। হিরণ্যকশিপু দৈত্যে করিল সংহার।। পঞ্চ দশ অবতারে কপটে বামন। পাতালে ছলিয়া বলি নৈল নারায়ণ।। ষোড়শে পরশুরাম দ্বিজ অবতার। নিঃক্ষত্রি করিল ক্ষিতি তিনসাত বার।। সপ্তদশে সত্যবতীসুত বেদব্যাস। বেদ বিভাগিয়া কৈল ধর্ম্মের প্রকাশ।। অষ্টাদশে হৈলা রঘুনাথ অবতার। রাবণ বধিয়া খণ্ডাইলা পৃথ্বীভার।। একবিংশে প্রভু বুদ্ধশরীর ধরিল। লওয়াই পাষণ্ড শাস্ত্র অসুর মোহিল।। দ্বাবিংশেতে কল্কীরূপে হৈলা অবতার। ম্লেচ্ছ বধি সত্য প্রচারিলা আরবার।। এইরূপে কতেক অনন্ত অবতার। কহিতে উদ্দেশ জানে শকতি কাহার।। যতং অবতার করেন মুরারি। কেহ অংশ কেহ কলা বুঝহ বিচারি।। পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ অবতার শিরোমণি। ভাগবতে প্রকাশকরিল ব্যাসমুনি।। তবে আরকথা সূত কহিতে লাগিল। যেরূপে নারদে ব্যাস সমাগম হৈল।। ব্যাস নিরানন্দ দেখি শ্রীনারদ

মুনি। জিজ্ঞাসিলা ব্যাসপ্রতি অত্যাশ্চর্য্য মানি॥ নানামত ধর্ম্ম ব্যাস কহিলেন পুরাণে। সকল বেদের অর্থ ভাগবতে বাখানে॥ বেদ বিভা গিয়া লোক বুঝিল কারণ। জগতের হিত কৈল ধর্ম্ম সংস্থাপন॥ তথাপি তোমারে দেখি বিষাদিতমনঃ। তোমার হৃদয়েশোকএকোন কারণ॥ দান যজ্ঞ ব্রত তপ বিবিধ আচার। লোক উদ্ধারিতে কৈলা এ সব প্রচার॥ তবু কেন ব্যাস তুমি হৃদয়ে চিন্তিত। কহত কারণ তুমি জ্ঞানে সুপণ্ডিত॥ উত্তর দিলেন তবে ব্যাস মহাশয়। তুমি যত কহিলে সকলি সত্য হয়॥ তথাপি হৃদয় মোর নহেত প্রসন্ন। আপনে কহিবে তুমি ইহার কারণ॥ মহাভাগবত তুমি ব্রহ্মার কুমার। তিনলোক অগোচর নাহিক তোমার॥ ভুত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে সুপণ্ডিত। বাহ্য অভ্যান্তর সব তোমায় বিদিত॥ তোমার হৃদয়ে বৈসে প্রভু নারায়ণ। আমার সন্তোষ হয় কহ তপোধন॥ হাসিয়া ব্যাসের তরে দিলেন উত্তর। আপনে ঈশ্বর হয়ে সকল পাসর॥ দানব্রত তপ যজ্ঞ কারিলে বিচারি। হরিসঙ্কীর্ত্তন তুমি না কৈলে বিস্তারি॥ তেকারণে নহে তব সন্তোষ হৃদয়। আপনে বিচারি তুমি বুঝ মহাশয়॥ তুমি বল পশুধর্ম্ম লোকের উদ্ধার। আহার শৃঙ্গার নিদ্রা ভক্তি ব্যবহার॥ নিয়ম করিব তাহে ধর্ম্ম উপদেশ। আমার বচনে সবে হইব সন্তোষ॥ স্বধর্ম্ম করিতে তবে সুমন হইব। ক্ষুদ্রসুখ ত্যজি তবে মহাসুখ পাব॥ আপনেই বিচারিয়া ভজিব শ্রীহরি। পাছে তবে যাবে লোক ভবসিন্ধু তরি॥ যে তুমি চিন্তিলে হিত হৈল উপকার। নিভাইয়া প্রদীপ জ্বলিলে আরবার॥ পশুবুদ্ধি জীব তাহে না কৈল বিচার। মানিল পরম ধর্ম্ম আহার শৃঙ্গার॥ সুখভোগ স্বর্গবাস শুভকর্ম্ম ফল। এই বুদ্ধি ধার্য্য কর্ম্ম করিব সকল॥ দান ব্রত তপ যজ্ঞ এই সব জানে। আপনে কহিল ব্যাস ভারত পুরাণে॥ আহার শৃঙ্গার সবে জীবের ভাবনা। ইহার কারণে করে নানা উপাসনা॥ তুমি যে নিয়ম কৈলে সে হইল বিধি। তেকারণে সংসারে ভ্রময়ে পশুবুদ্ধি॥ হরি না ভজিয়া জীব সংসারে ভ্রময়। তেকারণে নহে তব প্রসন্ন হৃদয়॥ শুন শুন ব্যাস সত্যবতীর নন্দন। হরিনাম হরিকথা হরিসঙ্কীর্ত্তন॥ হরির চরিত্র বিনে না কহিবে আন। জগতে করাও তুমি হরিগুণগান॥ হরিনাম শ্রবণ প্রণাম স্তুতিবাদ। বৈষ্ণব মহিমা কহ বৈষ্ণবপ্রসাদ॥ হরিবিনে আর না কহিবে কোনধর্ম্ম। সর্ব্বধর্ম্ম ফল হরি আরাধনমর্ম্ম

এতেক কহিলা যদি ব্রহ্মার নন্দন। আপনার জন্ম কহে পূর্ব্ববিবরণ॥ দাসীসুত হয়ে কৃষ্ণ দেখিল সাক্ষাতে। হরির কিঙ্কর হৈল বৈষ্ণব প্রসাদে॥ দাসীসুত হয়ে পাইল কৃষ্ণদরশন। তত্বজ্ঞান উপদেশ কন নারায়ণ॥ এত বাণী কহিল নারদ তপোধন। তবে জ্ঞান উপদেশ দিলা ততক্ষণ॥ আপন সাক্ষাতে তবে প্রভু হৃষীকেশ। ব্রহ্মাকে দিলেন ভাগবত উপদেশ॥ ব্রহ্মা নারদের মুখে কৈল সমর্পণ। নারদ ব্যাসের মুখে কৈল আরোপণ॥ সংক্ষেপে কহিল ভাগবত উপদেশ বিস্তারিয়া ব্যাস তুমি বাড়াও বিশেষ॥ এতেক বলিয়া তবে নারদ তপোধন। অন্তরীক্ষ হয়ে গেলা ব্রহ্মারনন্দন॥ জ্ঞান পায়ে কৃষ্ণধ্যান কৈল মহামুনি। হৃদয়ে প্রকাশ হৈলা প্রভু চক্রপাণি॥ হৃদয় কমলে ব্যাস দেখে গদাধর। প্রেমভাবে পুলকে পুরিল কলেবর॥ নয়নে আনন্দ জল গদ২ বাণী। কৃষ্ণভাবে বাহ্য পাসরিল মহামুনি॥ ক্ষণে চিত্ত সমাধিয়া ব্যাস মহাশয়। নারদ কৃপায় হৈল ভক্তি উদয়॥ সত্য কর্ম্মবন্ধে আনি জগত বান্ধিল। বিষয়লম্পট করি লোক বিনাশিল॥ বিনে কৃষ্ণ না ভজিলে সংসার না ছুটে। বেদে গূঢ়করি ভক্তি রাখিলা কপাটে॥

দীর্ঘ ত্রিপদী। তবে সত্যবতী সুত, ভক্তে দিতে প্রেমযুত, লোক হিত চিন্তন প্রকার। পরমহংসের সুত, ভক্তিশাস্ত্রে ভাগবত, রচিলা সকল বেদসার॥ শুকদেব তার সুত, মহাযোগেশ্বরপূত, চলি গেলা তার সন্নিধানে। পড়াইয়া ভাগবত, বেদব্যাস সত্যব্রত, পুনঃ আইলা আপন ভবনে॥ ব্যাসের নন্দন যাই, রাজা পরীক্ষিত ঠাঞি, গঙ্গাতীরে মুনির মণ্ডলে। সভার ভিতর বসি, যেন গ্রহমধ্যে শশী, ভাগবত কহিল সকলে॥ শুকদেব কৃপা কৈল, তথাই বসিতে পাইল, শাচিল সকল ভাগবত। কহিল তোমার স্থানে, তুমি মহামুনিগণে, তবে সূত কহিতে উদ্যত॥ শুনিয়া সকল মুনি, সূতের অমৃত বাণী, সাধু২ শুকেরে বাখানে। পুছিল বিস্ময় পর, শুক মহাযোগেশ্বর, কেমনে গেলা রাজ সন্নিধানে॥ তাঁরে নাহি দেহে কর্ম্ম, কেহ নহে ভিন্ন মর্ম্ম, কেনে গেলা রাজ সম্ভাষণে। দিব্য জ্ঞান মহা বুদ্ধি, পড়িলে কি তার শুদ্ধি, কেনে তেঁহ পুরাণ বাখানে॥ ইহার কারণ সূত, কহ অতি অদভুত, আর কথা পুছিব তোমারে। মহা ভাগবত রাজা, জগতে তাঁহার পূজা, ব্রহ্মশাপ কে দিল তাহারে॥ কহ তার জন্ম

কর্ম্ম, শুনিলে বৈষ্ণব ধর্ম্ম, গোবিন্দ চরণে হয় মতি। বিস্তারিয়া ভাগবত, কহিবে সকল তত্ত্ব, শুনি লোক তরিব দুর্গতি ॥ সুত বলে শুন শুন, হেনই অনন্ত গুণ, ভক্তজনে প্রভু গুণ গাই। কৃষ্ণের মহিমা গাই, অতুল আনন্দ পাই, মুক্তিপদে সে সুখ না পাই ॥ তবে সূত শুদ্ধ চিত্তে, ভাগবত আদি হৈতে, কহিল সকল মুনি স্থানে। মুনিগণ হরষিত, শুনি হৈল আনন্দিত, ভাগবত আচার্য্য রস গানে ॥ ২ ॥

তৃতীয়োধ্যায়ঃ।

যত যত প্রসঙ্গ পুছিল সৌনকে। কহিব সকল কথা শুন একে২ ॥ সেই ভাগবত হৈল বিস্তার কথনে। সূত্রবন্দে কহিব করিবা সমাধানে প্রথমে ভারত যুদ্ধ সংক্ষেপে কহিল। যেমতে উত্তরা গর্ভে গোবিন্দ রাখিল ॥ কুরুক্ষেত্রে শরশয্যা ভীষ্মের শয়নে। নানা ধর্ম্ম বুঝাইল যুধিষ্ঠির স্থানে ॥ সাক্ষাতে দেখিয়া কৃষ্ণ হইল অনুরাগ। কৃষ্ণে প্রাণ প্রবেশিয়া কৈল দেহ ত্যাগ ॥ মহারাজা অভিষেক কৈল নারায়ণে। যুধিষ্ঠির রাজা করি স্থাপিল আপনে ॥ সাগর পর্য্যন্ত দিল পৃথিবী শাসিয়া। পৃথিবীর রাজা দিল সেবক করিয়া ॥ অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইল তিনবার। ব্রহ্মঅস্ত্রে পরীক্ষিতের হৈল প্রতীকার ॥ সত্যব্রত প্রভু কৈল সত্যের পালন। দ্বারিকা বিজয় তবে কৈল নারায়ণ ॥ ভাইগণ সঙ্গে করি সত্যে রাজ্য পালে। পরীক্ষিতের জনক হইল শুভকালে ॥ তীর্থযাত্রা করিয়া বিদুর আগমন। হরষিতে বন্ধুগণে কৈল সম্ভাষণ ॥ ধৃতরাষ্ট্রে বুঝাইল ধর্ম্ম উপদেশ। তিনজনে উঠিয়া চলিলা রাত্রি শেষ ॥ গঙ্গাতীরে ধৃতরাষ্ট্র মহা যোগবলে। জ্বালিয়া আগুনি পোড়াইল কলেবরে ॥ তার পাশে গান্ধারী পশিল হুতাশনে। বিদুর চলিল তবে তীর্থ পর্য্যটনে ॥ তবে যুধিষ্ঠির হৈল শোকে অচেতন। নারদ আসিয়া তাঁরে বুঝাইল তখন ॥ তবে কৃষ্ণ বিজয় কহিলা তপোধন। নারদ চলিলা রাজা চিন্তে মনে মনঃ ॥ ব্রহ্মশাপ ছল করি যদুকুল ক্ষয়। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ কৈল বৈকুণ্ঠে বিজয়। ভার্য্যাগণ আনিতে অর্জ্জুন মানভঙ্গ। আইল হস্তিনাপুরে হয়ে নিরানন্দ ॥ অর্জ্জুনের মুখে শুনি শ্রীহরি বিজয়। স্বর্গ আরোহণ কৈল পঞ্চ মহাশয় ॥ নর পশু জম্বুদ্বীপ পৃথিবী মণ্ডল। পরীক্ষিত রাজা হৈয়া শাসিল সকল ॥ ধরণী মণ্ডলে যত আছিল নৃপতি। দাস হয়্যা করে তারা চরণে প্রণতি ॥ চতুষ্পাদ ধর্ম্ম করি নিজ অধিকারে। নিগ্রহ

করিয়া স্থাপিল সংসারে ॥ পরম বৈষ্ণব রাজা ধর্ম্মে অধিকার। তার গুণ কর্ম্ম কহে শকতি কাহার ॥ দৈবযোগে শাপ দিল মুনির কুমার। স্বীকার করিয়া রাজা হৈল আগুসার ॥ সে হেন সম্পদে তার নহিল বস্তুজ্ঞান। ত্রিলোক সকল ছাড়ি হইলা মতিমান ॥ গঙ্গার ভিতরে ব্রত উপবাস করি। কহিল নৃপতি সিংহ ভয় পরিহরি যতেক আছিল মহা২মুনিগণ। কৌতুক দেখিতে আইলা রাজারমরণ তাহা সবা পূজি রাজা করিয়া প্রণতি। বিনয়ে পুছিল তবে পরলোক গতি ॥ হেনকালে শুকদেব ব্যাসের নন্দন। আসিয়া মিলিল যেন দীপ্ত হুতাশন ॥ সভাসদ নরপতি উঠিল সত্বরে। অতিথি বিধানে শুকে পূজিল সাদরে ॥ আসনে বসিয়া তবে শুক যোগেশ্বর। সকল মুনিতে মিলি করিল সাদর ॥ মঞ্চ করিতে তবে কহিল সকল। চৌদিকে সকল মুনি রচিল মণ্ডল ॥ শিরে কর যুড়ি রাজা কৈল স্তুতিবাদ। বিনয় ভকতি বহু কৈল দণ্ডবত ॥ তবে রাজা জিজ্ঞাসিল শুকের চরণে। এঘোর সংসারে মুঞি তরিব কেমনে ॥ দেবমায়া দুরিত অনাদি ভববন্ধ। কেমতে খণ্ডিবে গোসাঞি মোর এই সন্ধ। কি ভজিয়া কি পূজিয়া কি দেব চিন্তিয়া। এঘোর সংসারে জীব যাইব তরিয়া ॥ বেদ বেদান্তের সার করিয়া উদ্ধার। যাহা হৈতে সব জীব হইবে নিস্তার ॥ কৃপা যদি কর গোসাঞি পড়হু চরণে। সে ধর্ম্ম কহিবে গোসাঞি জীবের তারণে ॥ ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমানে তুমি সু-পণ্ডিত। বাহ্য অভ্যন্তর গোসাঞি তোমাতে বিদিত ॥ শুকদেব মহা মুনি মহা গুণনিধি। গর্ভবাসে হৈল যার মহা যোগ সিদ্ধি ॥ কহিবে পরম ধর্ম্ম মহা যোগেশ্বর। সুখে যেন তরে লোক এঘোর সংসার ॥ সূত্রবন্ধে কহিবা প্রথমস্কন্ধ কথা। সুখে যেন শুনে লোক কৃষ্ণগুণ গাঁথা ॥ বুধজনে সবে মোর এই পরিহার। দোষ ক্ষমা করি গুণ করিবা প্রচার ॥ কৃষ্ণকথা সুধাপানে কে.করে বিরোধ। কৃষ্ণকথা শুনি দেহ মনঃ হয় শুদ্ধ ॥ কৃষ্ণকথামৃত রস মহোদধি পানে। তৃপ্তি না কাহার হয় এতিন ভুবনে ॥ ভাগবত আচার্য্যের এ বড় ভরসা। সুখে ভাগবত শুন ছাড়িয়া দুরাশা ॥ ভক্তিরস গুরু শ্রীগদাধর জান। ভাগবতাচার্য্যের মধুর রস গান ॥

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ।

রাজার বচন শুনি ব্যাসের নন্দন। কৃষ্ণের মহিমা হৈল হৃদয়ে স্মরণ॥ নয়নে আনন্দ জল পুলকিত অঙ্গে। গর্জিল ব্যাসের সুত আনন্দ তরঙ্গে॥ বাহ্য পাসরিল চিত্তে নাই অবধান। অলপ অলপ চিত্তে কৈল সমাধান॥ যোগাসন করিয়া বসিলা মহাশয়। হরি হরি শবদ উঠিল জয় জয়॥ মুনিগণের বদন কটাক্ষে নিরক্ষিয়া। কহিতে লাগিলা সূত প্রেমে মত্ত হয়া॥ ধন্যং পরীক্ষিত তুমি মতিমান। মরণ সময় তোমার হৈল দিব্যজ্ঞান॥ তুমি মুক্ত হয়ে কৈলা লোক পরিত্রাণ। কহিব পরম ধর্ম্ম হরিগুণ গান॥ জ্ঞান যোগ তপস্যাদি দান ব্রত করি। নিস্তার না হয় মাত্র না ভজিলে হরি। সর্ব্বভাবে করে যদি গোবিন্দ শরণ। তবে সে সংসার দুঃখ হয় বিমোচন॥ সকল ধর্ম্মের সার হরি আরাধন। হরিভক্তি মহাধর্ম্ম কহি তেকারণ॥ তত্ত্ব জ্ঞান বৈরাগ্য ভকতি পরিকর। হরিভক্তি হৈলে তারে মিলয়ে সকল। হরিনাম হরিগুণ হরিসংকীর্ত্তন। গোবিন্দ ভজিলে মাত্র ভব বিমোচন॥ কেহ কৃষ্ণ বলে কার ব্রহ্মজ্ঞান হয়। কেহবা সাকার কহে কেহ শূন্যময়॥ এক কৃষ্ণ নানা শাস্ত্রে নানামত কহে। সে কৃষ্ণ ভজন বিনা পরিত্রাণ নহে॥ সাংখ্যযোগ ধর্ম্মশাস্ত্র কহিলা বিচারি। অখিল জন্মের লাভ যদি বলে হরি॥ মুক্ত মুনিগণ বিধি নিষেধ রহিত। কৃষ্ণ গুণ গান মাত্র হয় আনন্দিত॥ এমত প্রভুর গুণ শুন নৃপবর। মুক্ত গণে যার গুণ গায় নিরন্তর॥ আমি তত্ত্ববেত্তা নহি নাহি কর্ম্মলেশ। পিতা ব্যাসস্থানে আমি জানিনু বিশেষ॥ ভাগবত পড়িনু পিতার সন্নিধানে। রহিল আমার চিত্ত হরিগুণ গানে॥ সেই ভাগবত রাজা কহিব তোমারে। পরম বৈষ্ণব তুমি পুণ্য কলেবরে॥ জ্ঞানী যোগী চিত্তে যোগ কামপরায়ণ। সবার সুখের হেতু হরিসঙ্কীর্ত্তন॥ তবে শুন ভাগবত কহিব বিস্তারি। সাবধানে শুন রাজা কৃষ্ণে মন ধরি॥ প্রথমে ধারণ ধ্যান কহে মহাশয়। ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ পাছে বিরাট নির্ণয়॥ যেমতে শরীর ত্যাগ যোগবলে করে। যেমতে পরম পদ পায় যোগেশ্বরে॥ নানা লোক নানা কর্ম্মে নানা দেব ভজে। হরিভক্তি সর্ব্ব সার কহে মুনিরাজে॥ সৌনক পুছিলা তবে সূত সন্নিধানে। কি কি জিজ্ঞাসিলা রাজা শুকদেব স্থানে॥ সে রাজা পরম ধীর ভাগবতে মতি। হরিকথা

বিনা তার নাহি অন্য গতি ॥ বাল্যকালে ক্রীড়া কৃষ্ণ করে লীলাকরি। সে কেন পুছিবে কৃষ্ণকথা পরিহরি ॥ কৃষ্ণকথা বিনা যত কাল যায় যার। দিননাথে বৃথা আয়ু হরয়ে তাহার ॥ যদিবা জিয়য়ে সেই নির্ব্বন্ধ অবধি। তৃণ তরু প্রায় জিয়ে কি তার প্রসিদ্ধি ॥ যদি বল তৃণ তরুর নাহিক চেতনা। পশুজাতি খায় ধায় কি গুণ কল্পনা ॥ কুক্কুর শূকর কিবা গাধার সমান। যার কর্ণে নাহি যায় হরিগুণ গান ॥ গর্ত্ততুল্য হয় তার শ্রবণ বিবর। কেশব চরিত্র যার নহিল গোচর ॥ যে জিহ্বায় গোবিন্দের গুণ নাহি গায়। ভেকের সদৃশ কিবা গুণ আছে তায় ॥ সে মস্তকে স্বর্ণের মুকুটাদি শোভাকরে। কৃষ্ণ অপ্রণামি বৃথা শির ধরে মরে নানা ভূষা হস্তে কৃষ্ণকর্ম্ম যে না করে। কেবল মড়ার হস্ত ধরয়ে শরীরে বিষ্ণু ভক্ত যে শ্রদ্ধায় না দেখে নয়নে। ময়ূরপাখার চিত্র সে নেত্রসমানে যেই পদে হরিক্ষেত্রে না গেল চলিয়া। বৃক্ষমূল তুল্য পাদ বেড়ায় ভ্রমিয়া ॥ বৈষ্ণব চরণধূলী যে না নৈল শিরে। জিয়ন্তেই মৃত্যুমাত্র জানিহ তাহারে ॥ কৃষ্ণগুণ শুনি যার চিত্ত আর্দ্র নয়। শিলার অধিক তার কঠিন হৃদয় ॥ তবে শুকে পুছিল যে রাজা পরীক্ষিত। কি উত্তর তারে দিল শুক সুপণ্ডিত ॥ কৃষ্ণকথা শ্রবণে আনন্দ সবাকার। সেকারণে সূত তোমায় পুছি বারং ॥ তবে সূত মগ্ন হৈলা প্রেমের তরঙ্গে। কহে পরীক্ষিতে শুক যে হৈল প্রসঙ্গে ॥ বিদুরেরে মৈত্রেয় যে কহিলা পূর্ব্বেতে। তাহা শুক বিস্তারি কহিলা পরীক্ষিতে ॥ তাহা সূত কহে বসি নৈমিষ অরণ্যে। সৌনকাদি ছাটিসহস্র মুনি শুনে ॥ এই ষট্সম্বাদেতে শ্রীমদ্ভাগবত। এই সুধাপান ভক্ত করহ সদত ॥ পরীক্ষিত জিজ্ঞাসিল শুকের চরণে। কিরূপে ভকতি গুরু হবে নারায়ণে ॥ কে করে জগদুৎপত্তি কে করে পালন। কে করে প্রলয় হেন বিবিধ রচন ॥ এসব কহিবে গুরু করিয়া নির্দ্দেশ। তোমার প্রসাদে যেন শুনিয়ে বিশেষ ॥ নানা মূর্ত্তি ধরি প্রভু করে নানা কেলি। কিরূপে বিবিধ লীলা করে বনমালী ॥ আপনি নির্গুণ হরিগুণের বিহার। এক হরি নানারূপ করেন অবতার কহ শুক এসব তোমাতে সুগোচর। তোমার প্রসাদে যেন জানিপরাৎপর ॥ রাজার বচন শুনি শুক মহাশয়। ভাবে পুলকিত দেহ কম্পিত হৃদয় ॥ পুনঃপুনঃ প্রণমিয়া কৃষ্ণের চরণে। পূর্ব্বানুসন্ধান শুক কহে বিবরণে ॥ যেকালে নারদ গেলা ব্রহ্মার সদনে। ব্রহ্মা তপ করেন দেখিল তপোধনে ॥ বিস্ময় হইল মুনি দেখি প্রজাপতি। ব্রহ্মা কারে ধ্যানকরি

শুন নৃপবরে ॥ সর্গ বিসর্গাদি ধাম ধারণ পোষণ। কর্ম্মাদি বাসনা মন্ব ন্তর বিবরণ ॥ পঞ্চবিধ মুক্তি আর প্রলয় আশ্রয়। দশবিধ কহিল লক্ষণ পরিচয় ॥ জীবের স্বভাব গতি বন্ধন মোচন। যেরূপ তত্ত্বের গতি মায়ার জনম ॥ সত্ব রজঃ তমো তিন গুণের উৎপত্তি। যেমতে বিরাট রূপ হইলা শ্রীপতি ॥ যেরূপে সৃজিলা জল এমহীমণ্ডল। নদ নদী চরা চর সঙ্গম সকল ॥ যেরূপে সাগর গিরি পাতাল কল্পনা। যেরূপে হইল সপ্তদ্বীপের রচনা ॥ দেব দানব গন্ধর্ব্বাদি কিন্নর বানর। সুর সিদ্ধ অগি ন্নাদি যক্ষ বিদ্যাধর ॥ নর নাগ কিংপুরুষ গুহ্যক চানর। ভূত প্রেত পিশাচ রাক্ষস দুষ্টতর ॥ পশু পক্ষ খগ মৃগ কীটাদি পতঙ্গ। চতুর্ব্বিধ জীব আদি সিংহাদি মাতঙ্গ ॥ জল স্থল সকল পাতাললোকবাসি। স্বস্ব ভাবে সৃজিলা সকলজীবরাশি ॥ জীবাত্মা রূপেতে হরি সকল সংসার। পুনঃ প্রলয়েতে হয় সকল সংহার ॥ গতায়াত করে সবে এভবসংসার। প্রলয় হইলে মাত্র সেই দেহসার ॥ নানা রূপ ধরে হরি প্রলয় পালনে তবে সূত প্রতি জিজ্ঞাসিলা মুনিগণে ॥ কেন ঘর ছাড়িয়া বিদুর গেলা বনে। এহেন সম্পদ কেন ছাড়িল আপনে ॥ কিরূপে চলিলা তেঁহ তীর্থ কারবারে। বিস্তারিয়া এই সব কহিবে আমারে ॥ মৈত্রেয় মুনির সঙ্গে কোথায় মিলনে। কি কথা কহিল তেঁহ বিদুরের সনে ॥ এসব কহিবে সূত বলে মুনিগণে ॥ উঠিল তরঙ্গ যেন সুধাসিন্ধু পানে ॥ তবে সূত কহিতে বাড়িল প্রেমরঙ্গ। যেরূপে মৈত্রেয় সহ বিদুরের সঙ্গ ॥ একথা পুছিল যবে রাজা পরীক্ষিত। শুকমুনি কহিলা করিয়া বিস্তারিত ॥ কহিব সে সব কথা শুন মুনিগণে। বিদুর মৈত্রেয় কথা বিদিত ভুবনে ॥ ভক্তিযোগ কথা আর নানা উপাখ্যান। দ্বিতীয় স্কন্ধের কথা হৈল সমা ধান ॥ ধন্য পুণ্য পাপহরা পরম পবিত্র। ভববন্ধ তরিবার মঙ্গলচরিত্র সুখে ভাগবত কথা শুনিব কারণে। গীতবন্ধে ভাগবত কৈল সমাধানে ধীর শিরোমণি গুরু গদাধর জান। ভাগবতাচার্য্যের মধুররস গান ॥

বিদুর ও মৈত্রেয় মুনির সংবাদ।

বিদুর মৈত্রেয় কথা অমৃত সিঞ্চিত। সেই কথা কহে শুক শুনে পরী ক্ষিত ॥ শুক পরীক্ষিত কথা যে হৈল কথন। সূত বলে তাহা কহি শুন মুনিগণ ॥ ধৃতরাষ্ট্র রাজা ছিল কুপুত্র অধীন। দুর্য্যোধন ইচ্ছা কার্য্য করে আখিহীন ॥ পাণ্ডুপুত্র পোড়াইতে রাখিল জৌঘরে। রাজ্য ত্যাগ

করি গেলা পঞ্চ সহোদরে ॥ ছলে রাজ্য জিনিলেন দ্যুতক্রীড়া করি। সভাতে দ্রৌপদী আনে কেশাকর্ষণ করি ॥ বিষলাড়ু দিল ভীমে মারিবারতরে। এইরূপে কতবা করিল বারবারে ॥ ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ মন্ত্রণা করিল। ডাক দিয়া বিদুরেরে সভাতে আনিল ॥ কহিতে লাগিল তবে বিদুর সুমতি। কহিব তোমারে রাজা কর অবগতি ॥ যুধিষ্ঠিরে আনি দেহ অর্দ্ধ রাজ্যখণ্ড। দুই ভাই ভীমার্জ্জুন প্রতাপে প্রচণ্ড ॥ কৃষ্ণ তার সহায় অখিল লোকপতি। তাহা সহ বিবাদ রাজা না হয় যুকতি ॥ কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন আছে নিজ ঘরে। তার বাধ্য এই দোষ দেখিয়ে তোমারে ॥ এই যুক্তি শুনি দুর্য্যোধন দুরাচার। বিদুরেরে গালি দিল ভৎসিয়া অপার ॥ কে আনিল দুষ্ট তোরে এসভা ভিতরে। যার অন্ন খাই তার কেবা মন্দকরে ॥ সহজেতে অল্পজাতি দাসিরকুমার। যুক্তি নহে আনিতে এসভার ভিতর ॥ সভা হৈতে দূরকর একুটিল জন। পর পক্ষ হয়ে করে তোমার নিন্দন ॥ এবোল শুনিয়া ধীর ব্যাসের নন্দন। দূরে ধনু ফেলি বলে চলে ততক্ষণ ॥ অবধূত বেশে জটা শিরে শোভে ভাল। দণ্ড কমণ্ডলু করে পরে ব্যাঘ্রছাল ॥ নানা তীর্থ যত যত আছে ক্ষিতিতলে। পুণ্য নদ নদী পুণ্য যতেক সলিলে ॥ যেং রূপ ধরি হরি যথাং বৈসে। ভ্রমিয়া সকল তীর্থ চলিলা প্রভাসে ॥ যখন বিদুর আসি প্রভাসে চলিলা। লোকমুখে বন্ধুগণ নিধন শুনিলা ॥ জানিলা পৃথিবী ভার হরিলা শ্রীহরি। ক্ষণেক বসিলা তবে চিত্ত স্থিরকরি ॥ যুধিষ্ঠিরে রাজা করি প্রভু গিরিধারি। ধরণী মণ্ডল শাসি নৃপবর করি ॥ এসব শুনিলা সরস্বতী তীরে আসি। তথা স্নানকরি ক্রমে গেলা বারাণসী ॥ তবে আসি প্রয়াগে বিদুর উত্তরিল। উদ্ধব সহিত তথা সাক্ষাৎ হইল ॥ দ্বারকার কথা পুনঃ জিজ্ঞাসে প্রত্যক্ষে। কৃষ্ণের বিরহবাক্য নাহি স্ফুরে মুখে ॥ সে মহাভাগবত জন কৃষ্ণের কিঙ্কর। কৃষ্ণ বিনা মিথ্যা মানে নিজ কলেবর ॥ সঙরিয়া বিচ্ছেদ যে বাঁচে হেন জনে। হৃদে কৃষ্ণ বৈসে সেই শকাত কারণে ॥ পাঁচবৎসরের শিশু যখন আছিল। ভোজন করিতে তবে মায়ে ডাক দিল ॥ না ছাড়িয়া কৃষ্ণকথা না কৈল ভোজন। হেন সেউত্তম ভাগবত মহাজন ॥ কৃষ্ণবলি ভূমে পড়ি হইলা মূর্চ্ছিত। উঠিয়া চৈতন্য পায়ে স্থির কৈল চিত ॥ উদ্ধবেরে অস্থির দেখিয়া মহামতি। কিবা কহে উদ্ধব সশঙ্ক হৈল মতি ॥ পুলকাঙ্গ শ্রীউদ্ধব সজল নয়ন। চিত্ত নিবারিয়া কিছু কহেন বচন ॥ কি কহিব কেমনে বা সে

বিরহ উক্তি। হতভাগ্য আমি সব হত বসুমতি॥ হতভাগ্য যদুকুল বুঝিল এমতে। একত্রে রহিয়া কৃষ্ণ না জানিনু যাতে॥ ইঙ্গিতাঙ্গি বর্ত্তে মুক্তি একত্রেই সব। হেন হঞা না করিল প্রভু অনুভব॥ দেব মায়া বলবত্ত কি কহিব কারে। সুরেন্দ্র নরেন্দ্র বিন্দে মতিভ্রম করে॥ ব্রহ্মশাপ ছলে যদুকুল ক্ষয়করি। বৈকুণ্ঠে বিজয় পাছে করিলা শ্রীহরি॥ শুনি মাত্র বিদুরের হরিল চেতন। সে বিরহ বিকারাদি না যায় বর্ণন॥ বিদুরের বিরহ বিষাদ গুরুতর। জানিবেন ভক্তগণ আপন অন্তর॥ দোহে দোহাকার গলা ধরিয়া রোদন। সক্রন্দনে উদ্ধব কহেন কৃষ্ণগুণ॥ উর্দ্দেশ না জানে যার ভব আদি সুরে। কে জানে কিরূপে হরি কোন কর্ম্মকরে॥ কর্ত্তা হয়ে কর্ত্তা নহে অজ হয়ে জন্ম। অসুর নাশিতে বসুদেব ঘরে জন্ম॥ বসু কোলে গোকুলেতে যায় কংসডরে। গোকুলেতে গিয়া কৃষ্ণ নানা ক্রীড়া করে॥ আর এক আশ্চর্য্য শুনহ মহামতি। বাপের চরণ ধরে করয়ে কাকুতি॥ বসুদেব দৈবকীর ধরিয়া চরণ। কিবা অপরাধ তাহা করায় খণ্ডন॥ শরণ লইয়া যার চরণারবিন্দে। কেবা দুঃখে নাহি তরে ভবঘোরবন্ধে॥ সাক্ষাতে দেখিল আমি আর অদ্ভুত। কার্য্যে হইলেন যেন অর্জুনের দূত॥ শিশুপাল করিয়া অশেষ অপরাধ। চরণে প্রবেশ কৈল দেখিলা সাক্ষাৎ॥ ভারতে যতেক দৈত্য পড়িল সমরে। মুখচন্দ্র দেখি গেলা বৈকুণ্ঠনগরে॥ উগ্রসেন সম্মুখে দাণ্ডায় গিরিধারী। ভৃত্য যেন আজ্ঞা মানে করযোড় করি॥ কালকূট স্তন-পান পূতনা করায়। সে হেন দুর্ম্মতি হয়ে মাতৃপদ পায়॥ যত দৈত্যগণ মৈল সমর ভিতরে। তারা ভাগ্যবান বড় বুঝিল অন্তরে॥ গরুড় বাহন হরি দেখিল সাক্ষাতে। সবংশে বৈকুণ্ঠে চলি গেলা দিব্য রথে॥ এসব কহিতে মোর বড়দুঃখ উঠে। স্মঙরি প্রভুর গুণ মোর প্রাণ কাটে॥ কি আর কহিব কথা শুনহ বিদুর। প্রাণহরি লয়ে গেলা প্রভু যদুবর॥ গোধন চরায় হরি গোপবেশ ধরি। গোপশিশু সঙ্গে লয়ে নানা ক্রীড়াকরি॥ বিবিধ দানব মারে বিবিধ প্রকারে। দাবাগ্নি করিয়া পান গোকুল উদ্ধারে॥ কৃষ্ণনাগ দমিয়া পাঠান অন্য স্থানে। যমুনার জল কৈলা অমৃত সমানে॥ যজ্ঞভঙ্গ করিয়া ইন্দ্রের ভাঙ্গে পূজা। করে গিরিধরি রাখে গোকুলের প্রজা॥ রাসকেলি করে

ব্রজরমণী মণ্ডলে । অখিল ভুবনে অনুপাম রূপধরে ।। কংসে মারি উগ্রসেনে অভিষেক করে । গুরুসেবা বালকেরে জানান গুরুঘরে ।। রাজচক্রবর্ত্তী জিনি রুক্মিণীদেবী হরে । সাতবৃষ বান্ধি লগ্নজিতি বিভা করে ।। এইরূপে কৃষ্ণ দেবী বিবাহ করিয়া । ষোলসহস্র কন্যা আনেন নরক জিনিয়া ।। নরকে মারিয়া তার পুত্রে কৈলা রাজা । স্বর্গে গেলা ইন্দ্র আদি দেবে কৈল পূজা ।। পারিজাত আনিলা জিনিয়া দেবগণ । কল্পতরু আরোপিলা দ্বারকা ভুবন । ষোলসহস্র রূপ ধরি এককালে সর্ব্বস্থানে বিলাস করয়ে কুতূহলে ।। যত২ প্রচণ্ড দৈত্যের অধিকারী । জরাসন্ধ আদি করি মারিয়া মুরারি ।। যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে । দুর্য্যোধনে বৈরিভাব করাইলা রঙ্গে ।। হরিলা পৃথিবীভার সেই লক্ষ করি । শ্রেষ্ঠের পালন বহু করিলা শ্রীহরি ।। যুধিষ্ঠিরে রাজা কৈলা ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে । অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইলা তিনবারে ।। মেদিনী শাসিয়া কৈলা রাজরাজেশ্বর । পৃথিবীর রাজা দিলা করিয়া কিঙ্কর ।। উত্তরার গর্ভরক্ষা সত্যের পালন । দ্বারিকা চলিয়া ভবে আইলা নারায়ণ ।। রাজরাজেশ্বর হই দ্বারকা নগরে । গৃহসুখ মিথ্যা জানাইলা এসংসারে প্রকৃতী পুরুষ পরাৎপর ভগবান । গৃহধর্ম্ম কৈলা যেন জীবের সমান শতকোটি হৈল পুত্র পৌত্র পরিবার । কত যজ্ঞ কত দান কৈল সুরেশ্বর ।। কত কর্ম্ম সর্ব্ব স্থানে কৈলা একেবারে । দ্বারকা সম্পদ শ্রুতি মন অগোচরে ।। তিলেকে সকল নাশ করি যদুবর । সাগরে মজ্জিল তবে দ্বারকা নগর ।। ব্রহ্মশাপ লক্ষকরি ত্যেজ নিজপুরে । প্রভাসে আসিয়া প্রভু কুলক্ষয় করে ।। যদুকুল সংহার করিয়া শাপছলে । বীরাসন করি বৈসে নিম্বতরু মূলে ।। কৃষ্ণ নিজধামে যবে করিলা বিজয় । সুরগণ জানিলেন প্রভুর হৃদয় ।। ব্রহ্মা ভব সুরপতি শশী দিবাকর । সুর সিদ্ধ মুনিবর গন্ধর্ব্ব কিন্নর ।। তাঁরা সবে বাঞ্ছে কৃষ্ণ চরণ পুজিতে । সবেই ভাবেন প্রভু যাইব এপথে ।। নরবপু সঙ্গোপন করিলা সত্বরে । কোটিসূর্য্য জিনিয়া প্রভাব কলেবরে ।। শঙ্খচক্র গদা পদ্ম ধরে চারি ভুজে । ধ্বজ বজ্র বিরাজিত চরণপঙ্কজে ।। মুকুট কঙ্কণ হার কুণ্ডল বিরাজে । দিব্য বেশ অলঙ্কার শ্যাম অঙ্গে সাজে ।। দিব্য গন্ধ তুলসী কুসুম দিব্য মালা । দিব্য মণিময় হার চমকে চপলা ।। চরণে নূপুর করে কেয়ূর কঙ্কণ । পীতবাস পরিধান বিচিত্রভূষণ ।। বৈকুণ্ঠের পারিষদ অষ্ট মহাসিদ্ধি । নিজ রূপ ধরি সবে আইলা মহানিধি ।।

স্বর্গে যেন তারা ছুটে বিজুরী সঞ্চারে। হেন অলক্ষিত গতি চলিল স-ত্বরে॥ যে দেব আছিলা যথা রহে সেইমতে। কেহ না জানিল প্রভু গেলা কোনপথে॥ তখন আছিল মুঞি অধম বঞ্চিত। না জানিলাম কোন পথে চলিলা আচম্বিত॥ সে বিচ্ছেদে প্রাণ ধারণেতে কিবা কাজ। সে সঙ্গেতে প্রাণ নাহি গেল এহ লাজ॥ প্রভুর বিচ্ছেদে বাঁচি বাঞ্ছা নাহি মনে। তবু বাঁচি বুঝি তাঁর ইচ্ছার কারণে॥ কহিলা আমারে পূর্ব্বে দিব্য তত্বজ্ঞান। বৈকুণ্ঠে বিজয় কৈলা প্রভু ভগবান॥ আজ্ঞা আছে মোরে যাইতে বদরিকাশ্রমে। ভাগ্যে তব সঙ্গে পথে হইল দরশনে॥ নরনারায়ণ তথা পুরুষপ্রধান। ভক্তি যোগ সাধিব তাঁহার সন্নিধান॥ এতেক শুনিবা তবে বিদুর মহাশয়। যে ক্রন্দন যে মূর্চ্ছিত বর্ণন না হয়॥ বহুক্ষণ কান্দি পাছে হইলা স্তম্ভিত। কৃষ্ণ মুখোর্পিত তত্ব শুনিবারে চিত॥ করযোড়ে কহে কিছু করিয়া বিনয়। শ্রীমুখেতে যে তত্ব শুনিলে ভাগ্যোদয়॥ কৃপা করি কহ যদি সেইতত্ব জ্ঞান। তোমার প্রসাদে মোর হয় পরিত্রাণ॥ লোকহিত নিমিত্তে বৈষ্ণব অবতার। সর্ব্বত্র বেড়ায়ে করে জীবের উদ্ধার॥ কহিল উদ্ধব তবে জ্ঞানে সুপণ্ডিত। তোমার উপদেষ্টা আমি নহি কদাচিত॥ মৈত্রেয়কে কৃষ্ণ জ্ঞান কহিলা আপনে। এতত্ব কহিবে তুমি বিদুরের স্থানে॥ বিদুর আমার সখা শুন মহামুনি। মোর বিদ্যমানে কহি-লেন চক্রপাণি॥ মৈত্রেয় তোমাকে জ্ঞান কহিবেন আপনে। শীঘ্র গতি চলহ মৈত্রেয় মুনি স্থানে॥ এত বলি শ্রীউদ্ধব হরির কিঙ্কর। চলিলা উত্তরমুখে ভকতশেখর॥ ভক্ত বিচ্ছেদেতে বিদুর পড়ে ভূমি-তলে। হা কৃষ্ণ২ বলি কান্দে উচ্চস্বরে॥ এইমত কহিল উদ্ধব বিদুর প্রসঙ্গ। তিলেকে শ্রীদ্বারকা বৈভব কৈলা ভঙ্গ॥ সবারে জানাম মিথ্যা গৃহ সুখভোগ। ইথে লাভ অপচয় মিথ্যা হর্ষ শোক॥ দারা পুত্র ধন জনে কিবা নিজ দেহ। ইথে সত্য মানিয়া ভ্রমে বাড়ায় স্নেহ॥ সে কেবল আপনা বঞ্চিত আত্মঘাতি। অনন্যে করহ গুরু কৃষ্ণে দৃঢ়মতি তেঁহ জানেন সবারে জীবাত্মা সবাকার। তাঁরে জানে ভাগ্যবানে যে হবে উদ্ধার॥ যেইগুরু সেইকৃষ্ণ নিশ্চয় জানিবে। গুরুসেবা বিনা কৃষ্ণ দয়া না করিবে॥ গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব সমান জ্ঞান যার। সেই এই ভব সুখে পাইবেকপার॥ ধৈর্য্যহয়ে বিদুর চলিলা তথা হনে। গঙ্গাতীরে যায়ে পাইল মুনি দরশনে॥ দেখিল মৈত্রেয় মুনি মহা তপোনিধি।

ভূমে পড়ি প্রণাম করিল মহাবুদ্ধি ॥ প্রণত কন্দরহই বলে স্তুতিবাণী কি সাধনে পাব কৃষ্ণতত্ত্ব নাহি জানি ॥ আমি দীন হীন জনে যদি দয়া হয়। সেতত্ত্ব কহিবে যাতে খণ্ডয়েসংশয় ॥ সুখ হেতু করে লোক নানা পুণ্যকর্ম্ম। সে কর্ম্ম ভোগিতে হবে গর্ভবাসে জন্ম ॥ কর্ম্ম হেতু গর্ভাদি যন্ত্রণা মাত্র তার। কহ মুনি কৃষ্ণকথা ভক্তিধর্ম্ম সার ॥ কি রূপে করয়ে সৃষ্টি উৎপত্তি প্রলয়। কিরূপে পালেন সৃষ্টি প্রভু দয়া ময় ॥ প্রলয়সাগরে করে অনন্ত শয়ন। যোগনিদ্রায় কিরূপে রহেন নারায়ণ ॥ দান পুণ্য যজ্ঞ ব্রত শুনিল ভারতে। ব্যাস মুখে শুনিয়া প্রসন্ন নহে চিত্তে ॥ হরিকথা সুধাপান করিতে শ্রবণ। তৃপ্তি নাহি হয় তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ ॥ সর্ব্ব ধর্ম্ম সার হরিকথা সুধাপান। তাহা বিনা আপনি না কহিবেন আন ॥ বিদুরের বচন শুনিয়া মহামুনি। সাধু২ বলি তারে বিদুরে বাখানি ॥ ব্যাসেরনন্দন তুমি মহাধর্ম্মরাজ তুমি সে বৈষ্ণব ইহা কি বিচিত্র কায ॥ মুনি মাণ্ডব্যের শাপে যবে শূদ্রজাতি। শুদ্ধভাবে গোবিন্দে ভজিলা শুদ্ধমতি ॥ তোমার কারণে কৃষ্ণ কহিল আমারে। তত্ত্ব উপদেশ তুমি কহিবে বিদুরে ॥ যেন্কহিল কৃষ্ণ তাহা কহিব তোমারে। অনন্ত তাঁহার গুণ কে বর্ণিতে পারে ॥ এতেক বলিয়া তবে মুনি যোগেশ্বর। সৃষ্টি স্থিতি উৎপত্তি কহিলা পূর্ব্বাপর ॥ সৃষ্টি করিবারে যবে কৃষ্ণইচ্ছা হৈল। প্রকৃতি পুরুষ কাল মুহূর্ত্তে জন্মিল ॥ অহঙ্কার পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চভূতগণ। দশবিধ ইন্দ্রিয় দেব তা দশজন ॥ এসব একত্র হই সৃষ্টির সৃজন। অহঙ্কারে একত্র নহিল কোন জন ॥ তারা যদি না পারিল সৃষ্টি করিবারে। কৃষ্ণকে প্রণাম কৈল করযোড়ি শিরে ॥ ভকতি প্রণতি সবে কৈলা নানা ভাবে। সর্ব্ব ভাবে সবেই পূজিলা দেবদেবে ॥ কালরূপ ধরিয়া অনন্ত হৃষীকেশ। সবাকার হৃদয়েতে করিলা প্রবেশ ॥ তবে তারা সবে মেলি হই এক মতি। সৃজিল ব্রহ্মাণ্ড নানা বিচিত্র শকতি ॥ ব্রহ্মাণ্ড মজ্জিয়া তারা প্রবেশে সাগরে। সহস্রবৎসর রহি পাতাল ভিতরে ॥ তবে প্রভু ধরিয়া বিরাট কলেবর। ব্রহ্মাণ্ড স্থাপিল তুলি জলের উপর ॥ আপনে প্রবেশ কৈলা বাহ্য অভ্যন্তরে। কৃষ্ণশক্তি বলেতে ব্রহ্মাণ্ড দৃঢকরে ॥ ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে হৈল ব্রহ্মাদি কল্পনা। চতুর্দ্দশভুবন আর বিবিধ রচনা ॥ চন্দ্র সূর্য্য পুরন্দর যম হুতাশন। কুবের ঈশান মৃত্যু বরুণ পবন ॥ সুর সিদ্ধ নাগ নর যক্ষাদি কিন্নর। নক্ষত্রমণ্ডল সিদ্ধ-

গণ বিদ্যাধর ॥ অসুর পিশাচ মুনি গন্ধর্ব্ব খেচর। পশু পক্ষি খগ মৃগ জল স্থল চর॥ অশেষ বিশেষ জন্তু নানা চরাচর। সকল সৃজিলা প্রভু ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ॥ মুখে হৈতে ব্রাহ্মণ সৃজিলা প্রজাপতি। বাহু মূলে সৃজিলা ক্ষত্রিয় নৃপজাতি ॥ বৈশ্যজাতি উরুস্থলে করিলা উৎপত্তি। করয়ে সৃজন পদযুগে শূদ্রজাতি ॥ সর্ব্ব বর্ণ সর্ব্ব ধর্ম্ম আশ্রয় আচার। সৃজিল সকলবৃত্তি যে যোগ্য যাহার॥ অস্ত্র শাস্ত্র নানাবিদ্যা শিল্পব্যবহার। সর্ব্বজীব জীবিকা উপায় পরকার॥ কোটিং ব্রহ্মাণ্ড যাহার লোমকূপে। কে জানিবে কেমনে কর্ম্ম করে কোনরূপে ॥ কহিল তোমারে কিছু সূত্র অনুসারে। সকল কহিব হেন কেবা জানে তাঁরে॥ ভাগবত আচার্য্যের মধুর ভাষণ। উদ্দেশে কহিল কিছু সৃষ্টি নিরূপণ॥ শুনিলে দুষ্কৃতি হরে সুকৃতি উদয়। কৃষ্ণপদে প্রাপ্তি তার খণ্ডে ভবভয়॥ ধীর শিরোমণি গুরু গদাধর জান। ভাগবতাচার্য্যের মধুর রসগান॥

বড়ারিরাগঃ।

কৃষ্ণকথা সুধাপানে বিদুর সুধীর। নয়নে আনন্দ ধারা পুলক শরীর॥ তবে আর জিজ্ঞাসিলা মুনি সন্নিধানে। প্রণত কন্দর হয়ে পুজিল বিধানে॥ অজ নিরঞ্জন হরি নির্গুণ বিকার। তেঁহ কেন দেহ ধরি করেন অবতার॥ দান যজ্ঞ ব্রত বিধি নানা বর্ণ ধর্ম্ম। জীবগতি কহিবে সকল গুণকর্ম্ম ॥ কোন কার্য্য কৈলে হয় গোবিন্দ প্রসন্ন। কোন মতে করিব গোবিন্দ আরাধন॥ ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্য কহিবে যোগগতি। জ্ঞান দান দিয়া মোর ঘুচাহ দুর্গতি॥ কহিতে লাগিলা তবে মৈত্রেয় তপোধন। ধন্য কুরুবংশ যাতে তুমি উপাদান॥ হরিকথা সুধাপান কর মহাভাগ॥ হরিপদে নবং তব অনুরাগ। ব্রহ্মার আননে কহিলা সুরেশ্বর। সেই ভাগবত কহি শুন বিজ্ঞবর॥ অনন্ত ধরণীধর সহস্র বয়ান। সনকাদি চারি মুনি গেলা তার স্থান॥ যে রূপে তাঁহারে স্তুতি কৈলা আরাধন। যেরূপে ধরণীধর হইলা প্রসন্ন সনক সনন্দ আর মুনি সনাতন। সনৎকুমার চারি ব্রহ্মার নন্দন॥ ধরণীধরের স্থানে পাইল উপদেশ। মৈত্রেয় কহিল সেই করিয়া বিশেষ॥ প্রলয় সময়ে বিশ্ব করিয়া উদরে। অনন্তশয়নে ছিলা প্রভু সুরেশ্বরে ॥ তাঁর নাভিকমলেতে ব্রহ্মার উৎপত্তি। চিরকাল ধ্যান করি রহে প্রজাপতি॥ কত বড় সেই পদ্ম কে তার আধার। ব্রহ্মাহ

না পারিলেন তত্ত্ব জানিবার ॥ পদ্মলাল বিবরে করিয়া পরবেশ। কোথা সেই পদ্মমূল না পায় উদ্দেশ ॥ চিরকাল ভ্রমিয়া উঠিলা আর বার। এরূপে ভ্রমিয়া অন্ত না পাইলা তার ॥ চিরপরিশ্রমে ব্রহ্মা হৈলা অবসন্ন। শ্রম জানি হরি তাঁরে দিলা দরশন ॥ অনন্তশয়নে হরি দিব্যরূপ ধরি। প্রণত হইয়া ব্রহ্মা বহু স্তুতিকরি ॥ প্রসন্ন হইলা প্রভু পুরুষ পুরাণ। ব্রহ্মাকে কহিল ভাগবত তত্ত্বজ্ঞান ॥ বিশ্ব সৃজিলেন ব্রহ্মা পাঞা উপদেশ। কহিলা মৈত্রেয় মুনি করিয়া বিশেষ ॥ যত কিছু পুছিল বিদুর মহাশয়। সকল কহিলা মুনি প্রসন্ন হৃদয় ॥ অগ্রেতে মানুষসৃষ্টি কৈলা পিতামহে; তবে আর যতেক সৃজিল নিজ দেহে ॥ সনকাদি চারি মুনি মানসকুমার। রুদ্র সৃষ্টি কৈলা ব্রহ্মা হর অবতার ॥ মনে উপজিল ব্রহ্মা মরিচিতনয়। নয়নে জন্মিল মুনি অত্রি মহাশয় ॥ জন্মিলা অঙ্গিরা মুনি ব্রহ্মার বদনে। জন্মিলা পৌলস্ত্য মুনি ব্রহ্মার শ্রবণে ॥ জন্মিল পুলহ মুনি শ্রীনাভি বিবরে, ক্রতুমুনি জন্মিলা ব্রহ্মার দুই করে ॥ চর্ম্মে উপজিল ভৃগু মুনির প্রধান। প্রাণ হৈতে জন্মিলা বশিষ্ঠ মতিমান ॥ দক্ষনাক হৈতে হৈল দক্ষের জনম বক্ষস্থলে জন্মিলা নারদ তপোধন ॥ স্তনে হৈতে জন্মিলেন ধর্ম্ম অবতার। পৃষ্ঠে উপজিল মৃত্যু অধর্ম্ম দুর্ব্বার ॥ হৃদয়ে জন্মিলা কাম ক্রোধ উরুযুগে। অধরে জন্মিল কুট বাণী হৈল মুখে ॥ ছায়া হৈতে জন্মিল কর্দ্দম মুনিবর। চারি মুখে চারি বেদ সৃজে সুরেশ্বর ॥ অস্ত্র শাস্ত্র যজ্ঞ হোম যজ্ঞ পরচার। আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ শিল্প ব্যবহার ॥ স্বয়ম্ভুব মনু আর শতরূপানারী। দুইমূর্ত্তি ধরে আর ব্রহ্মা অধিকারী করিয়া দম্পতিভাব তারা দুই জনে। বাড়ায় দম্পত্য সৃষ্টি ব্রহ্মার বচনে ॥ জ্যেষ্ঠপুত্র হৈলা তার প্রিয়ব্রত নাম। কনিষ্ঠ উত্তানপাদ গুণে অনুপাম ॥ তিন কন্যা হৈল তার আকুতি প্রসূতি। দেবহুতি নামে আর কন্যা মহামতি ॥ জনমিয়া জিজ্ঞাসিল ব্রহ্মার চরণে। কি সেবা তোমার আমি পৃথিবীপালনে ॥ বিরিঞ্চি দিলেন আজ্ঞা ভজ নারায়ণ। সত্যরূপ লয়ে কর অপত্য সৃজন ॥ ধরণী শাসিয়া কর পৃথিবী পালন। সেই সে আমার সেবা গুরু আরাধন ॥ স্বয়ম্ভুব মনু নিবেদিল আরবার। কোথাতে রহিব লোক নাহিক আধার ॥ পাতালে মজ্জিয়া রহে ধরণীমণ্ডল। কোথাতে রহিব লোক সৃজিয়া সকল ॥ এবোল শুনিয়া ব্রহ্মা চিন্তিল তখন। যে কহিল পুত্র সব

সুসত্য বচন ॥ আপনে রহিল আমি সৃজিতে সংসার । পাতালে রহিল পৃথ্বী ত্রিলোক আধার ॥ কিরূপে এখনে শীঘ্র উঠয়ে ধরণী। উপায় না দেখি আর বিনা চক্রপাণি ॥ সেইরূপ চিন্তিতেং প্রজাপতি অকস্মাৎ জনমিল বরাহ মূরতি ॥ ব্রহ্মার নাসিকারন্ধ্রে হইল উপাদান। শুক্লবর্ণ হৈলা তেঁহ গজপরিমাণ ॥ মহানাদ কৈল রহি আকাশ উপরে । তিলেক গগণ যুড়ি হৈলা কলেবরে ॥ সুর সিদ্ধ মুনিগণে করিল স্তবন। গন্ধর্ব্ব কিন্নর কৈলা পুষ্পবরিষণ ॥ ততক্ষণে প্রবেশিলা পাতাল বিবরে। পৃথিবী উদ্ধার হেতু দশনশিখরে ॥ হিরণ্যাক্ষ নাম দৈত্য মহা ঘোরতর। তার সহ যুদ্ধ জলে পাতাল ভিতর ॥ হিরণ্যকশিপু ভাই সম শক্তি যার । সেই মহা যুদ্ধের কি কহিব বিস্তার ॥ তাহারে মারিয়া হরি পৃথিবী তুলিলা । জলের উপরে প্রভু লীলায় স্থাপিলা ॥ শঙ্কর বিরিঞ্চি আদি কৈলা বহু স্তুতি । অন্তর্দ্ধান কৈলা তবে বরাহ মূরতি। কহিলা সংক্ষেপে কিছু যজ্ঞ অবতার। বিস্তার বর্ণিতে লীলা কে পাইবে পার ॥ দিব্য যজ্ঞবরাহ বিচিত্র পুণ্যকথা। ভাগবতাচার্য্য রচিলা গুণগাথা ॥

পয়ার। সাবধানে শুন লোক গোবিন্দ চরিত। শুনিলে দুরিত হরে খণ্ডে ভবভীত ॥ শুনিয়া বিদুর যত গোবিন্দ চরিত্র। মহানন্দ পাইয়া মনে আপনা পবিত্র ॥ পুলকে পুর্ণিত তনু সন্তোষ হৃদয়। প্রণতি করিয়া কৈলা বিস্তর বিনয় ॥ তবে জিজ্ঞাসিলা আর মুনির চরণে। হিরণ্যাক্ষ দৈত্য যুদ্ধ কৈল কি কারণে ॥ কোথায় জনম তার কোন স্থানে বৈসে। এসব আমারে মুনি কহিবে বিশেষে ॥ সাধু সাধু বাদ করি করিলা বাখান । কহিতে লাগিলা মুনি মৈত্রেয় মহান ॥ দিতি নামে কশ্যপের আছিল বনিতা। দৈত্যের জননী তেঁহ দক্ষের দুহিতা ॥ চন্দ্র সূর্য্য পুরন্দর অদিতি তনয়। তাসবা দেখিয়া দুঃখ মানিল হৃদয় ॥ সন্ধ্যাকালে গেল তেঁহ কশ্যপের স্থানে। পুত্রকামে রতিকেলি মাগিলা চরণে ॥ কশ্যপ বিস্তর তারে কৈলা নিবারণ। সন্ধ্যাতে উচিত নহে নারী সম্ভাষণ ॥ শঙ্করের অনুচর সন্ধ্যাতে ভ্রময় ধর্ম্ম নীতি বিনা অন্য বাক্য নাহি সয় ॥ আসুরী বেলাতে যত দান পুণ্যকর্ম্ম। অসুরে হরয়ে তাহা সে হয় অধর্ম্ম ॥ সবে মাত্র কৃষ্ণনাম শ্রবণ কীর্ত্তন । যেই করে তার ভববন্ধ বিমোচন ॥ এতেক শুনিয়া দিতি দক্ষের দুহিতা । ধরিতে নারিলা চিত্ত কামে বিমোহিতা ॥

বিস্তর স্তবন কৈলা করিয়া কাকুতি । তার ইচ্ছা পালিলা কশ্যপ প্রজাপতি ॥ ছলকরি কৈলা ব্রহ্মা মন্ত্র সুশরণে। বিধর্ম্ম মানিয়া রহে কৃষ্ণের ধেয়ানে ॥ গর্ভধরে তবে সেই দিতি দৈত্যমাতা। জিনিবেক সুরগণ শুনি আনন্দিতা ॥ তার তেজে সুরগণ দহয়ে যখন। দেবগণ মিলি গেলা ব্রহ্মার সদন ॥ স্তুতি কৈলা ব্রহ্মারে সকল দেবগণ। দেবে সান্তাইয়া ব্রহ্মা কহিলা কারণ ॥

ভাটিয়ারি রাগ।

শুন২ দেবগণ, যবে শুক সনাতন, সনৎকুমার শ্রীসনন্দ । তারা চারি ব্রহ্মচারি, চলিলা বৈকুণ্ঠপুরী, দিব্য তেজময় সদানন্দ ॥ কহি পুর্ব্ব বিবরণ, রক্ষাকর্ত্তা নারায়ণ, তুমি সবে না করিহ ভয়। প্রভুর শরীর ধরি, দিতিগর্ভে অবতরী, জনমিব সে জয় বিজয় । বসতি বৈকুণ্ঠোপর, বুদ্ধি মন অগোচর, বৈকুণ্ঠের মহিমা না জানে। নিজ দর্প পরিহারি, লক্ষ্মী যার সুকিঙ্করী, করয়ে মন্দির সুমার্জ্জনে ॥ প্রতি ঘরে স্বর্ণকুম্ভ, দিব্যরত্ন মণিস্তম্ভ, রতন মন্দির থরে২ । স্ফটিক রচিত স্থল, বিদ্রুমেতে ঝলমল, উজ্জ্বলিত বৈকুণ্ঠনগরে ॥ ললিতবিতানজাল বিলোম মুকুতা মাল, মরকত রুচির প্রাচীর । দিব্যবাপি উদ্ভট, বিদ্রুম ঘটিত তট, তরলত বিমল সুনীর ॥ নিশ্রেয়স নামে বন, শুক শারী ভৃঙ্গগণ, ভ্রমর মধুর রস গান । যত পারিষদ বৈসে, বিষ্ণুময় রূপ বৈসে, সব লোক বৈকুণ্ঠ সমান ॥ চারি মহা যোগেশ্বর, উঠিলা বৈকুণ্ঠোপর, পুরী প্রবেশিব মনে করি । দুই পারিষদবর, বিষ্ণুসম বেশধর, রহিলা দুয়ারে বেত্রধরি ॥ দিব্য হুতাশন জিনি, ক্রোধকৈলা চারি মুনি, দোহাকারে শাপান্ত বচনে । বৈকুণ্ঠে বসতি যার, হেন বুদ্ধি কেন তার, হেন জন কি জন্য এস্থানে ॥ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণে, যাবে প্রভু দরশনে, তাতে নাহি প্রভুর বারণ । যে মর্য্যাদা আছে যাতে, লংঘিলেই অধঃপাতে, অবশ্য পড়য়ে সেই জন ॥ তোর হেথা নাহি স্থল, শীঘ্র অধঃগতি চল, হও গিয়া দৈত্য দুরাচার। কহে জয় বিজয়, জন্ম যথা তথা হয়, হরিস্মৃতি রাখিহ আমার ॥ তবে চারি সুকুমার, দিলা বর পুনর্ব্বার, ঐরিভাবে করহ শরণ। দিব্য পরিচ্ছদ পরি, বৈকুণ্ঠের অধিকারী, হেনকালে দিলা দরশন ॥ তবে প্রভু দ্বিজ ভক্ত, ধর্ম্মবত সত্যব্রত, স্তুতিকরে করি নমস্কার। ভৃত্যকরে অপরাধ প্রভুর উপরে বাদ, ক্ষম দোষ সকল আমার ॥ প্রভুর এবোল শুনি,

স্তুতি কৈলা চারি মুনি, মোহিত হইলা প্রভুগুণে। চলিলা প্রণামকরি প্রভু গেলা নিজপুরী, দুই দ্বারী পড়ে সেই স্থানে ॥ ব্রহ্মশাপে দুইজন দিতিগর্ভে উৎপন্ন, সুরগণে চলে নিজ স্থানে। প্রভু করি অবতার, হরিব অসুর ভার, ভাগবতাচার্য্য রসগানে ॥

পয়ার। ব্রহ্মার বচন শুনি যত সুরগণ। হরিষে চলিলা দেব নিজ নিজ স্থান ॥ দিতি গর্ভ ধরিলেন শতেক বৎসর। প্রসবিলা দুই পুত্র মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর ॥ হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ নাম। তার সম কেহ নাহি করিতে সংগ্রাম ॥ ধরিয়া বরাহ রূপ আপনে শ্রীহরি। পৃথিবী উদ্ধার কৈলা হিরণ্যাক্ষ মারি ॥ হিরণ্যাক্ষ বধ প্রভু করিলা সত্বর। হিরণ্যকশিপু হৈলা ত্রিলোক ঈশ্বর ॥ হিরণ্যাক্ষ বধকথা বরাহ চরিত শুনিলে দুরিত হরে খণ্ডে ভবভীত ॥ হরিকথা শুনিয়া বিদুর মহাশয় হরিষে পুলক তনু আনন্দ হৃদয় ॥ ভকতি করিয়া কৈল মুনিরে প্রণাম জিজ্ঞাসিলা বিদুর ভকত অনুপাম ॥ স্বয়ম্ভুব মনু ছিলা ব্রহ্মারকুমার সপ্তদ্বীপ পৃথিবী শাসিলা একেশ্বর ॥ তিল মাত্র না ছাড়িল গোবিন্দ ভজন। মহা ভাগবত তেঁহ ব্রহ্মারনন্দন ॥ চারি বেদাশ্রম করি পাত্তি চিরকাল। ভকত চরিত্র শুনে এই সার ফল ॥ হরিকথা শুনে কিবা ভক্তের চরিত। সর্ব্ব ধর্ম্ম সার এই হরির চরিত ॥ সাধু২ বাখানিয়া মুনি যোগেশ্বর। প্রসন্ন হৃদয়ে তবে দিলেন উত্তর ॥ স্বয়ম্ভুব মনু তবে ব্রহ্মার নন্দন। ব্রহ্মার বচনে কৈলা অপত্য সৃজন ॥ দুই পুত্র তিন কন্যা সৃষ্টির কারণ। সতরূপার উদরে জন্মিল পঞ্চজন ॥ আকুতিরে বিভা দিল রুচি মুনি সনে। প্রসূতি দক্ষেরে তবে কৈলা সংপ্রদানে ॥ আছিলা কর্দ্দম মুনি ব্রহ্মার তনয়। পরম যোগেন্দ্র তেঁহ মহা তেজময় ॥ ব্রহ্মা আজ্ঞা দিল তারে সৃষ্টি করিবারে। সহস্রবৎসর তপ কৈল অনাহারে ॥ সাক্ষাতে আসিয়া বর দিল জগন্নাথ। স্বয়ম্ভুব কন্যা লয়ে আসিব তথাত ॥ বিনয় করিয়া কন্যা দিলা দেবহুতি। তবে নব কন্যা তাতে হইল উৎপতি ॥ আপনে আসিয়া পুত্র হইব তোমার ধরিব কপিল নাম মুনি অবতার ॥ মায়েরে কহিব সাংখ্যযোগ তত্ত্ব-জ্ঞান। এবোল বলিয়া প্রভু হৈলা অন্তর্ধান ॥ যোগেন্দ্র রহিল যোগ সমাধি করিয়া। সাক্ষাতে দেখিয়া কৃষ্ণ সন্তোষ পাইয়া ॥ স্বয়ম্ভুব মনু তবে ব্রহ্মার বচনে। রাজসিংহ চলি তবে গেলা তপোবনে ॥ সত

রূপা মহিষী আর কত সৈন্যসাথে। দেবহুতি কন্যা তুলি লৈলা দিব্য রথে ॥ সরস্বতী নদীতীরে পুণ্য সিদ্ধাশ্রম। সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত বন অনুপাম ॥ তমাল হিন্তাল তাল সামাদি পিয়াল। বকুল কদম্ব নিম্ব বিল্ব শোভা ভাল ॥ চম্পক পুন্নাগ নাগ চুত পারিজাত। ফল ফুলে লম্বিত বিবিধ তরুসাথ ॥ বিবিধ বিহঙ্গ ভৃঙ্গ বিবিধ ঝঙ্কার। বিবিধ নির্ম্মল স্থল বিবিধ সঞ্চার ॥ যোগেন্দ্র মুনীন্দ্রবিন্দ বিবিধ মণ্ডল। যজ্ঞ হোম বেদধ্বনি বিবিধ মঙ্গল ॥ তথা গিয়া উত্তরিলা মুনি মহারাজ। আনন্দিত হৈলা দেখি মুনির সমাজ ॥ দণ্ডবত নতি কৈলা ব্রহ্মার নন্দন। কর্দ্দম মুনির কৈলা চরণ বন্দন ॥ বিবিধ বিধানে স্তুতি কৈলা অতিশয়। করযোড় করিয়া রহিলা মহাশয় ॥ উঠিয়া কর্দ্দম মুনি রাজা সম্ভাষিলা। বিবিধ বিধানে পুজি পাদ্য অর্ঘ্য দিলা ॥ সাগত বচনে কৈলা কুশল জিজ্ঞাসা। মধুর বচনে কৈল অতিথি সম্ভাষা ॥ তবে স্বয়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার নন্দন। মুনির চরণে কৈলা আত্ম সমর্পণ ॥ মোর কন্যা দেবহুতি রূপ গুণবতি। নারদের বচনে বরিল তোমা প্রতি ॥ পিতামহ মোরে আজ্ঞা দিলেন আপনে। কন্যা আনি সমর্পিয়ে তোমার চরণে ॥ এতেক শুনিয়া মুনি কৈলা শুভক্ষণ। কর্দ্দম মুনিরে কৈল কন্যা সমর্পণ ॥ বিবিধ যৌতুক দিলা বহুমূল্য ধন। সতরূপা দেবী কিছু কৈলা নিবেদন ॥ আজ্ঞা মাগি দম্পতী চড়িয়া দিব্যরথে। মাহেশ্বরী নিজ পুরী গেলা রাজপথে ॥ সত্যবতী দেবহুতি মনুর দুহিতা। সর্ব্বভাবে পতিসেবা কৈলা পতিব্রতা ॥ ছাড়িয়া সকল সুখ শয়ন ভোজন। নিরবধি কৈল কন্যা পতি আরাধন ॥ এইরূপে সেবাতে রহিলা চিরকাল। কৃপা কৈলা মুনি দুঃখ দেখিয়া তৎকাল ॥ যোগবলে দিব্যরথ আনি ততক্ষণে। রতনে রচিত রথ খচিতকাঞ্চনে ॥ রতন কিঙ্কিণীজাল বিলোলিতমান। বিবিধ মন্দির পুর শোভিয়াছে ভাল ॥ দেবের নাচনি নাচে গায় বিদ্যাধর। দেবগণে সেবে রথ দিব্য কলেবর ॥ বিচিত্র নির্ম্মিত রথ যেন সুরপুর। যতইচ্ছা করে রথ বাড়ে ততদূর ॥ পাটের থোপনা তাতে সুবর্ণ গাঁথনি। হেম মরকত মাঝে দীপ্তকরে মণি ॥ বহুবিধ ভোগদ্রব্য যাতে মনোহর। সুশীতল জল স্বর্ণভৃঙ্গার ভিতর ॥ কর্পূর তম্বুল তাতে মনোহর ভাঁতি। সুর পুরে যাহা নাহি দেখে শচীপতি ॥ ত্রিভুবনে নাহি সে যে রথের উপমা। কাহার শকতি তার কহিব মহিমা ॥ একত্রেতে আছে তাহে

অষ্ট মহাসিদ্ধ। মূর্ত্তিবতি হইল কি মুনির যোগসিদ্ধ॥ হেন রথ মিলিল মুনির যোগবলে। তাতে অতি সুশোভিত সরোবর জলে॥ ইহাতে করিয়া স্নান উঠ দিব্যরথে। তবে আমি পুরাব তোমার মনো রথে॥ আজ্ঞা পায়ে দেবহুতি জলেতে মজ্জিল। জলের ভিতরে সুর সুন্দরী দেখিল॥ নানারূপ করে দেই অঙ্গ সম্মার্জনে। বসন পরায় কেহ বিবিধ ভূষণে॥ কেহ বেশকরে কেহ চামর ঢুলায়। কেহ মাল্য দেয় কেহ তাম্বূল যোগায়॥ ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা হরের পার্ব্বতী। ভুবন জিনিয়া রূপ ধরে দেবহুতি॥ জলে হৈতে উঠিয়া কিঙ্করীগণ সঙ্গে। মুনির বচনে রথে উঠিলেন রঙ্গে॥ চলিলা কর্দ্দম মুনি মহা যোগেশ্বর। কোটিকাম জিনি রূপ ধরে মুনিবর॥ যতেক বিহার স্থল আছে ত্রিভুবনে। যোগবলে বিহার করিলা নানা স্থানে॥ পরম যোগেন্দ্র মুনি অব্যাহতগতি। করিলা বিবিধ লীলা লয়ে দেবহুতি॥ সুরসিদ্ধ নরপুরে করেন বিহার। এইরূপে চিরকাল বিহার দোহার॥ তবে নিজ স্থানে চলি আইলা মুনীশ্বর। পূর্ব্বরূপ ছাড়িয়া হইলা মুনি বর॥ তবে নবকন্যা প্রসবিলা দেবহুতি। উৎপল সুগন্ধ তনু মোহন মূরতি॥ চলিলা কর্দ্দম মুনি করিতে সন্যাস। করযোড়ে দেবহুতি দাণ্ডাইলা পাশ॥ মোরে আজ্ঞা ছিল এক হইবে তনয়। আপনে বু- ঝিয়া কৃপাকর দয়াময়॥ পত্নীর হৃদয় বুঝি মুনির প্রধান। কত দিন ছিলা চিত্ত করি সমাধান॥ শুভকাল শুভক্ষণ পায়ে যোগ তিথি। আপনে আসিয়া গর্ভে জন্মিলা শ্রীপতি॥ ধরিলা কপিল নাম মহা যোগেশ্বর। কোটিসূর্য্য সম তেজ দিব্য কলেবর॥ হেনকালে আইলা সঙ্গে ব্রহ্মঋষিগণ। কর্দ্দম মুনির সঙ্গে কৈলা সম্ভাষণ॥ ধন্য তুমি মহা যোগী সফল জীবন। আপনে তোমার পুত্র হৈলা নারায়ণ॥ তো- মার আছয়ে কন্যা নবধৃতব্রতা। তাসবার যোগ্য বর এনব জামাতা॥ নবঋষি কুলে শীলে তোমার সমান। বুঝিয়া করহ তুমি কন্যা সংপ্র- দান॥ আমার কুমার বৎস তোমার জামাতা। এবোল বলিয়া গেলা সর্ব্বলোক পিতা॥ তবে মুনি বিচারিয়া কৈল শুভক্ষণ। আনিয়া বরিলা নবঋষি তপোধন॥ মরিচী নামেতে কন্যা দিলা ইলা নামে। অত্রিকে করিলা অনুসূয়া সংপ্রদানে॥ শ্রদ্ধা নামে কুমারী অঙ্গিরা নামে পাইল। হবির্ভুবা নামে সুতা পৌলস্ত্য পাইল॥ পুলহ পাইল সতী ক্রিয়াকুণ্ডমসি। ক্ষান্তিকন্যা পাইল ভৃগু পরম রূপসী॥ বশিষ্ঠ

পাইল কন্যা নামে অরুন্ধতী। অথর্ব্বাকে দিল শান্তি নামে সত্যবতী॥ কন্যা দিয়া মিনতি করিল সবাকারে। সমাদর পায়ে গেলা নিজং ঘরে॥ বিষ্ণু অবতার দেখি কপিল কুমার। আসিয়া কর্দ্দম মুনি কৈলা নমস্কার॥ বহুবিধ স্তুতি কৈলা বিবিধ বিধানে। চলিতে মাগিলা আজ্ঞা পুত্রের চরণে॥ পুত্রবুদ্ধি না ঘুচিব তোমার সাক্ষাতে। ঘরে থাকি চরণ ভজিব ধ্যানপথে॥ জগৎ উদ্ধার হেতু কৈলে অবতার। মোরে ভববন্ধ মধ্যে না রাখিও আর॥ আজ্ঞা দেহ পৃথিবী করিব পর্য্যটন। যথা তথা থাকি চিন্তি তোমার চরণ॥ পিতার বচন শুনি কপিল কুমার। কহিলেন যে কারণে কৈল অবতার॥ সত্যযুগে সাংখ্যযোগ ধর্ম্ম যে কহিল। হেন যোগ ধর্ম্ম চিরকালে নষ্ট হৈল॥ সেই সাংখ্যযোগ আমি কহিব এখনে। সুখে যেন তরে লোক এই ধর্ম্মহনে॥ চল তুমি মহাযোগী ভজিবে আমারে। এঘোর সংসার ত্যজি যাহ বিষ্ণুপুরে॥ মায়েরে কহিব ভক্তিযোগ উপদেশ। সুখে যেন ভজে আমা জানিয়া বিশেষ॥ তরিতে দুরন্ত ভয় এঘোরসংসার। এই সে কারণে আমি কৈল অবতার॥ শুনিয়া কর্দ্দম মুনি পুত্রের উত্তর। প্রদক্ষিণ নতি করি কৈলা যোড়কর॥ প্রণাম করিয়া তবে পুত্রের চরণে। চলিলা কর্দ্দম মুনি হরষিত মনে॥ ছাড়িয়া সকল ধর্ম্ম আশ্রম আচার। নিরালম্ব নিরাশ্রয় হৈলা নিরাধার॥ একান্ত ভকতি করি ভজি নারায়ণ। পাইল পরম পদ ছুটিল বন্ধন॥ ধীর শিরোমণি গুরু গদাধর জান। ভাগবতাচার্য্যের মধুর রস গান॥

তবে আইলা দেবহুতি কপিলজননী। প্রণাম করিয়া দেবী বলে স্তুতিবাণী॥ তুমি অজ নিরঞ্জন নির্গুণ বিকার। লোক পরিত্রাণহেতু তব অবতার॥ স্ত্রীজাতি না জানি আমি কিছু ভাল মন্দ। কিরূপে সংসার মোর ছুটে ভববন্ধ॥ অজ্ঞান তিমির অন্ধকারে ঘুরে মতি। জ্ঞানচক্ষু দিয়া মোর ঘুচাহ দুর্গতি॥ এঘোর সংসারে ত্রাণকর দয়াময়। মাতৃভাবে দয়াকরি ঘুচাহ সংশয়॥ মায়ের বচন শুনি প্রভু হৃষীকেশ। কহিতে লাগিলা প্রভু ধরি মুনিবেশ॥ ভক্তি যদি হয় মাতা আমার চরণে। বিশেষে বৈরাগ্যবল বাড়ে অনুক্ষণে॥ তবে সে তরিতে পারে এঘোরসংসার। শুনমাতা কহিব তাহার যেপ্রকার সাধুসঙ্গহীন পাশ জীবের বন্ধন। সেই সাধুসঙ্গ হৈলে সেবন্ধ মোচন ত্যাগশীল দয়াল সবার হিতকারি। জগতে যাহার নাহি উপজয়ে

বৈরি ।। এসব ভকত জন ভকতভূষণ। সর্ব্বভাবে করে যেবা গোবিন্দ ভজন ।। সুত দার পরিবার গৃহ ধন তেজে। ছাড়িয়া সকল ধর্ম্ম সবে আমা ভজে ।। গুণ কথা আমার সুধায় যেবা জন। দুর্ব্বার সংসারবন্ধ না হয় কখন ।। এসব ভকত সঙ্গে কর তুমি সঙ্গ। সঙ্গদোষে ভবে বন্ধ সঙ্গগুণে ভঙ্গ ।। ভকত জনের সঙ্গ হয় যথা তথা। আমার চরিত্রবিনা নাহি অন্য কথা ।। সদা হরিকথা যদি সাধুমুখে শুনে। শ্রদ্ধা রতি ভকতি বাড়য়ে দিনে দিনে ।। ভক্তিযোগ হয় যার মহা ভাগোদয়। বিষয়বৈরাগ্য হয় খণ্ডয়ে সংশয় ।। শুদ্ধভক্তে নিরবধি যে ভজয়ে হরি তবে সে পরম পদ পায় ভবে তরি ।। পুত্রের বচন শুনি মুনির দুহিতা। আর কিছু জিজ্ঞাসিলা হয়ে হরষিতা ।। কিরূপে ভকত জানি কিরূপ ভকতি। কেমন লক্ষণে চিনি কহ মহামতি ।। মায়ের বচন শুনি প্রভু হৃষীকেশ। কহিতে লাগিলা প্রভু ধরি মুনিবেশ ।। বেদমুখে বুঝান যাহার যেং ধর্ম্ম। সকল ইন্দ্রিয় মাত্র করে কৃষ্ণকর্ম্ম ।। স্বভাবে যাহার যেযে করায় বিষয়। সেসব কারণ যদি কৃষ্ণহেতু হয় ।। সেই হরি ভকত হইব অকিঞ্চন। কৈবল্য অধিক সেই ভকত প্রধান ।। জীবের বাসনা বন্ধ হরয়ে সকল। আহারেতে হরে যেন উদর অনল চরণ সেবনে রত যে জন আমার। কৈবল্য করিয়া কিবা বস্তু জ্ঞান তার ।। ভকত সমাজে মিলি হরিগুণ গায়। মুক্তির অধিকসুখ তাহা-তেই পায় ।। আমার রুচির রূপ যে দেখে নয়নে। অতিশয় নাহি তাঁর নাহিক সমানে ।। প্রসন্ন বদনফুল্ল কমল লোচন। যে দেখয়ে তার মুক্তি তুচ্ছ হয় মন ।। মোর সুধানাম কহে শুনে নিরন্তর। শ্যামলসুন্দর রূপ দেখে মনোহর ।। এইসুখে প্রাণধরে হয়ত চেতন। কদাপি কৈবল্যপদে নহে তার মন ।। অষ্টসিদ্ধি অষ্টৈশ্বর্য্য অনন্ত বিভূতি। মিলয়ে ভকত তাতে কভু নহে মতি ।। ভকত জনের কভু নাহিক বিনাশ। কালচক্রে নাহি পারে করিতে গরাস ।। আমি যার প্রিয়সখা সুত গুরুজন। আমি যার ইষ্ট কিবা সুহৃদ আপন ।। আপ-মার কারণে ত্যজে সুত গৃহ দার। ইহলোক পরলোক ত্যজে আপ নার ।। পশুবৃত্তি সম্পদ সকল সুখ তেজে। একান্ত ভকতি করি সবে আমা ভজে ।। ইহাকে করিয়ে মৃত্যু সংসারের পার। ভক্তবিনা বান্ধব আমার নাহি আর ।। আমি প্রকৃতির পর পুরুষ প্রধান। আমাকে জানিলে জীব হয় পরিত্রাণ ।। মোর ভয়ে বহে বায়ু উদয় দিবাকর।

মোর ভয়ে বরিষয়ে দেব পুরন্দর ॥ যম দণ্ডধরে ধর্ম্ম করিয়া নির্ণয়। মোর ভয়ে সাবধানে হুতাশন বয় ॥ এই সেকারণে মহাযোগেশ্বর। ভকতি করিয়া পদ ভজিয়া আমার ॥ কহিয়ে তোমারে ভক্তিযোগ তত্ত্বকথা। তত্ত্বভেদ লক্ষণ কহিয়ে শুন মাতা ॥ তত্ত্বভেদ শুনিলে হৃদয় গ্রন্থি ছুটে। তত্ত্বজ্ঞান উদয় অজ্ঞানবন্ধ টুটে ॥ এই সে কারণে কহি তত্ত্ব উপদেশ। সুখে যেন ভজে হরি জানিয়া বিশেষ ॥ এতেকবলিয়া মহাযোগী মহাশয়। কহিল সকল তত্ত্ব করিয়া নির্ণয় ॥ অজ নিরঞ্জন জীব নির্গুণ বিকার। দেহধরি আপনাকে করে অহঙ্কার ॥ সুখ দুঃখভোগী যেন আপনাকে মানে। নিজকর্ম্মে বদ্ধি হয়ে ভ্রমে নানা জনে ॥ দেহধরি আপনাকে অহং অভিমান। কিবা সত্য কিবা মিথ্যা না জানে অজ্ঞান ॥ একারণে ভ্রমে জীব এঘোর সংসার। কি কারণে বদ্ধি জীব অধীন কাহার ॥ এই সে কারণে চিত্ত করিয়া সংযম। আনিব কুপথ হৈতে করিয়া নিয়ম ॥ গোবিন্দ চরণে চিত্ত ধরিব আপনে। সত্য সোচ তপ ত্যাগ সাধিব যতনে ॥ কহিব আমারকথা মহিমা প্রচার। যে চাহে আপন হিত তার এই সার ॥ ব্রহ্মচর্য্যব্রত মৌন আশ্রম আচার। করিবেক দেহগ্রস্থ ছাড়ি অহঙ্কার ॥ সান্তিদয়া তুষ্টি ধৈর্য্য করি সমাধান। অন্য দুর্ব্বাসনা চিত্তে করি সমাধান ॥ কেশব চরণে চিত্ত ধরিব যতনে। তবে সে জীবের ছুটে এভব বন্ধনে হরিভক্তি বিহীনে উপায় নাহি আন। কৃষ্ণ না ভজিলে ভবে নাহি পরিত্রাণ ॥ তবে মাতা কহি শুন যোগের লক্ষণ। যাহার প্রসাদে চিত্ত হয় যে প্রসন্ন ॥ শকতিপর্য্যন্ত জীব করিব যেধর্ম্ম। পরমআবিষ্ট জ্ঞানে তেজিব বিকর্ম্ম ॥ মহালাভ মহাহর্ষে ভক্তপদ পুজে। গ্রাম্য-ধর্ম্ম পরিত্যাগ মোক্ষধর্ম্ম যজে ॥ মিত্র যোগী বিরল কুশসংস্থান সেবি অসত্যভাষণ জীবহিংসা পরিত্যাগী ॥ অসত্য ধনের চেষ্টা বর্জিবেক মনে। ব্রহ্মচর্য্য তপ সোচ বেদ অভ্যাসনে ॥ পুরশ্চর্য্য মৌনব্রত যোগ যোগাসন। বিষয় বিমুখ করি ইন্দ্রিয়দমন ॥ সমাধি ধারণ ধ্যান ধৈর্য্যাবলম্বন। গোপীনাথ লীলা ধ্যান কীর্ত্তন শ্রবণ ॥ এইরূপে দূর করি মন দুরাচার। কেশব চরণে ধরি করিব নিবাস ॥ চিন্তিব প্রভুর দুই চরণ সুন্দর। ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশাদি বিরাজ মনোহর ॥ উন্নত লোহিত বিলসিত নখপাঁতি। ভকত হৃদয় তমোহরে যার জ্যোতি ॥ যার পদরজ জল শিব ধরে শিরে। পরম পদ পাইয়া হইলা মহেশ্বরে ॥

সেপদ পঙ্কজ ধ্যান করিব বিশেষে। ভকত ত্বরিত শেল খণ্ডনকুলিশে এইরূপে সদাকাল চিন্তিব শ্রীহরি। কৃষ্ণপদে দাস্যভাব ভবসিন্ধু তরি তবে আর কহি মাতা শুন সাবধানে। বহুবিধ ভক্তিযোগ কহিব বিধানে॥ দম্ভাদি মাশ্চর্য্য হিংসা করিয়া সন্ধান। করিয়া কেশব ভজে হয়ে হীনজ্ঞান॥ তামস ভকত তাকে জানিবে বিচারি। তাহারেহ বৈষ্ণব বিনা বলিতে না পারি॥ ধন পুত্র সম্পদ বাঞ্ছিত পুজে হরি। সে ভকত জানিবে রাজস অধিকারী॥ স্বধর্ম্ম ত্যেজিয়া যেবা করে আরোপণ। যে ভজে কেশব সে সাত্বিক মহাজন॥ কৃষ্ণগুণে দ্রবচিত্ত সদত যাহার। সর্ব্বভাবে উদয় করয়ে সদা তার॥ কৃষ্ণপদে অবিচ্ছিন্ন যার মন ধায়। স্বতগুণে গঙ্গা যেন সদত মিশায়॥ নির্গুণ ভকত তারে বলি মহাশয়। চারিমত কহিল ভকত পরিচয়॥ সালোক্য সারূপ্য সার্ষ্টি সান্নিধ্যাদি মুক্তি। দিলেহ না লয় যার নির্গুণ ভকতি॥ হেন ভক্তিযোগ মাতা কহিল তোমারে। অবিদ্যা বিনাশ করি কৃষ্ণ দিতে পারে॥ সর্ব্ব কর্ম্ম করি জীব ত্যজে কর্ম্মফল। পরিশ্চর্য্যা করি ভজে চরণকমল॥ কৃষ্ণমূর্ত্তি দরশন পূজন বন্দন। স্তুতি ভক্তি করিয়া ভজিব নারায়ণ॥ সর্ব্ব ভূতে বৈসে হরি করিব ভাবনা। সর্ব্ব জীবে করিব সুস্নেহ সম্ভাষণা॥ দেখিয়া বৈষ্ণব মাত্র করিব সম্মান। দুঃখি জন দেখিয়া করিব জ্ঞানদান॥ সমান জনের সহ মৈত্রতা করিব। ভক্তিযোগ ধর্ম্মকথা বিচারি কহিব॥ হরিনাম হরিগুণ হরিসঙ্কীর্ত্তন। থাকিব বৈষ্ণবজন সঙ্গে অনুক্ষণ॥ কৃষ্ণকর্ম্ম নিরবধি করিব সাবধানে ভক্তিযোগ হয় তার সাধুসঙ্গ সনে॥ চারি ভেদ ভক্তিযোগ কৃষ্ণের চরণে। এভব মোচন মাতা নহে ভক্তিবিনে॥ চারিভেদ ভক্তিযোগ চারি ভক্তে করে। এক ভক্তি হৈলে জীব হেলে ভবতরে॥ অনিমিত্তা শুদ্ধভক্তি সর্ব্বোৎকর্ষ হন। তিনলোক অগোচর তাহার কারণ॥ আর এক কহি মাতা শুন তত্ত্বকথা। না বুঝে প্রভুর লীলা শঙ্কর বিধাতা॥ সর্ব্বসুখ মিলিব খণ্ডিব দুঃখভারে। হেন মন করি জীব নানা কর্ম্ম করে॥ অধ্রুব শরীর গৃহ সুত বৃত্তি দার। অধ্রুব সকল সুখ অধ্রুব সংসার॥ ইথে আর্ত্তিকরি যেবা করে নানা কর্ম্ম। কৃষ্ণভক্তি হরে তার সকল বিধর্ম্ম॥ দেখিয়া কুমতি তার প্রভু নরহরি। ধন জন হরে শেষে দুঃখে যায় মরি॥ নারকী সে নরক ভুঞ্জয়ে সুখজ্ঞানে। কুযোনিতে জন্মে তাতে সুখ করি মানে॥ সাধুসঙ্গে সাধুসেবা না কৈলা

বিচারি । কুটুম্বে আসক্ত হয়ে না ভজিল হরি ॥ গৃহ দার সুত বৃত্তি চিত্তে অতিশয় । কুটুম্ব ভরণ হেতু আকুল হৃদয় ॥ নানা পাপ করি করে ধন উপার্জন । নানা দুঃখ তাপে করে কুটুম্বভরণ ॥ দুঃখ নিবারণ হেতু নানা কর্ম্ম করে । সেই সব সুখ হৈল তার চিত্তে ধরে ॥ না দেখে বিচারি দুই কানে দুঃখ সার । মানয়ে কুমতি ঘুচে সুখ আপনার ॥ যাতে যমদণ্ড মাত্র এড়াইতে নারে । নানা দুঃখ পায়ে অর্থ উপার্জন করে ॥ সুখ মানি পামর সেসব কর্ম্ম করে । নৃপ দেবে অগ্নি কিবা চৌরাদিতে হরে ॥ ধন সঙ্গে অপমৃত্যু হয় আপনার । যদি বাঁচে পুনঃ ধনবাঞ্ছে আরবার ॥ নানা ক্লেশকরি করে ধনের সন্ধান ধন উপার্জিতে যায় আপনার প্রাণ ॥ দৈবযোগে যদি নাহি হয় ধন ভোগ । কালক্রমে দেহে নানা হয় দুঃখ রোগ ॥ থাকুক পুনিব সুত দার পরিজন । করিতে না পারে নিজ উদর ভরণ ॥ জরা পরবেশ করি হরে সেইজ্ঞান । কাঁপে থরহর অঙ্গ করে বকধ্যান ॥ দুঃখ শোকে জরা রোগে পোড়ে কলেবর । চঞ্চল সকল অঙ্গ করে থরথর ॥ সন্ধি বন্ধ টুটে সব খসিয়ে বন্ধন । নিজ অঙ্গ করিতে না পারে সম্বরণ ॥ সুত দারে পরিবারে নিতি বলে মন্দ । বলিতে না পারে কিছু শুনে যেন অন্ধ ॥ আপন ইচ্ছায় যদি কেহবা জিজ্ঞাসে । কৃতার্থ হইল হেন আপনাকে বাসে ॥ সর্ব্বক্ষণ সবে করে মান অপমান । ভরণ পোষণ করে কুক্কুর সমান ॥ শীঘ্র শীঘ্র ক্ষুধা তৃষ্ণা অলপ আহার । সময়ে না পায় তাতে করে হাহাকার ॥ কফ পিত্ত কাস শ্বাস উঠে ঘনে ঘন । ক্ষণে কণ্ঠরোধ ক্ষণে করয়ে বমন ॥ দেখি তার মৃত্যুকাল সব বন্ধুগণ চৌদিগে বেড়িয়া মাত্র করয়ে রোদন ॥ বলহীনে কিছুই বলিতে নাহি পারে । কিরূপে মরিব দুঃখে কান্দে নিরন্তরে ॥ কোথা বা রাহব মোর সুত বৃত্তি দার । মরিলেবা কোথা যাব না দেখিয়ে আর ॥ এই রূপে মরণ সময় দুঃখিজীবে । পূর্ব্বে কৃষ্ণচিন্তা হীন শরণ কি হবে ॥ কুটুম্ব ভরণ হেতু এতদুঃখ পায় । এইরূপে মরে ভক্তিহীন দুরাশয় ॥ সেইকালে দুই যমদূত ঘোরতর । নিকটে দাণ্ডায় আসি মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর তাদোহা দেখিয়া ভয়ে হরয়ে গেয়ান । বিষ্ঠা মূত্র ছাড়ে বাহ্য হীনে কম্পমান ॥ বন্ধন যন্ত্রণা দিয়া যমের কিঙ্কর । যমপাশে লঞা যায় অতি শীঘ্রতর ॥ তর্জন গর্জন অতি করয়ে তাড়ন । পথে কুক্কুরেতে দংশে করিতে ভোজন ॥ নিজ কর্ম্ম স্মঙরিয়া কান্দে উচ্চরোলে ।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মরে উদর অনলে। তপত বালুকা পথে লয়ে তো বান্ধিয়া। পৃষ্ঠেতে চাবুক মারি যায় খেদাড়িয়া॥ নাহি জল নাহি স্থল ঘোর অন্ধকার। হেন পথে লয়ে যায় পাপী দুরাচার॥ ক্ষণেং মূরছিয়া পড়য়ে ভূতলে। মারণের ভয়ে ক্ষণে উঠে শীঘ্র চলে॥ নব্বইসহস্র প্রহরের পথ হয়। তিন দণ্ডে লয়ে যায় যমের আলয়॥ সকল নরক ভোগ করায় তাহারে। জলন্ত অনলে দগ্ধ করে কলেবরে॥ তার হাতে তার মাংস কাটিয়া খাওয়ায়। শৃগাল কুক্কুর অন্ত্র টানিয়া খসায়॥ মহাসর্প সবে আসি দংশে কলেবর কৃমি আদি আদি বেড়ি খায় নিরন্তর॥ কাটিয়া সকল অঙ্গ করে খণ্ড খণ্ড। ঘোরমূর্ত্তি যমদূত প্রতাপে প্রচণ্ড॥ ভূমিতে ফেলিয়া গজে প্রবেশায় দন্ত। প্রহার তঞ্জন হেতু নাহি হয় অন্ত॥ পর্ব্বত শেখর হৈতে ফেলে পুনর্ব্বার। গর্ত্তের ভিতর ফেলি রোধয়ে দুয়ার যতেক যন্ত্রণা আছে যমের সদনে। একেং সকল ভুঞ্জায় পাপীজনে কুটুম্ব ভরণে মাত্র আকুল যে জন। আর নিজ উদর ভরণ পরায়ণ॥ ছাড়িয়া কুটুম্ব আর নিজ কলেবর। যমপাশে চলে পাছে হয়ে একেশ্বর॥ পরহিংসা পরনিন্দা ইথে যত পাপ। পথের সম্বলমাত্র তাতে যেই তাপ॥ এইকাল করে মাত্র কুটুম্ব ভরণ। পরকালে কে আপন না জানে দুর্জ্জন॥ অন্তকালে দেখিয়া নরকভোগ সার। তবে মাতা শুন আমি যে কহিয়ে আর॥ ভক্তিরস গুরু শ্রীল গদাধর জান। ভাগবতাচার্য্যের মধুর রস গান॥

কৃষ্ণের চরণারবিন্দ ভাবিয়া হৃদয়। দেবহূতি জিজ্ঞাসিলা করিয়া বিনয়॥ নরক ভুঞ্জিয়া পাছে জীবের কি হয়। আপনে কহিলে মোর খণ্ডয়ে সংশয়॥ মায়ের বচন শুনি কপিল ঈশ্বর। কহিতে লাগিলা জীবগতি পুনর্ব্বার॥ জীব কর্ম্ম অনুসারে মায়ের উদরে। পিতার ঔরস সহ পরবেশ করে॥ একরাত্রে কলল বুদ্বুদ পঞ্চদিনে দশরাত্রে হয় কেন বদরী সমানে॥ তদন্তরে হয় সেই অণ্ড পরমাণ এক মাসে হয় শির শ্রবণ নয়ান॥ দুই মাসে হয় কর পদের উৎপত্তি। তিন মাসে নখ লোম হয় দেহ প্রতি॥ চারিমাসে হয় সাত ধাতু নিরূপণ। পাঁচমাসে ক্ষুধা তৃষ্ণা হয় উপসন্ন॥ ছয়মাসে উদরে কিঞ্চিৎ মাত্র নড়ে। মায়ের ভোজন রসে নিতিং বাড়ে॥ বিষ্ঠা

মূত্র গর্ত্ত তাতে থাকয়ে শয়নে। কৃমী কীট তাতে জন্ম কয়রে দংশনে॥ ক্ষণেকে মূর্চ্ছিত হয় বিষম সঙ্কটে। ক্ষণে ভয় মনে দুঃখে করে ছটফটে॥ কটু তিক্ত অম্ল যেই মায়ের ভক্ষণ। তার স্পর্শে মহাদুঃখ না যায় পরাণ॥ আঁওলে বেষ্টিত দৃঢ়বন্ধ চারি পাশে। উঠিবারে চাহে না পারয়ে মরে ত্রাসে॥ পৃষ্ঠ গলা ভগের সম্মুখে শির ধরে। এইরূপে গর্ভে বন্দি দুঃখের সাগরে॥ নরদেহ জ্ঞান মাত্র হয় সাতমাসে। দুঃখে কৃষ্ণ স্মরণ করয়ে ভাগ্যবশে॥ এদিগে ওদিগে চালে প্রসূত মারুতে। ব্যাকুল বিবশ বন্ধ মোচন হইতে॥ মহাপাশে বন্দি থাকে মরে মাত্র ডরি। নানা স্তবকরে গর্ভে শিরে কর ধরি॥ নমোঽ নমঃ দেব প্রভু নারায়ণ। মোচন করহ লৈলাম চরণে শরণ॥ না ভজিয়া প্রভু দুই চরণ তোমার। মহাদুঃখ গর্ভবাস হয় বারং॥ সংসারে পতিত জীব স্বকর্ম্ম বন্ধনে। মায়ার সে দুঃখভোগ জনম মরণে॥ সুখ দুঃখ রহিত কেবল জ্ঞানময়। আনন্দে বিহর প্রভু জীবের হৃদয়॥ প্রণমহ ভয়হর চরণ তোমার। শরণেতে গর্ভবাস যেন নহে আর॥ চরাচর সর্ব্ব দেহে বৈসে হৃষীকেশ। নির্গুণ নির্লেপ প্রভু নাহি সঙ্গলেশ॥ সাধুসঙ্গ করি প্রভু না ভজি তোমারে। তেঁই বন্দি মহাপাশে উদর কুহরে॥ নিজ গুণে এইবার যদি দয়া হয়। তবে হব তোমার ভক্তের পদাশ্রয়॥ এই বার জানিলাম গর্ভবাস দুঃখ। জন্মিয়া আর না দেখিব মায়ামুখ॥ যথা তথা থাকি যেন ভজি নারায়ণ। এইভক্তি দেহ মোর ছুটুক বন্ধন এইবার যদি দয়া কর শ্রীনিবাস। না করিব হেন কর্ম্ম যাতে গর্ভ বাস॥ জন্মিয়া আর না করিব অন্য মন। কাতরে পামরে ডাকে রাখ নারায়ণ॥ গর্ভ মৃত্যু দুই দুখ অবিদ্যা করিয়া। রাখিয়াছ জীব মায়া মোহে ভুলাইয়া॥ তোমার ভক্তের পদে যে লয় শরণ। সে তোমারে পায় ছুটে এভব বন্ধন॥ গর্ভ মৃত্যু যন্ত্রণা নরক যমদণ্ড খণ্ডায় তোমার ভক্ত প্রতাপে প্রচণ্ড॥ ভক্তাশ্রয় তব পাদ শরণ বন্দন। ইহা বিনা না করিব অন্য প্রয়োজন॥ গর্ভে দুঃখে জ্ঞানযোগে এত স্তুতি করে। প্রসূতি মারুতি তাবে প্রেরণে উদরে॥ বাহিরে ঠেলিয়া ফেলে অধোমুখ করি॥ ভূমিষ্ঠ হইতে দিব্য জ্ঞান পরিহরি॥ জ্ঞানহত হয়ে মাত্র হয় অচেতন। কান্দুলা মেলি কান্দে করয়ে তখন॥ ক্ষণেকেতে বিষ্ঠা মূত্র রক্তেতে লোটায়। তাতে

অবস্থা হয়ে হৈলে কীটাদিতে খায় ।। হস্ত পদ আছাড়িয়া কান্দে যবে মন ।। বলিতে না জানে দুঃখ জীবন মরণ ।। বন্ধুজনে জানি দুঃখে করে বিমোচন ।। নানা শুশ্রূষাতে করে জীবন রক্ষণ ।। ডাকিনী যোগিনী ভয়ে রাখে সাবধানে । নানা রোগ নিবারিয়া রাখয়ে পরাণে ।। এইরূপে দুঃখভোগ করে শিশুকালে । বাল্য গতে কামচেষ্টা বাড়ে যুবা হৈলে ।। পরপীড়া করিয়া পালয়ে পরিবার । স্ত্রীসঙ্গে মোহিত হয়্যা বাড়ে অহঙ্কার । অন্যায় কোন্দল করে যুদ্ধ অন্য সনে । পর দুঃখ কারে বলে স্বপ্নেহ না জানে ।। পঞ্চভূত রচিত বিভিন্ন সর্ব্ব কায় । আমার এ দেহ বলি কুমতি বাড়ায় ।। করয়ে আপন বুদ্ধি অসত্য শরীরে । হতবুদ্ধি পরহিংসা নিন্দা পীড়া করে ।। সাধুসঙ্গ না করি অসাধু সঙ্গে বৈসে । আহার শৃঙ্গাররসে ভুলয়ে বিশেষে ।। কর্ম্মদোষে সাধুসঙ্গ না হইল যার । তবে আর কে করিবে এ ভবে উদ্ধার ।। সাধুসঙ্গে চিত্ত যার সুপ্রসন্ন হয় । দৈব কর্ম্মদোষে যদি কুকর্ম্ম করয় ।। পূর্ব্বে যেই মতি ছিল দুর্ম্মতি তাহার । সেইমত পুনঃ হয় কুমতি সঞ্চার ।। সত্য শৌচ দান ব্রত লজ্জা যশঃ ক্ষমা । কুসঙ্গে সকল নাশে হরয়ে মহিমা ।। স্ত্রীরত পুত্রানুগত যে সকল জনে । এসব অসাধু সঙ্গ ছাড়িব যতনে ।। ব্রহ্মা হয়্যা স্ত্রীসঙ্গে হইলা মোহিত । অন্য যে মোহিত হবে এ কোন বিচিত্র ।। সদত যতন করি কুসঙ্গ ছাড়িব । ভকত জনের সঙ্গ যতনে করিব ।। ভকত জনের মাত্র করিব পিরিতি । ভক্তি বিনা এভবে নিস্তারে কার শক্তি কায় মনোবাক্যে গুরু ভক্তের শরণ । লহ মাতা যাতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ।। ভক্তিরস গুরু শ্রীল গদাধর জান । ভাগবতাচার্য্যের মধুর রস গান ।।

পুনঃ শ্রীকপিলদেব কহিছেন মায় । দেব পিতৃ যে ভজে সে দেব পিতৃ পায় ।। নানা দুঃখে তপ জপ যজ্ঞ ব্রত দান । কর্ম্মভোগ ফল বিনা না দেখিয়া আন ।। সর্ব্ব কর্ম্ম করে কিবা সর্ব্ব দেব পূজে । সর্ব্ব যজ্ঞ করে যদি সর্ব্ব দেব ভজে ।। তবু ভববন্ধ দুঃখ না ঘুচয়ে তার । কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত কৃপা বিনা নাহি পার ।। পুরুষ পুরাণ ব্রহ্ম অতি সত্যময় । সর্ব্ব জীব হৃদে বৈসে প্রভু দয়াময় ।। সর্ব্ব ভাবে লহ মাতা গোবিন্দ শরণ । তাঁর বিনা না দেখি ভববন্ধ বিমোচন ।। গৃহরসে গৃহে যার নিবদ্ধ হৃদয় । পিতৃযজ্ঞ দেবযজ্ঞ করে অতিশয় ।।

মধুরিপু চরিত্র পবিত্র গুণগাঁথা। শুনিতে আনন্দ যার নহে হরি কথা॥ হরিকথা কালে যেবা অন্য কথা কয়। শূকর জনম তার জানিহ নিশ্চয়॥ দেব পিতৃ ঋষি যত হরি সর্ব্বময়। হরি বিনা যতেক সংসার কিছু নয়॥ সর্ব্ব রূপ ধরে হরি সর্ব্ব লোকপতি। হরি বিনা দিতে নারে কেহ মোক্ষগতি॥ এতেক জানিয়া ভজ শ্রীহরি চরণ। সর্ব্ব ভাবে লহ তাঁর ভক্তের শরণ॥ কহিল তোমারে আমি এই তত্ত্বকথা। গোবিন্দ শরণ করি রহ যথা তথা॥ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগে করিয়া বিভেদ। জ্ঞান হয়্যা হয় মুক্তি ভববন্ধ ছেদ॥ ভক্তি হৈলে হয় কৃষ্ণ ভকত অধীন। জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে এই মাত্র ভিন্ন॥ চারি বেদ ভক্তিযোগ কহিল জননী। ভকতি করিয়া তুমি ভজ চক্রপাণি॥ উপদেশ না কহিও ভক্তিহীন জনে। ধর্ম্ম বিবর্জিত মাত্র বিনয় বিহীনে॥ গৃহে যার চিত্ত বদ্ধ দেখ অতিশয়। ভক্তদ্বেষ করে যে অত্যন্ত দুরাশয়॥ শ্রদ্ধা ভক্তি বিহীন দুর্মুখ দুরাচারে। কদাচিত উপদেশ না দিও তাহারে॥ গুরুস্থানে কপট কার্পণ্য দম্ভ যার। গুরুবাক্য লংঘিয়া স্বতন্ত্র মতাচার॥ স্বসুখ তাৎপর্য্য যার আছয়ে অশেষ। তারে কভু নাহি দিও এসব উপদেশ॥ সর্ব্ব ধর্ম্ম হিতে রত নীত সুধীর। বিষয়ে বিরাগ যার নির্ম্মল শরীর॥ দম্ভ মদ মান নিন্দা হিংসা নাহি যার। না দেখ যাহার কাম ক্রোধ অহঙ্কার॥ উপদেশ কহিও এসব মহাজনে। ভক্তিযোগ উপদেশ কৈল নিরূপণে॥ যেবা কহে যেবা শুনে এপুণ্য কথন। বৈকুণ্ঠে তাহার বাস ভব বিমোচন॥ ভক্তিরস শ্রীল গদাধর দাস জান। ভাগবতাচার্য্যের মধুর রস পান॥

পুত্রের বচন শুনি কপিলের মাতা। মোহজাল ছিণ্ডিয়া হইলা সুপণ্ডিতা॥ চরণ ধরিয়া বহু করয়ে প্রণতি। করযোড়ে স্তুতি করে দেবী দেবহূতি॥ যাঁর নাভিপদ্মে উপজিল প্রজাপতি। যাঁহা হৈতে চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি॥ অখিল ভুবননাথ হেন নারায়ণ। জঠরে জনম মোর না বুঝি কারণ॥ তব নাম শ্রবণ বা করয়ে স্মরণ। চণ্ডাল জনেতে কিবা করলে কীর্ত্তন॥ চণ্ডালত্ব দোষ তার হরে সেই ক্ষণে। কি বলিব তাহার সাক্ষাৎ দরশনে॥ যাহার জিহ্বায় নাম বৈসয়ে তোমার। চণ্ডাল হইলে হয় শ্রেষ্ঠ সবাকার॥ সর্ব্ব যজ্ঞ সর্ব্ব তপ সর্ব্ব তীর্থে স্নান। সর্ব্ব বেদ পড়িল যে লয় তুয়া নাম

মায়ের বচন শুনি কপিল ঈশ্বর। জানিলা মায়েরে জ্ঞানী চলে যোগেশ্বর॥ পুত্রমুখে তত্ত্বজ্ঞান পাইলা দেবহূতি। ভজিল মুকুন্দ পদ করিয়া ভকতি॥ সর্ব্ব ভাবে লইলেন গোবিন্দ শরণ। চলিলা বৈকুণ্ঠপুরী চড়িল বিমান॥ পূরব দক্ষিণ কোণে আছে মুনিবন। তথা গিয়া রহিলা কপিল তপোধন॥ কত দূর স্থান ছাড়ি দিলেন সাগর। তথা রহে কপিল পরম যোগেশ্বর॥ যেবা কহে যেবা শুনে কপিল চরিত্র। পাপে মুক্ত হয়ে হয় পরম পবিত্র॥ হরি পদে হয় তার ভকতি উদয়। হরিপদ পায় তার খণ্ডে ভবভয়॥ ভাগবতাচার্য্যের মধুর ভারতি। শুনিলে দুরিত খণ্ডে বিষ্ণুপদে মতি॥ কহিল তৃতীয় স্কন্ধ চরিত্র অমৃত। গায়েন ভক্তিতত্ত্ব জ্ঞান সমন্বিত॥ যে শুনায় যে শুনে কপিল যোগকথা। ভবদাব দহন মুকতি গুণগাঁথা॥ বৈকুণ্ঠে বসতি তার ভববন্ধ ছেদ। নহিব সংসার তাপ গতাগতি খেদ॥ গদাধর পদযুগ এই সে ভরসা। ভাগবত আচার্য্যের মধুরসভাষা॥ শ্রীচৈতন্য পাদপদ্ম মকরন্দ আশে। প্রেম তরঙ্গিণী কহি প্রমোদ মানসে॥

ইতি তৃতীয় স্কন্ধ সমাপ্তঃ।
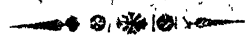
চতুর্থ স্কন্ধ আরম্ভঃ।

শুনিয়া মৈত্রেয় মুখে তত্ত্ব সংকথন। আনন্দ বাড়য়ে অতি বিদুরের মন॥ তবে আর কহিতে লাগিলা মুনিবর। এক চিত্তে বিদুর শুনেন নিরন্তর॥ সে কথা কহেন শুক পরীক্ষিত শুনে। তাহা কহে সূত শৌনকাদি মুনি স্থানে॥ আকুতি যাহার নাম মনুর দুহিতা। সত্যবতী পতিব্রতা রুচির বনিতা॥ তাহার উদরে হৈলা যজ্ঞ অবতার। দক্ষিণা দক্ষের অংশে বিদিত সংসার॥ মরীচি মুনির পুত্র কশ্যপ জন্মিল। তাঁহার অপত্য সৃষ্টে জগত পূরিল॥ ব্রহ্মার বচনে অত্রিমুনি যোগেশ্বর। করিল পরম যোগ শতেক বৎসর॥ একপদে রহে বায়ু করিয়া রোধন। ব্রহ্মরন্ধ্র কাটিয়া উঠিলা হুতাশন॥ হেন কালে আইলা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। তিন দেব দিলা তারে তিনপুত্র বর॥ তিন অংশে তিন পুত্র হইব তোমার। তোমার নির্ম্মল যশ ঘুষিবে সংসার॥ এতেক বলিয়া তিনে কৈলা অন্তর্দ্ধান। অনসূয়া

সঙ্গে মুনি গেলা নিজ স্থান ॥ বিরিঞ্চি অংশের পুত্র হৈলা শশধর। শিব অংশে দুর্ব্বাসা হইলা মুনিবর ॥ বিষ্ণু অংশে দত্ত নামে জন্মিলা কুমার। প্রসঙ্গে কহিব দত্তাত্রেয় অবতার ॥ অঙ্গিরা মুনির দুই জন্মিল তনয়। উতথ্য মুনীন্দ্র বৃহস্পতি মহাশয় ॥ জন্মিল অগস্ত্য মুনি পৌলস্ত্য কুমার। কনিষ্ঠ যে বিশ্রবা বিদিত সংসার ॥ বিশ্রবার তিন পুত্র বিদিত ভুবন। রাবণ আর কুম্ভকর্ণ আর বিভীষণ ॥ এইরূপে নব ঋষির অপত্য বিস্তার। একে একে কহিব যে প্রসঙ্গানুসার ॥ মূর্ত্তি নামে দক্ষসুতা ধর্ম্মের ঘরণী। তার ঘরে অবতার কৈলা চক্রপাণি ॥ নরনারায়ণ রূপে কৈলা অবতার। বদরিকাশ্রমে তপ করেন অপার ॥ যেরূপে জন্মিল দক্ষ শঙ্করে বিরাগ। দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ আর সতী দেহত্যাগ ॥ কহিব বিস্তর তার যত বিবরণ। সাবধানে শুন তাহা কৃষ্ণে ধরি মন ॥ প্রসূতী মুনির কন্যা মহাগুণবতী শুভকালে বিভা কৈলা দক্ষ প্রজাপতি ॥ জনমিল ষোল কন্যা তাহার উদরে। ত্রয়োদশ কন্যা দিল ধর্ম্ম দেবতারে ॥ এক কন্যা বিভা দিল অগ্নি সন্নিধানে। পিতৃগণে কৈলা তার এক কন্যা দানে ॥ আর এক কন্যা দিলা শঙ্করের করে। সতী নাম গুণবতী বিদিত সংসারে শিব সেবা করে সতী হয়ে পতিব্রতা। বাপের দুর্গতি দেখি পরম দুঃখিতা ॥ শিবদেবে দেখিয়া বাপের বীতরাগ। যোগবলে কৈলা দেবী নিজ দেহ ত্যাগ ॥ বিদুর জিজ্ঞাসে তবে মৈত্রেয় চরণে। শঙ্করের দ্বেষ দক্ষ কৈলা কি কারণে ॥ চরাচর গুরু শিব প্রশান্ত কলেবর। আত্মারাম বৈরি বিবর্জ্জিত মহেশ্বর ॥ কেন দ্বেষ কৈল তাঁরে দক্ষ প্রজাপতি। জামাতা শ্বশুরে কেন বিবাদ যুকতি ॥ শুনিয়া মৈত্রেয় মুনি বিদুরের বাণী। কহিতে লাগিলা তাঁর পূর্ব্বের কাহিনী প্রজাপতিগণে কৈলা যজ্ঞ অনুবন্ধ। দেবগণ আইলা তথা করিয়া আনন্দ ॥ ঋষি মহাঋষি আদি মুনিগণ কত। ব্রহ্মা শিব বিষ্ণু সনকাদি মুনি যত ॥ সগণে শঙ্কর দেব চলি গেলা তথে। সবে মেলি আছেন বসিয়া সে সভাতে ॥ হেনকালে আইলা তথা দক্ষ প্রজাপতি দশদিক প্রকাশিত তাঁর অঙ্গজ্যোতি ॥ দক্ষে দেখি সভাসদে উঠিলা সম্ভ্রমে। কুণ্ড হৈতে আগুণি উঠিলা [illegible] ॥ সভাসদে উঠি দক্ষ পূজিল সবারে। না উঠিলা মাত্র ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ॥ ব্রহ্মাকে প্রণাম করি দক্ষ প্রজাপতি। আজ্ঞা লয়ে আসনে বসিলা মহামতি

দেখিয়া শঙ্কর দেবে ক্রোধ করি মনে। কহিতে লাগিলা দক্ষ ঘূর্ণিত লোচনে ॥ শুনহ দেবঋষি মহামুনিগণ। সভাসদে কহি কিছু সাধু বিবরণ ॥ কি করিব ক্রোধ কিছু না করি অজ্ঞানে। অসাধুর কর্ম্ম কহি সভা বিদ্যমানে ॥ হের দেখ শঙ্কর নির্লজ্জ দুরাচার। বেদ বিনিন্দিত পথে কেবল সঞ্চার ॥ ধর্ম্মপথ বিনাশ মরকট লোচন। শিষ্য হয়ে করে এত গুরু বিড়ম্বন ॥ অগ্নি বিপ্র সাক্ষী করি কৈল কন্যা দান। জামাতা হইয়া করে এত অবজ্ঞান। উঠিয়া করিতে হয় যারে নমস্কার। বচনেহ তুষ্টতা কে না করয়ে তার ॥ প্রেত ভূতগণ যুত উন্মত্তের বেশ। বাঘছাল পরেন পিঙ্গল জটা কেশ ॥ ইচ্ছায় না দিল কন্যা বিধির ঘটনা। সাধু যে জনেরে হয় দৈব বিড়ম্বনা ॥ ভস্ম বিভূষিত অঙ্গ অস্থিমালা ধরে। শ্মশানে বসিয়া থাকে হয়ে দিগম্বরে ॥ নষ্টাচার পিশাচ পতিত সঙ্গে রহে। দৈব যোগে সম্বন্ধ ঘটিল তার সহে ॥ এতেক বলিয়া দক্ষ জল লৈল করে। ক্রোধ করি শাপ দিল শঙ্করের তরে ॥ আজি হৈতে যজ্ঞভাগ নাহিক শঙ্করে। দেবাধম হয়ে যেন থাকে দুরাচারে ॥ এ বোল শুনিয়া ক্রোধ কৈলা মহেশ্বর। উত্তর না করি উঠি চলিলা সত্বর ॥ নন্দী আদি করি যত শঙ্করেরগণ। ক্রোধ করি তারা সবে কহয়ে বচন ॥ মনুষ্য শরীর পায়ে এত বড় গর্ব্ব। ঈশ্বরের দ্রোহী চিত্তে এই হইবে খর্ব্ব ॥ শঙ্করেতে অপরাধ দক্ষ প্রজাপতি। তত্ত্বজ্ঞান দূর হয়ে বাড়ুক দুর্ম্মতি ॥ গৃহধর্ম্মে চিত্ত বদ্ধ হউক অতিশয়। গ্রাম্যসুখে হউক দক্ষ নিবদ্ধ হৃদয় ॥ কর্ম্মপথে দক্ষের বাড়ুক অনুরাগ। বেদপথ ছাড়ুক বাড়ুক দুঃখভাগ ॥ তত্ত্বজ্ঞান খণ্ডুক বাড়ুক পশু মতি। শিবনিন্দা বচন ঘুচিব শীঘ্রগতি ॥ ছাগমুখ হবে সবে দেখিবে নয়নে। অধোগতি হইবেক মহেশ নিন্দনে ॥ দক্ষপক্ষ হয়ে যেহ কৈল উপহাস। শিব অপরাধে তার হউক মতি নাশ ॥ তত্ত্বজ্ঞান ছাড়ি দেহে হউক কুমতি। সংসারে ভ্রমিতে যেন ভুঞ্জয়ে দুর্গতি ॥ এতেক বচন শুনি ভৃগু মহামুনি। শিবকিঙ্করের তরে বলে এই বাণী ॥ শিবব্রত করে যেবা শিবের কিঙ্কর। পাষণ্ডী নিন্দুক তারা হউক নিরন্তর ॥ নষ্টাচার হউক তারা জটা ভস্মধারী। সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজে যেন বেদ পরিহরি ॥ শিব বিনা শিবসেবা প্রভুরে না ভজে। সে যেন পাষণ্ডী হয় সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজে ॥ এত শাপ দিল যদি

তুণ্ড মুনিবর ।। নিশবদে গেলা শিব না দিলা উত্তর ।। যজ্ঞ সমাপিয়া যত দেব মুনিগণ । সবেই চলিয়া গেলা নিজং স্থান ।। যজ্ঞ সমাপন হৈল সহস্র বৎসরে । পূর্ণা দিয়া গেলা দেব নিজং ঘরে ।। এইরূপে হর দক্ষে বাড়িল বিবাদ । রহিল বিস্তর কাল নহিল প্রসাদ ।। এক কালে দক্ষ আনি ব্রহ্মা সুরেশ্বর । মহা অভিষেক করি পাইলা দিব্য বর ।। প্রজাপতিগণেতে অধিক করি দিল । তাহাতেই দক্ষের অধিক গর্ব্ব হৈল ।। বৃহস্পতি যত্র নামে কৈল যজ্ঞরাজ । তাহাতে মিলিলা আসি দেবের সমাজ ।। ব্রহ্মঋষি দেবঋষি যত পিতৃগণ । সবেই দক্ষের যজ্ঞে কৈলা আগমন ।। সগণে দেবতাগণ পত্নীগণ সঙ্গে । সবেই দক্ষের যজ্ঞে আইলেন রঙ্গে ।। সিদ্ধগণ চলি যায় আকাশ মণ্ডলে । রথেং ঘরষণে বাজিল কোন্দলে ।। দেবগণ সিদ্ধ গণ যায় ত্বরাত্বরি । দিব্যরথে চড়ি যায় দেবের সুন্দরী ।। আকাশ মণ্ডলে দুর্গা দেখে দেবীগণ । কারণ জানিয়া শিবে করে নিবেদন ।। দক্ষ প্রজাপতি নাথ তোমার শ্বশুর । যজ্ঞ আরম্ভিলা অতি সমৃদ্ধি প্রচুর ।। সস্ত্রীকে দেবতাগণ রথেচড়ি যায় । অই দেখ আকাশবিমান গণ ধায় ।। সকল ভগিনীগণ যায় শূন্যপথে । নিজ পতিগণ সঙ্গে চড়ি দিব্যরথে ।। যদি আজ্ঞা হয় নাথ শীঘ্র চল যাই । বাপের উৎসব যজ্ঞে চলিলা সবাই ।। চিরকাল পিতা মাতা হবে দরশন । দেব দেবী সহ হবে দর্শন মিলন ।। ভগিনী ভগিনীপতি যাইবে উৎসবে । একত্র বান্ধবগণ দেখি গিয়া সবে ।। যদি ইচ্ছা চল নাথ পিতৃ যজ্ঞে যাই । সকল বান্ধবগণ দেখি এক ঠাঞি ।। তোমার আমার নাথ নির্ম্মিত সকল । দেখি গিয়া দেবগণ শীঘ্রগতি চল ।। নারী জাতি আমি প্রভু কি জানিতে পারি । কৃপা যদি কর নাথ চল শীঘ্রকরি ।। এই দেখ সকল ভগিনী ঊর্দ্ধপথে । পতি সঙ্গে করি তারা যায় দিব্যরথে ।। চল নাথ দেখি গিয়া আনন্দ সকল । ঝাট করি দেখি গিয়া বান্ধব সকল ।। যদি বল যাচিয়া যাইব বন্ধুঘরে । যাইতে বাপের ঘরে দোষ নাহি ধরে ।। সুপ্রসন্ন হও নাথ বিলম্ব না কর । বাপের উৎসবে যাইতে উৎকণ্ঠা অন্তর ।। এতেক বচন শিব শুনিয়া শ্রবণে । সঙরি পূর্ব্বের কথা হাসিলেক মনে ।। তুমি যে কহিলে দেবী সে নহে অন্যথা । যাচিয়া যাইতে বন্ধু উচিত সর্ব্বথা ।। যদি আমা দেখি দক্ষ না করিত ক্রোধ । যদ্যপি দক্ষের

সহ নহিত বিরোধন।। যদি কোন মতে কিছু থাকিত পিরিত। তবে সে আমাকে হয় যাইতে উচিত ।। তথা বৃত্তি কুলে শীলে যার বাড়ে গর্ব্ব। অসত্য শরীর ধারী যার হয় দম্ভ ।। দেব দ্বিজ গুরু করি যার নাহি জ্ঞান। পাশরে সকল ধর্ম্ম বাড়ে অভিমান ।। যে জন বান্ধব দেখি সন্তোষ না হয়। তার ঘর যাইতে অবশ্য যুক্তি নয় ।। বন্ধুজন কুবচন বাণ বরিষণ। যে রূপ হৃদয় তাপ বাড়ে অনুক্ষণ ।। রিপুবাণে অঙ্গ যদি জরজ হয়। তথাপি তাহাতে ব্যথা অতিবড় নয় ।। বাপের প্রধান তুমি কন্যা গুণবতী। তোমাতে অধিক প্রেম ধরে প্রজাপতি তবু তথা গেলে তুমি না পাবে সন্তোষ। আমার বনিতা হেতু হবে তার রোষ ।। পাপে দৃঢ়মতি যার কঠিন হৃদয়। সম্পদ বিষয় যার গর্ব্ব অতিশয় ।। অনীশ্বর হয়্যা করে ঈশ্বরের দ্বেষ। দুরন্ত অসুরে যেন নিন্দে হৃষীকেশ ।। যদি বল তুমি কেনে না কৈলে প্রণাম। সে কথা কহিরে দেবী তোমা বিদ্যমান ।। দেহে গেহে দেখিয়া যাহার অহঙ্কার। কি কার্য্য সে পামরেরে কৈলে নমস্কার ।। বাসুদেব নাম সত্য যার শুদ্ধ জ্ঞান। সেই বন্দনীয় যার হৃদে ভগবান ।। বাসুদেব পদ সদা না করে চিন্তন। ইহাকে প্রণামে কিছু নাহি প্রয়োজন ।। প্রণাম নহিল চিত্তে এই সে কারণে। তার সাক্ষী অপ্রণামে ক্রোধ কৈলা মনে ।। তুমি না চলিহ সেই দুষ্ট দরশনে। আর দুষ্টজনে না করিহ সম্ভাষণে ।। কৌতুকে গেলেম আমি যজ্ঞ দরশনে। আমাকে করিল তিরস্কার লঘুজ্ঞানে ।। তুমি যদি আমার বচন পরিহরি। বাপের মন্দিরে যাহ চিত্তে ক্রোধ করি ।। তবে সতী ফলিব বিষম অপরাধ। এবোল বুঝিয়া রহ না কর বিবাদ ।। শিবজ্ঞান পায়্যা দেবী পড়িলা সঙ্কটে। উৎকণ্ঠা বাড়িল অতি করে ছটফটে ।। পুরে হৈতে বাহির বাহির হৈতে পুর। আইসে যায় সতী দুঃখ মনেতে প্রচুর ।। আঁখি বাহি পড়ে নীর সকম্প শরীরে। মনে জানি শিবেরে না কহিলেন পরে ।। কারে কিছু না কহিয়া ক্রোধ করি মনে। চলিলা বাপের ঘর সজল নয়নে ।। বুঝিয়া দেবীর মন দেব ত্রিলোচন। পাঠাইয়া দেবীর পাশে দিলা নিজ জন ।। ধ্বজ ছত্র রথেতে পতাকা দিল নানা। চামর ঢুলায় অঙ্গে কত ভূতজনা ।। শংখ ভেরী মৃদঙ্গ দুন্দুভি কোলাহল। শত শত সেনা সঙ্গে আনন্দ মঙ্গল ।। দেব দেবী

আসিয়াছে দক্ষের ভবনে। সজ্জাতে জগন্মাতা শোভা করে জিনে॥ উত্তরিলা গিয়া দেবী বাপের মন্দিরে। যথা যজ্ঞে দেবঋষি বেদোচ্চার করে॥ পশু হিংসা বলিদান বিবিধ সংভার। বহু বিধ ধাতু দ্রব্য কাঞ্চনাদি আর॥ সেই যজ্ঞস্থানে দেবী করিলা প্রবেশ। কেহ না আদরে তাতে শিবে ধরি দ্বেষ॥ জগন্মাতা অর্চিতে দেবের হয় মন। না পারিলা দক্ষ পক্ষে অপেক্ষা কারণ॥ বক্রদৃষ্টে চাহে সবে কিছুই না বলে। ভগিনী সকলে আদি সাদরে পূজিলে॥ মায়ে কোলে দিয়া গৃহে আনিল দুহিতা। দিব্যাসনে বসাইয়া হৈলা আনন্দিতা॥ না দেখি শিবের ভাগ যজ্ঞের ভিতরে। ক্রোধ ভাবে মনে দেবী দুঃখিত অন্তরে॥ বাপের দুর্নীত দেখি শিবে অবজ্ঞান। অন্তরে মানিল মাতা অতি অপমান॥ শিব বাক্য সেইকালে হইল স্মরণ। না আইলে ভাল ছিল বুঝিলেম মন॥ শিব শিব এত বড় দেখিয়া দুর্নীতি। বেদজ্ঞ সমাজে হয় এত বিপরীত॥ এসব ব্রাহ্মণে কারে যজ্ঞ ধূম পান। এই অহঙ্কারে করে শিবে অবজ্ঞান॥ ত্রিভুবনে নাহি যার সম অতিশয়। ত্রিজগত গুরু শিব পিতা সর্ব্বময়॥ যারে বৈরি ভাব নাহি এ তিন ভুবনে। হেন শঙ্করের দ্বেষ করে দ্বিজগণে॥ কোন২ দুষ্টজন গুণে দোষ ধরে। সাধুজন দোষে কেহ নিন্দা নাহি করে॥ অসত্য শরীর যেই সত্য করি মানে। হিংসা নিন্দা জীব প্রতি আছে যার মনে॥ কুসঙ্গ করণে যার নাহি ভয় লাজ। সাধু নিন্দা এ কোন বিচিত্র তার কায॥ শিব হেন নাম মাত্র এ দুই অক্ষর। যে উচ্চারে তার হরে পাপ বহুতর॥ শিবনাম কীর্ত্তনে সংসার দুঃখ তরে। হেন শিবে দ্বেষ করে অদ্বিজ পামরে॥ যাঁর [illegible] যোগী চিন্তয়ে ধেয়ানে। যাঁর নাম কীর্ত্তন করয়ে দেবগণে॥ [illegible] শিব পাগল ন্যায় গোবিন্দ ধেয়ানে। সে গোবিন্দ শিবেরে ভাবেন সদা মনে॥ শিব জানে গোবিন্দ গোবিন্দ জানে শিব। কি জানিবে দ্বেষী ভক্তি হীন ছার জীব॥ প্রভু শঙ্করের সনে বাপের বিবাদ। তাহার দুহিতা আমি এহ পরমাদ॥ ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি যাঁর তত্ত্ব নাহি জানে। হেন শিবনিন্দা করে অভক্ত ব্রাহ্মণে॥ জটা ভস্মধারী শিব বাঘছাল পরে। প্রেত ভূত পিশাচ যোগিনী সঙ্গে করে॥ এসব শিবের দোষ দেব নাহি জানে। সবে দোষ জানে এই যজ্ঞের ব্রাহ্মণে॥ মহাজন নিন্দা কথা শুনি নিজ কানে। হাতে কর্ণ চাপিয়া

তেজিব সেই স্থানে ॥ যদি পারে তার জিহ্বা কাটিয়া ফেলিব। নহে বা আপন প্রাণ আগমে ছাড়িব ॥ এথা আসি শিব নিন্দা শুনিল শ্রবণে। যজ্ঞ ভাগী নহে শিব দেখিল নয়নে ॥ হেন দক্ষে হয় মোর উৎপন্ন কায়। এ দেহ রাখিতে মোর আর না জুয়ায় ॥ বেদ বাদ রতি মতি নহে মহাজন। নিজ ধর্ম্মে থাকি করে স্বধর্ম্ম রক্ষণ ॥ প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম বেদ মুখে শুনি। নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম সেহ বেদ বাণী ॥ এক কর্ত্তা দুই কর্ম্মে নহে অধিকারী। জ্ঞান পথে কর্ম্মযোগে ফল নাহি ধরি ॥ এ দেহ ধারণে কিছু ফল নাহি আর। এ দেহে ভজিতে শিব নাহি অধিকার ॥ যার পিতা হেন দক্ষ পাষণ্ড পামর। তার সুতা সম্বন্ধে তেজিব কলেবর ॥ এত ভাবি শিব পদ হৃদয়ে চিন্তিয়া। যোগ বলে নিজ দেহ আগুণ জ্বালিয়া ॥ শরীর পোড়ায় দেবী নিজ কলেবর ॥ তিনলোক মাতা গেলা আপন স্বস্থল। দেখিয়া সকল লোক চমকিত ভেল। হাহাকার করি সবে উঠি দাণ্ডাইল ॥ কেহ বলে মাতাকে কে কৈল অপমান। পাইল অসহ্য দুঃখ করি অনুমান ॥ জগন্মাতা শরীর ছাড়িলা কি কারণ। এই রূপে নানা বাক্য বলে সর্ব্বজন ॥ হেন শঙ্করের সব পারিষদ গণে। দেখিয়া সাক্ষাত সতী দেবীর মরণে ॥ অস্ত্র ধরি চলে যজ্ঞ ভাঙ্গিবার তরে। হেন কালে ভৃগুমুনি ভাবিয়া অন্তরে ॥ যেই যজ্ঞকুণ্ডে হোম কৈলা মুনিবর। কুণ্ড হৈতে ধৃভুগণ উঠিয়া সত্বর ॥ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তেজ দিব্য অস্ত্র ধরে। দুই জনে সংগ্রাম বাজিল ঘোরতরে ॥ শিবগণে ব্রহ্ম তেজ সহিতে না পারি। চৌদিগে পলায় তারা দুঃখ পরিহরি ॥ নারদে কহিল মহাদেবীর নিধন। শীঘ্র গিয়া মহাদেবে কহিল কারণ ॥ শিব যবে শুনিলা দক্ষের অপজ্ঞান। সতী দেবী দেহ তেজি গেল নিজ স্থান ॥ ভয়ে রণ ত্যজিয়া পলায় নিজগণ। সতী দেহ ত্যাগ খেদে হৈলা কম্পমান ॥ দক্ষে ক্রোধ করি শিব উঠিলা সত্বর। দন্তে দন্ত পিসিয়া ছিণ্ডিল জটাভার ॥ তড়িত বরণ জটা দেখি ভয়ঙ্কর। তাহা হৈতে উঠিলা পুরুষ ঘোরতর ॥ শির পরশিল গিয়া গগণ বিবর। তিন গোটা নয়ন মধ্যাহ্ন দিবাকর ॥ জ্বলন্ত অনল যেন বিকট দশন ॥ বিশাল সহস্র ভুজ ঘোর দরশন ॥ নানা অস্ত্র ধার সঙ্গ মুণ্ডমালা গলে। শিরে কর ধরিয়া শিবের অগ্রে বলে ॥ আজ্ঞা কর কি নাথ করিব নিপাতন। ভ্রুক্ষেপে ভাঙ্গিতে পারি ব্র-

ভাণ্ড রচন ।। মহাদেব বলে শুন আমার বচন । একাকে ব্রহ্মাণ্ড না করিব নিপাতন ।। সগণে মারিয়া আইস দক্ষ দুরাচার । যজ্ঞ ভঙ্গ কর তার কুলের সংহার ।। গণের প্রধান তুমি মোর অংশধর । অক্রোধেতে ব্রহ্মাণ্ড সংহার নাহি কর ।। বীর বলে অল্প কার্য্যে করিলে স্মরণ । যে আজ্ঞা করহ সেই করিব এখন ।। আজ্ঞা শিরে ধরিয়া পুরুষ ঘোরতর । প্রণমিয়া শীঘ্র চলে মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর ।। রুদ্র পারিষদ বহু ধায় তার পাছে । মহা রব শুনি দেব কম্পিত ত্রাসে ।। দেখিয়া উত্তরে ঘোর ধুলা অন্ধকার । দক্ষপুরে উঠিলা শবদ হাহাকার ।। ভয়ে কম্পমানদক্ষ আর বিপ্রগণ। আকাশে উঠিয়া ধুলা উড়ে কি কারণ । নাহি ঝড় উৎপাত মহা দুষ্ট ভয় । অরাজক নাহি যেন দেখিয়ে প্রলয় ।। বিনা দোষে কৈল দক্ষ সতী অনাদর । পরমাদ কলে হেন দেখি যে সত্বর ।। অন্তকালে যে শিব মেলিয়া জটাভার । দিগ্গজ বান্ধিয়া শূলে করয়ে সংহার ।। যার কোপানলেতে ব্রহ্মাণ্ড কোটি দহে । কেনে দক্ষ বিবাদ বাড়াইলা তার সহে ।। তিঁহ মহা মহেশ্বর তুমি ক্ষুদ্র জীবন । তেঁহো বিনাশিলে রাখে আছে কোন জন ।। নীচ হৈয়া যেই উচ্চ জন সনে বাদে । বিনা অপরাধে শেষ পড়য়ে প্রমাদে ।। এই রূপে বোলাবুলি করে সর্ব্বজন । হেনকালে আসিয়া বেড়িল রুদ্রগণ ।। কেহ ঘর ভাঙ্গে কেহ প্রাচীর দুয়ার । কেহ যজ্ঞ সভা ভাঙ্গে রন্ধন আগার ।। যজ্ঞকুণ্ড ভাঙ্গে কেহ আগুণি নিভায় । কেহ যজ্ঞপাত্র ঘট টানিয়া ফেলায় ।। কুণ্ডের উপরে কেহ ছাড়ে মল মূত্র । দ্বিজগণে বান্ধে কেহ ছিণ্ডে যজ্ঞসূত্র ।। কেহ নারীগণ ধরি করে বিড়ম্বন । কেহ আনেবান্ধি পুরোহিত মুনিগণ ।। দেবগণ পলায় বান্ধিয়া কারে আনে । মুনিগণ পলাইতে বান্ধিল যতনে ।। দক্ষমার দক্ষমার বলে সেনাগণ । পলাইতে দক্ষেরে বেড়িল রুদ্রগণ ।। বীরভদ্র ক্রোধে বাঁধে দক্ষপ্রজাপতি । বান্ধিয়া করয়ে নানা প্রহার দুর্গতি ।। নন্দীশ্বর ভবদেবে বান্ধিল নির্যাসে । যে দিকে যে পায় ধায় পলায় তরাসে ।। কারে মারে কারে বান্ধে করে লণ্ড ভণ্ড । শিব দ্বেষী জানি করে সমুচিত দণ্ড ।। যে দাড়ী দেখায়ে ভৃগু হাসিল তখন । সে দাড়ী মুড়ায় ছিণ্ডি করে বিড়ম্বন ।। যে দন্ত দেখায়ে পূষা পূর্ব্বে হাসিল । ভূমে পাড়ি ফেলি সেই দন্ত উপাড়িল ।। অবদেব যে আঁখি দেখায়ে কৈলঠার । ভূমে ফেলাইয়া আঁখি উপাড়িল তার ।। ভূমেতে

পাড়িয়া সক্ষেধরিলা হাথিয়া । অস্ত্রশাণখড়্গে মাথা ফেলিল কাটিয়া । কাটা মাথা যোড়া লাগে চিন্তিতে শঙ্কর । সংগোপনে যোগ চিন্তে মনের ভিতর ॥ কাটিলে দক্ষের মুণ্ড লাগে যোগ বলে । দক্ষ পক্ষে সাধু সাধু বলয়ে সকলে ॥ তবে শির কাটি ফেলে যজ্ঞ হুতাশনে । হাহাকার শবদ উঠিলা দক্ষগণে ॥ দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ হৈল দক্ষের মরণ । প্রাণ লয়ে সুরপুরে গেলা সুরগণ ॥ শূল গদা পাশ য়ে মুষল মুদ্গরে । ছিন্ন ভিন্ন হয়ে দেব পলাইল ডরে ॥ ব্রহ্মারে জানায় গিয়া করিয়া প্রণাম । শুনিয়া বিরিঞ্চি দেব গেলা বিষ্ণুধাম ॥ নারায়ণ স্থানে গিয়া কৈল নিবেদন ॥ শুনিয়া গোবিন্দচন্দ্র বলিলা বচন ॥ মহাজন অপরাধে নাহিক কল্যাণ । তুমি সবে মহাদেবে কৈল অবজ্ঞান ॥ ত্রিজগত নাথ শিব মহা মহেশর । তাঁরে দ্বেষ ত্রিলোকের না দেখি নিস্তার ॥ সবে মেলি কর গিয়া শিব আরাধন । সুর বাক্যে মহাদেব হইব প্রসন্ন ॥ শরণ লইলে মাত্র করিব প্রসাদ । প্রসন্ন হইলে শিব খণ্ডিবে প্রমাদ ॥ যাঁর স্থানে অপরাধ তেঁহ বিনা আর । খণ্ডাইতে নারে কেহ জানিবা নি-স্তার ॥ একে প্রিয়া হীন তাতে অপ্রসন্ন মন । যে দেবীর দেহ ত্যাগে দুঃখি ত্রিভুবন ॥ যাহা লয়ে আমার সকল প্রয়োজন । সেই দ্বারে করি আমি জগত মোহন ॥ যেই হর সকল স্বসুখ পরিহরি । আমা ধ্যানে রহে সদা আপনা পাসরি ॥ আমি নারায়ণ যার তত্ত্ব নাহি জানি । ব্রহ্মা নাহি জানে তত্ত্ব কিবা সুর মুনি ॥ হেন দেব মহাদেব দয়াল হৃদয় । শরণ লইলে কৃপা করিব নিশ্চয় ॥ এতেক ভাবিয়া হরি লয়্যা সুরগণ । ব্রহ্মা আদি দেব লয়ে চলে নারায়ণ ॥ কৈলাস শিখরে যায় শঙ্করের স্থান । আপনে চলিলা তথা প্রভু ভগবান ॥ গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ অপসর বেষ্টিত । মণিময় দীপ্ত শৃঙ্গ দেখি সুশোভিত । নানা ক্রম পুষ্পলতা ভ্রমর ঝঙ্কার । নানা মণিময় পথে সোপান সংস্কার ॥ সিদ্ধগণ সঙ্গে সিদ্ধা বধু বিহরণ । মধুর সুস্বরে গান মধুর ভাষণ ॥ বিবিধ বিহঙ্গ খগ মৃগ বিরাজিত । পারিজাত সুক্রম মন্দার সুশোভিত ॥ শাল তাল তমালাদি চুত কোবিদার । নাগ পুন্নাগ আদি নিম্ব কুন্দাদি পিয়াল ॥ মাধব মালতী জাতি মল্লিকা মণ্ডিত । রাজ পুষ্প পারিজাত পুর বিরাজিত ॥ কুন্দ বক নীপেতে ঝঙ্কারে ভৃঙ্গকুল । ভুর্য্য মর্য্য কুজবট কদম্ব সংকুল ॥ কুমুদ কহ্লার

শ্বেতবর্ণ উৎপল। দিঘী সরোবর যুক্ত বিবিধ কমল।। ধূপ [illegible] তরু সুমত্ত মাতঙ্গ। সুরভি মহীষ খর দেখিতে সুরঙ্গ।। পূর্ণ নদী পূর্ণ তরুপূর্ণ উপবন। দেখিয়া বিস্মিত হৈল সুর সিদ্ধগণ।। শিবের অলকা পুরী কৈলাস পর্ব্বত। দেবগণ দেখিয়া হইয়া হরষিত।। সুগন্ধি পবন বহে সুমন্দ মৃদুল। শুক পিক বিহগ সুনাদ ভৃঙ্গকুল।। কুসুমিত ক্রম জাল পূর্ণ লতাবলি। সুর বধূগণ তাতে নিত্য করে কেলী।। বিচিত্র রচিত দিব্য দেখি সরোবর। কুসুম আমদে স্নিগ্ধ শোভে মনোহর।। তার মাঝে এক আছে বট তরুবর। চৌদিকে বেড়িয়া আছে গন্ধর্ব্ব কিন্নর।। উপাসনা করে সিদ্ধ মুনি যোগেশ্বর। সনক নারদ আদি মহামুনিবর।। দেবগণ দেখিয়া শঙ্কর যোগেশ্বর। দাণ্ডাইলা যোড় হাতে শিবের গোচর।। প্রণাম করিল দেব শিবের চরণে। স্তুতি করে সুরগণ হরষিত মনে।। স্তুতি করে নারায়ণ ব্রহ্মা সুরপতি। দেবগণ স্তুতি করে শিবগত মতি।। তুষ্ট হয়ে মহাদেব বলয়ে বচন। কি কার্য্যে হইল সবাকার আগমন।। আপনে আইলা কেন প্রভু নারায়ণ। করিব অবশ্য তাহা কহ দেবগণ।। আজি মোর ধন্য হৈল কৈলাস শিখর। যাঁরে ধ্যান করি তিঁহো হইলা গোচর।। সতী দেহ ত্যাগ দুঃখ হইল মোচন। সাক্ষাতে দেখিল যাতে প্রভু নারায়ণ।। শিবের বচন শুনি সুরগণ মেলি। বরমাগে দেবগণ হয়ে কৃতাঞ্জলি।। তোমারে করিল দ্বেষ দক্ষ দুষ্টমতি। পাইল তাহার শাস্তি অনেক দুর্গতি।। জগমাতা দেহ ত্যাগ কৈলা তথা গিয়া। কি কহিব সবার বিদীর্ণ তাতে হিয়া।। কি কহিব দক্ষের অখণ্ড অপরাধ। ক্ষুদ্র হয়ে করে ঈশ্বরের সনে বাদ।। আর কারো সাধ্য নহে তারে বাঁচাইতে। করহ সবারে রক্ষা ক্ষমা দেহ চিত্তে।। যজ্ঞ রক্ষা কর দেহ দক্ষ প্রাণ দান। জিয়াও দেবতাগণ হয়ে দয়াবান।। যজ্ঞ ভাগ তোমারে না দিল দ্বিজগণে। সে যজ্ঞেতে তন্ত্র আর বহিবে কেমনে।। দোষ ক্ষমি দ্বিজগণে রাখ এই বার। দুই অক্ষি দিয়া ভগ কর প্রতিকার।। ভৃগুর উঠুক দাড়ি পুনর দশন। প্রাণ দান দিয়া দেব কর বিমোচন।। যজ্ঞভাগ পূর্ব্ববৎ রহিব তোমার। যজ্ঞ রক্ষা করি কর দক্ষের উদ্ধার।। দেবের বচন শুনি হর মহেশ্বর। তুষ্ট হয়ে মহাদেব কহিলেন উত্তর।। দক্ষ আদি দেবগণ বালক সমান। দেব মায়া মোহিত সে মূর্খ অগেয়ান।। অন্যের কাকথা মোহ হয় দেবতার। শাস্ত্র পড়িয়াছে [illegible]

না বুঝয়ে সার ॥ বেদ পড়ে দ্বিজগণ যজ্ঞেতে আসিয়া। না করে তোমার পূজা দক্ষ পক্ষ হৈয়া ॥ মায়ামুগ্ধ জনে কি করিব দোষ ধরি। দোষ নিবারণ হেতু ক্ষণে দণ্ড করি ॥ ছাগ মুখ হয়ে দক্ষ বাঁচুক সত্বর। মিত্রের লোচনে ভগ দিলা এই বর ॥ হইব পুসার দন্ত ভক্ষিব পিঠালি। কাটা অঙ্গে জিয়ে যেন সে দেব সকলি ॥ ছাগলের দাড়ী যেন ভৃগুমুনি ধরে। এই বর দিল দেব বলহ সত্বরে ॥ শিবের বচন শুনি সর্ব্ব দেবগণ। শিবাজ্ঞা পালন হেতু গেলা যজ্ঞ স্থান ॥ ছাগলের মুণ্ড দিলা দক্ষ স্কন্ধোপরি। জিয়াইয়া তোলে দক্ষে অভিষেক করি ॥ তবে দক্ষ উঠিয়া চিন্তিল নিজ মনে। শিবতত্ত্ব মোরে না কহিলা দেবগণে ॥ আমার সন্তোষ হেতু স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া। কেনে যজ্ঞ কৈল শিব ভাগ উপেক্ষিয়া ॥ শিব দ্বেষে রোষেণ আপনে নারায়ণ। নাহি হয় কভু কৃষ্ণের কৃপার ভাজন ॥ শিবের সন্তোষ মুঞি করিব কেমনে। শিব কবে করুণা করিব নিজগুণে ॥ অনন্ত মহিমা জানি কম্পিত অন্তরে। স্তুতি ভক্তি করিয়া তুষিল মহেশ্বরে ॥ পুনঃ যজ্ঞস্থান রচে ব্রহ্মার বচনে। তবে যজ্ঞ আরম্ভিল যত দেবগণে ॥ যজ্ঞ স্থানে শিবার্চ্চন করিলা যখন। কুণ্ড হৈতে আপনে উঠিলা নারায়ণ ॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীবৎস লাঞ্ছন। তেজে দীপ্ত কৈলা যজ্ঞ স্থানাদি সকল ॥ মুকুট কুণ্ডল হার হেম অলঙ্কার। আপনে আসিয়া কৃষ্ণ কৈলা অবতার ॥ ব্রহ্মাদি দেবতাগণ কৈল নানা স্তুতি। তুষ্ট হয়ে বর দিয়া গেল সুরপতি ॥ রুদ্রে ভাগ দিয়া ব্রহ্মা যজ্ঞ পূর্ণ কৈল। অহঙ্কার স্বসুখ নিমিত্ত এত হৈল ॥ অতএব দেব দ্বিজ বৈষ্ণব নিন্দন। যেই করে তার হরে ভক্তি মহাধন ॥ দক্ষ যজ্ঞ ভঙ্গ কথা সংক্ষেপে কহিল। নিন্দা হিংসা অহৈতুকী ফল জানাইল ॥ ধন্য পুণ্য পাপ হর পরম পবিত্র। কৃষ্ণগুণ সুমঙ্গল শঙ্কর চরিত্র ॥ যে শুনে শুনায় দুরিতরাশী হরে। অন্তকালে তনু ত্যজিবার বিষ্ণুপুরে ॥ যাঁর শিরোমণি গুরু গদাধর জান। ভাগবত আচার্য্যের মধু রস গান ॥

পয়ার। তবে আর কহিয়ে বিদুর মতিমান। এক চিত্ত হয়ে তুমি কর প্রণিধান ॥ স্বায়ম্ভুব মনুর যে দুই পুত্র শ্রেষ্ঠ। কনিষ্ঠ উত্তানপাদ প্রিয়ব্রত জ্যেষ্ঠ ॥ উত্তানপাদের দুই আছিল বনিতা। সুনীতি সুরুচি নাম জগতে বিদিতা ॥ সুনীতি যাহার নাম সে হয় দুর্ভাগা। সুরুচি সুন্দরী হয় রাজার সৌভাগা ॥ সুরুচি দেবীর হৈল উত্তম কু-

যায়। সুনীতির পুত্র ধ্রুব বিদিত সংসার॥ এক দিন রাজ সিংহ বসি সিংহাসনে। উত্তমেরে কোলে করি বসিলা আসনে॥ হেনকালে ধ্রুব গেলা পিতা সন্নিধানে। ইচ্ছা হৈল উঠিতে পিতার সিংহাসনে॥ তথ দিয়া সুরুচি দেবী বলে রে কুমার। রাজাসনে বসিবা এতেক অহঙ্কার॥ আমার উদরে তোর নহিল জনম। নাহি কর যজ্ঞ তপ কৃষ্ণ আরাধন॥ কি গৌরবে ইচ্ছা কর এত বড় পদে। এত ভাগ্য নাহি কর চল নিঃশবদে॥ এ বোল শুনিয়া রাজা কৈল হেট মাথা। বনিতারে কহিতে না পারি পাইল ব্যথা॥ এতেক বচন শুনি ধ্রুব মতি-মান। কান্দিতে কান্দিতে গেলা মাতৃ বিদ্যমান॥ বাছা বাছা বলি ধায়া আইল জননী। কেনে বাছা কান্দিহ চক্ষেতে পড়ে পানী॥ কি কারণে কান্দ পুত্র কে বলিল মন্দ। তোমা সনে কার বা বালকে কৈল দ্বন্দ্ব॥ তবে ধ্রুব কহিল সকল বিবরণ। যে বলিল সতমায়ে বিরুদ্ধ বচন॥ শুনিয়া দুঃখিত হৈলা ধ্রুবের জননী। পুত্রে সান্ত্বাইয়া তবে বলিছেন বাণী॥ সত্য সত্য সতমাতা বলিল তোমারে। পুণ্য হৈলে নহে বাপু কোন অধিকারে॥ ভকত বৎসল হরি সর্ব্ব ফল দাতা। অখিল জগত গুরু সর্ব্বলোক পিতা॥ মুক্তলোক চিন্তে যার চরণ উদ্দেশে। তাঁহার শরণ লহ করিল বিশেষে॥ লক্ষ্মী যাঁর পদ সেবে শ্রীবৈকুণ্ঠধাম। কামনা করিয়া পুজে সেবে অবিরাম॥ ব্রহ্মাদি দেব যাঁর চিন্তয়ে চরণ। হেন লক্ষ্মী করে যাঁর চরণ সেবন॥ উচ্চ পদে যদি বাঞ্ছা আছয়ে তোমার। দুই কানে যদি ভাল বাঞ্ছ আপনার॥ তবে কৃষ্ণ পাদপদ্ম কর আরাধন। ত্রৈলোক্য বন্দিত পদ দেব নারায়ণ॥ যার পদ সেবি ব্রহ্মা পাইল ব্রহ্মত্ব। যাঁহার চরণ শিব ধ্যায়েন সতত॥ সে হরি চরণে পুত্র করহ ভকতি। জগত বন্দিত পদ পাবে দিব্য গতি॥ যাঁহার ভকত জন দুরন্ত সংসারে। ভব বন্ধ মুক্ত করি উদ্ধারিতে পারে॥ ধ্রুব মহামতি শুনি এতেক বচন। অল্পে অল্পে কৈলা চিত্তে ক্রোধ নিবারণ॥ মায়েরে প্রণাম করি চলিলেন বন। কৃষ্ণভক্ত তার মাতা না কৈল বারণ॥ হাহা কৃষ্ণ বলি কান্দি করিলা গমন। নারদ আসিয়া পথে দিলা দরশন॥ আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন তপোধন। রাজপুত্র হয়ে বনে যাহ কি কা-রণে॥ পঞ্চবৎসরের তুমি রাজার কুমার। মান অপমান কিবা তোমার বিচার॥ খেলার বালক তুমি সুখে খেলা কর। মান করি যাহ

তুমি বনের ভিতর ।। মান অপমান কর্ত্তা সবে নারায়ণ । না বুঝি অন্যেরে ক্রোধ করে অকারণ ।। মায়ে উপদেশ দিল ভজিতে শ্রীহরি। তোমার শক্তিতে তাঁরে ভজিতে না পারি ।। অনেক জন্মাবধি মহামুনিগণে। চিন্তিতে না পায় যাঁর চরণ সন্ধানে ।। তপ যোগ সমাধি করিয়া অনুক্ষণ। যোগেন্দ্র সকল যাঁর না দেখে চরণ একে শিশু আর তুমি রাজার কুমার। সে প্রভু ভজিতে কিবা শকতি তোমার ।। এতেক বলিল যদি মুনি যোগেশ্বর। প্রণাম করিয়া ধ্রুব দিলেন উত্তর ।। তোমার সহিত যাতে হৈল দরশন। নিশ্চয় জানিল ইথে শ্রীহরি প্রসন্ন ।। যে কিছু কহিলে মোরে সব হিতবাণী। যাতে তোমা দরশন পাইনু এখনি ।। মরমে ভেদিল সত্য মায়ের বচন। করিতে না পারিলাম চিত্ত সমাধান ।। সেই সব হৈল মোর হিত উপদেশ। তব দরশন কৃপা এ অতি বিশেষ ।। দেবেন্দ্র মুনীন্দ্র সদা যাঁরে ভাবে মনে। হেন পদ পাইব বুঝিল আমি ধ্যানে ।। কোন তপ করিলে সে চরণ মিলয়। হেন উপদেশ মোরে কর মহাশয় ।। ধ্রুবের বচন শুনি মুনির প্রধান। ধন্যং করি ধ্রুবে করিলা বাখান ।। সর্ব্বভাবে লহ বৎস গোবিন্দ স্মরণ। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যাতে তুচ্ছমন ।। ভজিলে সে হরি পারে দিতে আপনারে। উচ্চপদ দিব কোন বস্তু জ্ঞান তারে ।। সত্য উপদেশ কৈলা তোমার জননী। ভকতবৎসল হরি পাবে চক্রপাণি ।। যমুনা পুলিনে পুণ্য আছে মধুবন। চল তথা গিয়া কর শ্রীহরি ভজন ।। ত্রিকাল করিয়া স্নান যমুনার জলে। ত্রিকাল পূজিহ হরি দিয়া ফল ফুলে ।। ধূপ দীপ নৈবেদ্য বিবিধ উপহার। বিবিধ বিধানে পূজ দিনে তিনবার ।। ভূতশুদ্ধি করি পদ করিহ শোধন। স্থির হয়ে বসিয়া করিহ শুদ্ধাসন ।। পূজিহ গোবিন্দ রূপ করিহ চিন্তন। নবঘন শ্যাম তনু রাজীব লোচন ।। ময়ূরচন্দ্রিকা চারু কুটিল কুন্তল। ললিত অলকাবলী বিলোল কপোল গণ্ডযুগে বিলসিত মকর কুণ্ডল। ইন্দু কোটি বিরাজিত বদনমণ্ডল ।। হার বিরাজিত গলে বনমালা উরে। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে ।। ত্রিভঙ্গিম রূপ কটিতটে পীতবাস। নখ মণিগণ জিনি চন্দ্র পরকাশ ।। মঞ্জীর রঞ্জিত চারু চরণপঙ্কজে। কেয়ূর কঙ্কণ চারু ভুজে সুবিরাজে ।। সুরেন্দ্র মুনীন্দ্রবৃন্দ করয়ে স্তবন। শঙ্কর বিরিঞ্চি

করে চরণ বন্দন ॥ এরূপ চিন্তিয়া তুমি ভজ হৃষীকেশ। কহি যে তোমারে মহামন্ত্র উপদেশ॥ দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র সর্ব্ব মন্ত্র সার। কহিল তোমারে মন্ত্র করিয়া উদ্ধার॥ সাত দিন এই মন্ত্র জপ নিরন্তর। সর্ব্বত্রে মঙ্গল সর্ব্ব সিদ্ধ হয় তার॥ মন্ত্র লয়ে বনে কৃষ্ণ পুজ নিরন্তর। ত্রৈলোক্য বন্দিত পদ দেব গদাধর॥ মন্ত্র উপদেশ পায়ে রাজার কুমার। মুনির চরণে ধ্রুব কৈলা নমস্কার॥ গুরুকৃপা আর প্রাপ্তি উৎকণ্ঠা ক্রন্দন। প্রদক্ষিণ করিয়া চলিলা মধুবন॥ নারদ চলিয়া আইলা রাজবিদ্যমানে। বিশেষ কহিয়া সবে সান্ত্বিবার মনে দেখিয়া উত্তানপাদ পুজিলা বিধানে। শিরে করি আনিয়া বসান দিব্যাসনে॥ পুছিলা রাজারে তবে মুনি যোগেশ্বর। বিষাদ করিছ কেন হয়ে নৃপবরে॥ রাজা হয়ে কেন তুমি হও বিমরিষ। কি কারণে না দেখিয়েহৃদয় হরিষ॥ অকণ্টক দেখিতোমার রাজ্যঅধিকার তোমার প্রচণ্ড দণ্ড ফিরয়ে সংসার॥ আজ্ঞা লংঘন কার্য্য না দেখি অধর্ম্ম। তুমিহ না করিতে পারহ কোন কর্ম্ম॥ তবে কেন কর তুমি সামান্য বিষাদ। রাজেন্দ্র হইয়া শোক এবড় প্রমাদ॥ শুনিয়া উত্তানপাদ মুনির বচন। নিজ মনোদুঃখ যে করিল নিবেদন॥ দুগ্ধের বালক মোর গেল বনবাসে। কেহ না রাখিল ধ্রুবে মোর কর্ম্ম দোষে॥ বিমাতা ভৎর্সিল তারে মোর বিদ্যমানে। আমি তারে কিছু না বলিল পাপহীনে॥ স্ত্রীজিত হইনু আমি অধম দুরাচার। স্ত্রীর ভয়ে উপেক্ষিল স্তন্যকুমার॥ বনে ভয়পায়ে যদি বালক ডরায় সিংহে যদি মারে কিবা ব্যাঘ্রে ধরি খায়॥ ক্রোধে যদি ধ্রুব মোর যায় দূরদেশে। চাহিয়া ফিরিতে যদি না পায় উদ্দেশে॥ তবে কি করিব কহ নারদ গোসাঞি। স্ত্রীবশ পুরুষ মোর সম কেহ নাই॥ রাজার বচন তবে শুনি মুনিবর। ভবিষ্য কহিয়া সান্ত করেন উত্তর কৃষ্ণ আরাধিবে ধ্রুব তোমার কুমার। তোমার ত্রিকোটি কুল করিবে উদ্ধার॥ কৃষ্ণের শরণ লৈলে নাহি কালভয়। ভক্ত দেখি ব্যাঘ্র আদি অহিংসক হয়॥ ত্রিজগতে তব যশ করিব বিস্তার। সবে হবে এদুস্তর ভবসিন্ধু পার॥ অন্যে২ যে পদ পাইতে বাঞ্ছা করে। ধ্রুব পদ পাইবে তসবার উপরে॥ চিন্তা পরিহর তুমি শুন মহারাজ। নিকটে আসিব ধ্রুব সাধি সর্ব্ব কায॥ বহু ভাগ্য কৃষ্ণভক্ত হয় সুসন্তান। তাহাতে বিমর্ষ হয় মায়িক অজ্ঞান॥ সান্ত্বাইয়া নৃপতিরে

নারদ চলিল। ধ্রুব গিয়া পুণ্য মধুবনে প্রবেশিল ।। তীর্থজলে স্নান করি কৈলা উপবাস। পরদিনে কৃষ্ণসেবা করিলা প্রকাশ।। নারদের উপদেশ বিধি অনুসারে। কৃষ্ণ আরাধন ধ্রুব কৈল নিরন্তরে।। তিন দিন পরে ধ্রুব করেন পারণ। কেবল বদরি ফলে দেহের ধারণ।। এক মাস এই মত প্রকার করিল। ছয় রাত্রি উপবাস দ্বিমাস পড়িল পারণা দিবসে মাত্র করেন ভক্ষণ। তদন্তরে তিন মাস হৈল আর তৃণ ।। নবরাত্রি লংঘন পারণ জলপান। যোগবলে কেবল ধরয়ে দেহে প্রাণ ।। চারি মাসে দ্বাদশ উপবাস মাত্র করি। বায়ুপানে প্রাণ রাখে সর্ব্ব পরিহরি ।। পাচ মাসে অনাহার পবন রোধন। হৃদয় পঙ্কজে আরোপিল নারায়ণ।। স্তম্ভিয়া রাখিল বায়ু যে নবম দুয়ার। নিশ্চলে রহিল যেন পর্ব্বত আকার ।। মন আরোপিয়া ধ্রুব কেশব চরণে। বাহ্য পাসরিল ধ্রুব কেবল ধেয়ানে।। এক পদ পরশিয়া রহে ক্ষিতিতল। পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল ।। নগ নাগ দশদিক কম্পিত সকল। পাতালে প্রবেশে হেন দেখি ক্ষিতি তল।। পবন রুধিল যবে আপন শরীরে। তিনলোক নিরুশ্বাস হৈলা সুরাসুরে।। তবে তার তপ যোগ দেখিয়া বিদিত। ইন্দ্র আদি দেব গণ হৈলা চমকিত ।। ভয়ে গিয়া কৃষ্ণপদে লইল শরণ। ইন্দ্রপদ লবে ভাবি বিবিধ স্তবন।। তবে হরি সাক্ষাৎ দিলেন দরশনে। দেব গণে আশ্বাসিলা সন্তোষ বচনে ।। বৈরিভাবে নাহি করে ধ্রুব মহামতি। পরম বৈষ্ণব মাত্র সাধয়ে ভকতি।। এবে উচ্চপদ আর নাহি তার মন। মন মাত্র আছে তার দেখিব চরণ।। ভয় পরিহরি দেব চল নিজ স্থানে। রহিতে নারিল যাই ধ্রুব সম্ভাষণে ।। দেবগণে অভয় করিয়া ভগবান। সেইক্ষণে আইলা কৃষ্ণ ধ্রুব বিদ্যমান।। দিব্যরূপ কৃষ্ণ ধ্রুব দেখিয়া সম্মুখে। বাহ্য অভ্যান্তর পাসরিল প্রেম সুখে ।। নমোঽ নারায়ণ নমঃ জগন্নাথ। নানা স্তব করি ধ্রুব করে প্রণিপাত ।। ভুমিতে পড়িয়া ধ্রুব হৈলা অচেতনে। শিথিল সকল অঙ্গ বাহ্য নাহি মানে।। দেখিয়া ধ্রুবের ভাব প্রভু দামোদর। শির পরশিলা কৃষ্ণ দিয়া নিজ কর।। তবে ধ্রুব পাইল বুদ্ধি বল চমৎকার উঠিয়া করয়ে স্তুতি রাজার কুমার ।। কত শত স্তুতি কাকুর্ব্বাদ দণ্ড নতি। কত ভাবে কত স্তব কতবা ভকতি।। তবে তুষ্ট হয়ে বর দিলা ভগবান। জগত বন্দিত তুমি লহ দিব্যধাম।। ধ্রুবলোক চল ভুমি

সবার উপরে। লক্ষ্মী সহ তথা গিয়া রহিব গোচরে ॥ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ গণ নক্ষত্র করণ। তারা সবে তোমা বেড়ি করিব স্তবন ॥ মুনিগণ বেড়িয়া করিব স্তুতিবাদ। গন্ধর্ব্ব কিন্নর গণ স্তবিবে সাক্ষাত ॥ এথা রহি ছত্রিশ সহস্র বর্ষাবধি। রাজ্যভোগ করিয়া মিলিব সর্ব্ব সিদ্ধি ॥ মহা যজ্ঞ করি আমা ভজি কুতূহলে। তবে তুমি ধ্রুবলোক পাবে অন্তকালে ॥ এতেক বচন বলি প্রভু ভগবান। ধ্রুবের সাক্ষাতে কৃষ্ণ হৈলা অন্তর্ধান ॥ তবে ধ্রুব উদ্দেশে করিয়া নমস্কার। কৃষ্ণ বিনা ধ্রুব মানে সকলি অসার। রাজ্য করিবারে আজ্ঞা করিলা আমারে। কি করিব কৃষ্ণ আজ্ঞা নারি লংঘিবারে ॥ যত দিন সাক্ষাত না পাই দরশন। তত দিন রাজ্য ধন সব অকারণ ॥ পূর্ব্বের কল্পনা দোষে হেন হৈল মোরে। কবে বা হইব কৃষ্ণ এ নেত্র গোচরে ॥ কৃষ্ণ রূপ জাগে সদা হৃদয় মাঝার। নিজ পুরে চলে তবে রাজার কুমার ॥ উত্তরিলা ধ্রুব যবে রাজ্য সন্নিধানে। শীঘ্র গিয়া রাজারে জানায় এক জনে ॥ নৃপতি তাহারে দিলা রাজ আভরণ। হেন কি হইব রাজা ভাবে মনে মন ॥ নারদ কহিল গিয়া নিশ্চয় বচন. ধ্রুবের জননী আদি মহাহর্ষ মন ॥ পশ্চাতে বা কত জন শুভ বার্ত্তা লয়্যা। রাজপুরে কহিতে আইল সবে ধায়্যা ॥ তা সবারে দিয়া তবে বস্ত্র আভরণ। ধ্রুব অনুব্রজিয়া আনিতে আগমন ॥ কুলের প্রবীণ যত আছে বৃদ্ধগণ। কুল পুরোহিত আদি যতেক ব্রাহ্মণ ॥ পাত্র মিত্র সামন্ত অমাত্য মন্ত্রিগণ। চলিলা রাজার সঙ্গে যত পুর জন ॥ ময়মত্ত গজরাজ করি আগুয়ান। লক্ষ লক্ষ ঘোড়া সৈন্য চলে যে যোগান ॥ অযুত অযুত রথ শত শত সেনা। নানা বর্ণে পতাকা বিবিধ ছত্র বানা ॥ যথা যোগ্য বাহন বিবিধ বাদ্য সনে। চলিলা ধ্রুবের মাতা হরষিত মনে ॥ উত্তমের জননী উত্তম পুত্র সঙ্গে। আবরণে সংবাহনে চলিলেন রঙ্গে ॥ বিবিধ বাজনা সেনা করি সমিভ্যারে। চলিলা নৃপতিসিংহ পুত্র আগুসারে ॥ কত দূর গিয়া পাইল পুত্র দরশন। দণ্ডবৎ হৈলা ধ্রুব পিতার চরণ ॥ কোলে লয়ে রাজা করে সঘনে চুম্বন। অন্ধেতে পাইল যেন দুইটি নয়ন ॥ মায়ের চরণ তবে করিয়া বন্দন। দণ্ডবৎ হৈল তবে বিমাতা চরণ ॥ উত্তমের সহ তবে কৈলা কোলাকুলি। বিনয় বচনে সবাকার সঙ্গে মিলি ॥ পুনঃ রাজা তুলিয়া লইলা পুত্র কোলে। ভুবন ভরিল জয়

হরি হরিবোলে ॥ পুত্র কোলে লয়ে রাজা আপনা পাসরে। ভিজিল সকল অঙ্গ নয়নের নীরে ॥ বিমাতা কোলেতে লয়ে কৈলা আশীর্ব্বাদ চিরজীবী হও বলি মাথে দিল হাত ॥ মায়ে পুনঃ কোলে লয়্যা আনন্দ ক্রন্দন। আশীর্ব্বাদ কৈল যত দ্বিজ গুরুগণ ॥ রথে তুলি পুত্র লঞা রাজা আইলা পুরী। পুষ্পাবরিষণ কৈলা যত পুরনারী ॥ পুরাণ তণ্ডুল ফল ফুল বরিষণ। পুরে পুরে কৈল যত পুরনারীগণ ॥ পুত্র কোলে নৃপতি বসিলা রঙ্গস্থলে। বহু বাদ্য গীত নৃত্য আনন্দ মঙ্গলে। এই রূপে গৃহেতে রহিলা কতকাল। তবে বিভা করি ধ্রুব হৈলা মহীপাল ॥ শিশুমার নামে ছিল এক প্রজাপতি। তার কন্যা বিভা কৈল ভূমি নামে সতী ॥ ধ্রুবে রাজা করিয়া স্থাপিল রাজা-সনে। আপনে উত্তানপাদ গেলা তপোবনে ॥ যোগে দেহ ছাড়ি রাজা গেলা স্বর্গবাসে। সুখে রাজ্য করে ধ্রুব কৃষ্ণ উপদেশে ॥ মৃগয়া করিতে বনে উত্তম চলিল। তথাই গন্ধর্ব্ব বনে বেড়িয়া মারিল ॥ পুত্রশোক তার মাতা সহিতা না করে। প্রবেশি অগ্নিতে শোকে ছাড়ে কলেবরে ॥ শুনিয়া ধ্রুবে ক্রোধ হইল অতিশয়। রাজসৈন্য সাজি যুদ্ধে করিলা বিজয় ॥ গন্ধর্ব্ব গণের সহ করিয়া সমর। কোটিং গন্ধর্ব্ব কাটিল বীরবর ॥ গন্ধর্ব্বের সৃষ্টিনাশ হয় হেন কালে। স্বয়ম্ভুব মনু আইল সেই রণস্থলে ॥ পরম বৈষ্ণব বৎস তুমি মহাশয়। প্রাণী বধ তোমার উচিত নাহি হয় ॥ গন্ধর্ব্বের সৃষ্টিনাশ এ নহে উচিত। ভক্তজনে হেন না করয়ে বিপরীত ॥ ধ্রুব কহে রাজনীতে যুদ্ধ ধর্ম্ম কয়। ন্যায়যুদ্ধে শাস্ত্রমতে পাপ নাহি হয় ॥ তবে ধ্রুব নানা স্তুতি কৈল মনুরাজ। তবে যুদ্ধ ছাড়ে ধ্রুব পায়ে মনে লাজ ॥ তবে স্বয়ম্ভুব মনু গেলা স্বর্গবাসে। কুবের আসিয়া তথা মিলিলা হরিষে ॥ করিয়া কুবের তবে নানা স্তুতিবাদ। মাথে হাত দিয়া তবে কৈলা আশীর্ব্বাদ ॥ রহিল গন্ধর্ব্ব সৃষ্টি কৃপায় তোমার। দেবগণ তুষ্ট দেখি গন্ধর্ব্ব নিস্তার ॥ পরম বৈষ্ণব তুমি চিত্তে কৃষ্ণ ধর। নিজ পর বুদ্ধি তুমি কারে নাহি কর ॥ ভকত বৎসল হরি ভক্তিভাবে ভজ। নিজ পুরে চল বৎস বৈরিভাব ত্যজ ॥ এতেক বচন বলি কুবের চলিলা। নিজ পুরে আসি তবে ধ্রুব উত্তরিলা ॥ ধ্রুবের জন্মিল পুত্র পৌত্রাদি সন্তান। পৃথিবী শাসিয়া কৈল মহাযজ্ঞ দান ॥ দুষ্টজন দণ্ডিয়া খণ্ডিলা ক্ষিতিভার। শিষ্টের পালন সদা স্বধর্ম্ম বিচার ॥ হরিপূজা হরি

সেবা হরি সঙ্কীর্ত্তন। মুকুন্দ পবিত্র কথা সতত শ্রবণ॥ সাধুব্রতা সাধু সেবা সদা সাধুসঙ্গ। তবু তাঁর নহিল প্রচণ্ড দণ্ডভঙ্গ॥ চরাচর শরীর দেখিল কৃষ্ণরূপ। কৃষ্ণ বিনে আর কিছু নাহিক স্বরূপ॥ ধ্রুব চিত্ত স্থির কৈল কৃষ্ণের চরণে। বাহ্য অভ্যান্তর ধ্রুব কিছুই না জানে॥ তবে ধ্রুব পরিহরি নিজ অধিকার। প্রধান পুত্রের তরে দিলা রাজ্য ভার॥ কৃষ্ণ আজ্ঞায় ছত্রিশ সহস্র বর্ষাবধি। রাজ্যভোগ কৈল ধ্রুব ভক্ত গুণনিধি॥ সে হেন সম্পদ তুচ্ছ করি গেলা বনে। বিশালা নদীর তীরে নীরে সুশোভনে॥ পুণ্যজলে মজ্জিয়া পুজিলা নারায়ণ। হেনকালে দিব্যরথ দিল দরশন॥ দুই পারিষদ চারিভুজ বিরাজিত পীতবাস কৃষ্ণবেশ ভূষণে ভূষিত॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চারি মহা ভুজে। রাজীব লোচন দিব্য বনমালা সাজে॥ কহিল ধ্রুবের তরে তারা দুই জনে। দিব্যরথ তোমারে পাঠাইলা নারায়ণে॥ এইরথে চড়ি তুমি ধ্রুবলোকে চল। আজ্ঞা দিলা হরি তোমার হইল সকল॥ তবে ধ্রুব তাঁ সবারে কৈল দণ্ডনতি। গন্ধ পুষ্প দিয়া পুজা কৈলা মহামতি॥ পুজিলা বিমানবর বিবিধ বিধানে। প্রণাম করিল দেব দ্বিজের চরণে॥ উঠিলা বিমানে ধ্রুব হঞা নমস্কার। সূর্য্য কোটি সম তেজ ধরে চমৎকার॥ আকাশে উঠিয়া ধ্রুব বলিলেন বাণী। পরম দুঃখিতা মোর রহিলা জননী॥ কোন মতে হয় যদি মায়ের উদ্ধার। কহ পারিষদবর তাহার প্রকার॥ বুঝিয়া ধ্রুবের মন দুই পারিষদে। দেখান জননী তাঁর যায় দিব্য রথে॥ তবে ধ্রুব চলি যায় হরষিত মনে। দুন্দুভী বাজয়ে স্বর্গে পুষ্প বরিষণে॥ ধন্য২ ধ্রুব দেবে করেন ব্যাখ্যানে। সুরপুর লংঘিয়া চলিল নিজ স্থানে॥ নাম্বিলেন ধ্রুবলোকে বৈসে দিব্যাসনে। বায়ুবেগে রথরাজ চলে নিজ স্থানে॥ ধ্রুব প্রদক্ষিণ করি শশী দিবাকর। বেড়িয়া ভ্রময়ে যত জ্যোতিষ মণ্ডল॥ সপ্ত ঋষি স্তুতিকরে নাচে বিদ্যাধর। সুরবধুগণ নাচে অতি মনোহর॥ পরম বৈষ্ণব ধ্রুব বিষ্ণু সহ বাস। ধ্রুবের চরিত্র কিছু করিল প্রকাশ॥ ধন্য পুণ্য শোকহরা দারিদ্র্য নাশন। পবিত্র চরিত্র কথা দুরিত খণ্ডন॥ পুণ্যতীর্থে পুণ্যকালে যেবা শুনে কানে। অশ্বমেধ ফল শত হয় দিনে দিনে॥ কৃষ্ণপদে ভক্তি হয় মহা পাপ ক্ষয়। বিষ্ণুপদে বাস তার খণ্ডে ভবভয়॥ ভাগবতাচার্য্যের মধুর রসবাণী। ধ্রুবের চরিত্র শুন মহাভক্ত জানি॥

পয়ার। কহিল মৈত্রেয় যদি ধ্রুব উপাখ্যান। পরম সন্তোষ হৈল বিদুরের মন॥ তবে আর জিজ্ঞাসিল মৈত্রেয় চরণে। প্রচেতন নাম করি পুত্র দুই জনে॥ কহ মুনি তাঁর জন্ম গুণ কর্ম্মনাম॥ তব মুখে শ্রবণ করণ অনুপাম॥ শুনিয়া মৈত্রেয় মুনি দিলেন উত্তর। উৎকল নামেতে ছিল ধ্রুবের কুমার॥ রাজা হয়ে নহে তার রাজ্য অভিলাষ। জগত দেখিল যেন তড়িৎ প্রকাশ॥ নিরবধি সমাধি না হয় ধ্যান ভঙ্গ। কারো সঙ্গে নহে প্রীত অপ্রীত প্রসঙ্গ॥ যেন জড় উনমত্ত বধির আকার। তবে রাজ মন্ত্রীগণ করিল বিচার॥ তাহার কনিষ্ঠ বৎস্যে করিয়া নৃপতি। তবে রাজ্য পালিল শাসিল বসুমতী॥ তার পুত্র পুষ্পকর্ণ পাইল রাজ্যভার। ব্যষ্টনামে রাজা হৈল তাহার কুমার॥ ব্যষ্টের কুমার রাজা হৈলা চক্ষুনামে। চক্ষু পুত্র উলুক নৃপতি সেই ধামে॥ উলুকের পুত্র অঙ্গ নামে নরপতি। তার পুত্র হৈলা বেণ বড়ই দুর্ম্মতি॥ দুরন্ত দুঃশীল বেণ হয় দুষ্টাচার। অঙ্গরাজা না পারিল করিতে নিবার॥ তবে দুঃখ ভাবি রাজা গেলা তপোবনে। দুষ্ট বেণ বসিল আপনে রাজাসনে॥ বেণ রাজা হয়্যা কৈল সর্ব্বত্রে ঘোষণা। মোর রাজ্যে কোন কর্ম্ম করিবারে মানা॥ না করিবে যজ্ঞ দান ব্রত দেবার্চ্চনা। কোন দেবী দেবের নাহিক আরাধনা॥ এই আজ্ঞা ঘোষাইল নিজ অধিকারে। রাজাজ্ঞায় ধর্ম্ম কর্ম্ম কেহ নাহি করে॥ এতেক দুর্নীত শুনি যত মুনিগণ। আইলা বেণেরে তারা করিতে বারণ॥ শুন মহারাজ তুমি ধ্রুববংশজাত। এতিন ভুবনে যার মহিমা বিখ্যাত। হেনবংশে তুমি তব রাজ্য ধর্ম্মহীন। এ তোমার অপযশ বলি মায়াধীন॥ সাম্ববেদে স্তুতি করি বুঝায় প্রকারে। তভু নিজ কুমতি না ছাড়ে দুরাচারে॥ ভৎর্সিয়া বলিল বেণ আরে মুনিগণ। এবে তোমায় জানিল কুমতি ভাজন॥ কুপণ্ডিত তুমি সব হেন মনে বাসি। লোক ভুলাইয়া ফির কপট সন্ন্যাসী॥ কাকে কর্ত্তা বল তোরা সৃষ্টি স্থিতি কারি। কারে বল পুরুষ পুরাণ ব্রহ্ম করি॥ সর্ব্বদেবময় রাজা ইহা নাহি জান। সাক্ষাতে থাকিতে রাজা দেবতারে মান॥ নিজ পতি ছাড়ি যেন নারী ভজে আর। সেই রূপ দেখি তোমা সবা ব্যবহার॥ ভজ আমা পূজ আমা করি আরাধন। আমাকেই সকলে জানিবে নারায়ণ॥ রাজার বচন শুনি যত মুনি

গণ। স্তব্ধ হয়্যা রহিলেন সক্রোধিত মন ॥ এ দুর্ম্মতি রাজা হয়ে থাকিলে লোকের। জন্ম জন্ম ভববন্ধ না ঘুচিবে ফের ॥ এইক্ষণে এ দুর্ম্মতি ধ্বংস যদি হয়। তবে সে রাজ্যের দেখি মঙ্গল নিশ্চয় ॥ ক্রোধে মুনিগণ যেন দীপ্ত হুতাশন। শাপ দিয়া তারে মারি গেলা তপোধন ॥ শুনিয়া বেণের মাতা নহিল দুঃখিতা। ভক্তি ব্যক্তে বুঝিয়া হর্ষিতা তার মাতা ॥ তৈল দ্রোণ করিয়া রাখিল কলেবর। শুনি মাত্র ঘুচিল ভক্তের সর্ব্ব ডর ; রাজ্য ছাড়ি যাইতে না হৈল সবাকার। আনন্দে করয়ে লোক ধর্ম্ম ব্যবহার ॥ তৈল দ্রোণে থাকিল রাজার কলেবর। চোর দৈত্য ভয় হৈল কথো দিনান্তর ॥ অরাজকে রাজ্যনষ্ট কৈলা দৈত্যগণে ; পোড়াইয়া লুটিয়া ছন্ন কৈল লোক জনে ॥ আনে আন কাটে মারে হরে আন ধন। মারিতে কাটিতে না রাখে অন্য জন ॥ এই রূপে ধরণী মণ্ডল ছন্ন হৈল। দুর্গম বনেতে সব লোক চলি গেল ॥ প্রমাদ দেখিয়া সব মুনিগণে আসি। বেণের জননী স্থানে সবাই জিজ্ঞাসি ॥ কোন মতে হয় মাতা সন্ততি রক্ষণ। দুষ্ট নাশি শিষ্টের কে করিবে পালন ॥ শুনিয়া বেণের মাতা দিলেন উত্তর। যত্নে রাখিয়াছি সে পুত্রের কলেবর ॥ আনিয়া দিলেন বেণে মুনি বিদ্যমানে। বাম উরু মথিল সকল মুনিগণে ॥ ধূম্রবর্ণ পিঙ্গল লোচন এক জন। জন্মিল সে মহা কায় ঘোর দরশন ॥ রহিতে মাগিল স্থান মুনিগণ প্রতি। কহিলা সকল মুনি নিষেধয় অতি ॥ সে কারণে হৈল সেই নিশাদ চণ্ডাল ; বেণ পাপে তার বংশ হৈল দুরাচার ॥ মথিল বেণের দুই ভুজ পুনর্ব্বার। প্রাকৃত পুরুষ দুই তাতে অবতার ॥ অধিষ্ঠান হৈলা দেখি লক্ষ্মী নারায়ণ। পরম সন্তোষ পাইল যত মুনিগণ ॥ সেহ প্রজা সবার পুরাবে মনস্কাম। এহো লক্ষ্মীদেবী এবে ধরে আর্চ্চ নাম ॥ পৃথু নাম ধরি হরি হইবে নৃপতি। রিপুদল নাশিবে শাসিবে বসুমতী ॥ লক্ষ্মী নারায়ণ অবতার হৈলা জানি। বিবিধ শবদ হইল জয় জয় ধ্বনি ॥ গন্ধর্ব্ব কিন্নর গায় পুষ্প বরিষণ। দেব বাদ্য বাজে নাচে সুরবধূ গণ ॥ ব্রহ্মা দেবগণে তবে আইলা তৎকাল। দেখি অবতার বিষ্ণু সাক্ষাৎ ভূপাল ॥ দেব মুনিগণ রাজ অভিষেক করি। গন্ধর্ব্ব কিন্নরবধূ আর বিদ্যাধরী ॥ নদ নদী স্থাবর সাগর বন গিরি। অভিষেক কৈলা সবে নিজ মূর্ত্তি ধরি ॥ কনক আসন আনি দিলা

ধনপতি। বরুণ বিমলছত্র দিলা শীঘ্রগতি ॥ পবন চামর দিল ধর্ম্ম দিব্য মালা। যমে দণ্ড দিল ইন্দ্র কিরীট কুণ্ডলা ॥ ব্রহ্মায় কবজ দিল সরস্বতী হার। নারায়ণ দিলা চক্র বিপক্ষ বিদার ॥ দশচন্দ্র খড়্গ দিল হর মহেশ্বর। দুর্গা দেবী শতচন্দ্র দিলা খড়্গবর ॥ চন্দ্র দিব্য ঘোড়া দিল বায়ুবেগে গতি। দিব্যরথ নির্ম্মাইয়া দিলা প্রজাপতি ॥ সূর্য্যতীক্ষ্ম বাণ যেন দিলা হুতাশন। পৃথিবী পাদুকা যুগ দিলা মহাধন ॥ ঋষি গণে মিলিয়া করিল আশীর্ব্বাদ। শঙ্খবর দিলা তবে সাগর প্রসাদ ॥ সুতমাগধ আইলা স্তুতি করিবারে। তবে তারে জিজ্ঞাসিল পৃথু ক্ষিতীশ্বরে ॥ কাহাকে স্তবিবে কেবা স্তবে অধিকারী। জনমিয়া আমি কোন কর্ম্ম নাহি করি ॥ কি বোল বলিয়া স্তব করিবে আমারে। মনুষ্য জাতিরে কিবা স্তব অধিকারে এক হরি থাকিতে সাক্ষাৎ ভগবান। মোরে স্তব করে মূর্খ হয়ে অগেয়ান ॥ তুমি সব স্তব কর হরিগুণ গাঁথা। সুখে লোক তরে যেন শুনি কৃষ্ণকথা ॥ সে সুতমাগধ শুনি প্রভুর বচন। নিঃশবদ হয়ে তারা রহে দুইজন ॥ তবে আজ্ঞা দিলা তারে যত মুনিগণে। পৃথু রাজকর্ম্ম যত করিব আপনে ॥ ভূত ভবিষ্য যত প্রভুর চরিত। শুনিলে আনন্দ হবে খণ্ডিবে দুরিত ॥ যে যে কর্ম্ম করিব স্ফুরিল ততক্ষণে। ভবিষ্য মঙ্গল যশঃ গাও দুই জনে ॥ পৃথুরাজা জিনিব সকল বসুমতী। শিষ্ট জন পালিব দণ্ডিব দুষ্টমতি ॥ অতুল্য নৃপতি মহা ধর্ম্ম অবতার। পৃথু দেহে সর্ব্ব লোকপালের সঞ্চার ॥ অধর্ম্মের যে ধন পৃথ্বী করিল হরণ। স্বধর্ম্মে পালিলে পৃথ্বী পুনঃ দিব ধন ॥ মহাযজ্ঞ করিয়া ভজিব সুরেশ্বর। সুতবৎ প্রজারে পালিব নিরন্তর ॥ চন্দ্র সম স্নিগ্ধ দয়া সর্ব্বলোক পর। দুষ্ট নষ্ট প্রচণ্ড প্রতাপ দণ্ডধর ॥ কল্পতরু সম লোকে দিব বৃত্তি দান। তৃপ্ততা করিব লোক ইন্দ্রের সমান ॥ পৃথিবী দোহিব বৎস করি হিমালয়। স্থাপিব জগতে যশ পৃথু মহাশয় ॥ ধনু অগ্র দিয়া পৃথ্বী করিব সোসর। সর্ব্ব লোক তুষিব নাশিব দুষ্টবর ॥ সসাগরা পৃথিবীর হৈব দণ্ডধর। যত কর্ম্ম করিব রহিব চমৎকার ॥ সর্ব্ব কর্ম্ম করিব ব্রাহ্মণে সমর্পণ। দাস প্রায় ব্রাহ্মণের করিব সেবন ॥ এই রূপে করিব যতেক মহাকর্ম্ম। পৃথু হৈতে জগতে রহিব মহাধর্ম্ম ॥ এই রূপে কৈল স্তব সে সুত

মাগধ। না পায়্যা মহিমা অন্ত হৈল নিঃশবদ ॥ তা সবা পুজিলা রাজা দিয়া বহুধন। একে একে তুষিলা সকল জনে জন। বসন ভুষণ অন্ন মহাধন দিয়া। সবাকে পাঠায় রাজা বিনয় করিয়া॥ দেবগণ মুনিগণ পুজিলা বিধানে। চলিলা সকল লোক হরষিত মনে ॥ মুনিগণ চলিলা করিয়া আশীর্ব্বাদ। মহানন্দে ভাসে সর্ব্বে খণ্ডিল প্রমাদ ॥ তবে রাজা বসিল বিচিত্র রাজাসনে। শিষ্ট জন পালিল দণ্ডিল দুষ্টজনে ॥ যত যত মহিমা কহিল বার বার। সেই সেই কর্ম্ম করি রাখে চমৎকার ॥ শত মহাযজ্ঞ করি ভজি নারায়ণ। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আইলা দেবগণ ॥ দেবগণ আসিয়া সাক্ষাত লৈল ভাগ। যজ্ঞ দেখি সবার উৎসাহ অনুরাগ ॥ এই রূপে শত যজ্ঞ কৈল নৃপবর। অবশেষে যজ্ঞের অশ্ব নিল পুরন্দর ॥ ভস্ম বিভুষিত অঙ্গ রক্তবস্ত্র পরি। তপস্বীর বেশে ইন্দ্র অশ্ব নিল হরি ॥ অত্রিমুনি চিনাইল পৃথুর কুমারে। তপস্বীর বেশে অশ্ব হরে পুরন্দরে ॥ রাজার কুমার তবে চিনি দেবরাজ। আনিলা বাপের অশ্ব ইন্দ্র পাইলা লাজ ॥ পুনরপি হৈলা ইন্দ্র কপট তপস্বী। হরিতে রাজার অশ্ব দেখে অত্রি ঋষি ॥ রাজার কুমার তুমি ধর শচীপতি। ঘোড়া আনি যজ্ঞ রক্ষা কর মহামতি ॥ রাজার কুমার তবে যুড়ি ধনুর্ব্বাণ। মুনিগণে রক্ষা কৈলা ইন্দ্রের পরাণ ॥ জিনিয়া আনিল অশ্ব নিজ বাহু বলে। বিজীতাশ্ব নাম তার রাখিল সকলে ॥ কপটে তপস্বী বেশ ধরে শচীপতি। সে বেশ ধরিল যারা পাষণ্ড দুর্ম্মতি ॥ শত যজ্ঞ পৃথু রাজা কৈলা সমাধানে। শতক্রত নাম তার হৈল ত্রিভুবনে ॥ বসন ভূষণ অন্ন দিয়া বহুধন। দেবগণ মুনিগণ পুজিলা ব্রাহ্মণ ॥ চণ্ডালাদি করি সম্মানিল সর্ব্বজনে। চলিলা সকল লোক হরষিত মনে ॥ মুনিগণ চলিলা করিয়া আশীর্ব্বাদ। চলিলা দেবতাগণ করিয়া প্রসাদ ॥ বহুবিধ বর দিয়া চলিলা শ্রীহরি। রাজসিংহ রহিল গোবিন্দে চিত্তধরি ॥ উদ্দেশে করিয়া রাজা কৃষ্ণে নমস্কার। ধর্ম্মে চিত্ত ধরি কৈলা রাজ্য অধিকার ॥ মহাযোগে বহু জন্মে কৈলা কর্ম্ম নাশ। দেহে গৃহে সম্পদেতে নহিল বিশ্বাস ॥ হরিভক্তি বিনা লোকে না লওয়ায় আন। সর্ব্বলোকে করাইল কৃষ্ণগুণ গান ॥ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সদা করয়ে সেবন। শরীর পর্য্যন্ত কৈল দ্বিজে সমর্পণ এই রূপে পৃথিবী পালিলা নৃপবর। এক দিন আইল চারি ব্রহ্মার

কুমার ॥ সনক সনন্দ আর সনত কুমার। সনাতন নামে চারি মুনি অবতার ॥ তাঁ সবা দেখিয়া চারি মহা যোগেশ্বরে। সভাসদ পৃথু রাজা উঠিলা সত্বরে ॥ ভূমিতে পড়িয়া দণ্ড প্রণাম করিল। অতিথি বিধানে পুজি দিব্যাসন দিল ॥ করযোড়ে বলে রাজা বিনয় বচন। শুন চারি যোগেশ্বর ব্রহ্মার নন্দন ॥ তোমার চরণে মোর এই নিবেদন। শরীর পর্য্যন্ত মোর দ্বিজে সমর্পণ ॥ কি দিয়া করিব পুজা তোমা সবাকার। দ্বিজ শেষ বিনা কিছু না ভুঞ্জিয়ে আর ॥ প্রত্যক্ষ সবারে পুজি শক্তি আছে কার। জানিয়া ক্ষমিবে দোষ ব্রহ্মার কুমার ॥ রাজার বচন শুনি চারি মুনি বর। তুষ্ট হঞা প্রশংসিলা রাজারে বিস্তর ॥ তত্ত্ব উপদেশ কৈলা সনৎকুমার। অন্তরীক্ষে চলে চারি মুনি অবতার ॥ তত্ত্ব উপদেশ পায়ে পৃথু নরপতি ভজিল মুকুন্দ পদ একান্ত ভকতি ॥ হরিভক্তি বিনা চিত্তে না চিন্তিল আন। সপ্তদ্বীপ অধিকারে নাহি বস্তুজ্ঞান ॥ তবু তার নহিল প্রচণ্ড দণ্ডভঙ্গ। মৃত দারি শরীরে নহিল তার সঙ্গ ॥ এইরূপে রাজ্যভোগ কৈলা কত দিন। পুত্রে রাজ্য দিয়া রাজা গেলা তপোবন ॥ বৃদ্ধভাব শরীরেতে দেখিয়া রাজন। যোগবলে তেজে রাজা আপন জীবন ॥ অর্চি মহাদেবী প্রবেশিলা হুতাশনে। পতিসহ পিতৃলোকে গেলা ততক্ষণে ॥ ধন্যং সুরলোকে উঠিল বাখান। বৈকুণ্ঠে চলিলা রাজা ভকত প্রধান ॥ ধন্য পুণ্য শ্লোকহরা দুঃখ বিমোচন। ভাগবত শ্রব ণেতে দুরিত খণ্ডন ॥ পৃথুর চরিত্র ভাই শুন সাবধানে। শুনিলে সম্পদ বাড়ে পাপ বিমোচনে ॥ ভাগবতাচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী। সাবধানে শুন লোক কৃষ্ণগুণ বাণী ॥

বিজিতাশ্ব রাজা হৈলা পৃথুর কুমার। সাগর পর্য্যন্ত তার রাজ্য অধিকার ॥ ইন্দ্রকে জিনিয়া রাজা আনিলা স্ববলে। তার পুত্র অন্তর্ধান নামে মহীপালে ॥ অন্তর্ধান পুত্র হৈলা নামে হবির্ধান। না লইল রাজা হয়ে রাজ্য অবধান ॥ নিরন্তর কৈল রাজা ভক্তি দামোদরে। যোগবলে তনু তেজি গেলা বিষ্ণুপুরে ॥ ছয় পুত্র হৈল তার মহাবলবান। প্রাচীন বরিহা নামে পুত্রের প্রধান ॥ দান যজ্ঞ তপ জপ করে দৃঢ়মনে। তার দশপুত্র হৈলা প্রচেতস নামে ॥ পিতা আজ্ঞা দিল সৃষ্টি করহ সৃজনে। আজ্ঞা পায়ে দশজন ভাবিলেন মনে আজ্ঞা শিরে ধরি গেলা তপ করিবারে। হর সনে দরশন হইল

সত্তরে।। শঙ্কর দেখিয়া সবে হৈলা প্রণিপাত। তবে তুষ্ট হয়ে কৈল পরম প্রসাদ।। আমি জানি তুমি সবে কৃষ্ণ পরায়ণ। তে কারণে পথে আসি দিলা দরশন।। আমার বান্ধব নাহি হরিভক্ত বিনে। সদত বৈষ্ণব সঙ্গ এই মোর মনে।। শতজন্ম স্বধর্ম্ম করিয়া নিরন্তরে। তবে শুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ পদধরে।। তবে মোরে পায় তরে এতুরন্ত পদ। তেকারণে এলোকের দুর্লভ ভাগবত।। মহামন্ত্র উপদেশ ধর দৃঢ়মনে। এইমন্ত্র জপিয়া ভজিহ নারায়ণে।। এই মন্ত্র সদত জপিয়া কর ধ্যান। যে বিধি কহিব তাহা কর অনুষ্ঠান।। এই স্তব করিয়া পূজহ ভগবান। মন্ত্র পূজা স্তব দিয়া শিব অন্তর্ধান।। শিবমুখে পায়ে সর্ব্ব তত্ত্ব উপদেশ। দশ প্রচেতক কৈল সাগরে প্রবেশ।। জলের ভিতর থাকি অযুত বৎসর। গোবিন্দ ভজিল তপ করি নির ন্তর।। প্রাচীনবর্হিষ রাজা কর্ম্ম পরায়ণ। শুনি তথা আইল নারদ তপোধন।। পুছিল নারদ তবে শুন নৃপবর। কর্ম্মকরি কর্ম্মভোগ ভোগে মাত্র নর।। পাপে দুঃখভোগ পুণ্যে ক্ষুদ্রসুখ তথি। কর্ম্মে জন্ম মৃত্যু বিনে নাহি মোক্ষগতি।। রাজা বলে আমি কিছু না বুঝি মরম। কিরূপে নিস্তার নাহি জানি মো অধম।। অল্পকাল আয়ু অল্প সুখেতে ভুলিয়া। কি করিব গর্ভ মৃত্যু দুঃখাব্ধি পড়িয়া।। যেই কহে বিপ্রগণ বেদ বিধি কর্ম্ম। সেই মাত্র করিয়া না জানি ভালমর্ম্ম কিসে কি হইবে বলি না জানি বিচার। যেই যাহা কহে করি না জানিয়ে সার।। যাতে গর্ভ মৃত্যু দুঃখ নহে আরবার। সেই উপদেশ কহি করহ নিস্তার।। সাধুসঙ্গ বিনে না জানিতে পারি কভু। তত্ত্ব উপদেশ দিয়া নিস্তারহ প্রভু।। রাজার বচন শুনি ব্রহ্মার কুমার। দেখান রাজারে তবে মহা চমৎকার।। যজ্ঞে যত পশুবধ কৈল নরেশ্বর। অস্ত্র ধরি রহে তারা রাজার গোচর।। কাটিব২ বলি করে মহানাদ। বড় ভয় পাইল রাজা দেখিয়া প্রমাদ।। তবে মুনি কহিল পুরাণ ইতিহাস। জীবের শরীর হৈল যাহাতে প্রকাশ।। পুরঞ্জন উপাখ্যান কহিব বিস্তারি। বুঝাব তোমারে শুন চিত্ত স্থির করি।। পুরঞ্জন নামে এক আছিলা নৃপতি। অবিজ্ঞাত নামে তার সখা মহা মতি।। সে রাজা পৃথিবীতল কৈলা পর্য্যটন। বসিবার তরে স্থলত কৈলা নিরূপণ।। একে২ ভ্রমিলা সকল পুরে২। আপনার যোগ্যস্থান না দেখে সংসারে।। হিমালয় পর্ব্বতের আসিয়া দক্ষিণে। একখানি

দিব্য পুরী দেখিল নয়নে ।। নয়খান দ্বার পুরীর দেখি সুশোভন। চারিদিকে প্রাচীর সুন্দর উপবন ।। ভয়ঙ্কর গড়খানি চৌদিগে বেষ্টিত। পতাকা তোরণ ধ্বজে দেখি সুশোভিত।। স্ফটিকের দ্রুম মণি মরকতস্থল। কাঞ্চনে নির্ম্মিত ঘর অত্যন্ত উজ্জ্বল ।। সভাঘর ক্রিয়াঘর চত্বরে চত্বর। বিবিধ প্রসর ঘর শোভে থরেথর ।। বিদ্রুম রচিত পথ রতন সোপান। সারি২ শোভে ঘট কাঞ্চনে নির্ম্মাণ ।। পূর্ণজল দীঘি সরোবর মনোহর। অলিকুল বিহঙ্গ শবদ নিরন্তর ।। হেনদিব্য পুরী দেখি রাজা পুরঞ্জন। দুয়ারে দাণ্ডায়ে রাজা ভাবে মনে মন ।। হেনকালে তথা এক আইল দিব্যনারী। দিব্যমূর্ত্তি দশ ভৃত্য আইলা সঙ্গে করি ।। একেক জনের সঙ্গ শতজন সঙ্গ। পঞ্চশিরা নামে তার প্রহরী ভুজঙ্গ ।। আপনার যোগ্য পতি চাহিয়া বেড়ায়। হেন দিব্য নারী যাই মিলিলা তথায় ।। সুন্দরী দেখিয়া রাজা বলিলেন বাণী। কোথা হৈতে কোথা যাও কাহার রমণী ।। কি নাম তোমার তুমি কাহার বনিতা। দিব্য গুণ রূপ ধর কাহার দুহিতা।। কে হয় তোমার সঙ্গে এই দশ জন। দাস দাসীগণ লয়ে ভ্রম কি কারণ।। নারীগণ সঙ্গে দেখি বনিতা কাহার। আগে২ যায় যেই কি নাম তাহার। হরের পার্ব্বতী কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী। দেখিয়ে সাক্ষাতে যেন কমলা আপনি।। কমল কারণে কর পৃথিবী নেহার। হেন বুঝি যোগ্যবর চাহ আপনার।। এই পুরী ভূষিত হইয়া তুমি রহ। ইচ্ছা যদি কর তবে কিছু বাক্য কহ।। রাজার বচন শুনি হাসিয়া সুন্দরী। কহিতে লাগিলা তবে লজ্জা পরিহরি।। কিঙ্কর কিঙ্করীগণ আমার সংহতি। পুরঞ্জনী নাম ধরি জগতে খেয়াতি ।। যে দেখে আমার অগ্রে অস ভয়ঙ্কর। জাগিয়া আমার অগ্রে থাকে নিরন্তর ।। ভাগ্যে দরশন আজি ঘটিল দোহার। কামভুঞ্জ চিরকাল মোর সনিভার। ভজিল তোমারে আমি শুন নরেশ্বর। এই পুরী প্রবেশিয়া রহ নিরন্তর ।। নবমুখ দ্বারেখানি দেখিতে সুন্দর। ইহাতে প্রবেশি রহ শতেক বৎসর ।। তোমা বিনা আমি মাত্র না বরিব আন। নিত্য২ নানা ভোগ করিব যোগান ।। তোমারে ভজনা দেখি সর্ব্বত্রে কল্যাণ। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ হবে উপাদান ।। পুত্র পৌত্র সুখভোগ মিলিব সত্বর। জগত ভরিয়া যশ রহিব বিস্তার ।। ইহলোক পরলোক সকল সাধিব পিতৃদেব গুরুজন ব্রাহ্মণ ভজিব ।। গৃহস্থ আশ্রম শ্রেষ্ঠ বলে সর্ব্বজনে।

না ভজিব অন্য পতি তোমা প্রভু বিনে ॥ গৃহকর্ম্ম করিব সাধিব সর্ব্ব সিদ্ধি। জানিয়া ভজিব আমি তোমা গুণনিধি ॥ এতেক যুকতি তারা দুই জনে করি। আনন্দে রহিলা পুরে সে পুরুষ নারী ॥ পুরীর উপরে সাত বিচিত্র দুয়ার। যে দ্বারের যেহ নাম শুন নরেশ্বর ॥ হরিন্মুখি খদ্যুত এদুই যার নাম। সে দুয়ারে রাজা সদা করয়ে পয়ান ॥ সূর্য্যসখা করিয়া উজ্জ্বল দেশে যায়। এইরূপে পুরঞ্জন আনন্দে বেড়ায় ॥ নলিনী নালিনী দুই সম্মুখ দুয়ার। সে দুয়ারে রাজা যদি করেন সঞ্চার ॥ সুগন্ধি নগরে যায় বায়ু সখা করি। সুক্ষ্মনাম প্রমুখ দুয়ার যেই ধরি ॥ সে দুয়ারে করে রাজা নানা উপভোগ। বরুণ মিত্রের সহ করিয়া সংযোগ ॥ পিতৃহূ দেবহূ নাম এ দুই দুয়ার। উত্তর দক্ষিণ তার সঞ্চার ব্যবহার ॥ আকাশ করিয়া সখা যায় পুরঞ্জন। দক্ষিণ উত্তর দেশ করয়ে ভ্রমণ। পাছু দুয়ারের নাম আসুচিতার। সে দুয়ারে রাজা করে স্ত্রীসঙ্গ আচার ॥ আর এক দুয়ার নির্ঋতি তারে নাম। সে দুয়ারে যায়্যা মাত্র মন ত্যাগ কাম ॥ সর্ব্বত্র করিয়ে পুরঞ্জনীরে সোহাগ। এই রূপে সুখে বৈসে রাজা মহাভাগ ॥ বিসূচি নবীন সঙ্গে অন্তঃপুরী বৈসে। লক্ষ মুখে বৈসে ক্ষণে থাকয়ে হরিষে ॥ পুত্র দার ধন হেতু নানা উৎপাত। নিতি নিতি কর্ম্ম করে না পায় সোয়াস্থ ॥ যে যে কহে নারী আনি সকল যোগায়। অবোধ বঞ্চিত রাজা নানা দুঃখ পায় ॥ পুরঞ্জনী কৈল যদি মর্জ্জন ভুষণ। তবে অন্ন খায় পানী রাজা পুরঞ্জন ॥ সে কান্দিলে কান্দে সেই হাসিলে হাসয়। সে যদি বোলয়ে তাতে সেইত বোলয় ॥ সে যদি চলয় তার পাছে চলি যায়। সে যদি বৈসয়ে তার সম্মুখে দাণ্ডায় ॥ সে শুইলে তার পাছে করয়ে শয়ন। এই রূপে পুরমধ্যে বৈসে পুরঞ্জন ॥ ধরি শির মণিগুরু গদাধর জান। ভাগবত আচার্য্যের মধু রস গান ॥

পয়ার। মৃগয়া করিতে রাজা ইচ্ছিলা যখনে। দিব্য রথে চড়িয়া নৃপতি যায় বনে ॥ নানা পরিচ্ছদ রথে করিয়া সাজন। মৃগয়া করিতে চলে রাজা পুরঞ্জন ॥ চারি ঘোড়া দুই চক্র রথের সাজনী। দুই ইসে এক বাসে করিয়া কসুনি ॥ এক রাগ আর এক চাবুক এক ঘর। পঞ্চ প্রহরুলাক হয় বিক্রমে প্রখর ॥ হেন দিব্য রথে চড়ি রাজা পুরঞ্জন। স্ত্রী ঘরেতে মন রাখি ফিরে বনে বনে ॥

নানা পশু বধ রাজা করে তীক্ষ্ম বাণে। দেবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ করয়ে বিধানে॥ প্রাণী বধ করি বোলে কৈল পুণ্য কর্ম্ম। প্রাণগত পাপ দোষ না বুঝে অধর্ম্ম॥ অহঙ্কারে যে জন করয়ে পরহিংসা। নরক গমন কর্ম্ম না করি প্রশংসা॥ শশক শালক মৃগ মহীষ শূকর। নানা অস্ত্রে নানা পশু বধিল বিস্তর॥ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় রাজা শ্রমিত হইয়া। নিজ পুরে গেলা রাজা পুনঃ বাহুড়িয়া॥ স্নান পান করিয়া বসিলা রাজাসনে। অঙ্গ আচ্ছাদিত কৈলা বসন ভূষণে॥ হৃষ্টপুষ্ট হয়্যা রাজা বসিলা আসনে। মহা প্রিয়রাণীর হইল সঙোরণে॥ বিচারিয়া চাহেন নব নারী নাহি ঘরে। পুরবাসী গণেরে জিজ্ঞাসে নরেশ্বরে॥ প্রিয়া কোথা গেল মোরে কহত উদ্দেশ। কহ শীঘ্র দাসীগণ জানিসে বিশেষ॥ দাসীগণে বলে রাজা শুন বিবরণ। তোমার সুন্দরী আছে করিয়া শয়ন॥ ভূমিতে পড়িয়া আছে উ-ত্তর না করে। অন্ন পানী নাহি খায় বচন না ধরে। তবে রাজা নিকটে দাণ্ডার ধীরে ধীরে। বিনয় বচনে তুষ্ট করিবার তরে॥ মুখ তুলি বাক্য কহ পরিহর খেদ। তিলেক সহিতে নারি তোমার বিচ্ছেদ॥ বিষাদ ভাবিয়া প্রিয়া আছ কি কারণ। কে তোমার কেল প্রিয়া পিরিতি লংঘন॥ তারে দণ্ড করিব ব্রাহ্মণ মাত্র বিনা। তার দণ্ড নহে মাত্র ভক্ত সাধুজনা॥ কেহ বা করিতে পারে কেহ আজ্ঞা ভঙ্গ। দুই বিনা তোমারে দেখাব দণ্ড রঙ্গ॥ মলিন বসন কেন মলিন বদন। কহ মহা প্রিয়া তুমি দুঃখী কি কারণ॥ পুরঞ্জন বচন শুনিয়া পুরঞ্জনী। ঈষৎ দৃষ্টেতে চাহি বলিলেন বাণী॥ কত বা আনন্দ তাহে পাইলা রাজন। বহু ধন পাইল যেন দরিদ্রের মন॥ এই মতে দোঁহে সুখে রতিভোগ করে। দিবা রাত্রি নাহি জানে দোঁহার অন্তরে॥ কামে বিমোহিত সদা হরণ গেয়ান। কাম বহি যায় বৃথা নাহি অবধান॥ মজিয়া রহিলা মিথ্যা গৃহ অন্ধ কূপে। অর্দ্ধেক বয়স বহি গেল এই রূপে॥ একাদশ শত পুত্র হৈল তেজধারী। একশত ত্রয়োদশ জন্মিল কুমারি॥ আনিয়া উত্তম বর কন্যা সমাপিল। দিব্য কন্যা আনাইয়া পুত্রে বিভা দিল॥ এক শত পুত্র এক এক ঘরে ঘরে। পুত্রে পৌত্রে পুরঞ্জন বাড়ে নিরন্তরে॥ ধন ধান্য বিভোজিয়া দিল পুত্রগণে। যজ্ঞ করি কৈল দেব পিতৃ আরাধনে॥ পশু বধ করি দেব পিতৃ আরাধিল। দান ব্রত করিয়া

বিস্তর কাল গেল ।। হেন কালে আইল এক কাল বিক্রমান। চণ্ড বেগ করি এক গন্ধর্ব্ব প্রধান ।। তিনশত ষাটি সেনা গন্ধর্ব্বগণ নারী। মহা বেগবতী সর্ব্ব গন্ধর্ব্ব সুন্দরী ।। গন্ধর্ব্ব সকল শুক্ল কৃষ্ণবর্ণ ধারী। ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরি লুটে রাজপুরী ।। চণ্ডবেগ অনুচরে ভাঙ্গে পুরী খান। যুঝিবারে আইল প্রজাগণ বলবান ।। শতকোটি জন আছে গন্ধর্ব্বের সঙ্গে। নিরবধি প্রজাগণ যুঝে নানা রঙ্গে ।। শতেক বৎসর ধরি যুঝে নিরন্তরে। এই রূপে প্রজাগণ পুরীরক্ষা করে ।। যুঝিতে যুঝিতে তার ক্ষীণ হৈল বল। তবে যুদ্ধে ভঙ্গ দিল প্রজারা সকল ।। তবে পুরঞ্জন রাজা মনে পেয়ে ভয়। পুরীর ভিতরে থাকি চিন্তে অতিশয় ।। কিছুই করিতে নারে বক যত চায়। বন্ধুগণ আসি তারে আহার যোগায় ।। আছিলা কালের কন্যা অতি দুষ্ট মতি। ত্রিভুবন চাহি না মিলিল তার পতি ।। কেহ তারে না লয় দেখিয়া দুষ্টচিতা। চাহিয়া বেড়ায় পতি কামে হয়ে হতা ।। যজাতি রাজার পুত্র পতি করি দিলা। পতিসহ কত কাল রতিকেলি কৈলা ।। কাল কত দানান্তরে তারে উপক্ষিলে। আমারে করিব পতি হেন বাক্য বলে ।। আমি না ইচ্ছিল তারে শাপিল পাপিনী। এক রাত্রি না থাকিল কোথা গেল জানি ।। তবে তারে দিল আমি পতি উপদেশ। আমার বচনে গেলা যবনের দেশ ।। যবন ঈশ্বর পতি ভয় নামে জানি। বরিল তাহারে গিয়া কন্যা দ্বিচারিণী ।। শুনিয়া যবনপতি কন্যার বচন। কহিলা কন্যার তরে গুহ্য বিবরণ ।। অলক্ষিতরূপে তুমি কর কামভোগ। সর্ব্ব লোক হবে কন্যা তোমার সম্ভোগ ।। চলুক যবনগণ নিজ সৈন্য সাথে। শৃঙ্গারের সঙ্গে তুমি ভ্রম অলক্ষিতে ।। শৃঙ্গার তোমার ভাই তুমি সে ভগিনী। তোমারে লইয়া সঙ্গে ভ্রমিব মেদিনী ।। যবন রাজার যেই ভয় নামে সেনা। কালকন্যা লয়ে সর্ব্ব ঠাই দেয় হানা ।। কালকন্যা শৃঙ্গার যবনগণ বেড়ি। লুটিয়া পুড়িয়া ভাঙ্গে পুরঞ্জনপুরী ।। পুরীতে প্রবেশ করি যবনেরগণে। ভাঙ্গিয়া রাজার পুরী কৈল খানখানে ।। ভয়ে ত্যজি গেলা পুত্র মিত্র বন্ধুগণ। কালকন্যা হরিল সকল রাজ্য ধন ।। চিন্তিতে লাগিল রাজা মনে পায়ে ভয়। কহিতে না পারি কিছু পড়িল সংশয় ।। হত বল হয়ে রাজা চিন্তিতে লাগিলা। শৃঙ্গার আসিয়া তবে নিকটে মিলিলা ।। ভয় নামে ভয় তার করিতে পিরিতি। পুরীখান সব পোড়াইল দুষ্টমতি

তবে রাজা পুরঞ্জন বন্ধুগণ লয়ে। দুঃখে শোকে পড়ি কান্দে ব্যাকুল হইয়ে ॥ যবনে বেড়িয়া পুরী বেড়াব সকল। গন্ধর্ব্বে হরিয়া তার নিল বুদ্ধি বল ॥ কান্দে পুরঞ্জন রাজা কম্পিত হৃদয়। গৃহকূপে পড়ি মজিলেন দুরাশয় ॥ বকবত ধ্যানকরি রহে দুরাচার। মরিয়া বা কোথা যাব ছাড়িয়া সংসার ॥ কোথা রাখি যাব মোর ভার্য্যা গুণবতী। কুলে শীলে পতিব্রতা মোর প্রীয় অতি ॥ আমি না খাইলে কিছু না খায় সুন্দরী। নিরন্তর আমাতে থাকয়ে চিত্ত হরি ॥ আমা বিনা কোথা বা থাকিব হেন দার। ধন জন পুত্র মিত্র এরাজ্যভাণ্ডার এরূপ চিন্তিতে রাজা আকুল শরীর। হেনকালে ভয় নামে আইলা মহাবীর ॥ ধরিয়া বান্ধিল নৃপে ভয় মহাবলি। বন্ধুগণ কান্দে দেখি দুঃখে শোকাকুলি ॥ বলে বান্ধিলেন তারে ভয় বলবান। ভূমে পড়ি রহিল সে ভাঙ্গা পুরীখান ॥ যজ্ঞকালে রাজা যত বধিল পশুরে। তারা আসি চৌদিগে বেড়িল কাটিবারে ॥ মারমার করিয়া বেড়িল পশুগণ। খণ্ডং করিয়া কাটিল পুরঞ্জন ॥ আর্ত্তনাদ করি রাজা কান্দে নিরন্তরে। এইরূপে পশুবধি দুঃখভোগ করে ॥ দুঃখময় সাগরে মজিল নরেশ্বরে। নানা রূপ দুঃখ ভোগ করে নিরন্তরে ॥ স্ত্রী সঙ্গি হয়্যা এত দুঃখ নরপতি। সঙ্গদোষে হেন হয় জীবের দুর্গতি ॥ যাহাতে আসক্ত হয় সেই হয় প্রাপ্তি। কৃষ্ণভক্ত সংসারে না করে দৃঢ় রতি ॥ যদ্যপি গৃহেতে থাকে আসক্ত না হয়্যা। স্ত্রী পুত্রাদি ধন জন গুরুতে সঁপিয়া ॥ যিহোঁ গুরু সেই কৃষ্ণ ভেদ বুদ্ধি ত্যজি। তাঁর ভক্তজনেরে হো তাঁর ভাবে পুজি ॥ সর্ব্বভুতে ঈশ্বরাংশ হইয়া বিস্তার। দয়াকরি নিজ সুখ দুঃখ করে সার ॥ প্রাণী মাত্রে উদ্বেগ না দেন যেই জন। কায় মনো বাক্যে লয় তাঁহার স্মরণ ॥ পুরঞ্জন স্ত্রীরূপ সে চিন্তি অনুক্ষণ। স্ত্রীরূপ ধরিয়া পুনঃ লভিল জনম ॥ বিদর্ভ রাজার ঘরে স্ত্রীরূপ ধরি। জনমিল দুর্ম্মতি সে স্ত্রী ধ্যান করি ॥ আছিল মলয়ধ্বজ পাণ্ডুদেশ পতি। বিবাহ করিল তারে জানি গুণবতী ॥ এক কন্যা জনমিল তাহার উদরে। কন্যার কনিষ্ঠ আর সাত সহোদরে দ্রাবিড় দেশের রাজা হৈলা সাত ভাই। সাতখান পুরী করি রহে সাত ঠাঞি ॥ অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ পুত্র হৈল সাত ঘরে। যার বংশ ব্যাপিত হইল মহীপরে ॥ অগস্ত্য নৃপতি বিভা কৈল কন্যাখানি।

তারগর্ভে পুত্র জন্মিলা মহামুনি ।। উর্দ্ধবাহু নামে মুনি বিদিত ভুবন আছিলা মলয়ধ্বজ রাজা এই মন ।। নিজ রাজ্য বিভোজিয়া দিলা পুত্রগণে। আপনে চলিলা রাজা কৃষ্ণ আরাধনে ।। কুলাচল পর্ব্বতে রহিলা মহামতি। তার সঙ্গে রহিল মহিষী রূপবতী।। চন্দ্র বসা তাম্রপর্ণি রহে দুই জনে। নিত্য জলক্রীড়া করে আনন্দিত মনে।। পুণ্যজলে মজ্জিল শোধিল কলেবর। দেহের ধারণ হেতু ফল মূলাহার ।। শীত বাতে বরিষণে ক্ষুধা তৃষ্ণা সহি। দোঁহে মেলি তপ করে পুণ্য তীর্থে রহি ।। সঞ্জম নিয়ম করি শরীর শোধিল। তপ করি মহারাজা কৃষ্ণ আরাধিল ।। ব্রহ্মে চিত্ত নিয়োজিয়া স্থির কৈল মন। ভক্তিভাব করিয়া ভজিল নারায়ণ।। ঈশ্বর আজ্ঞায় লৈল গুরু উপদেশ। জ্ঞানদীপে সাক্ষাত করিলা হৃষীকেশ ।। ব্রহ্মে মন নিযোজিয়া ব্রহ্মে প্রবেশিল। শুদ্ধভাবে তার ভার্য্যা পতি সেবা কৈল ।। স্বামির মরণ দেখি ভার্য্যা পতিব্রতা। বিলাপ করিয়া কান্দে হয়ে শোকযুতা।। চিতা করি কাষ্ঠ দিয়া জ্বালিল আগুনি। তাহার উপরে থুইল পতি দেহখানি ।। তবে দেবী করিল সে চিতা আরোহণ। হেন কালে পূর্ব্ব সখা দিলা দরশন ।। সখা বলে শুন দেবী মর কি কারণ। কেবা তুমি কার তরে কান্দ অকারণ ।। তোমার পুরুষ সখা আমি গুণনিধি। তুমি আমি একত্রে থাকিব নিরবধি ।। অবিজ্ঞাত নাম মোর তাহা পাসরিলা। আমা পাসরিয়া তুমি এত দুঃখ পাইলা ।। তুমি আমি সখা সখী থাকিতাম গাছে। বিষয় ধেয়ানে তুমি পাসরিলে পাছে। আমাকে ছাড়িয়া তুমি অন্ধ হয়ে ছিলে। বিষয় লম্পট হয়্যা সব পাসরিলে ।। স্ত্রীর সঙ্গে নবদ্বার পুর পরবেশি। স্ত্রীর রসে পাসরিলা নিজ গুণরাশি ।। স্ত্রীর সঙ্গে ভ্রম হয় কেবল বঞ্চিত। সঙ্গদোষে নাহি হয় কৃষ্ণে দৃঢ় চিত ।। তোমা আমা নাহি ছিল তিলেক বিচ্ছেদ। একআত্মা স্বরূপ আছিল কিছু ভেদ ।। তুমি আমি নহি পুরঞ্জন পুরঞ্জনী। সকল অসার মায়া বিচারিলে জানি ।। দর্পণে দেখয়ে যেন আপনার ছায়া। সেই জানে নহে সত্য দেবতার মায়া ।। এই রূপে যদি হংসী প্রবোধিল হংস। সেই ক্ষণে হৈল তার ভবমায়া ধ্বংস ।। ধীর শিরোমণি গুরু গদাধর জান। ভাগবত আচার্য্যের মধু রস গান ।।

পয়ার। প্রাচীন বর্হিহ রাজা এত বাক্য শুনি। কহিতে লাগিলা হেন তত্ত্ব নাহি জানি॥ না জানি তোমার আমি হিত উপদেশ। কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ করি মানি না জানি বিশেষ॥ রাজার বচন শুনি মুনিতপোধন। প্রকাশিয়া কহিতে লাগিলা বিশেষণ॥ চরাচর সব দেহে জীবের সঞ্চার। পুরঞ্জন মায়া পুরঞ্জন নাম আর॥ যে কহিল অবিজ্ঞাত সখা তার নাম। সে কেবল পুরুষ ঈশ্বর ভগবান॥ গুণ কর্ম্ম শুনি তত্ত্ব জানিতে না পারি। তে কারণে অবিজ্ঞাত হেন নাম ধরি॥ যে নারীর সহ রাজা কৈল গৃহ বাস। বুদ্ধি মন তার সঙ্গে মনের বিলাস। সখাগণ সকল ইন্দ্রিয়গণ বলি। সখিগণ প্রাণ মন বৃত্তি অবধারি॥ পাঁচ বিষয়া নাম পাঁচ পঞ্চ আর। প্রকাশিয়া কহিবে এ নব দুয়ার॥ দুই অক্ষি দুই নাসা এ দুই শ্রবণ। গুহ্য লিঙ্গ মুখ নবদ্বার নিরূপণ॥ দুই অক্ষি দুই নাসা পুরির সম্মুখে। দুই দিকে কর্ণ দুই দ্বার বলি তাকে॥ মুখ নামে মুখ্য যেই সম্মুখ দুয়ার। সর্ব্বকাল এই সাত দুয়ারে সঞ্চার॥ খদ্যোতা আর আভ মুখী এ দুই নয়ন। এ দুই দুয়ারে রূপ দেখে মূর্ত্তিমান॥ নলিনী নালিনী দুই নাসিকা বিবর। সে দ্বারেতে গন্ধ মাত্র লয় পুরীশ্বর॥ মুখ্য নাম দ্বারেতে মুখের নাম ধরি। সে দ্বারেতে রস লয় স্বাদু ভোগ করি॥ পিতৃহু দেবহু দুই শ্রবণ বিবর। সে দ্বারেতে শব্দ ভেদ লয় নিরন্তর॥ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি শাস্ত্র পঞ্চ পঞ্চ আর। পিতৃ যান দেব যান ভবন সঞ্চার॥ লিঙ্গের দুর্ম্মদ নাম আপান নির্ঋতি। মলমূত্র সে দ্বারেতে ছাড়ে জীব জাতি॥ দুই হাত দুই পদ অন্ধ নাম ধরে। গতিকর্ম্ম করে জীব সেই দুই দ্বারে॥ অন্তঃপুর হৃদয়েতে করি অনুমান। বিসূচি মনের নাম বিচারিয়া জান॥ ইন্দ্রিয় রথের ঘোড়া রথ কলেবর। কাল গতির গমন সে হয় নিরন্তর॥ সে রথের ধ্বজ চক্র শুভাশুভ কর্ম্ম। পঞ্চ ভৌতিক সে রথির জান মর্ম্ম॥ জানিব ঘোড়ার শীঘ্র গতির গমন। রথের সারথি বুদ্ধি করায় ভ্রমণ॥ একাদশ ইন্দ্রিয় জানিব তার সেনা। পঞ্চ রস স্থানে গিয়া নিত্য দেয় হানা॥ এই রূপে ফিরে যাব দুঃখ সুখ ভোগ। শতেক বৎসর সবে দেহের সংযোগ॥ অজ্ঞান মোহিত জীব করে অহঙ্কার। দেহ ধর্ম্ম সুখভোগ বলে আপনার॥ আপনে নির্গুণ হয়্যা অসত্য ধিয়ায়। মুই মোর বলিয়া সতত দুঃখ পায়॥ কর্ম্ম

বলি নয় জীব আপন বন্ধন। নানা দেহ ধরে কর্ম্ম ভোগের কারণ গুরু রূপ আপনে সাক্ষাত ভগবান। গুরু না ভজিলে কার নাহি পরিত্রাণ॥ প্রাকৃতীর পর জীব আপনা পাসরে। কর্ম্ম করি শুভা শুভ শরীরে সঞ্চারে॥ শুভ কর্ম্ম করিয়া উজ্জ্বল দেশে যায়। ফল ভোগ অবসানে পুনঃ দুঃখ পায়॥ কর্ম্মভোগ অনুসারে নানা দেহ ধরে। কর্ম্মভোগ কারণেতে ভ্রময়ে সংসারে॥ কোথাহ পুরুষ হয় কোন স্থানে নারী। কোন স্থানে রহে নপুংসক বেশ ধরি॥ কখন বা হয় দেব কখন বানর। পশু পক্ষ পতঙ্গ স্থাবর কলেবর॥ কর্ম্ম অনুরূপ জীব নানা দেহ ধরে। কর্ম্মভোগ কারণেতে দুঃখ সুখাচরে পাপকর্ম্মে হীনদেহ ধরি দুঃখ পায়। কদর্য্য ভক্ষণ করি ভ্রমিয়া বেড়ায়॥ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জীব সদত বিকল। নরদেহ ধরিয়া নাহিক পায় কল॥ দুয়ারে২ দৈন্য ভিক্ষা মাগি খায়। দৈবযোগে তাতে মান অপমান পায়॥ দ্বারে২ ফিরে যেন কুক্কুর সমান। কোন ঘরে অন্ন পায় দণ্ড কোন স্থান॥ এইরূপে ভ্রমে জীব নানা কলেবর। কভু অধোগতি কভু ঊর্দ্ধেতে সঞ্চার॥ স্বনির্ম্মিত্ত কর্ম্ম করি করে দুঃখ ভোগ। কর্ম্ম হেতু নাহি ঘুচে জন্ম মৃত্যু রোগ॥ কোন প্রতিকারে নাহি এদুঃখের ছেদ। শুভকর্ম্ম বিকর্ম্ম কিঞ্চিৎ মাত্র ভেদ॥ মাথায় বোঝার ভার সহিতে না পারি। ক্ষণেক বিশ্রাম যেন করে স্কন্ধে করি॥ এইমত জান সব শুভাশুভ ফল। বিষয় ভোগেতে মাত্র সেহ অকুশল॥ কর্ম্ম হৈতে কভু নাহি হয় অব্যাহতি। শয়নে স্বপনে যেন দেখে জড়মতি॥ কোন মতে জীবের সংসার নাহি ছুটে। বিনা গুরু না ভজিলে জ্ঞান নাহি ঘটে॥ হরি গুরু বৈষ্ণবে ভকতি যদি হয়। তবে সে অজ্ঞান ধ্বংস ভববন্ধ ক্ষয়॥ হরিকথা শ্রবণেতে ভক্তির উদয়। শ্রদ্ধাযুত নহিলে শ্রবণ সিদ্ধ নয়॥ যথা কৃষ্ণভক্ত জন সাধু মহাভাগ। হরিকথা শুনিতে যাহার অনুরাগ॥ হরিকথামৃত করে তৃষ্ণায় সদা পান। শ্রবণ পুরিয়া যেবা করে অভিরাম॥ শোক মোহ জরাভয় না হয় তাহার। সেই সে এভব সংসারেতে হয় পার যদি বল তবে কেন সকলে সর্ব্বদা। না শুনয়ে কেন হেন হরিগুণ গাঁথা॥ তার কথা কহি কিছু শুনহ রাজন। সাধুসঙ্গ বিনা নাহি পায় ভক্তিধন॥ ব্রহ্মা ভব সনকাদি আর দক্ষ করি। পুলহ পৌলস্ত্য ক্রতু যোগ অধিকারী॥ মরীচি অঙ্গিরা ভৃগু বশিষ্ঠ কুমার। এসবে জানি

ত্তে তত্ত্ব নাহি পারে যাঁর ॥ তাবৎ পর্য্যন্ত তারা করিয়া ধেয়ান। চিন্তিয়া না পায় যাঁর চরণ সন্ধান ॥ অনুগ্রহ করে কৃষ্ণভক্তিতে যাহারে। সেই সে প্রভুর তত্ত্ব জানিবারে পারে ॥ লোক বেদ মূঢ়ত্ব ছাড়িয়া যেই জন। সাধুমুখে সাধুশাস্ত্রে দৃঢ় যার মন ॥ কর্ম্ম ত্যাগ করি লয় সাধুর শরণ। তবে জানি তারে কৃপা কৈলা নারায়ণ ॥ এতেক বুঝিয়া রাজা কর্ম্ম ত্যাগ কর। মিথ্যা কর্ম্ম বস্তু বুদ্ধি করি কেন ধর ॥ শ্রুতি কর্ম্মফল বাঞ্ছে নাহি বুদ্ধিলেশ। বৃথা কর্ম্মাচারি কেন পাও নানা ক্লেশ ॥ যজ্ঞধূম পানকরি বৃথা দুঃখ পাও। তত্ত্ব না জানিয়া কেন কর্ম্মপথে ধাও ॥ কুশে আচ্ছাদিলে তুমি এমহিমণ্ডল। পশুগণ করি কর্ম্ম করিলা সকল ॥ জন্ম মৃত্যু গর্ভবাস ভবে দুঃখ সার। তাহা না কহিনু কিছু করিয়া বিস্তার ॥ সেই কর্ম্ম যাতে তুষ্ট হয়েন শ্রীহরি। সেই বিদ্যা যাহা হৈতে কৃষ্ণে মন ধরি ॥ সর্ব্ব জীব আত্মা হরি সবার ঈশ্বর। সর্ব্ব লোকগতি পতি প্রকৃতির পর ॥ তাঁর পদ কেবল সকল সিদ্ধ হেতু। অপার সংসারসিন্ধু পরিত্রাণ সেতু ॥ সেই প্রিয় সেই আত্ম সেই সে শরণ। এমত একান্ত চিত্তে জানে যেইজন। সেই সে পণ্ডিত গুরু সর্ব্ব তত্ত্ব জ্ঞানে। না জানিয়া অন্য বিপ্রে গুরু করি মানে ॥ কহিল তোমারে রাজা এই সুনিশ্চিত। কর্ম্মপথ ত্যজি তুমি কৃষ্ণে ধর চিত ॥ স্ত্রী পুত্রাদি সেবাভাবে মধুসমতুল। কত ক্লেশ করে জীব হইয়া ব্যাকুল ॥ স্ত্রীর দেহে নিবেশিত সদত হৃদয়। সুখ জ্ঞানে দুঃখের সাগরে পড়ি তায় ॥ দিবা রাত্রি রূপে কাল পরমায়ু হরে। যমপাশে নিকট বন্ধন না সঙরে ॥ না কর না কর রাজা বৃথা অভিলাষ। সুখে ভব পার হবে ভজ শ্রীনিবাস ॥ শ্রুতি মুখ মাত্র দারা পুত্র মধু ভাষা। না কর না কর রাজা ছাড় দুষ্ট আশা ॥ প্রাচীন বরিহ রাজা এত বাক্য শুনি। কহিতে লাগিলা কিছু যোড় করি পাণি ॥ মোর গুরু হয় সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। সর্ব্ব বেদ তত্ত্ব জানে কুল পুরোহিত ॥ তবে কেন মোরে না করিলা উপদেশ। বুঝিলাম এই তত্ত্ব না জানে বিশেষ ॥ হেন বুঝি এ রসে বঞ্চিত মুনিগণ। বেদ গুরু অর্থ হীন কর্ম্ম পরায়ণ ॥ রাজার বচন শুনি ব্রহ্মার নন্দন। তত্ত্ব উপদেশ তাঁকে দিলা ততক্ষণ ॥ জীব দরশিয়া কৈলা মুনি অন্তর্ধান। সত্যলোক চলিলা নারদ মতিমান ॥ প্রাচীনবরিহ রাজা নারদের স্থানে। তত্ত্ব উপদেশ পায়্যা কৈল

চিত্ত সমাধানে॥ পারিশেষে কৈল রাজা রাজ্য সমর্পণ। সর্ব্ব কর্ম্ম সর্ব্ব ধর্ম্ম তেজে ততক্ষণ॥ তবে রাজা বলে শুন যত মন্ত্রীগণ। সকলে মিলিয়া রাজ্য করহ পালন॥ দারা পুত্র রাজ্য ধনে হয়ে অচেতন। যজ্ঞাদি করিয়া কৈল আয়ুর হরণ॥ সে সকল বুঝিলাম আপন বন্ধন। গর্ভ মৃত্যু যাতনা যাহাতে পুনঃ পুনঃ॥ সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ সেবা উপদেশ বিনে। ভববন্ধ মোচন না হব কর্ম্ম জ্ঞানে। কর্ম্ম ত্যাগ করি লয় কৃষ্ণের স্মরণ। তোমরা করিহ রাজ্য স্বধর্ম্মে পালন॥ যবে রাজ্যে আসে মোর সে দশ কুমার। তবে তা সবারে দিহ রাজ্য অধিকার॥ এতেক বলিয়া রাজা গেলা তপোবনে। কৃষ্ণ আরাধিল গিয়া কপিল আশ্রমে॥ ভক্তিভাব করিয়া ভজিল হৃষীকেশ। কৃষ্ণময় দেখি হৈলা কৃষ্ণে পরবেশ॥ পুরঞ্জন উপাখ্যান মুকুন্দ রচিত। ভুবন পবিত্র বাণী শুক মুখোদিত॥ যে জন কহয়ে যেই ভক্তিভাবে শুনে। কর্ম্ম বন্ধ মুক্ত হয়্যা চলে বৈকুণ্ঠ ভবনে॥ রঘুনাথ পণ্ডিতের প্রেমতরঙ্গিণী। শুনিলে তুরিত হরে হরিগুণ বাণী॥ এই ভাগবত মত করিয়া রচন। মুক্ত হয়্যা সেই পায় কৃষ্ণের চরণ॥ ভক্তিরস গুরু শ্রীল গদাধর জান। ভাগবত আচার্য্যের মধু রস গান॥

বিদুর জিজ্ঞাসা কৈল শুন যোগেশ্বর। দশ প্রচেতস ছিলা জলের ভিতর॥ জলে থাকি কৃষ্ণ আরাধিয়া গেলা কতি। সে সকল কৃপা করি কহ মহামতি॥ শুনিয়া মৈত্রেয় মুনি বিদুর বচনে। সে পুণ্য চরিত্র কহে আনন্দিত মনে॥ অযুত বৎসর ছিলা জলেয় ভিতর। তপ করি কৃষ্ণ আরাধিলা নিরন্তর॥ তুষ্ট হয়ে দরশন দিলা হৃষীকেশ। গরুড় বাহনে প্রভু ধরি দিব্য বেশ॥ তবে তারা স্তুতি কৈলা গদগদ বাণী। পরম সন্তোষে বর দিলা চক্রপাণি॥ তবে তারা নিবেদিল প্রভুর চরণে। অন্য বর না মাগিব ভক্তসঙ্গ বিনে॥ কর্ম্ম নির্ব্বন্ধন জন্ম হয় যথা তথা। কৃষ্ণভক্তসঙ্গ যেন হয়ত সর্ব্বথা॥ ক্ষণেক পাইল মাত্র শঙ্কর দর্শন। কৃপায় কহিল কিছু ভক্তি নিরূপণ॥ তোমা দরশন পাইল শঙ্কর কৃপাতে। হেন যে বৈষ্ণব সঙ্গ কে বুঝিবে তত্ত্বে॥ তাসবার বচন শুনিয়া গদাধর। হাসিয়া সন্তোষে প্রভু দিলা প্রত্যুত্তর॥ বাপের বচন সবে করিবে পালন। রহিবে নির্ম্মল যশ এতিন ভুবন॥ কণ্ডু মুনি প্রম্লোচা অপসরা সমাগমে। জনমিল তাতে কন্যা

অব্যাব্রিস নামে।। অপরা তেজিয়া তারে গেলা মহাবনে। কন্যা বাস দিয়া তারে রাখে বৃক্ষগণে।। সেকন্যা ক্ষুধায় কান্দে বনের ভিতর। অমৃত অঙ্গুলি মুখে দিলা শশধর ।। অমৃত ভোজনে তার রহিল জীবন। তারে পরিণয় গিয়া কর দশ জন ।। জনমিব তাহাতে তনয় মহাবল। ত্রিভুবন শাসিবে সকল ক্ষিতিতল ।। তথা যাহ ভক্তিভাবে আমারে ভজিহ। অন্তকালে তনু তেজি বিষ্ণুপুরে যাহ ।। এতেক বলিয়া হরি হৈলা অন্তর্ধান। জলে হৈতে উঠি তবে তারা দশ জন ।। বৃক্ষগণ ব্যাপিত সে দেখিয়া মেদিনী। ক্রোধকরি মুখে হৈতে জালিল আগুণি।। পোড়ায়ে পৃথিবী বন কৈল ভস্মসাত। হেনকালে আইল ব্রহ্মা ত্রিভুবন নাথ।। ব্রহ্মা বলে বৃক্ষসৃষ্টি রাখ বাক্য ধর। বৃক্ষগণে কন্যা দিব তারে বিভাকর।। এবোল বলিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজস্থানে। হেনকালে কন্যা আনি দিলা বৃক্ষগণে।। সেই কন্যা বিভা কৈল দশ সহোদর। রাজ্যভোগ কৈল দশসহস্র বৎসর ।। দক্ষপুত্র জন্ম হৈল দশ সহোদর। পূর্ব্বজন্মে যারে বিড়ম্বিলা মহেশ্বর। শিবশাপে ছাগমুণ্ড দক্ষের আছিল। সে তনু তেজিয়া আর শরীর ধরিল।। তবে প্রচেতা দশ ভাই ভজিয়া শ্রীহরি। অন্তকালে তনু তেজি গেলা বিষ্ণুপুরী।। উত্তানপাদের বংশ কহিল বিস্তার। কহ রাজা পরীক্ষিত কি কহিব আর।। ভক্তিরস শ্রীল গদাধর পদে জান। ভাগবতাচার্য্যের মধুর রস গান।।

চতুর্থস্কন্ধ সমাপ্তঃ।
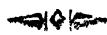
রাজা বলে শুন গুরু মুনি যোগেশ্বর। প্রিয়ব্রত রাজা ছিলা ধর্ম্ম কলেবর ।। পরম বৈষ্ণব রাজা মহা গুণনিধি। ভক্তিযোগ বিষয়ে বৈরাগ্য নিরবধি ।। হেন হয়ে কেন কৈলা রাজ্য অধিকার। ভক্তের কর্ত্তব্য নহে রাজ্য বা সংসার ।। কহ মুনি প্রিয়ব্রত চরিত্র বাখান। সার্ব্বভৌম নৃপতি সে ভকত প্রধান ।। রাজার বচন শুনি শুক মহামুনি। ধন্য ধন্য সাধু সাধু রাজারে বাখানি ।। স্বয়ম্ভুব মনু ছিলা ব্রহ্মার তনয়। তার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়ব্রত মহাশয় ।। বাপে রাজ্য দিলা না করিল অঙ্গীকার। দেখিল সংসার বন্ধ রাজ্য অধিকার ।। না কৈল সংসার ভয়ে বাপের বচনে। আমি হর সুর আদি মহাঋষি

পণে ॥ হেনকালে ব্রহ্মা আসি দিলা দরশনে। মিথ্যাবুদ্ধি না করিহ আমার বচনে ॥ ব্রহ্মা বলে শুন বৎস কোন যুক্তি কর। কোন দোষে পিতার বচন নাহি ধর ॥ কহিব বৈষ্ণবধর্ম্ম শুন সাবধানে। যার বশ হয়ে আজ্ঞা বহি অনুক্ষণে ॥ যজ্ঞ যোগ তপ আদি নানা কর্ম্ম করে। তবু তারা পুণ্যকর্ম্ম ছাড়িতে না পারে ॥ ভয় শোক সুখ দুঃখ দিব প্রভু যারে। খণ্ডিতে না পারি আমি হর সুরেশ্বরে ॥ যার বেদ আজ্ঞাপাশে আছি যে বন্ধনে। যাহার ইচ্ছাতে কর্ম্মকরি সাবধানে ॥ নাকে দড়ি দিয়া যেন বলদ গাথনি। আমি সব বান্ধ আছি যার বেদবাণী ॥ যে কর্ম্ম যাহারে প্রভু করে নিযোজিত। সে কর্ম্ম সকলে করি হয়ে সাবহিত ॥ নড়ি ধরি যেন অন্ধ জনেরে হাটায়। সেইরূপ সুখ দুঃখ জীবেরে ভুঞ্জায় ॥ এইরূপে দেহ সদা করয়ে বিলাস। না ঘুচে সংসার বন্ধ নহে ভবনাশ ॥ গৃহে বসি ছয় রিপু কর নিবারণ। গোবিন্দ ভজিলে ছুটে এভব বন্ধন ॥ ছয় রিপু জিনিব যাহার আছে মনে। ঘরে বসি যুদ্ধ করি জিনিব সবারে ॥ থাকে যথা তথা রহে বনেবা মন্দিরে। গোবিন্দ চরণ ভজে হেলে ভবতরে। ভকত সত্তম তুমি পরম পণ্ডিত। বাপের বচন লংঘ একোন চরিত রাজা হয়ে মহাসুখে রাজ্যভোগ কর। ছয় শত্রু জিনিয়া গোবিন্দে মন ধর ॥ দেহ গৃহ রাজ্য ভোগ ত্যজি অহঙ্কার। ভজিয়া গোবিন্দ পদ ভবে হও পার ॥ এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজ স্থানে। প্রিয়ব্রত রাজা হৈল ব্রহ্মার বচনে ॥ পুত্রে রাজ্য দিয়া মনু গেলা তপোবনে। তত্ত্ব উপদেশ পাইলা নারদের স্থানে ॥ তপ যোগ সাধিয়া ভজিলা গদাধর। বিষ্ণুপদে প্রবেশিলা ত্যজি কলেবর ॥ প্রিয়ব্রত সপ্তদ্বীপে এক নরপতি। নিজ ধর্ম্ম শাসিয়া পালিল বসুমতী ॥ বিশ্বকর্ম্মা কন্যা দিলবিভাকৈলা তথি। দশপুত্র হৈলতাতে কন্যা উজ্জলতি একাদশ অর্ব্বুদ বৎসর পরিমাণ। প্রিয়ব্রত রাজা কৈলা নৃপতি প্রধান ॥ সপ্তদ্বীপে উদিত যাবৎ দিবাকর। তাবৎ নৃসিংহ সিংহ এক দণ্ডধর ॥ কৃষ্ণপদ ভকতি প্রভাব যোগ বলে। সপ্তদ্বীপে নরপতি অখণ্ড মণ্ডলে ॥ রজনী করিয়া দিবা হেন কৈল মন। মনোহর রথে রাজা করি আরোহণ ॥ ধরণী বেড়িয়া সাত প্রদক্ষিণ কৈল। চতুর্ম্মুখ আসিয়া রাজারে নিবেধিল ॥ রাত্রি দিন করিতে সূর্য্যের অধিকার। ক্ষিতিতল পালিতে তোমার অধিকার ॥ তবে ব্রহ্মা

চলি গেল আপন ভবনে। নিজ পুরী আইলা রাজা ব্রহ্মার বচনে॥ এক চক্র রথে সপ্ত সিন্ধু প্রদক্ষিণ। দিল সাত হৈল সাত রথ বেগ চিন॥ জম্বুপলক্ষ শাল্মলি কুশ ক্রৌঞ্চি নামে। শাক পুষ্কর দ্বীপ সপ্ত দ্বীপাক্রমে॥ লবণ জলধি ইক্ষুরস সুরা দধি। ঘৃতসিন্ধু নীর সিন্ধু ক্ষীর জলনিধি॥ আশ্চর্য্য জলধি সাত সিন্ধু সাত নাম। বিভু বনে চমৎকার কীর্ত্তি অনুপাম॥ সাতদ্বীপ সাত সিন্ধু হইল মিলনে। জম্বুদ্বীপ লবণ সমুদ্র সন্নিধানে॥ প্লক্ষদ্বীপ তাহার দ্বিগুণ পরিমানে। দ্বিগুণ দ্বিগুণ সপ্তদ্বীপ ক্রমে জানি॥ মহা অনুভব রাজা অতুল শকতি। সাতদ্বীপে সাত পুত্র হৈল নরপতি॥ উত্তরে হইয়া তিন পুত্র গেলা বনে। পরমহংসের গতি পাইল তিন জনে॥ এই রূপে কত বা করিল মহাকর্ম্ম। সপ্তদ্বীপে স্থাপিল সকল জীব ধর্ম্ম॥ একান্ত ভকতি করি ভজিল গোপাল। ভকত জনের সঙ্গ কৈল চির কাল॥ পরম বৈরাগ্য তাঁর জন্মিল হৃদয়। বিষয় লম্পট হৈল ভাব যে হৃদয়॥ স্ত্রী সঙ্কেতে রাজ্য ভোগে গেল এতকাল। না ভজিল হরিপদ বিষয় জঞ্জাল॥ পুত্রে রাজ্য বিভোজিয়া ত্যজিল সংসার। প্রবেশিল মধু বনে মনুর কুমার॥ সে হেন সম্পদ রাজা ত্যজিয়া বসতি। ভকতি সাধিয়া রাজা পাইল কৃষ্ণগতি॥ দশ পুত্র প্রধান যে অগ্নিধ্র কুমার। জম্বুদ্বীপ হৈল তার রাজ্য অধিকার॥ গুণ শীল বলবীর্য্য পিতার সমান। ভুজবলে পৃথিবী শাসিল বলবান॥ পুত্র কামে তপ কৈলা পর্ব্বত কন্দরে। পূর্ব্ব চিত্তি অপসরারে দিল গদাধরে॥ তার সহে বিহার করিলা নিরবধি। রাজ্যভোগ কৈল লক্ষ বৎসর অবধি॥ নব পুত্র হৈল তার মহা ধনুর্দ্ধর। পূর্ব্ব চিত্তি গেলা তবে প্রভুর গোচর॥ অগ্নিধ্র ত্যজিলা তনু অপসরার ধ্যানে। চলিলা অপসরা বেশে দেবের ভবনে॥ সপ্তদ্বীপ নব খণ্ডে নব নরপতি। নব পুত্রে শাসিল সকল বসুমতী॥ জ্যেষ্ঠ পুত্র নাভি নামে তাহার প্রধান। জম্বুদ্বীপে রাজা হৈলা মহা বলবান॥ পুত্র কামে যজ্ঞ করি ভজিলা শ্রীহরি। দরশন দিলা কৃষ্ণ দিব্য মূর্ত্তি ধরি॥ স্বগণে প্রণতি স্তুতি কৈলা নরেশ্বর। জয় জয় নমো নমো প্রভু গদাধর॥ তুষ্ট হয়্যা বরদান দিলা গদাধর। পুত্র হব বিষ্ণু অংশে নর কলেবর॥ জগতে তোমার যশঃ করিব বিস্তার। হইবে তোমার

পুত্র অংশ অবতার ॥ এতেক বলিয়া প্রভু হৈলা অন্তর্দ্ধান। পৃথিবী শাসিলা নাভিরাজা বলবান ॥ শুভ কালে জনমিলা নাভির তনয়। বিষ্ণু অংশে অবতার হৈলা দয়াময়। গাম্ভীর্য্য যে সৌন্দর্য্য সর্ব্ব গুণের নিধান। বিষ্ণু অংশে জনমিলা ঋষভ আখ্যান ॥ পূর্ণকালে পুত্রে রাজ্য সমর্পণ। নাভি রাজা গেলা তবে পুণ্য তপোবন ॥ বিশালা নদীর তীরে কৃষ্ণ আরাধিলা। অন্তে তনু ত্যজি কৃষ্ণ পদে প্রবেশিলা ॥ বসিলা ঋষভ দেবরাজ সিংহাসনে। নিজ ধর্ম্ম স্থাপিয়া শাসিলা প্রজাগণে ॥ গুরুভক্তি লওয়াইলা সেবি গুরুজন। দেব দ্বিজ বৈষ্ণব সেবিল অনুক্ষণ ॥ জন্মিল শতেক পুত্র ভরত প্রধান বৈষ্ণব প্রধান রূপ গুণে অনুপাম ॥ ঊর্দ্ধরেতা নব পুত্র মহা যোগেশ্বর। অন্তরীক্ষে নবমুনি চলিলা সত্বর ॥ নব খণ্ডে নব পুত্র নব নরপতি। নিজ ধর্ম্ম স্থাপিয়া শাসিল বসুমতী ॥ একাশী কুমার হৈলা কর্ম্ম পরায়ণ। যজ্ঞ কর্ম্ম করি করে বিপ্র সন্তোষণ ॥ আপনে ঋষভ দেব বিষ্ণু অবতার। নিজ ধর্ম্ম জগতে করায় ব্যবহার ॥ শত যজ্ঞ করিয়া ভজিল নারায়ণ। সর্ব্ব কাল প্রজা সুখে রাখে সর্ব্বজন ॥ উদ্ধারিতে জগতেরে ভক্তি উপদেশ। ভক্তি যোগ কহি লোকে বুঝান বিশেষ ॥ নরদেহ কৃষ্ণের ভজন জন্য হয়। ইহাতে যে হেতু কামে নরক মিলয় ॥ কৃষ্ণভক্তি সাধিবে মানুষ দেহ ধরি। অন্তর শোধিলে হয় ভক্তি অধিকারী ॥ ভক্ত সঙ্গ ভক্ত সেবা মুকতি দুয়ার স্ত্রী সঙ্গীর সঙ্গে হয় নরক সঞ্চার। অহিংসাতে সর্ব্ব ভূতে সমভাব করি। সেই সে ভকত উত্তম জানিবে বিচারি ॥ আমাতে পিরিতি যেবা করে দৃঢ় মনে। ইষ্ট বন্ধু যার আমি নাহি বন্ধু বিনে। আমি তার সে আমার এইত নিশ্চয়। যত দেখ মোর ভক্ত সম কেহ নয় আহার শৃঙ্গার যার সদত বাসনা। সুত দার কলত্র ভবনে অন্য মনা ॥ তাহার সহিত প্রীত করে দুইজন। সেহ মোর প্রিয় নহে শুন প্রজাগণ ॥ সুত দার কলত্র যে ভক্তির বাধিত। তার সনে যার মনে নাহিক পিরিত ॥ অজিতে নারিয়ে যে বাহ্যেতে সঙ্গ করে। এমত হইলেহ সাধু মোর কলেবরে ॥ দেহের পিরিতি হেতু যে যে কর্ম্ম করি। সে কুকর্ম্ম বুলিহ ভক্তির অধিকারী ॥ পুনঃ পুনঃ দেহ বন্ধ যাহা হলে হয়। সেই সেই কুকর্ম্ম ত্যজিতে যুক্তি হয় ॥ তত্ত্ব জ্ঞান সাধুরে জিজ্ঞাসা নাহি করে। গতায়াত দুঃখ তার কভু নাহি

করে॥ যাবৎ আমাতে শুদ্ধ পিরিতি না হয়। তাবত এ ঘোর মায়া না ঘুচে নিশ্চয়॥ প্রকৃতি পুরুষ সঙ্গ রশির বন্ধন। ইহা বুঝি স্ত্রীসঙ্গ ত্যজয়ে সাধুজন॥ সুত বিত্ত গৃহ দার না করে পিরিতি। যার সঙ্গে ভববন্ধ না ঘুচে দুর্ম্মতি॥ হরি গুরু চরণে ভকতি হয় যার। বিষয় বৈরাগ্য হয় ভবে হয় পার॥ সদত ভকত সঙ্গে হরি কথা কহে। হরিগুণ কীর্ত্তনে ভকত সঙ্গে রহে॥ দেহে গেহে নহে যার প্রীতি মায়া বন্ধ। সাধু সঙ্গ করি সেই তরে ভবসিন্ধু॥ গুরু হৈলে শিষ্যে কহে তত্ত্ব উপদেশ। কর্ম্ম ছাড়াইয়া ভক্তি জানাবে বিশেষ॥ সহজেই সর্ব্বলোক কর্ম্ম পথাচরে। গুরু হয়ে কর্ম্ম উপদেশ নাহি করে॥ মিথ্যা সুখ হেতু যত নানা কর্ম্মাচারে। পরিণামে কর্ম্মভোগ দুঃখ না বিচারে॥ আপনেই বুঝি কর্ম্ম ছাড়ে বুধ জনে। মূঢ় জনে কর্ম্ম কাণ্ড শ্রেষ্ঠ করি মানে॥ কিবা মাতা কিবা পিতা কিবা দেবগণ। আর কি কহিব হেন গুরু যদি হন॥ যদি খণ্ডাইতে নারে মরণ সংশয়। কিবা মাতা পিতা গুরু কার কেহ নয়॥ চরাচর যতেক যাহাতে জীব বৈসে। জানিহ তাহাতে শ্রেষ্ঠ যাতে জ্ঞান আছে॥ তাহাতে জানিব শ্রেষ্ঠ মনুষ্য জনম। বুঝিয়া তাহার শ্রেষ্ঠ সুর সিদ্ধগণ॥ তাহার প্রধান জান মুনি যোগেশ্বর। তাহার প্রধান জান হর মহেশ্বর॥ তাহার প্রধান হয় ব্রহ্মা প্রজাপতি। সবার প্রধান আমি বিষ্ণু সুরপতি॥ আমার প্রধান হয় দ্বিজ কলেবর। আমারে চিন্তয়ে যেবা বাহির অন্তর॥ সর্ব্বদা ব্রাহ্মণে আমি করিয়ে আদর। ব্রাহ্মণ প্রসাদে আমি বিষ্ণু সুরেশ্বর॥ ব্রাহ্মণেরমুখে আমি করিয়ে ভোজন। ব্রাহ্মণ নিমিত্তে সৃষ্টি করিয়ে পালন॥ ব্রাহ্মণ পূজিহ ভক্তি করিহ ব্রাহ্মণে। প্রণাম করিহ ভক্তি করিহ প্রাণ মনে। এই রূপে নানা ধর্ম্ম লোকে শিক্ষা দিল। অভিষেক করি রাজ্য ভরতে স্থাপিল॥ শতেক পুত্রের শ্রেষ্ঠ ভরত কুমার। ভরতেরে ঋষভ দিলেন রাজ্যভার॥ আপনে রাজ্যাদি ত্যজি ধরি মুনি বেশ। ব্যাঘ্র ছাল পরে পিঙ্গল জটা কেশ॥ যেন উনমত বেশ অবধূতাকার। লোক ধর্ম্ম বেদ ধর্ম্ম ছাড়িল আচার॥ শৌচ আচমন স্নান ত্যজিল সকল। যেন অন্ধ বধিরে ফিরয়ে নানা স্থল॥ বিষ্ঠা মূত্র ধূলায় ধূসর কলেবর। আপনে ঈশ্বর হেন করেন আচার॥ কুসঙ্গ কর্ত্তব্য নহে তাহা বুঝাবারে। সর্ব্ব দেব শিরোমণি হেন কর্ম্ম করে॥

কুসঙ্গেতে জনম মরণ দুঃখ তার। কুসঙ্গেতে না ছুটয়ে এ ঘোর সংসার॥ ইহা বুঝি অসাধুর সঙ্গ নাহি করে। লোক বুঝাবারে প্রভু জড় মূর্ত্তি ধরে॥ জড় ধর্ম্ম লওয়াইতে ঋষভ অবতার। আপনে করিয়া ধর্ম্ম বুঝান সংসার॥ গোবিন্দ স্মরণ বাহ্য বিস্মৃত যে জনে। তার অনাচার কভু না করিহ মনে॥ ঋষভ চরিত্র লোক শুন সাবধানে। শুনিলে দুরিত হরে ভব বিমোচনে॥ ভাগবত আচার্য্যের মধু রস বাণী। ভাগবত ভাষা এই প্রেমতরঙ্গিণী॥

ত্রিপদী। মহা ভাগবত রাজা, ভরত পালয়ে প্রজা, স্থাপিয়া স্বধর্ম্ম ক্ষিতিতলে। ভারত বরিষা নাম, নিজ অধিকার ধাম, যশঃ রাখি এ মহীমণ্ডলে॥ বহুবিধ যজ্ঞ করি, আরাধিলা শ্রীহরি, পাঁচ পুত্র হৈলা বীরবর। কৃষ্ণনাম গুণ গান, স্তুতি পূজা জপ ধ্যান, ... কৈলা অযুত বৎসর॥ রাজ্যখণ্ড বিভাজিয়া, পুত্রে রাজ্যভার দিয়া, ভরত চলিলা তপোবনে। চন্দ্রানদী নাম যথা, পুণ্যাহ আশ্রম তথা, ভরত রহিল সেই স্থানে॥ তপ জপ সমাধিয়া, ভকতি স্তুতি করিয়া, কৃষ্ণ আরাধিল নিরন্তরে। চন্দ্রনদী জলে মজি, স্বচ্ছন্দে কেশব ভজি, ফল মূল করেন আহারে॥ এক কালে তীর্থ জলে, ভরত মজ্জন কৈলে, জলপীতে আইলা হরিণী। বনে সিংহনাদ হৈল, হরিণী ত্রাসিত হৈল, ঝাঁপ দিলা চন্দ্রানদী পানী॥ হরিণীর গর্ভ খসি, জল মাঝে যায় ভাসি, মৃগী মৈল জলের ভিতরে। ভরত ধ্যান পরিহরি, মৃগশিশু কোলে করি, চলি গেলা আপন মন্দিরে॥ পালন পোষণ করি, মৃগী সনে প্রেম ধরি, ভরত পাসরে নিজ ধর্ম্ম। হরিণী আসক্ত হয়্যা, অন্তে তনু তেয়াগিয়া, হরিণী উদরে হৈলা জন্ম॥ কৃষ্ণ আরাধিলা পূর্ব্বে, জাতিস্মর হৈল এবে, ভয় পায়ে চিত্তে মনে মনে। সকল স্বধর্ম্ম ছাড়ি, হরিণী আসক্ত পড়ি, হরিণ হইলা সে কারণে॥ শালগ্রাম তীর্থে যাই, পুণ্যজলে অবগাহি, তথা রাজা রহে নিরন্তর। নিরবধি হরি কথা, শ্রবণে শুনয়ে তথা, তেজিল হরিণ কলেবর॥ তবে পুনঃ দ্বিজকুলে, জনম লভিল ভালে, পূর্ব্ব সঙরিয়া জাতিস্মরে। কৃষ্ণগুণ সুশ্রবণ, স্মরণ মনন ধ্যান, মনে মনে করে নিরন্তরে॥ পিতা দশ কর্ম্ম কৈল, চারি বেদ পড়াইল, তাহাতে না হৈল অবগতি। অন্ধ বধির জড়, হেন নহে নিরন্তর, বুঝিয়া না বুঝে মহামতি॥ অনেক বচনে সুতে, না পারিল বুঝাইতে, জ্যেষ্ঠ পুত্রে

রাজ্য সমর্পিল। দ্বিজ তনু গেয়াগিল, পরলোক চলি গেল, জননী জঠরে প্রবেশিল॥ তাঁর জ্যেষ্ঠ যে সকলে, নানা শাস্ত্র পড়াইলা, তাহাতে না হৈল অবধান। মৃগী সহ সঙ্গ করি, মৃগীর শরীর ধরি, যেন রহে জড়ধি সমান॥ শৌচাচমন না করি, অনধৌত বেশ ধরি কপটে মলিন বেশ করে। তারে দুরাচার জ্ঞানে, তেজিল বান্ধবগণে নিজ সুখে আনন্দে বিহরে॥ ভর্জ্জন তাড়ন তারে, দণ্ড প্রহারণ করে, কেহ করে কেশ আকর্ষণ। সুগন্ধি চন্দন কেহ, দেয় পুজা করিলেহ, সুখ দুঃখ নাহি তার মন॥ ভক্তিযোগ জ্ঞান বলে, ভূঞ্জে সদা কুতুহলে, বাহ্য অভ্যান্তর সুখ ময়। স্থূল বলবান দেহ, কামিকী করায় কেহ, যার মনে যে যে কর্ম্ম লয়॥ শালি রক্ষ করিবারে, রাতি কাটাইতে তারে, ভ্রাতৃগণে ক্ষেত্রে নিয়োজিলে। আছিল কৈবর্ত্ত রাজা, করিতে দেবীর পুজা, বলি পাইলেন হেন কালে॥ চাহিয়া বেড়ায় যোগে, পাইক ধায় দিগে দিগে, নরবলি চাহিয়া বেড়ায়। বান্ধিয়া আনিয়া তারে, দিল রাজ দরবারে, পুষ্ট দেখি রাজা সুখ পায়॥ জলে স্নান করাইয়া, সুগন্ধি চন্দন দিয়া, অর্পিল চণ্ডীর বিদ্যমানে। করাইয়া চণ্ডী পুজা, আনিয়া কৈবর্ত্ত রাজা, খড়্গ লইল কাটিবার মনে॥ ভকত জনে আঘাত, দেখি বড় পরমাদ, চণ্ডী ক্রোধ কৈলা রাজা প্রতি। ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হয়ে, দেবী সেই খড়্গ লয়ে, সবংশে কাটিলা নরপতি॥ মুখে হৈতে অগ্নি করি, পোড়াইলা নগর পুরী, সবে একা ভরত রহিলা। ভরতে প্রসাদ করি, জগন্মাতা মহেশ্বরী, নিজলোক আপনে চলিলা॥ জড় কর্ম্ম অনুপাম, ভরত ধরিল নাম, ধন্য ধন্য ভকত প্রধানে। ভকত চরিত্র সার, শুনিলে পবিত্র হবে, রঘুনাথ পণ্ডিত সুগানে॥

ভক্তোদ্ধার শুনি বিদুর হর্ষিত অপার। আনন্দেতে মহামুনি কিছু কহে আর॥ শুকদেব মুখে ইহা রাজা পরীক্ষিত। আনন্দ হৈল শুনি ভক্তের চরিত। শুক মুখোদিত কথা সূতমুখে শুনি। নৈমিষারণ্যেতে আনন্দিত সর্ব্ব মুনি॥ সিন্ধুদেশে রাজা ছিল রহুগণনামে। জন্মিল ভকতি তার বৈরাগ্য গেয়ানে॥ রাজ্যত্যজি যায় রাজা কপিলের স্থানে। পথে দরশন জড়ভরতের সনে॥ চৌদোলা বহিতে ধরে রাজার কিঙ্কর। বহিতে না জানে দোলা ব্রাহ্মণকুমার॥ ক্রোধ করি রাজা তারে ভৎসিল অপার। কাটিয়া ফেলিব আরে দুষ্ট দুরা

চার ॥ যদ্যপি চৌদোলা না বহিস সাবধানে। তবে আর মোর হাতে না জীবে পরাণে ॥ রাজার বচনে তার নাহি অবধান। কাঁধে দোলা কেবা বহে কে করে অপমান ॥ বুঝিয়া করিব আমি কুমতি খণ্ডন হেন বাক্য আর যেন না কহে রহুগণ ॥ সাধুজনে কপট উচিত নাহি হয়। কথাচ্ছলে দিব কিছু নিজ পরিচয় ॥ সত্যং যে কিছু কহিলা নরপতি। অজ্ঞান জনার হয় এসব দুর্ম্মতি ॥ কেবা রাজা কার রাজ্য কিসে অধিকার। আপনে কে হব কারে বলে আপনার ॥ তত্ত্ব না জানিয়া করে অহং অভিমান। ভ্রমরে সকল জীব এক ভগবান ॥ তবে আর জবাটার আখ্যান কহিব। তত্ত্ব উপদেশ কহি মোহ নিবারিব ॥ ক্রোধকরি বলে তবে রাজা রহুগণ। সমান করিয়া দোলা না বহ কি কারণ ॥ মারিলে মারিবে তাহে নাহি বাস ডর। ভাল মতে না বহ করিব প্রতিকার ॥ শুনিয়া বাহকগণ রাজার বচন সংভ্রমে রাজারে সব কহে বিবরণ ॥ আমি সবে মত্ত নাহি বহি স্থানে স্থানে। কিন্তু বেগারিনা ভান রাজার বচনে ॥ সঙ্কাশনে নাহিকে ও যোগ্য লোক দুই। এই কার্য্যে অযোগ্য আমরা কভু নই ॥ এতেক বচন শুনি রাজা রহুগণ। যদ্যপিহ বিপ্র গুরুসেবা পরায়ণ ॥ তথাপি কিঞ্চিৎ ক্রোধ উঠিল হৃদয়। রজোগুণে হৈল কিছু বুদ্ধি বিপর্য্যয় ॥ ব্রাহ্মণ না জানি রাজা বলিলেন বাণী। ভালং জানে লোক আমি ভাল জানি ॥ পরিশ্রম হইল তোমার স্থূলকায়। বৃদ্ধকালে তোরে দুঃখ দিতে না জুয়ায় ॥ দয়াকরি বহিতে বলিলা নরেশ্বর। তথাপিহ দোলা বহে না দিল উত্তর ॥ দুঃখ সুখ নাহি তার চিত্তে অভিমান। অসত্য শরীর ভাবি নাহি বস্তুজ্ঞান ॥ সেইরূপ দোলা বহে ব্রাহ্মণ কুমার। সমানে না চলে দোলে বলে পুনর্ব্বার ॥ কে বহয় তুমি যদি না পার বহিতে। কে তোমায় আনিল আমায় দুঃখ দিতে ॥ ইহা শুনি কহিতে লাগিল বিপ্রবর। শুন রাজা রহুগণ যে কহি উত্তর। তুমি যে কহিলে রাজা তবে সত্য মানি। যদি ভার থাকে তবে ভার কেন জানি ॥ যদি এই অহং যায় জীবে দয়া বৈসে। তবে সে তোমারে মোর বচন প্রবেশে ॥ স্থূল বলবান তুমি বলিলা কাহারে। কেবা স্থূল কেবা সূক্ষ্ম কে বুঝিতে পারে ॥ স্থূলহৃদি আধিব্যাধি ক্ষুধাতৃষ্ণা ময়। মাৎসর্য্য কন্দল নিন্দা মদ মান হয় ॥ দেহেতে মায়ার ধর্ম্মদম্ভ অহঙ্কার। আমি দেহ নহি তাহে কি দায় আমার ॥ জীবন্মুক্ত

মোরে যে বলহ নরেশ্বর। জীবনমৃত্যু নহে মোর এইকলেবর ॥ ভক্তি হীন যেই মায়া মোহিত শরীর। জীবন মৃত্যুতা বলি শুন হয়ে ধীর যে তুমি কহিলা আজ্ঞা লংঘিলে আমার। তার কথা কহি কিছু শুন তত্ত্বসার ॥ যদ্যপি স্বামিত্ব তার হয় সুনিশ্চিত। তবে সে এসব বাক্য বলিতে উচিত ॥ যদ্যপি প্রভুত্ব তার থাকয়ে বিশেষ। তবে সে এসব বাক্য করি উপদেশ ॥ তুমি স্বামি নহ সত্য আমি নহি ভৃত্য। অহঙ্কারে আপনারে না মানে অনিত্য ॥ দণ্ডকরি শিখাইব তুমি যে বলিলে। সেই বাক্য নিরর্থক বুঝহ বিরলে ॥ আমি জড় উন্মত্ত বৎব্রহ্মময়। তুমি শিখাইলে কি শিখিব অতিশয় ॥ যদি সত্য বল মোরে দৃঢ়বাক্য এহ। তবে কেন আর তুমি ব্যর্থ শিক্ষা দেহ ॥ পিষ্টানি পিষিলে তাকে কোন প্রয়োজন। তবে নিঃশব্দে দোলা বহেন ব্রাহ্মণ ॥ ভোগভাবি করে বিপ্র দেহে কর্ম্মক্ষয়। পুনশ্চ রাজার দোলা বহেন ইচ্ছায় ॥ ধরিতে নাম্বিয়া রাজা পড়িল চরণে। নিজ অপরাধ মানে ব্রাহ্মণের স্থানে ॥ তবে সিন্ধুপতি রাজা হরষিত চিত্তে। শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যায় তত্ত্ব জিজ্ঞাসিতে ॥ সর্ব্ব যোগসার শাস্ত্র বিপ্রের বচন। শুনিলে হৃদয়গ্রন্থি অবিদ্যা খণ্ডন ॥ রাজা অভিমান ত্যজি বলে দাস্যবাণী। কে তুমি কেমনা ভ্রম কহ দ্বিজমণি ॥ তুমি জ্ঞানী গূঢ়রূপে ভ্রম নানাস্থল। অবধূত বেশে কোথা হৈতে কোথা চল ॥ কি মোর কারণ এথাকে আগমন। কেন বুঝি সাক্ষাৎ কপিল সনাতন ॥ শঙ্করের ত্রিশূল যমের যমদণ্ড। কিবা প্রজ্জ্বলিত অর্ক কি বহ্নি প্রচণ্ড ॥ যেন শঙ্কা নাহি মোর ইন্দ্রের কুলিশে। যেন শঙ্কা বিপ্র অবিজ্ঞার দোষে ॥ না জানিয়া অপরাধ কৈনু তব স্থানে নিজগুণে অপরাধ ক্ষম মতিমানে ॥ কেবা তুমি জড়বৎ পরমপণ্ডিত অনন্ত মহিমা সর্ব্ব সঙ্গ বিবর্জিত ॥ যতেক কহিলে তুমি যোগ শাস্ত্র সার। মনেতে না পারি কিছু সত্য করিবার ॥ কিন্তু তুমি যোগে শ্বর তত্ত্বজ্ঞাত বর। নানা তত্ত্ব জ্ঞান অংশে মুনি কলেবর ॥ যাহার নিকট যাই তত্ত্ব জিজ্ঞাসিতে। সেইবা কপিল তুমি মিলিলা সাক্ষাতে যোগেশ্বর গতি রাজা জানিব কেমনে। গৃহবাসে মগ্ন সদা বিষয় বাসনে ॥ তেঁই কৃপা করিতে বা আইলে যোগেশ্বর। তোমার বাক্যের কিছু করিব উত্তর ॥ তুমি সে কহিলে শ্রম নহিল আমার। অনুমানে তার এই বুঝিনু বিচার ॥ বিনা ঘটে জল যেন না পারি

আনিতে। এইরূপে সত্য নহে ব্যবহার পথে ॥ তুমি যে কহিলে স্থূল হৃদয়াদি চিহ্ন। এসব দেহের ধর্ম্ম আমি দেহ ভিন্ন ॥ কেবল সংযোগ যদি মাত্র দেহে থাকে। তবে আর এমত না ঘটে কোন পাকে ॥ যেন থালিতাপে হয় জলের সন্তাপ। তার তাপে তণ্ডুলের বাহ্য পরিপাক ॥ তবে তণ্ডুলের হয় অন্তর রন্ধন। এইরূপে দেহ যোগে জীবের জনম ॥ দেহের সন্তাপে হয় ইন্দ্রিয় তাপিত। তার তাপে হয় যেন মনে সন্তাপিত ॥ তার অনুরোধে হয় জীবের বিপাক। গেহ দেহে অনুরোধে পায় মহাশোক ॥ এসব অসত্য নহে ব্যব হার পথে। তবে আর নিবেদন করিব সাক্ষাতে ॥ যদ্যপি সকল মিথ্যা কিছু সত্য নয়। তবে সে সংসার পথে এই সে নির্ণয় ॥ দণ্ড অনুগ্রহ করে যে হয় নৃপতি। ঈশ্বর কিঙ্কর করে ঈশ্বরে ভকতি ॥ অচ্যুত ভজন করে অচ্যুতদাস হয়্যা। ঈশ্বরের আজ্ঞা বহে কপট বর্জিয়া ॥ অধর্ম করিয়া করে ঈশ্বর ভজন। অশেষ দুরিত কর্ম্মে হয় বিমোচন ॥ কিন্তু আমি দেহে করি আত্ম অভিমান। অবজ্ঞান কৈনু মুঞি হেন মহাজন ॥ কৃপাদৃষ্টে কর মোরে আত্মজন বন্ধু। যেন তরি নাথ অবজ্ঞান পাপসিন্ধু ॥ যদ্যপি তোমার নাহি মান অপমান। বিকার বর্জিত তুমি সর্ব্বত্রে সমান ॥ তবু তুমি সব মহৎ অপমান দোষে। শূলপাণি হইলেও মজয়ে সবংশে ॥ মহৎ অপ রাধ ভয়ে রাজা রহূগণে। এইরূপে নানা স্তুতি কৈল ব্যগ্রমনে ॥ সর্ব্ব অবতার সার চৈতন্য গোসাঞি। চৈতন্য কিঙ্কর যেই তার গুণগাই সর্ব্ব সার গৌরচন্দ্র পূর্ণ অবতার। ভক্তিরস সুধাধাম আনন্দবিহার ॥ ভাগবত আচার্য্যের মধুর আরতি। চৈতন্য পদারবিন্দে গদাধর গতি ॥

বিপ্র কহে রাজা তুমি মূর্খ অগেয়ান। কথাতে যে কহ তুমি পণ্ডিত সমান। ব্যবহার মত যত মায়ার করণ। কিছু সত্য বিচারে না বলে বুধজন ॥ কি পুনঃ কহিব কর্ম্ম বেদময় বাণী। গৃহধর্ম্ম যজ্ঞ রাজ্য বিস্তার বাখানি ॥ শুদ্ধ সত্ত্ব তত্ত্ব বেদে প্রকাশ না করে। কি পুনঃ কহিব রাজা লোক ব্যবহারে ॥ তত্ত্ব লওয়াইতে বেদ বেদান্ত বচনে। গৃহসুখ স্বপন সমান যেন জানে ॥ বিচারিয়া অনুমানে না ছাড়ে সংসার। তাতে বশ নাহি হয় মন দুরাচার ॥ সত্ত্ব রজো তমোগুণ বশ করি রাখে। শুভাশুভ কর্ম্ম তাতে জন্মায়ে বিপাকে ॥

তাতে মন বিবিধ বাসনা যুক্ত হই। কর্ম্মপথে বলে তত্ত্বজ্ঞান মাত্র এই॥ অশেষ বাসনাযুক্ত বিষয় জড়িত। এদিগে ওদিগে তিন গুণে বিচলিত॥ দেব বা মানব ক্রমি কীটরূপ ধরে। নানা দেহে নানা যোনি ভ্রময়ে সংসারে॥ সুখ দুঃখ ভ্রজে মনে নানা কর্ম্মফল। কর্ম্ম অবলম্বি জীব সদত বিকল॥ মন নিবন্ধনে হয় জীবের সংসার। জীব নিত্যতত্ত্ব নাহি জানে আপনার॥ অপার সংসার পার কৃষ্ণ ভক্তি বিনে। নাহি হয় হে রাজন জান দৃঢ় মনে॥ এই দুষ্ট মন যদি গুণহীন হয়। সেবা বিনা মুক্তি কৃষ্ণ দিলেহ না লয়॥ ত্রিগুণ হইতে হয় নানা দুঃখভার। তার মধ্যে সত্ত্বগুণ মুক্তির দুয়ার॥ তৈল সলি তার যেন প্রদীপের শিখা। মধুময় হয়ে নানা রূপে দেয় দেখা॥ তৈলহীন হৈলে খর্ব্ব হয়ত সহজে। সুকৃতির ভয়ে যদি সত্ত্বগুণ ত্যজে॥ মনের কল্পনা যত বিবিধ বাসনা। কত কত কোটি কোটি না যায় গণনা॥ অশেষ বাসনাময় মন নিবন্ধনে। অন্য হৈতে কি নিজেতে না হয় বারণে॥ ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর প্রভু অনন্ত শকতি। তাতে হৈতে নানা বিভূতি উৎপত্তি॥ মায়া বিরচিত লিঙ্গ দেহ মায়াময়। আবির্ভাব তিরোভাব সব তাতে হয়॥ আপনি ক্ষেত্রের জীব সে ভুঞ্জে বিষয়। ক্ষেত্রজ্ঞের ঈশ্বর সে নিত্যসিদ্ধ হয়॥ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ আত্মা পুরুষ পুরাণ। অজঃ নিরঞ্জন নারায়ণ ভগবান॥ সুপ্রকাশ বাসুদেব ঈশ্বর প্রবল। নিজ মায়াবলে জীব সৃজয়ে সকল॥ যাবৎ অন্তরে জিজ্ঞাসিয়া নাহি বুঝে। জ্ঞান মোহ ছেদিয়া ঈশ্বর নাহি ভজে॥ যাবৎ ঈশ্বর মায়া তেজিতে না পারে। তাবৎ ভ্রময়ে জীব অপার সংসারে॥ যাবৎ না জানে দেহ লিঙ্গ গুণময়। অশেষ সংসার তাপ কর্ম্মক্ষেত্রে হয়॥ শোক মোহ রোগ ভোগ লোভ নিবন্ধনে তাবৎ ভ্রময়ে জীব না ঘুচে বন্ধনে॥ এবোল বুঝিয়া রাজা ত্যজ ষড়রিপু। মহাবল পরাক্রম মন দুর্জ্জয়॥ হরি গুরু পাদসেবা রূপ অস্ত্রধর। আত্ম বিনাশক মন শীঘ্র নষ্ট কর॥ এতেক বচন শুনি রাজা রহুগণ। ক্ষিতিতলে পড়ি করে আত্ম নিবেদন॥ নমোঃ অব ধৃত দ্বিজ কলেবর। নমঃ২ নিগূঢ় কারণ তত্ত্বধর॥ নিজানন্দে পরিপূর্ণ অনুভবানন্দ। ভববন্ধ বিমোচন বন্দ পদদ্বন্দ॥ ঔষধে রোগির যেন ব্যাধি নষ্ট করে। সূর্য্য সন্তাপের স্নিগ্ধজল তৃষ্ণা হরে॥ এই

কুমেহেতে অভিমান কণ্ঠবরে। দংশিল সকল মোর দেন চক্ষুবরে তোমার যে অমৃত বচন সবিশেষ। অজ্ঞান গৌরব মোর, হরিল অশেষ॥ পাছে আমি জিজ্ঞাসিব নিজ প্রয়োজন। যাহা হৈতে ঘুচে মোর অজ্ঞান বন্ধন॥ যে তুমি কহিলে অতি দুর্গম বচন। ব্যাকত করিয়া মোরে কহত এখন॥ কিবা ভারি কার ভারে করি পরিশ্রম। ব্যবহার কার্য্য যত সব মনভ্রম॥ যে সব কহিলে তুমি লোক ব্যবহার। বিচারিয়া দেখি কেহ নহে আপনার॥ এই সে মনের মোর ভ্রম অতিশয়। তত্ত্ব বিচারিয়া কহ ঘুচুক সংশয়॥ রাজার বচন শুনি মুনিরকুমার। কহিতে লাগিলা তত্ত্ব করিয়া বিচার॥ শুন রাজা মিথ্যা দেহ অনিত্য সংসার। মৃত্তিকার ভাণ্ড নাহি তত্ত্বজ্ঞান কর॥ সেই ভার বহে তারে বলি জলাধার। কোথা হৈতে উপাদান কি কারণ তার॥ যদি শ্রম বল তবে সেই ভার বহে। বিচারিয়া বুঝ তবে দেহ সত্য নহে॥ পায়ের উপর জংঘা জানু কটিদেশ। তাহার উপরে নাভি উদর বিশেষ॥ তাহার উপর বক্ষ স্থূল শিরোধর। বুঝ দেখি কে কি ভার বহে কলেবর॥ কাঠ ঘট দোলা আছে স্কন্ধের উপরে। তাহে তুমি আছ রাজা বল আপনারে॥ মাটীপণ্ড ধরি ইথে সিন্ধুপতি নাম। আপনেই রাজা ভাবি কর অভিমান॥ দেহ মদে মত্ত তুমি আপনা পাসর। দেহ ভিন্ন আত্মা ভিন্ন কারে রাজা কর॥ বেগার খাটায় দীন হীন লোক ধরি। অহঙ্কারে আপনারে মান অধিকারী॥ মিথ্যা গর্ব্বকর ইথে লজ্জা নাহি বাস। কোন গুণে আপনাকে আপনি প্রশংস॥ যদি বল চরাচর দেহের জনম। মাটি হৈতে হয় তার মাটিতে নিধন॥ নানা ভেদ তার মাত্র মাটীরবিকার। যত কিছু সত্য নহে মাটী মাত্র সার॥ ক্ষিতি সত্য বল যদি সেহসত্য নয়। অন্তকালে পরমাত্মা রূপে পরলয়॥ পরমাত্মা সত্য যদি বলি সে নিশ্চিত। মনের কল্পনা সেই মায়ায় মোহিত॥ পরমাত্মা গুণে করি পৃথিবী রচনা। এতেক সকল মাত্র মনের কল্পনা॥ এহা নানা সংঘটনে নানাদেহ ধরি। কেহ স্থূল কেহ সূক্ষ্ম কীট আদি করি॥ জীবাজীব আর যত দেহ দেহি শুনি। মায়াবলম্বিত সব কর্ম্ম ভোগ মানি॥ সত্য মাত্র পরমাত্মা শুদ্ধ স্বতজ্ঞান। অন্তর বাহিরে যার পূর্ণ ভগবান॥ সত্য এক ভগবান বাসুদেব নাম। সত্য কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত আর তাঁর ধাম॥ শুন রহুগণ তত্ত্ব কহিব তোমারে। জপ যজ্ঞ জপ

হরি না পাই তাঁহারে ॥ গৃহবাসে দান ব্রত কি ন্যাস বিধানে। অগ্নি জলে সূর্য্যসেবা কি তীর্থ অটনে ॥ বিনা ভাগবত পদরজঃ পরশনে। সে প্রভু না পাই রাজা ভক্তকৃপা বিনে ॥ ভক্ত সমাজে হয় হরিগুণ গাঁথা। যাহার শ্রবণে ঘুচে গ্রাম্য মিথ্যাকথা ॥ নিরবধি হরি কথা করিতে শ্রবণে। হরি পদে ভক্তি হয় সে সাধু স্মরণে ॥ আমার পূর্ব্বের কথা শুন রহুগণ। কহিব তোমারে পূর্ব্ব অজ্ঞান কারণ ॥ ভরত আমার নাম পুরুবে আছিল। রাজ চক্রবর্ত্তী হয়ে পৃথিবী পালিল ॥ কৃষ্ণ আরাধন করি নানা যজ্ঞ দানে। পুত্রে রাজ্য দিয়া আমি প্রবেশিল বনে ॥ সমাধি ধারণ ধ্যান করিয়া বিস্তর। সর্ব্ব ভাবে হরি আরাধিল নিরন্তর ॥ মৃগশিশু সঙ্গে আমি সদা বাস করি। জনম লভিল গিয়া মৃগরূপ ধরি ॥ জাতিস্মর হয়ে আমি জনম লভিল। হরি সেবা স্মৃতি ভক্ত তথাপি রহিল ॥ চক্রনদী তীরে ত্যজি মৃগ কলেবর। জনম লভিল আমি ব্রাহ্মণের ঘর ॥ পূর্ব্ব [illegible] ভাবেতে সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিহরি। অবধূত বেশে কৃষ্ণ পদে মন ধরি ॥ সর্ব্ব বিবর্জ্জিত সাধু সঙ্গ করিবারে। ফিরি মাত্র জ্ঞান রূপ খড়্গ [illegible] করে ॥ জ্ঞান খড়্গে অজ্ঞ মোহ ফেলিবে কাটিয়া। হরিগুণ হরিনাম শ্রবণ করিয়া ॥ ভক্তির আশ্রয় হৈতে সাধুসঙ্গ সার। তবে সেই হরি পাবে অন্য নাহি আর ॥ ভাগবত আচার্য্যের মধুর ভারতি। চৈতন্য পদার বিন্দে গদাধর গতি ॥

পয়ার। ভরত কহিল রাজা শুন সাবধানে। দুস্তর সংসার পথে ভ্রমে সর্ব্বজনে ॥ দেব মায়া বিমোহিত ভ্রমে কর্ম্ম পথে। জ্ঞান হৈতে কর্ম্মে রত সাধু অসঙ্গেতে ॥ যেন বণিক যায় পথে লয় সাধুজন। নানা দিগে ধায় মিথ্যা ধনের কারণ ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে ধন যায় নানা দেশে। ধনলোভে করে যেন অরণ্য প্রবেশে ॥ এই রূপে ভবাটবি নামে মহাবন। সুখ হেতু প্রবেশিয়া ভ্রমে নানা জন ॥ ছয় গোটা শত্রু তাহে মহা বলিয়ার। সর্ব্ব ধন হরে তারা মারে বালি তার ॥ শৃগাল আসিয়া বনে বেড়ি কামড়ায়। কোন রাত্রে গন্ধর্ব্ব নগরে চলি যায় ॥ তথা গিয়া বিস্তর সুন্দরীগণ পথে। বনের কামড়ে ধায় এদিগে ওদিগে ॥ কোন স্থানে মহাবাত ঝড় উৎপাতে। ধূম্রবর্ণ দশদিগ ধূলা আচ্ছাদিতে ॥ দেখিতে না পায়

কিছু আঁখি মুদে রহে। উপায় না দেখি তাহে নানা দুঃখ সহে॥ কোন স্থানে চিল্লিক শবদ রব উঠে। সহিতে না পারি তাহা দুই কর্ণ কাটে॥ কোন স্থানে মৃগপক্ষ ডাকে ঘোরতর। সহিতে না পারি ব্যথা দুঃখিত অন্তর॥ কোন স্থানে পাপ কণ্টক আদি বৃক্ষময়। দুঃখ নিবারণ হেতু করয়ে আশ্রয়॥ কোনস্থানে মৃগতৃষ্ণা জল বুদ্ধি করি। দৌড়াদৌড়ি করিয়া সে দুঃখ পায় ভারি॥ কোন স্থানে নদ নদী দেখি ধায়্যা যায়। শুষ্কতা দেখিয়া তাতে অতি দুঃখ পায়॥ কোন ঠাঞিঃ দাবাগ্নি বেড়িয়া অঙ্গ পোড়ে। কোন স্থানে দস্যুগণ বেড়ি ধন লুটে॥ কোন স্থানে ছলে ধন হরে বাণী যারে। শোকে বিমোহিত কিছু বলিতে না পারে॥ কোন স্থানে দুর্গম কণ্টক পথে যায়। চলিতে না পারি বৃক্ষ করয়ে আশ্রয়॥ ক্ষণে ক্ষণে উদর অনলে তনু দহে। ক্রোধ করি স্বজনে মারিবারে চাহে॥ কোন স্থানে অজাগর সর্পে ধরি গিলে। কোন স্থানে ভীত হয়্যা থাকয়ে বিরলে॥ কোন স্থানে সর্পে আসি দংশে কলেবরে। অচেতন হয়ে থাকে বনের ভিতরে॥ কোন স্থানে অন্ধকূপে পড়ে অন্ধ হয়্যা। কোন স্থানে সুখ মানে ক্ষুদ্র রস পায়্যা॥ তথা বৃক্ষ মক্ষি কাতে করে উৎপাত। দুঃখ হেতু ব্যাকুলিত না পায় সোয়াস্থ। কেহ গালি দেয় কেহ করে তিরস্কার। কত সব তাড়ন দণ্ড পায় বারেবার॥ সহিতে না পারি দুঃখ কোন প্রকারে। সেই ধন লয়ে যায়ে কোথাহ উত্তরে॥ তথাতে বেড়িয়া ধন লুটে আনে আনে। দৈবযোগে তথা হৈতে যায় অন্য স্থানে॥ কোনস্থানে বিরোধ কোন্দল গালি বাজে। অন্যান্য বেড়িয়া যুক্তি করে অন্য কাযে॥ দৈব দুর্বিপাকে যদি ধন হৈল নাশ। নাহি শয্যাসন বা ভক্ষণ গৃহবাস॥ মাগিয়া পরের স্থানে যেবা কিছু আনে। তাহাতেই তুষ্ট হয়্যা থাকে অভিমানে॥ যদ্যপি না পায় কিছু মনে পায় তাপ। পরের সম্পদ দেখি করয়ে বিলাপ॥ যবে ধন থাকে অন্য কর্ম্মে করে ব্যয়। বৈরিগণ সঙ্গে বৈরি অনুবন্ধ হয়। তথাপি কর্ম্মানুরোধে কুটুম্ব বান্ধবে। এই মত থাকে জীব মায়া অনুভাবে॥ বিবাহাদি নানা কার্য্যে উৎসাহ সকলে। তাহাতেও রাজ দস্যু ভয় আদি মিলে॥ সম্পদেতে বিপদ পড়য়ে আচম্বিতে। মৃত্যুবৎ হয় কিছু না পারে করিতে॥ এই রূপে ভবে দুঃখ নানা যোনি ভ্রমে। নানা

গর্ভ যন্ত্রণাতে করে পরিশ্রমে॥ ধন পুত্র পরিবার জন্মে জন্মে নাশ। শোকে দগ্ধ হয়েও না ছাড়ে ধন আশ॥ পুনঃ ধন পুনঃ সুত পুনঃ পরিজন। পুনঃ পুনঃ ক্লেশ করি করে সম্বন্ধন॥ এই রূপে জীব সর্ব্ব যোনি দুঃখ ভ্রমে। দুর্গতিতে সাধু সঙ্গ অকরণ ক্রমে॥ সাধুসঙ্গ বিনে না হইবে ভবে পার। কর্ম্মাকর্ম্ম ভোগ গতাগতি দুঃখ সার॥ মহাবল পরাক্রম নৃপতি মণ্ডল। দিগান্ত জিনিল যে যে পৃথিবী সকল॥ মোর মোর বলি তারা এই ক্ষিতিতলে। পরস্পর বৈর ভাব নৃপতি সকলে॥ এক সত্য না বুঝিয়া সব বীরগণ। কাহার নহিল ভববন্ধ বিমোচন॥ কোন ঠাঞি জড় হৈয়া বৃক্ষ আরোহণ। শুক পিক কলরব বিবিধ শ্রবণ॥ কোন ঠাঞি দেখে কাল চক্রেতে গরাসে। কঙ্ক বক কাক দেখি স্মরণ প্রবেশে॥ তারা যদি সব স্থান না দিল নিকটে। হংসকুলে প্রবেশিলা পড়িয়া সঙ্কটে॥ তা সবার গুণ শীল না বুঝি আচার। বানর সবের সঙ্গ করে আর বার॥ তারা সবে জাতি অনুসারে ক্রীড়া করে। অন্যোন্য আনন্দ হৈয়া বিহরে শরীরে॥ সুত দার পরিবার সহত সংভোগে। অতিশয় রতিসুখ সন্তোষ অন্তরে॥ আপনার বন্ধ জীব ছাড়িতে না পারে। কোন ঠাঞি প্রবেশয়ে পর্ব্বত কন্দরে॥ কন্দরে পড়িয়া ডরে হয় অচেতন। গজ সন্নিধানেতে সশঙ্ক সদা মন॥ যদি কোন রূপে হয় আপন নিস্তার। পুনরপি সেই পথে চলে আর বার॥ এই রূপে ভববন্ধ এ লোক সকল। দেব মায়া বিমোহিত ধরে কর্ম্মফল॥ এই ভব বন্ধে লোক এ রূপে ভ্রময়। তার মাঝে এক গুটি পার নাহি হয়॥ তুমি রহূগণ এই পথে নিপতিত। এই কথা বুঝি রাজা হও সাবহিত॥ হরি সেবা করি তুমি জ্ঞান খড়্গ ধর। বিষয়েতে সত্য জ্ঞান শীঘ্র ত্যাগ কর॥ সর্ব্বভূতে দয়া করি দণ্ড পরিহর। ভবে মুক্ত হবে যাহে শীঘ্র তাহা কর॥ তবে হৃষ্ট হয়ে কহে রাজা রহূগণ। অহো ধন্য ধন্য হয় মানুষ জনম॥ তোমা সবা সঙ্গে যার নহে সংকথন। স্বর্গেতে থাকিয়া তার কোন প্রয়োজন॥ অন্তর সুধীর যার হরিগুণ রসে। তুমি সবে মাহাত্ম্য প্রমত্ত কৃষ্ণাবেশে॥ তোমা সবা সঙ্গে যার বাস অনুক্ষণ। তার আর স্বর্গ বাসে কোন প্রয়োজন॥ তোমার পদারবিন্দে রজ পরশনে। সর্ব্ব পাপ হরে ভক্তি হয় জনার্দ্দনে॥ ইহ লোকে অদ্ভুত মহিমা

তোমার। ক্ষণমাত্র সঙ্গ আজি ঘটিল আমার॥ কুতর্ক সন্ধান বন্ধ যে ছিনু প্রচুর। হৈল যে অজ্ঞান মোর সব গেল দূর॥ নমঃ নমঃ মাহাত্ত চরণে নমস্কার। মনে নিযোজিব আমি চরণ তোমার॥ অবধূত বেশে প্রভু ভ্রম ক্ষিতিপরে। নমঃ নমঃ তোমার চরণ নিরন্তরে॥ শুক মুনি বলে শুন রাজা পরীক্ষিত। তবে অবধূত দ্বিজ জ্ঞানে সুপণ্ডিত॥ রাজারে বুঝাঞা তবে উপদেশ দিল। চরণে প্রণাম করি রাজা চলি গেল॥ তত্ত্ব উপদেশ পায়্যা রাজা রহুগণ। জ্ঞানদীপে মনঃ তমো কৈলা নিবারণ॥ অবিদ্যা চরিত্র ভেদ বুদ্ধি অহঙ্কার। সঙ্গ ত্যজি হরি ভজি ভবে হৈলা পার॥ অবধূত দ্বিজ জ্ঞান পরিপূর্ণ রসে। জিনিয়া তরঙ্গচক্র সিন্ধু জলে ভাসে॥ নিজ সুখে ভ্রমে বিপ্র ছাড়িয়া কল্পনা। ভবাটবি দুঃখের করহ বিবেচনা॥ রাজা বলে শুন শুকদেব মহামতি। যে কহিলে মোর তাতে নহে সম্যমতি॥ ভরত যে কহিলেন পরক্ষ বচনে। বিচারিয়া কোন কোন বুঝে বুধগণে॥ মূর্খলোক বুঝিতে না পারে এ কথন। প্রকাশিয়া কহ কিছু তত্ত্ব বিবরণ॥ ধীর শিরোমণি শুরু গদাধর জান। ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥

মুনি বলে শুন রাজা কর অবধান। প্রকাশিয়া ভবাটবি করিব ব্যাখ্যান॥ এই সব জীব মাত্র বিষ্ণুমায়াবশে। দুর্গম সংসার পথে ভ্রমে কর্ম্মদোষে॥ ভবাটবি প্রবেশিয়া রহে নিরন্তরে। শ্রীহরিচরণ সত্য ভজনা না করে॥ হরি-গুরুচরণারবিন্দ যে মধুরে। তার ভক্তি তক্তসেবা স্থাপিলা সংসারে॥ হেন ভক্তিযোগ যার কর্ণে নাহি যায়। দুরন্ত কুসঙ্গে সেই ভ্রমিয়া বেড়ায়॥ শুভাশুভ ত্রিগুণ মতেতে কর্ম্ম করে। কর্ম্মবশে উত্তম অধম দেহ ধরে॥ দেহ গেহ সুত দার সংযোগ বিয়োগ। সংযোগে আনন্দ পায় বিয়োগেতে শোক॥ কর্ম্ম অনুসারে জীব যেহ কর্ম্ম করে। জন্মেহ এই মিথ্যা দুঃখ সুখে মরে॥ মহা বলবান মায়া নারে সমুঝিতে। আবরণ বন্ধন করে আপনার হাতে॥ যেন বাণিয়ারগণ অর্থ উপার্জ্জনে। ধন হেতু ব্যাকুল হৈয়া প্রবেশয়ে মহাবনে॥ এই মতে ভবপথে ভ্রমে মহাবদ্ধি। শুভাশুভ কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ মানে নিরবধি॥ এই ভবাটবি মধ্যে ছয় রিপু বৈসে। ইন্দ্রিয় তাহার নাম বিষয় পরশে॥ বহু জন্ম ক্লেশ করি করে উপার্জ্জন

সঞ্চয় করিয়া যত রাখে পুণ্যধন ॥ দস্যু যত বেড়ি তার সব ধন
লুটে। বল বুদ্ধি হরে করে বিষয়লম্পটে ॥ এদিগেওদিগে বলে বান্ধি
লয়ে যায়। পর লোক পুণ্যধন ছয় জনে খায় ॥ মিথ্যা ধন মিথ্যা
সাধু বলে সর্ব্ব জনে। কুনায়ক সঙ্গে সঙ্গে ফিরে বনে বনে ॥ আচ
ম্বিতে দস্যু আসি যেন পড়ে পুরে। গ্রাম্যবার্ত্তা রূপে আসি [illegible]
মরে ॥ মিথ্যা বন্ধু কুটুম্বাদি লয়ে বঞ্চে কাল। [illegible] কুটুম্ব কার্য্য
কেবল শৃগাল ॥ কুপুরুষ ক্রমী তারা বেড়ি কামড়ায়। কুক্কুর ধরিয়া
যেন ভেড়া লয়ে খায় ॥ বারে বর্ষান্তরে যদি কৃষি কর্ষি ক্ষেতে। পূর্ব্ব
বীজ পোড়াইতে নারি কোন মতে ॥ সেই ক্ষেতে কৃষি যদি বুনিল
[illegible]। তৃণ গুল্ম বাড়ে হয় পর্ব্বত সমানে ॥ এইমত গৃহাশ্রম বলি
কর্ম্মক্ষেত্র। কত কর্ম্ম উঠে তাহে অন্ত নাহি মান ॥ কর্ম্মে কর্ম্ম না
টুটে বাড়ে অতিশয়। কর্ম্ম করি কর্ম্মবন্ধে পড়ে দুরাশয় ॥ গৃহধাম
এবং কামের নিজ ধাম। কত দুর্বাসনা সদা উঠে অবিশ্রাম ॥ যেন
কর্পূরের ভাণ্ডে গন্ধ নাহি যায়। কর্পূর না থাকিলেও গন্ধ সেই
পায় ॥ সেইরূপ শূন্যঘরে উঠে নানা কাম। তাতে [illegible]
মশার সমান ॥ পতঙ্গ সমান দুঃখদায়ক সকল। সবার দংশনে
প্রাণ হয়ত বিকল ॥ এই মতে ভ্রমে জীব এই মহাবনে। অবিদ্যা
চালিত কামা ধর্ম্ম বিবর্জনে ॥ পুণ্যহেতু কভু বা মধুর পুরে যায়।
[illegible] নগরে বৈসে দেখি সুখ পায় ॥ পুণ্যকর্ম্ম ভোগেতে পতন
ক্ষিতিতলে। পূর্ব্ববত গর্ভযন্ত্রণায় আসি মিলে ॥ ঠাঁই ঠাঁই ফিরয়ে
ধনের অভিলাষে। মৃগতৃষ্ণা সম সে নাহিক সুখলেশে ॥ ভোজনাদি
রতিসুখে বঞ্চে মিথ্যারস। বিষয় সুখেতে মত্ত অন্তে পায় ক্লেশ ॥
কোন স্থান বহ্নিতাপ অঙ্গার বচন। তাহার কারণে ধায় আনিয়া
কাঞ্চন ॥ উল্কামুখ কেবল পিশাচ সমতুল। অগ্নি বলি দেখি ধায়
হইয়া ব্যাকুল ॥ উল্কামুখ পিশাচ বেড়ায় বনে২। আপনি জানিয়া
ধায় শীতার্দ্দক জনে ॥ কনক জানিবা সে অনল সমতুল। অগ্নি বলি
দেখি ধায় হইয়া ব্যাকুল ॥ কনক না পায় কর্ম্মপাশে দুঃখ পায়।
হেন লুব্ধ হইয়া আপনে মরি যায় ॥ জাল জল স্থল দেখি তথা করে
বাস। কেবল জীবের হেতু বিবিধ প্রয়াস ॥ জ্ঞানহীন জন মিথ্যা
রসে সুখ মানে। আয়ু যায় দিন২ না ভাবে স্বপনে ॥ এদিগেওদিগে
ভ্রমে এই ভবারণ্যে। গর্ভ মৃত্যু যন্ত্রণা না ঘুচে পাপ পুণ্যে ॥ কোন

ঠাঁই যুবতী কোলেতে করি রহে। অসাধু আখুতি তার সহে কথা কহে॥ লোকাচার মান্য পরিহরি একেবারে। অন্ধবত হয় যেন অন্ধকার ঘরে॥ দেব দ্বিজ দেশ কাল পাসরে সকল যুবতীতে সুহৃত্তিতে হয়ত বিহ্বল॥ যেন চক্রবাতে করে ধুলা অন্ধকার। না জানে যে দিগ্বিদিগ কিবা নিজ পর॥ অসঙ্গমে যুবতী সঙ্গম তাহে পায়। প্রেম মত কৃষ্ণেতে হইলে কৃষ্ণ পায়॥ এইরূপে ভ্রমে জীব ভব মহাবনে। ক্ষুদ্রসুখ বাসনাতে অসত্য ধেয়ানে॥ কখন যে বিষয় অসত্য হেন মানে। কথাতে কহয়ে মাত্র স্থায়ি নহে মনে॥ বিষয় সন্ধানে পুনঃ হয়ত ব্যাকুল। না জানে বিষয় মৃগতৃষ্ণা সমতুল॥ নানা যোনি এইরূপে ভ্রমিয়া বেড়ায়। কোন স্থানে তর্জ্জন ভৎসন গালি পায়॥ রিপুবশ হয়ে যেই কর্ম্ম যথা করে। তর্জ্জন গর্জ্জন পায় সাস্তারদুয়ারে অসত্য বচন বুলে মনে দুঃখ উঠে। সহিতে না পারে ব্যথা দুই কর্ণ ফাটে॥ বনে যেন উল্কা ঝিল্লির ঝনঝনি। সহিতে না পারে সেই উৎপাতের ধ্বনি॥ কোন ঠাঁই আপনার ক্ষীণপুণ্য দেখি। জীয়ন্তেই মরা যেন মনে হয় দুঃখি॥ ধনহীন জনেতে ধনির ঘরে যায়। নহে কিছু প্রয়োজন দুঃখ মাত্র পায়॥ বিষক্রুম লতা যেন করয়ে আশ্রয় বিষজল পানে যেন দুঃখ অতিশয়॥ কোন স্থানে হয় যদি কুসঙ্গে কুমতি। পাষণ্ড দুর্জ্জন করে সে সঙ্গে সঙ্গতি॥ শুকান কূপের মধ্যে কেহ পড়ি যেন। হস্ত পদ শির সব ভাঙ্গে মৃত হেন॥ যদি ধনহীন হৈলে অন্ন নাহি মিলে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মরে উদর অনলে॥ পুত্রও পিতার তরে কিছু না সুধায়। বিচার বিহীন হয়ে খাইয়া বেড়ায় কোন খানে দেখি ঘরে নাহি কিছু সুখ। দাবানল মৃগণের সমতুল্য দুঃখ॥ শোকানলে পড়িয়া রহয়ে নিরন্তর। রহিতে নারিয়া ঘরে চলে দেশান্তর॥ কোন ঠাঁই কলির নৃপতি দুষ্টমতি। ধন প্রাণহরে সব এথর বসতি॥ রাক্ষসের রাজা যেন প্রজা ধরি খায়। এই মত প্রাণধন ধরি লয়ে যায়॥ জীবন উপায় নাহি সে রাজ্য ভিতরে। মৃত্যুবত হয়ে চিন্তা করে নিরন্তরে॥ কোন ঠাঞি কোন মত্ত রচিত সংসার। দারা পুত্র ধন জন এ মহী ভাণ্ডার॥ অসত্য মানিয়া সত্য না বুঝিয়ে সার। মত্ত হয়ে রহে যেন গর্দ্দব আকার॥ স্বপন সমান সুখ অল্প মাত্র পায়। পশ্চাতে পরম দুঃখ মনে নাহি তায়॥ কোন ঠাঞি গৃহী কর্ম্ম বিধি অনুষ্ঠান। গুরুতর গিরিবর বিবিধ

বিধান॥ বুঝিতে কর্ম্মের অন্ত কর্ম্মগিরি চড়ে। সে গিরি ভাঙ্গিতে পুনঃ তথা হৈতে পড়ে॥ সেই দুঃখ সহি পুনঃ করে কর্ম্ম রাশি। কণ্টক তরিতে যেন ক্রম পরবেশি॥ নিরবধি কর্ম্ম করি নাহি পূরে সাধ। সত্য দুঃখ সার মাত্র না হয় প্রসাদ॥ কোন থানে দুর্ব্বল উদর অনলে। বুদ্ধি বল হরে যেন অন্তর আকুলে॥ ক্রোধ করি গালি দেয় বন্ধু পরিজনে। নিদ্রায় ছাগল ধরি গিলে কোন খানে॥ অন্তস্তমঃ মজিয়া না জানে ভাল মন্দ। যেন স্বর্ণ রসে প্রবেশিয়া কোন অন্ধ॥ কোন স্থানে আসিতে দুর্জ্জয় ফল ধরে। চৌদিগে বেড়িয়া তারা দংশে কলেবরে॥ ক্ষণেকে না যায় নিদ্রা জাগিয়া দুঃখিত। এই নানা মতে জীব সংসারে আপত॥ কহিল তোমারে রাজা ভরত মহিমা। পৃথিবীতে কেবা আছে তাহার উপমা॥ এই দৃঢ় ভাগবত ভরত আছিল। বাল্য হৈতে ভক্তি যোগ প্রচার করিল॥ এই যোগ চরিত দুরিত বিশোষণ। শ্রদ্ধায় যে কহে শুনে সে হয় সাধন॥ কৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী শুন ভক্তি মনে। ভাগবত আচার্য্য এই রস গানে॥

পয়ার। ভরত রাজার হৈল সুমতি তনয়। তার পুত্র দেবজিৎ সে মহাশয়॥ তার পুত্র দেবদ্যুম্ন নামে বলবান। না হৈল না হবে রাজা গয়ের সমান॥ প্রতি হরি পুত্র হৈল যেন বীরবর। জন্মিলা তাহার পুত্র ভূমা নরেশ্বর॥ ভূমার তনয় হৈলা অঙ্গিরা নৃপতি। তার পুত্র প্রস্তার জন্মিল মহামতি॥ বিভু নামে জন্মিলা প্রস্তার কুমার। জন্মিল পৃথুসেন তনয় তাহার॥ তার পুত্র নক্ত নামে নক্ত পুত্র ধৃতি। ধৃতির তনয় গয় নামে নরপতি॥ বিষ্ণু অংশে জন্মিল গয় বলবান। না হৈল না হবে রাজা গয়ের সমান॥ যজ্ঞ দান করিয়া ভজিল নারায়ণ। গুরু দ্বিজ পূজিলা ভকত মহাজন॥ গয়ের নির্ম্মল যশঃ জগত বিস্তার। গয় মহা নরপতি বিদিত সংসার॥ গয়ের তনয় চিত্ররথ মহাবল। তার পুত্র মরীচি জন্মিল মহীপাল॥ তার পুত্র জন্মিল নাম বিন্দু নাম। মধু নামে পুত্র তার রাজা বলবান॥ মধুর তনয় মৃত্যু নামে নরপতি। ভৌবন কুমার তার হৈল মহামতি॥ জন্মিলা দৃষ্টা নামে তাহার তনয়। দৃষ্টার বিরেজ নামে পুত্র মহাশয়। বিরেজের শত পুত্র হৈল বল

বান। শতজীত হৈল তার পুত্রের প্রধান॥ প্রিয়ব্রত বংশ কথা কহিল তোমারে। শতজীত অবধি সন্ততি সুবিস্তারে॥ তবে আর কহি যে ভূগোল চক্র কথা। সপ্তদ্বীপ সপ্ত সিন্ধু বৈসে যথা তথা॥ দ্বীপে দ্বীপে যত যত প্রমাণ বিস্তার। যথা তেজ রূপে হরি করেন অবতার॥ নবখণ্ড জম্বুদ্বীপ সুমেরু স্থাপনে। সপ্ত সিন্ধু কহিব সুবিস্তার প্রমাণে॥ যত যত নদ নদী গিরি বহুতর। কহিব ভূগোল চক্র করিয়া বিস্তার॥ সন্তান অবতার আর কহিব বিস্তারি। কৃষ্ণ সঙ্গে বলভদ্র সঙ্গে অবতারি॥ অনন্ত ধরণী ধরের কি কব মহিমা। ব্রহ্মাদি দেবতা যারে দিতে নারে সীমা॥ কোটি সূর্য্য সম তেজ পাতাল বিবরে। লোক হিতে গোকুলেতে প্রভু হলধরে॥ গন্ধর্ব কিন্নর করে চরণ বন্দন। শচীপতি গণে করে চরণ সেবন॥ ভক্তিতে যে না লয় বলরামের স্মরণ। যে সে মতে করে যদি নাম সঙ্কীর্ত্তন॥ উপহাসে কহে কিবা করয়ে শ্রবণ। সেই ক্ষণে অশেষ দুরিত বিমোচন॥ সহস্র শিরের এক শিরের উপরে। ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল সহ সর্ষপ আকারে॥ হেন প্রভু অনন্ত অনন্ত শক্তি ধরে। তাঁহার মহিমা কেবা কহিবারে পারে॥ বলরাম অনন্ত মূরতি ভগবান। কহিল তাঁহার কিছু মহিমা ব্যাখ্যান॥ ভাগবত আচার্য্যের প্রেম তরঙ্গিণী। শ্রবণ কীর্ত্তন কর দিবস রজনী॥ এ দুস্তার মায়া বন্ধ হইতে মোচন। ইহাতে পাইবে কৃষ্ণ পাদে প্রেমধন॥

পয়ার। তবে আর জিজ্ঞাসিলা রাজা পরীক্ষিত। কাহাকে নরক বলি কোথা তার স্থিত॥ কে বৈসে নরকে তার কেবা অধিকারি। এ সকল কথা মোরে কহিবে বিস্তারি॥ রাজার বচন শুনি শুক যোগেশ্বর। রাজারে প্রশংসা করি দিলেন উত্তর॥ দক্ষিণে নরক ভূমি পৃথিবীর তলে। জলের উপর তথা আছয়ে পাতালে॥ যম রাজা বৈসে তথা হয়ে দণ্ডধর। প্রভুর আজ্ঞায় দণ্ড ধরে নিরন্তর॥ অন্ধতামিস্র যে আর তামিস্র নরকে। মহা রৌরব আর নরক কুম্ভীপাকে॥ কালসূত্র অসিপত্র শূকর বদন। অন্ধকার তপ্ত মন্দ কৃমি সংভোজন॥ সন্দর্শন নরক আর ব্যঞ্জন কণ্টক। শাল্মলি নরক যাতে বিষম সঙ্কট॥ নদী বৈতরণী নামে প্রাণ নিবন্ধন। বিষ সম নানা ভক্ষ কুক্কুর ভোজন॥ পতঙ্গ পতন আর রাক্ষস ভোজন। ক্ষীর কর্দ্দময় নাম শল প্রার্থয়ন॥ গণ্ডোনির ধন আর

নামে দন্তশুক। পর্য্যাবর্ত্ত নরক যে আর সূচিমুখ।। এই রূপ নরক যতেক ভূমি আছে। এই সব নরকে পাতকী গণ পচে।। পরবৃত্তি পরদারা হরে যেই জন। যমদূতে আনে তারে করিয়া বন্ধন।। তামিস্র নরকে তারে বান্ধিয়া ফেলায়। তর্জ্জন গর্জ্জন করি নরক ভুঞ্জায়।। মহা দণ্ড করে তারে নির্ঘাত তাড়ন। মূর্চ্ছা পায় ভোগ কভু না হয় মরণ।। পরকে না দিয়া যে উত্তম দ্রব্য খায়। পর দ্রব্য পাইয়া যে যতনে লুকায়।। অন্ধতামিস্রেতে তার হয় নিপতন। যমদূতে যমদণ্ডে করয়ে তাড়ন।। পরহিংসা পর পীড়া করয়ে যে জন। পরধন হরি করে কুটুম্ব ভরণ।। সে কুটুম্ব ছাড়ি পাছে চলে একেশ্বরে। রৌরব নরকে পড়ি দুঃখভোগ করে।। প্রাণি মাত্রে বধ পীড়া যে যে জন করে। ঘোর মূর্ত্তি রুরু করে রৌরবে প্রহারে।। যে কেহ দম্ভ করি উগ্র ঘোরতর। পশু পক্ষ মাংস খায় দস্যুপ্রায় নর।। কুম্ভীপাক নরকে তাহারে ফেলে। যমজন দ্রুতধায় তাকে ফেলি তপ্ত তৈলে।। ব্রহ্মহত্যা করে কিবা মহাপ্রাণী ঘাতে। অযুত যোজন নর্কে পতন নির্ঘাতে।। তবে আর ভাজন করায় তপ্ত তৈলে। তার হেট উপরেতে চৌদিগে অগ্নি জ্বলে। সকল শরীর পুড়ি হয় খণ্ডখণ্ড। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পড়ি ভোগ যমদণ্ড।। কোটি কোটি বৎসর নরক ভোগ করে। মহাপাতকীর কিছু না হয় নিস্তারে।। নিজ কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ করি অন্য ধর্ম্মাচারে। কিম্বা পাষণ্ডির সঙ্গে বেদ অনাদরে।। চাবুক প্রহারে ফেলে অসি পত্র বনে। অসি ধারে ব্যাপ্ত অঙ্গ হয় খানে খানে।। তাসনল তীক্ষ্ণ পত্র ধারে বহুতর। খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটয়ে কলেবর।। লোকে দণ্ড করে দণ্ডে লংঘয়ে ব্রাহ্মণ। শূকর বদন নর্কে তার নিপতন।। পরে দুঃখ দেয় আর পরদ্রব্য হরে। সে পাতকী অন্ধকূপ নরকে পড়িমরে।। কৃমি আদি পশু পক্ষ জীব বধ করে। অন্ধকূপে পড়িয়া নরক ভোগ করে।। বিভোজিয়া না খাওয়ায় যজ্ঞ নাহি করে। কৃমি ভক্ষণ করায় সেই পাতকীরে।। কৃমিকুণ্ড এক লক্ষ যোজন বিস্তার। কৃমি কীটে বেড়ি খায় তাহার ভিতর।। যেবা হরে পরধন বল ছল করি। বিশেষে ব্রহ্মস্ব যেবা আনে অপহরি।। তপত সাঁড়াসী দিয়া যমের কিঙ্করে। খসায় অঙ্গের মাংস প্রাণে নাহি মারে।। অযোগ্য গমন কামে করে যেবা নরে। অগম্য পুরুষ সঙ্গ যেবা নারি করে।। লৌহ

মর নর নারী তপত করিয়া। ধরিয়া লোহার কোণ চাবুক মারিয়া। নানা যোনি গমন করয়ে যেবা নরে। শাল্মলি কণ্টক বনে ফেলায় তাহারে॥ শিমুলি গাছের কাঁটা শূলের সমান। তাতে আলিঙ্গন দেয়াইয়া রহে প্রাণ॥ ভোগ ভুঞ্জিবারে দেহ প্রাণ নাহি যায়। ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করি ডাকয়ে সদায়॥ অহিংসক সাধু জনে যেবা হিংসা করে। বৈতরণী নদী মধ্যে ফেলায় তাহারে॥ বিষ্ঠা মূত্র রক্ত মাংস তরঙ্গ কল্লোল। তাহাতে মজিয়া পাপী রহে চিরকাল। দেব পিতৃ আদি পূজা নানা যজ্ঞ কাযে। দম্ভে মেষ মহীষাদি বলি দিয়া পুজে॥ বৈবসন নরক তাতে বধ স্থান বলি। নরক ভুঞ্জায় তারে তাতে লয়ে ফেলি॥ ব্যাঘ্রাদি মহীষ রূপ ধরে ভয়ঙ্কর। তারা পুনঃ তার অঙ্গ বিন্ধে নিরন্তর॥ পরপুর পরগ্রাম লুটি পুড়ি খায়। অন্তকালে যমদূতে বান্ধি লয়ে যায়॥ শত শত কুক্কুর বিকট দন্ত ধরে। খসাইয়া গায়ের মাংস খায় নিরন্তরে॥ অসত্য বচন যেবা জিহ্বায় উচ্চারে। মিথ্যা সাক্ষী দেয় দেয়ায় জিনিবারে॥ শতেক যোজন উচ্চ পর্ব্বতে তুলিয়া। হেট মুণ্ড করি তারে ফেলায় ঠেলিয়া॥ এই মত শত শত মারয়ে আছাড়। পরাণে না মরে পাপী ভুঞ্জিয়ে প্রহার॥ অতিথি দেখিয়া যার অসন্তোষ মন। ভক্ষণ না জিজ্ঞাসে না করে সম্ভাষণ॥ বজ্রকুণ্ডে দাঁড়কাক মহাভয়ঙ্কর। টান দিয়া তার আঁখি উপাড়ে সত্বর॥ এই রূপে আছে শত সহস্র যাতনা। কাহার শকতি আছে করিতে গণনা॥ নারকী নরক ভোগ করে একে একে। সকল নরক ভোগে পাপ কর্ম্ম পাকে॥ পাতকীর পাপ ভোগ কহিল সংক্ষেপে। বুঝিয়া গোবিন্দ পদ ভজ সর্ব্ব লোকে॥ হিত উপদেশ কহি শুন সর্ব্ব জন। মিথ্যা দেহ গৃহ ধন পুত্র পরিজন॥ ইথে আত্ম বোধকরি বঞ্চ কেন কাল। কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করি তেজ মায়াজাল॥ কোন মতে মনুষ্য জনম হয় যার। উত্তম অধম কুল নাহিক বিচার॥ সর্ব্ব জীবে আত্মা রূপে ঈশ্বর বৈসয়। সর্ব্ব প্রাণী হিংসাদি বর্জ্জন সুনিশ্চয়॥ গুরু কৃষ্ণ ভক্তাশ্রয় কায় বাক্য মনে। কর্ম্ম তেজি ভক্তিভাবে ভজ জনার্দ্দনে॥ কেনে মর মিথ্যা মায়া আচ্ছন্ন হইয়া। কহিলাম সার মনে বুঝ বিচারিয়া। যে শুনয় যে শুনায় নরক উপাখ্যান। পাপ বুদ্ধি ত্যজি তার শুদ্ধ

হয় মন ॥ ভাগবত কহে ভাগবত সুমাধুরী। সাবধানে শুন লোক কৃষ্ণে মন ধরি ॥

পায়ার। তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা ভাব পায়্যা মনে। এ নরক ভোগ লোক এড়াবে কেমনে ॥ সুকৃতি দুষ্কৃতি ইথে না দেখি বিচার। গর্ভাদি যন্ত্রণা দুঃখ দেখি সবাকার ॥ কি রূপে নরক ভোগ জীবের না হয়। এসব কহিয়া মোর ঘুচাও সংশয় ॥ মুনি বলে শুন রাজা ভয় পরিহরি। আমার বচন রাজা ধর দৃঢ়করি ॥ পাপ কৈলে প্রায়শ্চিত্ত যেই জন করে। সেজন না যায় রাজা যমের দুয়ারে ॥ রাজা বলে মোর নাহি ঘুচিল সংশয়। প্রায়শ্চিত্তে কেমতে দুরিত নাশ হয় ॥ আপনেই জানে পাপে হয় অধোগতি। জানিয়া করয়ে পাপ তেজিয়া যুকতি ॥ প্রায়শ্চিত্তে সেপাপ কেমনে দূর হয়। এ সন্দেহ ঘুচাও আমারে দয়াময় ॥ জানিয়া না করে পাপ না করি বিচার। পাছে প্রায়শ্চিত্তবা করয়ে কেন আর ॥ শুকমুনি বলে রাজা তুমি সুপণ্ডিত। প্রায়শ্চিত্ত লোকাচার ব্যবহার নিত ॥ কর্ম্ম হৈতে কর্ম্মনাশ কভু নাহি হয়। দুঃখ দেখি প্রায়শ্চিত্ত করিল নির্ণয় ॥ পণ্ডিতে করয়ে পাপ একোন বিচার। দুঃখি জনে প্রায়শ্চিত্ত ধরে অধিকার ॥ পথ্য ছাড়ি রোগী যেন কুপথ্য আহার। কুপথ্য ছাড়িলে রোগ ছুটয়ে অপার ॥ এই রূপে প্রায়শ্চিত্ত নিয়ম করিয়া। ফাঁসি দিয়া পাপি যেন আনয়ে বান্ধিয়া ॥ পুণ্য কর্ম্মে তাহারে করায় কুতুহল। মনে ভাবে ইথে পাপ হরিল সকল ॥ শুভকর্ম্ম করিতে নির্ম্মল হয় চিত্ত। সাধুসঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানে হরয়ে দুরিত ॥ তে কারণে করি প্রায়শ্চিত্ত নিরূপন। আর কিছু কহি রাজা শুন দিয়া মন ॥ কেহ কর্ম্ম ভকতি করিয়া নারায়ণে। অশেস দুরিত দুখ করয়ে খণ্ডনে ॥ দানযজ্ঞ তপ জপ নানা ব্রতকরে শুদ্ধ ভক্তি বিনা কভু দুরিত না হরে ॥ ভক্তাশ্রয়ী হৈয়া ভজে কৃষ্ণের চরণ। ততক্ষণে সর্ব্বপাপ হয় বিমোচন ॥ এইসে উত্তম মত সর্ব্ব পরাৎপর। কৃষ্ণ পদে যার মন রহে নিরন্তর ॥ প্রায়শ্চিত্ত শতেক যতন করি করে। গোবিন্দ বিমুখ কর্ম্মে শুদ্ধ হৈতে নারে ॥ সুরা কুম্ভ শুদ্ধ যেন নহে গঙ্গাজলে। গোবিন্দ বিমুখ জন নহে কর্ম্মফলে ॥ একক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ পদে যেব ধরে মন ॥ তাহার কহিমা কিছু না যায় বর্ণন ॥ সর্ব্বাধার গোবিন্দ রূপে হইল আধার। নাম লওনের পর

মুক্ত হয় নর ॥ নামাভাসে মুক্ত হয় মহাপাপীবর। কহিলা তোমা রে রাজা শুন নৃপবর ॥ কহিব তোমারে ইতিহাস পুরাতন। যম দুত বিষ্ণু দুত সংবাদ কথন ॥ কামক্রুব্জি দেশে এক আছিল ব্রাহ্মণ দাসীভর্ত্তা দুষ্টাচারি অজামিল নাম ॥ পরপীড়া করয়ে হরয়ে পর ধন। কপট কৈতব করি ভাণ্ডে সর্ব্ব জন ॥ নানা পাপ কর্ম্মে পোষে গৃহ সুত দার। সর্ব্ব লোক পীড়া করে পাপী দুরাচার ॥ ব্রাহ্মণেতে যেই দ্রব্য নাকরে গ্রহণ। তাহা সর্ব্বক্ষণ সব করে হর্ষপান ॥ অষ্ট আশী বৎসর তার গেল এই মনে। মরণ সময় আসি দিল দরশনে দাসীর উদরে পুত্র হইল দশ জন। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রাখে নারায়ণ ॥ শিশু কাল হৈতে তারে বান্ধিল হৃদয়। পুত্র বিনা তার মনে অন্য নাহি ভায় ॥ শয়ন ভোজন পানে করয়ে স্মরণ। ডাক দিয়া শিশু পুত্র আনিল তখন ॥ শয়ন ভোজন পান করয়ে তনয়। পাছে অজামিল পান ভোজন করয় ॥ এই রূপে থাকিতে মরণ কাল হৈল। তিন যমদুত আসি দরশন দিল ॥ মহা ঘোর মূর্ত্তি তারা বিকট দশন। অজামিল বলে ধরি বান্ধিল তখন ॥ দূরে খেলা খেলে শিশু পুত্র নারায়ণ। আকুল হৃদয়ে পুত্রে ডাকিল ব্রাহ্মণ ॥ গম্ভীর শবদে বলে আয় নারায়ণ। হেন কালে বিষ্ণু দুত আইল চারি জন ॥ তারা বলে ছাড়রে পাষণ্ড দুরাচার। কেনে বা বান্ধিলি বিপ্রে করিস প্রহার ॥ ব্রাহ্মণের মুখে উচ্চারিলা নারায়ণ। কি সাহসে বান্ধিস না কর পলায়ন ॥ বিষ্ণু দুত বচন শুনিয়া যম দুতে। মনে ভয় পায়্যা তারা লাগিল কহিতে ॥ তুমি সবে কেবা হও দুত বা কাহার। কোথা হৈতে আইলে কি নাম সবাকার ॥ নবঘন শ্যাম তনু মধুর মুরতি। সূর্য্য সম তেজ দেখি নিরমল কান্তি শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধর চারি ভুজে। হেম মণি অলঙ্কার শরীরে বিরাজে ॥ তোমা সবা দেখি মহাপুরুষ লক্ষণ। তবে কেন কর ধর্ম্ম মর্য্যাদা লংঘন ॥ মোরা সবে হই ধর্ম্মরাজ অনুচর। কেনে তাঁর আজ্ঞা ভঙ্গ কর বিজ্ঞবর ॥ এতেক বচন শুনি পারিষদ গণে। হাসিয়া উত্তর তারে দিলা চারি জনে ॥ যদি তোরা হও ধর্ম্মরাজার কিঙ্কর। কি ধর্ম্ম জানিস তোরা আরে দুষ্টবর ॥ এতেক শুনিয়া যমদূত তিন জনে। ধর্ম্ম কহে কৃষ্ণ পারিষদ গণ স্থানে ॥ কৃষ্ণ পারিষদ কৃষ্ণ সম তেজ ধরে। সশঙ্কিতে যম দুত নিবেদন করে ॥

বেদ মুখে শুনি ধর্ম্ম সর্ব্ব নারায়ণে। বেদ বিধি মত ধর্ম্ম করে সর্ব্ব জনে॥ বেদ নিষেধিত পথ অধর্ম্ম জানিব। ত্রিগুণ জানত বেদ মুখে বিচারিব॥ শশি সূর্য্য দিবস রজনী হুতাশন। পৃথিবী আকাশ তেজ অপরা পবন॥ এ সব ধর্ম্মের পথ ধর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞানে। ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় বুঝয়ে দশ জনে॥ শুভ কর্ম্ম করে যদি সুখভোগ পায়। পাপ কর্ম্ম করিয়া নরক অনুভায়॥ পাপ পুণ্য ভোগ পাপ পুণ্য অনুসারে। এক জীব নানা মত কর্ম্ম ভোগ করে॥ যার যেন শুভা শুভ বুঝ অনুমানে। পূর্ব্ব জন্ম পাপ পুণ্য করি নিরূপণে॥ দুঃখে বলে পাপ পুণ্য না করিব আর। কর্ম্মেতে করায় ভোগ নারে কাটি বার॥ কর্ম্মে জীব বান্ধিয়া করায় বিমোহিত। কর্ম্ম বন্ধে অনাদি সংসারে নিপতিত॥ অবিদ্যার সঙ্গ করি জীবের বন্ধন। গোবিন্দ ভজিলে মাত্র বন্ধ বিমোচন॥ সধর্ম্ম যুত ছিল এই অজামিল। শান্ত দান্ত দয়াধৃত ব্রত সত্যশীল॥ দেব দ্বিজ গুরুজনে করিত সেবন। সর্ব্ব জীব হিতে রত ছিলেন ব্রাহ্মণ॥ সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত সধর্ম্ম পরায়ণে। এক দিন গেল বনে বাপের বচনে॥ ফল ফুল কাষ্ঠ কুশ লয়ে দ্বিজবর। বনে হৈতে পুনঃ আইল বাপের গোচর॥ পথে এক শূদ্রাণী সহ হৈল দরশন। করিয়া মদিরা পানকামে অচেতন॥ দাসী সঙ্গে ক্রীড়া করি নাচয়ে খেলয়ে। ব্রসনি করিয়া কোলে হাসিয়া চুম্বয়ে॥ দোঁহে দোঁহা বিনে আর নাহি জানে আন। কামে বিমোহিত হয়ে রহে তার স্থান॥ ছাড়িবারে কভু চিত্ত করে সমাধান। চিত্ত নিবারিতে না পারিলা মতিমান॥ দুরন্ত কামেতে বদ্ধ হৈলা দাসী সনে। কুল শীল লাজ ভয় তেজিল ব্রাহ্মণে॥ যতেক আছিল ধন বাপের সঞ্চিত। তাহা দিয়া সন্তোষিল ব্রসনির চিত্ত॥ চুরি করি মিথ্যা কহি কৈতব প্রবন্ধে। পরধন হরি আনে নানা ছন্দ বন্দে॥ পর পীড়া করিয়া আনয়ে নানা ধন। নানা মতে করে দ্বিজ তার সন্তোষণ॥ সতী কুলবতী ঘরে ব্রাহ্মণী তাহার। তাহা তেজি দাসী সঙ্গে আশ্রম আচার॥ নিরবধি মদ্য পান করয়ে ব্রাহ্মণ। ব্রসনির সঙ্গে সদা কামে অচেতন॥ তে কারণে লয়ে যাই যম বিদ্যমানে। যম দণ্ড হৈলে বিপ্র হবে পরিত্রাণে॥ এতেক বচন শুনি হরির কিঙ্কর। যমদূত প্রতি তাঁরা দিলেন উত্তর॥ হরি হরি এত বড় দেখিল প্রমাদে। ধর্ম্মরাজ হয়ে

ভয় নাহি অপরাধে ॥ অদণ্ড দণ্ডয়ে পুণ্যবানে পাপী করে। ধর্ম্ম রাজ হয়্যা হেন দুষ্ট ধর্ম্মাচারে ॥ সকল লোকের পিতা গুরু হিত কারি। সে যদি দূষিত কর্ম্ম করে না বিচারি ॥ তবে কার আশ্র য়েতে এলোক তরিব। কাহা হৈতে লোক সব ধর্ম্মবা জানিব ॥ মহাজনে যে যে মত করয়ে আচারে। দুর্ম্মতি বিনাশ হয় সেই অনুসারে ॥ এ ব্রাহ্মণ কৈল কোটি জন্ম পাপক্ষয়। হরিনাম মুখে হৈল যখন উদয় ॥ সর্ব্ব পাপ প্রায়শ্চিত্ত হৈল সেই ক্ষণে। মুখে নারায়ণ বাণী বলিলা যখনে ॥ গুরুদ্রোহী বিপ্রদ্রোহী স্বর্ণ অপ হারী। স্ত্রী বধি বা পিতৃবধি হরে গুরুনারী ॥ মদ্যপান গো বধাদি যত পাপ করে। হরিনাম উচ্চারণে সর্ব্ব পাপ হরে ॥ সর্ব্ব পাপ প্রায়শ্চিত্ত বেদে যত কহে। কুশ চান্দ্রায়ণ আদি যত দুঃখ সহে ॥ তবু তার পাপক্ষয় তেন মতে নয়। হরিনামে যে রূপ পাতক হয় ক্ষয় ॥ প্রায়শ্চিত্তে পাপ হরে শুদ্ধ নহে মন। পুনরপি পাপে চিত্ত ধায় তেকারণ ॥ সর্ব্ব পাপ খণ্ডিতে যাহার চিত্ত হয়। হরি গুণ গান করি সোধিব আশয় ॥ এ ব্রাহ্মণ সর্ব্বপাপ প্রায়শ্চিত্ত কৈল। মরণ সময় হরিনাম উচ্চারিল ॥ ছাড় ছাড় আরে দূত খসাহ বন্ধন। অশেষ দুরিতবিপ্র কৈল বিমোচন ॥ শ্রদ্ধাতে নামের গুণ কহনে না যায়। সঙ্কেতে বা হেলায় যে নাম উচ্চারয় ॥ স্বধর্ম্ম বিহীন কিবা আশ্রমে পতিত। অশেষ পাতক যুত সন্তাপে তাপিত হরি হেন শবদ বলয়ে এক বার। তবুত নরক বাস না হয় তাহার। লঘু গুরু পাপ যে যে করয়ে বিচার। করায় পণ্ডিতে প্রায়শ্চিত্ত প্রতিকার ॥ তাহা হৈতে হয় মাত্র সে পাপ খণ্ডন। অধর্ম্ম যোনিত চিত্ত না হয় সোধন ॥ যত যত প্রায়শ্চিত্ত বেদ মুখে কহে। হরি না ভজিলে কভু শুদ্ধ চিত্ত নহে ॥ হৃদয় প্রসিদ্ধ মাত্র নহিল যাহার। অশুদ্ধ চিত্তেতে পাপ ঘটে পুনর্ব্বার ॥ অজ্ঞানে বা জ্ঞানে করে হরি সংকীর্ত্তন। সেই ক্ষণে হয় সর্ব্ব পাতক দহন ॥ অগ্নির কণায় যৈছে দহে কাষ্ঠচয়। এক হরিনামে দহে পাপ নাহি রয় ॥ না জানিয়া করে যদি ঔষধ ভক্ষণ। তবু তার গুণে হয় রোগ নিবারণ হরিনাম এই রূপ সর্ব্ব ধর্ম্ম সার। তোরা সব না জানিস দুষ্ট দুরা চার ॥ এতেক বচন বলি বিষ্ণুদূত গণ। ব্রাহ্মণের কৈল যম পাশ বিমোচন ॥ বড় ভয় পায়্যা তিন যমের কিঙ্কর। ত্বরিত জানায়

গিয়া যমের গোচর ।। এথা বিপ্র যম দণ্ডে পায়্যা প্রতিকার । অজা
মিল চিত্তে অতি হৈল চমৎকার ।। প্রণাম করয়ে কৃষ্ণ কিঙ্কর
চরণে । কি বোল বলিব বিপ্র চিন্তে মনে মনে ।। হেন কালে তাঁরা
সবে কৈল অন্তর্ধান । আপনার চিত্তে দ্বিজ করে অনুমান ।। শুনিব
বৈষ্ণব ধর্ম্ম বৈষ্ণব বদনে । ভাগ্য হৈতে হৈল তাঁর বৈষ্ণব দর্শনে ।।
সেই ক্ষণে হৈল হরিভক্তি উপাদান । তবে নিজ দোষ যত হৈল
অনুমান ।। মুঞি ছার পাপীষ্ঠ অধম দুরাচার । আপনার সর্ব্বনাশ
কৈল মুঞি ছার ।। মোর কুলে এত বড় কলঙ্ক রহিল । এমনিরু
নষ্টেমার মতিচ্ছন্ন হৈল ।। সতী কুলবতী নারী আপনার তেজি ।
অসতী মত্তপ স্ত্রী শূদ্রাণী সঙ্গে মজি ।। বৃদ্ধ পিতা মাতা মোর অ-
নাথ দুঃখিত । তা সবা তেজিল মুঞি হৈল কুৎসিত ।। কোন গতি
হবে মোর কি হবে উপায় । অনন্ত নরক ভোগ এড়ান না যায় ।।
স্বপন দেখিল কিবা কিবা বিদ্যমান । বন্ধন খসায় আসি চারি জন
জনে ।। দিব্য মান পুরুষ পরম শুদ্ধময় । বন্ধন খসাইয়া মোর খণ্ডিল
সংশয় ।। এই ক্ষণে কত হৈল যমের তাড়ন । হেন দুঃখ হৈতে মোর
কৈরলা মোচন ।। হেন মহাজন সঙ্গে হৈল দরশন । অবশ্য উদ্ধার
হবে হেন লয় মন ।। মো ছার রমনি পতি কেবল অধম । আমার
মুখে হৈল হরি হেন নাম ।। ব্রহ্মঘাতী কেবল নির্লজ্জ দুরাচার ।
মোর মুখে নারায়ণ শবদ উচ্চার ।। এখন তখন করি ভজিলে
শ্রীহরি । এ ঘোর নরক হৈতে যাহা হলে তরি ।। স্ত্রী আর স্ত হয়ে
হৈল আমার বন্ধন । শ্রীহরি চরণ ভজি হইব মোচন ।। হরি কথা
হরিনাম হরি সংকীর্ত্তন । হরিপদ চিন্তিব ভজিব অনুক্ষণ ।। এতেক
বিচারি তবে দ্বিজ অজামিল । দেহ মন বচন গোবিন্দে সমর্পিল ।।
গঙ্গাতীরে যায়্যা কৈল কৃষ্ণ আরাধন । কৃষ্ণে মন ধরি দ্বিজ তেজিল
জীবন ।। সেই ক্ষণে চারি মহাপুরুষ আসিয়া । অজামিলে লৈল
দিব্য রথেতে তুলিয়া ।। পতিত নিন্দিত দাসীপতি দুরাচার ।
অজামিল সম পাপী নাহি দেখি আর ।। নারায়ণ নাম ধরি পুত্রে
ডাক দিল । হেন মহা পাতকীর পাতক খণ্ডিল ।। হরিনাম বিনে
নাহি কর্ম্মবন্ধ ছুটে । কৃষ্ণ না ভজিলে এ সংসার নাহি টুটে ।। অজা

মিল উপাখ্যান বৈষ্ণব চরিত্র। কর্ম্মবন্ধ মুক্ত হয় শ্রবণে পবিত্র ॥ ভকতি করিয়া শুনে হরি সংকীর্ত্তন। না যায় নরক নহে যম দরশন ॥ হেন অজামিল তাতে মরণসময়। পুত্রেডাক দিতেমাত্র একবার লয় ॥ ইহাতেই তার হৈল বৈকুণ্ঠে গমন। শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া যে করয়ে কীর্ত্তন ॥ শুদ্ধ চিত্তে সঙ্কোচে যে হরিনাম উচ্চারে। তাহার মহিমা কেবা বলিবারে পারে ॥ রাজা বলে দূতে যবে করিল গোচর। ধর্ম্মরাজে দিল কিবা তাহার উত্তর ॥ তিনলোকে যার দণ্ড ভঙ্গ নাহি শুনি। তার দণ্ড ভঙ্গেতে সংশয় হেন মানি ॥ মুনি বলে অজামিল এড়িয়া সত্বরে। দূত জানাইল গিয়া ধর্ম্মের গোচরে ॥ এক অধিকারে কত আছে দণ্ডধর। যদ্যপি সংসারে হৈল বিবিধ ঈশ্বর ॥ তাপ পাপ পুণ্য কিছু নহিল নির্ণয়। কেহ বা মুকতি পাবে কার মৃত্যু হয় ॥ যার যেবা ইচ্ছা হয় সেই গতি পায়। দেখিয়া হইল বড় আমার সংশয় ॥ পাপ পুণ্য বিচারিয়া তুমি দণ্ড কর। সেই সে কারণে ধর্ম্মরাজ নাম ধর ॥ এবে আর তোমার না দেখি অধিকার। অজামিলে হেন পাপী দেখিল নিস্তার ॥ চারি মহাপুরুষ আশ্চর্য্য রূপ ধরে। আসিয়া তোমার আজ্ঞা দণ্ড ভঙ্গ করে ॥ মহাপাপী অজামিলে বান্ধিল ধরিয়া। ছাড়ি দিল তারা তার বন্ধন খসাইয়া ॥ কি নাম তাঁহার তাঁরা কাহার কিঙ্কর। এ সব আমারে প্রভু কহিবা সত্বর ॥ ধর্ম্মরাজ বলে শুন আরে দূতগণ। চরাচর ঈশ্বর জগত নারায়ণ ॥ যার অংশ ব্রহ্মা বিষ্ণু হর মহেশ্বর। যার নাম পাশে বন্ধি সর্ব্ব চরাচর ॥ মোরা সবে বন্ধি আছি যার মায়া পাশে। সভাই প্রভুর আজ্ঞা পালি যে তরাসে ॥ নাকে দড়ি দিয়া যেন বলদ বান্ধয়। সাবধান হইয়া আজ্ঞা বহি ধর্ম্ম ভয় ॥ চন্দ্র সূর্য্য ইন্দ্র আদি বরুণ পবন। আপনে বিরিঞ্চি হর সিদ্ধি সিদ্ধাগণ ॥ এ সব যাহার মায়া বুঝিতে না পারে। সেই সে সভার প্রভু লোক মহেশ্বরে। তাঁর পারিষদগণ ভ্রময়ে সংসারে। অলক্ষিত রূপে কেহ বুঝিতে না পারে ॥ ভকত রক্ষণ হেতু সে সব ভ্রময়। কি রূপ কোথাতে থাকে কেহ না বুঝয় ॥ ভাগবত ধর্ম্ম কৃষ্ণ কহিলা আপনে। যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যার তত্ত্ব নাহি জানে ॥ বিরিঞ্চি নারদ শম্ভু সনৎকুমার। কপিল প্রহ্লাদ স্বয়ম্ভুব মনু আর ॥ শুক আদি ভীষ্ম আর জনক

রাজনে। ভাগবত ধর্ম্ম জানে এ দ্বাদশ জনে॥ ভাগবত ধর্ম্ম কেহ না বুঝয়ে আর। পরম গোপন ধর্ম্ম সূক্ষ্ম গতি যার॥ এইত পরম ধর্ম্ম জানিব সংসারে। ভক্তিভাবে হরিগুণ নাম গান করে॥ দেখ বৎস হরি নাম আভাসের ফলে। অজামিল হেন পাপী বৈকুণ্ঠেতে চলে হরিনাম গুণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন শ্রবণে। কেবল দুরিত হরে বলে যেই জনে তারা কিছু কৃষ্ণের মহিমা নাহি জানে। হরিনামে পাপ হরে এই মাত্র জানে॥ যদি বল নামেতে কেবল পাপ যায়। অজামিল হেন পাপী মুক্তিপদ পায়॥ মুক্তির সাধক সর্ব্ব কর্ম্ম তেয়াগিয়া। অন্যোন্য ধেয়ায় কৃষ্ণ নির্জ্জনেতে যায়্যা॥ নিষ্পাপ হইলে মুক্তি না পারে হইতে। অজামিল মুক্তি পায় আভাস মাহাত্ম্যে॥ জত মহাজন বেদ বাক্যার্থ সম্মত। সে সব কেবল বিষ্ণু মায়া বিমোহিত॥ অশ্ব-মেধ আদি যত কর্ম্ম পরায়ণ। মধুপুষ্প ফল সম স্বর্গআরোহণ॥ সে অনিত্য জানিয়া সকল বুধ জনে। সর্ব্ব ভাবে ভকতি করয়ে নারায়ণে॥ তাহারে আমার নাহি দণ্ড অধিকার। যদি বা অশেষ পাপ দেখিয়ে তাহার॥ সর্ব্ব পাপ হরে তার হরি সঙ্কী-র্ত্তনে। তুমি সবে না যাইহ তার সন্নিধানে॥ সর্ব্বভূত অহিংসক হরি পরায়ণ। যাহার পবিত্র যশঃ গায় সুরগণ॥ মোর দণ্ড নহে মাত্র কৃষ্ণভক্ত জনে। তুমি কভু না যাইহ ভক্ত সন্নিধানে॥ মুকুন্দ পদারবিন্দ মকরন্দ রসে। সতত বিমুখ যারে দেখহ বিরসে॥ দেহ গেহ দেখ যার দৃঢ় অনুবন্ধ। ভক্ত সঙ্গ তেজি যার কুসঙ্গে আনন্দ॥ তা সবা আনিবে তার নাহিক বিচার। করিহ তাহাকে মোর দণ্ডাদি প্রহার॥ যার জিহ্বা হরিনাম হেন নাহি বলে। যার শির কৃষ্ণপদে নাহি প্রণমিলে॥ যার চিত্তে কৃষ্ণ রূপ না করে চিন্তনে। তা সবাকে আনিহ আমার বিদ্যমানে॥ নারায়ণ পুরুষ পুরাণ জগন্নাথ। একবার ক্ষম প্রভু মোর অপরাধ॥ সেবকের অপরাধে প্রভু দণ্ড পায়। ভৃত্য অপরাধ প্রভু ক্ষমিতে জুয়ায়। হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তন গুণগানে। শুন রাজা বেদে যার মহিমা না জানে॥ যমের বচন শুনি যত দূতগণে। নামের মহিমা শুনি ভয় পাইল মনে॥ থাকুক যাইতে বৈষ্ণবের সন্নিধান। বৈষ্ণবের নামে হয় ভয়ে কম্পমান॥ আছিল অগস্ত্য মুনি মলয় পর্ব্বতে। আপনে

কহিল তিহোঁ মুনি সভাসদে ॥ কহিল তোমারে রাজা তাহার কিঞ্চিৎ। হরি সংকীর্ত্তন ফল জগতে গোপিত ॥ ভক্তিরস কহিল শ্রীগদাধর জান। ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥

অথ দক্ষ রাজোপাখ্যান।

পয়ার। তবে রাজা জিজ্ঞাসিল শুকদেব স্থানে। দক্ষ সৃষ্টি বিবরিয়া কহ মতিমানে ॥ রাজার বচন শুনি মুনি যোগেশ্বর সাধু সাধু বাখানিয়া দিলেন উত্তর ॥ প্রাচীনবরিহ রাজা পূর্ব্বে আছিল। প্রচেতস নামে তার দশ পুত্র হৈল ॥ জলের ভিতরে রহি সহস্র বৎসর। কৃষ্ণ আরাধিয়া তপ করিল দুষ্কর ॥ আপনে আসিয়া বর দিলা নারায়ণ। জলে হৈতে উঠি তবে ভাই দশ জন ॥ বৃক্ষেতে ব্যাপিল অতি দেখিল মেদিনী। ক্রোধ করি মুখে হৈতে জ্বালিলা আগুনি ॥ পোড়াইয়া বৃক্ষ বহু কৈল ভস্ম সাত। হেনকালে ব্রহ্মা আসি হইলা সাক্ষাত ॥ বৃক্ষ সৃষ্টি নষ্ট না করিহ বাক্যধর। বৃক্ষগণে কন্যা দিব তাহা বিভা কর ॥ এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজ স্থানে। হেন কালে কন্যা আনি দিল বৃক্ষগণে ॥ সেই কন্যা বিভা কৈল দশ সহোদরে। পূর্ব্ব জন্মে যাকে বিড়ম্বিল মহেশ্বরে। শিব শাপে ছাগ মুখ দক্ষের আছিল। সে তনু ত্যজিয়া আর শরীর ধরিল ॥ প্রচেতস গণ তপে ভজিলা শ্রীহরি। অন্তকালে তনু তেজি গেলা বিষ্ণুপুরী ॥ দক্ষ প্রজাপতি পাইল রাজ্য অধিকার। নানা কীর্ত্তি করিয়া রাখিল চমৎকার ॥ তবে দক্ষ প্রজাপতি নানা তপ করি। বিন্দুপাদ গিরি তটে ভজিলা শ্রীহরি ॥ পুণ্য আছে তথাকারে আসুরি নাশন। ত্রিকাল করিয়া স্নান ভজে নারায়ণ ॥ স্তুতি ভক্তি প্রণতি বিস্তর মতে কৈল। জগন্নাথ তুষ্ট হয়ে তারে বর দিল। পঞ্চজন নামে এক আছিলা নৃপতি। তার কন্যা বিভা কৈলা দক্ষ প্রজাপতি ॥ অসিক্লেতা নাম তার রাজার বনিতা। রূপে মনোহর আর সর্ব্বগুণ যুতা ॥ এক কালে জনমিল অযুত কুমার। দক্ষ আজ্ঞা দিল সবায় সৃষ্টি করিবার ॥ বাপের আজ্ঞায় তারা চলে তপো বনে। পথে আসি নারদ দিলেন দরশনে ॥ আরে রে বালক তোর

কোন যুক্তি কর। আমার বচন তোরা এক চিত্তে ধর।। পৃথিবীর অন্ত নাই পর্য্যটন করি। তবে তোরা পাছে সৃষ্টি করিহ বিচারি।। এতেক বচন যদি নারদ কহিলা। পৃথিবী পর্য্যটনে তারা সবেই চলিলা।। মনে দুঃখ পায়ে তবে দক্ষ প্রজাপতি। অযুত তনয় আর করিলা উৎপত্তি।। দক্ষ আজ্ঞা দিল শুন আমার বচন। সকলে মিলিয়া কর অপত্য সৃজন।। পিতৃ আজ্ঞা পায়্যা গেল তপ করিবারে। পথে আসি কহিল নারদ যোগেশ্বরে।। জ্যেষ্ঠবর্গ গেলা তোমার পৃথী পর্য্যটনে। আগে তার উদ্দেশ করহ ভ্রাতৃগণে।। তদন্তরে পিতৃবাক্য করহ পালন। এতেক বলিয়া মুনি গেলা তপোবন।। মুনিবাক্যে গেলা পুনঃ অযুত তনয়। মনে দুঃখ পায়্যা দক্ষ ক্রোধে অতিশয়।। ভালত নারদ তুমি কৃষ্ণভক্ত বর। ভাল শাস্ত্র জান্ত তুমি পরহিত কর।। শাপিল তোমারে আমি কে রাখিতে পারে। নিরবধি জগত ভ্রমহ একেশ্বরে।। এক দিন এক স্থানে নহে যেন স্থিতি। স্বীকার করিলা তাহা মুনি মহামতি।। কৃষ্ণগুণ গায়ে যেন সদত বেড়াই। এক স্থানে থাকিয়া সন্তোষ নাহি পাই।। তুমি যে শাপিলে মোরে সেই হৈল বর। কৃষ্ণগুণ গায়ে যেন ভ্রমি নিরন্তর।। দুঃখ শোক পায়্যা দক্ষ রহিল আপনে। কন্যা সৃষ্টি কৈলা তবে ব্রহ্মার বচনে।। ষাটী কন্যা জনমিল দক্ষের মন্দিরে। সাতাইশ কন্যা তার দিল শশধরে।। দশ কন্যা কৈল তার ধর্ম্মে সংপ্রদান। কশ্যপেরে তেরো কন্যা কৈল সমর্পণ।। শিব তার এক কন্যা কৈল পরিণয়। দুই কন্যা অঙ্গিরাকে দিলা মহাশয়।। কৃশার্ণবে দুই কন্যা দিলা প্রজাপতি। ভাস্করে বরিল চারি কন্যা গুণবতী।। দেব দানব নাগ অসুর কিন্নর। যক্ষ রাক্ষসাদি পশু পক্ষ চরাচর।। এই রূপে নানা সৃষ্টি জগত পুরিল। কহিব কশ্যপ সৃষ্টি যেন রূপে হৈল।। দিতি দনুকা নামে অদিতি সুরমা। সুরভি অরিষ্ট হৈল আন ক্রোধবসা।। তিমিতাম্র নাম আর সুরমা কুমারী। কশ্যপের এই হৈল ত্রয়োদশ নারী।। তিমির তনয় হৈল যত জলচরে। ব্রহ্ম জাতি জনমিল সুরমা উদরে।। সুরভীর বংশ পশু গো মহীষ জাতি তম্রার উদরে হৈল পক্ষের উৎপত্তি।। জন্মিল অপ্সরা গণ সুরমা উদরে। ক্রোধবসার বংশ হৈল যত ফণাধরে।। হেমার উদর জন

মিল তরুগণ। সুরমার গর্ভে যত ধান্যের উৎপন্ন॥ অরিষ্টার পুত্র যত গন্ধর্ব্ব জন্মিল। তুরঙ্গ গর্দ্দবগণ কলা গর্ভে হৈল॥ দনুর উদরে দানবের উপাদান। কহিব তাহার যত দানব প্রধান॥ দ্বিমূর্দ্ধা অসুর হৈল মহাবলবান। বিভার অঙ্কশিরা অজামুখ নাম॥ অরিষ্ট কপিল আর সুভানু অরুণ। একচক্রা বৃষপর্ব্ব প্রণয় দারুণ॥ ধুম্র কেতু বিপ্রচিত্তি বিরূপাক্ষ নামে। এই সব মহাবীর দানব প্রধানে॥ ষাটীসহস্র তারা যতদানব প্রণরে। তোমার বাপের বাপ মারে তা সবারে॥ অদিতীর বংশ হৈল তবে দেবগণ। তাহার উদরে জন মিলা শ্রীবামন॥ সূর্য্য বিভা কৈলা সংজ্ঞা নামে গুণবতী। তার পুত্র শ্রদ্ধা দেব মনুর উৎপত্তি॥ যম আর যমুনা যমজ দুই জন। শ্রদ্ধার উদরে তিন হইল উৎপন্ন॥ ছায়া নামে তার যেই বনিতা আছিল। তাহার উদরে শনী সাবর্ণ জন্মিলা॥ এই রূপে হৈল সূর্য্য বংশের বিস্তার। তবে শুন রাজা সব যে কহিয়ে আর॥ ত্রিভুবনে এক রাজা হৈলা পুরন্দর। সুরসিদ্ধ বিদ্যাধর সেবে নিরন্তর॥ গুরু অপজ্ঞানে তার ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হৈল। যুঝিয়া অসুর ইন্দ্রে মারি খেদাইল॥ তবে যুদ্ধ তেজিয়া পলায় দেবগণ। ব্রহ্মার চরণে গিয়া লইল স্মরণ॥ কৃপাকরি উত্তর দিলেন পদ্মাসনে। সুরপুরে অধর্ম্ম জন্মিল সুরগণে॥ গুরু অপজ্ঞানে তুমি কৈলে সর্ব্বনাশ। সেই ছিদ্র হৈতে হৈল অসুর প্রকাশ॥ গুরু আরাধিয়া তারা মহা বল ধরে। এখন উচিত নহে যুদ্ধ করিবারে॥ গুরু বৃহস্পতি তোমার কৈল অন্তর্ধান। চাহিলেও তুমি সবে না পাবে সন্ধান॥ বিশ্বরূপ নামে বিশ্বকর্ম্মার তনয়। পরম তপস্বী তিহোঁ দ্বিজ মহাশয়॥ তুমি সবে তাঁকে পুরোহিত করি বর। তার আরাধন করি তবে যুদ্ধ কর॥ এতেক বচন শুনি যত সুরগণ। ততক্ষণে আইলা বিশ্বরূপ বিদ্যমান॥ দেবগণ মিলিয়া করিল পুরোহিত। যজ্ঞ আরম্ভিল বিশ্বরূপ সুপণ্ডিত॥ বিশ্বজয় যজ্ঞ আরম্ভিলা পুরন্দর। নারায়ণ কবজ ধারণ কলেবর॥ তবে ইন্দ্র জয় করি অসুর জিনিল। দেবগণ সহ নিজ অধিকার পাইল॥ করি লেন বিশ্বরূপ বিশ্ব যজ্ঞ যাগ। দৈবযোগে অসুরকে দিলা যজ্ঞ ভাগ। এ বোল শুনিয়া ক্রোধ কৈলা পুরন্দর। ব্রাহ্মণের তিন মাথা কাটিল সত্বর॥ বিশ্বরূপ দ্বিজের আছিল তিন মুণ্ড। ইন্দ্র তাহা কাটিয়া

করিল তিন খণ্ড ॥ ব্রহ্মবধ সঞ্চারিল ইন্দ্রের শরীরে। ইন্দ্র চারি ভাগ করি বিভোজিল তারে ॥ দ্রুন জল ভূমি আর যত নারীগণ। চারি ভাগে ব্রহ্মবধ পাইলা চারি জন ॥ এই রূপে ব্রহ্মবধ পৃথিবী উপরে। কোন রূপে ব্রহ্মবধ নরেতে সঞ্চারে ॥ ব্রহ্মবধ আটা রূপে তরুগণে রয়। ছায়া লয়্যা পত্রাদি হিংসিলে ঘটে তায় ॥ নারীগণে ব্রহ্মবধ রজযোগে রয়। রজঃস্বলা পর্শে আসি তাহারে ঘটয় ॥ জলে মল মূত্রাদি ছাড়য়ে যে স্বেচ্ছায়। তাতে অংশী অংশ রূপে সংঘটন হয় ॥ অম্বুবাচী কালে ভূমি করয়ে খননে। এক অংশ ঘটে আসি সে সকল জনে ॥ এতেক প্রকারে ইন্দ্র ব্রহ্মবধ তরে। পুত্রবধ শুনি বিশ্বকর্ম্মা ক্রোধ করে ॥ বৃত্র নামে অসুর ভেজিল ভয়ঙ্কর। প্রলয় কালের যেন জলদগ্নিবর ॥ ধূম্রবর্ণ অসুর বিকট দরশন। পদ ভরে ধরণী কম্পিত ঘনে ঘন ॥ তিনলোক জিনিয়া নাদ করয়ে গভীর। ত্রিশূল তুলিয়া নাচে বৃত্র মহাবীর ॥ তিন লোক গ্রাসিতে হইল উপস্থিত। তাহা দেখি দেবগণ হইলা বিস্মিত ॥ প্রমাদ দারুণ রণ বাজিল তখনে। বৃত্র সহ মহাযুদ্ধ হৈল দেবগণে ॥ সমরে হারিয়া সুর পলায় সকল। স্মরণ পশিল কৃষ্ণ চরণ যুগল ॥ দিব্য রূপ ধরি হরি দিলা দরশন। দেবগণ দেখি কৈল প্রণাম স্তবন ॥ তুষ্ট হয়া বর দিলা দেব হৃষীকেশ। শুন শুন দেবগণ কহি উপদেশ ॥ দধিচি নামেতে আছে মহা মুনি জন। মাগিয়া তাঁহার অস্থি লহ সুরগণ ॥ সেই অস্থি দিয়া কর বজ্রের নির্ম্মাণ। তবে ইন্দ্র মারিব অসুর বল বান ॥ মাগিলেই দিবঅস্থি আপনারঅঙ্গ। মহাজনে না করেমাগিলে আজ্ঞা ভঙ্গ ॥ এতেক কহিয়া হরি গেলা নিজ স্থান। দ্বিজ স্থানে গেলা ইন্দ্র আদি দেবগণ ॥ প্রণাম করিল ইন্দ্র মুনির চরণে। সুর গণ সহ কৈলা আত্ম নিবেদনে ॥ যশঃধর মহাজন পর হিতকারী। বস্তু জ্ঞান নহে তার দেহ গেহ করি ॥ আপনার অস্থি যদি কর সংপ্রদান। তবে সব সুরগণ পায় পরিত্রাণ ॥ শুনিয়া দধিচি মুনি দেবের উত্তর। ভাবিলা অধ্রুব ধন জন কলেবর ॥ অধ্রুব শরীরে যদি ধ্রুবপদ পাই। চাহিলে না দিলে দোষ ইথেই ডরাই ॥ এ শরীরে যদি হয় পর উপকার। ইহা বই মিথ্যা দেহ কি কার্য্যে আমার ॥ এতেক ভাবিয়া বিপ্র ধ্যান যোগ করি। শরীর তেজিয়া

বিপ্র গেলা বিষ্ণুপুরী ॥ বিশ্বকর্ম্মা সে অস্থিতে বজ্র নিরমিল। পরম উজ্জ্বল বজ্র ইন্দ্র হস্তে দিল ॥ তবে ইন্দ্র ঐরাবর্তে করি আরোহণ। বজ্র হস্তে ধরিয়া করিতে গেলা রণ ॥ অসুরের সনে তবে বাজিল সংগ্রাম। যুঝিতে আইলা দৈত্য বিশাল বিক্রম ॥ হয়গ্রীব শঙ্কবাণ স্থচি যে সম্বর। বৃষ পর্ব্বাহেতে যে প্রভৃতি খরতর ॥ অজমুখ বিপ্র চিত্তি দ্বিমূর্দ্ধা প্রখর। মালী সুমালী আদি দৈত্য ভয়ঙ্কর ॥ দৈত্য নাগ নর যক্ষ রাক্ষস কোটি কোটি। চৌদিগে বেড়িয়া করে বাণ হুটাহুটি ॥ সিংহনাদ করি ধায় লক্ষ লক্ষ সেনা। বাদ্যভাণ্ড রোল উঠে ছত্র ধ্বজ বানা ॥ পাশাদি মুদ্গর গদা পরিঘ তোমর। শূল পরশু খড়্গ অস্ত্র খরতর ॥ অস্ত্রে অস্ত্র কাটাকাটি বাণ বরিষণ। বাজিল অসুর দেবে মহাঘোর রণ ॥ যত দেবগণ ছিল সমরে প্রচণ্ড অসুরের অস্ত্র কাটি করে খণ্ড খণ্ড ॥ পৃথিবীতে সমর হইল ভয়ঙ্কর। নগ নাগ কাঁপিল সকল চরাচর ॥ দৈত্য দানবাদি যত রণেতে প্রখর। তারা সব পলাইল তাজিয়া সমর ॥ তবে বেত্র বলে আরে শুন দেবগণ। তোরা সবে মোর সঙ্গে করসিয়া রণ ॥ সমর ছাড়িয়া ভয়ে যে জন পলায়। তার সনে সমর করিতে না জুয়ায় ॥ মোর আগে আসিয়া করহ তোরা রণ। আজি পাঠাইব দেব যমের ভবন এতেক বচন শুনি মহানাদ কৈল। মূরছিত হয়্যা দেব ভূমেতে পড়িল ॥ ঘোর তর শব্দ করি বেত্র মহাসুর। দুই পায় ধরিয়া দেবতা কৈল চুর ॥ তবে দেবরাজ কোপে জ্বলিল অন্তর। ফেলিয়া মারিল গদা বেত্রের উপর ॥ নির্ভয়ে ধরিল গদা দিয়া বাম কর। গদা হাতে চলে ক্রোধে ইন্দ্র বরাবর ॥ সে গদা তুলিয়া ভ্রমাইল তিন বার। ঐরাবত মুণ্ডে কৈল গদার প্রহার ॥ গদার প্রহারে গজ ভ্রমিতে লাগিল। ইন্দ্র সহ সাত ধনু রণ তেজি গেল ॥ অমৃত অঙ্কুশী ইন্দ্র গজ মুখে দিল। খণ্ডিল অঙ্গের বেথা গজ স্থির হৈল ॥ ক্রোধ করি বলে বেত্র আরে পুরন্দর। তুই সে মারিলি মোর ভাই সহোদর ॥ আরে ব্রহ্মবধি তুই ব্রহ্মহত্যাকারী। আপনারে বোল তুমি দেব অধিকারী ॥ শোধিব ভায়ের ধার বধিয়া তোমারে। আজি তোরে বেড়ি খাবে শৃগাল কুক্কুরে ॥ পুনঃ সুরপুরে যাবে হেন মনে লয়। এই রূপে ইন্দ্রেরে ভর্ৎসিল অতিশয় ॥ পুনঃ বেত্র

পুরন্দরে বাজিল সংগ্রাম। না হয় না হবে যুদ্ধ তাহার সমান॥ অসুরে অমরে যুদ্ধ বাণ ছটাছটি। মুদ্গর প্রহারে শিরে বাণ কাটাকাটি॥ গাছ পাতরাদি কেহ পর্ব্বত ফেলায়। কেহ কেহ মুখ মেলি গিলিবারে যায়॥ বৃত্র ইন্দ্রে মহা যুদ্ধ দোঁহে বলে শূর গদার প্রহারে হৈল কোটি কোটি চূর॥ দেবতা অসুরে যুদ্ধ দুই মহাবল। নগ নাগ তিনলোক কাঁপিল সকল॥ পড়িল দোঁহার সৈন্য সগর ভিতরে। তবে বৃত্র ডাক দিয়া বলে সুরেশ্বরে॥ তোর অস্ত্রে ইন্দ্র আমি তেজিব শরীর। অনন্ত চরণে এই মন কৈল স্থির॥ তবে মোর খণ্ডিবে এঘোর ভববন্ধ। নিরবধি করিব ভকত সঙ্গানন্দ॥ কৃষ্ণ ভকতের দাস দাস অনুদাস। হই যেন জন্মেং এই মোর আশ যদি মনে করে কৃষ্ণ গুণাব্ধি শরণে। দুই কর হয় কৃষ্ণকর্ম্ম পরায়ণে যদি মোর বদনে গোবিন্দ গুণ গায়। যদি মোর মন কৃষ্ণ চরণ ধেয়ায়॥ তবে ইন্দ্রপদ ব্রহ্মপদ কিবা সিদ্ধি। সার্ব্বভৌম পদ না বাঞ্ছিব পাই যদি॥ কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ ভাগ্যবশে যদি হয়। কর্ম্মক্রমে জন্ম যথা তথা কেনে নয়॥ সর্ব্ব পরাৎপর ধর্ম্ম ভক্তসঙ্গে বাস। অসুরে বৈরাগ্য হেন হইল প্রয়াস॥ মহাবলি বৃত্র এই সুনিশ্বাসকরি। ধাইল ইন্দ্রের তরে শূলপাট ধরি॥ শূলমুখে জ্বলিছে প্রলয় হুতাশন বিষম বিক্রম দেখি কাঁপে ত্রিভুবন॥ অন্তরিক্ষে চক্রবত ঘুরাইয়া শিরে। এক হস্তে বজ্রচাপড় মারিল ইন্দ্রেরে॥ ইন্দ্র হস্ত হৈতে বজ্র খসিয়া পড়িল। হাহাকার শব্দ দেবগণেতে উঠিল॥ তবে দেবরাজ বজ্র তুলিয়াত লয়। বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে ভৎসিল অতিশয়॥ যুদ্ধকালে বিষাদ বীরের নহে ধর্ম্ম। জয় পরাজয় মাত্র ঈশ্বরের কর্ম্ম॥ কাষ্ঠের পুতলি নাচে কুহক ইচ্ছায়। বনের হরিণ যেন বান্ধিয়া নাচায়॥ এইরূপে প্রভু যারে যে কর্ম্ম করায়। প্রভু নিযোজিত কর্ম্ম খণ্ডন না যায়॥ পিঞ্জরের পক্ষি যেন থাকয়ে বন্ধনে। এইরূপ ব্রহ্মা আদি প্রভুর অধীনে॥ খর্ব্বজন আপনাকে করে অভিমান। খণ্ডিতে না পারে কেহ ঈশ্বর নির্ম্মাণ॥ এক জনে আর জন সৃজয়ে শ্রীহরি। আর জন দিয়া প্রভু আর জন মারি॥ করায় করয়ে সেই ভুঞ্জয়ে ভুঞ্জায়। ব্রহ্মাদি যাহার কর্ম্মের অন্ত নাহি পায়॥ এতেক জানিয়া

ইন্দ্র ত্যজ বিমরিষ। মোর সহ কর যুদ্ধ হইয়া হরিষ॥ বেত্রেরবচন শুনি দেব পুরন্দর। হাসিয়া বেত্রের তরে দিলেন উত্তর॥ ধন্যধন্য অসুরেতে ভক্ত মহাভাগ। হরিপদে এতেক তোমার অনুরাগ॥ বিষ্ণুমায়া তুমি সে তরিলে মহাশয়। নহিব তোমার আর ভব মহা ভয়॥ তমোগুণে জন্মিল অসুর দুরাচার। তাহে এত বিষ্ণুভক্তি দেখিল তোমার॥ যুদ্ধধর্ম্ম হেতু ইন্দ্র বজ্র নিল তুলি। বেত্রসহ যুদ্ধ কৈল ইন্দ্র মহাবলি॥ বাম হস্তে তুলিল পারিঘ মহাসুর। মারিল ইন্দ্রের বুকে প্রহার নিষ্ঠুর॥ পড়িতেই পরিঘ কাটিলা পুরন্দর বেত্রের দক্ষিণ কর কাটিল সত্বর॥ দুই হস্ত কাটা গেল বেত্র কোপে জলে। ভহুঙ্কার করিয়া পড়িল ভূমিতলে॥ মুখখান মেলে দৈত্য আকাশ যুড়িয়া। ঐরাবত সহ ইন্দ্রে ফেলিল গিলিয়া॥ হাহাকার শবদ উঠিলা ত্রিভুবনে। মহাবলী দেবরাজ না মরে পরাণে॥ উদর ভেদিয়া ইন্দ্র বাহির হইল। বজ্রে মাথা কাটিয়া বেত্রের প্রাণ নৈল॥ পাড়িল অসুর জয় হৈল ত্রিভুবনে। দুন্দুভী বাজায় করে পুষ্প বরি ষণে॥ গন্ধর্ব্বে সঙ্গীত গায় অপ্সরা নাচন। মহা হর্ষে জয় জয় করে ত্রিভুবন॥ এই রূপে পাড়িল অসুর মহাবলী। ব্রহ্মবধ ভাবি ইন্দ্র হইলা ব্যাকুলি॥ ব্রহ্মবধ মহাপাপ হইল আমার। নাহি দেখি মোর কিসে হবে প্রতিকার॥ এতেক বচন শুনি যত মুনি গণ। আসিয়া ইন্দ্রের তরে কৈল সম্ভাষণ॥ বিষাদ না কর ইন্দ্র তেজহ সংশয়। ব্রহ্মবধ করি তুমি না করিহ ভয়॥ অশ্বমেধ করি তুমি ভজ দামোদর। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন কর নিরন্তর॥ মহা মহা পাপী যত জগত সংসারে। সেই পাপী হরিনামে হেলে ভবতরে॥ মুনির বচন শুনি দেব পুরন্দর। যজ্ঞ করিবারে চেষ্টা হইল সত্বর॥ যুঝিয়া মারিল বেত্রে রণের ভিতর। সেই ব্রহ্মবধ পাপ হৈলা মূর্ত্তি ধর॥ মূর্ত্তিমান হয়ে আসি উপস্থিত হৈল। ইন্দ্রে গরাসিতে যেন ধাইয়া চলিল॥ হরিসঙ্কীর্ত্তন ইন্দ্র করেন আপনে। অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইল মুনিগণে॥ ব্রহ্মবধ পাপ হৈতে ইন্দ্র মুক্ত হয়। বেত্র বধ চরিত্র শুনিলে পাপক্ষয়॥ সাধুসঙ্গে কৃষ্ণগুণ করয়ে শ্রবণে। শুদ্ধ ভক্তি হয় তার কৃষ্ণের চরণে॥ ভাগবত আচার্য্য কহিলা সুধাময়। ধন্য পুণ্য পাপহর রিপু হৈতে জয়॥

তবে রাজা পরীক্ষিত প্রসন্ন হৃদয়। প্রশ্ন কৈলা মুনিপদে করিয়া বিনয়॥ অসুর দুরন্ত সেই পাপ দুরাচার। কোন পুণ্যে হরিভক্তি জন্মিল তাহার॥ সপ্তদ্বীপ মধ্যেতে বৈসয়ে যত প্রাণী। তারা সব চরাচর জীব হেন মানি॥ তার মধ্যে পুণ্যকর্ম্ম করে নরজাতি। তার মধ্যে কেহ২ সাধয়ে মুকতি॥ কোটি মধ্যে এক কেহ মুক্তিপদ পায়। কোটি মুক্তমধ্যে কৃষ্ণভক্ত শ্রেষ্ঠ হয়॥ ত্রিলোক পূজিত ভক্ত দেবের দুর্লভে। বেত্রাসুর কি সাধনে হেন ভক্তি লভে॥ কহ মহা মুনি তুমি ইহার কারণ। কিরূপে বেত্রের ভক্তি হইল উৎপন্ন॥ শুকদেব বলে রাজা কহি যে তোমারে। চিত্রকেতু নামে রাজা বিদিত সংসারে॥ সুরসেন নামে সার্ব্বভৌম নরপতি। আছিল তাহার দশ সহস্র যুবতী॥ ধনে জনে সম্পদে যুবতী নারীগণে। রাজ্যেতে রাজার প্রীত নহে মিথ্যাজ্ঞানে॥ আছিলা অঙ্গিরা মুনি ব্রহ্মার নন্দন। দৈবযোগে তার স্থানে কৈলা আগমন॥ অতিথি বিধানে রাজা পূজিয়া সাদরে। কনক আসন আনি বসায় মন্দিরে। পুছিলা অঙ্গিরা মুনি শুন নরেশ্বরে। অন্তরে চিন্তিত বড় দেখি যে তোমারে॥ চিত্রকেতু বলে সত্য শুনহ গোসাই। রাজ্য [illegible] গোচর নাই॥ জিজ্ঞাসিলা তবে তোমা চাহি কহিবারে। অপদেশ [illegible] কোন রূপে প্রতীকারে॥ এই সে কারণে মনে [illegible]। ছিল সন্তুতি মোর কোন গতি হয়॥ রাজার বচন শুনি মুনি [illegible] কৈল। যজ্ঞকরি চরু সাধি রাজারে সঁপিল॥ প্রধানা [illegible] তার নাম কৃতদ্যুতি। যজ্ঞচরু তারে খাওয়াইলা নরপতি॥ মুনি বলে ইহাতে জন্মিবে পুত্রবর। হরিষ বিষাদ তব করিবে অন্তর॥ এতেক বলিয়া মুনি গেলা নিজ স্থানে। আনন্দে রহিলা তথা নৃপতি প্রধানে॥ শুভক্ষণে শুভযোগে কুমার জন্মিল। শুনিয়া রাজার চিত্তে আনন্দ হইল॥ গজ দান রথ দান পৃথিবী কাঞ্চন। পুত্রের উৎসবে রাজা কৈল বিতরণ॥ পুরে পুরে ঘরে ঘরে আনন্দ মঙ্গল। নৃত্য গীত বাদ্যেতে পুরিল ক্ষিতিতল॥ তবে রাজকুমার বাড়য়ে দিনে দিনে। পুত্রস্নেহে চিত্রকেতু আন নাহি জানে॥ পুত্র ছাড়ি তার মনে আন নাহি ভায়। অন্ধজন নড়ি হারাইলে যেন পায়॥ পুত্রের মাতারে করে প্রেম অতিশয়। আর নারীগণে তার তত প্রীত নয়॥ সতি

নের সম্পদ দেখিয়া নারীগণে। শোকে অচেতন হয়ে চিন্তে মনেং এক দিন মেলি সবে যুকতি করিল। বিষ দিয়া বালকেরে ক্ষিরপিয়া ইল ।। শয়নে রাখিলা তারে লয়ে রাজঘরে। মায়ে আজ্ঞা দিলা শিশু আনিবার তরে ।। শীঘ্র রাণী পুত্র কোলে করিয়া ডাকিল। মৃতপুত্র দেখি মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল ।। বুকে করাঘাত হানি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। ক্রন্দন শুনিয়া রাজা উঠিলা সত্বরে ।। ভূমেতে পড়িয়া কান্দে চিত্রকেতু রাজা। রাজার ক্রন্দন শুনি কান্দে যত প্রজা ।। পাত্র মিত্র সামন্ত যতেক পুরজন। রাজারে বেড়িয়া সবে করয়ে ক্রন্দন ।। শিরে ঘাত হানে রাজা চিকুর উপাড়ে। উঠি পুনঃ পুনঃ রাজা পড়য়ে আছাড়ে ।। অযুত বনিতা কান্দে কান্দে পুরনারী। কান্দয়ে সকল লোক বালকেরে ঘেরি ।। শিরে ঘাতকরি সবে করয়ে বিলাপ। ক্ষণে মুরছিত হয় ক্ষণে উঠে তাপ ।। এইরূপে কান্দে রাজা শোকে অচেতন। হেনকালে দুইমুনি কৈলা আগমন ।। বুঝান রাজারে তত্ত্ব উপদেশ করি। চিত্ত স্থিরকর রাজা শোক পরিহরি ।। কে তোমার পুত্র রাজা তুমি পুত্র কার। পূরুবে আছিলা কোথা কে কার কুমার ।। স্রোতের বালুকা যেন স্রোতে লয়ে যায়। এইরূপে সব জীব কর্ম্মানুচলয় ।। জীব হৈতে জীবের জনম সত্য নয়। এক জীব হৈতে হয় আর জীব হয় ।। এক দেহ হৈতে হয় আর দেহের জনম। অজর অমর জীব হয় নিত্যময় ।।এক হরি সৃজে সেই করয়ে সংহার।মিথ্যা জীববলে মাত্র পুত্র আপনার।। এবোল শুনিয়া রাজা তেজিল ক্রন্দন। অল্পেং কৈল পুত্রশোক নিবারণ ।। অবধূত বেশ ধরি দীপ্ত কলেবর। তোমা সব দেখি যেন মহাযোগেশ্বর ।। মহা মুনিগণ সব ভ্রময়ে সংসারে। জ্ঞান উপদেশ করি জীবেরে উদ্ধারে।। আমি সব মূঢবুদ্ধি পশু অগেয়ান। জ্ঞানযোগ দীপ দিয়া করহ মোচন ।। রাজার বচন শুনি দুই মুনীশ্বর। আপনার পরিচয় দিল তারপর ।। আমি সে অঙ্গিরা মুনি ব্রহ্মার কুমার। পূরুবে সূত্রেতে পুত্র সাধিল তোমার ।। ঞিহ সে নারদ মুনি মুনির প্রধান। ইহা হৈতে রাজা তুমি পাবে পরিত্রাণ ।। তুমি কেন পুত্রশোকে রাজা হয়ে মজ। ভক্তিধর্ম্ম ছাড়ি কেন গৃহধর্ম্মে মজ ।। পরম বৈষ্ণব তুমি পূর্ব্বেতে আছিলে। এদেহ ধরিয়া তুমি ভক্তি পাসরিলে ।। ভক্তি উপ

দেশাদিতে পূর্ব্বে ছিল মনে। বিকল দেখিল তোমা পুত্রের কারণে॥ তেকারণে তখন না কৈল উপদেশ।এখন যে কহি রাজা শুনহ বিশেষ পুত্র হৈতে দেখ রাজা দুঃখ মাত্র সার। মিথ্যা ধন জন রাজা মিথ্যা সুত দার॥ পুত্র হৈতে দুঃখ শোক বিচারহ মনে। ভক্তিহীন হৈলে পীতা পায় সর্ব্ব জনে॥ বাল্যকালে দেহ পিতা মাতার পালিত। যুবাদিতে করে নিজ দারা পুত্রে প্রীত॥ ভক্তিতে না করে পিতা মাতার পালন। প্রীতভাবে জিজ্ঞাসয়ে প্রায় সর্ব্ব জন॥ বাঁচিয়া থাকিলে মাত্র করে এই মত। মরিলে করয়ে শোক প্রায় মৃত্যুবত॥ যদি ভাগ্যে কৃষ্ণভক্ত বংশে জন্ম হয়। তবে মাতা পিতা আদি কুলোদ্ধার হয়॥ সন্তানের কর্ম্মদোষে যত পিতৃলোক। অধোগতি করাইয়া ভুঞ্জায় নরক॥ উপদেশ লহ তুমি নারদের স্থানে। মিথ্যা পুত্রজ্ঞানে শোক ত্যজ মিথ্যাজ্ঞানে॥ অঙ্গিরার বচন শুনিয়া নরপতি। নারদ চরণযুগে করিলা প্রণতি॥ মন্ত্র উপদেশ তবে করিল নারদ। হৃদয় প্রসন্ন হৈল যাহার প্রসাদ॥ মহাদেব যাঁর পদ করিয়া সেবনে মহেশ্বর পদ পাইল যে মন্ত্র শরণে॥ হেন অনন্তের মন্ত্র কৈল উপদেশ। কুমতি ছাড়িয়া জ্ঞান তত্ত্বেতে প্রবেশ॥ মরা বালকেরে তবে বলে যোগেশ্বর। পিতা মাতা কান্দে কেন না দেহ উত্তর॥ রাজ্য ভোগকর তুমি বৈস রাজাসনে। বাপের সন্তোষ কর উঠিয়া আপনে মরাপুত্র বলে তবে শুন নরেশ্বর। মায়ামোহে দুঃখ কেন পাও গুরুতর॥ কে তোমার পুত্র পিতা তুমি বা কাহার। কর্ম্মভোগ করে জীব ভ্রমিয়া সংসার॥ জ্ঞানহীনে পুত্র মিত্র বন্ধু সে বলয়। বিচারিয়া দেখ রাজা কেহ কার নয়॥ বিক্রী কৈলে সোনাহ অন্যেতে লয়ে যায়। নিজ কর্ম্মবশ হয়ে ভ্রমিয়া বেড়ায়॥ যাবৎ যাহাতে থাকে এমিথ্যা সম্বন্ধ। তাবৎ তাহার নাহি ঘুচে মায়াবন্ধ॥ তারা যবে মরে তাতে না পারে রাখিতে। আপন মরণকালে নারে সঙ্গে লৈতে কৃষ্ণপদ চিন্তার বিরোধী চিন্তাগণ। কি বিচারে রাজা তারে বলহ আপন॥ স্বমৃত্যু নিকট হৈল ইথে শঙ্কা নাই। হেন চিন্তাকর রাজা যাতে কৃষ্ণ পাই॥ কৃষ্ণেতে অভেদ মানি ভজ গুরুপদ। সাধুসঙ্গ করি ত্যজ রাজ্যাদি বিপদ॥ মৃত্যুকালে পুত্র দারে স্নেহ না পাসরে তেকারণে ভাগ্যহীন জন্ময়ে সংসারে॥ ঈশ্বর জীবাত্মা রূপ হইয়া

বিস্তার। ভ্রমায় অশেষ যোনি কর্ম্ম অনুসার ॥ নিত্য নিরঞ্জন জীব অজয় অমর। পুত্র মিত্র নাহি তার নাহি ভিন্ন পর ॥ মৃতসুত বাক্য শুনি বিস্মিত নৃপতি। মহা শোকসিন্ধু লংঘি হৈলা শুদ্ধমতি ॥ মোহ হৈতে তত্বজ্ঞান পাইয়া রাজন। রাজ্য ত্যজি ততক্ষণে গেলা মধু বন ॥ যমুনার জলে স্নান ত্রিকাল করিয়া। অনন্ত চরণ পুজে এক চিত্ত হয়্যা ॥ যে মন্ত্র নারদ মুনি উপদেশ দিল। একান্ত ভকতি করি সে মন্ত্র জপিল ॥ সাত দিনে মন্ত্র সিদ্ধ হৈল নরেশ্বরে। গন্ধর্ব্বের অধিপতি পদ দিলা তারে ॥ অনন্ত ধরণিধর ভকত বৎসল। দরশন দিলা দীপ্ত গৌর কলেবর ॥ প্রসন্ন বদন প্রভু অরুণ লোচন। মুকুট কুণ্ডল চারু সুনীল বসন ॥ যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র সিদ্ধগণে স্তুতিকরে। নিজ প্রভু চিত্রকেতু দেখিল গোচরে ॥ বলরাম দরশনে পুলকে পুর্ণিত। বাড়িল আনন্দ অতি নিরমল চিত ॥ নয়নে আনন্দ ধারা প্রফুল্লিত অঙ্গ। প্রেমে গদ২ অঙ্গ হৈল স্বরভঙ্গ ॥ তবে রাজা ক্ষণে চিত্ত করি সমাধান। দিব্যস্তুতি করিয়া তুষিলা বলরামে। তুষ্ট হয়ে বলিলেন শুন নরেশ্বর। পুর্ব্বেই আছিলা তুমি আমার কিঙ্কর ॥ নারদকৃপায় তুমি হইলে উদ্ধার। এইরূপে জ্ঞান গুরুকৃপা মুলাধার ॥ আমার বচন তুমি পালিহ যতনে। দারা পুত্র আদি জান স্বপন সমানে ॥ ভকতি করিয়া মোরে ভজ এইবার। যথা তথা রহ তুমি আমার কিঙ্কর ॥ এতেক বচন বলি প্রভু বলরাম। অন্তরিক্ষে গেলা প্রভু আপনার স্থান ॥ চিত্রকেতু রাজা হৈল বিদ্যাধরপতি। দিব্যরথে আকাশেতে বিহরয়ে নিতি ॥ গগণ মণ্ডলে ভ্রমে রথের উপরে। আনন্দে ভ্রময়ে কোটি বর্ষ নৃপবরে ॥ সিদ্ধ সাদ্ধ বিদ্যাধর করয়ে স্তবন। কোটি২ বিদ্যাধরে করয়ে সেবন ॥ দিব্যরথে চড়ি রাজা অন্তরিক্ষে ফিরে। সন্নিধানে হরিগুণ গায় বিদ্যাধরে ॥ এক দিন ভ্রমে রাজা আকাশ উপরে। কৈলাশ উপরে উঠে দেখিলা শঙ্করে ॥ চৌদিগে বেষ্টিত আছে সিদ্ধ মুনিগণে। তত্বযোগ মহাদেব আপনে বাখানে হর দিগম্বর কোলে দেবী দিগম্বরা। তত্বকথা কহে শিব উম্মত্তের পারা ॥ চিত্রকেতু তাহা দেখি হাসে মনে২। হেন অদভুত নাহি দেখি ত্রিভুবনে ॥ সকল লোকের গুরু পিতা মহেশ্বর। পরম যোগেশ বেশ শিরে জটাভার ॥ স্ত্রীকে কোলে করি বৈসে সভার ভিতরে।

কামে মত্তজনে হেন কর্ম্ম নাহি করে ।। সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইয়া কারন কায। জগত ভরিয়া দেখে না বাসেন লাজ ।। আপনে ঈশ্বর হেন কর্ম্ম করে । আপনে করিলে কর্ম্ম কি বলিব কারে ।। এ বচন শুনি পর্ব্বত তুহিতা । ক্রোধ করি শাপ দিতে হইলা উদ্ধত হর মন্দকর্ম্ম করে এই মাত্র জানে । ব্রহ্মাহ না জানে নাহি জ মুনিগণে ।। এই বনে শঙ্কর নির্লজ্জ তুরাচার। এই সে দেখিল হ তুষ্ট ব্যবহার ।। যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যার চরণ ধেয়ায়। সুর সিদ্ধ যার অন্ত নাহি পায় ।। এই জ্ঞানে শিব কর্ম্ম করে বিপরীত। আ সে ইহার ফল দিব সমুচিত ।। ভক্তজনে অন্যের না দেখে দোষাচ নাহি থাকিলেও দোষ দেখে আপনার ।। মহতের দোষ জ্ঞানে রিল উচ্চার। ভক্তিপথে নাহিক ইহার অধিকার ।। এপাপীর অসু জনম যেন হয় । মহতের নিন্দা যেন আর না করয় ।। এতে শুনিয়া চিত্রকেতু বিদ্যাধরে। তুই হস্ত পাতি শাপ লইল সাদরে ভূমিতে পড়িয়া রাজা কৈল নমস্কার । সমুচিত দণ্ড মাতা করিল আমার ।। শাপ বিমোচন মাতা না করিহ আর । এক নিবেদ করি চরণে তোমার ।। অজ্ঞানে মোহিত যত ভ্রময়ে সংসারে। পাপ পুণ্য সুখে তুঃখে ভুঞ্জে বারে বারে ।। মহতের নিন্দা আর না কহি কোথা । শাপ হৈতে এবর দিয়াছ জগন্মাতা ।। এনিমিত্তে শাপে তব বর বুদ্ধি হৈল। সাধুনিন্দা দোষ মোর এতাবৎ গেল। সাধুনিন্দা মহাদোষ যদ্যপি ঘুচিল। তব স্থানে দোষদৃষ্টি ক্ষমিতে হইল ।। এই দোষ মাত্র মোর ক্ষমহ পার্ব্বতী। ভবে যেন নহে ভক্তি নিন্দুক সংহতি ।। পার্ব্বতীর আজ্ঞা পায়ে চলিলা বিমানে । শাপে তুঃখ মাত্র না দেখিল তার মনে ।। অপরন্ধ নরক সমান বুদ্ধি যার । তোমা আমা দেহযোগে নহে অহঙ্কার ।। প্রসাদ নিগ্রহ তার সম বস্তু জ্ঞান। এনিমিত্ত ভকতের তুয়েতে সমান ।। আমি ভব বিরিঞ্চি সনক আদি করি। যে প্রভুর মহিমা বুঝিতে নাহি পারি ।। সেপ্রভুর ভকতে অনন্ত গুণ ধরে। শুনিলাম সাক্ষাৎ কহিলা বিদ্যাধরে ।। ধন্য পুণ্য পাপহর পরম পাবন। শুনিলে তুর্গতি হরে পায় ভক্তিধন ভক্তিরস গুরু শ্রীল গদাধর জান। ভাগবতাচার্য্যের মধুরস গান ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধ সমাপ্তঃ।